ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী।

প্রথম ভাগ।

Vol. 1

ব্রজমোহন রায়ের যাত্রার দলে অভিনীত,—

'অভিমন্যুবধ,' 'সাবিত্রী-সত্যবান,' রামাভিষেক,' 'শতস্কন্ধ-রাবণ-বধ,' 'তারকাসুর বধ,' 'দানব-বিজয়,' 'কংস-বধ,' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল, 'লক্ষ্মণ বর্জ্জন' গীতাভিনয়।

কলিকাতা,

২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

সন ১৩১৩ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

৺ব্রজমোহন রায়ের জীবনী।

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় মহাশয় তদীয় মধ্যমাগ্রজ ৺ব্রজমোহন রায় মহাশয়ের যে জীবনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এস্থলে আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত রায় মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন বৃত্তান্ত যেরূপ সম্যক্ অবগত আছেন, অন্যের পক্ষে সেরূপ জানা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং, শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় মহাশয় লিখিত তাঁহার ভ্রাতার জীবনীই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া এস্থলে প্রকাশ করা হইল :—

আজ আমি যাঁহার বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি আমার মধ্যম সহোদর নাম। তাঁহার ৺ব্রজমোহন রায়, বঙ্গদেশে সবিশেষ পরিচিত। অনেক দিন হইল তিনি কালের ভীষণ গ্রাসে পতিত হইয়া অক্ষয় স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন বটে ; কিন্তু অদ্যাপিও যদি বঙ্গের কোন বৃদ্ধের নিকট তাঁহার নাম করা যায়, তখনই তিনি তাঁহার সঙ্গীতের কথা মনে করিয়া শোকাশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত করিতে থাকেন। শৈশবে আমরা তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া কত অনাদর করিয়াছি তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের ন্যায়, আমার দাদামহাশয়ের কার্য্য অমানুষিক। তিনি ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এমন মধুরকণ্ঠে তান-লয়যুক্ত গান করিতে পারিতেন যে, পাড়ার ভদ্রমহিলাগণ নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া তাঁহার গান শুনিতেন। মধুর কণ্ঠের নিমিত্ত দাদামহাশয় জন-সমাজে বড়ই আদৃত ছিলেন। পাড়ার ছেলেরা "ব্রজদা গান শুনাও! ব্রজদা গান কর! আমরা শুনব" "তোমার গান বড় ভাল লাগে"—এইরূপ বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত একত্র থাকিতে ভাল বাসিত। ইঁহার মত অমায়িক, দয়ালু ও পরদুঃখ কাতর ব্যক্তি অল্পই দেখা যায়।

হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচুলিয়া গ্রামে আমাদিগের বাস। আমাদিগের পিতার নাম ৺রামলোচন রায় ; আমরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। আমরা তিন সহোদর ছিলাম। উল্লিখিত সঙ্গীত-চূড়ামণি ১২৩৮ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় জ্যেষ্ঠের উপর সমস্ত সংসারের ভার পড়ে। আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺মধুসূদন রায় মহাশয় আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত লেখাপড়া শিক্ষা দেন। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই সর্ব্বাগ্রজ মহাশয়ও আমাদিগকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া যান ; সুতরাং এই সংসারের ভার মধ্যমাগ্রজের উপর পতিত হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১২ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি চাকরী দ্বারা সংসারযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

মধ্যমাগ্রজ মহাশয়ের পিতৃ বিয়োগ ভ্রাতৃ বিয়োগে বাধ্য হইয়া চাকুরি অবলম্বন—পরীক্ষা-দই আর কিছুই নহে। তিনি এরূপ বিপদের সময়ে, সংসারের গুরুভারে নিপীড়িত হইয়াও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নাই। এইরূপ দুঃসময়েও যখনই সময় পাইতেন, তখনই গুরুর নিকট শাস্ত্র-মত সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। খেয়ালাদি সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

৺ব্রজমোহন রায় মালদহ জেলার অন্তর্গত ইংরেজ বাজারে কোন মহাজনের গদীতে প্রথমে মুহুরির কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে আবগারির নাজীরের কার্য্য করেন। বর্ত্তমান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ঐ পালাগুলির উৎকৃষ্ট

রচনা দেখিয়া অনেকানেক ভদ্রলোক আমাকে উৎসাহিত করায় আমি ঐ পালাগুলি লইয়া একটী পাঁচালি সম্প্রদায় সংগঠন করতঃ ১ বৎসরকাল এই ব্যবসায় বিশেষ প্রশংসার সহিত চালাইয়াছিলাম। আমাকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। আমাকে সঙ্গীতাদি শিক্ষা দেওয়ায় বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। দাদা মহাশয় কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বদাই রচনা করিতেন।

মৎকৃত ঐ পাঁচালির দলের সম্যক্ উন্নতি সাধন করতঃ দশ বার বৎসরকাল বিশেষ দক্ষতার সহিত ঐ দল চালাইয়া দেশ মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; পাঁচালীর আসরে উপস্থিত উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমে জঘন্য ভাবে শেষ গাইবার রীতি হইয়া উঠাতে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১২৭৯ সালে যাত্রার দলের সৃষ্টি করেন। ৪ বৎসর কাল উন্নতির সহিত ঐ দল চালাইয়া রক্তাতিসার পীড়াতে ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমাদিগকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া মায়াময় সংসার ত্যাগ করতঃ অক্ষয় স্বর্গে গমন করেন। তিনি দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন স্ত্রীতেই সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার বণিতাদ্বয় তাঁহার জীবিত কালেই জীবলীলা শেষ করিয়াছিলেন। দাদার মৃত্যুর পর যাত্রার দলটী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু আত্মীয় বন্ধু সকলে অনুরোধ করায় আমি ৮ বৎসর পর্য্যন্ত উন্নতির সহিত ঐ দল চালাইয়াছিলাম। ক্রমে ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে অসুবিধা দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করি। এক্ষণে তাঁহার লুপ্ত প্রায় অক্ষয় কীর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মীয় বন্ধুগণ বিশেষ অনুরোধ করায় তাঁহার রচিত যাত্রা ও পাঁচালিগুলি মুদ্রিত করিতে যত্নবান হইলাম। আজকাল অনেক যাত্রা ও পাঁচালী রচিত হইতেছে বটে; কিন্তু তাহার একখানিতেও সে প্রকার মন আকর্ষণ করিতে পারে না। বোধ করি, এইগুলি প্রকাশিত হইলে বঙ্গের একটী অভাব ঘুচিবে। নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লীর অধ্যাপকগন তাঁহার গীত শ্রবণ করিয়া ভাবের ও রসের সামঞ্জস্য শুনিয়া ভাবে গদ গদ হওতঃ শত শত ধন্যবাদ দিয়াছেন। অভিমন্যুবধ, দক্ষযজ্ঞ, কংসবধ সাবিত্রী-সত্যবান, নন্দ-বিদায়, কালীয়দমন প্রভৃতি পালা রচনায় কি পারিপাট্য, কি ভাবের মাধুর্য্য! যে বিষয়েই ধরুন, সেই বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তিও প্রশংসনীয়। উপস্থিত রচনায়ও তিনি অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

সূচীপত্র।



অভিমন্যু-বধ যাত্রা।

প্রস্তাবনা।

গীত।

রাগিণী শঙ্করা—তাল ঝাঁপতাল।

দেবেশ দেব দিগম্বর ওহে হর,
হর পাপ-তাপ কৃপা কর।
ভব-ধব ভবেশ, শিব-দাতা সর্ব্বেশ,
প্রভু পিনাকী শশধর-শেখর॥
সুর নর কিন্নর, পূজিত ত্রিপুরান্তক ত্রিশূলধর,
ত্রিগুণধর হে ত্রিলোকেশ,—
ত্রিলোকবন্দন, যোগ প্রধান যোগী,
শিব শম্ভু সকল শুভকর।

সভাস্থল।

(নট ও নটীর প্রবেশ।)

নট। গজেন্দ্রগামিনী প্রিয়ে! গজেন্দ্র গমনে একবার-এসে এই সভাস্থলে উপস্থিত হও। প্রিয়ে, লজ্জা কি? এখনও তোমার সজ্জা হয়নি? ত্বরায় এস।

নটী। আহা! প্রাণনাথ এ কি আশ্চর্য্য! এত দিনের পর অধীনীকে মনে পড়েছে? আমাকে প্রেয়সী ব'লে ডাকৃলে; কিন্তু আমি যে তোমার প্রেয়সী, এমন তো বোধ হয় না! আর সভাস্থলে আস্‌তেই বা আমি লজ্জা কর্‌বো কেন? তুমি যদি আমাকে সভায় আন্‌তে ইচ্ছা কর, তাতে যদি তোমার লজ্জা বোধ না হয়, তবে আমার লজ্জায় ফলোদয় কি? তোমার মানেই আমার মান, তোমার লজ্জাতেই আমার লজ্জা।

নট। প্রিয়ে, এমন কথা বল্লে কেন?

নটী। প্রাণনাথ! তবে বলি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

কি ভাবে ভাব্‌ছে আজ আমারে
ওহে প্রাণসখা।
ভালবাস যদি, কেন দিনান্তে নাথ
হয়না দেখা॥
নারীর মনে নাই চাতুরী, প্রাণ কাঁদে
যারে না হেরি,
সে তারে ভাবে না তেমন ঐ খেদে মরি;—
সুজনের প্রেম হয় সুখ, খলের ভাব যে
জলের রেখা॥

নটী। ওহে প্রিয়তম! আজ আমাকে এই সভাস্থলে আস্‌তে অনুমতি কল্লে কেন? মনোগত কথা কি, শীঘ্র বল।

নট। প্রিয়তমে! দেখ, আজ শুভ দিন। এই মনোহর সভাতে, অনেক মহোদয় সভ্যগণের আগমন হয়েছে; ইহাতে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান, আর সঙ্গীতপ্রিয় সমস্ত মহাশয়েরাই বিদ্যমান আছেন। বোধ হয়, এমন সময়—আর এমন সাধু সমাগম—আর হবে না আজ এই শুভক্ষে সমাজে কোন করুণ রসের অভিনয় উপস্থিত ক'রে, এই সভাস্থ মহোদয়গণের তুষ্টিসাধনের চেষ্টা কর।

নটী। প্রাণেশ্বর! তুমি আমাকে ব্যঙ্গ কচ্ছো নাকি? আমি স্ত্রীলোক; আমার জ্ঞান কি? এই মহোদয় সভ্যগণের মনোরঞ্জন করা কি আমার সাধ্য? সূর্য্যের ঘরে দীপদান করা, অথবা অগস্ত্যের নিকট রামচন্দ্রের সাগর-বাঁধা,—এ সব হাসির কথা নয় কি? আমি কি রস বুঝি? না—বাক্য বুঝি? তোমার রসেই আমার রস, তোমার কাব্যই আমার কাব্য। ছায়া কি কখনও দেহের ভঙ্গি ছেড়ে অন্য ভঙ্গি কর্ত্তে পারে?

নট। প্রিয়ে! এই গুণেই আমার প্রমত্ত মনকে তুমি একবারে প্রেমরজ্জুতে বেঁধে রেখেছো। সে যা হোক, তুমি ভুলে গেলে, সেই পূর্ব্বে এক দিন আমার নিকট পুরাণের অন্তর্গত অভিমন্যু বধ বর্ণনা করেছিলে? তাতে আমি বড় তৃপ্তিলাভ করেছিলেম। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, সেই সুধাপরিপূর্ণ আখ্যানটী তোমার বদনবিধুবিনির্গত সুধাময় বাক্যে বর্ণনা করে, এই মহোদয়গণের মনোরঞ্জন কর।

নটী। প্রাণকান্ত! তাতে তুমি তৃপ্তি লাভ করেছিলে ব'লে, সভ্যগণ যে সন্তোষ হবেন—এমন বোধ হয় না; কেন না, আমি তিক্ত রস দিলেও তোমার নিকট মিষ্ট, আমি বিষ বর্ষণ কল্লেও তোমার নিকট সে সুধা-বৃষ্টি। নাথ! পতির কাছেই সতীর আদর।

দেখ, সংসারের মধ্যে সব রমণী রতন।
সকলে ত এ রতনের জানে না যতন॥
কেবল জানেন শিব কি ধন-রমণী।
দুটি ভার্য্যা, একটি বুকে, একটি শিরোমণি॥

কান্ত! সতী কুরূপা হ'লে তিনি স্বর্গ-বিদ্যাধরী জ্ঞান করাই উচিত। সতীর কটু কথা, পতির অমৃত বোধ হতে পারে। আমার কথা তোমার যেমন ভাল লাগ্‌বে, অন্যের তেমন লাগ্‌বে কেন? তথাপি আমি তোমার আজ্ঞা অবহেলা করবো না; যা জানি, কথঞ্চিৎ বর্ণনা করি। আমার প্রার্থনা যে, সভ্যগণ তার দোষ পরিহার কর্ন্নেন।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল তিওট।

মন-মানসে ভজ নরহরি।
বিষ-মিশ্রিত বিষয়-বাসনা পরিহরি।
এ কিরে অসম্ভব, এ তব কেমন ভাব,
কেবা কার, কে তোমার, কারে আপন ভাব,—
ভব-জলধি-জলে, তরিতে অনন্তকালে,
কেবল ভরসা শ্রীহরির শ্রীচরণতরি॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

পাণ্ডব-শিবির।

(যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি আসীন।)

রাজা। ভ্রাতঃ বৃকোদর!

ভীমসেন। আর্য্য! আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ ভাই! অমিতবলশালী মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে, দূত মুখে শুনলেম, কুরুপতি দুর্য্যোধন, মহারথ গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করেছেন। মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী আচার্য্য দ্রোণ নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এক চক্রব্যূহ রচনা করেছেন। শুনেছি, উহা দেবতাদিগেরও দুর্ভেদ্য; পাণ্ডবপক্ষের মধ্যে এমন কোনও বীরকে লক্ষ্য হয় না, যে দ্রোণ-নির্ম্মিত ব্যূহ ভেদ ক'রে, কৌরব-সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে, গৌরব-লাভ করে! ঐ দেখ বিপক্ষগণের সিংহনাদে শ্রবণ বধির হচ্ছে। এজন্য আমি দ্রোণরক্ষিত সেনাগণকে সমরে সংহার ক'রে রাজ্যলাভবিষয়ে নিতান্ত হতাশ হচ্ছি। তোমরা যে আচার্য্যনির্ম্মিত ভয়ঙ্কর ব্যূহ ভেদ করে বীরগণকে বিনাশ ক'রে

নির্ব্বিঘ্নে জয়লাভ কর্‌বে, আমি এমন প্রত্যাশা করি-নে।

গীত।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

পাব রাজ্য আর কেমনে।
সহোদর বৃকোদর,
আমার নিতান্ত ভয় হয় যে মনে॥
সিন্ধুসম শত্রুসেনা, পার হ'তে অপার ভাবনা,
পূর্ণ হয় বৈরী-কামনা
হলেম নষ্ট আমরা ধনেপ্রাণে॥

রাজা। ভ্রাতঃ! আমি আর একটী কথা বলি; বীর-প্রধান ধনঞ্জয়, বিশ্ববিজয়ী বাসুদেব, বাসুদেব-তনয় প্রদ্যুম্ন, অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু, এই চারি ব্যক্তি, চক্রব্যূহ ভেদ কর্ত্তে সমর্থ; এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি আর নয়নগোচর হয় না। অর্জ্জুন ত সংশপ্তকগণ বধার্থ গমন করেছেন; কৃষ্ণ তদীয় রথে সারথি; প্রদ্যুম্ন, অভিমন্যু, বালকের মধ্যে গণ্য; সুতরাং কোন্ ব্যক্তি এই গুরুতর ভার গ্রহণ ক'রে রণমুখে অগ্রসর হয়; এই চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্চে। ভাই! প্রবল জলপ্রবাহ যেমন দুর্ভেদ্য পর্ব্বতকে এবং সাগর-সকল যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ বোধ হয় দ্রোণাচার্য্যকে উল্লঙ্ঘন কর্‌তে ক্ষমবান হবেন না।

ভীম। আর্য্য! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আপনার চরণাশীর্ব্বাদে দ্রোণরক্ষিত সেনাসকল আমরা আজ সমরে অবশ্যই সংহার কর্‌বো। যখন পুরুষ-সিংহ জাহ্নবী-তনয় সমর পরিহার ক'রে শরশয্যা গ্রহণ করেছেন, তখন আর বিপক্ষগণের মধ্যে কাহাকেও সমকক্ষ বলে লক্ষ্য করি-নে। কেশরী যেমন করী-কুম্ভ বিদীর্ণ কর্ত্তে কখনই পরাঙ্মুখ নহে, তদ্রূপ কৌরবগণকে আমরা আজ বিনাশ কর্ত্তে নিতান্তই সাহসী হচ্চি। আর একটি নিবেদন করি; জল দ্বারা অনল নির্ব্বাণ হয় বটে; কিন্তু মহারাজ, অনলের উত্তাপেও জল শোষণ হ'য়ে থাকে। আরও দেখুন, বৃন্দারকা ভেক কি ক্ষুদ্র বিষধর দ্বারা বিনষ্ট হয় না? আপনি চিত্ত স্থির করুন। যাহারা সর্ব্বদা সত্যপথে বিচরণ করে, তাহারা সেই সত্য প্রসাদে অবশ্যই জয়লাভ কর্‌বে; আপনি এ বিষয়ে চিন্তা কর্‌বেন না।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

ক্ষান্ত ভাব হে মহারাজ, চিন্তা কি চাপে ধার।
তব চরণতরী প্রসাদে রণসিন্ধু হবো পার॥
থাকে যদি ধর্ম্মে মতি, জয়ী হইব সম্প্রতি,
আর কি চিন্তে হে ভূপতি,
যে পক্ষে সারথি হরি॥

ভীম। মহারাজ! দেবাদিদেব মহাদেব যাঁহাকে সর্ব্বদা সাধনা করেন, যিনি স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালে এই ত্রিলোকবাসী জীবনের পূজনীয়, সেই পুরুষপ্রধান পরমারাধ্য বসুদেব-নন্দন জনার্দ্দন, আপনার মঙ্গল-কামনা কচ্চেন। স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না ক'রে, অর্জ্জুন-রথে তিনি অশ্বরজ্জু ধারণ ক'রেছেন; এ স্থলে জয়লাভ-বিষয়ে চিন্তার বিষয় কি? আপনি ধন্বন্তরির আশ্রয় লাভ ক'রে, শিরঃপীড়ায় এত কাতর হচ্চেন কেন? সুমেরুবাসীরা কি দরিদ্রতা-দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করে? তটিনী-তীর-বাসীর কি পিপাসায় প্রাণবিয়োগ হয়? কামধেনুর সেবা ক'ল্লে কি দুগ্ধের অভাব থাকে? কল্পতরু-তলস্থ ব্যক্তিরা কি সামান্য ফলের চেষ্টা করে?

রাজা। ভ্রাতঃ বৃকোদর! তুমি যা যা বর্ণনা ক'ল্লে, সে সকল সত্য বটে; সত্য-পথ আশ্রয় কল্লে সর্ব্বত্র শুভ, আমি তা বিশেষ-রূপে বিজ্ঞাত আছি। কিন্তু বিধাতা যদি অদৃষ্টে কষ্ট লিখে থাকেন, তবে অবশ্যই তার ফলভোগ কর্ত্তে হবে। বিদ্যা ও পৌরুষে কোনও ফল দর্শে না—ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলে। ভাই ভেবে দেখ,—আমি ত সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হ'য়েছিলেম; রাজসূয়-যজ্ঞে আমার কতদূর

সম্মান বৃদ্ধি হয়েছিল; তোমাদের ভুজ-বলে ভূতল-বসী সমস্ত ভূপতিগণ আমার করতলে ছিলেন; কিন্তু বৈরিগণের কপট পাশায় পরাজিত ও সর্ব্বস্বান্ত হো'য়ে নির্ব্বাসিত হলেম; বনবাস-ব্রত অবলম্বন ক'রে, ভিক্ষা-ভরশায় কালাতিপাত কর্ত্তে হলো; অজ্ঞাত-বাসে বিরাট-ভবনে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন;—অদৃষ্টের দোষেই এ সকল ঘটনা। আর একটি কথা বলি; সমুদ্র-মন্থনে সুরগণে অমৃত, আর চক্রপাণি বিষ্ণু লক্ষ্মীকে লাভ করেছেন; কিন্তু ভগবান ভবানী-পতি বিশ্বনাথ, ভাগ্যদোষে বিষপান করলেন। অতএব ভাই, ভাগ্যদোষে, গৌরবান্বিত পুরুষেরাও হীনদশা প্রাপ্ত হন; এজন্যই কৌরব-রণে শঙ্কিত হয়ে জীবনাশায় হতাশ হ'চ্ছি।

গীত।

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

এ ঘোর বিপদে পাব কিসে ত্রাণ।
কেবা বিপক্ষ নাশিবে, ব্যূহ প্রবেশিবে,
করিবে রক্ষা স্বপক্ষ-প্রাণ॥
সেনাপতি স্বয়ং হ'য়েছেন আচার্য্য,
কার্য্যদক্ষ বীর্য্যবান,
করে দ্বার রক্ষে সিন্ধুরাজ নিজে
রণে কৃতান্ত সমান।

রাজা। ভ্রাতঃ! আমি নিতান্তই চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হ'য়ে কুল প্রাপ্ত বিষয়ে অনুপায় বোধ কচ্ছি? অর্জ্জুন-অভাবে দ্রোণাচার্য্য-সংগ্রামে যাহাতে মানও জীবন রক্ষা হয়, তার সদ্যুক্তি কর। আমি ত উপস্থিত বিপদে হতবুদ্ধি হচ্ছি। ধনঞ্জয় এসে যেন আমাদের নিন্দা না করেন।

ভীম। আর্য্য! আপনি চিন্তা করবেন না। অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যুকে দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ কর্ত্তে অনুমতি প্রদান করুন। অভিমন্যু সৈন্য ভেদ ক'রে আমাদিগের প্রবেশ দ্বার প্রস্তুত করুক; আমরা সকলেই তার অনুগমন ক'রে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরদিগকে বিনষ্ট করবো।

রাজা। ভীম, এযে বড় সর্ব্বনাশের কথা! ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক বালককে কেমন ক'রে আমি এই বিপদাবহ কার্য্যে অগ্রসর হ'তে উৎসাহ প্রদান ক'র্‌বো? মহাপ্রতাপ বালী, অমর-রাজ ইন্দ্র, যে সমরে প্রবেশ কর্ত্তে শঙ্কিত হন, তরুণবয়স্ক বালককে কি প্রকারে আমি সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করবো? কি জানি, যদি কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়, তা হ'লে ত বড় সর্ব্বনাশ হবে! অতএব, তুমি অন্য কোন বীরকে উপস্থিত কার্য্যে মনোনীত কর।

ভীম। মহারাজ! আপনি বিশেষরূপে সমস্ত অবগত নহেন। কুমার অভিমন্যু অমিততেজা, যুদ্ধে যুগান্তকালীন যমের ন্যায়, কৃষ্ণ ও আমাদিগের পঞ্চ ভ্রাতার যে সমস্ত গুণ আছে, সে সমস্ত গুণ একমাত্র অভিমন্যুতে লক্ষিত হ'য়ে থাকে। কৌরব পক্ষে এমন কোন বীর নাই, যে রণে অর্জ্জুন-তনয়কে পরাজিত করে। আপনি তাহাকেই ব্যূহ ভেদ কর্ত্তে আজ্ঞা করুন।

রাজা বৃকোদর, চক্রব্যূহ ভেদ কর্ত্তে যদি পাণ্ডবপক্ষীয় অন্য কোন বীরের সাধ্য না হয়, তবে অগত্যা অর্জ্জুন-তনয়কেই বরণ কর্ত্তে হ'লো; কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যের ভার আমি এক মাত্র বালকের উপর অর্পণ ক'ল্লেম; তোমরা সকলেই প্রাণপণে শমর-স্থলে উহার সাহায্য করবে, অভিমন্যু বিপদস্থ হ'লে, স্বীয় প্রাণ দিয়েও অভিমন্যুর প্রাণ রক্ষা করবে।

ভীম। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(ভীমের প্রস্থান।)

রাজা। বৎস অভিমন্যু।

(অভিমন্যুর প্রবেশ।)

অভিমন্যু। আর্য্য! আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ কুমার! রূপ-গুণ বল-বীর্য্য সমস্ত বিষয়েই তুমি তোমার জনক অর্জ্জুন তুল্য। অদ্য দ্রোণনির্ম্মিত চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে বীরত্বের পরিণাম প্রদর্শন করো। অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, তুমি প্রদ্যুম্ন—ব্যূহ ভেদ কর্ত্তে সমর্থ; এ বিষয়ে আর পঞ্চম ব্যক্তি নেত্রগোচর হয় না, আমরা

কিরূপে ব্যূহ প্রবেশ ক'রবো, কিছুই অবগত নহি। এজন্য তোমাকে একটি কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি।

গীত।

রাগিণী কালেঙ্গড়া—তাল কাওয়ালী।

আজ ধরাতলে হও তুমি ধন্য।
সমরে অমরে পারবে জিন্তে, তবে কি চিন্তে,
নাশিতে এ সামান্য শক্র-সৈন্য॥
বাক্য ধর বংশধর, ধর আশীর্ব্বাদ ধর,
পিতৃগণের কল্যাণ কর,
করে কেবা এ বীরত্ব তোমা ভিন্ন॥

রাজা। বৎস! এই বিপদাবহ গুরুতর কার্য্যের ভার তোমাকে অর্পণ কর্ত্তে আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কি করি, উপায় নাই। এক্ষণে পিতৃগণ, সৈন্যগণ, তোমার নিকট বর-প্রার্থনা কচ্ছেন; তুমি অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণ কোরে, দ্রোণরক্ষিত সৈন্যসকল সংহার কর্ত্তে প্রবৃত্ত হও; যেন ধনঞ্জয় এসে আমাদিগকে নিন্দা না করেন।

অভিমন্যু। আর্য্য! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। যদিও এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্র আমি নহি, তথাপি আপনার আজ্ঞানুযায়ী পিতৃগণের জয়লাভার্থী হ'য়ে অবিলম্বে আচার্য্যের অধিকৃত ভয়ঙ্কর সৈন্য-সাগরে অবগাহন ক'র্‌বো। আপনার আশীর্ব্বাদে একমাত্র শিশুর হস্তেই শক্র-সৈন্য বিনষ্ট হবে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

শিবিরের অপর পার্শ্ব।

(অভিমন্যু ও সারথি।)

অভিমন্যু। সারথি সুমিত্র!

সারথি। কুমার! আজ্ঞা করুন।

অভিমন্যু। তুমি অবিলম্বে যুদ্ধরথ সুসজ্জিত করো।

সারথি। কুমার! আজ ধর্ম্মরাজ আপনার উপর এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ কল্লেন; এক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত কিনা, সবিশেষ বিবেচনা কোরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত কার্য্যকুশল, রণবিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুনিপুণ। আপনি নিরন্তর সুখসম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছেন; করী সংহার কর্ত্তে কেশরী কখনই পরাঙ্মুখ নয় বটে, কিন্তু ঐরাবতকে বিনাশ করা সিংহশাবকের কি সাধ্য? ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুজঙ্গ-বিবরে ভুজ-প্রদান করা উচিত নয়। আপনি বাসুদেব ও ধনঞ্জয়-তুল্য অমিত-তেজা; বহ্নি, হুতাশনও আদিত্য-সম মহাবল পরাক্রান্ত;—তা আমি স্বীকার করি। তথাপি সবিশেষ অনুধাবন কোরে কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন।

অভিমন্যু। সারথি! বিপক্ষ ক্ষত্রিয়গণ ও দ্রোণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ-পরিবৃত ঐরাবৎ-সমারূঢ় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর্ত্তেও আমার কিছুমাত্র বিস্ময় নাই। এই সমস্ত শক্র-সৈন্য আমার ষোড়শভাগের উপযুক্ত জ্ঞান হ'চ্ছে না। অধিক কি, বিশ্ব-বিজয়ী মাতুল ও জন্মদাতা পিতার সহিত সমর কর্ত্তে আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হয় না। যদি আজ আমার হস্তে বৈরিগণের মধ্যে বহু ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ না করে, তা হলে আমি কখনই দেবী সুভদ্রার গর্ভ-সম্ভূত ও অর্জ্জুনের ঔরশসঞ্জাত নই। সুমিত্র, সমস্ত জীবের অন্তক যে বীর্য্যবান সূর্য্যসুত বৈবস্বত, মাতুল-পদ-প্রসাদে আমি তাঁহাকেও লক্ষ্য করি-নে।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

সূতহে করিনে রবিসুত ভয়।
ত্রিভুবন-বিজয়ী জেনো জনক আমার ধনঞ্জয়॥
কেনো হবো নিরানন্দ,
মাতুল আমার শ্রীগোবিন্দ,
যাঁরে ভজে সদানন্দ সদানন্দে রয়॥
অমর কিন্নরে নরে, চরণে যাঁর স্মরণ লয়,
অসীম মহিমা বেদ-পুরাণেতে পরিচয়॥

অভিমন্যু। সূত, তুমি সত্বর রথ সজ্জা ক'রে প্রস্তুত হও; আমি একবার কার্য্যান্তরে গমন করি।

সারথি। যে আজ্ঞা কুমার।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উত্তরার কক্ষ।

(সুনন্দা ও উত্তরা।)

সুনন্দা। ঠাকুরাণি! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

উত্তরা। এস এস সহচরী সুনন্দা এস। এই আমার নিকট উপবেশন কর; আমি মনের কথা তোমাকে ব'লে মনের দুঃখ নিবারণ করি।

সুনন্দা। ঠাকুরাণি, আমি ত বস্‌বো বটে; কিন্তু আজ তোমাকে দেখে, আমার মন যে বড় ব্যাকুল হলো। তোমার এমন অবস্থা কেন? বিষণ্নমনে অধোবদনে কেন ধরাতল নিরীক্ষণ কচ্ছো? অনবরত নয়ন যুগলে কেন বাষ্পবারি বিসর্জ্জন হচ্ছে? যেন মনোমধ্যে কোন এক দারুণ দুঃখের উদয় হয়েছে!

উত্তরা। সখি, তাতো হয়েছে বটে; তা হয়েছে ব'লে আর কি ক'রবো? বল্লে ত সে দুঃখ দূর হবে না! বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তাই হবে।

সুনন্দা। সে কি ঠাকুরাণি! তবে তুমি আমাদের ভালবাস কই? একটা মনের কথা যদি না ব'লবে, তবে আমরা তোমার প্রিয় সখীই বা কিসে? আমার মাথার দিব্য, শীঘ্র বল; শুনে মনটা স্থির করি।

উত্তরা। সুনন্দা! গত নিশিতে আমি বড় একটা কুস্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নটী যখন আমার মনে উদয় হ'চ্ছে, তখন আমার মন একেবারে কেঁদে কেঁদে উঠছে। এইজন্য আমার এমন দশা।

সুনন্দা। ছি ভাই! তুমি যে বুদ্ধিমতী, আমাদের এমন বোধ হয় না। স্বপ্ন দেখে কেঁদে মাটী ভিজুলে? স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়? ভাল, স্বপ্নের কথাটা বল দেখি; শুনে বিবেচনা ক'চ্ছি।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়খেমটা।

বল ভাই, কি দেখেছো কা'ল স্বপনে সজনি।
মলিন বদন দেখে তোমার, আমরা প্রমাদ গণি॥
কি দুঃখে ধরেছো ধরা, কেন দুনয়নে ধারা,
বলনা শুনি,—কি ভাবে এমন ভাব,
কি অভাব কারে ভাব,
স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ আজ কেন হ'লো ধনি॥

সুনন্দা। দেবি উত্তরে! নিরুত্তর হ'লে কেন? শীঘ্র উত্তর দাও, স্বপ্নের কথা প্রকাশ করো; মর্ম্ম অবগত হয়ে, আমি এখনি তার উত্তর দিচ্ছি।

উত্তরা। সহচরি! তবে কাজে কাজেই ব'লতে হ'লো। আর্য্য ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা লয়ে, আজ যেন আমার প্রাণ-বল্লভ কৌরব-রণে গমন ক'রে বিপদস্থ হ'য়েছেন, এবং মাতুল ও পিতাকে কাতরস্ব'রে বারংবার ডা'ক্‌ছেন। ঐরূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেই পর্য্যন্ত প্রাণটা বড় চঞ্চল হ'য়েছে।

সুনন্দা। দেবি! এ স্বপ্নটী নিতান্ত মিথ্যা নয়; কুরু-পাণ্ডবে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হ'চ্ছে, দিবসে সেই সকল কথা আন্দোলন ক'রে, নিশিতে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন-ভাবে তাই দেখে থা'কবে। কিন্তু কুমার অভিমন্যু যে সমরে গিয়ে শঙ্কটে প'ড়েছেন, এটা স্বপ্ন-স্বভাব প্রলাপ মাত্র। তুমি ও কথাটী মুখে এনো না। দেবি!

ও কথায় আর কাজ নাই। ঐ দেখ, তোমার প্রাণেশ্বর যেন তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরে, সন্তোষ কর্ত্তে দ্রুতপদে অন্তঃপুরে আস্‌ছেন। এখন আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

(সুনন্দার প্রস্থান।)

(অভিমন্যুর প্রবেশ।)

অভিমন্যু। প্রিয়ে, একি! আজ তোমার এমন দশা কেন? বদন বিবর্ণ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চক্ষু আরক্ত, নিশ্বাস ঘন ঘন ব'চ্ছে,—এর কারণ কি? তোমার সরোজাস্যে হাস্য দৃশ্য হ'চ্ছে না কেন? তুমি হাস্য-কৌতুক ভিন্ন এক দণ্ডও থাক্‌তে পারো না; তোমার এ অবস্থা দেখে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও প্রাণ যে কণ্ঠাগতপ্রায় হ'চ্ছে!

উত্তরা। নাথ! আমি যে অনেক দিন আমার মন তোমাকে অর্পণ ক'রেছি! আমার মন তো তোমার কাছেই আছে; তবে মনের কথা তোমার অগোচর কি? আর তা ব'লেই বা কি ক'র্‌বো? তা শুনেই বা তোমার কি হবে?

অভিমন্যু। প্রিয়ে! তুমি জান না; নদীগর্ভে প্রবল বাণ প্রবেশ ক'ল্লে, নদী সেই বন্যার জল কতক দুই কূল-ভূমিতে, আর কতক সমুদ্রগর্ভে ত্যাগ ক'রে, আপন গর্ভ-ভার লাঘব করে।

উত্তরা। প্রাণেশ্বর! তুমি যথার্থই ব'লেছো। তুমি আমার সুখদুঃখের ভাগী; তোমাকে না ব'লেই আর কারে ব'ল্‌বো? জল নির্ম্মলই হ'ক্‌ বা সমলই হ'ক্‌, নদী তা সাগরকে বই আর কারেও সমর্পণ করে না।

অভিমন্যু। প্রিয়ে! তোমার সরোজ-বদনের বচন-সুধা পান ক'রে, আমি বড় পরিতৃপ্ত হ'লেম। বোধ হয়, বিধাতা নির্জ্জনে বসে পূর্ণ-বিধু আর তোমাকে নির্ম্মাণ ক'রে, পরিমাণ-যন্ত্রে তুলে তুলে তুলনা ক'রেছিলেন। সেই তুলনায় চন্দ্র হাল্কা হ'য়ে গগনে উঠেছে; আর তুমি ভারী, সুতরাং ধরায় র'য়েছো। এই জন্যই বিধি ক্রোধে চাঁদকে ক্ষয়োদয়সংযুক্ত কলঙ্কিত ক'রে, পক্ষান্তরে প্রকাশ করেন। তুমি সকল পক্ষেই সমান, অপূর্ণতা বা কলঙ্ক তোমাতে দৃষ্ট হয় না। সে যা হোক্‌, আজ তোমার এমন ভাব কেন, ব'লে আমার উদ্বেগ নিবারণ কর। তোমার দুঃখের কাহিনী শুনতে আমার লালসা হ'চ্ছে। এই জন্যই চাতক, নদীর সুশীতল জল তুচ্ছ ক'রে, যদি রক্তধারা বৃষ্টি হয়, তাও মেঘের ধারা ব'লে আদরে পান করে।

উত্তরা। জীবিতেশ্বর! ব'ল্‌বো আর কি? গত নিশিতে বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি; সেই পর্য্যন্ত আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়েছে। নাথ! আমার যে ঐ চরণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই? আমি যে মন-প্রাণ সব তোমাকে অর্পণ কোরে, দেহ-ভার বহন ক'চ্ছি মাত্র? আমার তুমিই সর্ব্বস্ব ধন।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

সঁপেছি মন-প্রাণ তোমার ঐ চরণে।
প্রাণেশ্বর-ভাবনা মনে;—
বল কি আছে অবলার বল,
সম্বল প্রাণপতি বিনে।
স্বপনে দেখেছি আমি, সমরে আজ যাবে তুমি,
প্রাণ তাই চঞ্চল হয়, প্রবোধ না মানে;—
পলকে প্রমাদ দেখি, হৃদয় পিঞ্জরের পাখী,
নয়নে নয়নে রাখি বাসনা মনে;—
তুমি না জানিলে, মনোবেদনা আর কে জানে,
আমি কেমনে তব বিরহে রব এ ভবন-বনে॥

উত্তরা। প্রাণবল্লভ! তুমি যেন আজ যুদ্ধে যাবে, যুদ্ধে গিয়ে বিপদগ্রস্থ হবে,—আমি এই কুস্বপ্ন দেখে অত্যন্ত ব্যাকুলা হ'য়েছি। মন আর কোন মতে প্রবোধ মানছে না।

অভিমন্যু। প্রিয়তমে! বিধাতার কি আশ্চর্য্য ঘটনা! স্বপ্নটী কতক সত্য বটে। আর্য্য ধর্ম্মরাজ আ'জ আমাকে যুদ্ধে যেতে

আজ্ঞা ক'রেছেন, তাই তোমাকে আমি বল্‌তে এসেছি।

উত্তরা। ওমা! একি সর্ব্বনাশ! একি সর্ব্বনাশ! তবে কে বলে যে স্বপ্ন সত্য হয় না? ঐ যে বিলক্ষণ হলো। কান্ত! আমি তোমার চরণে ধরি, তুমি যুদ্ধে যেতে ক্ষান্ত হও। দাসীর মিনতি রাখ।

(চরণ ধারণ)

অভিমন্যু। প্রিয়ে তাকি হোতে পারে? তা হলে ত ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা উপেক্ষা করা হয়। তাতে আমার পুরুষত্ব কি? ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাই পরম ধন; বীরত্বই প্রধান ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম ত্যাগ ক'ল্লে ত কুল-গৌরবকে কলুষিত করা হয়। আর তুমিই বা এত চিন্তা কচ্চো কেন? স্বপ্ন দেখে ব্যাকুল হ'লে, আমাদের কি আর দুঃখের ইয়ত্তা থাকে।

উত্তরা। প্রাণেশ্বর! আমি তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি নিতান্তই আজ যুদ্ধে যাবে। যদি যাও, তবে তোমার জননীর চরণে প্রণাম কোরে আশীর্ব্বাদ লয়ে যাও।

অভিমন্যু। প্রিয়ে! তবে আমি মাকে প্রণাম কোর্ত্তে চ'ল্লেম; তুমি চিন্তা করো না। ঈশ্বরের কাছে আমার মঙ্গল-প্রার্থনা কর। যুদ্ধে জয়লাভ কোরে আমি সত্বরেই ফিরে আস্‌ছি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



সুভদ্রার কক্ষ।

সুভদ্রা ও অভিমন্যু।

অভিমন্যু। জননি, আমি প্রণাম করি।

সুভদ্রা। বৎস, অভিমন্যু এলে? এসো বাছা, হৃদয়ের ধন হৃদয়ে এসো। বাছা, তুমি আজ রণবেশ দেখ্‌ছি কেন? তোমার বদন দেখে, যেন কি ব'লবে ব'লে বোধ হচ্ছে। তা ব'ল্‌তে বাধা কি? শীঘ্র বল।

অভিমন্যু। মা, মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন কল্লে, কুরুপতি দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করেছেন। আচার্য্য ভয়ঙ্কর এক চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করেছেন। মাতুল, পিতা, প্রদ্যুম্ন এবং আমি ব্যতীত তাহা ভেদ করা অন্যের অসাধ্য। এজন্য আর্য্য ধর্ম্মরাজ আজ আমাকে যুদ্ধে যেতে আজ্ঞা প্রদান করেছেন। আমি আপনাকে প্রণাম কর্ত্তে এসেছি; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কৌরব-রণে জয়লাভ-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হই।

সুভদ্রা। হাঁরে অভিমন্যু, এযে বড় সর্ব্বনাশের কথা। এ কথা আমাকে তুমি কেন বল্‌তে এলে? বৎস, তুমি ত প্রণাম ক'ল্লে না,—আমার হৃদয়ে যে বজ্রাঘাত ক'ল্লে,—মহারাজ কোন প্রাণে তোমাকে সংগ্রামে যেতে বল্লেন? তাঁর কি মনে একটু মায়া হ'লোনা? যে সমরে দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহাবীর্য্যবান বীরগণ বিরাজমান, যাদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে সুর-গণও শঙ্কিত হন, সেই প্রজ্জ্বলিত পাবকে এই পতঙ্গকে কি বোলে নিক্ষেপ ক'চ্চেন,? প্রাণাধিক ধন, তুমি মায়ের কথা রক্ষা কর, তুমি যুদ্ধে যেতে পাবে না, আমি প্রাণ থাক্‌তে তোমায় বিদায় দিতে পারবো না।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়-খেমটা।

প্রাণকুমার, তুই আমার প্রাণের অধিক ধন।
পেলেম তোমায় করে কত তারা-আরাধন॥
দেহে আমার প্রাণ থাকিতে, দিব না অন্তরে যেতে,
মন যদি বোঝে ত আমার বুঝবে না নয়ন॥

সুভদ্রা। বৎস, এখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। এই কারণেই কাল অবধি আমার ... মন ব'লবকে সেই

ভয়ঙ্কর সংগ্রামে কি বিদায় দেওয়া যায়? মা হোয়ে ত পাষাণে বুক বেঁধে তা কথনই পারবো না। পুরুষের প্রাণ অত্যন্ত কঠিন; তা নইলে কি ধর্ম্মরাজ তোমাকে রণে যেতে বল্‌তে পারেন? ব্যাঘ্র ক্ষুধিত হ'লে, স্বীয় সন্তানকে গ্রাস করে। পাণ্ডবেরা রাজ্য-ভোগ লালসায় শার্দ্দূল-ব্যবহারে সন্তানের মায়া বিসর্জ্জন দিচ্ছেন। যে দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বীর-প্রধান ধনঞ্জয়, সেই আচার্য্যের শরানলে পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ কি আজ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালককে দগ্ধ কর্ত্তে চাহেন? কুমার, তুমি মায়ের আজ্ঞা প্রতিপালন কর; কদাচ যুদ্ধে যেওনা।

অভিমন্যু। মা! আপনি এমন আজ্ঞা ক'রবেন না। আমার উপর ধর্ম্মরাজের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে; আর তিনি যখন পিতা অর্জ্জুনের অভাবে উপস্থিত সমরে বিপদস্থ, তখন অবশ্যই আমাকে বরণ কর্ত্তে পারেন। আর জ্যেষ্ঠতাত খুল্লতাত প্রভৃতি বিপদস্থ হলেই বা আমি কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকবো। মাগো, ঘরে আগুন লাগলে কি কেউ তাতে নিদ্রা যেতে পারে? আজ রাজ-আজ্ঞা অবহেলন ক'ল্লে, কলঙ্ক রাখবার জগতে স্থান থাকবে না। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি অবশ্যই জয়লাভ ক'রবো।

সুভদ্রা। কুমার! তুমি যে আমার হৃদয়-আকাশের পূর্ণ-শশধর। তুমি রণে গেলে যে আমার হৃদয়-মন্দির অন্ধকারময় হবে। আমি যে এক মুহূর্ত্ত তোমার চন্দ্রানন দেখতে না পেলে দশদিক শূন্য দেখি। বৎস! তুমি কি জাননা, বিহঙ্গমগণ আহারের দ্রব্য চঞ্চুতে ধারণ করে আপনি উপবাসী থেকে শাবকের মুখে সমর্পণ ক'রে কত তৃপ্তিলাভ করে? জননী নানা দুঃখে দুঃখী থাকেন; তথাপি সন্তান অমৃতময় বাক্যে একবার মা বোলে ডাক্‌লেই তাঁর সকল সন্তাপ দূর হয়।

অভিমন্যু। জননী, এত রোদন ক'চ্ছেন কেন? ভবিষ্যৎ বিপদ আশঙ্কায় বর্ত্তমানে কেউ কি চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়? তরী কখন তরঙ্গে পতন হবে বোলে, কর্ণধার কি অগ্রেই কর্ণ পরিত্যাগ করে? মা, দুর্ভিক্ষের ভয়ে কেউ কি গৃহস্থিত উপস্থিত ভোজন-দ্রব্য পরিত্যাগ ক'রে জীবন নষ্ট করে? মা, আপনার চরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ ক'ল্লে আমার বিপদ সম্ভাবনা নাই; অতএব আপনি স্থির হ'ন।

সুভদ্রা। হৃদয়নন্দন! তুমি কি তোমার দুখিনী জননীকে দুঃখসাগরে পরিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছা করেছ? তুমি কি জাননা যে, পিতা-মাতার অপত্য-স্নেহ কতদূর প্রবল? মাতা রোগেশোকে কালগ্রাসে পতিতা হ'চ্ছেন, মৃত্যুর প্রাক্কালেও সন্তানে স্তনপান ক'ল্লে তিনি চরিতার্থ হন। বৎস, তোমার ঐ চাঁদ-মুখে মধুমাখা 'মা'-বাক্য শুনলেই, আমার কর্ণকুহর যে একেবারে পরিতৃপ্ত হয়। অতএব বাপ, আমার কথা রক্ষা কর॥

গীত।

রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ—তাল আড়াখেমটা।

তুমি বল বল অভিমন্যু আমায়,
মা বোলে কে ডাকবে আমারে।
তুই আমার অঞ্চলের নিধি,
সর্ব্বস্বধন এসংসারে॥
যখন তোমার ও চাঁদবদন না হেরি,
হেরিরে তখন শূন্য ত্রিভুবন;—
কোন প্রাণে এমন বালককে
বিদায় দিই রে ঘোর সমরে॥

সুভদ্রা। প্রাণপুত্র! আমি বারম্বার বারণ কচ্ছি, তুমি উপস্থিত কার্য্যে অগ্রসর হ'ওনা। জননী প্রসন্ন হ'য়ে অনুমতি না ক'ল্লে, সন্তানের সে কার্য্যে শুভ সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাকে সমরে বিদায় দিয়ে, সহস্র ইতর বান্ধব লয়েও সুখী হতে পারবো না। তোমা-ভিন্ন আমার স্বর্গসুখও ক্লেশকর, মোক্ষপদও বিপদ জ্ঞানে পরিগণিত; ক্ষণমাত্র তোমার সন্নিধান,—আমার সকল সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অভিমন্যু। মা! আমি যে ধর্ম্মরাজের

নিকট প্রতিজ্ঞা কোরে এসেছি, আজ দ্রোণ-নির্ম্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করে, বহুল শত্রু সংহার ক'র্‌বো। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর আমার জীবন থাকুতে যদি জ্যেষ্ঠতাত অথবা খুল্লতাতদিগের জীবনে কোনও বিঘ্ন ঘটে, তা হ'লে ত আর এ দুঃখ রাখ্‌বার স্থান নাই অতএব, যুদ্ধে যেতে আমাকে অনুমতি করুন।

সুভদ্রা। বৎস! তুমি ওকথা আর মুখে এনো-না। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃণচয় যেমন প্রচণ্ড-তাপে পরিদগ্ধ হয়, তোমাকে বিদায় দিয়ে আমায়ও সেইরূপ হুতাশে দগ্ধ হ'তে হবে। তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অপেক্ষা মায়ের মনে বেদনা দেওয়া কষ্টকর কার্য্য মাতা পিতা পরম গুরু, তা তুমি সকলি অবগত আছ; নিজ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ক'রে মহাগুরু মাননীয় মাতার মান রক্ষা কর। আর একটি কথা বলি; তুমি আমার বক্ষে একটি বাণ নিক্ষেপ কর, তাতে আমার প্রাণ নষ্ট হ'ক; তা হ'লে এখন দুটি উপকার হবে; একটি উপকার—তোমাকে আর আমার সমরে বিদায় দিতে হ'লো-না; আর একটি—তোমার যাত্রাকালে শব-দর্শন হবে। যাত্রাকালে বামে শব-দর্শন ক'ল্লে, শুনেছি, শুভ-সংসাধন হয়।

অভিমন্যু। জননি! আমি নিশ্চয় ব'লছি, আপনি সমরে আমার বিপদ আশঙ্কা করবেন না। যদি আজ আমার শরে দ্রোণ রক্ষিত বহু সৈন্য অথবা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অষ্টধা খণ্ড খণ্ড না হয়, তা হোলে আমি আর গোবিন্দের ভাগিনেয় এবং অর্জ্জুনের আত্মজ ব'লে আপনাকে স্বীকার ক'র্‌বো না। আপনি চিন্তা দূর করুন।

সুভদ্রা। অভিমন্যু! তুমি আজ রণে যেতে চাচ্ছো, তাতে আমার প্রাণ যে অত্যন্ত চঞ্চল হচ্ছে। বৎস, বৎসানুসারিণী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার অনুগামিনী হ'তে ইচ্ছা ক'চ্ছি। কিন্তু সেই ইচ্ছা তো কোনও কর্ম্মের নয়। আমি যে কুল-মহিলা, আমার তো যাবার যো নাই। সন্তানের জন্য মায়ের মন যত কাঁদে, তত অন্যের কাঁদ্‌বে কেন? আমি যে তোমায় গর্ভে ধ'রেছি, লালন পালন ক'রেছি, তোমার মল-মূত্র অমৃত-জ্ঞান ক'রে ভোজনদ্রব্যের সঙ্গে প্রায় ভোজন ক'রেছি। তোমার জ্যেষ্ঠতাত খুল্লতাত তো কিছুই করেন-নি; সুতরাং তাঁদের প্রাণ তত কাঁদবে কেন? সন্তান যে কি বস্তু, তা মাতাই বিশেষরূপে অবগত আছেন।

গীত।

রাগিণী সুহিনী—তাল একতালা।

পুত্র কি বস্তু সে তা জেনেছে
পুত্রধন যার আছে॥
পুত্র ব'সে মায়ের কোলে,
ডাকে যদি মা মা বোলে,
চতুর্ব্বর্গ সে পায় রে করে;—
আনন্দ তার হয় কি যেমন,
ও ধন উদরে যে না ধ'রেছে॥

সুভদ্রা। প্রাণপুত্র, তুমি সমরে যাবার জন্য বারবার আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা ক'চ্ছো; কিন্তু বিদায় কথাটি যে কি ভয়ঙ্কর, তা আমি এক মুখে বর্ণনা কত্তে পারিনে। বৎস, আমি আপনার প্রাণকে আপনি বিদায় দিতে পারি, কিন্তু প্রাণ থাকুতে প্রাণের অধিক ধনকে বিদায় দিতে পার্‌বো না। দুগ্ধফেন-বিনিন্দিত কোমল শয্যা তোমার যে কোমল অঙ্গের কঠিন কণ্টকস্বরূপ, বিপক্ষের বাণ দ্বারা সে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও অনবরত তাতে শোণিতপাত হ'লে, সে বেদনা তোমার প্রাণে সহ্য হবে কেন? আর একটি কথা বলি; তোমার পিতা তোমাকে চক্রব্যূহ-ভেদ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন কি না, তাতো আমি অবগত নই! কুমার! তোমার সৎপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, তোমার মাতার একবিন্দু নেত্রবারি পতনের সঙ্গে তুলনা হয় না। অতএব, তোমাকে বিদায় দিতে আমার মন কোনমতেই প্রবোধ মানে না।

অভিমন্যু। মা! আপনি চিন্তা কর্‌বেন না। আমি যখন আপনার গর্ভস্থ, তখন মাতুল শ্রীগোবিন্দ, পিতা ধনঞ্জয়কে চক্রব্যূহ-ভেদ-বিদ্যা উপদেশ দিতেছিলেন; আমি গর্ভে থেকেই তাতো শিক্ষা করেছিলাম! আর একটি নিবেদন করি; বর্ষাকালীন স্রোতস্বতীর প্রবল প্রবাহ যেমন বালির সেতু দ্বারা নিবারণ করা দুঃসাধ্য, তদ্রূপ সমর-স্থলে আমার শরাগ্নি, বিপক্ষ প্রাণ সমর্পণ কোরেও নির্ব্বাণ কর্ত্তে সমর্থ হবে না। আরও দেখুন, শীত-ভীত বিপ্র, অগ্নি-ভীত স্ত্রী, রণ-ভীত ক্ষত্রিয়, কখনই স্বর্গ লাভ কর্ত্তে পারেন না। যজন যাজন ইত্যাদি ষট্‌কর্ম্মশালী হ'লে যেমন ব্রাহ্মণ-শব্দে বাচ্য; দ্বিজভক্তি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন শূদ্র-শব্দে বিখ্যাত; রাজধর্ম্ম, দ্বিজপালন, রণবিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় ব্যক্তি তেমনি ক্ষত্রিয় ব'লে গণ্য হন। আমি যখন ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব পুরুষসিংহ অর্জ্জুনের ঔরস-সঞ্জাত, তখন সুরগণের সঙ্গে সংগ্রাম কর্ত্তেও শঙ্কা করিনে। আপনি প্রসন্ন হ'য়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন; আমি বিদায় হই, আর মানা করবেন না।

সুভদ্রা। বাছা, তুমি যতই বলনা কেন, হাঁরে, তা বলে কি মায়ের প্রাণ বোঝে? বাছা, তুমি যদি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের প্রভৃতিকে বেঁধে আনতে পার, যদিও পৃথিবীকে জলমগ্ন কর্ত্তে পার, যদিও সুমেরু-পর্ব্বত সমূলে উৎপাটন কোরে সাগরের জলে নিক্ষেপ কর্ত্তে পার, তবু তোমাকে বালক ভিন্ন বীর বলে গণ্য করিনে। কেন না, পুত্র যদি মহাবলীই হয়, তবু সে মায়ের কাছে দুগ্ধপোষ্য। আমি তোমাকে বাল্যকালে বক্ষে রক্ষে করে স্তনদুগ্ধ অর্পণ কর্ত্তেম, আর তোমার এই ইন্দুবিনিন্দিত মুখারবিন্দে হাস্য দৃশ্য ক'রে কত আনন্দলাভ কর্ত্তেম, আর তুমি এই বিধুমুখে মধুর স্বরে মা ব'লে ডাক্‌ত শুনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর্ত্তেম অভিমন্যুরে! আমি তোমাকে সেইরূপ বালক জ্ঞান করি। বাছা, তুমি যতই বলনা কেন, আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে তোমার রণে গমন করা হবে না।

অভিমন্যু। মা! উপমা দিয়ে আর আপনাকে কি বুঝাবো? তথাপি আপনার চরণে একটি নিবেদন করি। দেখুন, পর্ব্বতাকার তৃণ-রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা ভস্ম হয় না কি?

সুভদ্রা। হাঁ বাছা, তা হয় বটে! কিন্তু একটি কথা বলি; যদি পর্ব্বতাকার তৃণরাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর একেবারে নিক্ষেপ করা যায়, তা'হলে সে অগ্নিতে সে তৃণ ভস্ম হয় কি? না তৃণের আঘাতে অগ্নিই নির্ব্বাণ হয়?

অভিমন্যু। জননী, সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়।

সুভদ্রা। বাছা, তবে কেন সাধে সাধে তোমার জননীকে বিপদসাগরে নিক্ষেপ কচ্ছো।

অভিমন্যু। মা, এ কথার ভাব যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

সুভদ্রা। বাছা, ভেবেই কেন দেখনা,—যখন ভাগীরথীকুমার ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেছেন, তখন বিপক্ষেরা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হয়েছে, সেই জন্য তারা চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করেছে, তারা আজ প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌বে, তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে তুমি কি আজ জয়লাভ কর্ত্তে পারবে? বিশেষ সে সমরে দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন,—এরা এক এক জন দিগ্বিজয়ী শমন, যুদ্ধে অদ্বিতীয় শমন,—তারা যদি সকলে তোমার উপর একবারে বাণবৃষ্টি করে, বল দেখি, তুমি কেমন কোরে জয়লাভ কর্‌বে।

অভিমন্যু। মা, আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা কর্‌বেন না। কুরুবংশীয়েরা এমন অধার্ম্মিক নয় যে, অধর্ম্ম যুদ্ধে আমার জীবন নষ্ট কর্‌বে!

সুভদ্রা। বাছা! কুরুবংশীয়দিগকে বিশ্বাস কি? কুরুবংশীয়েরা যে ক্রূর, তাতো কার্য্যের দ্বারাতেই প্রকাশ হচ্ছে! তারা যে পূর্ব্বে জতুগৃহ দাহ করেছিল, তা মনে হলে দেহ কম্পান্বিত হয়। দুষ্ট দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ

করে সভাস্থলে লয়ে যার-পর-নাই অপমান করেছিল; দ্রৌপদীর ভোজনান্তে কার্ম্মুক বনে ষষ্ঠী সহস্র ঋষি সমভিব্যাহারে দুর্ব্বাসা ঋষিকে অতিথি হবার জন্য প্রেরণ করেছিল। এই সকল কার্য্যের দ্বারাই কুরুবংশীয়েরা যে পূর্ণ ক্রূর, তা আমি বিশেষরূপ জেনেছি। অতএব বৎস, যুদ্ধের বাসনা ত্যাগ কর।

অভিমন্যু। মা, আমি যে ধর্ম্মরাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, আজ দ্রোণ-নির্ম্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করে বহুল শত্রু সংহার কর্‌বো! এখন বল দেখি মা, কেমন কোরে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি? আর এই উপস্থিত সমরে ক্ষান্ত হলে, গুরুবাক্য যে লঙ্ঘন করা হয়!

সুভদ্রা। আমি কি তোমার গুরু নই?

অভিমন্যু। মা, আপনার তুল্য গুরু আর আমার কে আছে?

সুভদ্রা। তবে আমার কথা লঙ্ঘন কচ্ছ কেন?

অভিমন্যু। জননি! আপনি কি জানেন না যে, শাস্ত্রে কথিত আছে,—পৃথিবীতে মাতাই পরম গুরু। আর, যদি আপনার বাক্যই লঙ্ঘন কর্‌বো, তবে বারংবার আপনার চরণে বিদায় প্রার্থনা কচ্চি কেন?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

আমায় মানা করোনা জননি!
বিনয় করি ধরি চরণ দুখানি॥
থাকে যদি মাগো আশীর্ব্বাদ তোমার,
সমরেতে শত্রু কর্‌বো সংহার,
পিতৃকুলের করে কিঞ্চিৎ উপকার,
কৃতার্থ জীবন হব এখনি॥
ক্ষত্র-কুলে জন্ম লয়েছি যখন,
প্রতিজ্ঞা আমাদের জেনো পরম ধন,
বীরত্ব দেখিয়ে যদি যায় জীবন,
স্বর্গবাসে আমি যাব তখনি॥

(অভিমন্যু কর্ত্তৃক জননীর চরণ ধারণ।)

অভিমন্যু। জননী, আমি আপনার চরণে ধরে বলি, আমাকে বিদায় দেন; আর মানা কর্‌বেন না।

সুভদ্রা। (স্বগতঃ) হায়, আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটনা হবে, আমি কিছুই বল্‌তে পারিনে! আমি যে কুমারকে বারম্বার রণে যেতে বারণ কল্লেম, কুমার আমার কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। (প্রকাশ্যে) ওরে বক্ষের রতন, একবার আমার বক্ষে আয়; তোকে বক্ষে রক্ষে করে কিঞ্চিৎ দুঃখের উপশম করি।

অভিমন্যু। জননি! আমি জানি যে, বিষ্ণু-পরায়ণা রমণীদের দেহ বৈষ্ণবী মায়ায় আচ্ছন্ন কর্ত্তে পারে না; মায়া মোহ শোক ইত্যাদি বিষ্ণুভক্তিসম্পন্নার অঙ্গ স্পর্শ কর্ত্তে পারে না; তবে আপনাকে যে কি জন্য শোকে আচ্ছন্ন কচ্ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। জননি! আপনি যে শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা; তবে আমার এত অনিষ্টা-শঙ্কা কচ্ছেন কেন? এক্ষণে নিষ্ঠাচারে ইষ্টারাধনা করুন; তাহলেই আমি ইষ্টলাভ কর্‌বো।

সুভদ্রা। কুমার, যখন সামান্য রাজ্য-লোভে কুরুপাণ্ডবে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত, তখন এক কুল সমূলে নির্ম্মূল না হলে এরা কখনও ক্ষান্ত হবে না। তুমি যে অগ্রে সেই সমর-সাগরে অবগাহন কর্ত্তে চল্লে, আমি কেমন কোরে প্রাণ ধারণ কর্‌বো? বাছা, তুমি যদি নিতান্তই যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বে, তবে তোমার বিশ্ববিজয়ী মাতুল শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে বন্দনা করে শুভযাত্রা করো।

অভিমন্যু। যে আজ্ঞা জননি।

সুভদ্রা। বাছা, তবে এসো।

(সুভদ্রার প্রস্থান।)

অভিমন্যু। হে দেব, বিশ্বপাতা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব-আদ্য, বিশ্বময়, অতুল মহিমাযুক্ত মাতুল শ্রীগোবিন্দ, আমি ভক্তিসহকারে আপনার শ্রীপদারবিন্দে প্রণাম করি। দয়াময় গুণসিন্ধু, সেই রণসিন্ধু-মাঝে আমাকে চরণতরী প্রদান

কোরে পরিত্রাণ করবেন। তুমি বিধির বিধাতা, অনাথের নাথ, দীনহীনের একমাত্র গতি। আমি পুরাণে শুনেছি, কার্য্যবিশেষে তোমার নামবিশেষ স্মরণ করলে শরণাগত ব্যক্তির কোনও বিপদ থাকে না; অর্থাৎ শয়নে পদ্মনাভ, গমনে বামনদেব, প্রবাসে ত্রি-বিক্রম, প্রিয়-সঙ্গমে শ্রীধর, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধে চক্রধর, প্রাণত্যাগে নারায়ণ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন, কাননে নরসিংহ, ভোজনে জনার্দ্দন, জলে বরাহ, পাবকে জলশায়ন, দুঃস্বপ্নে শ্রীগোবিন্দ, ঔষধ-সেবনে বিষ্ণু, বিপদে মধুসূদন, এবং সর্ব্বকার্য্যে মাধব,—এই ষোড়শ নামের গুণেই সর্ব্বকার্য্যে শুভ সংসাধন হয়। এই জন্যই আমি বারম্বার আপনাকে স্মরণ করছি।

(স্তব)

জয় শ্রীকৃষ্ণ কেশব, শ্রীরাম রাঘব,
কংসাদি দানব-বিঘাতন।
জয় কালীয়-দমন, কৈটভ-মর্দ্দন,
শ্রীমধুসূদন শ্রীবামন॥

জয় বিশ্ব-প্রকাশক, হে বিশ্বপালক,
বিশ্ববিনাশক ব্রহ্মরূপ।
জয় ব্রহ্ম সনাতন, মুরলীমোহন,
ত্রিলোকতারণ তেজস্বরূপ॥

জয় যোগীন্দ্রপূজিত, সুরেন্দ্র-সাধিত,
মুনীন্দ্র-বন্দিত নারায়ণ।
জয় যশোদা-নন্দন, জীবের জীবন,
হে জনরঞ্জন জনার্দ্দন॥

জয় শ্যামকলেবর, শঙ্খ চক্র ধর,
সদা শুভঙ্কর শিবপ্রদ।
জয় বিপিনবিহারী, গোবর্দ্ধনধারী,
তূর্ণ-পূর্ণ-কারী ভক্ত-সাধ॥

জয় পুতনা-বিঘাতন, পতিত পাবন,
পাপ-বিনাশন পরম-কারণ।
জয় নিত্য-নবঘন, কর কৃপাদান,
দীন-হীন-জন ব্রজমোহন॥

গীত।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া।

শ্রীপতি তব শ্রীপদে প্রণতি করি।
এ রণসাগরে আমার ভরসা তব চরণ-তরী॥
বামনরূপ ভাবিয়ে মনে, আমি গমন করি রণে,
এ দাসে রেখো চরণে সর্ব্ববিপদ হার হরি॥
পুরাণে শুনি মাধব, মধুসূদন নামে তব,
সর্ব্ববিপদ হরে জীবের, হে জীবের জীবন।
যদি আমার বিপদ ঘটে, সমরে পড়ি শঙ্কটে,
নামেতে কলঙ্ক রটে, ঐ শঙ্কা বিপদহারি॥

অভিমন্যু। হে দেব, আমি উদ্দেশে তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম কোরে সমরে যাত্রা কোল্লেম। (প্রকাশ্যে) সারথে, তুমি অবিলম্বে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে অশ্ব-চালনা কর।

সারথি। (নেপথ্যে) যে আজ্ঞা কুমার।

(সারথির প্রবেশ।)

সারথি। হে অর্জ্জুনাত্মজ, ঐ পুরোভাগে অবলোকন করুন;—দ্রোণাচার্য্য-নির্ম্মিত চক্র-ব্যূহ, দেবরাজতুল্য মহারাজগণে শোভমান হয়েছে; উহার দ্বারদেশে সূর্য্যশঙ্কাশ রাজ-কুমারগন সন্নিবেশিত, এবং উঁহারা সকলেই রক্তপতাকা পরিশোভিত, হেমহার-বিভূষিত, চন্দন ও অগুরুচর্চ্চিত, রক্তবিভূষণসম্পন্ন, সূক্ষ্ম রক্তাম্বর-ধারী, মাল্যদামমণ্ডিত, এবং সুবর্ণ-খচিত ধ্বজ-দণ্ডে শোভিত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ। শ্বেতছত্রে ও চামরে শোভমান, অংশুমালির ন্যায়, পুরন্দর-সদৃশ শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন,—মহারথ কর্ণ, কৃপ, দুঃশাসন পরিবৃত হয়ে, সেনা-মুখে অবস্থান করছেন। সুমেরুশৈল-তুল্য সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সৈন্যমধ্যে সুস্থিরভাবে অবস্থিত; অমর-সদৃশ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ত্রিংশত তনয়, দ্রোণ-পুত্রকে পুরোবর্ত্তী কোরে সিন্ধুরাজ-পার্শ্বে উদয়মান; দ্যুতদেবী গান্ধারী রাজসাঙ্গনী ও শল্য ভুরিশ্রবা অপর পার্শ্বে বিদ্যমান। কৌরবগণ মৃত্যুপর্য্যন্ত পণ কোরে

সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। এক্ষণে আপনার যে কর্ত্তব্য, তাই করুন।

অভিমন্যু। সুমিত্র! হস্তিযূথপ্রাপ্ত হ'লে, সিংহশাবক যেমন সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সহসা সাহসী হয়ে কুম্ভ বিদীর্ণ কর্ত্তে উদ্যত হয়, আমি তদ্রূপ এই বিপক্ষ বীরগণের মধ্যে সাহসপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করবো। তুমি ভয় পরিহার কোরে স্বীয় কার্য্য সাধন কর।

সারথি। কুমার, সৈন্যগণের অভ্যন্তরে রথ লয়ে যাবার জন্য আমি বেগে অশ্বচালন কর্‌লেম।

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল রূপক।

কিবা সংগ্রাম-স্থলে অভিমন্যু।
ঘোর নিনাদে চলে কালান্তকাল যেনো॥
সঘনে রণরঙ্গে, তুরঙ্গ গজে গজে,
আতঙ্ক হয় হেরে অন্তরে;
প্রখর বাণে বাণে, ভীত কম্পিত প্রাণে,
ত্রাসিত হলো উভয় সৈন্য,
কেহ হতেছে গত হত-চৈতন্য॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

কৌরব-শিবির।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি।)

দুর্য্যোধন। কোথারে রাজদূত!

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ, আজ্ঞা করুন।

দুর্য্যোধন। দূত! ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শঙ্খনাদ ও ধনুষ্টঙ্কারে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে। পাণ্ডব-পক্ষের কোন্ মহাবীর আজ সমরাঙ্গনে এসে উদয় হলো, শীঘ্র সবিশেষ জেনে এসে আমাকে সংবাদ প্রদান কর।

গীত।

রাগিণী সুহিনী—তাল কাওয়ালী।

জানিতে শীঘ্র যারে দূত,
কে এলো আজ ঘোর সমরে।
জিন্‌বে যুদ্ধে কেবা, দ্রোণ মম সেনাপতি,
হারায় জীবন এলে অমরে॥
বিপক্ষ মাঝে বীর কে হেন অর্জ্জুন বিনে,
ভুজবলে চক্রব্যূহ ভেদ করে;—
আতঙ্ক নাহি আসে, পতঙ্গ সম কেবা
সমর-অগ্নিতে পড়ে সাধ করে।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ, তবে আমি চল্লেম।

দুর্য্যোধন। দূত! বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র জেনে আয়। আর বিলম্ব করিসনে।

(দূতের প্রস্থান।)

দূত। (প্রত্যাগমনান্তর) মহারাজ, আমি দেখে এলাম, যুগান্তকালীন যমের ন্যায়, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য-সদৃশ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন-কুমার অভিমন্যু সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি।

দুর্য্যোধন। ভ্রাত দুঃশাসন, মিত্র কর্ণ, মাতুল শকুনি, শুন্‌লে ত, অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু সমরে এসেছে! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

শকুনি। বাবা! ভাগনে তাতো শুনেছি! সব তো বুঝেছি! মনে মনেও ঠাউরেছি!

দুর্য্যোধন। মামা! কি ঠাউরেছেন, ভেঙ্গে চুরেই না হয় বলুন। আপনি তো বুদ্ধিমান, বিদ্বান; আপনার বুদ্ধির প্রভাবেই আমার সকল কৌশল। পাশাখেলা ইত্যাদি সমস্তই ত আপনা হতে! আপনার বাপের হাড়ে তো ভেল্কী হয়! বোধ হয়, আপনার মাঠাকরুণের মাংসেও ভোজবাজী হতে পারে। সেই হাড়ের জোরেই ত আমি এ পর্য্যন্ত টিকে আছি। নৈলে,পাণ্ডবদের

প্রতাপে এতদিন মাটি হয়ে যেতে হতো। যাহা হোক্, অর্জ্জুন-কুমার অভিমন্যু সামান্য বীর নয়। যখন এই ভয়ঙ্কর সমরে একাকী গর্জ্জিত সিংহের ন্যায় প্রবেশ করেছে, তখন আমরা যে আজ নির্ব্বিঘ্নে পরিত্রাণ পাব, এমন বোধ হয় না।

শকুনি। আঃ ছি! আঃ ছি! তোমাকেই বা বল্‌বো কি? বাবা, এটাও কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, ওদিগে যে হয়ে উঠেছে! একা ভীষ্মের সমরেই পাণ্ডবেরা তরঙ্গ দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তা নৈলে কি একটা দুগ্ধ-পোষ্য বালক সমরে আসে? একি ছাগল দিয়ে যব মাড়া—না শৃগ্ধ দিয়ে ছাতু ভিজান? নেত্রহারায় কি আকাশের তারা গণনা করা যায়? বোবার দ্বারায় কি বেদপাঠ সম্পন্ন হয়ে থাকে? বধির কি সঙ্গীতের আস্বাদ গ্রহণ কর্ত্তে পারে? বাপু, তোমার সাহস মাত্র নাই; সেইজন্যই বেচে লাথি মেরেছিল। জাননা যে,সাহসে বসতে লক্ষ্মী। তুমি যে সাহস হীন, তা আমি পূর্ব্বেই জানি। তা নৈলে কি কি অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধে পাঞ্চালীর পাণিগ্রহণ কর্ত্তে পার্ত্তো? আমি যে এত বৃদ্ধ, তবু আমাকে বল্লে সে কাজটা অনায়াসে সমাধা কর্ত্তে পার্ত্তেম। আমি এখন বেস বুঝেছি, এসকল তোমার কাজ নয়। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বসে থাক; আমি একলা সাহসী হোয়ে দর্পের সহিত তোমার সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ কর্‌ছি। অভিমন্যু তো এখনই সমরাগ্নিতে দগ্ধ হবে। সেই শোকে অর্জ্জুন তো অবশ্যই প্রাণত্যাগ করবে। তা হলে আর ও-পক্ষে বীর কে থাকলো? রাজা যুধিষ্ঠির তো নিতান্ত ভালমানুষ; ভীমটে তো ভোজন-দাস, নকুল সহদেব তো নিতান্ত অকর্ম্মণ্য! সুতরাং এ যুদ্ধ তো জিতে বসে রয়েছি।

দুর্য্যোধন। মামা, এটা যে বড় কৌতুকের কথা! আমার সমস্ত কার্য্যের ভার তুমি নেবে, তাহলে তো আমার আসনে বস্‌তে হবে, আমার শয্যায় শয়ন কর্ত্তে হবে, ছি ছি বড় লজ্জার কথা, আর খেঁচেচুয়ে বল্‌বো না, এই পর্য্যন্ত থাক্। বলি, লজ্জা বেঁধাটাও কি তোমার মনে মনে সাধ ছিল না কি?

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেমটা।

মামা গো কি ভাব্‌ছো,
তোমায় বল্‌বো কি সব লোকে।
ঠাউরেছ কি রাজা হয়ে, থাকবে পরম সুখে॥
মনে কিগো সার ভেবেছো,
বৌও হতে সাধ করেছ,
বেড়াবে কি পথে ঘাটে, লজ্জাতে মুখ ঢেকে॥
ভেবে দেখ ভাগ্নে-বধূর,
হও তুমি যে মামা-শ্বশুর,
কেমন করে তারা ঘোম্‌টা খুল্‌বে তোমায় দেখে॥

দুর্য্যোধন। মামা, বুড়ো বয়সে যে তোমার মনে মনে এত আশ্বাস, তাতো আমি কিছুই জানিনে। আর তো তোমাকে বিশ্বাস নাই! এখন অবধি সাবধান হয়ে চল্‌তে হলো।

শকুনি। ছি ছি বাবা, তুমি আবার আর এক দিকে গেছ, আমি তা ভেবে বলিনি; যদি তা হত, তা হলে ত সেই পাশাখেলার সময়।

দুর্য্যোধন। পাশাখেলার সময় কি মামা! ঠারে-ঠোরের কথা যে বুঝ্‌তে পাল্লেম না, খুলেই বল।

শকুনি। হুঁ হুঁ, বলি তা নয়, সেটাও কি ভেঙ্গে বল্‌তে হবে? বলি, সেটা যে আমার বাপের হাড়! সেই হাড়ের উপার্জ্জিত বস্তু আমার পৈতৃক বিষয় বলে সম্পূর্ণ অধিকার। সেই হাড়ের জোরে যা যা জিতেছিলে, তা তো আমার।

দুর্য্যোধন। ওঃ! বুঝেছি; পাণ্ডবেরা পাশায় দ্রৌপদীকে হেরেছিল বটে, তা হ'লে সেটী তোমারই প্রাপ্য। তা মামা, এমন দাওটা পেয়ে হাতছাড়া ক'ল্লে কেন? না হয়, রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে এখন সেটা বুঝে-সুঝে নেও।

শকুনি। ছিঃ বাপু! তুমি কেবল ব্যঙ্গ ক'রে ছল ধচ্ছো! আমি তো তা বল্‌ছিনে! বলি যেটা, হিসাবের কথা! যাক্, ও সব কথায় আর কাজ নাই; মনের কথা মনেই থাক্। মনই তো নষ্টের মূল, মনে যে কত খানা উদয় হয়, তা বল্‌তে গেলে লোকে পাগল বলে।

মন যে নষ্টের মূল, সোজা পথে যায় না।
কেবল সুখের ইচ্ছা, খুঁজে সুখ পায় না॥
রাজা হ'তে সুখে থাকৃতে কার মন চায় না।
কার মন মনে মনে মন-কলা খায় না॥
বলিলেও সুবিমল জলে গিয়ে নায় না।
ঐহিকে উন্মত্ত, ঈশ্বরের গুণ গায় না॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ — তাল খেমটা।

মনের আশা রয় মনে, কারু পূর্ণ তো হয় না।
এত করে বুঝিয়ে মরি, মন তো বোঝে না॥
পরের সুখ দেখলে পরে, মনটা যে কেমন করে,
স্বপ্নে রাজা হই, তাতো ঘুম ভাঙ্গিলে ঘটে না॥
সর্ব্বদা বাঞ্ছা করি চাঁদখানা লাফিয়ে ধরি,
সকলি হয় ফকিকারি, ফল তো ফলে না॥

শকুনি। ভাগ্নে, মনের কথা আর কতই ব'ল্‌বো; মনের দোষেই ত মানুষ দূষিত হয়। মনটা কেবল 'নেবো নেবো, খাবো খাবো, কখন কার মাথায় মুগুর মারবো'—এই বই আর কিছুই জানে না। বাপ্‌রে, আশার তো নিবৃত্তি দেখি না; আশা-নদীর পার পাওয়াও দুষ্কর।

দুর্য্যোধন। সে কি মামা! এখনও তোমার এত আশা! আবার যে ফিরে আসার সময় হ'য়েছে! প্রায় পা বাড়িয়ে বসে আছ, গেলেই হয়। প্রভাতের তারা দেখা দিয়েছে; এখনও আশা!

শকুনি। বাবা, কথটা সত্য বটে; আমি তো তা বেশ জানি! কিন্তু আমার মন যে তা বোঝে না! ম'র্‌তে কি কেউ সহজে ইচ্ছা করে? কাল মরবে, কিন্তু যদি একটি কাঁটা ফোটে, কি হেঁচট লাগে, অমি বলে,—মাগো মলাম। মৃত্যুতে লোকের এত ভয়! দেখ, মৃত্যু সকলকে গ্রাস করে, কিন্তু মৃত্যুর কখনও মৃত্যু নাই; এই জন্য মৃত্যুকে লোকে এত ডরায়।

(ত্রস্তে ব্যস্তে দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ, নিবেদন করি। যেমন ভাগীরথীর আবর্ত্ত সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হ'লে ক্ষণকালের মধ্যে তুমুল হ'য়ে ওঠে, ধনঞ্জয় তনয় অভিমন্যু তেমনই চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ ক'রেছে। সেই বালকের শর-নিকরে ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন হ'য়েছে; বিহঙ্গ-রাজ-ছিন্ন ভুজঙ্গের ন্যায়, আপনার সমস্ত সৈন্য, মহারথিগণ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পৃথিবীতে পতিত হ'চ্ছে। কালান্ত-কালের ন্যায় কার্ত্তিকেয় যেমন আসুরী-সেনা নিহত করেছিলেন, তেমনি বিদ্যুত্তুল্য অতুল প্রভাবশালী বালক একাকী অতি দুষ্কর কার্য্য সমাধান ক'চ্ছে। এক্ষণে, যেমন আজ্ঞা হয়।

দুর্য্যোধন। দূত! কি অদ্ভুত সংবাদ প্রদান কল্লি। কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রতাপে ত্রিলোক-বাসী কম্পান্বিত-কলেবর; ষোড়শবর্ষীয় বালক একাকী তাহাদের পরাভব কল্লে? হায়! আমাদের এত আড়ম্বর, এত দর্প—সব কি বৃথা হ'লো? মাতুল শকুনি! এই যে প্রতুল হয়ে উঠলো! বাতুলের মত আমার সঙ্গে কতকগুলো বাকৃবিতণ্ডা ক'ল্লে! অভিমন্যু যে অতুল বিক্রমশালী, আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম! তুমি বালক ব'লে অবজ্ঞা ক'রেছিলে; এক্ষণে সেই শিশুই তো সর্ব্বনাশ ক'রে তুল্লে! মামা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কি দাহন-শক্তি নাই? ভুজঙ্গ-শিশুর দংশন কি নিরর্থক হয়? দ্বিজ শিশুর আশীর্ব্বাদে কি শুভ-সংসাধন হয় না? যা হোক, উপায় চিন্তা কর; নৈলে যে বড় বিপদ! ঐ বালক হ'তেই আজ সকলকে নিপাত হ'তে হবে।

গীত।

রাগিণী সুহিনী-বাহার—তাল কাওয়ালী।

ত্বরায় বধিতে পারে কে তাহারে।
যাবে কে রণসাজে রণমাঝে,—

ছি ছি, কি লজ্জার কথা,
সিংহ-সমাজে আসি
শৃগালেতে বীরত্ব করে॥
ধর ধর বাব্য, কোদণ্ড ধর সবে,
দণ্ড মধ্যেতে তার জীবন দণ্ডিতে হবে;
কি রঙ্গ, ভেক হয়ে কি সাহসে এসে,
কালভুজঙ্গ-প্রতাপ হরে॥

দুর্য্যোধন। মামা, আর বিলম্ব ক'রো না। শীঘ্র ধনুশ্বর ধারণ ক'রে রণে প্রবৃত্ত হও; নতুবা আজ বড় বিপদ ঘ'টবে।

শকুনি বাপু! কিসের বিপদ? তুমি যেমন ভয়ে জড়সড় হ'চ্ছো! পতঙ্গের যুদ্ধে কি মাতঙ্গ কখনও আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়? ভুজঙ্গ গর্জ্জনে কি বিহঙ্গরাজের ত্রাস জন্মে থাকে? এখনই অভিমন্যুর জীবন নষ্ট করবো, সেজন্য চিন্তা কি? তোমরা অগ্রগামী হও; আমি পশ্চাতে যাচ্ছি।

দুর্য্যোধন। মামা, তুমি প্রাচীন হ'য়েছো, তোমারই আগে যাওয়াটা উচিত। তুমি থাকৃতে, আমাদের আগে যাওয়া ভাল দেখায় না।

দূত মহারাজ! কতকগুল অকর্ম্মণ্য বচনবিশারদ বাজে লোকের উপর আপনি এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ ক'রবেন না। অর্জ্জুনকুমার সামান্য বীর নয়; তার প্রতাপ দেখে, আমাদের হরিভক্তি উড়ে গিয়েছে।

মহারাজ! ব'লবো কত,
হ'য়েছি বুদ্ধি হত।
রণে এসে একলা ছেলে,
সকল বীরের মাথা খেলে,
দিলে যেন আগুন-জেলে,
ছেলে নয় সে যমের মত॥
অর্জ্জুনে বীর জানতে বড়,
তার ভয়ে হও জড়সড়,
বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়,
বালকটির বল অসঙ্গত॥
একটি একটী বাণের জোরে,
চৌদ্দভুবন যেন ঘোরে,
সেই অগ্নিতে সবাই পোড়ে,
প্রাণ হারায় বীর শত শত॥
তার হাতে এড়াবে কেবা,
ছেলে নয় সে বুড়োর বাবা,
গদাধর হয় স্বয়ং হাবা,
খান যদি তার গদার গুঁতো॥
বাপকা বেটা বুঝ্‌লাম দেখে,
ইঁচড়ে গিয়েছে পেকে,
উন্দু খুন্দু কাণ্ড দেখে,
হোমরা চোমরা পালায় যত॥
ঘুঁয়ে উড়বে শকুনি মামা,
লেজ তুলছেন অশ্বত্থামা,
একেকালে হয়েছে মাটি,
দ্রোণাচার্য্যের বিক্রম যত।
পটল তুল্লো রাজা শল্য,
ছুটো বাণ না তারে সৈল,
নুড়ি ধরাতে পাল্লে না কেউ,
পালাচ্ছে হ'য়ে বিব্রত॥
গরীবের কথা রাখ রাখ,
অন্নদাস সব পাঠিওনাক,
কেউ ধোপে টিক্‌বেনাকো,
কেবল পোড়ান যে অসঙ্গত।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

সেই সময়ে বাজে লোক কাজে লাগ্‌বে না।
পূর্ণ হয় বাসনা যায়, তার চিন্তা করো না॥
শূন্যবাসী শশধরে, বামনে কেমনে ধরে,
চণ্ডালের অধরে চণ্ডীপাঠ তো হবে না॥
ক্ষুদ্র তরী সিন্ধুপারে, যেতে পারে না,
জম্বুকী করে কি সিংহ বধের প্রার্থনা।

দূত। মহারাজ! আপনি বড়লোক। বড়-লোকের কাছে তিন প্রকার লোক থাকে। প্রথম—কতকগুলি কর্ম্মাধ্যক্ষ,—বড় বড় পেট মোটা। তার মধ্যে যদি কারও কর্তৃত্ব থাকৃলো, তাহ'লেই তিনি দেবতার তুল্য। মানুষকে আর মানুষ জ্ঞান করেন না, প্রায় কারও সঙ্গে কথাই

কন্‌না। যে সব লোক রাজ-দরবারে যায়, কর্ত্তার কাছে যাওয়া দূরে থাকুক, তাঁর কাছেই ঘেঁস্‌তে পারে না। তিনি সর্ব্বদা গোঁপ ফুলিয়ে, কানে কলম গুঁজে, গরম হোয়ে বসে থাকেন। কথাটি কবার যো নাই; তিনি সাতেও পাঁচ, পাঁচেও সাত কর্ত্তে পারেন। কিছু ঘুঁস-ঘাস দিলে, দুটো একটা ফুস-ফাস করেন মাত্র। দ্বিতীয়—চাটুকার অর্থাৎ খোসা-মুদে কতকগুলি থাকে; তাঁরা "যে আজ্ঞে, আপনি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ", "জল উঁচু—না উঁচু", "জল নীচু—না নীচু"—এই প্রকৃতির লোক। কর্ত্তা কারু একটি টাকা দিলেন; এঁরা তার বার আনা সাত ক'রে, চারি আনা দিয়ে কাজ সার্‌লেন। কর্ত্তার কাছে সময় মত দুটো কাণ-ভাঙ্গানি কোরে, কারও সর্ব্বনাশ, কারও বুকে বাঁশ দিচেন; এঁদের কৃপায় কারও বা আঙ্গুল ফুলে কলগাছ হয়। এঁরা লুচি মোণ্ডা ছানা মাখম খেয়ে, পাশা-সতরঞ্চ দুই এক বাজি খেলে বাজি ভোর কোরে, অর্থগুলি সাত করেন ও ভিটেয় ঘুঘু চরান। তৃতীয়—তাঁরা কর্ত্তার চাকর-বাকর। তাঁদের প্রায়ই চড়া মেজাজ; নরলোকের সঙ্গে প্রায় কথা কন না; তেল মাখিয়ে,কাপড় কুঁচিয়ে,পা টিপে, মাটিতে তাঁদের পা পড়ে না। কর্ত্তার উচ্ছিষ্ট দুটো মোণ্ডা মেঠাইয়ের দানা খেয়ে খেয়ে পেট মোটা হয়েছে। এ দিকে আলসে-কুঁড়ের শেষ, কেবল ভোজনে মূর্ত্তিমন্ত গুণের মধ্যে কর্ত্তা-গিন্নির হুকুম অন্যথা করেন না। এই সকল লোককে রণে পাঠাবেন না; তাহ'লে সদ্য 'দ' পাড়িয়ে দেবে।

দুর্য্যোধন। দূত! যা যা বর্ণন করলে, তা সত্য বটে; আমি বিবেচনা ক'রে পাঠাচ্ছি।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! যে আজ্ঞা মহারাজ!

দুর্য্যোধন। মিত্র কর্ণ, আচার্য্য অশ্বত্থামা, বীরবর কৃপাচার্য্য, অভিমন্যু ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ক'চ্ছে; তোমরা সত্বর সমরে প্রবেশ ক'রে নিবারণ কর।

কর্ণ। মহারাজ! আপনি চিন্তা ক'রবেন না, আমরা রণে প্রবেশ ক'ল্লেম।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

(কর্ণ, অভিমন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি।)

কর্ণ। ওরে বালক অভিমন্যু! তুমি যে একাকী সাহসী হয়ে এই সৈন্যমধ্যে এসছো, এজন্য তোমার সাহসকে ধন্য বলে গণ্য করি। বাপু, তুমি ক্ষুণ্ণ হওনা, তোমায় আমায় কাজ নেই; এক্ষণে তুমি সমর পরিত্যাগ কোরে স্বস্থানে প্রস্থান কর। আর একটি কথা বলি; তোমার জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠির ধীর-স্বভাব স্থিরবুদ্ধি ধর্ম্মপরায়ণ এবং বিদ্বান, তাই বুঝি তিনি বিদ্যার পরীক্ষা প্রদান করেছেন? তিনি বুঝি মনে করেছেন যে, স্বীয় করে দিবাকরের কিরণ আচ্ছাদন কর্‌বেন? ধন্য তাঁর বুদ্ধি!

অভিমন্যু। ওহে সূর্য্যাঙ্গজ! তুমি আমাকে বালক বোলে ব্যঙ্গ কর্‌ছো কেন! তুমি কি জাননা যে, আমার এই বাণ অব্যর্থ—আমার এই অসি মর্ম্মভেদী! যদি তুমি প্রাণের আশা কর, তবে শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর; নতুবা আমার এই অসিতে নিতান্তই তোমাকে কৃতান্তভবনে গমন কর্‌তে হবে।

কর্ণ। ধনঞ্জয়-তনয়, তুমি কেন মিছে দর্প ক'রে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোকের প্রাণনষ্ট কর্‌ছো! আমি বাণ নিক্ষেপ করি, নিবারণের উপায় চিন্তা কর।

অভিমন্যু। কর্ণ মহাশয়, এই ত কার্য্য-কাল উপস্থিত। তোমার ক্ষমতা, বীরত্ব সব এখনি প্রকাশ পাবে। বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। যত্নে সাধ্যমতে ত্রুটি করোনা।

(যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণের পলায়ন।)

অশ্বত্থামা। অভিমন্যু, আজ যদি আমার শরে তোমার প্রাণ রক্ষা হয়, তবে তোমার বীরত্ব জানবো। এই আমি বাণ নিক্ষেপ করলেম।

অভিমন্যু। আসুন আসুন আচার্য্য অশ্বত্থামা, কর্ণের মত আপনারও মান থাকবে। ফলে, আপনার চিন্তা নাই, আমি প্রতিফল দেবো, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা করবো না।

(যুদ্ধ করিতে করিতে অশ্বত্থামার পলায়ন।)

কৃপাচার্য্য। ওরে বালক অর্জ্জুন-কুমার! তুমি কি আজ ফিরে যাবে, এমন সাধ করেছো? আমি নিতান্তই তোমার কৃতান্ত হয়ে এসেছি।

অভিমন্যু। কৃপাচার্য্য মহাশয়, তবে আর বিলম্ব করবেন না, ভোজনে বসুন, শীঘ্র দক্ষিণা পাবেন। কাযে যত হোক্ না হোক্, আপনারা বচনে কেউ কম নন।

(যুদ্ধে কৃপাচার্য্যের পলায়ন।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৌরব-শিবির।

(দুর্য্যোধন ও দূত প্রভৃতি।)

দূত। মহারাজ, প্রণাম করি।

দুর্য্যোধন। কিরে দূত, সমাচার কি? মঙ্গল তো?

দূত। আজ্ঞে, বেস মঙ্গল! আপনিই কর্ণ কর্ণ করেন; শুনে আমাদের কর্ণ জ্বলে যায়। আমার কথায় একবার কর্ণপাত করুন; অভিমন্যুর যুদ্ধে কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শৈল্য প্রভৃতি আপনার বড় বড় রথী, দুবার তিন বার করে এক এক জন পরাস্ত হয়ে, ঢেউ দেখে শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে, পলায়ন করেছেন। আপনি আবার শকুনি মামাকে পাঠাচ্ছিলেন! এখন উপায় কি?

দুর্য্যোধন। ওরে দূত, কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ! এই সকল বীর যে আমার দক্ষিণ বাহু! এরা যখন পরাস্ত হয়েছে, তবে তো আজ কুরুকুল থাকে না! হায় হায়, একটি বালক হতে আজ এমন বিপদ ঘটলো।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

কি হলো কি হলো, ভেবে হয় প্রাণ আকুল;
কেমন পাই আর কূল, বালকে করে কুলক্ষয়।
অনর্থ ঘটালে রণে এসে অর্জ্জুন-তনয়॥
কেমনে হই জয়ী রণে, পাব আর রাজ্য কেমনে,
জলে কি অনলে আমি জীবন দিব নিশ্চয়॥

দুর্য্যোধন। ভ্রাত দুঃশাসন, অভিমন্যু যে বড় দুঃশাসন হয়ে উঠ্‌লো! আমি যে আর আসনে স্থির হতে পাচ্ছিনে! মনে যেন হুতাশন জ্বলছে। তোমরা শীঘ্র শরাসন ধারণ করে শর বরিষন করোগে। কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি যখন পরাস্ত হয়েছে, তখন আর তার যুদ্ধে আজ কাহারও প্রাণ রক্ষা হবে না।

দুঃশাসন। আর্য্য, চিন্তা করবেন না মেঘনাদের যুদ্ধে, রামচন্দ্র সীতা-উদ্ধারে প্রায় হতাশ হয়েছিলেন। শেষে ত কৌশলের দ্বারা সেই ত্রিলোকজেতা ইন্দ্রজিত প্রভৃতিকে বধ কোরে রঘুবর লঙ্কা জয় করেছিলেন! আপনি স্থির হন। বালক কতক্ষণ আর আলোক প্রদান করবে? আমরা এখনি নির্ব্বাণ করছি। সূর্য্যাঙ্গজ কর্ণবীরকে ও আচার্য্য দ্রোণকে ডেকে যুক্তি স্থির করুন।

দূত। মহারাজ, নিবেদন করি, গরিবের কথা অগ্রাহ্য করবেন না; দ্রোণ কর্ণকে ডেকে আর যুক্তি করায় আবশ্যক নাই। তাঁদের বিদ্যা সাধ্য যত, আজ সব বুঝে নিয়েছি।

আমার এ কাজের কথা, নয় অন্যথা,
ঘটবে উপকার।
কতকগুলি অন্নভাঙ্গা লোক আছে তোমার॥

ছি ছি তোমার সব যোদ্ধাগুলো, ভোজনে ভাল,
কাজে কিছু নয়।
জুটলে অনেক সন্ন্যাসী যে গাজন-নষ্ট হয়॥
কেবল আছে সব লম্বা কোঁচা, কথার ধাঁচা,
মারে রাজা রুজি।
কাজের বিষয় অষ্টরম্ভা এক কড়া নাই পুঁজি॥
কারু যত দেও মোণ্ডা মেঠাই, পেছোন নাই,
পেট পোরেন গেদে।
ফচ্‌কে একটা ছেলের বাণে, সব পালালেন কেঁদে
দেখ, এরা সব 'খুরজলা' লোক, বাইরে চটক,
কাপড়ে ঘুঘু বাঁধা।
যার খান তার পালটি মজান, বদ্দিনাথের দাদা॥
এদের কি বিশ্বাস আছে, ভুট করেছে,
চালের খড় খেলে।
গাছে তুলে দিয়ে তোমার মই যে কেড়ে নিলে॥
ছিছি, কেবল সব পেটভোরে খান, গর্জ্জে বেড়ান,
যেন ধর্ম্মের ষাঁড়।
জলশূন্য কুয়ো যেন মধুশূন্য ভাঁড়॥
জেনো, যদি সব আমার হতো, টের যে পেতো,
নিতাম খুব খাটিয়ে।
গোড়েগুলো বেচে ফেল্‌তাম খরের কড়ি দিয়ে॥

মহারাজ! যদি পুনরায় এদের যুদ্ধে পাঠান, তবে এবার আমি তো কোন মতেই সঙ্গে যাব না। যদি জোর করে যেতে বলেন, তবে বাড়ীতে বোলে কয়ে এসে, হয় ত জন্মের মত যাবো।

দুর্য্যোধন। হাঁরে দূত, বাড়ীতে কাকে বল্‌তে যাবি? তোর আপনার লোক কে আছে?

দূত। মহারাজ! আমার নেই কে?—সব আছে।

দুর্য্যোধন। সব কিরে, ভেঙ্গে চুরেই বল্‌না কেন?

দূত। আজ্ঞে, সেই তিনি।

দুর্য্যোধন। তিনি কেরে? মা—না বাপ, সেটা খুলেই বল-না!

দূত। আজ্ঞে, তারা কেউ নেই; সে সব আপদ আমার অনেক দিন মিটে গেছে। বড় লজ্জা কচ্ছে, আপনি মনিব, কেমন কোরেই বা বলি, মহারাজ তিনি শয্যা-গুরু গো।

দুর্য্যোধন। হাঁরে বেটা, তবে যে বল্লি, আমার সব আছে! তিনিই কি তোর সব নাকি?

দূত। আজ্ঞে, সব নয় কেমন কোরে? মা বাপ খুড়ো জ্যেঠা ভাই বন্ধু কন্যা পুত্র—সবই আছে; কিন্তু এক স্ত্রী না থাক্‌লেই লোকে গৃহ-শূন্য বলে; স্ত্রী থাক্‌লেই আর কেউ কিছুই বলে না; তবে এরা কোন্ কাযে লাগ্‌লো? তিনিই ত সব হলো। আরও দেখুন,—"এক-শ্চন্দ্রস্তমো হন্তি নচ তারা গণৈরপি"; এক চন্দ্র হতে অন্ধকার নষ্ট হয়, লক্ষ লক্ষ তারা কোন কাযে লাগ্‌লো? মা বলুন, বাপ বলুন, ভাই বন্ধু বলুন, এক তিনি থাক্‌লেই সব জান্‌বেন। তায় দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, কাযেই আমায় মন যুগিয়ে চল্‌তে হয়।

দুর্য্যোধন। দূর বেটা বেহায়া! আর ওসব কথায় কাজ নাই। এখন যাতে কাযের মঙ্গল হয়, তার চেষ্টা দেখ।

দূত। যে আজ্ঞে, তবে আমি বাড়ীতে বিদায় লয়ে আসি।

(দূতের প্রস্থান)।

দুর্য্যোধন। গুরু দ্রোণাচার্য্য, মিত্র রাধেয়, শীঘ্র অভিমন্যু-বধের উপায় চিন্তা কর। নতুবা আজ কাহারও প্রাণরক্ষা হবে না। তোমরা প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি হয়েও বালকের রণে ভঙ্গ দিয়েছ। অর্জ্জুন হতেও অর্জ্জুন-কুমারকে দুর্নি-বার বোধ হচ্ছে।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কৌরবে কি রবে প্রাণে সমরে আর।
একাকী বালকে বধিল সবায়,
কি হলো, কি হলো, আজি ঘোর অনুপায়;
সবে উপায় করগো, যাতে জীবন থাকে এবার।
সামান্যে তাহারে, জিনিতে কে পারে,
করিলে জীবন-পণ, হয় যদি গো প্রতিকার॥

দুর্য্যোধন। হে ব্রাহ্মণ, অবিলম্বে অভিমন্যুর বধোপায় বলুন। নতুবা পার্থতনয় আজ এক এক কোরে আমাদের সকলকেই সংহার কর্‌বে।

দ্রোণাচার্য্য। বৎস, তোমরা এ পর্য্যন্ত কি সমরে আমার শৈথিল্য অবলোকন করেছ? অর্জ্জুন-তনয়ের ত অনুমাত্র অবকাশ দেখিনে! কি চমৎকার ক্ষিপ্রকারিত্ব! চতুর্দ্দিক্‌ ভ্রমণ কর্‌ছে, অথচ উহার কিছুমাত্র অবকাশ লক্ষিত হচ্ছে না! ঐ মহাবীর এত শীঘ্র শর সন্ধান ও পরিত্যাগ কচ্ছে যে, বক্ষোপরি কেবল উহার চাপ-মণ্ডল লক্ষিত হচ্ছে! আমি উহার শর-জালে একান্ত ব্যথিত ও মোহিত হইয়াও সন্তুষ্ট হতেছি; কেন না, গাণ্ডীবধন্বা মহাবীর ধনঞ্জয় হ'তে উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হচ্ছে না।

কর্ণ। মহারাজ, বীরগণের সমর পরিত্যাগ করা উচিত নয় বলে, আমি অভিমন্যুর আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও এইস্থানে অবস্থান কচ্ছি। ঐ মহাতেজা অর্জ্জুনকুমারের পাবকসদৃশ শরনিকরে আমার বক্ষঃস্থল বিদলিত হচ্ছে। মহারাজ, আর একটি কথা বলি; অভিমন্যু যেরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম কচ্ছে, তাতে বোধ হয়, আমরা আজ নির্ব্বিঘ্নে পরিত্রাণ পাব না; কারণ, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন—এঁরা শরাসন ত্যাগ করে ধরাসনে উপবেশন করেছেন। যেমন নবঘন ঘনঘন গর্জ্জনপূর্ব্বক শূন্য হতে বারি বরিষণ করে, অভিমন্যু সেইরূপ সৈন্য'পরে বাণবৃষ্টি কচ্ছে। পার্থ-তনয়ের বাণ অব্যর্থ। যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে; উর্দ্ধে দৃষ্টি করা দুঃসাধ্য। এক্ষণে আপনার যেমন আজ্ঞা হয়।

দুর্য্যোধন। মিত্র, যদি কুরুকুলের কল্যাণবাঞ্ছা কর, তবে সকলে একত্র হয়ে উহার জীবন নষ্ট কর্‌তে বিলম্ব করোনা। অগ্রে উহার ধনু, জ্যা, অশ্ব, সারথি ছেদন কোরে, উহাকে সমরবিমুখ করো, পরে প্রাণনষ্ট করিও; যতক্ষণ উহার শরাসনে শরাসন থাকবে, ততক্ষণ উহাকে পরাজয় করা দেব ও অসুরগণেরও সাধ্য নহে।

কর্ণ। মহারাজ, সকলে একত্র হোয়ে একটি অপূর্ণবয়স্ক বালককে বিনাশ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও নৃশংসের কাজ। কিন্তু তা না করিলেও আজ কাহারও জীবন রক্ষা হবে না। এক্ষণে আপনার আদেশানুযায়ী আমি মহাবীর দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দীক্য এই ছয় রথীতে অভিমন্যুকে বেষ্টন করিতে চলিলাম।

(সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণক্ষেত্র।

(কর্ণ প্রভৃতি সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যু।)

অভিমন্যু। হে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ, তোমাদের বীরত্বে ধিক, জীবনে ধিক! একে একে আমার শরানলে দগ্ধ হয়ে, অত্যন্ত কাতর হ'য়ে, এক্ষণে সকলে একত্র হয়ে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিরুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধে আমাকে বিনাশ কর্‌বে মনস্থ করেছ! ধিক্‌ তোমাদের ধনুঃশরধারণ! হে কৌরবপতি দুর্য্যোধন, অন্যায় সমরে আমাকে বিনাশ কল্লে, তোমার গৌরব কি? বরং রৌরবকুণ্ডে তোমাকে মগ্ন হতে হবে! তুমি সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হয়ে মনে করেছ যে, কেউ তোমার শাসনকর্ত্তা নাই। কিন্তু জগত্পাতা জগদীশ্বর তো তোমার এই কুকর্ম্ম অবলোকন কর্‌বেন? হা নরাধম!—তোমার এই কি ধর্ম্ম?

গীত।

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

এই কি ধর্ম্ম তোর, পাষণ্ড পামর,
অধর্ম্মে বধিবে জীবন আমার।
মুগ্ধ অহঙ্কারে, ভাব না অন্তরে,
রবে চিরদিন এই কলঙ্ক তোমার॥
ক্ষত্রধর্ম্ম—যদি রণে জীবন যায়,
অন্তে সে দিব্যালোকেতে স্থান পায়;
প্রাণ ত্যজে সমরে, যাব স্বর্গপুরে,
আমিরে আজ,
কিন্তু তুমি কিসে পাবে নরকে নিস্তার॥

অভিমন্যু। হে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পাপমতি দুর্য্যোধন! সামান্য রাজ্যধনের লোভে, এমন অমূল্য ধন যে ধর্ম্ম, তা তুমি অনায়াসেই বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছ; কুল-গৌরবকে একবালে কলুষিত কোরে পাপপঙ্কে পতিত হচ্ছো! আজ যদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধে আমার জীবন নষ্ট কর, তাহলে, যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য, তোমার এ কলঙ্ক দূর হবে না। অধর্ম্ম কোরে, অন্যায় পাশাখেলায়, পিতৃগণকে বনবাসী করেছিলে; রাজতনয় হয়ে তাঁরা বনবিহারী কিরাতের ন্যায় অতি দীনভাবে ভিক্ষা উপজীবিকায় দিনযাপন করেছিলেন; গুরুজন-বেষ্টিত সভামধ্যে কুলমহিলা দ্রুপদ-দুহিতাকে যার-পর-নাই লজ্জা দিয়েছিলে; এই সকল পাপের শাস্তি তুমি সত্বরই প্রাপ্ত হবে। আমি তো ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন ও বীরত্বের সহিত এখনি জীবন ত্যাগ কোরে স্বর্গধামে গমন কর্‌বো; কিন্তু নরাধম, তুমি কি জান না যে, এক দিন অবশ্যই তোমাকে কালগ্রাসে পতিত হতে হবে! হে আচার্য্য দ্রোণ, মহাবীর কর্ণ, তোমরা আবার মহারথী বলে জনসমাজে পরিচয় দান কর! এই কি মহারথীর ধর্ম্ম? এই কি বীরপ্রধানের কর্ম্ম? যাহোক্, এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তোমাদের বাসনা পূর্ণ হউক।

(কৌরবগণ সহ অভিমন্যুর যুদ্ধ।)

অভিমন্যু। হে মাতুল শ্রীগোবিন্দ, আমি উদ্দেশে আপনার পদারবিন্দে প্রণাম করি। একবার এ সময়ে দেখা দিয়ে দুষ্টমতি দুর্য্যোধনের পাপাচরণ নিরীক্ষণ করুন। আমাকে রণমধ্যে আশ্রয়হীন দেখে, দুরাত্মারা, সকলে বেষ্টন কোরে, আমার প্রাণসংহার কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছে। দেব! তুমি তো নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিঃসহায়ের সহায়, অগতির গতি, দীনহীনের বন্ধু, চতুর্দ্দশভুবনস্থ সমস্ত জীবের জীবাত্মা-স্বরূপ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিরাজমান। নাথ! কোনও নরাধম তোমার অগোচরে কোনও দুষ্ক্রিয়া কল্লে, তা কি কখনও তোমার অবিদিত থাকে? তুমি ত কোনও জীবের অন্তরের অন্তঃপুর হ'তে অন্তর নও? হে অনন্ত! একবার বিপদকালে আমাকে দেখা দেও। গোলকনাথ! তুমি যখন মীনদেহ ধারণ কোরে জলমগ্ন বেদশাস্ত্র উদ্ধার করেছ, তুমি যখন কূর্ম্মরূপে আধারস্বরূপ হয়ে এই বিশ্বধরা ধারণ করে রয়েছ, তুমি যখন বরাহরূপে দন্ত দ্বারা ক্ষৌণি বিদীর্ণ কোরে পাতালপুরে প্রবেশ কোরে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বিনাশ করেছ, তুমি যখন ক্ষুদ্র স্ফটিকস্তম্ভ হতে বিনির্গত হয়ে ভয়ঙ্কর নরসিংহ আকার ধারণ কোরে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেছো, তুমি যখন বামনরূপে বলিকে ছলনা কোরে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করেছ; তখন এই অন্যায় সমরে সপ্তরথিবেষ্টিত এই বালককে কি রক্ষা করবে না? হে নাথ! এ সঙ্কটে একবার দেখা দাও।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

একবার এসে দেখা দেও দয়াময়,
কোথা রইলে এ সময়।
জানি তুমি কৃপাসিন্ধু, দীনহীনের বন্ধু,
দাসের জীবন রাখ দিয়ে পদাশ্রয়॥
অধর্ম্ম করিয়ে দুষ্ট দুর্য্যোধন,
অবিচারে বধে আজ আমার জীবন,
কি করি এখন হরি,

তোমার চরণ বিনে উপায় আর দেখিনে,
স্বগুণে হওনা নির্গুণে নিদয় ॥
যাত্রা-কালে স্মরণ কোরে তোমার নাম,
চরণপূজে আমি সমরে এলাম, ওহে গুণধাম,
দুঃখ নাই তো গেলে প্রাণ,
কিন্তু তোমার যেন,
মধুসূদন নামে কলঙ্ক না রয় ॥

অভিমন্যু। হে ভক্তবৎসল ভগবন্‌ ভুবনপতে! তোমার চরণে শরণ নিলে জীবের ভবভয় দূর হয়, তুমি অন্তকালে শমন-ভয়ে জীবকে অভয় প্রদান কর। আমি যখন তোমার অভয় নাম স্মরণ কোরে রণমধ্যে প্রবেশ করেছি, তখন অবশ্যই নামের মহিমায় আমার বিপদ সম্ভাবনা নাই। যে নাম স্মরণ কোরে ধ্রুব পঞ্চম বর্ষ বয়সে পশুসঙ্কুল বনমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ কোরেছিলো; যে নামের গুণে হস্তিতলে, বিষপানে, অগ্নিমধ্যে, পর্ব্বত হতে পতিত হয়েও, প্রহ্লাদের জীবনে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই; যদিও সে নামের মহিমা বর্ণন কর্ত্তে আমি নিতান্ত অশক্ত, তথাপি সে নামের মহিমার গুণে অবশ্যই অভয় প্রাপ্ত হবো। রোগী ঔষধের গুণ না জানিলেও ঔষধ সেবন কল্লেই, রোগ উপশম হয়ে থাকে; লৌহ, পরশের গুণ অবগত না থাকুক, তথাপি পরশ করিলেই উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আপনার মহিমাই বা আমি এক মুখে কি ব্যক্ত কর্‌বো? বাসুকী সহস্র মুখে যখন বর্ণন করিতে উদ্যত হন তখনি তাঁর শির কম্পিত হয়ে ভূকম্প উপস্থিত হয়। দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চমুখে বর্ণন করিতে নিতান্ত অশক্ত। দেব! আপনি পুষ্পস্বরূপ; দেখুন, পুষ্প স্বীয় সৌন্দর্য্য ও সৌরভ আপনি অপরিজ্ঞাত, কিন্তু অন্যে তাহার দর্শন কোরে ও তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ কোরে অপরিসীম আনন্দলাভ করে; তদ্রূপ, আপনার মহিমাতেই জীবগণ কৃতার্থ হয়। হে নিখিল-মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বরূপ, আপনি নিজগুণে আমাকে নিস্তার করুন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণক্ষেত্র।

(ভীম ও জয়দ্রথ প্রভৃতি।)

ভীম (স্বগতঃ) হায় হায়! বৎস অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে বৈরিগণ কর্ত্তৃক বিপদগ্রস্থ হয়েছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন কচ্চে,—এ যে আমার প্রাণে সহ্য হয় না! এক্ষণে উপায় কি?—যা হয় দুরাত্মা জয়দ্রথের নিকট অনুনয় বিনয় করি, যদি একবার দ্বার পরিত্যাগ করে। বিপদে পতিত হয়ে, দেবতারাও হীনজনের উপাসনা করেছেন কোনও সময়ে অসুর বধের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতা নরবীরের সাহায্য লয়েছেন; সীতা-উদ্ধারের জন্য সীতাপতি রামচন্দ্র কপিকুলের সহায়তা গ্রহণ করে'ছলেন। অতএব, অভিমন্যুর প্রাণরক্ষার জন্য হীন জয়দ্রথের উপাসনা কর্ত্তে প্রবৃত্ত হই। (প্রকাশ্যে) সিন্ধুরাজ! আমি দন্তে তৃণ ধারণ কোরে তোমার নিকট অনুনয়-বিনয় কচ্ছি, তুমি একবার দ্বার পরিত্যাগ কর; আমি ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কোরে বৎস অভিমন্যুর প্রাণ রক্ষা করি। বালকের আর্ত্তনাদ আর সহ্য কর্ত্তে পারিনে; তুমি একবার কৃপাকটাক্ষ কর, ইহাতে তোমার গৌরব-সৌরভ সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হবে, পুণ্যের পারসীম থাকবে না। আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার কচ্ছি, তুমি একবার আমাকে দয়া কর।

জয়দ্রথ। মধ্যম পাণ্ডব! তুমি কেন আমার নিকট অনুনয় কচ্ছো? আমি তো আর তোমাকে দয়া কর্‌বো না! শত্রুকে কি দয়া কর্ত্তে আছে? বিশেষ দ্রৌপদী-হরণ-কালে তুমি আমায় যে অপমান করেছিলে, আর যন্ত্রণা দিয়েছিলে, তাতো আমি অদ্যাবধি বিস্মৃত হই নাই! আমি যে তোমার নিকট কত অনুনয়-বিনয় করেছিলাম, তুমি কি আমার কথায় কর্ণপাত করেছিলে?

সে কথা মনে হোলে আমার পুনরায় দুঃখাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। আর একটি কথা বলি; তুমি যে অহঙ্কার করে থাক, তোমরা রণে ভঙ্গ দেও না; আজ তোমার সে অহঙ্কার চূর্ণ হোলো; অতএব তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

ভীম। রে জঘন্য যোদ্ধা জয়দ্রথ! রে পামর নরাধম! তুই কুরঙ্গশাবক হোয়ে বাঙ্গ-সহকারে সিংহসম্মুখে শ্লাঘা কচ্ছিস? তুচ্ছ দীপালোকে কি কখনও পূর্ণচন্দ্রের প্রভা ম্লান কত্তে পারে? তুই মনে করেছিস যে, কৌরব-কুলের কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন এ যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌বে? তা কখনই নয়। আমি চক্রব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কত্তে পারি বা না পারি, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি যে, বৃকোদরের গদা-প্রহারে অন্ধরাজের শতপুত্র সত্বরই শমন-ভবনে গমন কর্‌বে, এই ভীম রাক্ষসের করাল কবলে তোরা সকলেই কবলিত হ'বি। খগেন্দ্রমুখে সর্পের দর্প কি কখনও সঙ্গত হয়? অতএব স্থির হ'য়ে থাক্, আর বাগ্‌বিতণ্ডা করিসনে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণক্ষেত্র।

(অভিমন্যু, কর্ণ প্রভৃতি।)

অভিমন্যু। হে তৃতীয় পাণ্ডব পিতঃ ধনঞ্জয়! এই বিপদকালে তুমি কোথা রইলে? একবার এসে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুষ্ক্রিয়া দর্শন কর। তোমার রণে আশুতোষ সন্তোষ হয়েছেন, তুমি ভুজবলে সুরশত্রু বিনাশ ক'রে সুরলোক নিষ্কণ্টক ক'রেছ; আজ রণমধ্যে তোমার আশ্রয়হীন তনয়কে অধার্ম্মিকেরা অন্যায় আচরণে বধ করে! হে বীরশ্রেষ্ঠ! আমি রণমধ্যে নিরাশ্রয় হয়েছি; আমাকে অস্ত্র প্রদান কর, আমি দুরাচারদিগকে প্রতিফল প্রদান করি। আমি সিংহ-সন্তান হ'য়ে অন্যের কৌশলজালে বদ্ধ হয়েছি; এ সময় যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন কত্তে পেলেম না, এ আমার বড় দুঃখ রহিল।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ—তাল মধ্য।

পিতা গো বিদায় হই তোমার চরণে।
দুঃখ এই মনে,
সমরে হারালাম জীবন;
জীবের জন্ম হ'লেই মৃত্যু আছে,
জীবন কার বল চিরদিন থাকে,
চরমকালে তোমার চরণ,
হেরিতে পেলেম না আমি, এ পাপ নয়নে॥
তোমার রণে সন্তোষ হলেন মৃত্যুঞ্জয়,
ত্রিভুবন ক'রেছো জয়,
নাম ধরেছো ধনঞ্জয়,
দেখ এসে আজ তব কুমারে,
রণে নিরাশ্রয়ে আছি পড়ে;
আমার কে আছে, কে জীবন রাখে,
অধর্ম্ম আর অবিচারে,—
এর প্রতিফল দিও তুমি বিপক্ষগণে॥

অভিমন্যু। পিতঃ! আমি জন্মের মত আপনার চরণে বিদায় হ'লাম। কিন্তু পাপাত্মা শত্রুগণ যে অধর্ম্ম ব্যবহারে তোমার প্রাণতুল্য পুত্রের প্রাণ বিনাশ ক'লে, তুমি সত্বরই এর প্রতিফল প্রদান ক'রো হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হচ্ছো কেন? কাল তোমার কি কর্‌বে? কীর্ত্তিই জীবের অক্ষয় জীবন। তুমি যে সুকর্ম্ম অবলম্বন ক'রেছিলে, তাতে তোমার বাসনাতীত ফল লাভ হ'লো? কালকে এখন ভয় কি? সে তোমার সামান্য জীবন অপহরণ কর্‌বে; তোমার কীর্ত্তি স্পর্শ কর্ত্তেও পারবে না। মাতা সুভদ্রে! তোমার হৃদয়-নন্দন অভিমন্যু জন্মের মত বিদায় হ'লো। কৌরব-রণে আসবার কালে তুমি আমাকে অনেক বারণ ক'রেছিলে! যখন আমি মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রেছি, তখন যে আমার

বিপদ ঘটবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? হে অধার্ম্মিক যোদ্ধগণ! তোমরা সকলে একত্র হ'য়ে আমাকে বিনাশ ক'রবে? এই কি তোমাদের পুরুষত্ব? অধর্ম্মযুদ্ধে আজ জগৎ-বিখ্যাত কুরুকুলে কলঙ্ক স্থাপন কর্‌লে? দুরাচারগণ!—তোমরা নিশ্চিত জেনে, গভীর সাগর-গর্ভে সকলে প্রাণভয়ে লুকালেও, পিতা অর্জ্জুনের দুর্নিবার কোপাগ্নি, জলধির জল শোষণ ক'রে, তোমাদের দগ্ধ ক'রবে।

কর্ণ। ওহে অর্জ্জুনতনয়! কেন তুমি বারংবার আমাদের মৃত্যুভয় প্রদর্শন ক'র্‌ছো? দুর্বৃত্তের দণ্ড দিতে সাধুজন কুৎসিত পথ অবলম্বন ক'রে থাকেন। রক্তবীজ-বধ হেতু জগন্মাতা ভগবতী রক্তপান ক'রেছিলেন। আপন কার্য্য উদ্ধারের জন্য, রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে অর্থাৎ বৃক্ষের অন্তরাল হ'তে বাণ নিক্ষেপ ক'রে, বালী-বীরকে বিনাশ ক'রেছিলেন। এ সব কি অধর্ম্ম নয়? যাহ'ক্‌, এক্ষণে তোমায় শমন ভবনে প্রেরণ ক'র্‌বো।

অভিমন্যু। হে সূর্য্যাত্মজ! তুমি কি মনে ক'রেছো যে, সকলে একত্র হ'য়ে, আমাকে বিনাশ ক'র্‌বে? তা মনেও ক'রোনা? তোমাদের এ বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। তুমি কি জান না যে, আমি অর্জ্জুনের আত্মজ ও শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়? যদি সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ স্মরণ ক'রে, শর নিক্ষেপ করি, তবে তোমাদের তুল্য সহস্র সহস্র মহারথি-গণকে অল্পকালের মধ্যে বিনাশ কর্ত্তে পারি। তোমরা নিশ্চিত জেনো, যে সিংহাশ্রিত মৃগ শার্দ্দূল-সন্দর্শনে কখনই ত্রাসিত হয় না; সে আজ সামান্য শৃগালের কবলিত হবে, তা কখনই সম্ভব নহে। মক্ষিকার অক্ষি-তর্জ্জন লক্ষ্য ক'রে পক্ষীরাজ কি পক্ষপুটে চঞ্চু রক্ষা করে? এ যে অতি দুঃখের বিষয়। হে মাতুল শ্রীপতি! সংপ্রতি এ দাসের প্রতি প্রতিকূল কি নিমিত্ত? হে নীলবরন! দীন অভিমন্যু যে তোমার চরণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না? হে পীতবসন! তোমার অভয় নাম স্মরণ ক'রে রণমধ্যে এসে, শেষে কি আমার এই হ'লো? হে গোলকেশ্বর! বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শর অক্লেশে সহ্য ক'রেছি; কিন্তু কর্ণের বাক্য-শর আমার কর্ণে আর সহ্য হয় না। হে ভবকর্ণধার! এই সমরার্ণবে নিমগ্ন দীন অভিমন্যুকে চরণতরী প্রদান ক'রে পরিত্রাণ কর।

কর্ণ। ওরে বালক অভিমন্যু! তোর মাতুল যদি ত্রিলোকপালক গোলকবিহারী, তবে ভূলোকমধ্যে এসে, পুলকিত হ'য়ে, অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার ক'রেছেন কি জন্য? তিনি যদি দীনবন্ধু, ভব-সিন্ধুপারের কর্ত্তা, তবে জরাসন্ধের ভয়ে সিন্ধু-মধ্যে বাস ক'রে-ছিলেন কি জন্য? আর তিনি যে বাল্যকালে গোকুলে গো-পাল রক্ষা কর্ত্তেন, তাতো জগতে রাষ্ট্রই আছে! সেই কৃষ্ণকে জগদিষ্ট ব'লে নির্দ্দিষ্ট ক'র্‌ছো? সেই কৃষ্ণ তোমার কষ্ট নিবারণ কর্‌বেন? তাকে সহায় ক'রে, ধৃত-রাষ্ট্রের শতপুত্র নষ্ট ক'রে, তোমরা কি ইষ্টলাভ কর্‌বে? হা—অদৃষ্ট!

অভিমন্যু। হে দেব বাসুদেব! আমি আপনার শ্রীচরণে বিদায় হলেম। প্রভো! তুমি সর্ব্বশক্তিমান্‌, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বেশ্বর। তুমি ত পাপপুণ্য-অনুসারে জীবের দণ্ডবিধান কর! তোমার কাছে ত অবিচার নাই! এই দুরাত্মা-দিগকে দুষ্কর্ম্মের শাস্তি প্রদান কর। আর একটী নিবেদন করি; প্রাণত্যাগ-কালে আমি ত আপনার শ্রীচরণ দেখ্‌তে পেলাম না; কিন্তু অন্তকালে অভয় চরণে স্থান দান করে আমাকে চরিতার্থ করবেন।

ওহে দীন-নিস্তারণ মীনদেহ।
জীবে সর্ব্বশক্তিপ্রদ মুক্তিগেহ॥
ওহে জন্ম-জন্মান্তহীন ব্রহ্ম ঈশ।
তুমি নির্ব্বিকার দেব নির্ব্বিশেষ॥
ওহে বাক্য-মন-নয়ন-অতীত।
ত্রাণকর্ত্তা তুমি ত্রিলোক-পূজিত॥
গয়াসুর, বলী, ভুজঙ্গ কালীয়ে।
চরিতার্থ হলো চরণ পাইয়ে॥

বিধু-ঘনারুণ সদা অবিবাদে।
বিরাজ করিছে যে অভয় পদে॥
যে পদ আরাধে সনক সনাতন।
সদা বাঞ্ছা করে অমর যে ধন॥
সে পদবাঞ্ছিত অভিমন্যু দীন।
অতি দীনহীন জ্ঞানবিহীন॥
নিজগুণে কৃপা করো কৃপার নিধান।
ব্রজমোহন, অন্তে পদে দেহ স্থান॥

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

চরমে চরণে স্থান দেও আমারে চিন্তামণি।
আমি কালের ভয়ে হরি ডাকি হে তোমায়,
মহাকালের ধন শমন-দমন তুমি॥
অকিঞ্চনের আকিঞ্চন, পুরাও হে মধুসূদন
প্রাণত্যাগে নারায়ণ,
নাম স্মরণে মোক্ষ শুনি॥
ও নাম নিলে মোক্ষ হয় পুরাণে শুনি।
ক্ষত্রধর্ম্ম মরি রণে, তাতে দুঃখ নাইক মনে,
দেখলাম না চরণ দুখানি॥
দেখতে পেলাম না রাঙ্গা পদ দুখানি॥

অভিমন্যু। হে দেব! তুমি ব্রহ্মাদির নিয়ন্তা নারায়ণ; তুমি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ এবং লোকসাক্ষী; তুমি পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, অমৃত, অনন্তাক্ষ, আকাশ ও নিত্য-স্বরূপ। কার্য্য-কারণ দ্বারা কখনও তোমাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, আবার কখনও অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। তুমি সত্যময়, সত্যদেবতা এবং সমুদায় কর্ম্মের ফলদাতা। তুমি প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি, বাচস্পতি, দিবসপতি, মনঃপতি, মরুৎপতি, সরিৎপতি, পৃথিবীপতি, এবং দিকপতি। মহাপ্রলয় উপস্থিত হ'লে, একমাত্র তুমিই জগতের আধার হইয়া থাক। তুমি রোগ আরোগ্যের ঔষধ এবং অন্নপান। তুমি কামাদির বশীভূত অথচ জিতেন্দ্রিয়। তুমি স্বাধীন ও পরাধীন। তুমি যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ এবং যজ্ঞস্বরূপ। যজ্ঞে তোমারই গুণকীর্ত্তন করে থাকে। তুমিই যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করে থাক। তুমি দিবা, রজনী, মাস, ঋতু, অয়ন এবং সংবৎসর। লোকে তোমাকে হংস, মহাহংস, পরমহংস, পরম ধার্ম্মিক বলে নির্দ্দেশ করে। তুমি জীবের হৃদয়, জীবের ইন্দ্রিয় এবং জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি। তুমি অসুরেশ, হিরণ্যেশ, সর্পেশ, কুশেশ, এবং সর্ব্বেশ। তোমার আস্যদেশ অগ্নি-স্বরূপ। তুমি বিদ্যাবাস, ব্রতাবাস, তপোবাস, দমবাস, লক্ষ্মীবাস, শ্রীনিবাস, পীতবাস, সর্ব্বাবাস এবং সমুদ্রাদি। তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করে গোকুল রক্ষা ও ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করেছ। বিপদহারি! বিপক্ষ কৌরব কর্ত্তৃক আমি নিতান্ত বিপন্ন। অতএব, কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তুমি আমাকে বিমুক্ত কর। দীন-দয়াময়! কমলা-সেবিত আপনার সেই কমল-চরণ,—যাহার তলস্থ শোভা সন্দর্শন করে অভিমানে রক্তোৎপল সলিলে শরীর সমর্পণ করেছে, যার নখর নিরীক্ষণ করে শশী সকলঙ্ক ও গগনমার্গে পলায়ন করেছে, (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নখর তার পরম শত্রু, এই জন্য যে পক্ষে উদয় হয় না, সে পক্ষের নাম কৃষ্ণপক্ষ হয়ে রোয়েছে) যার পদের উপরিস্থ শোভা হেরে নবঘন গর্জ্জনছলে গগনে নিত্য রোদন করে থাকেন—মহাযোগীর হৃদয়ের ধন যে রাঙ্গাচরণ, আমি সেই চরণেই স্থান প্রার্থনা করছি।

কর্ণ। শুন যোদ্ধগণ, আমরা তো ছয় রথীতে বারম্বার পরাস্ত হলেম; কিন্তু কদাচ কেহই রণে ভঙ্গ দিও না, আর বিলম্ব করো না, সত্বরে শরসন্ধান কর; ক্ষণকাল আর অর্জ্জুন-তনয়কে জীবিত রেখো না।

(মার মার শব্দে সকলের বাণ নিক্ষেপ, অভিমন্যুর পতন ও দুঃশাসন-পুত্রের গদা প্রহার) (গগনমার্গে দৈববাণী।)

(দৈববাণী।) আমরা গগনবাসী সুরবর্গ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ দর্শন করতে শূন্যপথে উপস্থিত আছি। হে কৌরবপক্ষীয় অধার্ম্মিক মহারথগণ, তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করতে অস-

মর্থ হয়ে এক বালকের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক বৃথা আনন্দিত হচ্ছো! তোমরা যখন সংগ্রামে কেশব ও অর্জ্জুনের অপ্রিয় কার্য্য সংসাধন কল্লে, তখন তোমাদের শোকের সময় সমুপস্থিত হয়েছে। অচিরাৎ পাণ্ডবগণের প্রবল বল দেখতে পাবে। নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল তোমরা শীঘ্রই পাইবে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণক্ষেত্রের অপর প্রান্ত।

(ভীম ইত্যাদি।)

বৃকোদর। হায়, হায়, হায়! একি অকস্মাৎ দৈববাণী শুনলেম? কুমার অভিমন্যু কি বিপক্ষগণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ কল্লে? আহা! এ দুঃখ আর রাখবার স্থান নাই। দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, দ্বারধার রুদ্ধ করে, আজ অপূর্ণ-বয়স্ক বালকের প্রাননাশক হলো। উঃ কি সর্ব্বনাশ!

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল ঠেওট।

কি হলো হায়, ঘটিল কি দায়।
বড় অনুপায়, হেরে তনু জলে যায়,
আহা মরি গো, এ যাতনা বল্‌বো কায়॥
দুরাত্মা দুর্যোধন, দুষ্টমতি এমন,
দয়াহীন হয়ে, বধে শিশুর জীবন;
এতো সয় না প্রাণে, দুঃখ রইলো মনে,
আমার প্রাণ থাকতে অভিমন্যুর জীবন যায়॥

বৃকোদর। হায়, দুরাত্মা দুর্যোধন কি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম! মহারথগণ একত্র হোয়ে একটি বালকের জীবন নষ্ট কল্লে। তাতে দেবতারা পর্য্যন্ত অসুখী হয়েছেন। উঃ! নরপিশাচদিগের এ পাপে কি পরিত্রাণ আছে? হায়! আমি যে ধর্ম্মরাজের নিকট প্রতিজ্ঞা কোরে এসেছিলাম, নিজ প্রাণ সমর্পণ কোরে অভিমন্যুর প্রাণ রক্ষা করবো! তার কি কল্লেম্? আমা হতে কি উপকার হলো? কুমারকে বিপদে উদ্ধার করবো কি; সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে পরাজয় কোরে চক্র-ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পারেম না! হায়! আমি দন্তে তৃণ ধারণ কোরে দ্বার পরিত্যাগ করবার জন্য জয়দ্রথকে কত অনুনয়-বিনয় কল্লেম, দুরাচার আমার কথায় কর্ণপাত কল্লে না? ধিক আমার জীবনে—ধিক আমার ভুজবলে! চক্র-ব্যূহ-মধ্যে চক্রান্ত কোরে বিপক্ষ চণ্ডালেরা আজ অধর্ম্ম আচরণ করবে, জানলে কখনই কুমারকে যুদ্ধে যেতে দিতাম না। হায়! অর্জ্জুন এসে আমাকে অভিমন্যুর কথা জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি কি উত্তর দিব? কিরপেই বা আর্য্য ধর্ম্মরাজকে এই শোকাবহ সংবাদ প্রদান করবো? বৎসকে এই সংগ্রামে পাঠাতে যে তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল না! আমিই তো তার মূল! এখনি আমার প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু বিপক্ষগণকে এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিতে হবে বলেই জীবিত থাকতে হলো। উঃ! হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আর সহ্য কর্ত্তে পারিনে।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

প্রাণ জ্বলে মনে হইলে এখন আমি কি করিব।
কোন প্রাণে ধর্ম্মরাজনে এ সংবাদ শুনাইব॥
সঙ্গে লয়ে যে কুমারে, আনন্দে এলাম সমরে,
বিসর্জ্জন দিয়ে তাহারে, কেমনে ভবনে যাব॥

বৃকোদর। অন্তর, তুমি স্থির হও; আর ব্যাকুল হয়ো না। তুমি নিশ্চিত জেনো, পাপাত্মা দুর্যোধনকে এ পাপের শাস্তি না দিয়ে বৃকোদর কখনও প্রাণ পরিত্যাগ করবে না। প্রাণহন্তাদিগের প্রাণ নষ্ট কল্লে কোনও উপকার দর্শে না ও কিছু লাভ নাই বটে; তথাপি কথঞ্চিৎ অনুতাপের উপশম হয়। আর ভেবে কি করবো? এক্ষণে স্কন্ধাবারে গমন কোরে বীরগণের সহিত যুক্তি করিগে।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

স্কন্ধাবার।

(যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি।)

রাজা। ভ্রাত বৃকোদর!

ভীম। আর্য্য! আজ্ঞা করুন।

রাজা। ভ্রাত! ভগবান মরীচিমালী কোকনদ-তুল্য কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করেন। সন্ধ্যা দেবীর আগমনে সমর সাঙ্গ কোরে সৈন্যগণ স্কন্ধাবারে উপস্থিত হ'চ্ছে। কিন্তু আজ তোমাদের বিমর্ষচিত্ত দেখ্‌ছি কেন? রণজয়ী বাদ্য-রব তো শুনতে পাচ্ছিনে! অন্য দিন বীরগণের সিংহনাদে অবনী অস্থিরা হন। আজ সকলে ভগ্নোৎসাহ কিজন্য? সমরে কি কোনও বিঘ্ন ঘটেছে? তোমাদের হাস্য বদন না দেখে আমি যে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখছি! ভাই বিলম্ব করো না, শীঘ্র রণসংবাদ প্রদান করে উদ্বেগের বেগ নিবারণ কর।

গীত।

রাগিণীআলাইয়া—তাল আড়া।

চিত্ত চঞ্চল হইলো আমারো,
আজ কেন ভাই তোমার মলিন বদন,
তাই শুধাই শীঘ্র বল বল॥
নাই আনন্দ উৎসব, রণজয়ী বাদ্য-রব,
কাঁদে কেন সৈন্য সব, হেরি নানা অমঙ্গল॥

রাজা। ভীম! আমার চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে। আজ বৈরীগণ কি ইষ্ট সাধন কোরে ঘনঘন মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় গভীর নিনাদ প্রচার কচ্ছে? শঙ্খনাদে ও রণবাদ্য নির্ঘোষে শ্রবণ যে বধির হয়ে উঠ্‌লো। ভাই, শীঘ্র বল, আর বিলম্ব ক'রো না।

ভীম। আর্য্য! নর-পিশাচ রাজা দুর্য্যোধন অভিমন্যুর বিক্রমে নানারূপ বিভীষিকা দর্শন কোরে ও শর-নিকরে স্বসৈন্যের জীবনাশায় হতাশ হয়ে, অবশেষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ যুদ্ধে, (অর্থাৎ দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও হার্দ্দিক্য—এই ছয় মহারথি সমবেত হয়ে) বালকের প্রাণ নষ্ট করেছেন; এইজন্যই তাহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস।

রাজা। উঃ কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ভ্রাত, এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা! বৎস অভিমন্যু আমাদের পরিত্যাগ করেছে? আহা! এই জন্যই আমি তাহাকে সংগ্রামে পাঠাতে শঙ্কিত হয়েছিলাম। হায়, এক্ষণে ধনঞ্জয় এসে কুমারের কথা জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি কি বলে তাঁকে সান্ত্বনা করবো? হয় তো সন্তানের শোকে আজ সব্যসাচী স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। হায়! আমিই তো নিতান্ত নৃশংশ ব্যবহারে কুমারের প্রাণহন্তা হলেম। আমি চক্রব্যূহ-মধ্যে তাকে প্রবেশ কর্ত্তে অনুমতি না কল্লে, সে ত কখনই অকালে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হতো না। হা নরাধম দুর্য্যোধন! হা নরচণ্ডাল! হা পাপাত্মন্! তুই কি সামান্য রাজ্যলালসায় একেবারে ধর্ম্মধন বিসর্জ্জন দিলি? তুই কি জানিসনে যে, অধর্ম্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ! সমস্ত মহারথগণ একত্র হ'য়ে একটি অপূর্ণ-বয়স্ক বালকের জীবন বিনাশ কল্লে কি তোদের মনে একটু দয়া-মায়ার সঞ্চার হলো না? রে দুরাত্মা! তুই কি জানিস না যে, পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অপেক্ষা পর্ব্বত ভারী, আবার হিংসক ব্যক্তির পাপের ভার সেই পর্ব্বত হ'তেও অত্যন্ত ভারী। তোর হিংসাতেই এই কুলনাশক ও শোকজনক ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে; আরও বলি, বিদ্যা, ধন, বল,—এই তিনটি সাধু ব্যক্তির হ'লে মানবের হিত হয়ে থাকে; কিন্তু অসজ্জনের হ'লে লোকের অনিষ্টজনক হয়! সাধু ব্যক্তির বিদ্যা হলে, তাতে জ্ঞান; সেই জ্ঞান হতে ধর্ম্ম; ধর্ম্ম হতেই

মোক্ষ ধন প্রাপ্ত হয়।' সাধু ব্যক্তির ধন হলে কেবল দীনগণকেই দান করে থাকে। সাধু ব্যক্তির বল হ'লে, দুর্ব্বলকে রক্ষা করে। কিন্তু খলের বিদ্যায় কেবল বিবাদ, খলের ধনে কেবল অহঙ্কার জন্মে। খলের বল, কেবল পরের পীড়াদায়ক রে ক্রূরমতি! এই বিদ্যা, ধন, বল, তোমাতে পতিত হয়ে কেবল অনিষ্ট উপস্থিত ক'চ্ছে। হা দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ! তোমাদের জীবনে ধিক! সপ্ত রথীতে একটি বালকের প্রাণ নষ্ট কোরে এখন শ্লাঘা কচ্ছো? তোদের আপনার জীবনে আপনাদের ঘৃনা হচ্ছে না? আহা! আমি তো স্বপ্নেও জানতাম না যে, অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ আজ আমাকে শুনতে হবে।

গীত।

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল দত-কাওয়ালী।

আজ কেন ভাই এমন কথা আমারে শুনালে।
(ও ভাই) অভিমন্যু জীবনতুল্য সে ধন হারালে॥
কি ছার রাজ্য অভিলাষ, ভাল ছিল বনবাস,
প্রাণ কাঁদে কি সর্ব্বনাশ, তায় মনে হলে।
নিরাশ্রয় বনে ছিল, পুত্র কত কেঁদেছিলো,
কোন্ প্রাণে বিপক্ষগণ তারে বধিল॥

রাজা। আহা মহাবীর অভিমন্যু! আজ আমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন জন্য, সিংহ যেমন গো-গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দ্রোণ-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন যার প্রভাবে সমর-নিপুণ অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ বিপক্ষ-পক্ষ বীরগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে বারম্বার পলায়ন করেছে, যে মহাবীর অবলীলাক্রমে দ্রোণ-সৈন্য-রূপ মহা-সাগরে পার প্রাপ্ত হয়েছে, সে বীর আজ সমরক্ষেত্রে শয়ন কল্লে! লুব্ধ ব্যক্তিরা কদাপি স্বীয় দোষ জানতে পারে না। লোভ মোহ হতে উৎপন্ন হয়। হায়! আমি রাজ্যলোলুপ হয়ে এই মহৎ অনিষ্টপাত অবলোকন কর্ত্তে সমর্থ হলেম! নরাধম দুর্য্যোধন! তুমি নিশ্চিত জেনো, মহতে মহতে বিবাদ উপস্থিত হ'লে, কতকগুলি অনুগত ও আশ্রিত লোকের জীবন নষ্ট হয়। দেখ, রাজ-বিপ্লবে প্রজা উৎপন্ন, সিংহে সিংহে বিবাদ হ'লে হীনবল জন্তুদিগের জীবন-নাশ, প্রস্তর ও ইস্পাদের দ্বন্দ্বে মধ্যবর্ত্তী শোলা কেবল দগ্ধ হয়; তেমি কুরুপাণ্ডবের এই বিবাদে উভয়েরই কুলক্ষয় ও ভূতলস্থ বহুব্যক্তির জীবননাশ হবে। গৌরীগর্ভসম্ভূত কুমারতুল্য যে সুকুমার কুমারকে ভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণাদি প্রদান করা উচিত; হায়!—আমি তার উপরে সংগ্রামের ভার অর্পণ কল্লেম! যে অর্জ্জুন নিতান্ত অলুব্ধ, মতিমান্, রূপবান, লজ্জাশীল, ক্ষমাশীলা, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ বীরপ্রকৃতি ও মহাবলপরাক্রান্ত, পণ্ডিতেরা যাঁর উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করেন, আজ আমরা ক্রোধপ্রদীপ্ত সেই অর্জ্জুনের নয়না-নলে দগ্ধ হ'য়ে, হয় ত অভিমন্যুর সহিত ভূতলে শয়ন করবো,—এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হচ্ছে।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেম্‌টা।

অনুপায়, একি দায়, ও ভাই কি করি এখন।
রবে না আজ পুত্রশোকে অর্জ্জুনের জীবন॥
হারা হলাম প্রাণকুমারে, কেমনে বলিব তারে,
কেমনে করিব শিরে বজ্রাঘাত এমন॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

উত্তরার কক্ষ।

(উত্তরা ও সুনন্দা।)

উত্তরা। সখি সুনন্দা, আজ যে আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! তুমি যে ব'লেছিলে—স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না। তবে কি আমার কপালের দোষে, মিথ্যা বিষয়টি আজ সত্য হয়ে উঠলো? প্রতিদিন সৈন্যগণ সমর সাঙ্গ ক'রে শিবিরে

এলে, শুভসংবাদ শুনবার অভিলাষে আমরা যে বাতায়ন ও গবাক্ষ-দ্বারে স্থিরচিত্তে অবস্থান করি! সহচরি! আজ ত সকলেই বিষন্নমনে আগমন ক'লে! কৈ আমার জীবিতেশ্বরকে ত দেখ্‌তে পেলাম না? আর্য্য ধর্ম্মরাজ অতি দীন-ভাবে ধরাতলে ধূলায় লুণ্ঠিত হ'য়ে আমার প্রাণবল্লভের নাম উচ্চারণ ক'রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'চ্ছেন। হায় কি হ'লো!—হায় কি হ'লো!—সকলের মুখেই এই শব্দ শুনতে পেলাম। হায়! আমি যে তাঁকে যুদ্ধে যেতে বারম্বার বারণ করেছিলাম! বিধাতা কি বিনাদোষে আমার মস্তকে বজ্রাঘাত কল্লেন? সখি! আমার বুক যে ফেটে যা'চ্ছে, শরীর কম্পিত হ'চ্ছে, আমি যে স্থির হ'তে পাচ্ছিনে, তোমরা আমাকে শীঘ্র ধর।

গীত।

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ—তাল একতালা।

কপাল আমার ভেঙ্গেছে বুঝি সজনি।
এ কি শুনি সর্ব্বনাশের কথা,
আমার প্রাণ কেন আজ কেঁদে উঠে,
রণ সাঙ্গ কো'রে, সবে এলো ফিরে,
কেন এলেন না সে গুণমণি।
বুঝি হ'তে হ'লো কাঙ্গালিনী॥
মানা কোরেছিলাম তাঁকে রণে যেতে,
মানা না মেনে গিয়েছেন তিনি।
গিয়ে কল্লেন আমায় অনাথিনী॥

উত্তরা। সহচরি, জল দিলে অনল নির্ব্বাণ হয় বটে, কিন্তু আমার নয়ন-জল যত পতিত হ'চ্ছে, শোকানল যে ততই প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে? হায়! আজ জলও কি ভাগ্যদোষে অনলের আহুতি হ'লো? তবে উপায়ের মধ্যে—যেমন অগ্নিতে শরীরের কোন স্থান দগ্ধ হ'লে, অগ্নির উত্তাপেই উপকার করে, তেমি তোমরা সত্বরে কাষ্ঠ আনয়ন কো'রে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর; আমি তন্মধ্যে প্রবেশ ক'রে আর্য্যপুত্রের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করি।

সুনন্দা। পতিবিরহ সতীর যতদূর কষ্টকর, এমন যাতনা সংসারে আর নাই বটে। তা ব'লে কি তুমি আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করবে? স্থির হও, অত কাতর হ'য়ো না। কি করবে? সকলি অদৃষ্টের ফল। দেখ,—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই তিনটিই বিধাতার লিখন। আর একটি কথা বলি; হর-কোপানলে মদন ভস্ম হ'লে, রতি সতী ত নিজ-প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই! এই বংশের পূর্ব্ব-রাজা পুণ্যবান পাণ্ডু পরলোক প্রাপ্ত হ'লে, আর্য্যা কুন্তী তো জীবিতা ছিলেন! অতএব, তুমি মনকে প্রবোধ কোরে স্থির হও।

উত্তরা। সুনন্দা! যা যা বর্ণন কল্লে, সে সকলি সত্য বটে। কিন্তু আমার মন যে কোন-মতেই প্রবোধ মানে না। সখি, সহকার বৃক্ষের মূলচ্ছেদ হ'লে লতা অমনই ভূতলশায়িনী হ'য়ে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়; শিরোমণি হারা হ'লে, ফণী অনুতাপেই প্রায় প্রাণ পরিত্যাগ করে থাকে। সহচরি! কাশী পরিত্যাগ করে শিব যদি অন্য স্থানে যান, তা হলে আর স্থানের গৌরব কি? শিখিপুচ্ছ কৃষ্ণের শিরোদেশ হতে চ্যুত হ'লে, তার আর মর্য্যাদা কি? পুষ্প-হারের পুষ্প অন্তর হলে, রজ্জুর কি কখন গৌরব থাকে; সতী রমণীর পতিই সর্ব্বস্বধন। পতি অভাবে সতীর জীবন-ধারণই মিথ্যা। আরও দেখ, যেমন চিন্তা মানবের শরীর নষ্ট করে, প্রখর রবিকিরণে যেমন বস্ত্র নাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বৈধব্য স্ত্রীলোকের সমস্ত সুখকে নষ্ট ক'রে থাকে। বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা নারীর জীবন ত্যাগ করা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। আর একটি কথা বলি; পুনরায় প্রাণেশ্বরকে পাবার আশ্বাসে পতিবিরহে রতি সতী জীবিতা ছিলেন; কিন্তু আমার তো সে আশা নাই? আর্য্যে কুন্তী, পতি অভাবে জীবিতা ছিলেন; কিন্তু তিনি যে পুত্রবতী। পুত্র মধুর বচনে মা বোলে ডাকলে সতী প্রায় পতি-শোক বিস্মৃত হয়। আর্য্য পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী তো পতিবিরহ সহ্য কর্ত্তে না পেরে সহমৃতা হ'য়েছিলেন; লক্ষ্মণের বাণে রাবণ-

পুত্র ইন্দ্রজিত প্রাণত্যাগ ক'ল্লে, প্রমীলা সতী পতির চিতাগ্নিতে প্রাণ দিয়ে প্রাণেশ্বরের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ ক'রেছিলেন; আমি কখনই এ প্রাণ রাখ্‌বো না। তুমি আমার অঙ্গের আভরণগুলি লও, তোমার যা যা ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর; অবশিষ্ট দীনদুঃখীকে দান ক'রো, আর আমার প্রতিপালিত বিহঙ্গমগণকে পিঞ্জর-মুক্ত ক'রো। আর তুমি এখানে থেকো না, আমার পিত্রালয়ে গমন ক'রো; আমার জননী যখন "উত্তরে উত্তরে" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'র্‌বেন, তখন তুমি তাঁকে "মা" বলে উত্তর দান ক'রো। আমি জন্মের মত বিদায় হ'লেম, আমার আশা ত্যাগ কর।

গীত।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া।

পতি বিনে সতীর ভবে কি ধন আর আছে।
সখিরে! সেই তো ধন্য পতির পদে,
মনপ্রাণ যে সঁপেছে॥
পতির পদ ধ্যানে যে সতী,
চরমে তার পরম গতি,
স্বর্গবাসে তার বসতি,
পতি-ধন যে চিনেছে॥
পতিনিন্দা শ্রবণ করি,
প্রাণ ত্যেজেছেন শুভঙ্করী
পতিভক্তি নাই যে নারীর,
নারী-জন্ম তার মিছে॥

উত্তরা। সখি! আর কি সুখে সংসারে থাকুবো? কে আর আমাকে মধুর বচনে প্রিয়ে ব'লে সম্বোধন ক'র্‌বে? আমি কখনও কোনও দুঃখে দুঃখিতা হ'লে, আমার প্রাণবল্লভ যে সে দুঃখ দূর না ক'রে জলগ্রহণ কত্তেন না? আহা! সে সব আমার মনে হ'য়ে, মন যে একেবারে ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে। আর আমার এ সংসার-সুখে কোন প্রয়োজন নাই।

সুনন্দা। দেবি! তুমি বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, এবং সুশীলা। আমি যে তোমাকে বোঝাই, আমার এমন সাধ্য কি? কুমার ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে সমরে বীরত্বের সহিত প্রাণত্যাগ ক'রে স্বর্গে গমন ক'রেছেন। তাঁর শোকে তুমি আপনার প্রাণ ত্যাগ ক'র্‌বে? আপনার প্রাণ আপনি ত্যাগ ক'ল্লে আত্মহত্যার পাপ জন্মে থাকে; সে পাপে নরকে গমন কত্তে হয়। অতএব তুমি স্থির হও।

উত্তরা। প্রিয় সখি! পতিবিরহে যে সতীর মৃত্যু হয়, সেই পুণ্যবতী ব'লে পরিগণিতা। আমি বেঁচে থাকলে, আমার জীবিতেশ্বরের মাতাপিতার কখনও শোকাগ্নি নির্ব্বাণ হবে না; যখন আমি উপবাসে কাতর হ'য়ে মলিনমুখে আর শুষ্ককণ্ঠে পতির উদ্দেশে রোদন ক'র্‌বো, তখন তাঁদের শোকসিন্ধু আরো উথলে উঠ্‌বে। আহা! আর্য্যপুত্রের সেই মনোমোহন মূর্ত্তি, রূপ-লাবণ্য, শান্তস্বভাব যখন আমার মনোমধ্যে উদয় হচ্ছে, তখনি আমার সংসারের সকলি তুচ্ছ বোধ হচ্ছে। আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, জীবনান্ত হ'লেও যেন তাঁর দাসী হই। তাঁর পদ-সেবাই আমার ব্রহ্ম-পদ, তাঁর পদ-দর্শনই আমার ইষ্টদর্শন, তাঁর ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্যই আমার অমৃত-ভোজন ও পুণ্যজনক প্রসাদ। সখি! এ নয়ন আর কার রূপ দেখে তৃপ্তিলাভ ক'র্‌বে। এ শ্রবণ আর কার বাক্য শ্রবণ ক'রে পরম পরিতুষ্ট হবে? এ হস্ত আর কার চরণ সেবা ক'রে চরিতার্থ হবে? সখি! আর আমি বল্‌তে পারিনে, কণ্ঠরোধ হলো, রসনা রসহীন হ'য়েছে, অশ্রু-বিসর্জ্জন কোরে কোরে নয়ন প্রায় দৃষ্টিহীন, পৃথিবী অন্ধকার দেখছি যদি কখনও তোমাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার ক'রে থাকি, আমাকে ক্ষমা ক'রো; আমি নিতান্তই জীবনে জীবনান্ত কর্‌বো।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

এ পাপ জীবন জীবনে দিব সই।
কেন যাতনা আর সই॥

যদি হৃদয়ের সেই নিধি, হ'রে নিল বিধি,
কাঙ্গালিনী হয়ে কেন ভবে রই।
পতির অর্দ্ধ অঙ্গ সতী তাই জানি,
সে অঙ্গ লয়ে গিয়েছেন তিনি,
শুন সজনি, এ ছার অর্দ্ধ অঙ্গ রেখে,
রব আর কি সুখে,
প্রাণ জুড়াই তাঁর পদে গিয়ে স্মরণ লই॥

উত্তরা। সুনন্দা! নারী রূপবতী ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা না হয়েও যদি পতিব্রতা হয়, তা হলেই সে 'ধরা-ধন্যে' বলে গণ্য জানবে। শশধরই গগনের যেমন ভূষণ, বিদ্যাই যেমন মানবদেহের একমাত্র অলঙ্কার, পতিব্রতা ধর্ম্মই তেমনি স্ত্রীলোকের রত্নাভরণ। পতি-সেবাই পতিব্রতা-ধর্ম্মের মূল। পতিধনে বঞ্চিত হলে, এ জগতে সকলি মিথ্যে হলো। পতি যেমন সতীর সঞ্চিত পাপ-পুণ্যের অর্দ্ধেকাংশ ভাগী, সতীও তেমনি পতির সমস্ত ধনের সমভাগিনী। সখি! যিনি আমার অর্দ্ধাঙ্গ, যাঁর তুল্য জগতে আর কেহ আমার অন্তরঙ্গ ছিল না, তাঁর বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করা কোন মতে সঙ্গত বোধ হয় না। অতএব, তাঁর সহগামিনী হওয়াই এক্ষণে উচিত।

সুনন্দা। দেবি! নারী পতিধনে বঞ্চিতা হলে, যদি তার পুত্রধন থাকে, তা হলেই তার অনেক দুঃখের উপশম হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে,—পুত্রবতী রমণীর পতিতে যেমন মমতা, পুত্রেতে তেমনি স্নেহ। এই জন্য বলি,—অভিমন্যুর ঔরশজাত তোমার গর্ভের সন্তান হবার সম্ভব; ঈশ্বর করুন, তুমি পুত্রবতী হও; তা হতে তোমার সকল সন্তাপ দূর হবে, এবং ভবিষ্যতে রাজমাতা হয়ে তুমি সুখে কালাতিপাত করবে; আর কেঁদ না, আর কেঁদ না।

(সুভদ্রার প্রবেশ।)

সুভদ্রা। হাঁ গো সুনন্দা! আজ অকস্মাৎ বধূমাতার মন্দিরে এত কোলাহল হচ্ছে কেন? কে যেন উচ্চৈঃস্বরে রোদন কচ্ছে! আমার বধূমাতা ভাল আছেন তো? মাতা যে আমার গর্ভবতী, এইজন্য আমার মনে সর্ব্বদা শঙ্কা উপস্থিত হয়। হাঁরে সুনন্দা! তুই কাঁদ্‌ছিস কেন? আমি যে কুমার অভিমন্যুকে কৌরব-সংগ্রামে বিদায় দিয়ে পাষাণে বুক বেঁধে গৃহে আছি। বলি, বাছার তো কোনও অশুভ সংবাদ আসে নাই? সুনন্দা! বধূমাতা তোকে কোনও অপমানের কথা বলেছে কি? আয় দেখি আমার সঙ্গে, বধূমাতার নিকটে যাই। (অগ্রসর হইয়া) ওমা! একি—একি! তোমার এমন দশা কেন? সায়ংকালীন নলিনীর ন্যায় মলিনা হয়ে ধরাশনে কি জন্য? ওঠ, কি হয়েছে, বল। (নিকটে গিয়া) ওমা! কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ! তোমার এমন দশা কেন? অঙ্গে যে অলঙ্কার নাই! সীমন্ত যে সিন্দূরশূন্য! মা, তুমি যে বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, গুণবতী; তোমার তুল্য সুমতি যে বসুমতীতে দ্বিতীয় দুর্লভ! মা, তুমি কি জাননা যে, পতিব্রতা রমণীর পতি বর্ত্তমানে অঙ্গের অলঙ্কার ত্যাগ কল্লে তার স্বামীর অকল্যাণ হয়! কি জন্য অঙ্গের অলঙ্কার ত্যাগ করেছ, সত্য করে বল।

উত্তরা। মা! আপনাকে কেমন করে আমি আর পোড়ামুখ দেখাবো? বিধাতা যে বিনা অপরাধে মস্তকে বজ্রাঘাত করেছেন।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

সুভদ্রা। হায়! আমি কি শুনলাম, হায়! আমার কি হলো। হা বৎস! হা জীবনসর্ব্বস্ব! হা নয়নতারা! হা হৃদয়কুমার! হা অভিমন্যু!—তুমি তোমার দুঃখিনী জননীকে জন্মের মত ত্যাগ কল্লে? হায়! আমার কি হলো!

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

সুভদ্রা। (সংজ্ঞা প্রাপ্তে) হায়! মৃত্যু কি আমার হবে না? বিধাতা কি আমার মৃত্যু লেখেননি? হা হতবিধে! তোমার মনে কি দয়ামায়া নাই? এমন স্বর্ণ-প্রতিমায় তুমি জন্মের মত অকূল পাথারে ভাসালে? বিধি! তুমিই ভেবে দেখ, স্বর্ণলতা ও সৌদামিনীর সঙ্গে আমার বধূমাতার তুলনা

হয় না। স্বর্ণলতা অচল পদার্থ, বধূমাতা আমার সচলা; সৌদামিনী চঞ্চলা, বধূমাতা আমার অত্যন্ত স্থিরা। এমন সুশীলা নববালাকে তুমি যে অনাথিনী ক'রে পথের কাঙ্গালিনী কল্লে,—এজন্য বলি, তুমি নয়ন থাকতে অন্ধ। আহা! আমি যে অনেক দেবতার আরাধনা করে অভিমন্যুধনকে প্রাপ্ত হয়েছিলাম! আজ আমার সে ধন কে হরণ কল্লে? আর কি চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাব না? আর কি বাছাকে কোলে ক'রে সেই বিধুমুখের সুধামাখা মা-বাক্য শুন্‌তে পাব না?

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

কই আমার সে অভিমন্যু, নয়নতারা কই।
কোলে লয়ে পুত্রধনে একবার প্রাণে শীতল হই॥
না হেরে চাঁদ বদন তার,
প্রাণ কেঁদে ওঠে আমার,
হেরি ভুবন অন্ধকার।
মা বলিতে এ সংসারে,
কে আছে গো সে ধন বই॥
প্রাণাধিক সে তনয়ে,
সমরে বিদায় দিয়ে,
আছি আশাপথ চেয়ে,
প্রাণ আমার যে কেমন করে,
যাতনা কার কাছে কই॥

সুভদ্রা। সুনন্দা! বৎস অভিমন্যু সামান্য বীর নয়, সৌর্য্য হয়, তার সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে সুরগণও সশঙ্কিত হতেন। কৌরবপক্ষায় কোন মহাবীর কর্ত্তৃক এমন মহাতেজা তনয় বিনষ্ট হ'লো? তুই কি কিছু শুনে এসেছিস্‌, ত্বরায় ব'লে আমার চিন্তা দূর কর।

সুনন্দা। দেবি! ও কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। ও কথা বল্‌তে গেলে, বক্ষ বিদীর্ণ হয়। শুনলেম, অধর্ম্ম যুদ্ধে অর্থাৎ সিন্ধুরাজ সহিত সপ্তরথী সমবেত হোয়ে কুমারকে সমরে সংহার করেছে।

সুভদ্রা। হায়! আমি যে বৎসকে যুদ্ধে যেতে অনেক মানা করেছিলাম? আমাকে কাঙ্গালিনী কর্‌বে ব'লে কি বাছা আমার কথা শুনলে না? শুনলেম, দুরাত্মা দুর্য্যোধন অধর্ম্ম যুদ্ধে আমার বাছাকে নিধন করেছে। কুমারের সুকুমার মূর্ত্তি দেখেও কি পাপাত্মাদিগের মনে দয়ার সঞ্চার হলো না? সামান্য রাজ্যলোভে ধর্ম্মরাজ এমন ধনকে বিসর্জ্জন দিলেন? কাঞ্চন বিক্রয় ক'রে কি কাচ ক্রয় কর্ত্তে আকিঞ্চন করেছেন? লোভই সর্ব্বনাশের মূল! লোভবশেই মীন বড়শী ধারণ করে জীবন ত্যাগ করে। বিহঙ্গমগণ, লোভপরতন্ত্র হ'য়েই ব্যাধের ফাঁদে বন্ধনগ্রস্ত হয়। তিলোত্তমার লোভে সুন্দ উপসুন্দ, ভগবতীর লোভে শুম্ভ নিশুম্ভ, সীতার লোভে রাবণ, সংবংশে বিনাশ হ'য়েছে। ধর্ম্মরাজ কি রাজ্যলোভে সবংশ বিনাশ কর্ত্তে উদ্যত হ'য়েছেন? দেবরাজ পুরন্দর! অভিমন্যু তো আপনার সন্তানের সন্তান; তবে বিপক্ষগণ যখন ওকে অন্যায় যুদ্ধে বিনাশ কল্লে, তখন আপনি কেন তাদের মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করলেন না? ভাল, তাত করেন নি; কিন্তু এক্ষণে কৃপা ক'রে বজ্রাঘাতে আমার জীবন নষ্ট করুন, তা হ'লে আমি পুত্রশোকে-জলধিতে পার প্রাপ্ত হই।

উত্তরা। আর্য্যে! আর রোদন কর্‌বেন না। আপনার নেত্রবারি, বিষাক্ত বাণস্বরূপ আমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হচ্ছে, আর সহ্য করতে পারিনে।

সুভদ্রা। বৎসে! আর কি স্থির হ'বার উপায় আছে? যত দিন জীবন থাক্‌বে, তত দিন কি আর স্থির হ'তে পারবো? পুত্রশোক প্রাপ্ত রমণীর জীবন থাকে মাত্র; কিন্তু জন্মের মত সমস্ত স্বাস্থ্যসুখের অবসান হয়। সন্তান ভোজন কল্লে, সুখে নিদ্রা গেলে, জননীর যে কত সুখ, তা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। চাতকগণ যেমন পিপাসায় নিতান্ত নিপীড়িত হ'য়ে নীরাশায় নীরদ নিরীক্ষণ করে, কিন্তু নীরদ হ'তে নীর নির্গত না হ'য়ে বজ্রপতনে যেমন

চাতকের প্রাণ নষ্ট হয়, আমার আজ তাই হ'লো! আমি যে বৎসের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় একাল পর্য্যন্ত পথ নিরীক্ষণ করেছিলাম! বাছা আমার সমর সাঙ্গ ক'রে পুনরায় গৃহে এসে, 'মা' ব'লে ডাকবে, আশা করেছিলাম; তা না হ'য়ে, বৎসের মৃত্যু সংবাদ বজ্রসমান হ'য়ে আমার বক্ষে প্রবেশ করলে! হায়! তাতেও আমার নিস্তার নাই। চাতকগণ বজ্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করলে তাদের তো আর পিপাসা থাকে না; কিন্তু আমার যে পুত্র-দরশন পিপাসা কেবল প্রবল হ'চ্ছে! হায়! ইন্দ্রের বজ্রপতনে সুমেরুশৃঙ্গ ভগ্ন হয় কিন্তু সেই সহস্রাক্ষের সহস্র বজ্র এক পুত্রশোকের সঙ্গে তুলনা হয় না। এমন বজ্র আমার বক্ষে পতন হ'লো, কিন্তু বক্ষ বিদীর্ণ হ'লো না। রে বিধে! আমার বক্ষ কি দিয়ে নির্ম্মাণ ক'রেছিলে? লৌহ প্রস্তরের উপর বজ্রপতন হ'লে, তাহাও চূর্ণ হ'য়ে যায়, তবে আমার বক্ষে কি জন্য কিছুই হ'ল না? হায়! বিধাতা যে কি পাপে আমাকে এমন ধনে বঞ্চিত ক'রলেন, তাতো বলতে পারিনে। আমিতো বিধির নিকট কোন অপরাধ করিনি; তবে কেন আমাকে এত শাস্তি দিলেন? হা বিধে! তোমার মনে কি এই ছিল?

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

ওহে চতুর্ম্মুখ করলে কেমন বিচার,
কেন বা নাম ধরেছ বিধি, নয়নতারা
হরে নিলে এই তোমার হ'ল কি বিধি,
তুমিই সে ধন দিয়েছিলে,
দত্তাপহারী হলে—হায় কি করিলে;
তুমি জান না আমার সে পুত্র অঞ্চলের নিধি।

সুভদ্রা। দেখ মা! কাষ্ঠ-কীট অর্থাৎ ঘুনের দ্বারা কাষ্ঠ যেরূপ সারহীন হয়, কিন্তু বাহ্যিক অবয়বের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ দৃষ্টি হয় না, তদ্রূপ পুত্র-শোকে আমার শরীর একেবারে জীর্ণ হয়েছে; মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় বাহ্যিক অবয়ব আছে মাত্র। ভবন আমার নিকট বন তুল্য বোধ হচ্ছে; ভোজন পানে অত্যন্ত বিরক্তি জন্মেছে; সুকোমল শয্যা কণ্টকময় জ্ঞান হচ্ছে। হায়! অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত, রত্নাভরণে ভূষিত অভিমন্যুর ননীর পুত্তলির ন্যায় শরীর আজ শৃগাল কুক্কুরকে পরিতুষ্ট করিল! হা বৎস! তুমি কৃষ্ণের ভাগিনেয়, গাণ্ডীব-ধন্বার পুত্র ও স্বয়ং মহারথ হয়েও সমরে পতিত হয়েছ! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা মন বেদনায় নিতান্ত কাতরা, আমি কি প্রকারে ইহাকে সান্ত্বনা করবো? বাছা! আজ তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ কত্তে আমি শমন ভবনে গমন করি। আহা! [illegible] পুত্র কত রোদন করেছিল। পাণ্ডব পক্ষীয় কোন বীরই তার সহায়তা করেন নি? এই কি তাঁহার উচিত কর্ম্ম হয়েছে? এ সকল কথা মনে হলে বক্ষ যে কেমন করে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উত্তরা। দেবি, আর কিছুমাত্র রোদন করবেন না। ও কথা যত মনে করবেন, ততই শোকানল প্রজ্বলিত করে কষ্ট প্রদান করবে, অতএব ক্ষান্ত হন।

সুভদ্রা। মা! আমিও মনে করি আর মনে করবো না, কিন্তু মন যে কোনরূপেই প্রবোধ মানে না। সেই শিশুকালে কুমারকে ক্রোড়ের উপর রেখে, অপরিস্ফুট আধ আধ কথাগুলি শুনে অপরিসীম আনন্দ লাভ কর্ত্তেম,—আমার সর্ব্বদাই যে তাই মনে উদয় হচ্ছে। আহা! বিহঙ্গমগণের কুলায় হতে অণ্ড বা শাবক অপহরণ করলে, গাভীর নিকট হতে বৎস স্থানান্তরিত করলে, অপত্য-স্নেহে তাহারা যে আর্ত্তনাদ করে,—তা দেখে শুনে সকলেরই মনে দয়ার সঞ্চার হয়ে থাকে; আমার তো আজ সেই দিন উপস্থিত! মায়ার কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! মায়া যে আমাকে কোন মতেই অভিমন্যুকে ভুলতে দেয়না? হায়! পুত্রশোক কি দারুণ শক্তিশেল, কি অন্তরা

দাহক অগ্নি, তা অন্তর্যামী গুরুদেবই জানেন! এ শোক নিতান্ত মাতা পিতার প্রাণনাশক, সিন্ধু-শোকে অন্ধ মুনি, রাম-শোকে দশরথ—তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু এ শোক সহ্য করে জীবন মৃতুবৎ থাকা অপেক্ষা জীবন ত্যাগ করা সর্বতোভাবে শ্রেয়, অতএব বৎসে! আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই।

গীত।

রাগিনী গারা—তাল তিওট।

প্রাণ যায় গো আর সহে না এ যন্ত্রণা।
বুঝালে মন্ তো আমার বোঝে না।
আমি পাব গো পরিত্রাণ, পাবকে দিলে প্রাণ,
জ্বলে কায় জলে জীবন দিতে হয় বাসনা।
এখনি গেলে প্রাণ, শোকাগ্নি হয় নির্ব্বাণ,
থাক্‌লে জনমে আর দুখ যাবে না।

সুভদ্রা। বৎসে, চিররোগী হয়ে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই যেমন মঙ্গলজনক, নিয়ত আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা একবার অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করা যেমন শ্রেয়স্কর, তেমনি বেঁচে থেকে চিরদিন পুত্রশোকে সন্তাপিত থাকা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিপদ্‌বারণ মধুসূদন, তোমার মধুসূদন নাম স্মরণ কর্‌লে, সকলে শুভ আর সর্ব্ব বিপদ্ বিনষ্ট হয়,—তা আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। বিশেষ, তুমি যখন পাণ্ডবদের সখা, পাণ্ডবগণ যে তোমারই আশ্রিত তাতো সকলেই জানে। পাণ্ডবেরা যখনই বিপদস্থ হয়ে তোমার নাম স্মরণ করেছে তুমি তখনই পাণ্ডবদিগের বিপদ্ হতে উদ্ধার করেছ; তবে কি জন্যে এই হতভাগিনীর প্রাণপুত্র অভিমন্যুর প্রাণ রক্ষা কর্‌লে না? বিপক্ষ চণ্ডালেরা চক্রব্যূহ-মধ্যে চক্রান্ত করে প্রাণাধিকের প্রাণসংহার করেছে, কুমার আমার মৃত্যুকালে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কত্তে কত্তে মানবলীলা সংবরণ করেছে, তুমি কি সে সময় নিদ্রিত ছিলে? ভ্রাতঃ, আমি বুঝ্‌লাম তোমার দোষ নাই; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমার অদৃষ্ট-ক্রমেই এরূপ ঘটেছে। হে তৃতীয় পাণ্ডব, তুমি এ সময় কোথা? একবার এসে তোমার প্রাণাধিক প্রিয়তম মহিষী সুভদ্রার দুর্দ্দশা দেখে যাও। আমি কোন দুঃখে দুঃখিতা হলে, তুমি পৃথিবী অন্ধকার দেখ্‌তে; আজ যে আমি হৃদয়ের মাণিক অভিমন্যুকে সমর-সাগরে নিক্ষেপ করে চিরদুঃখিনী হয়েছি।

(বদনে বস্ত্রাচ্ছাদন ও রোদন।)

উত্তরা। দেবি, আর রোদন কর্‌বেন না। আমি আপনার চরণে ধরি আপনি এত কাতর হলে আমাদের তো দাঁড়াবার স্থান নাই। আরও দেখুন, আর্য্য তৃতীয় পাণ্ডবের শিবির আগমন-সময় উপস্থিত; আপনি একটু স্থির হউন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণস্থল পাণ্ডব-শিবির।

(অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি।)

অর্জ্জুন। বাসুদেব, সন্ধ্যা-উপাসনা সাঙ্গ করে রথারোহণ পূর্ব্বক অন্যান্য দিবসের ন্যায় মহাত্মা বীরগণ স্ব স্ব স্কন্ধাবারে প্রত্যাগমন কচ্ছেন; আমরাও ভয়ানক রণস্থল দৃষ্টি কত্তে কত্তে শিবিরে গমন কচ্ছি। কিন্তু অদ্য কেন আমার হৃদয় ভীত, বাক্য স্খলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও গাত্র অবসন্ন হচ্ছে? ক্লেশজনক অমঙ্গল চিন্তা আমার হৃদয় হতে কেন অপসারিত হচ্ছে না? আমি চারিদিকে উৎপাত ও বহুবিধ অনিষ্টসূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করে নিতান্ত ত্রাসিত হচ্ছি। মধুসূদন! এই অমঙ্গলসূচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে অমাত্য-সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে; দেব, এর কারণ কি? বলে আমার উদ্বেগ নিবারণ করুন।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল [illegible]।

কেন মন আমার এমন করে শ্রীহরি।
গমন কালে কেন অমঙ্গল হেরি॥
বহে বায়ু আজ প্রবল অনিবারি॥
হল চিত্ত উচাটন, নৃত্য করে বাম নয়ন,
বামাঙ্গ কম্পিত ঘন, বল উপায় কি করি॥

অর্জ্জুন। গোবিন্দ, এই তো শিবিরনিকটে এসেছি। ঐ দেখুন, শিবির আনন্দশূন্য ও নিস্তব্ধ হয়ে আছে। আজ মঙ্গলসূচক নিঃস্বন, দুন্দুভিনাদ, শঙ্খ ও পটহের শব্দ হচ্ছে না; করতাল সংযুক্ত বীণাধ্বনি স্থগিত হয়েছে; বন্দীগণ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে মনোহর মঙ্গল গীত গান কচ্ছে না; যোদ্ধৃগণ আমাকে দেখে অধোমুখে পলায়ন কচ্ছে। কেশব! আমার আত্মীয়গণ আজ কুশলে আছেন তো?

কৃষ্ণ। বান্ধব, তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই সকলই প্রকাশ করবেন; তোমাদের প্রতি অজ্ঞাত কোন অনিষ্ট হবে।

অর্জ্জুন। হে ভ্রাতৃগণ, এই তো শিবিরে উপস্থিত হলেম। তোমরা সকলেই অধোমুখ ও অচেতনপ্রায়। শিবিরে এসে মনুষ্য, অশ্ব ও পুত্রগণকে অবলোকন কচ্চি কিন্তু অভিমন্যুকে দেখতে পাই না কেন? আমি সংগ্রাম হ'তে আগমন করে ভ্রাতৃগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে পুত্র অভিমন্যু যে আমার প্রত্যুদ্গমন করে! হে বীরগণ, তোমাদের সকলেরই মুখবর্ণ অপ্রসন্ন কেন? কেন আজ তোমরা অভিনন্দন কচ্চো না? বৎস অভিমন্যু কোথায়? আমি শুনেছি—গুরু দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করেছিলেন; অভিমন্যু ভিন্ন তোমাদের মধ্যে এমন আর কেহ ছিল না যে চক্রব্যূহ ভেদ করে। তোমরা কি সেই বালককে সেই ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহে প্রবেশিত করেছিলে? পুত্র আজ কি শত্রু হস্তে বিনষ্ট হয়েছে? শীঘ্র বল, নতুবা এখনি আমি প্রাণত্যাগ ক'রবো।

যুধিষ্ঠির। ভ্রাতঃ! তুমি সংশপ্তক সেনা-সহিত সংগ্রাম কর্ত্তে গমন করলে, দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে সংগ্রাহিত করে শরানকরে আমাদের নিতান্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁর সৈন্য প্রতি দৃষ্টিপাত কর্ত্তে আমাদের সাধ্য হলোনা; এজন্য আমি বীর্য্যবান অভিমন্যুকে দ্রোণসৈন্য ভেদ কর্ত্তে আজ্ঞা করেছিলাম। সুভদ্রা-কুমার বহুসৈন্য, বহু মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, ও বহু রাজপুত্রকে বীরত্বের সহিত সংহার করে, অবশেষে কর্ণ, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও শল্যাদির শরে নিতান্ত নিপীড়িত, বিরথ, নিরস্ত্র ও আহত হ'য়ে দুঃশাসন পুত্রের গদাঘাতে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেছে। ক্ষুদ্র জয়দ্রথের নিবারণে আমরা তার অনুগমন কর্ত্তে সমর্থ হই নাই।

অর্জ্জুন। হায়! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনলেম।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

যুধিষ্ঠির। ভীম, কর কি! কর কি! শীঘ্র অর্জ্জুনকে চৈতন্য কর; মুখে জল দাও, পাখার বাতাস কর, শীঘ্র মূর্চ্ছা বিচ্ছেদ কর।

বৃকোদর। ভ্রাতঃ! এমন হ'লে কেন? তোমার কি এমন হওয়া উচিত? তোমার সাহস ও বীর্য্যবলে আমাদের সমস্ত দর্প। তুমি প্রাণত্যাগ করলে আমরা আর কি বলে বেঁচে থাকব? অগ্রে আমরা প্রাণত্যাগ করি, পরে তুমি যে কর্ত্তব্য হয় করো। আমাদের এ দুর্দশা হলে তো শত্রুগণ পরম আনন্দিত হবে। স্থির হও; স্থির হও; বৈরীবধের চেষ্টা কর।

অর্জ্জুন। (উঠিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) উঃ! অভিমন্যু তুই আমাকে পরিত্যাগ করেছিস! তুই কোথায়? কোথায় গেলে তোকে দেখতে পাই? একবার কোলে আয়; আমার বুক যে ফেটে যায়। হায় কি মনস্তাপ! হায় আমার অদৃষ্টে কি এই ঘটলো

গীত।

রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ।

ওকি হলোরে এই ছিল কি পোড়া
অদৃষ্টে আমার।
আহা কি পাপে হারালাম আমি অভিমন্যু
প্রাণ-কুমার ॥
নয়নতারা সে আমার, হৃদয়ের ধন কণ্ঠহার,
আহা মরিরে,—
যদি সে হার আজ হারালাম
কেন হয় না এ প্রাণ সংহার।
চাঁদবদন তার না হেরিয়ে, বুদ্ধিজ্ঞান হারাইয়ে,
দেখ, থাকৃতে নয়ন হেরি আমি এ ত্রিভুবন
অন্ধকার ॥

অর্জ্জুন। হায়! উপেন্দ্র তুল্য ও পর্ব্বত-জাত সিংহ-সদৃশ মহাধনুর্দ্ধর মহাবাহু মহাবীর অভিমন্যু আজ যুদ্ধে নিহত হলো! কোন ব্যক্তি কাল-মোহিত হয়ে দ্রৌপদী, কেশব ও কুন্তির প্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয়-পুত্রকে বিনাশ করলে? বীরগণ, তোমরা কি জ্ঞাত ছিলে না যে, আমি পুত্রকে চক্রব্যূহ হ'তে নির্গম বিষয়ে এ পর্য্যন্ত উপদেশ প্রদান করি নাই? আহা! সতত গুরুবাক্যে অনুগত, নিতান্ত প্রিয়ভাষী, কৃতজ্ঞ, কৃতাস্ত্র, জ্ঞান-সম্পন্ন, অরাতিগণের ভয়-বর্দ্ধন, আত্মীয়গণের হিতাচরণে নিযুক্ত, অভূতপূর্ব্ব যোদ্ধা পুত্রকে যদি আমি দেখতে না পাই, তবে আমি নিশ্চয়ই যমলোক অবলোকন ক'রবো। প্রাণ-তনয়ের সন্দর্শন ব্যতীত আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য সহায়-সম্পন্ন হইয়াও আজ সমরাঙ্গনে শয়ন করেছে? যে বীর শয়ন কল্লে অমরাঙ্গনা কর্ত্তৃক উপাসিত হইত, আজ অশিব শিবাগণ সেই বীরের বাণ-বিদ্ধ কলেবর আকর্ষণ কচ্ছে! বন্দীগণ যার নিকটে মধুর স্বরে স্তুতিপাঠ করিত, আজ শ্বাপদগণ তার চতুর্দ্দিকে বিকৃত স্বরে, চীৎকার কচ্ছে! যে মুখ-চন্দ্র সর্ব্বদা ছত্র-ছায়ায় আবৃত থাকৃতো, আজ ধূলি ও কর্দ্দম নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন করবে। হা পুত্র! হা অভিমন্যু! তুমি একবার আমার কোলে এসো; তোমাকে কোলে করে প্রাণ শীতল করি।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ—তাল যৎ

ওরে জীবনধন অভিমন্যু একবার
আমার কোলে আয়।
তোমার চাঁদবদন না হেরে কুমার
জীবন আমার জ্বলে যায় ॥
কেন কাল সমরে গেলে,
সাধ ক'রে প্রাণ হারাইলে,
ওকি বল্‌বো রে,
একি সয় প্রাণে
অধর্ম্ম ক'রে দুর্য্যোধন বধে তোমায় ॥
নিরাশ্রয়ে রণস্থলে, আমায় কত ডেকেছিলে.
আমার জীবনে ধিক্,
থাকৃতে আমি, সমরে তোর জীবন যায় ॥ *

অর্জ্জুন। আহা, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অভিমন্যু অর্দ্ধগুণে অধিক ছিল। সেই অমিত-তেজা তনয়কে আজ দুষ্ট দুর্য্যোধন অধর্ম্ম-সমরে সংহার করেছে! দুরাচার কি জানে না, যে অর্জ্জুন এখনও জীবিত আছে? আহা! প্রাণকুমার আমার দুরাচারদিগের অন্যায় যুদ্ধে ও তীক্ষ্ণ শরে পতিত হয়ে, 'হা তাত! এক্ষণে আমাকে পরিত্রাণ কর' বলে বিলাপ কর্ত্তে কর্ত্তে সমর ক্ষেত্রে শয়ন করেছে। আহা! সেই

* একখানি হস্তলিখিত খাতায় এই গানটীর নিম্নরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হইল;—

প্রাণ জ্বলে যায় হায় কি করি।
আয় কোথা প্রাণকুমার আমার,
একবার তোর চাঁদবদন হেরি ॥
কেন কাল সমরে গেলে,
সাধ ক'রে প্রাণ হারাইলে,
অধর্ম্মে দুর্য্যোধন তোমার বেধেছে এই দুঃখে মরি
নিরাশ্রয়ে রণস্থলে, আমায় কত ডেকেছিলে,
মনে হলে হয় বাসনা এখনি প্রাণ পরিহরি ॥

কোকিল রবের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবদুর্ল্লভ অপ্রমিত রূপ-লাবণ্য না দেখে যে আমার নয়ন যুগল কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন কচ্চে? হা ভ্রাতৃগণ! হা পাণ্ডবপক্ষায় মহারথগণ! যদি আমার পুত্রের রক্ষণে তোমাদের অসমর্থ জানতেম, তা হ'লে আমি স্বয়ংই তাহাকে রক্ষা কর্ত্তেম। তোমাদের কি কিছু মাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই? তা থাক্‌লে কি তোমাদের সম্মুখে অভিমন্যু নিপাতিত হইত? দুরাচার দুর্য্যোধন, তুমি ধন-মদে অত্যন্ত উন্মত্ত হয়েছো; কিন্তু অতি সত্বরেই তোমার রাজ্যলক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ কর্‌বেন। লক্ষ্মীর কৃপা থাক্‌লে মানবের পাঁচটী বিষয়ের উন্নতি অর্থাৎ ভবনের সৌন্দর্য্য বধূ ইত্যাদি পরিবার ও সর্ব্বদা সুখ এবং তদ্রূপ পৌরুষান্বিত আর জন সাধারণের নিকট সমাদৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু কমলার অকৃপায় ঐ পাঁচটার প্রথম বর্ণ লোপ হয়। ভবনের 'ভ' অন্যথা, হয়ে বন মাত্র থাকে, বধূর—'ব' অন্যথা হয়ে 'ধূ'—খেদ মাত্র থাকে, সুখের 'সু' অন্যথা হয়ে, 'খ' অর্থাৎ আকাশের ন্যায় শূন্য; পৌরুষান্বিত তদ্রূপ 'পৌ' অন্যথা হয়ে, 'রুষান্বিত'—কেবল রাগমাত্র থাকে। অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে মানব, বর্ণিত এই সকল দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়। হা পাপাত্মা দুর্য্যোধন! তুমি অতি অল্প দিনের মধ্যেই এ সকল যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে। রে রাক্ষস! তুমি জন্মিবামাত্র বিজ্ঞবর বিদুরের উপদেশমত কেন তোমাকে বিনাশ করা হয় নাই? তা হলে তো এখন এ সকল যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হ'তো না।

কৃষ্ণ। হে গুণসম্পন্ন, তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর। অভিমন্যু ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে রণে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গ বাসে গমন করেছে, এবং দিব্যলোকে স্থান প্রাপ্ত হয়েছে; তার জন্য শোকে কাতর হওয়া উচিত নয়। সখা! সম্বন্ধ জীবনাবধি। মহাত্মারা কখন শোকে কাতর হন না, সামান্য ব্যক্তিই শোকে আচ্ছন্ন হয়; তবে বৃক্ষে পর্ব্বতে প্রভেদ কি? অতএব [illegible] রক্ষা [illegible] ক্ষান্ত হও।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল একতালা।

ধর ধৈর্য্য ধর সখাহে করোনা আর রোদন।
কেন এত কাতর হলে তুমি,
সখা, কাঁদলে আর তনয় পাবে না;—
বল আপন কারে, অসার এ সংসারে,
কেউ তো কারো নয় মুদিলে নয়ন॥
জীবন বিম্বতুল্য যেন জীবন,
মায়া বশে জীব আমার আমার বলে,
থাকে সম্বন্ধ যত দিন জীবন,—
ভবের খেলা সব যেই নিশির সপন॥

কৃষ্ণ। সখা, তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর; কেননা চিতা ও চিন্তা, এই দুয়ের মধ্যে চিন্তাই প্রধানা। চিতা, মৃত দেহকে দাহ করে; কিন্তু চিন্তা সজীব শরীরকে দাহ কোরে থাকে। অতএব তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করে স্থির হও।

অর্জ্জুন। হে রাজীবলোচন! আমার হৃদয় বজ্রসারময় নিতান্ত কঠিন—তার আর সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই সেই দীর্ঘবাহু, আরক্তলোচন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হচ্চে না! আহা, সুভদ্রার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি সন্তাপ জন্মিতেছে। সে হয়ত পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকাকুল হ'য়ে নিশ্চই প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বে। আমি কি বলে তাকে সান্ত্বনা কর্‌বো? আহা! বধূ উত্তরাকে যদি শোকাকুলিচিত্তে রোদন কর্ত্তে দেখে আমার হৃদয় সহস্রধা হয়ে না যায়, তা হলে ইহা লৌহ বা পাষাণ নির্ম্মিত। হা পুত্র! আমি তোমাকে বারংবার নিরীক্ষণ করেও পরিতৃপ্ত হই না; আমার নেত্রযুগল কেবল তোমার রাজীবনেত্র সমন্বিত, শরচ্চন্দ্রের তুল্য বদন ভিন্ন জগতে আর কোন বস্তুই অবলোকন কর্ত্তে ইচ্ছা করে না। ত্বদীয় আনন্দজনক বদনারবিন্দ-বিনিসৃত-মধুপান-লোলুপ আমার শ্রবণ-মধুকর বসুধাতলে সুধা পান করেও তাদৃশ পরিতৃপ্তি লাভ করে না।

হা বৎস! একবার সুধাংশু-বদনে পিতৃ-সম্বোধনান্তে আমার অঙ্কে আরোহণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অন্তরানল আনন্দ-বারি বর্ষণে নির্ব্বাপিত কর; নতুবা আমার শোক পরিহারের অন্য উপায়ান্তর নাই। গোবিন্দ! ক্ষুদ্র জয়দ্রথ ব্যূহ দ্বার রক্ষা করে কি প্রকারে মধ্যম পাণ্ডব প্রভৃতিকে দ্বার-প্রবেশে নিরস্ত কর্‌লে?—বলে আমার চিত্ত দূর করুন।

কৃষ্ণ। সখা! তোমরা যখন বনবাসে, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করে লয়ে আসে; পথিমধ্যে বৃকোদর হস্তে পতিত হয়ে যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সিন্ধুরাজ যারপর নাই অপমানিত হ'য়ে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করে। 'তোমাদিগকে একদিন যুদ্ধে জয় কর্‌বে,'—মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট এই বর প্রাপ্ত হয়; অদ্য সেই দিন জানবে।

অর্জ্জুন। হে ধর্ম্মরাজ, আমি নিবেদন করি। হে বীরগণ তোমরা শ্রবণ কর। যদিও প্রাণ তনয়কে আমি অমর জন্মের মত ভুল্‌তে পারব না, তথাপি প্রধান পুত্র-হন্তার প্রাণ নষ্ট করে কথঞ্চিৎ শোকের উপশম করা উচিত। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, কাল সন্ধ্যার মধ্যে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করবো; যদি সে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের বা আমার বা ধর্ম্মরাজের শরণাপন্ন না হয়, তবে সে নিশ্চই আমার শরে বিনষ্ট হবে। ত্রিভুবনে কেহ তাহাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্‌বে না। যদি জয়দ্রথ বধ না করি, তা হলে মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী ও গুরুদার রত, খল ও সাধুগণের প্রতি অসূয়া-পরবশ, সাধুদিগের পরিবাদ দাতা, গচ্ছিত ধন অপহারক, বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীর-নিন্দুক, অযশস্বী, ব্রহ্মঘাতী বৃথা পায়স ভোজী, বৃথা যবান্নভোজী, বৃথা তিলান্নভোজী, বৃথা শাকভোজী, বৃথা পিষ্টকভোজী, বৃথামাংসভোজী বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও গুরুর অবমন্তা লোক যে লোকে গমন করে আমি যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ অগ্নি, গো স্পর্শ করে; যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্মা, মল, মূত্র পরিত্যাগ করে; আমি যেন অবিলম্বে তাহাদের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই যে ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে স্নান করে; যার নিকট অতিথি বিমুখ হয়; যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করে; যে ব্যক্তি নীচাশয়-ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী, আশ্রিতগণকে না দিয়া তাহাদের সমক্ষে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে; যে ব্যক্তি পূজনীয় প্রতিবাসীকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যাদি দান না করে অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে; যে পাপাত্মা, আশ্রিত সাধুবাক্যানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে প্রতিপালন না ক'রে পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা মদ্যপানে উন্মত্ত হয়; যে মর্য্যাদা ভেদ করে, পরস্ত্রী গমন করে; যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন ভ্রাতৃনিন্দুক; আমি অবিলম্বে যেন তাহাদের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। আমি যে যে অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তন কল্লেম, এবং যে যে অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তিত হলো না, আমি যেন তাহাদের গতি প্রাপ্ত হই। যদি কাল পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাক্‌তে দিবাকর অস্তগত হন, তা হ'লে আমি এই স্থানে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ ক'রে সকল যন্ত্রণার অবসান ক'র্‌বো।

গীত।

রাগিণী বিহঙ্গড়া—তাল একতালা।

যাতনা সহে না এ জ বনে আর আমার,
হারায়ে প্রাণকুমার। কি করি বল না
এখন বুঝালে বোঝে না তো মন;
মনে হ'লে পুত্র-মুখ, বিদীর্ণ হতেছে বুক রে,
ভাল লাগে না অন্য সুখ, শূন্য এ সংসার।
শোকে আমার জীবন জ্বলে,
কর্‌বো জলে নয় অনলে জীবন সংহার॥
একি বিধির বিবেচনা, কেন দিলে এ যন্ত্রণা
কি পাপ ছিল জন্মান্তরে,
বৃথা জন্ম যায় আমার॥

অর্জ্জুন। বাসুদেব! অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে সহায় ক'রে সুখে স্বর্গধামে বাস করেন, সিংহের প্রসাদে অজাসকল যেমন নির্ভয়ে

বনে বিচরণ ক'রে, তেম্নি আমরা তোমাকে আশ্রয় ক'রে যুদ্ধে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা কচ্চি। হে সর্ব্বেশ, ভক্তবৎসল মধুসূদন! অনলস্পর্শ কুরুসৈন্য-সাগরে নিমগ্ন, তরণীহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর তুমি তরণীস্বরূপ, আমাদিগকে দুঃখ, ক্রোধ এবং প্রতিজ্ঞারূপ মহার্ণব হ'তে উদ্ধার কর। হে পুরুষোত্তম! আমি পুত্রশোকে অভিভূত হ'য়ে ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা ক'রেছি এবং তজ্জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়েছি; এক্ষণে তোমার আশ্রিত অর্জ্জুনের যাতে জীবন রক্ষা হয়, তার উপায় চিন্তা ক'র।

কৃষ্ণ। হে বীর্য্যবান্! তুমি চিন্তিত হইও না। তোমার পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে কাল সন্ধ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই বধ করবে। দেবাদিদেব মহাদেব তোমাকে যে পাশুপত অস্ত্র প্রদান ক'রেছিলেন, যদি তা তোমার স্মরণ থাকে, তা হ'লে তদ্দ্বারা কাল নিশ্চয়ই জয়দ্রথ বধ হ'বে।

অর্জ্জুন। হে দেব! আমি পুত্রশোকে অভিভূত হ'য়ে, তা যে বিস্মরণ হ'য়েছি, এক্ষণে উপায় কি?

কৃষ্ণ। সখে! যদি তা বিস্মরণ হ'য়ে থাক, তা হ'লে মনে মনে ভক্তিসহকারে দেবাদিদেব মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাঁর চরণপ্রসাদে পুনরায় সেই মহত অস্ত্র প্রাপ্ত হবে।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! তবে আমি দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করি।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

দুঃখ হর হর বব বোম্ ভোলা।
অঙ্গে বিভূতি শোভে গলায় অস্থিমালা॥
বাজিছে শম্বুর, ডিমি ডিমি ডম্বুর;
জয়রাম ব'লে শিঙ্গে বাজে সুমধুর ধক ধক,
আলো ভাল ভালেতে বিধুর,
শিরোপরে গঙ্গা ভবানী ভাবে বিভোলা॥

অর্জ্জুন। হে দেব! আমি ভক্তির সহিত

জয় মহাদেব মুনীশ শ্রীমন্ মহেশ।
গতিহীন গতি উমেশ গিরীশ॥
জটাজুটধারী জ্যোতির্ম্ময় দেব।
শুভঙ্কর শিবদাতা সদাশিব॥
শিরে সুরধনী সুরগণ-সেবিত।
সদানন্দ শম্ভু মুনিগণ সাধিত॥
শশধর-শেখর বিধ-বর ধর।
দয়াময় দেব-দিগম্বর বর॥
ত্রিপুর-অন্তক, ত্রিপুর-পূজিত।
ত্রিলোক-তারক, অমর-অর্চ্চিত॥
ত্রিশূল-ধারক, ত্রিনেত্র ত্র্যম্বক।
অনাদি-অনন্ত, অসুর-নাশক॥
পার্ব্বতীর পতি পুরুষ-প্রধান।
ভবধব ভব ভবাম্বুধি তারন॥
ভয়-ভঞ্জন ভীত জনের ভূতেশ।
পরমেশ্বর পশুপতি সর্ব্বেশ॥
পিনাকী, পণ্ডিত, পিশাচ মণ্ডিত।
ভবানী-ভবক, বিভূতি-ভূষিত॥
ঈশ্বর, ঈশান, বিশান-বাদক।
সাধক-সাধিত, শ্মশান-নাটক॥
কর নিজগুণে কৃপা দীন-জনে।
মনোবাঞ্ছা পুরাও প্রণতি চরণে॥

গীত।

রাগিণী আলাহিয়া—তাল কাওয়ালি।

হে শিব-শঙ্কর, কর করুণা, করুণা কর,
পাপ-তাপ হর হর, শশধর ধর,
গঙ্গাধর হে শুভঙ্কর॥
যোগীন্দ্র তব পদ, সুরেন্দ্র সাধে সর্ব্বদা,
ফণীন্দ্রগণ সদা, নিজাঙ্গে ধর,—
ব্যোমকেশ শ্রীমহেশ, আশুতোষ আশুতোষ,
স্বগুণে এ দীনে দেব করুণা বিতর।

(শূন্যে শিব-দুর্গার যুগলমূর্ত্তি দর্শন।)

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! সম্প্রতি পশুপতি আর হৈমবতীর দম্পতি-মিলনে কি আশ্চর্য্য শোভা হয়েছে? কাঞ্চন জড়িত হলে হীরক খণ্ডের

যুগলরূপ যুগল-নয়নের আনন্দ সম্পাদন কচ্ছে। আহা! ভীমভাব মিলিত কি প্রসন্ন ভাব; এ ভাব বর্ণের দ্বারা বর্ণনা কর্ত্তে গেলে বর্ণের অভাব হয়। এই রূপ দর্শন করে, আমি পরম পরিতৃপ্ত হয়েছি।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! আপনি দেবাদি-দেব মহাদেবের রূপ বর্ণনা কর্ত্তে উদ্যত হয়ে নিরস্ত হলেন কেন? অনন্ত মহিমাযুক্ত মহেশ্বরের এই অনন্তরূপ অনন্তের বদনে বর্ণিত হওয়াই উচিত; ঈদৃশ দেবের রূপ বর্ণনা করা মাদৃশ জনের সাধ্য নয়! যুগে যুগে যোগীগণ উদ্‌যোগি এবং যোগে মন সংযোগি হয়ে ইহাঁকে যে মহাযোগী ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন—তা যথার্থ বটে! ইনি যে ভক্তবৎসল ভক্তাধীন, আর ভক্তাশয়—তা এই প্রিয় দর্শনেই বোধ হচ্ছে। এই যুগলরূপ বর্ণনা কর্ত্তে আমার রসনা বাসনা ক'চ্ছে; কিন্তু বদন কোনরূপেই সাহসী হ'চ্ছে না। বিধাতা যদি নিমেষশূন্য কোটী আঁখি প্রদান কর্ত্তেন, তা হলে কোটী-নয়নে দর্শন করে কোটী-জন্ম সার্থক কর্ত্তেম। আহা! কি মনোমহন মূর্ত্তি; ব্যাঘ্র-কৃত্তি পরিধানে কৃত্তিবাসের কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে! ত্রিনেত্রের কি স্থির ত্রিনেত্র; ধুতুরা পুষ্পে শ্রুতি-যুগলের কি আশ্চর্য্য শোভা হয়েছে! শিরদেশে জটাভার মধ্যে সুরধনীর কুলু কুলু ধ্বনি আর বিষধর গর্জ্জনে কি ভীম নিনাদ! দেখুন,—ভষ্ম এ সংসারের মধ্যে অতি অসার বস্তু; কিন্তু, মহতের্ অঙ্গে বিলেপন হয়েছে বলেই এত জ্যোতি ধারণ করেছে। তা কর্ত্তে পারে, কেননা পার্ব্বতীর পাদস্পর্শ করে মহিষাসুর ত্রিলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়, সূর্য্যের রথের অগ্রস্থিত বলিয়াই অরুণ জগতের তিমির নষ্ট কর্ত্তে সমর্থ হন, অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করলে অঙ্গার জ্যোতি ধারণ করে, পুষ্প সঙ্গে কীটও সুরমস্তকে উত্থিত হয়। আর দেখুন, নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের যেমন শোভা, বোধ হয় এই আকাশমূর্ত্তি মহাদেবের ললাটস্থিত অৰ্দ্ধচন্দ্র তদাপেক্ষা জ্যোতিধারণ করেছে। সুদর্শন-ধারী আজ এই সুদর্শন দর্শন করে, আমার আর বাসে যেতে বাসনা নাই; প্রতিনিয়ত এই পাদপদ্ম পূজা কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে।

গীত।

রাগিণী বিহঙ্গড়া—একতালা।

এ কি রূপ অপরূপ নাই স্বরূপ আর ভবে!
এভব অনিত্য জ্ঞান হয়
হেরে আজ ভবানী ভবে ॥
এ রূপের দিতে তুলনা, ভুবনে কিছু মিলেনা,
আর আমার নাই বাসনা যাইতে বাসে।
জীবন সঁপিলাম আমি যুগল-পদ-পল্লবে ॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

কৈলাস।

(মহাদেব, ভগবতী প্রভৃতি)।

মহাদেব। দুর্গে! অদ্যকার ভাগ্যের কথা কিছু বলা যায় না; কারণ আমি আজ নর-নারায়ণ সাক্ষাৎ করে পরম পরিতৃপ্ত হলেম। আহা! কৃষ্ণ অর্জ্জুন উভয়ে দণ্ডায়মান তাতে কিরূপ শোভা হ'য়েছে। নীরদের প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ সলিলে যেমন নেত্রানন্দদায়ক হয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি অর্জ্জুনের অঙ্গে তেমনি প্রতিফলিত হচ্ছে। আহা! ভক্তাধীন ভগবান্ ভূতলে এসে কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেছেন! আহা দেখ দেখ, প্রিয়ে! কিবা বিধু ঘনারুণ-নিন্দিত যুগল চরণে হেম নূপুর, কটিতটে পীতবাস, বিশাল বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদ চিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তভ মণি, গলদেশে বনমালা, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় বক্ষ বলয়াদিতে সুশোভিত, শ্রবণে মণি-কুণ্ডল, নাসাগ্রে গজমুক্তা এবং ভালে ত্রিলোক-উজ্জ্বল তিলক, মস্তকে মণি-মাণিক্য খচিত রত্নময় মুকুট, নবীন নীরদ নিন্দিত নীল-কান্তের কি অপূর্ব্ব শোভা! নীলবরণের নীলবরণ হেরে আমি পরম পরিতৃপ্ত হলেম।

ভগবতী। আশুতোষ! নরনারায়ণ দর্শন করে পরিতৃপ্ত হলেম বটে; কিন্তু একটি কথা বলি,—আপনি অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের শ্রী বর্ণনা কর্‌লেন, ভব ইহার ভাব কি? ভীষ্ম-জননী ভাগরথীর ভাগ্যের সীমা নাই; তাঁর জন্মস্থান বলেই কি আপনি অগ্রে পদের বর্ণনা কর্‌লেন? আমি আপনার চরণে কি অপরাধ করেছি, যে পদে পদে আমাকে পদচ্যুত কর্ত্তে চান? বিপদ্ বিনাশন! একপ হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করে আমাকে দগ্ধ করা আপনার উচিত নয়।

মহাদেব। প্রিয়ে, সেকি? এমন কথা বল্লে কন? ভীমা, একি তোমার ভ্রম নয়? ভেবে দেখ দেখি, ইষ্টদেবের পদদর্শন ও পদমাহাত্ম্য বর্ণন করাই কর্ত্তব্য কিনা? আমি যে নারায়ণ পরায়ণ; এইজন্যই নারায়ণের পদোদ্ভূতা পতিত-পাবনীকে ইষ্টচরণামৃত জ্ঞান করে শিরে ধারণ করেছি। তাতে তোমার অভিমানই বা কেন? প্রিয়ে! তোমার শ্রীপাদ তো আমি বক্ষে রেখেছি? মস্তকস্থিত বস্তু সর্ব্বদা চক্ষে দৃষ্টি হয় না; বক্ষের ধন সর্ব্বদা চক্ষে দেখবার মানসে এরূপ তারতম্য জান্‌বে। আমাকে লোকে নিদ্রিত জ্ঞান করে, কিন্তু নিদ্রিত নই,—নয়ন মুদিত মাত্র। আর দেখ, যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য-শালী ব্যক্তির তস্করের ভয়ে নিদ্রা হয় না, তেম্‌নি আমি অমূল্য ধন তোমার ঐ পদসম্পদ হৃদয়-ভাণ্ডারে রক্ষে করে সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত। পাছে কেউ হরণ করে,—এই ভয়ে মরণচ্ছলে কপট নিদ্রিত। প্রিয়ে! তোমার পদ ভিন্ন রক্ষ-পদ কিম্বা অন্য সম্পদ আমি বিপদ জ্ঞান করে থাকি; অতএব তুমি দুঃখিত হইও না।

গীত।

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

চরমের ধন ঐ চরণ ধরি যে বক্ষে।
জান না শঙ্করি করি আপনি রক্ষে।
সামান্য সে সম্পদে আর,
নাই বাসনা দুর্গে আমার,
[illegible]
তব নাম ঐ চরণ, ভক্তি সহকারে স্মরণ,
বিষ খেয়ে পেয়েছি, জীবন, দেখ প্রত্যক্ষে॥

মহাদেব। ভব যে ভবানীভক্ত, আর ভবানী-ভাবের ভাবক, তাতো ভবসংসারে কারো অবিদিত নাই। তুমি যে ভাবই ভাব না কেন, তোমার চরণ ভিন্ন ভবের অন্য ভাব নাই।

ভগবতী। আশুতোষ! আপনি বচনে আমাকে সর্ব্বদাই পরিতোষ করেন; কিন্তু কাযে তো সেরূপ দেখতে পাইনে? যদি এতই ভালবাসেন, তবে বাস তেজে কুচনীবাসে বাস করেন কেন? আরও দেখুন, সিদ্ধি বাঁটাতে বাঁটিতে আমার অঙ্গ প্রায় কালী হয়ে উঠ্‌লো; ত্রিনয়ন! তাতো একবার নয়নেও দেখ না? তবে কেমনধারা ভালবাসা!

মহাদেব। শৈলজে! একথা যে আমার প্রাণে সহ্য না। তুমি আমাকে সিদ্ধি না দিলে কে সিদ্ধি দান কর্‌বে? সামান্য সিদ্ধি কেন? তপোসিদ্ধি, জপসিদ্ধি, কার্য্য-সিদ্ধি—তাতো হতেই। তোমার হেরম্ব তনয়টীও সিদ্ধিদাতা। সিদ্ধি পাবার জন্য তোমার চরণটী সর্ব্বদা স্মরণ করে থাকি। কিন্তু তোমার তত্ত্ব জানতে আমি ভেবে ভেবে ক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে আছি; তবু তো তোমার মহি-মার সীমা কর্ত্তে পার্‌লেম না? তুমি শতবার প্রাণ পরিত্যাগ করেছিলে। তোমার সেই প্রতি জন্মের অস্থি সংগ্রহ করে আমি মালা রূপে কণ্ঠে ধারণ করেছি। তোমার সেই অস্থিতেই আমার কণ্ঠের অস্থিমালা। তুমি দক্ষযজ্ঞে প্রাণ পরিত্যাগ কল্লে, তোমার সেই শবদেহ শিরোলয়ে আমি সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে-ছিলাম। দেবচক্রে চক্রপাণি চক্রদ্বারা সেই শব খণ্ড খণ্ড কল্লে, তোমার সেই অঙ্গ-খণ্ড যে স্থানে পতিত হয়, আমি সেথায় কালভৈরব-রূপে তোমার চরণ সেবায় নিযুক্ত আছি। এই সকল তো ভক্তি আর ভালবাসার চিহ্ন! সহস্র লোচন সহস্র লোচনে তোমার পদ দর্শন কোরে যখন পরিতপ্ত হলো না, অনন্ত যখন সহস্র মুখে

তোমার গুণ বর্ণনা কর্ত্তে পরাস্ত হলো, তখন পঞ্চমুখে আর ত্রিলোচনে, বর্ণনা আর দর্শন কোরে, কি পরিতোষ লাভ করবো? দেবি! অচিন্ত্য অনন্তরূপিণি! তোমার মহিমা অনির্ব্বচনীয়।

গীত।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল আড়া।

আদ্যে শক্তি ভব মোহিনী ভগবতী ভবারাধ্যে।
স্বয়ম্ভু বাসনা তুমি সাবিত্রী সতি সাধ্যে।
তুমি অনন্ত রূপিণী,
অনন্ত বিশ্বব্যাপিনী,
ত্রিদশপালিনা দেবী দশ মহাবিদ্যে॥
নীর্ব্বাণি গায়ত্রী গীতা,
অপর্ণা অপরাজিতা,
বিরাজ বিমলা ব্রজ মোহনের হৃদপদে॥

(রুদ্রঃ অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন। হে দেবাদিদেব দিগম্বর! তুমি বিশ্বের আত্মা, বিশ্বের বীজ এবং বিশ্ববিনাশক। তুমি আদিকাল হতে নানাবিধ দৈত্যদলের দর্প চূর্ণ করেছ। দেবতা আর দানবগণ প্রতি-নিয়ত তোমার দয়া প্রার্থনা করেন। তুমি অর্ণব ও আকাশের ন্যায় মহামূর্ত্তি। গোকুল যেমন গোষ্ঠমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ দেবগণ তোমারই মূর্ত্তিমধ্যে অবস্থান কচ্ছেন। তুমি ত্রিজটি, ত্রিস্বর, ত্রিশূলপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, আর ত্রিপুরহন্তা: তুমি সূর্য্য-ধ্বজ, সূর্য্য পতাকা সম্পন্ন, সহস্র সূর্য্য সদৃশ, সূর্য্য আর অনলের প্রদীপ্ত জটাধারী। হে নীলগ্রীব! তুমি অনিল ও অনলের স্বরূপ, তুমি বৃক্ষ সমুদায়ের মূল, গিরি সমুদায়ের শিখর, মৃগমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষীর মধ্যে খগেন্দ্র, সর্পের মধ্যে বাসুকী, সমুদ্র মধ্যে ক্ষীরোদ যন্ত্র মধ্যে ধনু, অস্ত্র মধ্যে বজ্র, ব্রত মধ্যে সত্য স্বরূপ। তুমি চারি যুগ, চারি আশ্রম, চারি বেদের স্রষ্টা, এবং চারি আশ্রম-বাসীর উপদেষ্টা। তুমি সকলেরই আশ্রয়-স্থান, চন্দ্রসূর্য্য তোমার চক্ষুর্দ্বয়, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, বাণী তোমার বাণী এবং অনল আর অনিল তোমার বল। হে রুদ্র! তুমি সর্ব্বভূত স্রষ্টা, সর্ব্বভূতের পতি এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। আমি জ্ঞানবিহীন, বুদ্ধিবিহীন, এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

মহাদেব। ওহে নরোত্তম বীরদ্বয়! তোমা-দের মঙ্গল হউক। আমি আজ নরনারায়ণ সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরম পরিতৃপ্ত হয়েছি। এক্ষণে তোমাদের মনের অভিলাষ ব্যক্ত কর; আমি সত্বরেই তাহা সম্পাদন ক'রব।

অর্জ্জুন। হে নীলকণ্ঠ! কৌরব-রণে আমার পুত্র অভিমন্যু নিহত হয়েছে। পুত্র-হন্তা জয়দ্রথকে কাল সন্ধ্যার মধ্যে বধ করবো, আমি ক্রোধ পরবশ হয়ে এই প্রতিজ্ঞা করেছি; আপনার প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্র আমায় পুনরায় প্রদান ক'রে, এই প্রতিজ্ঞারূপ মহার্ণব হ'তে উদ্ধার করুন।

মহাদেব। ধনঞ্জয়! তুমি আমার ভক্ত। তোমার ক্লেশ দূর হউক। আমি পুনরায় তোমাকে ভীষণ পাশুপাত অস্ত্র প্রদান কল্লাম, এই গ্রহণ কর। আর আমি বরপ্রদান কচ্ছি, তুমি প্রতিজ্ঞা হ'তে উদ্ধার হও। আর একটি কথা বলি, এই উপস্থিত বিপদে বিমুক্ত হতে তোমার এত চিন্তাই বা কেন? বিপদ-বিনাশন দীনবন্ধু তোমার বন্ধু; ভবাসিন্ধুপারের জন্য জীবগণ যে বন্ধুর পদতরী প্রার্থনা করে, তুমি তাঁরই আশ্রয় লাভ করেছ, সিংহের শরণাগত ব্যক্তি কি শৃগাল-ভয়ে ভীত হয়? খগেন্দ্র-বন্ধু কি ফণীন্দ্র-বিনাশে ত্রাসিত হয়? ভেক-ভক্ষণে কি ভুজঙ্গকুল ভয়াকুল হয়ে থাকে? অনন্তকাল চিন্তা করে যে অনন্তকে যোগী-ঋষিরাও চিন্তে পারেন না; যিনি নিত্যনিরঞ্জন, সত্য সনাতন এবং সনক-সনাতন আদির আরাধ্য; যিনি পরমব্রহ্ম, পরাৎপর, পরমাত্মাস্বরূপ; যিনি অসুরগণের অন্তক ও সুরগণের প্রতিপালক; যিনি বিশ্বপাতা, বিশ্বপালক আর বিশ্ববিনাশক; যিনি জগতের সমস্ত পদার্থে সমভাবে বিরাজ-মান; যিনি ভূভার হরণ জন্য বারম্বার ভূতলে

অবতীর্ণ; তিনি যখন সখ্যভাবে তোমার সারথ্য স্বীকার করেছেন, তখন তোমার চিন্তাই বা কেন? কর্ণধারের গুণেই তরী তরঙ্গ হ'তে মুক্তি লাভ করে; সারথীর গুণেই রথ নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করে থাকে। ইনি ভক্তাধীন ভগবান্; ভক্তের পদে কণ্টক ফুটিলে ইনি নিজ প্রাণে বেদনা পান। ভক্তিযোগে এই মধুসূদনকে ভাবনা কর, তোমার সমস্ত বিপদ বিনষ্ট হবে।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

যার মায়াতে মুগ্ধ এই ত্রিভুবন।
যিনি জীবনের জীবন।
তোমরা নিজ ভক্তি-ডোরে, বেঁধেছো তাঁহারে,
বিপদহারী, বন্ধু শ্রীমধুসূদন॥
যাহাতে এই জগৎ সৃষ্টিস্থিতিলয়,
সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুণালয়, যিনি বিশ্বময়,
হয়ে মুগ্ধ মায়া শোকে, না চিনিলে তাঁকে
সর্ব্বশুভ হবে ভাব তাঁর চরণ।
সুখদুঃখদাতা যিনি ভগবান,
তা বলে তাঁকে হবে এ দুঃখ নির্ব্বাণ,
পাবে নিত্য জ্ঞান, যাবে
অনিত্য ভাবনা,—অনিত্য যন্ত্রণা
নিত্যধনে চিত্ত করিলে অর্পণ॥

মহাদেব। ধনঞ্জয়, অবশ্যই তুমি কাল সন্ধ্যার মধ্যে তোমার পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে বিনাশ করবে। আমি স্ব-স্থানে গমন কল্লেম্।

অর্জ্জুন। প্রভু! তবে আমি প্রণাম করি।

মহাদেব। ধনঞ্জয়! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি প্রতিজ্ঞা হতে উদ্ধার হও।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

আহা মরি কিবা রূপ, না দেখি স্বরূপ,
চন্দ্রলোকে কত শোভা হয়েছে।
দক্ষিণেতে শশী, রোহিণী রূপসী বামে বসি,
ভুবন আলো করেছে।
কেশবের বামেতে কমলার উদয়,
ইন্দ্র বামে যেমন শচী শোভা পায়,
তেমনি শোভা হেরে, বর্ণিতে না পারে,
ব্রজমোহন জ্ঞান-হত হয়েছে।

যবনিকা পতন।

অভিমন্যু-গীতাভিনয় সমাপ্ত।

রামাভিষেক যাত্রা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

সভাস্থল।

(রাজা ও প্রতিহারী।)

গীত।

রাগ ঝিঁঝিট

কেন ভাব এ মন ভব-যন্ত্রনা।
যারে মন রাম চরণে মজ না।
যে পদ সেই মহাকাল,
ধ্যানে ধরেন সদাকাল,
তাই শুনি তাঁর গেল কাল,
কালাকালে কালের ভাবনা।

প্রতিহারী। মহারাজ! আসন প্ররিগ্রহ করুন।

রাজা। প্রতিহারি! কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে শীঘ্র অত্র ভবনে আনয়ন কর।

প্রতিহারী। মহারাজ! আপনার অনুমতি মতে চল্লাম।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বশিষ্ঠ ভবন।

(বশিষ্ট ও প্রতিহারী।

প্রতিহারী। কোথায়, প্রভু বশিষ্ঠ দেব কোথায়?

বশিষ্ঠ। প্রতিহারি! কি জন্যে আমাকে ডাক্‌চ?

প্রতিহারী। মহারাজ আপনাকে আহ্বান করেছেন।

বশিষ্ঠ। প্রতিহারী! তুমি মহারাজকে বলগে, আমি সত্বরেই যাচ্ছি

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজভবন।

(বশিষ্ঠ, রাজা প্রভৃতি।)

গীত।

রাগ কাওয়ালী।

কি কর মম মানস গেলরে দিন।
দিন পেয়ে এলো সে দিনমণি নন্দন।
কি হবে দুর্দ্দিনে বল, কি সম্বল আছে আর,
থাকৃতে দিন ভাব দিন-বন্ধু চরণ।
চরমে পরম পদ-জেনে কি তা জান না,
দিনান্তে ডাকরে সে কৃতান্ত-বারণ।

রাজা। আসুন—আসুন। প্রভু! আমি প্রনাম করি।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। যিনি আদিকালে অনন্ত মহিমা প্রকাশ ক'রে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, যিনি জগতের প্রতি পদার্থে অন্তরাত্মা-রূপে চিরদিন দেদীপ্যমান, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকারক, বিষ্ণুরূপে প্রতিপালক, শিবরূপে বিশ্ববিনাশক, যাঁর নিয়মে দিবাকর নিশাকর গ্রহ-নক্ষত্রাদি অদ্যা-

বধি স্বকার্য্যসাধনে তৎপর, যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি অবতারে সমস্ত সুরগণকে নিরাপদ করেছেন, যাঁর মহিমা কীর্ত্তন করিতে পঞ্চানন পঞ্চবদনে অশক্ত,—সেই বিশ্বপাতা ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। মহারাজ! কি জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন; প্রকাশ করুন।

রাজা। ভগবন! আমি বহুকালাবধি রাজ্য-ভার বহন করিয়া আসিতেছি। এইক্ষণে আমার শরীর ক্রমশঃ জরা-গ্রস্ত হইতেছে; রাজ-কার্য্য পরিচালন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। আর দেখুন, বিষয়-মদে মত্ত থেকে ভগবানের চিন্তায় বঞ্চিত হয়ে আছি। শরীর অনিত্য—ক্ষণভঙ্গুর; ক্রমে কাল আগত; এজন্য আমি মানস করিতেছি, রাজ্য-ভার ত্যাগ করে, জীবনের শেষকালে ঈশ্বর-চিন্তায় সময় অতিবাহিত করি।

গীত।

রাগিণী মলতান—তাল আড়খেমটা।

আর ক'দিন জীবন রবে, রবে কি গৌরবে।
নিত্যধনে বঞ্চিত হয়ে,
অনিত্য পসার অসার ভবে।
বিষয়-মদে চিরকাল,
অজ্ঞানে কাটালেম কাল,
নিকট বিকট কাল,
পরকালের চিন্তা কবে হবে।

রাজা। দেবর্ষে! আমি দেহভার বহনে এক্ষণে অসমর্থ হয়েছি; এ কারণ মানস করিতেছি, রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ক'রে, রাজ্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করি।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! এ উত্তম যুক্তি করেছেন। রামচন্দ্র এখন উপযুক্ত হয়েছেন, এবং রাম সর্ব্বগুণান্বিত, শান্ত, সুশীল ও প্রজাপালনে সমর্থ হবেন। এ সঙ্কল্প ভাল হইয়াছে।

রাজা। প্রভু! আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। এইক্ষণে শুভদিন নির্ণয় ক'রে, রামকে সাম্রাজ্যভার দিয়ে জীবন সার্থক করি।

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

আছে কি এর তুল্য সুখ
রাম হবেন ভূতলে রাজা।
ধন্য জনমের মত, তুলে এই আনন্দ-ধ্বজা।
কত পুণ্য করে ভবে, এ ধন পেলেম পুত্রভাবে,
রাম রাজা হইলে রবে, পরম আনন্দে প্রজা।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! আমরা ইতিপূর্ব্বে ভেবেছিলাম, এ বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করবো। যখন স্বয়ং আপনি সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যত হয়েছেন, তখন আর বিলম্ব করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। এ মধুর মধুমাস-মাঙ্গলিক ও প্রমোদকর কার্য্য অনুষ্ঠানের প্রকৃত সময়। এ সময় শীত গ্রীষ্মের সমভাব, পথঘাট পঙ্করহিত, আকাশমণ্ডল মেঘরহিত ও নীলিমায় রঞ্জিত। চিত্ত প্রফুল্লকর বসন্ত সময়ে রামের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন ক'রে, আপনি অচিরে পূর্ণমনোরথ হউন।

রাজা। প্রভু! আপনি আমাদের কুলগুরু। আপনার আজ্ঞা আমার সর্ব্বতোভাবে শিরোধার্য্য। শুভকার্য্যে পদে পদে বিপদ ও ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা; সত্বর কার্য্য সুসম্পন্ন করাই উচিত।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; আপনাকে আর একটী কথা বলি, অবগত হউন।

গীত।

ধ্রুপদ—তাল চৌতাল।

বিলম্বে কি প্রয়োজন।
রাখ হে মম বচন, বাঁধ সন্নিধান।
এ মধুমাস মনোহর, সর্ব্ব কার্য্যে শুভঙ্কর,
শুভ কার্য্য কর কর শীঘ্র সমাপন॥

বশিষ্ঠ। মহারাজ! আপনি রামচন্দ্রের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন করুন; এই ক্ষণে আমি বিদায় হলাম।

রাজা। প্রভু! তবে আমি প্রণাম হই।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

সভাস্থল।

(রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি।)

মন্ত্রী। মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ অমাত্য। আমার এইক্ষণে জরা উপস্থিত; এ বয়সে আমার পরকালের উপায় চিন্তা করাই বিধেয়। এ সময়ে আমি যখন স্বীয় দেহভার বহনে অক্ষম, তখন বিশাল রাজ্যভারই বা কি প্রকারে বহন কর্ত্তে সমর্থ হতে পারি? এজন্য তোমাকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

মন্ত্রী। মহারাজ! অধীন উপস্থিত আছে, যেমন অভিরুচি হয়, আজ্ঞা করুন।

রাজা। মন্ত্রিন! তবে মনোনিবেশ করে শ্রবণ কর।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

শুন মন্ত্রিবর মনে যে করেছি মন্ত্রণা।
এ বয়সে আর কেন ছার বিষয় ভোগের বাসনা।
পূর্ণ মনস্কাম, আমার রাম,
সর্ব্বলোক প্রিয়, পুত্র, সর্ব্বগুণধাম,
এ ভার তারে, প্রদান করে,
এ পাপ সংসারে রব না।

রাজা। দেখ সুমন্ত্র! আমি কুমার রামচন্দ্রকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে একান্ত মানস করেছি। এ বিষয় তোমার মত কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি যা অভিলাষ করেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও শুভকর। এ বিষয়ে আমার কোনও বক্তব্য নাই। যখন ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আজ্ঞা প্রদান করেছেন, তখন আর শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নয়।

রাজা। সুমন্ত্র! তবে তুমি রামাভিষেকের সমস্ত আয়োজন করো; দেশ দেশান্তরের সমস্ত ভূপতিগণকে এমন কৌশলে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করবে, যেন অদ্যই তাঁহাদের পত্র হস্তগত হয়। বশিষ্ঠ দেব আজ্ঞা করেছেন, পরশ্ব রামের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন হবে; কাল তার অধিবাস। দেখ, যেন রাজা মধ্যে কেহ অনিমন্ত্রিত বা অনাহূত না থাকেন। আর, তুমি কুমার রামচন্দ্রকে একবার ত্বরায় আমার নিকট লয়ে এস।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ, তবে আমি চল্লেম।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজভবন।

(রাম ও মন্ত্রী।)

মন্ত্রী। যুবরাজ! অভিবাদন করি। মহারাজ আপনাকে আহ্বান কচ্চেন; কি আজ্ঞা হয়।

রাম। সুমন্ত্র! তবে বিলম্বে প্রয়োজন নাই। চলো, তোমার সঙ্গে গমন করি।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০—

সভাস্থল।

(রাজা আসীন, মন্ত্রীর সহিত রামের প্রবেশ।)

রাম। পিতঃ! আমার প্রণাম গ্রহণ

রাজা। এস এস বৎস, চিরজীবী হও। রাম! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান; তুমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ; সকল প্রকার বিদ্যাই তোমার হৃদয়দর্পণে নিরন্তর সমভাবে প্রতিফলিত; তোমাকে আর কি উপদেশ দিব? তুমি রাজনীতি উত্তমরূপে অবগত হয়েছ, এজন্য একটী কথা বলি।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

রাম রাখ রাখ আমার এ ভারতী।
সঁপিয়ে তোমারে বিশাল-রাজ্য করেছি বাসা,
করি চরম চিত্তে সম্প্রীতি।
আমার যৌবন গেল বিগত,
আশা ভরসা সব হত, তত্ত্ব করি নিত্য পথ,
তাতে মনে পাই তব সঙ্গতি॥

রাজা। রাম, তুমি এক্ষণে দুর্বহ রাজ্য-ভার বহনে উপযুক্ত হয়েছ; অতএব পরশ্ব তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অতএব, অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন কার্য্যে দীক্ষিত হয়ে পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। আমার বৃদ্ধাবস্থা, এক্ষণে আমি অবসর গ্রহণ করিব।

রাম। পিতঃ! আপনার যেমন অভিরুচি, তাই করুন।

মন্ত্রী। প্রতিহারি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। মহিবর, আজ্ঞা করুন।

মন্ত্রী। মহারাজ রামচন্দ্রকে পরশ্ব দিবসে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন; কাল তাঁর অধিবাস। তুমি নগরমধ্যে ভেরী ঘোষণা দ্বারা প্রভাতে সংবাদ জ্ঞাপন কর।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা; তবে আমি চল্লেম।

(ভেরী শব্দ।)

শুন শুন শুভ রবে, রাম কাল রাজা হবে,
আজ হবে তাঁর অধিবাস।
রাজার বাসনা এই, অন্ধ খঞ্জ দুঃখী যেই,
দান লহ যেবা অভিলাষ॥
আর শুন এ বৎসর, যার যত রাজ-কর,
না লবেন রাজ্যের রাজন।
হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাটে, নিত্য গীত বাদ্য নাটে,
উৎসবে থাকহ সর্ব্বজন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর—সীতার কক্ষ।

(সীতা ও বাসন্তী।)

বাসন্তী। ঠাকুরাণি! প্রণাম করি।

সীতা। এস এস, প্রিয়সখি বাসন্তী এস। সহচরি! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তোমায় দেখ্‌তে পাইনি; কোথায় ছিলে, বল দেখি?

বাসন্তী। কেমন ঠাকুরাণি! আমাকে ত বল্‌তেই হবে; কিন্তু আজ তো আমি সহজে বল্‌বো না। আমাকে কি পুরস্কার দেবে, আগে তা স্থির করো, তবে আমি ভেঙ্গে বল্‌বো। আমি যেখানে ছিলাম, আর যা দেখে এলাম, তা কি শুধু শুধু বলা যায়? বিশেষ, আজ আমাদের সুখের ও আমোদের দিন।

সীতা। সহচরি! আজ তোমার কিসে এত আনন্দ হলো, আর কোথা কি দেখে এলে? এমন কি কথা আছে, যা বলে আমার কাছে পুরস্কার নেবে? আমি ত তা ভেবে কিছু স্থির কর্ত্তে পারিনে।

বাসন্তী। জনকনন্দিনি! তবে আমাকে কাজে কাজেই বল্‌তে হলো। এটা সুখের ও আহ্লাদের কথা কি না, শোন দেখি!

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

ঠাকুরাণি! নিবেদন শ্রীচরণে।
পূর্ণ হলো এত দিনে যে সাধ ছিল মনে।
সুখের কথা কি শুনিলাম,
আজ আমি গো দেখে এলাম,
আনন্দ উৎসব রাজভবনে,—
হবেন রামচন্দ্র রাজা সংপ্রতি শুভক্ষণে,
রাজমহিষী হ'বে তুমি বসিবে সিংহাসনে।

বাসন্তী। কেমন জানকি! শুনলে তো—তুমি রাজমহিষী হবে? আমাদের এর তুল্য আর কি সুখ আছে। যা হোক, রজনী প্রভাত হলো, আজ অধিবাস, কাল রামচন্দ্র রাজা হবেন। এক্ষণে আমোদ-প্রমোদ আর বেশ-বিন্যাস যা কত্তে হয়, সব সমাপন কর।

সীতা। সখি! এ সুখের কথা শুনলেম বটে; কিন্তু ও সব আড়ম্বরে কাজ নাই। আর্য্যপুত্র বলেন—"সুখে দুঃখে সমভাবে থাকাই উচিত।" আর দেখ সখি, আপনার আমোদ আপনি করা ভাল নয়: পরে করে,—সেই ভাল।

বাসন্তী। সেকি জানকি! তুমি যে ভাই অবাক্ কল্লে। যার ছেলে হয়, যার বাড়ীতে মঙ্গলের কাজ হয়, তার বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ হয় না তো কি পরের বাড়ীতে হয়ে থাকে?

সীতা। হাঁ সখি! তার বাড়ীতে হয় বটে; কিন্তু সে গো আপনি নাচেনা গায়না। তেমন তো রাজবাড়ীতে অনেক আমোদ উৎসব হচ্ছে! যাহোক সখি! ও-কথায় আর কাজ নাই; চুপ কর। আমি যেন কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

বাসন্তী। আর কে আসবে? যিনি হর-ধনু ভঙ্গ করে, সাগরছেঁচা মানিকের মতন তোমা-হেন রত্নটী ঘরে এনেছেন, তিনিই আসছেন। এখন আমি অন্য স্থানে যাই।

(বাসন্তীর প্রস্থান।

(রামের প্রবেশ।)

রাম।—প্রিয়ে! এতক্ষণ কার কথা হচ্ছিল?

সীতা। যাঁর কথায় মন ভাল থাকে, ও যে কথাটা মনে রাতদিন জাগ্‌ছে।

রাম। প্রিয়ে! একটী কথা বলি; যা মনে যাগে, তাকি মুখে আসেনা?

সীতা! না আর্য্যপুত্র! সকলের কাছে আসেনা।

রাম। প্রিয়ে! একটা কথা বলি; তবে কি আমি সকলের মধ্যে গণ্য?

সীতা। না, দয়াময়! এ বিষয়ের মধ্যে তুমি নও।

রাম। প্রিয়ে। তুমি যে চন্দ্রবংশে জন্মেছো, তা না বলে দিলেও তোমার কথাতেই লোকে বুঝ্‌তে পারে। কারণ, সুধাকর পূর্ব্বপুরুষ না হলে'কি প্রতি বাক্যে এত সুধা নিস্থত হয়? সে যা হউক, সংপ্রতি তোমাকে একটী শুভ সংবাদ প্রদান করি।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

বল প্রিয়ে শুন শুভ সমাচার।
জনক আজ দিয়েছেন আজ্ঞা
দিবেন আমায় রাজ্যভার।
কুরীতি-কলঙ্ক-হীন, শুনেছি হে চিরদিন,
এ কুল-গৌরব-প্রিয়ে, এ কি চমৎকার!
ধরায় ধরে না যশ, সাধ্য কি তা বর্ণিবার,
জ্ঞানবুদ্ধিহীন আমি এ-বার আমার বিষম ভার।

রাম। প্রিয়ে! পিতা আজ্ঞা দিয়েছেন, আগামী কল্য আমাকে রাজ্যভার প্রদান কর্বেন; আজ তার অধিবাস তোমাকেও সভায় গিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে।

সীতা। আর্য্য পুত্র! কাল নিতান্তই কি আমাকে সভায় যেতে হবে? এত লোকের মধ্যে—বিশেষ গুরুজনের সম্মুখে—কেমন করে যে তোমার বামে গিয়ে বসবো, আমি তাই ভেবে ভেবেই সারা হচ্ছি। জীবিতেশ্বর!

যখন তোমার শরীরে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন রয়েছে, তখন তুমি যে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হবে,—একি আশ্চর্য্য কথা! মহারাজ যে তোমাকে এতদিন রাজ্যভার দেন নাই,—এই আশ্চর্য্য!

রাম। প্রিয়তমে! শাস্ত্রে শুনেছি, কমলের উপর একটী খঞ্জন পক্ষী দেখলে লোকে রাজা হয়ে থাকে। আমি যখন তোমার বদন-সরোজের উপর খঞ্জনতুল্য দুটী নেত্র সর্ব্বদা নিরীক্ষণ কচ্ছি, তখন, ধরাপতি কেন, বোধ হয়, ত্রিলোকপতি হওয়াও অসম্ভব নহে। আর কুল-প্রথানুসারে তোমার অবশ্যই সিংহাসনে বসতে হবে। অধিকন্তু আমার এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহনের ভাগও তোমায় গ্রহণ কর্ত্তে হবে।

সীতা। নেও যেনে! আমি আবার রাজকার্য্যের কি বুঝবো, কি করবো? তুমি এতও জান!

রাম। প্রিয়ে! তুমিই সব করবে, আমি উপলক্ষ মাত্র। তার সাক্ষী দেখ,—সুরপতি দানব-সমরে অস্ত্রানলে দগ্ধ হ'লে শচী-প্রেম-সুধারূপ ঔষধ দ্বারা সুস্থ করে থাকেন।

গীত।

রাগ—কাওয়ালী।

বলবো কি আর, এ রাজ্যভার,
সুধু নয় আমারি।
জাননা কি প্রিয়ে, পতির অর্দ্ধ-অঙ্গ নারী।
বিষয় চিন্তানলে যখন, দহিবে আমার জীবন!
তখন কি করি।
সাক্ষী, দিবাকরের করে, সদা তাপিত রত্নাকরে,
সে তাপ নিবারি কেবল তরঙ্গিনী বারি।

রাম। অতএব প্রিয়ে, তুমিই আমার বল-বুদ্ধি সব। এ বিশাল রাজ্যভার বহনের ভাগ তুমি না নিলে, আর কে নেবে?

সীতা। আর্য্যপুত্র! আমাকে একথা বলে কেবল লজ্জা দিচ্ছ। আমি অবলা কুলবালা; আমাকে এত ব্যঙ্গ করা তোমার উচিত নয়। আর একটী কথা বলি; এই সামান্য রাজ্যভার তোমার এত কষ্টকর হচ্ছে, এবং এই ভার বহনে অশক্ত হয়ে আমাকে অংশ লতে অনুরোধ কচ্ছো; কিন্তু কালবিশেষে ও কার্য্যানুরোধ এই বিশাল বিশ্বভার ধারণ করেছ। বল দেখি, তখন তোমার সে ভারের ভাগ কে লয়েছিল?

রাম। প্রিয়ে! তুমি যতই বলনা কেন, রাজ্য-চিন্তানলে যখন আমার শরীর দগ্ধ হবে, তখন তোমার বিধুবদনের হাস্য-সুধা-বৃষ্টি ও নীলোৎপল-দল তুল্য নয়নের দৃষ্টি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

সীতা। জীবিতেশ্বর! আমি বারম্বার তোমার কথার উত্তর দিতে পারিনে। এক্ষণে আপনার চরণে একটী নিবেদন করি; মনোযোগ করুন।

গীত।

দিতে চাও এ ভার অবলায় কেমনে।
তাকি নাথ জান না মনে,
দাসী দিয়েছে জন্মের মত নিজ ভার তব চরণে॥
এ রাজ্যভার এত ভারী,
হলো ওহে ভূভারহারী,
হও তাই অশক্ত ল'তে এক্ষণে।
চৌদ্দ ভুবনের ভার, শ্রীপদে আছে তোমার,
কিঞ্চিৎ কাতর নও সে ভার বহনে;—
ভার দিয়ে চরণে, অনুরক্ত সব ভক্ত জনে,
তারা চরমে নিশ্চিন্ত হয়েছে,
যেতে ভানুজ-ভবনে॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

মন্ত্রণা গৃহ।

(রাজা ও মন্ত্রী।)

রাজা। ওহে সুমন্ত্র!

মন্ত্রী। ভূপতি! আজ্ঞা করুন।

রাজা। রামাভিষেকের সমস্ত আয়োজন হয়েছে তো? নগরবাসী ও রাজ্যের সমস্ত প্রজাবর্গকে এবং দেশান্তরের ভূপতিগণকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে ত তো?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ! রাজপুত্রের অভিষেক-বার্ত্তা ঘোষণা-মাত্র প্রজালোক যার-পর-নাই আনন্দিত হয়েছে; এমন কি, সকলে নিজ নিজ দ্বারে পুষ্পমালা কদলী-বৃক্ষ এবং পূর্ণঘট স্থাপন করে কতই মঙ্গলাচরণ কর্‌ছে। দেবালয় মাত্রেই নানাবিধ দেবানুষ্ঠান হচ্ছে। নগর মধ্যে যত উচ্চ মন্দির, অট্টালিকা ও বড় বড় বৃক্ষ আছে, সে সকলের উপর চিত্র বিচিত্র ধ্বজপতাকা উড্ডীন হওয়াতে অযোধ্যাপুরীর আরও শোভা বৃদ্ধি হয়েছে। নিশাগমে পাছে অন্ধকার হয়, এজন্য পুরবাসিগণ স্থানে স্থানে পথে পথে দীপ-বৃক্ষ-সকল নির্ম্মাণ করেছে। মৃদঙ্গ, বেণু-বীণাদি বাদ্যের সহিত নৃত্য-গীতে নগর পরিপূর্ণ; সমাগত দর্শকমণ্ডলীতে রাজপথ সমাকীর্ণ; আর মাঝে মাঝে মহারাজের জয়ধ্বনিতে যা থানী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বোধ হয়, যেন আনন্দ-সাগর উৎসাহ বায়ুবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

রাজা। তা হতেই পারে। কুল পাবন রামচন্দ্র শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছেন; রামের গুণে বশীভূত নয়, এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে? এতদিনে সূর্য্যবংশে প্রকৃত সূর্য্যই উদয় হয়েছেন! যা হোক্, দেখো যেন কোন বিষয়ের ত্রুটি না হয়। রজনী অধিক হয়েছে; বিশেষতঃ কাল অতি প্রত্যুষে উঠতে হবে। অতএব এক্ষণে আমি শয়নে যাই।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

ইন্দ্রালয়—সভাস্থল।

(ইন্দ্র, চন্দ্র, অরুণ, বরুণ, যম প্রভৃতি।)

ইন্দ্র। কোথায় গো, অরুণ, বরুণ, ধর্ম্মরাজ, সুধাকর প্রভৃতি দেবগণ কোথায়?

সকলে। দেবরাজ! আজ্ঞা করুন।

ইন্দ্র। দেবগণ! মর্ত্ত্যলোকে আজ বড় একটা বিপদ উপস্থিত। রাবণ প্রভৃতি রাক্ষস-বধের জন্য অযোধ্যা-নগরে রাজা দশরথের পুত্র-ভাবে নারায়ণ চারি অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন; রাম, লক্ষ্মণ ভরত, শত্রুঘ্ন—এই নাম ধারণ করে মানবলীলায় কালযাপন কচ্ছেন। কিন্তু বিমাতা কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা এবং সেই বরে পিতৃ-সত্য পালন জন্য রাম বনবাসী ও রাবণ স্বয়ং-লক্ষ্মী রামপত্নী সীতা হরণ-অপরাধে সবংশে নিপাত হ'লে, আমরা নিষ্কণ্টক হবো। এই তো স্থির সিদ্ধান্ত; কিন্তু অদ্য রাম রাজা হওয়ার সংবাদে কৈকেয়ী হিংসা না করায়, রাম বনবাসী হন না। তাহলে ত, রাবণ-বধের কোনও উপায় নাই? আমাদের সম্পূর্ণ বিপদ—এর উপায় কি, সকলে স্থির কর।

দেবগণ। দেখুন আখণ্ডল! রামচন্দ্র বনবাসী ও রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ না হলে, আমাদের আর কোনরূপেই মঙ্গল নাই। যাতে রাম বনে যান এবং কৈকেয়ী বর প্রার্থনা করেন, এর উপায় স্থির কর্ত্তে হ'লে, ভগবতী বাগবাদিনীর উপাসনা করুন। তিনি ভূতলে গিয়ে কৈকেয়ীর জিহ্বায় বসুন এবং কুমতি হিংসা-দ্বেষ প্রদান করুন; তা'হলেই কার্য্য সিদ্ধি হবে।

ইন্দ্র। তবে এক্ষণে তাই করা কর্ত্তব্য।

(স্তব)

জয় দে জননি বাণি, কি তব মহিমা জানি,
করুণা প্রকাশি আসি দেবে দয়া কর মা।

শরণ লয়েছি পদে, রক্ষা কর এ বিপদে,
তুমি অগতির গতি, এ দুর্গতি হর মা।
রাক্ষস রাবণ গর্ব্বে, সশঙ্কিত সুর সর্ব্বে,
দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা সদা লঙ্কাপুরে মা।
দর্প বিনাশিতে তার, বিষ্ণু রাম অবতার,
রাজা দশরথ-গৃহে অযোধ্যা-নগরে মা।
কৈকেয়ী না নিলে বর, বনে যান্ না রঘুবর,
তুমি তার স্কন্ধে বসে, দুর্ম্মতি ঘটাও মা।
যাতে রাম যান বনে, উপায় কর এক্ষণে,
সাধ সাধ সুরকার্য্য কৃপানেত্রে চাও মা।

গীত।

তাল—তিওট।

মা কোথা দেবী বাগ্‌বাদিনি।
ডাকি কাতরে তোমারে কৃতাঞ্জলি,
রাখ শ্রীপদে বীণাপাণি!
সুর কার্য্য সাধন, করিবারে এখন,
একবার ত্বরায় তুমি ধরায় কর গমন,
দিয়ে কুমতি ভুলাও মা কৈকেয়ীর মন,
যেন রামরূপে বনে যান চিন্তামণি।

ইন্দ্র। মা বীণাপাণি! আর বিলম্ব করনা মা! সত্বর একবার দেখা দিয়ে অমরগণকে সুস্থির করো।

(বীণাপাণির প্রবেশ)।

সরস্বতী। দেবরাজ! আমি তোমার স্তবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি বটে; কিন্তু রামচন্দ্রকে বনবাসী কর্‌বার জন্য অবনীমণ্ডলে গিয়ে কৈকেয়ীকে কুমতি প্রদান কর্ত্তে আমার অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হচ্ছে। দেখুন, এ বড় সর্ব্বনাশের কথা। একথা মনে হ'লে, বক্ষ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়। রাম—দশরথ ও কৌশল্যার জীবনসর্ব্বস্ব ধন। 'রাম তুমি বনে যাও"—এমন নিদারুণ কথা আমি কেমন কোরে কৈকেয়ীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করবো? আমার এ বিষয়ে বড় চিন্তা উদয় হচ্ছে। আহা! একদিন দশরথ মৃগয়া-জন্য অরণ্য-মধ্যে ভ্রম ক্রমে অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধুর প্রাণ বধ করেছিলেন; পুত্র-শোকে সিন্ধুর পিতা প্রাণত্যাগ ক'র্‌বার সময় 'তুমিও আমার মত পুত্রশোকে পরলোক প্রাপ্ত হবে',—এই শাপ প্রদান করে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। আহা! আমি কি আজ সেই ব্রহ্ম শাপাগ্নি প্রজ্বলিত করে তুলবো? আমি কি বিনা অপরাধে রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়ে তদীয় পিতা রাজা দশরথকে কালগ্রাসে সমর্পণ করবো? হায়! আমি কেমন করে এই ত্রিলোকমাঝে এমন দুরপনেয় কলঙ্ক-ভাগিনী হবো!

গীত।

তাল একতাল।

ধরায় যাবো কেমনে হে!
আমার নিতান্ত ভয় যে মনে।
ক্ষমা কর আজ আমারে শচীশ্বর,
পারবো না এ কার্য্যে হতে অগ্রসর,
জাননা জন্মেছেন জগতের ঈশ্বর,
মানব-লীলায় দশরথের ভবনে।
এমনি দর্প করে করিয়ে গমন,
হরকোপে ভস্ম হয়েছে মদন,
কি জানি কি ঘটে, পড়িবা সঙ্কটে,
জানকী-জীবনে পাঠাতে বনে।

সরস্বতী। শচীপতি! আমি তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হও। আমাকে ধরায় যেতে আর ব'লনা।

ইন্দ্র। মা বাগ্‌বাদিনি! আপনি এ বিষয়ে কৃপা-প্রদান না করলে, অমরবর্গের আর উপায় নাই। জননি! জননী বিনে সন্তানগণের এ কষ্ট আর কে দূর করবে? আপনি চিন্তা করবেন না। রাম বনে যাবেন, রাবণ সীতা-হরণ করবে ও স্ববংশে বিনাশ হবে, আমরা নিষ্কণ্টক হবো,—পূর্ব্ব হতেই এই স্থির আছে। আপনি উপলক্ষ হবেন মাত্র; ইহাতে আপনার দোষস্পর্শ হবে না, অতএব চিন্তা ত্যাগ করুন।

সরস্বতী। দেখ আখণ্ডল! আমার এ কার্য্যে অবনীতে যেতে একান্ত ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করি? তোমরা বিপদস্থ; কাজে কাজেই যেতেই হলো। এক্ষণে তোমরা নিশ্চিন্ত হও আমি ত্বরায় ধরায় গিয়ে যাহাতে দশরথের নিকট কৈকেয়ী রামনির্ব্বাসনের বরপ্রার্থনা করে, তার উপায় করিগে। সত্বর কার্য্য সাধন হবে, তার আর সন্দেহ নাই।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞা মা! তবে গমন করুন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর—কৈকেয়ীর কক্ষ।

(কৈকেয়ী ও মন্থরা)

মন্থরা। (স্বগতঃ) নগরে কি একটী আশ্চর্য্য কথা শুনলেম। রাজা নাকি আজ ভরতকে বঞ্চিত করে রামকে রাজা দেবেন। তাহলেত কৌশল্যারাণীর বড় মাৎসর্য্য হয়ে উঠলো! যাই দেখি কেকেয়ীর নিকট কেমন ক'রে রাম রাজা হয়। এই উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়েই না চাপাইতে পারি, তবেত আমার মন্থরা নামই মিথ্যা। (প্রকাশ্যে) দেবি কৈকেয়ি, তুমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে রয়েছ? ওদিকের সমাচার বুঝি কিছু জানতে পারনি?

কৈকেয়ী। কেন মন্থরে, কি হয়েছে? তোর ভাব-ভঙ্গী দেখে যে আমার ভয় হচ্ছে। সত্য বল্, নন্দীগ্রামের কি কোন সংবাদ এসেছে? ভরত ভাল আছে ত?

মন্থরা। বালাই বালাই, পেটের বাছা ভরত ভাল থাকবেনা কেন? আমার মাথায় যত চুল, তার পেরমাই তত। ওকথা মুখে এননা।

কৈকেয়ী। মন্থরে তবে কি শত্রুঘ্ন,—

মন্থরা। তোমার বুদ্ধির কপালে আগুণ। যানয় তাই ভাবছো? কিন্তু ঘরের ভিতর যে কত কাণ্ড কারখানা হয়ে যাচ্ছে,—তার আজ খোঁজ খবর নাই। ভ্যালা মেয়ে যাহক! কেবল খাওয়া বুঝেছ, আর শোয়া বুঝেছ। আপনার ভাল মন্দ কিসে হয়, তার কিছুই জাননা। আমার বলার আবশ্যক নাই; তবে কেবল ভরতের ভালর জন্য ব'লতে হলো।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

আমি তোমার প্রিয় দাসী,
তোমার অমঙ্গলের কথা শুনে হল মন উদাসী।
প্রাণের অধিক ভালবাসি,
তাই তোমারে বল্‌তে আসি,
জাননা সংপ্রতি তোমার সর্ব্বনাশ হয় সর্ব্বনাশী।

কৈকেয়ী। মন্থরে। আমার মাথা খাস; খুলে বল, কি হয়েছে।

মন্থরা। আমরি! আবার কি হতে হয়? কৌশল্যার বেটা কাল রাজা হবে। তারই উদ্‌যোগ হচ্ছে!

কৈকেয়ী। তবু ভাল, বাঁচলেম। আমার প্রাণ একেবারে উড়ে গিয়েছিল। তুই ধন্য মেয়ে! এমন সুমঙ্গলের কথা কি অমন ছল করে এসে বলতে হয়? মন্থরে! রাম রাজা হবে আমার এর বেশী আনন্দ আর কি হইতে পারে? আমার ভরত ও যে—রামও সে। ভরত রাজা হলে যে আহ্লাদ। এও আমার তেমনি। আমি রাম ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবিনে। মন্থরে! আজ তুই আমাকে যে সুসংবাদ দিলি, তোকে আর কি দিব? কেবল স্মরণার্থে এই হার ছড়াটি দিলাম।

গীত।

তাল একতালা।

দাসি, সুখের কথা কি শুনালি।
মনের সাধ পুরাইলি।

শুভ দিন শুভলগ্নে রাজা,
শ্রীরাম ধনে করবেন রাজা,
রবে মঙ্গলে প্রজা,—
(তাহলে রয় মঙ্গলে প্রজা)
রঘুনাথে আর ভরতে আমার
তুল্য জ্ঞান চিরকালি।

কৈকেয়ী। কেমন মন্থরে! খুসী হয়েছিস তো? হার ছড়াটা তোর মনে ধরেছে তো?

মন্থরা। হ্যা, বড় খুসী হ'য়েছি। তুমি এত বড় মাগী হ'লে, আজ বাদে কাল বেটার বেটা হবে, আজ ও সাদাসিদে বই বেঁকা বুঝতে জানলে না! ওমা, আমি যাব কোথা? ছি! ছি! ছি! তোমার এমন দশা! আমি যে তোমার আঁতুর বেলা থেকে শিখালেম, পড়ালেম—তাকি সব ভস্মে ঘি ঢালা হ'লো? তোমার মা যে তোমাকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছেন। তিনি যখন ব'লবেন,—"মন্থরা লো, তবে তুই কি কত্তে সঙ্গে ছিলি?" তা আমি আর কি ক'রবো? আমি ত আর তাঁর মেয়ের হ'য়ে রাজার কাছে শুতে ব'সতে পারিনে যে, রাজাকে বশ ক'রবো? আমার যত দূর সাধ্য—করি; হে ধর্ম্ম, তুমি সাক্ষী আমি ভাল বই মন্দর চেষ্টা করিনে; কথায় বলে—

"অবোধকে বোঝাব কত বোধ নাহি মানে।
ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥
ডালিমকে বুঝাব কত পাকবার সময় ফাটে।
শীল-নোড়াকে বোঝাব কত রোজ
বাটনা বাটে।"

তোমার তাই হয়েছে।

কৈকেয়ী। মন্থরা! কেন, কি হয়েছে? আমি কি করেছি আর কি কাজই বা আমায় কর্ত্তে হবে—খুলেই কেন বল্‌না?

মন্থরা। কি হয়েছে, বুঝতে পারনা? আর কি কর্ত্তে হবে তাও জাননা? পল্‌তে করে দুদ খাও, কচি খুকি আরকি! এই বলি, শোন।

গীত।

তাল কাওয়ালী।

রাখ রাখ এ দাসীর কথা রাখ এইবেলা।
এদিন বয়ে যায়, হবেনা উপায়,
রওকি বুঝে আপনার কাজে করোনা হেলা।
মনে ভাব বড় সুহৃদ,
রাজার সেটা শশার পিরীত,
ভিতর ভুয়ো বাইরে চটক, ভোজ-বাজীর খেলা।

মন্থরা। এই শুনলে? ভাল আমিই নাহয় তোমার ঢেঁকি বুদ্ধিকে বুঝিয়ে দিচ্ছি; আগে বল দেখি, রাম রাজা হবে শুনে তোমার আহ্লাদ হয়েছে তো?

কৈকেয়ী। মন্থরে! তা আবার বলবার কথা?

মন্থরা। সে তোমার মাথা। তুমি এইটে বুঝতে পারনা? রাম রাজা হলে তোমার সেই বাঘিনী সতীন—কৌশল্যা—রাজার মা হয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হবে; তুমি তার হাত তোলা চেঁচানি খেয়ে কেবল গুমরে গুমরে মরবে ও ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে থাকবে। জাননা, কথায় বলে—

"সতীনের হাত সাপের ছোঁ,
চিনি দিলে তুলে থো।
সতীনের রা নিশির ডাক্‌,
তিন ডাকে চুপ মেরে থাক্‌।
খাই যদি সতীনের কড়ি,
মরবো দিয়ে গলায় দড়ি।
কেমন এখন বুঝলে ত?

কৈকেয়ী। মন্থরে! তুই বাছা আমার যথার্থই হিতৈষিনী। তোর কথায় আমার জ্ঞান জন্মিল; এখন কি কর্ত্তে হবে ঠিক করে বল দেখি?

মন্থরা। তুমি রাজার সুয়োরাণী, গুমরে গুমরে কেটে মর। রাজার যে কত চাতুরি আছে, জাননা? তার সাক্ষী দেখনা কেন, ভরত মামার বাড়ী বোলে এই ফাঁকের ঘরে রামকে রাজটীকে দেবার উদ্যোগ হলো;—এ কেবল ভরতকে

ফাঁকি দেওয়া নয় তো কি? ঐ যেমন ভোমরা পদ্মকে বলেছিল,—"আমার বেলা মুখের মধু, আকাশে তার পরান বঁধু, আগেনা বুঝলে বাছা যৌবনেয় ভরে, পশ্চাতে কান্তে হবে "অজ্ঝর-ঝোরে" বল্‌বো কি আর মাথা? যাতে রাম রাজা না হয়ে ভরত রাজা হয়—এখনই তার চেষ্টা কর। রাত পোহালে আর কোন বুদ্ধিই খাটবেনা।

কৈকেয়ী। মন্থরে লো! তা কেমন ক'রে হবে? রাজা যে রামকে প্রাণের মত ভাল বাসেন। তিনি তাকে ছেড়ে ভরতকে রাজা কর'বেন কেন?

মন্থরা। রাজার ঘাড় যে, সে কর্‌বে। আমি তার গোড়া এটে রেখেছি। তোমার মনে পড়ে নাই? ঠাউরে দেখ দেখি, এক সময় রাজা তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দুটী বর দিতে চেয়ে ছিলেন কিনা? যদি আপনার ভাল চাও, তবে তার একবারে ভরতকে রাজা ও একবরে চৌদ্দ বৎসর রামকে বনে পাঠাইতে বল।

কৈকেয়ী! কেন মন্থরে! শেষের এই নিষ্ঠুর বরটীর আবশ্যক কি?

মন্থরা। আবশ্যক কি? হা হতভাগী, তোমার কোন বুদ্ধি নেই?

"খিড়কী সদর লাগিয়ে ঘাটি,
তবে গিয়ে দুয়ার কাটি।
হাল্‌কা বুদ্ধি আমি না ধরি,
গোড়া বেঁধে কর্ম্ম করি।"

হাবি, জাননা? রাম যদি রাজ্যের ভিতরে থাকে, প্রজালোকে গোল বাধালেও বাধাতে পারে। আর চৌদ্দ বৎসর বনে গেলে, ভরত ততদিন প্রজ গুলোকে বশ করে নিতে পার্‌বে। গায়ের গহনা গুলো খুলে ফেল, চুল গুলো এলো কর, চখে লঙ্কা মরিচ টিপে দিয়ে কাঁদ আর মাটিতে শুয়ে থাক। রাজা যখন এসে সাধ্য সাধনা কর্‌বেন, তখন ঐ দুটী বর বেশ করে গুছিয়ে নেবে। কেমন, মনে থাক্‌বে তো?

কৈকেয়ী। মন্থরে! তোর মত বুদ্ধিমতী কখন হয়নি, হবার নয়। এখন বেশ বুঝেছি, দুটী বরই নিতে হবে।

মন্থরা। তবে শিগ্‌গির মাটীতে শোও। আমি পায়ের শব্দ পাচ্ছি, ঐ বুঝি তিনি আস্‌ছেন; আমি এখন সরে যাই। সাবধান! সাবধান!

(মন্থরার প্রস্থান)

কৈকেয়ী। মন্থরে! তুই যেমন উপদেশ দিলি, আমি তবে তাই করি।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আহা! কাল আমার প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র রাজা হবেন,—এ আনন্দ আমার রাখ্‌বার অরে স্থান নাই। আজ রজনী অতি শীঘ্র প্রভাতা হন,—আমার এই প্রার্থনা। কিন্তু আমি শয়ন মন্দিরে যাচ্ছি; এমন আনন্দ ও সুখজনক কার্য্য কাল সম্পাদন হবে, আজ অকস্মাৎ আমার মন কেন এত চঞ্চল হচ্ছে? মনোমধ্যে নানা প্রকার দুর্ভাবনাই বা কেন উদয় হয়? যা হক, এ সময়ে প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মন্দিরে প্রবেশ করে মন স্থির করাই উচিত! এই ত মহিষী কৈকেয়ীর মন্দিরে এসেছি। একি, আজ রাজপুরের অন্য অন্য স্থান আনন্দে পরিপূর্ণ, এস্থান এমন অন্ধকারময় আনন্দশূন্য কেন? কিছুই ত বুঝতে পারিনে? এই জন্যই আমার মন এত চঞ্চল হচ্ছিল কি জানি কি দুর্ঘটনাই বা হয়! যা হোক্‌, আমার রাম কাল রাজা হলেই হলো। দেখ, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করেই শোখ। একি! মহিষী এ অবস্থায় পড়ে কেন? কোন অসুখ হয় নি তো? এই চারিদিকে অলঙ্কারগুলি ছড়ান রয়েছে—এতো স্পষ্টই মানের চিহ্ন। আবার দেখ্‌ছি রোদন কত্তে কত্তে বুক ফুলে ফুলে উঠছে, চক্ষের জলে দুকুল ভেসে যাচ্ছে। আজ হৃদয় আকাশের চন্দ্র ভুতলে কেন? কি জন্য আজ একেবারে বিষাদ-সমুদ্রে অঙ্গ ঢেলেছ? এর কারণ কি—শীঘ্র বলো।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

আজ কেন লো প্রেয়সি তোমার এত মান।
তোমার আজ কি ভাব উদয় কেন ভাবান্তর,
বিরহে বাঁচিনে এ জীবন জ্বলে যায়,
হেরে মলিন বদন-বিধু নয়নে হেরি বিমান।
ধরাতে অধরা নয়নেতে ধারা,
বললো মানিনি তোমায় করেছে কে অপমান।

রাজা। প্রিয়ে! আর কেন বিড়ম্বনা কর? তোমার কিসে এত দুঃখ হলো,—তাই বলো সহকার তরু নিকটে থাক্‌তে মাধবী-লতা কি ভূমিতে লতিয়ে বেড়ায়? না—সূর্য্যের উদয় দেখেও পদ্মিনী মলিনা থাকে? তোমার বদন-শশীকে মানরূপ রাহু-গ্রস্ত দেখে আমার নয়ন চকোর যে দগ্ধ হচ্ছে,—তা কি তুমি জানতে পাচ্ছো না? তোমার সেই কোমল হৃদয় কি আর একেবারে এত পাষাণ হয়ে গেল? তুমি আমার রাজ্য-লক্ষ্মী; তোমার জন্য যে দশরথ রাজ্য ত্যাগ,—প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ কর্ত্তে পারে! তোমায় কি কেউ কিছু বলেছে? তোমার কোপানল জ্বেলে দিয়ে কোন দুর্ভাগা জ্বলন্ত আগুনে হাত দিয়েছে। উঠ, প্রসন্না হও; মনের কথা প্রকাশ করো।

কৈকেয়ী। না, মহারাজ! কেউ আমার অপমান করেনি। আমি আপনার দুঃখেই আপনি কাঁদ্‌ছি। তোমায় সে দুঃখ জানিয়ে আমার কি হবে? আমি কি এত ভাগ্য করেছি যে, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে?

রাজা। প্রিয়ে! যদি স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালে গিয়েও কৈকেয়ীর প্রিয় সাধন হয়; যদি ইন্দ্র, চন্দ্র, তপনের সঙ্গে বিবাদ করেও কৈকেয়ীর বাঞ্ছা পূর্ণ হয়; তবে দশরথ এই দণ্ডেই তা কর্ত্তে প্রস্তুত আছে। তোমার মনস্তাপের কারন বলো।

কৈকেয়ী। মহারাজ! আমি তা আপনাকে বলবো বটে; কিন্তু প্রকৃত কথা বলবার পূর্ব্বে, আর একটী কথা বলি, মনোযোগ করুন।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

আজ আমার নিকটে নাথ সত্য কর হে।
এ নয় দুষ্কর হে, শিরে সঁপে কর হে।
পুরাইলে অভিলাষ, দেখ্‌বো কেমন ভালবাস,
হয় তবে বিশ্বাস, হলে পূর্ণ বাসনা,—
নইলে মনে জানবো ভাল ভালবাসনা,
করণা বঞ্চনা, এ বেদনা হর হে।

কৈকেয়ী। মহারাজ! আগে অধিনীর নিকট সত্য করুন যে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন; তবে অধিনী সে কথা বলতে পারে।

রাজা। প্রিয়ে! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বল্‌ছি,— তুমি যা বলবে আমি তাই করবো; কদাচ অন্যথা হবে না।

কৈকেয়ী। মহারাজ! যদি অধিনীর উপর এত দয়াই কল্লেন, তবে আমার প্রার্থনা এই—অনেক দিন হ'লো যে দু'টি বর দিতে অঙ্গীকার করেছিলেন, আজ সেই দুটী প্রদান করুন।

রাজা। প্রিয়ে! সে বর বলে কেন? যখনই যা চাবে তখনই তাই পাবে। আমি তো ঐ যুগল বরদানে পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আছি? কি বর বল,—এখনই সিদ্ধ হবে।

কৈকেয়ী। মহারাজ! তার একটীতে ভরতকে রাজা করেন; আর একটীতে রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠান,—এই আমার প্রার্থনা।

রাজা। হা, রাম! কি শুনলেম!

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

(বেগে মন্থরার প্রবেশ)

মন্থরা। কৈকেয়ি! তোমার কপালে আগুণ; হা করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? রাজার মুখে জলের ছিটে দেও না। রাজার ভাল-মন্দ হলে, ভরতকে আর কে রাজা করবে? এই জলপাত্র নেও।

রাজা। (উত্থানান্তর) এ্যাঁ! আমি কোথায়? আমার রাম কৈ? এই যে সেই স্বর! এই

যে সেই পাপিষ্ঠা। রে পাপীয়সি! তুই কেন আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ কর্‌লি? ওরে প্রাণ, তুই এখনও আমার এই দেহে আছিস? ওরে নয়ন, তুইতো মুদ্রিত হয়েছিলি; আবার কেন এই দুশ্চারিণীর মুখ দেখতে জাগ্রত হলি? হায়! আমি কোথায় যাই? হায়! আমার কপালে কি শেষে এই ছিল?

গীত।

তাল আড়খেমটা।

কেমনে কোন্ প্রাণে এমন ঘটাস সর্ব্বনাশ।
কোন প্রাণে তুই বলিস দিতে
আমার রামকে বনবাস॥
স্বপনে আমি না জানি, তুই যে এমন চণ্ডালিনী,
এতকাল যে কালসাপিনী সহ সহবাস।

রাজা। হায়! আমি রাজমহিষী ভেবে, এতকাল কালসাপিনী পুষে রেখেছি? আমি আমার প্রণয় কাননে, কল্প-তরু ভ্রমে বিষ-বৃক্ষকে রক্ষা কচ্চি? এতদিন কি দেবকন্যা জ্ঞানে রাক্ষসীকে রক্ষা করে আসছি! আমি কি গৃহলক্ষ্মী ভেবে এতদিন অলক্ষ্মীর পূজা করে আসছি। হায়! হায়! আমার সুখের তরি ভগ্ন হলো! আমার আশা-তরু নির্ম্মূল হলো! আমার উৎসাহ স্রোত শুকিয়ে গেল! ওরে কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! তোর মনে কি এই ছিল? রাম তোর কাছে কি অপরাধ করেছে? রাম-আমার সূর্য্যবংশের চূড়া, রাম আমার বৃদ্ধকালের আশ্রয়, রাম আমার সর্ব্বগুণাকর, সত্যের আদর্শ, দয়ার উৎস। তুই এমন অমৃতভাষিনী হয়ে, কিরূপে এত বিষ উদ্গীরণ কল্লি? তুই কেমন করে এমন কথা মুখে আনলি? তুই কার কাছে, ব্যাধের বৃত্তি শিখে এসে মধুর বাক্য রূপ বংশীধ্বনী দ্বারা আমাকে মৃগ বধের ন্যায় সত্য-ফাঁদে বদ্ধ কল্লি? আমি কি সত্য সত্যই সত্য করেছি? না,—এমন হবেনা।

কৈকেয়ী। মহারাজ! লোকে তোমাকে সত্যবাদী, স্থির প্রতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক বলে থাকে। তবে কেন আগে প্রতিজ্ঞা করে, এখন ইতর জনের মত সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে চাও?

রাজা। কৈকেয়ি! আমি কাতরে মিনতি করি, তুমি কেবল রাজ্য নিয়েই ক্ষান্ত হও; রামকে নির্ব্বাসন দিতে আর বল না। আমি রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র ব্যতীত জগতে আর কিছুই শোভার পদার্থ দেখিতে পাইনে। বরং ভূমি বিনা তরুলতা শস্য ও জীবগণের অবস্থান সম্ভবে, বরং জলাবরহে জলচরের প্রাণও বাঁচিতে পারে; কিন্তু রাম বিচ্ছেদে দশরথের দেহ কখনই সজীব থাকবে না। অতএব হে সুন্দরি! হে দেবি! হে প্রাণবল্লভে! আমি যোড়হস্ত, সজলনয়নে তোমার চরণে এই ভিক্ষা চাই,—তুমি এই অনর্থকারিণী পাপবুদ্ধি পরি-ত্যাগ কর! এভিন্ন আর যা চাবে,—তা আমি এখনি পূর্ণ কর্‌ব।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

হে সতি মিনতি করি তোমার চরণে।
ক'রনা অরণ্যবাসী রাম জীবনধনে।
সর্ব্বস্ব ধন যে আমার, নয়নতারা কণ্ঠহার,
হেরি ভুবন অন্ধকার যে রত্ন বিনে।

রাজা। কৈকেয়ি! তুমি নিশ্চিত জেনো, আমি এই সাম্রাজ্যকে তৃণবৎ, আর জীবনকে নখাগ্রবৎ পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি। কিন্তু প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে কদাচ ত্যাগ কর্ত্তে পার্‌বনা।

কৈকেয়ী। মহারাজ! তোমার এই কি ধর্ম্ম? এই কি তোমার সত্যবাদিত্ব? এই কি তোমার ক্ষত্রিয়-বংশের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা? রামের জন্য তুমি এত কাতরই বা কেন? রাম এখন যোগ্য হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র শিখেছে; তবে তার বনবাসে এত আশঙ্কাই বা কি? এই যে সে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বনে গিয়ে কত রাক্ষস-রাক্ষসী মেরে ফেল্লে; জনকপুরে গিয়ে শিবের কত বড় ধনুক খানা ভেঙ্গে ফেল্লে, দিব্য সুন্দরী

মেয়ে বিবাহ করে আন্‌লে! তবে তার বনে বেড়ান আর নতন হলো কৈ? মহারাজ! তুমি কেবল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ধর্ম্মনষ্ট কর্ত্তে চাচ্ছ।

রাজা। ওরে কুলনাশিনি রাক্ষসি! ওরে পুত্রদ্বেষিনী, স্বামী-ঘাতিনী চণ্ডালীনি! তুই কি দয়ামায়া একবারে জলাঞ্জলি দিলি? তোর কি স্বামীহত্যা পাপে ও ভয় নাই? আমার মরণ আর প্রিয়পুত্র রামের বনগমন হলেই কি তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? তুই কি আর কোন বর খুঁজে পেলিনে? হা পাপীয়সি! কি কল্লি? কি কল্লি? হা মাতঃ বসুন্ধরে। তুমি এখনও দ্বিধা হয়ে এমন ক্রুরহৃদয়া, স্ত্রী-কুল কলঙ্কিনীকে গ্রাস কচ্চনা? হে পবন! তুমি এখনও এই পাপমতি দুষ্টা রমণীর শ্বাসক্রিয়া রোধ করে দিলে না? সখে দেবরাজ! তুমি এখনও পিশাচীর মস্তকে বজ্রক্ষেপণ কল্লে না? হে রজনি, আজ তুমিও কি বিভীষিকাময়ী কালরাত্রি হয়ে এলে? তা হয়েছ হয়েছ। এমনিই থাক, আর প্রভাত হওনা; তাহলে রাম আমার বনে যাবে না।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

তুমি গো জগতের যন্ত্রণা হারিনী,
কুচিন্তা বারিণী, হওনা প্রভাত ধরি পায়।
পোহালে রজনী জীবন রাম যে
আমার বনে যায়।
নির্ম্মল এ রঘুকুলে, কলঙ্ক নিশান তুলে,
প্রভাতে জন মাঝে এ বদন দেখান দায়॥

রাজা। রজনি! তুমি যদি একান্তই প্রভাত হবে তবে এখনি হও। মিনতি করি, আর বিলম্ব ক'র না। তুমি পোহালে আমার রাম বনে যাবে, রাম বনে গেলে আমার প্রাণও দেহ ছেড়ে যাবে; সুতরাং, এই মায়াবিনীর মুখ আর আমায় দেখ্‌তে হবে না। রে ঘৃণা-লজ্জা-হীনা কৈকেয়ি! তুই রাজমহিষী হয়েও লোভের দাসী হ'য়ে উঠ্‌লি? যে রামের গুণ-গান না ক'রে রাজ্যের স্ত্রী-পুরুষ জলগ্রহণ করেনা, আমি কি দোষে আজ সেই জীবন-সর্ব্বস্ব পুত্রধনকে বনে বিসর্জ্জন দিব? লোকে রামের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, কি উত্তর দিব? কি চিরস্থায়ী কলঙ্ক! কি অশ্রুত-পূর্ব্ব স্ত্রৈণাপবাদ! আমি স্বপ্নেও জানি না যে, আমার শেষ দশায় এমন ঘটবে। উঃ! কি হ'ল! আর সহ্য হয়না; প্রাণ যে বিদীর্ণ হয়। হা রাম! হা বৎসাত্মন্‌! হা গুরুবৎসল! হা পুত্র! তুমি কেন এ হতভাগা পামরের ঔরসে জন্মেছিলে? হা প্রিয়ম্বদে কৌশল্যা! তুমি বঞ্চিত হলে! হা পুরবাসীগণ, তোমরা অনাথ হলে।

(পতন ও মূর্চ্ছা)

মন্থরা। কৈকেয়ি! এতদিনে মনোরথ পূর্ণ হলো; আর ভাবনা নেই। এখন রাজার মুখে জলের ছিটে দেও, পাখার বাতাস করো। যোগে-যাগে আজকের রাতটে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে হয়। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিক ফরসা হয়েছে; আর রাত নেই। আমি ভরতকে আনতে শীঘ্র নন্দীগ্রামে একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাইগে। (স্বগত) আজ একটু শুতেও পেলেম না, চোক দুটো কর্‌ কর্‌ কচ্চে, আঠার মত জল পড়্‌ছে, পিঠের কুঁজটাও আমার কট্‌-কট্‌ কচ্চে। যাহোক, কাজতো গুছিয়েছি। জানতে না পার্‌লে, রাম ছোড়া কোনদিক্‌ দিয়ে রাজা হ'য়ে যেত। দুর্ভাগ্যে মধ্যে এ সময় আমার ভাগের পুত নেই। থাক্‌লে পরে, সুমন্ত্র-টুমন্ত্রকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের এনে মন্ত্রী-টন্ত্রী কর্‌তাম। ভরত রাজা হ'লে আমি বই আর কে কর্ত্তা হবে?

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ, অভিবাদন করি। নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত রাজগণ প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ, সমস্ত রাজ কর্ম্মচারী এবং পুরোহিত ও সভাসদ মণ্ডলী সভাস্থ হয়েছেন; রাজ-

পুত্রের আসন উপযুক্ত মৃগচর্ম্মাবৃত মণি-মাণিক্যে খচিত অভিনব হৈম-সিংহাসন সভা-স্থলে স্থাপিত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিশিষ্ট মুক্তাদি মাল্যদ্বারা সুসজ্জিত সুবর্ণছত্র মণিময় রাজদণ্ড ও চামরাদি ব্যজন প্রস্তুত কোরে রাখা হইয়াছে; মনোহর কনক-কলস সমূহে নানা তীর্থের জল সংরক্ষিত হয়েছে; শ্বেত অশ্ব, শ্বেত হস্তী আর শ্বেত বর্ণের গাভীকে বিচিত্র পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করে রাখা হইয়াছে; কল্যাণদায়িনী বরণীয়া অষ্টজন সংকুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে অপেক্ষা করে আছেন এবং আভিষেচনিক অন্যান্য সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যই প্রস্তুত; কেবল মহারাজের শুভাগমন হ'লেই শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

রাজা। সুমন্ত্র! আমার অত্যন্ত অসুখ হ'য়েছে। তুমি রামচন্দ্রকে একবার আমার কাছে লয়ে এস।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) রাজার আকার প্রকার দেখেত বড় শুভ বোধ হয় না।

কৈকেয়ী। মহারাজ! অত কাতর কেন? না হয়, আমিই রামকে বলি।

রাজা। হা পাষাণি! হা নিদারুণ প্রাণ! চণ্ডালিনি!

(মন্ত্রীর সহিত রামের প্রবেশ।)

রাম। পিতঃ! প্রণাম করি।

রাজা। হা রাম! তুমি কেন এ পামরকে প্রণাম করলে?

রাম। মা! পিতা আজ এত কাতর হচ্ছেন কেন? পিতা আমাকে দেখে অন্য দিন কতই আনন্দ প্রকাশ করেন; অতি কোপের সময়েও আমাকে দেখে প্রসন্ন হন; তবে আজ এমন কথা বলে নিরস্ত হলেন কেন? আমি কি পিতৃচরণে কোন অপরাধ করেছি? না—পিতার কোন অসুখ হয়েছে?

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

বিলম্ব না সয়, বল মা নিশ্চয়,
কি কারণে কাতর হয়েছেন পিতে।
কি কাজ এ ঐশ্বর্য্যে, পিতার প্রিয় কার্য্যে,
এ ছার জীবন আমি পারি সঁপিতে॥
যে পুত্র হইতে পিতার ধর্ম্ম রয়,
ভবে সেই জেনো যথার্থ তনয়,
পিতৃ ভক্তি যার নাই, জননী তার মিছে সবগো,—
পুত্রের সর্ব্ব ধর্ম্ম পিতার চরণ সেবাতে॥

রাম। জননি! পিতা আজ এত কাতর কি জন্য? শীঘ্র ব'লে আমার উদ্বেগ নিবারণ করুন।

কৈকেয়ী। না বাছা, তুমিও কোন অপরাধ করনি; রাজারও কোন অসুখ হয়নি। রাজার একটা মনোগত কথা আছে, সেটী তোমায় বলতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হচ্ছেন—এই জন্যই এত কাতর।

রাম। মা, পিতা আমাকে মনোগত কথা বলবেন, তাতে আর লজ্জা কি? আপনিই না হয় অনুগ্রহ করে সেই কথাটী ব'লে আমার চিন্তা দূর করুন।

কৈকেয়ী। বাছা রাম, রাজা তোমকে যা কচ্ছে বলবেন, ভাল মন্দ বিচার না কোরে তুমি যদি সেই আজ্ঞা পালন করবে—এমন প্রতিজ্ঞা করো, তবেই আমি সে কথা তোমায় বলতে পারি।

রাম। মা, আমাকে এমন আজ্ঞা কেন করলেন? পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনে আমার মনে যদি দ্বিধা ভাব থাকে, তবে এছার জীবন রেখে আর ফল কি?

কৈকেয়ী। বৎস, রাম! তুমি যেমন বংশে জন্মেছ, আজ তোমার মুখে তার উচিত কথা শুনে বড়ই তুষ্ট হলেম্। বাছা, পূর্ব্বে এক সময় রাজা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দু'টি বর দিতে চান্। কাল রাত্রে রাজা

আমার প্রার্থনাতে সেই দু'টি বর দিয়াছেন। তার একটীতে ভরতকে রাজা কত্তে, আর একটিতে তোমাকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠাতে স্বীকার পেয়েছেন। বাপু, যদি যথার্থ সুপুত্র হও তবে জটা বাকল পরে বনে গিয়ে, তোমার পিতাকে সত্য-পাশে মুক্ত কর।

রাম। মাগো! ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি? আমা হইতে যদি পিতার প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহা হ'লেত আমার পরম সৌভাগ্য। এত সামান্য কথা; পিতার আজ্ঞা হয় তো এখনই আপনার সম্মুখে অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ কত্তে পারি।

গীত।

তাল আড়া।

কি চিন্তে জননি আর গো যাব আমি বনবাসে।
আমি গেলে পিতা যদি মুক্ত হন মা সত্যপাশে।
যাঁহ'তে এ জন্মভূমি, ভেবে দেখ দেখলাম আমি,
এখনই প্রাণ দিতে পারি
সার্থক জীবন তাঁর সন্তোষে।
হয় আমার বনে বসতি, নাই তাতে দুঃখ সম্প্রতি
পিতা রৈলেন কাতর অতি,
আকুল জীবন সেই হুতাশে।

রাম। দেখুন জননী! পিতা মাতা পরম গুরু; তাঁদের আজ্ঞা অবিচারনীয়। এই ক্ষণভঙ্গুর বৃথা শরীর ধারণ করে যিনি প্রাণদাতা, যিনি পালন কর্ত্তা, যিনি রক্ষয়িতা—এমন পিতার অভিপ্রেত কার্য্য কর্ত্তে যদি ক্ষণমাত্রও অপ্রবৃত্তি জন্মে, তবে জানলেম্ সেই দিন হতেই আমার আত্মাতে নরকের সত্বাধিকার স্থাপিত হলো।

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! যা ভেবে ছিলেম— তাই হলো? কি সর্ব্বনাশ! মা একি কল্লেন? যে রামের গুণে ত্রিভুবন মুগ্ধ, সেই রামের বনবাস! সাধুরাম! সাধুরাম! সাধুরাম!

কৈকেয়ী। বাছা, তুমি চিরজীবী হও। তোমার কথা শুনে প্রাণ শীতল হয়। বাপু! একটু ত্বরা কর; তুমি অযোধ্যা ত্যাগ না কর্‌লে রাজা স্নান ভোজন কর্‌বেন না।

রাম। না, মা! আমার আর বিলম্ব কি? কেবল একবার লক্ষ্মণকে ও মাকে এবং জনকনন্দিনীকে বলে বিদায় হয়ে আসি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

সুমিত্রার কক্ষ।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা প্রভৃতি।)

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। আর্য্য, আজ্ঞা করুন।

রাম। ভাই এস, একবার জন্মের মত আলিঙ্গন করি।

লক্ষ্মণ। দাশরথি! আজ এ দাসকে এমন কথা বল্‌লেন কেন?

রাম। ভাই! এ পর্য্যন্ত তুমিত কিছুই জানতে পারনি। কাল রাত্রিযোগে বিমাতা কৈকেয়ী পিতাকে সত্য-পাশে বদ্ধ করে দুটী বর নিয়েছেন। তার একটীতে আমার চৌদ্দ বৎসর বনবাস, আর একটীতে ভরতের রাজ্য প্রাপ্তি; সুতরাং পিতৃ সত্য পালনার্থ বনগমন কালে তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

আজ আমারে বিদায় দাও প্রাণের ভাই।
আমি বনবাসে যাই।
কোথায় হব রাজ্যেশ্বর চতুর্দ্দশ বৎসর,
হয়ে জটাধারী বিপিনে বেড়াই।
শুনেছি প্রতিজ্ঞা করেছেন পিতে,আমার বনযাত্রা
রাজ্যধন দিতে প্রাণের ভরতে
জন্মের মত, বিদায় দেহ আর দেখা সন্দেহ,
বনের মাঝে যদি জীবন হারাই।
বনবাসে আমি গেলে তখনি,
কেঁদে আকুল হবেন আমার জননী,

মনে তা জানি,—
ও ভাই আমার কথা রেখ, নিকটে তাঁর থেকো
মা বলিয়ে মাকে ডেকো সর্ব্বদাই।

রাম। দেখো ভাই, পিতা অত্যন্ত কাতর হয়েছেন, ভরতও এখানে নাই, তুমি সাবধানে রাজ্য ও পিতাকে রক্ষা করো। আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন জন্য অদ্যই অরণ্যে গমন করি।

লক্ষ্মণ। দাদা মহাশয়! সর্ব্ব-গুণাকর জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ রাজা হয় কোন কালে? কোন দেশে এরূপ শুনা যায়নি। এমন অবিচার কখন কাহারো প্রাণে সহ্য হয় না। পিতা বৃদ্ধদশায় বিমাতার নিতান্ত বশীভূত হয়ে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়েছেন। তাঁহতে রাজধর্ম্ম রক্ষা হওয়া কঠিন। তা বলে কি আপনি হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলবেন? যখন অধিবাস হয়েছে, তখন তো এ রাজ্য আপনারই হয়েছে; সুতরাং আপনার রাজ্য থেকে আপনাকে বহিষ্কৃত করে,—কার সাধ্য? রাম বিদ্যমানে অযোধ্যার যৌবরাজ্যে যে অন্যে অভিষিক্ত হবে,—এতো লক্ষ্মণ বেঁচে থাকৃতে দেখতে পার্ব্বে না। এই যে শাল গাছের ন্যায় সুদৃঢ় ও সরল দুটী বাহু,—এ কি কেবল ভোজন-গ্রাস মুখে তুলতেই ধারণ করি? এই যে শক্রসংহারক শর কার্ম্মুক; এই যে মর্ম্ম ভেদী অসি,—এ কি কেবল দৃশ্য শোভার জন্যই ব'য়ে বেড়াই? আমি দর্প করে বলতে পারি, ক্ষত্রিয় সহায় এ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আমার কাছে থাকতে দিকপাল বৈরী হলেও আমি গ্রাহ্য করিনে। আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, রাজ্য মধ্যে এই ঘৃণিত হিংসা-মূলক বর প্রাপ্তির কথা প্রচার না হ'তে হ'তেই আমি রাজ্য স্ববশে এনে দিই। আরও দেখুন, অহঙ্কারী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান-শূন্য অসৎপথগামী গুরুর শাসন কর্ত্তব্য। পিতা যদি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে এমন শত্রু পিতাকে নির্ভয়ে বধ করো।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার দক্ষিণ বাহু। তুমি যে আমাকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাস এবং গুরু দেবের ন্যায় মান্য কর,—তা আমি বিলক্ষণ জানি। তোমার বল-বিক্রম সাহস যে অতুল্য,—তাও আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। কিন্তু কি করি? উপায় নাই। পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বিমাতার নিকট বনগমনে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি; এখন বল দেখি ভাই! অচিরস্থায়ী, অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভোগ লালসায় সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে অকীর্ত্তি ও অধর্ম্মভাজন হওয়া কি উচিত? ভাই! তুমি ধর্ম্ম-বর্জ্জিত পথ আশ্রয় ক'রে এখন আমাকে যে যে কথা বল্লে, অকারণে ক্রোধ বশতঃ লঘুচেতার ন্যায় পরমারাধ্য পিতার প্রতি যে অকল অবক্তব্য ভর্ৎসনা বাক্য উচ্চারণ কল্লে,—সে সকল কথা মনে করলেও পাপ হয়। যে পিতা হ'তে জন্ম, বুদ্ধি, সুখ, শান্তি, মান, যশ, বিদ্যা ধর্ম্ম সকলই হয়, সেই পিতার অপরিশোধনীয় ঋণ কি তুচ্ছ বন-গমন দ্বারাই পরিশোধ হ'তে পারে? সেই পিতার সত্য-পালন কি পরম ভাগ্য নয়? আর তিনি কি আমায় আপন ইচ্ছায় বনে পাঠাচ্ছেন; তিনি কি কর্ব্বেন? কেশরী যেমন ব্যাধের কৌশল-জালে বদ্ধ হয়ে শক্তি সত্বেও অশক্ত, ইচ্ছা সত্বেও নিশ্চেষ্ট হয়, পিতা আমার সেইরূপ নিরুপায় হ'য়েছেন। অতএব ভাই! তুমি ক্ষত্রিয়-সুলভ অনর্থকারী উগ্রস্বভাব পরিত্যাগ করে, শোক-শর বিদ্ধ, ভগ্নচিত্ত পিতার সেবায় প্রবৃত্ত হও আমি তোমার হাতে বৃদ্ধ পিতা ও শোকাতুরা জননীকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বনে চল্লেম।

লক্ষ্মণ। সীতাপতে, আপনি সকলকে বুঝাতে পারবেন। আমিত নির্ব্বোধ নই, আমিত কোনমতেই বুঝবনা। আমার ত গৃহে থাকবার কোন হেতু নাই। আমি ত আপনাকে ছেড়ে ইন্দ্রালয়েও থাকৃতে পারিনে। অনুমতি করুণ, চির সহচর সঙ্গে সঙ্গে যাক, চির কিঙ্কর বন্য ফল-মূলাদি আহরণ করুক, চির সেবক, বনমধ্যেও সেবা করে, জন্ম সফল করুক।

গীত।

তাল যৎ।

এই আমার বাসনা মনে।
নিযুক্ত রব সে বনে সদা চরণ সেবনে।
রাজ্য ধনে নাহিত আশ, চরণ ধনের অভিলাষ,
পুরাইব সাধ, পদ পূজে তুলসী চন্দনে।
বনে তোমায় রাজা করে, পত্র ছত্র ধরবো শিরে,
কাজ কি আর অন্য ভূষণে,
বন ফুলে সাজাব বনে।

লক্ষ্মণ। জানকী-জীবন! আপনার চরণে ধরে বলি আমাকে বনে যেতে আর বারণ করবেন না। আপনার সঙ্গে বনবাসী হওয়া আমার স্বর্গ-বাস তুল্য। ঠাকুর, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গেলে ইন্দ্র আর বৃথা অমরাবতীতে থেকে কি করবেন? তেমনি দেখুন, আপনার ঐ চরণ রূপ ইন্দ্রত্ব বনে গেলে আমি আর এই অযোধ্যা রূপ অমরাবতীতে থেকে কি করবো?

রাম। ভাই, তোমার গুণের কথা আমি জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলতে পারবোনা। ভাই! বনে বড় কষ্ট; কেমন করে আমার ছোটমার অঞ্চলের ধনকে বনচরের সহচর করে রাখবো? বিশেষতঃ, তুমি আমি উভয়েই বনগামী হ'লে শোকার্ত্ত, স্থবীর পিতা মাতার দশা কি হবে? ভরত ও এখানে নাই। কেইবা শত্রু হস্তে রাজ্য ও প্রজা মধ্যে শান্তি রক্ষা কর'বে? অতএব ভাই ক্ষান্ত হও।

লক্ষণ। রঘুনাথ! আপনি আমার মন জেনেও যে এরূপ আদেশ ক'চ্ছেন—সেটা কেবল আমারই দুরাদৃষ্ট। আপনার চরণ দর্শন ব্যতীত আমার জীবনে অন্য আকাঙ্ক্ষা কি? সুতরাং যে যে কার্য্যের অনুরোধে আমাকে অযোধ্যায় থাকতে বলছেন, তার একটীও আমার দ্বারা সমাধা হবে না। আমি নিতান্তই আপনার সঙ্গে বনে যাব।

সুমিত্রা। লক্ষণ রে! একবার আমার কোলে আয়, তোর শিরশ্চুম্বন করি। বাপু, আজ আমি ধন্য হলেম। তোর চাঁদমুখে যথার্থই অমৃত বৃষ্টি হল। যদি তোর এই চাঁদমুখ দেখতে না পেয়ে মরি,—সেও ভাল। তুই রামের সঙ্গে গেলে আমার যে সুখ হয়, দিগ্বিজয় কোরে কুবেরের ধন এনে দিলেও আমার তত আহ্লাদ হবে না। আমি অনুমতি কাচ্ছি তুমি সচ্ছন্দে রামের সহিত বনগমন কর। কিন্তু বাছা, আমার একটা কথা শুন।

গীত।

তাল—আড়া।

যদি তুমি যাও কাননে,
দাস হয়ে রাঘবের সনে,
ভুলনা ভুলনা বাছা মায়ের কথা রেখো মনে॥
মনে হলে জননীরে, মা বল সেই জানকীরে,
পিতৃভক্তি রেখো বাছা শ্রীরামের ঐ শ্রীচরণে॥

সুমিত্রা। বাছা আমি তোমাকে যা যা বলে দিলাম—এর একটাও বিস্মরণ হও না।

লক্ষণ। না, মা! আর আমাকে ব'লতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি তবে প্রণাম করি।

সুমিত্রা। বাছা, তবে এস। (রামের প্রতি) বাছা রাম! দিদি কৌশল্যা তোমাকে গর্ভে ধরে এ জগতে রত্নগর্ভা ও পুণ্যবতী নাম ধারণ করেছেন; কিন্তু বিধাতা যে রাম হেন পুত্ররত্নে তাঁকে বঞ্চিতা করলেন—এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নাই। বাপু, তুমি আমাদিগকে কাঙ্গালিনী কোরে রাজার কথা বলবান্ করলে? তোমার চিরসেবক লক্ষ্মণ তোমার সহচর হতে ইচ্ছা কচ্ছে। লক্ষণকে নিবারণ করা আমাদের সাধ্য নাই। বাছা, তোমার হাতে হাতে আমি প্রাণাধিক পুত্রকে অর্পণ কল্লেম; বনভ্রমণ করে তোমার আর জনকনন্দিনীর যখন পদে বেদনা বোধ হবে, তখন লক্ষণ তোমাদের চরণ সেবা করে জীবন সার্থক, আর বন্য ফল-মূলাদি আহরণ এবং তোমরা কুটীরে নিদ্রা গেলে ধনুঃশর হস্তে প্রহরী থেকে জন্ম সফল করবে। কিন্তু বাপু, তোমাকে আমার একটা কথা রক্ষা কর্ত্তে হবে।

গীত

তাল-আড়খেম্‌টা।

দিলাম রাম তোমারে আমি প্রাণের লক্ষ্মণে
সেবক হয়ে চরণ সেবা
করবে তোমায় কাননে।
বলি তোমায় বারম্বার, এই কথা রেখো আমার,
অবোধ এই কুমার,
অপরাধ করিলে ক্ষমা ক'র নিজগুণে॥
করে লয়ে ধনুঃশর, প্রহরী হয়ে তোমার,
রবে নিরন্তর,
পায় তোমার কণ্টক ফুটিলে,
তুলিবে তা দশনে।

রাম। লক্ষ্মণ! যদি ছোট মারও মত হ'লো—তবে চলো। তুমি আজন্ম আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। তুমি যে থাকতে পার্কেনা তাও সত্য; ভাই, তবে চলো আমার মাকে বলে আসি। জননী, প্রণাম হই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তপুর—কৌশল্যার কক্ষ।

(কৌশল্যা, রাম, প্রভৃতি।)

কৌশল্যা। এস বাবা! মা মঙ্গলচণ্ডী তোমার মঙ্গল করুন। বাবা, কাল শেষ রাত্রে একটা কুসপ্ন দেখে, প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছিল', —তাই তোমার কল্যানে মা মঙ্গলচণ্ডীর ঘট-স্থাপনা করে কিছু স্বস্ত্যয়ন ক'রলাম। রাজা যেমন আজ বড় মুখ করে তোমায় রাজ্য-ভার দিচ্ছেন, ভগবতী করুন তুমি যেন নিরুদ্বেগে রাজত্ব কোরে তাঁর মুখ উজ্জ্বল কত্তে পার।

রাম। আর সে চিন্তা মা বৃথা। মধ্যমা কৈকেয়ী পিতাকে সত্যপাশে বদ্ধ করে ভরতের রাজ্যাভিষেক, আর আমার চতুর্দশ বর্ষ বনবাস— এই দুটী বর লয়েছেন। সুতরাং জননি, আমি আপনার চরণে বিদায় প্রার্থনা কচ্ছি। পিতৃদেব বিমাতার নিকট সত্য করেছেন; পিতাকে সত্য-চ্যুত করা সন্তানের কর্তব্য নহে; এজন্য আমি চৌদ্দ বৎসর কাল বনে বাস কর্ত্তে অভিলাষ করেছি।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

ধরি পায় আজ আমায় বিদায় দাও মা তুমি।
জনকের হয়েছে আজ্ঞা বনবাসে যাব আমি॥
বিধির লিখন মূলাধার, কপালের আপনার,
নাই প্রয়োজন আর আমার রাজ ভূষণে,—
জটা বাকল পরে এখন কাননে কাননে ভ্রমি॥

কৌশল্যা। রাম রে! তুই আমার বক্ষে নির্ঘাত শেল হানলি? বাপ্ এ সর্ব্বনাশের কথা তুমি আজ কেন আমাকে বল'তে এলে? হায়! আমি কি শুনলেম!

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

রাম। হায় কি সর্ব্বনাশ! আমি কি পিতৃসত্য পালন জন্য মাতৃহত্যা করলাম! ভাই লক্ষ্মণ! কর কি? শীঘ্র মাকে চৈতন্য কর।

লক্ষ্মণ। জননি! অমন হলেন কেন? গা তুলুন, আর রোদন করবেন না। একটু স্থির হন; অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়। শীঘ্র গা তুলুন।

কৌশল্যা। (চেতনাপ্রাপ্তে) হায়! আমি কি এখনও সেই স্বপ্ন দেখছি? সত্যই কি সরযূতীরে অযোধ্যাবাসীরা—'হা রাম হা রাম' বলে রোদন কচ্ছে? সত্য সত্যই কি সিংহ-দ্বার ভেঙ্গে পড়ে আমার পথ বন্ধ করেছে? সত্যই কি আমার জীবন ধন রামচন্দ্র আমাকে ছেড়ে গেছে?

রাম। না, মা, এই যে আমি আপনার শ্রীচরণ নিকটে বসে আছি।

কৌশল্যা। কৈ বাবা, দেখি, তোমার চাঁদ মুখখানি একবার ভাল করে দেখি। আবার একবার ভাল করে আমাকে 'মা' বলে ডাক দেখি? নৈলে যে আমার বিশ্বাস হয় না? রাম রে! আজ তুই এমন কথ

কেন বল্লি! বাপরে, তুই যে আমার অনেক যত্নের ধন, অন্ধের নয়ন। আমি কত ব্রত, কত শিবপূজা, কত যাগ-যজ্ঞ, কত কঠোর করে তোরে পেয়েছি। হৃদয় নন্দন! তুমি কেন আজ আমাকে এমন কথা বল্লে?

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

হায় কি হ'লো শুনে জীবন কেঁদে উঠে,
কি শুনালি ও রাম আমারে।
কেন রে আজ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
দুঃখিনীর শিরে॥
বাছারে এই শুভ দিনে, বসবে তুমি সিংহাসনে,
তাই জানি মনে;—
বনবাসী কল্লে ও রাম কি দোষে তোর
জনক তোরে॥

কৌশল্যা। দেখ রাম! ইহা অপেক্ষা মৃত্যু যে আমার সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল। কোথা তুমি রাজা হবে? না—কোথায় তোমার বনবাস! হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? হা ধর্ম্ম! কালে কি তুমিও অন্ধ হলে? হা মহারাজ! এতকালের পর শেষে কি এই কল্লে? আমি যে মনে মনে ভাবতেম—রাম হতে আমার অতঃপরও সুখ হবে? কিন্তু দুখিনীর যে আশা গাছটি ফলতে না ফলতেই হিংসা-কীটে নষ্ট কল্লে! হায়! আমিত কখন কারু মন্দ করি নি; তবে কেন তাদের প্রাণে আমার ভাল সইল না? বিধি! তুমি আমায় সারাদিয়েও ভোগে বঞ্চিত কল্লে? কিন্তু, বিধিরই বা দোষ কি? সব আমারই কর্ম্মদোষ। পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছি, কত গাভীকে বৎসহারা করেছি, সেই পাপেই, বুঝি আমার এত শাস্তি।

রাম। মা, একটু স্থির হন, এত কাতর হবেন না।

কৌশল্যা। বাবা! আমি আর কিসে স্থির হবো? আমি আজ রাজরাণী হয়েও সতিনীর যন্ত্রণায় চিরকাল দগ্ধ হচ্ছি; কেবল তোমার মুখচন্দ্র দেখেই সকল জ্বালা নিবারণ হয়েছিল। রামরে! এ অভাগিনীর পেটে জন্মেছিলে বলে, তুমিও সুখী হতে পারলে না। তুমি কেন পাপিনীর গর্ভে জন্মেছিলে? তুমি যদি বাপু কৈকেয়ীর সন্তান হতে—তা হলে কি রাজা তোমায় এমন করে রাজত্বে বঞ্চিত কর্ত্তে পার্ত্তেন? রাম, আর একটি কথা বলি; অহঙ্কৃত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যথেচ্ছাচারী গুরু বলিলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে। এক মাতা আর দশপিতা সমুদায় পৃথিবীকে গুরুত্বে পরাভব করে; দেখ বাপু মাতার সমান গুরুকে আছে? তুমি নিশ্চিত জেনো রাজার কথায় বনবাসী হলে, আমি জীবন ত্যাগ ক'রবো। রামরে! সন্তান সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও মায়ের কথা তার পক্ষে বেদতুল্য।

গীত।

তাল আড়া।

মাতৃহত্যা হবে তোমার পিতৃ সত্য পালিবারে।
কিসে বিশেষ বিঘ্ন ওরাম
তাই ভেবে দেখ অন্তরে।
বৃদ্ধকালে নরপতি, নারী বশে ভ্রান্ত অতি,
করেছেন যে অনুমতি, সঙ্গত সে কেমন করে।

কৌশল্যা। আমি তোমাকে বারম্বার বারণ করি। তুমি সেই মতিচ্ছন্ন ও স্ত্রৈণ রাজার কথা শুনে এবং বিমাতার মনোরথ পূর্ণ করে, আপনার মাকে অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে যেওনা।

রাম। এখন আপনার শোক উপস্থিত হয়েছে বলেই আপনি অমন কথা ব'ললেন। নলে, যিনি আমাকে বাল্যাবধি উপদেশ দিয়াছেন যে পিতার আজ্ঞা অবিচার্য্যরূপে পালন করাই সুপুত্রের কাজ। মা! আপনি ও কথা বলবেন না। আপনি এই অনর্থক শোকবেগ সম্বরণ করে সুস্থির হন। সুস্থির হইলেই এমন আজ্ঞা কর্ত্তে আপনার কদাচ প্রবৃত্তি হবে না; কেননা, রাজা আপনার ও

আমার প্রভু হন; অতএব আপনি আমাকে নিবৃত্ত কর্ত্তে পারেন না।

কৌশল্যা। রামরে! বনের কথা আর মুখে আনিস্‌নে। আমি তোকে ছেড়ে কখনই থাকৃতে পার্কোনা। আমি তোর চাঁদমুখখান যে দিন না দেখি, সেদিন আমার দিন গেল কি রাত গেল—তা যে আমি বুঝ্‌তে পারিনে? তুমি কখন এসে আমাকে 'মা' ব'লে ডাক্‌বে ব'লে আমি যে সারাদিন কাণ পেতে থাকি। তোমাকে কেউ ভাল বল্লে আকাশের চাঁদ হাতে পাই। রাজা বলেছেন বলে, মায়ের অপঘাত মরণের চেয়ে সেইটী কি তোমার বড় হ'লো? তিনি তোমার গুরুলোক, আমি কি কেউ নই? বরং তোমার পিতা অপেক্ষা, আমি—মাতা—অধিক মাননীয়া। দেখ রাম, পতিত পিত্রাদি গুরু ত্যাজ্য; কিন্তু মাতা কখনই ত্যাজ্যা নহেন। মাতা গর্ভধারণ ও প্রতিপালন দ্বারা অধিক গৌরবান্বিতা।

রাম। মা! আমি নিবেদন করি; শাস্ত্র আর ধর্ম্মনীতি আপনার অগোচর কিছুই নাই। তুমিত জান, মা! পিতা মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে পতিত হওয়া, আর কুল গৌরবকে কলুষিত করা—রঘুবংশীয়ের কর্ম্ম নয়? পিতা অভেদ্য সত্যপাশে বদ্ধ হয়েছেন; তিনি আজ্ঞা করুন, বা—নাই করুন, একথা শ্রবণ মাত্রেই আমাকে বনবাস-ব্রত গ্রহণ করে পিতাকে সত্যমুক্ত করা উচিত। আপনি চিন্তা করবেন না। চতুর্দ্দশ বৎসর—চতুর্দ্দশ দণ্ডের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়ে এসে আপনার চরণ দর্শন করবো।

গীত।

তাল—একতালা।

যদি ভক্তি থাকে তোমাদের চরণে মা আমার।
বনে রব আমি পরম সুখে তুমি আমার
জন্যে ভেবোনা জননী,
এ সব বিধির লিখন কি হবে আর।
কেন শোকে আকুল এমন হলে তুমি,
আমার তুল্য পুত্র ভরত তোমার।

রাম। মা! আপনার চরণে ধরে বিনয় করি। স্বামী স্ত্রীদিগের ঈশ্বর; আপনি সেই স্বামীর অনুমতিভেদে ব্যাঘাত কর্ত্তে ইচ্ছা করবেন না। কেন সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় আজ আপনার মোহ হচ্ছে? ধর্ম্মের সুন্দর মূর্ত্তিখানি না দেখে অত্যল্পকালস্থায়ী পুত্র-বিচ্ছেদের ভয়ানক আকার কল্পনা করে কেন আপনার মন এত ব্যাকুল হ'চ্ছে? আপনি সুস্থির না হলে তো সকল দিক নষ্ট হয়?

কৌশল্যা। রাম রে! আর বলিস্‌নে,—বলিস্‌নে। আমার বুক যে ফেটে যায়। তুই যত হিতকথা বুঝালি—আমি তা সব জানি; কিন্তু আমার প্রাণ যে বোঝে না? যদি তোর একান্তই বনে যেতে হয় তবে চল আমিও সঙ্গে যাব। আমার আর রাজভবনে কাজ কি? রাম! তুমি অনাথের মত বনে বনে বেড়াবে, গাছের তলায় পাতা পেতে শুয়ে থাক্‌বে, কটু কষায় ফলমূল খেয়ে দিন কাটাবে; আর আমি এখানে মণিমন্দিরে সোণার খাটে সুখী হয়ে নিদ্রা যাবো, ক্ষীর সর ছিটিয়ে দিয়ে পোড়া উদরের সেবা করবো—এও কি মায়ের প্রাণে সয় রে রাম?

রাম। মা! আপনি তো সব বুঝ্‌তে পারেন? তবে কেন যা হবার নয়, সেই কথা তুলে আরও শোক বাড়াচ্ছেন? আপনার সঙ্গে বনে যাওয়া—সেত আমার স্বর্গবাস। বিশেষ, পিতার অনুমতি না হ'লে আমি আপনাকে কিরূপে লয়ে যেতে পারি? সুতরাং ওকথা আর মুখে আনবেন না।

গীত।

তাল—আড়খেম্‌টা।

ও কথাটি বলনা আর আমায়।
ওমা ধরি তোমার পায়।

পিতা পরম গুরু ভবে, জনম ধন্য হবে,
পিতার কার্য্যে যদি জীবন আমার যায়।
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম তাই জানি,
গগণ হৈতে উচ্চ পিতাকে গণি,
শুন জননী, পিতার বাক্যে বনবাসী,
না হই যদি আমি,—
ভবে আর কে ভক্তি করিবে পিতায়।
কেন নেত্রবারি কর বিসর্জ্জন,
ক্ষান্ত হও মা তোমায় করি নিবারণ,
ধরি শ্রীচরণ;—
সুতের শুভ যাত্রাকালে, জননী কাঁদিলে,
পদে পদে ওমা বিপদ ঘটে তায়।

রাম। দেখুন, জননি! আমি আপনার মুখেই শুনেছি যে, সংসারে সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে অবলাজনের পরিসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আপনি আমার জন্য আর কিছু মাত্র শোক করবেন না; এক্ষণে গৃহে থেকে আমার শোকবিহ্বল পিতার সেবা করুন। আমি আপনার চরণ প্রসাদে উত্তীর্ণ-প্রতিজ্ঞ হ'য়ে পুনর্ব্বার এসে আপনার চরণ দর্শন করবো।

কৌশল্যা। রাম! আমার যে বড় আশা ছিল,—রাজার মা হ'য়ে, আর রাজরাণীর শাশুড়ী হয়ে ইহ জন্মের মত সকল সুখভোগ ক'রবো। কিন্তু লোকের বাদে যদি সে সাধেই বিবাদ হলো, তবে চল ঘরে আগুন দিয়ে ঘরের লক্ষ্মী মা জানকীকে সঙ্গে নিয়ে এ পাপরাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে যাই। যে দেশের ভাগ্যবতী অবলাজাতি সতীনের জ্বালা জানে না, সেই দেশে গিয়ে বাস করবো। আমি তোমার রাজ্য কামনা করিনে। ভরত স্বচ্ছন্দে রাজা হউক —তাতে আমার দুঃখ নাই! কেবল দিনান্তে একবার তোমার চাঁদমুখের 'মা' বাক্য শুনতে পেলেই আমি ত্রিভুবনের রাজত্ব পাব। তুমি আমার কুঁড়ে ঘরে রেখ, ভিক্ষা করে এনে দিও, তোমার আর সীতার চন্দ্রমুখ দেখে তাকেই অমৃত-ভোজন জ্ঞান করবে

গীত।

তাল—আড়খেম্‌টা।

কি বিষাদ সকল সাধ বিধি ঘুচালে আমার।
সাগর ছেঁচা রত্ন বুঝি হারালেম এবার।
কোথা রাম আজ দণ্ডধারী,
কোথা হলো বনচারী,
সতিনী কাল বিষধরার বিষে নাই নিস্তার।

কৌশল্যা। বাবা রাম! আমায় সত্য করে বলো, তুমি কোন মহাপুরুষ। কার শাপে পৃথিবীতে এসে আমায় মা ব'লেছ। তুমি যখন এই সকল জ্ঞানের কথা কও, তখন তুমি যে আমার সন্তান—আমার এমন বোধ হয়না! এই বয়সে তোমার ধর্ম্মজ্ঞান ও হিত কথা শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়েছি। মা হয়ে এমন সন্তানকে বনে দিয়ে কেউ কি থাকতে পারে? রাম রে! বল্ দেখি,—তোর মাকে মা বলতে তোর দোসর কেউ আছে? রাম! আর একটা কথা বলি, তোমার রূপ, গুণ, বলবীর্য্য পরশুরামের তুল্য হবে বলে, তাঁর নামে তোমার নাম রক্ষা করেছিলেম; বাপ রে, তুমি তাঁর আর কিছু পাও না পাও, তিনি যে পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃবধ করে-ছিলেন—তুমি কি তার সেই স্বভাবটাই প্রাপ্ত হ'লে।

রাম। কি ক'রবে মা, দৈবনির্ব্বন্ধ কেউ খণ্ডাতে পারে না। ধর্ম্মের জন্য সব সইতে হয়। মায়া-মোহ সব ভুলতে হয়। আপনি আশী-র্ব্বাদ করুন, আমি ধর্ম্ম-বল সহায় করে নির্ব্বিঘ্নে চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করে আসি।

কৌশল্যা। হা দেবি ভগবতি! তোমার মনে কি এই ছিল মা? হে মা মঙ্গলচণ্ডি! আমার রাম রাজা হবে ব'লে, আমি তোমার পূজা করলেম, এখনও তোমার সেই ঘটস্থাপন রয়েছে,—তার ফল কি এই হলো মা? কোথায় রাজা,—কোথায় বন! হায় কি হলো!

গীত।

তাল—তিওট।

কোলে আয়রে একবার ও রাম জীবনধন।
পেলেম তোরে করিয়ে কত সাধন।
ডেকে মা বলে আর আমারে,
কে আছে আর এ সংসারে,
অঞ্চলের নিধি নয়ন তারা তুই রে নীলরতন।
রাখরে কথা রাম, রাখরে আমার ডাক,
হেরি জনমের মত ও চাঁদ বদন।

কৌশল্যা। হায়! আমি যারে পলকে হারাই, কেমন করে পাষাণে বুক বেঁধে চৌদ্দ বৎসর তার চাঁদমুখ না দেখে প্রাণ ধরে থাকবো? আমি তোমা হেন পুত্র পেটে ধরেও চিরদুখিনী হলেম। রাম! আমি তোমাকে দশমাস দশ দিন উদরে ধ'রে, কত কষ্টে লালন পালন করেছি; তোমার অসুখ হ'লে দেবতার কাছে বুক চিরে রক্ত দিতাম। মহারাজ কি সে সব কিছুই করেন নাই? তবে কেন আমার কথা লঙ্ঘন করে তাঁর কথাই বলবৎ কর্লে রাম?

রাম। মা! ক্ষান্ত হও, আর কেঁদনা। কি কর্বি? পিতৃসত্য—যেতেই হবে। এতে কারও দোষ নয়, আমার অদৃষ্টের দোষ। এক্ষণে আমাকে এই ভিক্ষা দেন—আমি বনে গেলে পিতাকে কোন নিষ্ঠুর বাক্য বল্বেন না। ভরতকে পূর্ব্বের মত স্নেহদৃষ্টিতে দেখবেন। বিমাতা কৈকেয়ীর সহিত কোন বিবাদ বা অকৌশল করবেন না। অনর্থক আর রোদন করে কি হবে? এক্ষণে আমি বিদায় হই।

কৌশল্যা। হায়! রাম আমার ননীর পুতলী। কেমন করে এমন প্রখর আতপ তাপে বনে বনে ভ্রমণ করবে? হে সূর্য্যদেব! তব কুলোজ্জ্বল পুত্র রাম আমার বনবাসে যায়। তুমি স্বীয় কিরণে সিন্ধুর জল শোষণ কর্ত্তে পারো; কিন্তু জলস্থিতা কমলিনী তোমার কিরণে আনন্দিতা হ'য়ে প্রস্ফুটিতা হয়,—এজন্য বোধ হয়, তুমি কোমল স্থানে কোমল কিরণ প্রদান করো। অতএব অদ্যাবধি আমার রামের কোমলাঙ্গে শীতল কিরণ প্রদান কর। হে ভূতভাবন, ভগবান্, জগৎপাতা জগদীশ্বর! তুমি নরসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমার রামকে কানন মাঝে রক্ষে করো। হে বনদেবতাগণ! বন্য-পশুর ভয়ে বনমধ্যে আমার রামকে অভয় প্রদান কর। হে মা সর্ব্ব-মঙ্গলে সর্ব্ব-শক্তিময়ি সঙ্কটবিপদবিনাশিনি শঙ্করি! তোমার অভয়-পদকমলে, আমার কমলাক্ষ রামকে রক্ষে করলেম। হে মা দুঃখহারিণি দুর্গে! সেই দুর্গম গহনে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন রামধনে রক্ষা করো। হে মা বসুন্ধরে! তুমি অদ্যাবধি কোমলাঙ্গিনী হও; কেননা, রামের আমার নব-নলিনী-দল-বিনিন্দিত পদদ্বয় পাছে কঠিন মৃত্তিকায় পর্য্যটনে পদ ক্ষত বিক্ষত হয়ে অনবরত শোণিত বহির্গত হবে;—এজন্য বলি তুমি কোমলাঙ্গিনী হও। হে মা হর-মনোরমা প্রেমবতি! যখন রামের আমার বনভ্রমণ করে ক্ষুধা হবে তখন বনস্পতি মূর্ত্তি ধারণ করে রামকে ফলদান করো; যখন পিপাসায় কণ্ঠশোষ হবে, তখন জলময়ী জাহ্নবীরূপে জীবনদানে আমার জীবনধনের জীবন রক্ষে করো; যখন মা বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করবে, তখন এই হতভাগিনী কাঙ্গালিনী কৌশল্যার মূর্ত্তি ধারণ করে আমার রামকে কোলে কর্‌রো।

রাম। জননি! আর রোদন কর্‌বেন না। আমি এক্ষণে বিদায় হই।

গীত।

তাল—তিওট।

মা আর কেঁদনা কেঁদনা বিনয় করি।
ক্ষমা দেগো দুটী চরণে ধরি॥
এ শোক সম্বর কেন নয়নে বারি।
আশীর্ব্বাদ কর এক্ষণে,
যাই পিতার আজ্ঞা পালনে,
প্রাণে বিঘ্ন না হয় বনে,
তবে সত্য পুত্র নাম ধরি॥

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! চল একবার জনক-নন্দিনীকে ব'লে আসি।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর—সীতার কক্ষ।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা।)

সীতা। প্রাণপ্রিয়! কাল না ব'লেছিলে—সকালবেলাই অভিষেক হবে? তবে এত বেলা, এখনও যে আর কিছুই দেখিনে? রাজছত্র, রাজদণ্ড, রাজভূষা, রাজকিঙ্কর—কৈ, কিছুইত নাই? রাজপথে নাগরীগণের আমোদ কোলাহলও তো আর শুন্‌তে পাইনে? প্রাণবল্লভ! আমায় সত্য বল, কেন আজ তোমার স্বাভাবিক প্রসন্নতা আর সুমধুর সহজ হাসি দেখ্‌ছিনে? কেন আজ কপট হাসিতে মনের ভাব গোপন কর্‌ছো?

রাম। প্রিয়ে! যা সকলে জেনেছে—তা আর তোমার কাছে গোপন কি? তোমাকে বল্‌তেই তো এসেছি? প্রিয়তমে! আর মিছে কেন আমার রাজ্যাভিষেকের আশা কর! বিমাতা কৈকেয়ীর প্রসাদে সে বাসনা নিশ্চিন্ত হয়েছি। প্রিয়ে! মধ্যমা মাতা পিতাকে সত্য-নিয়মে বদ্ধ ক'রে তিনি যে বর পেয়েছেন, তাতে—আমার পরিবর্ত্তে প্রিয় ভ্রাতা ভরতের হস্তে রাজ্যভার, আর আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস—এই দু'টী স্থির হ'য়েছে। সুতরাং এখন আমি অযোধ্যার রাজা না হ'য়ে, বিপিন-রাজ্যের রাজা হ'তে চল্লেম। আর আমার রাজছত্র, রাজদণ্ড, রাজভূষার আবশ্যক কি? ছত্র-চামরধারী কিঙ্করগণেই বা কাজ কি? মৃগরাজ বিহারিত বিজন কাননই আমার এখন বিশাল রাজ্য; গিরিগুহা লতাকুঞ্জ পত্রের কুটীরপুঞ্জ—রাজ-নিকেতন; বনচর, নিশাচর, বিষধরগণই—অনুচর ও সহচর; তরুলতা, বন-স্পতি—প্রজাবর্গ; বৃক্ষ রাজার ফল-পুষ্প—রাজ-কর; পবন—চামরধারী; মেঘ—ছত্রধারী; তদুপরি বিচিত্র আকাশমণ্ডল—চন্দ্রাতপ; কুঞ্জের শীতল, তরুমূলের বেদিস্থল—সুন্দর সিংহাসন; ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ—মধুর গায়ক; ময়ূর খঞ্জন—নর্ত্তক; শাখামৃগ—রাজবিদূষক; তটিনী ও নির্ঝরের নির্ম্মল বারি, পানীয়; অঞ্জলি বন্ধন ও তরুপত্র—পানপাত্র; পদ্ম পত্র ও সুবি-মল শৈবাল—পল্লবদল; কুশতৃণশয্যায় শয়ন; বনপুষ্পহার—কণ্ঠভূষণ; লতাপাশে জটা বন্ধ; মাথার মুকুট—মৃগ-চর্ম্ম; বৃক্ষছাল—ক্ষৌমবাস; নদ-নদী, পর্ব্বত কানন—কীর্ত্তি; মৃগয়া—ব্যসনকীর্ত্তি; ধনুঃশর—ধনসম্পত্তি; ষড় ঋতু—সখা; দশদিক্—দ্বারপাল; স্বভাব—সভাপাল; বিবেক—অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী; সুবোধ সুশীল শাস্ত্র—সকল প্রভুপরায়ণ; ধৈর্য্য-মহাবীর বিগ্রহ বিচ্ছেদে সেনাপতি। কিন্তু প্রিয়ে! জানকী-বিরহ-অরিকে সে দমন কর্ত্তে পারে কিনা,—এক্ষণে আমার এই সন্দেহ।

সীতা। হা রঘুনাথ! আমি কি শুনিলাম।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! কর কি? শীঘ্র সীতার চৈতন্য সম্পাদন কর।

লক্ষ্মণ। হায় কি সর্ব্বনাশ! আজ কি সর্ব্ব-নাশ! দেবি! অমন হলেন কেন? ধরানন্দিনি! আপনি ত ধরাশায়িনী হলেন; আমি কেমন করে ধৈর্য্য ধারণ করবো? আপনি তো জন-নীর কোলে শয়ন কল্লেন, এক্ষণে আমি যে জননী-হারা হই? অতএব গা তুলুন, আর রোদন করবেন না; শীঘ্র গা তুলুন। হে দেবি! গা তুলুন; আর রোদন করবেন না।

সীতা। হায়! আমার অমঙ্গলচিহ্ন দর্শনের ফল কি হাতে হাতেই ফলে উঠ্‌লো? হা হতভাগ্য! এমন হরিষে বিষাদ হবে—তা স্বপ্নেও জানিনে। হা নিদারুণ বিধি, তোমার বিচারে কি এই হলো! তুমি পর্ব্বতকে রেণু

আর সমুদ্রকে গোষ্পদ কর্ত্তে পারো—তা কি আজ এই কৌশলে দেখিয়ে দিলে? কোথায় রাজ? না—কোথায় একেবারেই বনবাসী! তা—হক, তোমার মনে যা আছে তাই হক; আমার তাতে ক্ষতি কি? যদি আমি ভোগ বিলাসিনী—কি রাজ্য সুখের অনুরাগিণী হতেম, তবে আমাকে মনস্তাপ দিতে পার্‌তে। কিন্তু এই দেখ, আমি যে সুখের ভিখারিণী সেই সুখ ভোগ ক'র্‌তে এখনই বনগামিনী হই। কেবল এই ভিক্ষা দিও, যেন বনমধ্যে আর কোন বিড়ম্বনা ক'রনা।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

কি দোষে রে বিধি, এমন বিবাদী,
এ কেমন বিধি, তোর মনে এই ছিল।
কোথা রাজা হবেন স্বামী,
রাজ-রাণী আজ হব আমি,
সে আশা ভরসা সকলই ফুরাল;—
ভরত বসুক সিংহাসনে, তাতে দুঃখ নাইত মনে,
কেন রে এই দুখিনারে ভাসালে দুঃখ নীরে
সন্ন্যাসিনী আজ আমারে হতে হলো।

সীতা। দেখ, জীবিতেশ্বর! পতিপ্রাণা নারীর পতিই—ঐহিক ও পারত্রিক সুখের একমাত্র নিদান। পতি-শূন্য গৃহ—জন-শূন্য অরণ্য প্রায়। যদি আপনি অরণ্যে গমন করেন, তবে আর আমার এ শূন্য গৃহে থেকে ফল কি? এ জগতে পতিব্রতা স্ত্রীর পতিই একমাত্র আরাধ্য দেবতা; পতিসেবাই প্রধান ধর্ম্ম ও নারী জন্মের সার কর্ম্ম।

রাম। প্রিয়ে! সে—কি? একেবারে উন্মত্ত হ'লে না কি? তুমি বনে যাবে! বন যে কি ভয়ানক স্থান, তা—কি জাননা? হেমলতা কি কখন মরুক্ষেত্রে থাকতে পারে? জলজ পুষ্প কি কখনও স্থলে রক্ষা পায়? পারিজাত কি কখনও নন্দনবন ব্যতীত অন্যত্র থাকে? অধিক ব'লবো কি?—গৃহ-লক্ষ্মীকে কেউ কি গৃহের বাহিরে যেতে দেয়? জানকি! তুমি কেন এত পরিতাপ কচ্ছো? পিতা তো রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন? ভরতকে নগরের এবং আমাকে বিপিন-রাজ্যের রাজত্ব দিয়েছেন।

সীতা। প্রাণবল্লভ! ঘরের লক্ষ্মীকে কেউ বাহিরে যেতে দেয়না বটে; কিন্তু অঙ্ক-লক্ষ্মীকে কেউ ত পরিত্যাগ করেও যায় না? রাজ্যভার গ্রহণ করবার পূর্ব্বে আমাকে ভারের অংশ নিতে বলেছিলে; এখন, তোমার পিতা তোমাকে যে ভার প্রদান করেছেন, তার অংশ ত আমি পেতে পারি!

রাম। প্রিয়তমে! অঙ্ক-লক্ষ্মীকে কেউ পরি-ত্যাগ করে যায় না বটে; কিন্তু সে কথা লোকালয়-ভ্রমণ-পক্ষে; বনযাত্রায় নয়। বনে শত শত সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আছে; কত বিকটাকার নরদ্বেষী মাংসাশী রক্ষসাদি বাস করে; তাদের ভীষণ মূর্ত্তি, করাল মুখব্যাদান, ঘোরতর তর্জ্জন গর্জ্জন, বিপরীত ক্রীড়া-কৌতুক দেখে-শুনে, তুমি ভয়ে ব্যাকুল হবে।

গীত।

তাল আড়া।

করি মানা এ বাসনা কর না মনে।
প্রেয়সি সে কষ্ট সবেনা প্রাণে যেওনা তুমি বনে।
কঠিন সে বনে ভ্রমণ, দুরন্ত রবিকিরণ,
শুখালে তায় চন্দ্রানন, দেখিব তা কেমনে।
চলিতে বন মাঝারে, কণ্টক আর কুশাঙ্কুরে,
বেদনা পাইলে পরে, বেদনা পাব প্রাণে।

রাম। চন্দ্রাননে! শুধু তাও তো নয়! অরণ্যে পদে পদে বিপদ, নিত্য নূতন ক্লেশ। কত দুরারোহ গিরি-পর্ব্বত, কত মরীচিকাময় মরুভূমি, কত নদ নদী, তাতে অসংখ্য জলজন্তু, হয় তো সন্তরণে পার হতে হবে। কোথায় বা লতাবল্লরীতে পরিপূর্ণ দুর্গম বন, কোথায় বা কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ কোথায় বা কট তিক্ত

ফল মূল, কোথায় বা ফল মূল জল শূন্য নীরস অরণ্য; কখন বা পর্ব্বত গহ্বরে, কখনও বৃক্ষমূলে, কখনও অনাবৃত প্রান্তরে; কখনও পর্ণ-শয্যা কুশশয্যা এবং ধূলিশয্যায় শয়ন; বর্ষার ধারা, শীতের হিমানি, গ্রীষ্মের তাপ মস্তকে ধারণ; কখন বা প্রতপ্ত বায়ু-প্রবাহে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হতে থাক্‌বে। সেই বন, সেই পর্ব্বত, সেই নদ-নদী, সেই প্রান্তর, সেই মরুদেশ, কি তোমার মরাল গতি বিশিষ্ট কোমল পদ কমলের যোগ্য পথ? না—সেই তৃণপর্ণ রচিত কঠোর শয্যা কি তোমার মলয়জ সেবিত এই দেহের বিশ্রাম যোগ্য স্থান? এত দীর্ঘকাল বনে বনে ভ্রমণ করলে, তোমার এই ত্রৈলোক্য-মোহিনী কমনীয় কান্তির সৌন্দর্য্য দীপ্তি কিছুমাত্র থাক্‌বে না। অতএব প্রিয়ে, ক্ষান্ত হও।

সীতা। দয়াময়! তোমার বিচ্ছেদের চেয়ে তারা তো ভয়ানক নয়। তুমি যখন সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগামী আর ধনুর্ব্বাণ যখন তোমার হাতে তখন ওসব তাদের আমার ভয় কি? কিন্তু তোমা বিহনে রাজভবনেও আমার নিস্তার নাই। তাদের চেয়ে শতগুণে হিংস্র-স্বভাব বিরহ এসে যখন আক্রমণ করবে, তখন বল দেখি প্রাণেশ্বর, কে তোমার জানকীর রক্ষাকর্ত্তা হবে? অতএব প্রাণেশ্বর! তুমি ভেবো না; আমি অনায়াসে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে তোমার পদাঙ্কমালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পদব্রজে গমন করবো। আমার কোন ক্লেশ হবে না, বরং সুখের একশেষ হবে। তুমি যেখানে,—আমার স্বর্গও সেখানে। তোমার মুখচন্দ্র দেখে, আর সেই চন্দ্রের বচন-সুধা পান করে আর কি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে? এমন সজল জলধরের করুণাধারায় সতত স্নিগ্ধ হয়ে আর এমন পদ্ম-পলাশ-লোচনের সুশীতল স্নেহ-দৃষ্টির অধীন থেকেও, কি আমার পথ-শ্রান্তি দূর হবে না? নাথ! তোমার কণ্ঠের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বিচ্ছেদ হবে বলে, আমি যে এ পর্য্যন্ত কণ্ঠে হার পরি নাই। অতএব চতুর্দ্দশ বর্ষ সেই নদ-নদী, গিরি-পর্ব্বত ও অরণ্য মধ্যে বিচ্ছেদ থাক্‌বে, আমি কেমন করে প্রাণধারণ কর্‌বো? তোমার বিরহ আর অপরের স্নেহ, আমি এই দুইটীকেই সমান জ্ঞান করি। সুতরাং আমার আর কেউ নাই; আমাকে সঙ্গে লয়ে চলুন।

গীত।

তাল—যৎ।

দয়াময় আমায় আর মানা করো না।
আমি সঙ্গে যাই।
রাঙ্গা চরণ বিনে এ দুখিনীর অন্য ধন
বাসনা নাই।
কত জন্ম জন্মান্তরে, অসংখ্য সাধনা করে,
ও ধন পেয়েছি;—
সদা শঙ্কা মনে গুণমণি, ঐ নিধি পাছে হারাই॥
নাথ হে তব বিরহে, বল সে কি এ জীবন রহে,
সঙ্গে থেকে মনের সুখে, শ্রীচরণ পুজিতে চাই।

সীতা। নাথ! আমাকে অনুমতি করো, আমি সত্বরে বন-যাত্রার সমস্ত আয়োজন করি।

রাম। প্রিয়ে! তুমি রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, চিরকাল যত্নে পালিত, মূর্ত্তিময়ী শীলতা। বিশেষ, নব যৌবন সম্পন্ন; আজও কৌমার-মাধুর্য্য তোমার চন্দ্রাননে বিরাজমান। তুমি কি সেই ভীষণ বনবাসের অসহ্য ক্লেশ সইতে পারো?

সীতা। প্রাণকান্ত, তবে কি রূপই এত অমূল্য ধন? প্রাণের চিন্তাই কি এত প্রীতিবর্দ্ধক? যদি প্রাণ যায়, তবে ঘরে যাবে কেন? তার চেয়ে প্রাণবল্লভের মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর পদতলে যায়,—সেই ত ভাল! কিন্তু প্রাণই বা যাবে কেন? যদি আমার আপনার পদে একান্ত মতি থাকে, তবে অন্যের পক্ষে দুঃখজনক সেই বন আমার পক্ষে অবশ্যই সুখ-জনক হয়ে উঠবে। যিনি আমার হৃদয় মন্দিরের এক মাত্র দেবতা, আমি তো সেই দেবতার

সঙ্গে যাচ্ছি! আমার অট্টালিকায় কাজ নাই, ধনে প্রয়োজন নাই, কেবল ঐ রাঙ্গা চরণ ধনই প্রার্থনা।

গীত।

তাল—যৎ

ভেবে দেখ নাথ, সে কি বাঞ্ছা করে আর
সামান্য ধন।
সদা হৃদয়ে সতীর বাঞ্ছিত অমূল্য ধন নীলরতন।
পতীর সঙ্গে থাকলে সতী অরণ্যে অমরাবতী
(জ্ঞান হয়ে হে)।
ও সেই কুটীর মণিমন্দিরে কুশাসন যে রত্নাসন।
বনের ক্লেশে ওহে কান্ত, নিতান্ত হয় জীবনান্ত,
কি ছার চতুর্ব্বর্গ—
যদি রাঙ্গা চরণ হেরে যায় জীবন।

সীতা। আর্য্যপুত্র! তুমি যে আমাকে ভ্রমণ-ক্লেশ ও শয়ন কষ্ট আর ক্ষুৎপিপাসা সহ্য হবে না বলে নিষেধ কচ্ছো, এমন নয় প্রকারান্তরে আমাকে সুখবিলাসী বলে তিরস্কার কচ্ছো। কিন্তু জগতশুদ্ধ লোক এখন দেখতে পাবে, সীতা সুখসক্তা কি পতিপদানুরক্তা, সীতা ঐশ্বর্য্য-অভিলাষী কি পতিসঙ্গপ্রার্থনী, সীতা বেশভূষা সজ্জাভিমানিনী কি পতি-প্রেম ভিখারিণী।

রাম। প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও। তুমি যে একান্তই পতিপ্রাণা, তা আমি বিলক্ষণ জানি। কেবল বনবাসের দুঃসহ ক্লেশ চিন্তা ক'রেই তোমাকে নিষেধ কচ্ছি। আর তুমি গেলে লোকে এই একটি মিথ্যা কলঙ্ক রটাতে পারে যে, রাজা দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়কেই বনবাস দিয়াছেন, কিম্বা অন্য কোন দোষ দিলেও দিতে পারে। বিশেষতঃ মা এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, তাতে আবার আমার বিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত কাতর থাকবেন। প্রিয়ে! ভ্রাতা লক্ষ্মণও আমার সঙ্গে চল্লেন, অতএব ক্ষান্ত হও।

সীতা। জীবিতেশ্বর! আমি তোমার চরণে এমন কি অপরাধ করেছি যে আমাকে ছলনা কচ্ছো। আমার প্রাণ জেনেও মিথ্যা প্রবোধ বাক্যে বঞ্চনা করচো? যদি পতির সঙ্গে গেলে নিন্দা হয়, তবে নাথ সকলই মিথ্যা হবে। শাস্ত্রে বলে—অবলাজাতির পতি বই গতি নাই, পতি সেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের জীবনই বৃথা। পতি দর্শন কি পতির ধ্যান না করে যে দিন যায়, সে দিন দিনই নয়। যে রমণী পতির প্রেম উদ্দেশে আপন সুখকে উৎসর্গ করে দিতে না পারে, ইহকালেই কি, পরকালেই কি, রাজপুরেই কি, ইন্দ্রালয়েই কি, কোনও কালে কোনও স্থলে সুখের লেশ মাত্রও পায় না। তার সেইরূপে সুখান্বেষণ আর কুরঙ্গিনীর মরীচিকায় জলান্বেষণ—দুটীই সমান। তবে কেন বলে, পতি রাজাই হোক, আর ভিখারীই হোক, সুরূপই হোক বা কুরূপই হোক, গৃহীই হোক বা বনচারীই হোক, ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তিনী থাকাই সাধ্বী স্ত্রীর একমাত্র লক্ষণ। শাস্ত্রের উপদেশ যদি সত্য হয়, বল দেখি নাথ, তবে কি আমার গৃহে থাকা সাজে? অতএব আমাকে অনুমতি করুন।

রাম। জনকনন্দিনি! তুমি যা যা বর্ণনা কল্লে—সে সকলই সত্য বটে। তোমাকে সঙ্গে লয়ে যেতে আমার যে ইচ্ছা নাই—এমন নয়। কিন্তু কি করি? তুমি অসহ্য বনের ক্লেশ সইতে পারবে না বলিয়াই নিষেধ কচ্ছি।

গীত।

ক্ষমা কর প্রেয়সী করি বারণ।
তোমায় লয়ে যাই কেমনে বনে,
(তুমি রাজার নন্দিনী জানি নারী সঙ্গে
বিপদ পদে পদে) নানা শঙ্কা হয়েছে মনে,
বলবো কি আর তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ধন।
তব বিচ্ছেদ সুন্দরি, সত্য বটে সইতে নারি,
মনাগুণে হোতেছি দাহন।
তোমার না হেরিলে চন্দ্রমুখ,
(তরুতলে কিম্বা নিরাশ্রয়
বনে তোমার সঙ্গে স্বর্গবাস)

ত্রিভুবনে নাই হে সুখ, মন আমার বোঝে'ত,
প্রিয়ে বোঝে না এ দু নয়ন?

রাম। জীবিতেশ্বরি! তোমার বিরহে আমার স্বর্গবাসেও সুখ নাই—সে যথার্থ বটে; কিন্তু কি করি? উপায় নাই আমি কেমন ক'রে তোমাকে বনে যেতে বল্‌বো?

সীতা। অযোধ্যানাথপুত্র! যদি আমাকে ঘরে রেখে বনে যান, মনে ক'রে থাকেন,—তাহ'লে ত আপনার সম্পূর্ণরূপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না? কেননা স্ত্রী—স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গরূপিনী; এ হেতুও আমাকে সঙ্গে করা উচিত। আর যদি একান্তই দাসীকে সঙ্গে না লন, তবে আপনার সাক্ষাতে দাসী এখনই প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব।

রাম। জানকি! যদি একান্তই গৃহে না থাক, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; এস, তিন জনে একত্র হ'য়ে গুরুজনদিগকে প্রণাম করে আসি। ভাই লক্ষ্মণ! তবে চল, পিতৃদেবের পাদবন্দনা করে আসি। আর আমাদের ধনসম্পত্তি সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করে ক্ষত্রিয়ের সহায় ধনুর্ব্বাণ মাত্র গ্রহণ করি।

লক্ষ্মণ। দাশরথি! তবে চলুন; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আপনার আজ্ঞামত গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ও শরকার্ম্মুক মাত্র সঙ্গে লইলাম।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজপথ।

(নাগরিকগণ।)

১ম নাগরিক। হায় হায়, কি হলো! আমাদের যুবরাজ অরণ্যে চল্লেন! আমরা কেমন করে আর এ গৃহে থাকবো? রাজা যেখানে বাস করেন—সেই রাজ্য; অতএব রাজবরহিত রাজ্যে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। হায়, কি দুঃখের কথা! রাম রাজা না হয়ে বনবাসী হলেন? রাম বিরহে আমরা কখনই তো প্রাণধারণ করতে পারব না। এ রাজ্যে থেকে আর কি হবে? আমরাও রামের সঙ্গে বনবাসী হবো—তা হলেই এই অযোধ্যাপুরী শ্রীভ্রষ্ট হয়ে বন হবে। রাম বিচ্ছেদে এ রাজ্য বন হয়,—এই আমাদের প্রার্থনা।

২য় নাগরিক। হায় হায়! কি পরিতাপের বিষয়! রাজা দশরথ কি একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছেন? তা না হলে, সর্ব্বগুণাকর প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে বিসর্জ্জন দিতেন না। নিতান্ত নির্গুণ হলেও পুত্রকে লোকে নয়নপথের বাহির কত্তে চায় না; এমন পুত্রকে যদি বনে দিলেন, তবে আমাদের উপর তাঁর আর মমতা কি? আমরাও বনে যাবো।

১ম নাগরিক। হায় হায়! আমাদের এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নাই। গৃহ হ'তে বহির্গত হ'লে যে রামের সঙ্গে চতুরঙ্গিনী সেনা গমন করিত, তিনি আজ লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে অনাথের মত বনবাসে চল্লেন? হায়! যে রমণীরত্ন সীতাকে আকাশগামী ভূতবর্গও নয়নগোচর করিতে সমর্থ হয় না, যিনি কখনও সূর্য্যের মুখও দেখেন নাই,—সেই জনকনন্দিনীকে আজ জনাকীর্ণ রাজমার্গ দিয়া পদব্রজে যাইতে হলো? গ্রীষ্মকালে জলাশয় জলশূন্য হলে যেমন জলজন্তু সকল বিপন্ন হয়, ফণী মণিহারা হ'লে যেমন সন্তাপিত হয়, সুধাকর বিরহে যামিনী যেমন অন্ধকারময় হয়, রাম বিরহে এ রাজ্যও সেইরূপ হলো। আমরা পুরবাসী ও প্রজাবর্গ সকলে লক্ষ্মণের ন্যায় রামের অনুচর হয়ে বনগমন করবো—রামের সমদুঃখভাগী হব। অযোধ্যা অরণ্য হোক; দুর্ম্মতি কৈকেয়ী তাহা গ্রহণ করুক। আমাদিগের সহবাসে বনই নগর হবে। সেই বনই

আমাদের রাম-রাজ্য। অতএব চলো, আমরা সকলে বন-গমনের উদ্যোগ করি।

গীত।

তাল আড়খেমটা।

ঐ দেখ হয়ে যোগী জটাধারী
রাম আমাদের চাললেন বনে।
অযোধ্যা হইল শূন্য কি সুখে রব ভবনে।
সুখ রবি অস্ত হলো, দুঃখ রজনী আইল,
হায় কি ঘটিল,—
হব আমরা নগরবাসী বনবাসী রামের সনে।
মনের আশা ছিল যত,
কৈকেয়ীর প্রসাদে তাতে, সমূলে হত;—
দেখরে ভাই কেঁদে আকুল
পশু পক্ষী রামের গুণে।

(নাগরিকগণের প্রস্থান।)

(নাগরিক কুলবধূগণের প্রবেশ।)

১ম কুলবধূ। আহা, কি দুঃখের বিষয়! আজ আমরা রামচন্দ্রকে সীতার সহিত রাজাসনে দৃষ্ট কর্‌বো—তা নয়, বল্কল পরিধানে পদব্রজে বনবাসে যেতে দেখ্‌লেম? হা কৌশল্যা! তোমার হৃদয় যথার্থই পাষাণময়; নতুবা, দেবতুল্য পুত্রকে বনে দিয়ে কেমন কোরে এখনও প্রাণধারণ কোরে আছ? হা জানকি! তোমার জীবন সার্থক,—যে তুমি এমন স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ কল্লেনা! হা লক্ষ্মণ, তুমি সকল লোকবৎসল রামচন্দ্রের সঙ্গী হয়ে জীবনের সার কর্ম্ম করিলে।

২য় কুলবধূ। আহা! যে রাম অনাথ ও অশরণ দীনগণের একমাত্র গতি, সে মহাত্মা এখন কোথায় চল্লেন? হায়! যিনি পুনঃ পুনঃ অপরাধী ব্যক্তিদিগের প্রতিও কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই, যিনি অপরের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন, যিনি আমাদিগকে জননীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন,—সেই গুণাধার আজ বনবাসী হলেন? চলো, আমরা নগরের সমস্ত কুলবধূ ঐ অনাথনাথ রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে বনে গমন ক'রি রামশূন্য রাজ্যে বাস করার আর প্রয়োজন নাই

(কুলবধূগণের প্রস্থান।)

(বালকগণের প্রবেশ।)

১ম বালক। আহা! যে রামচন্দ্র শৈশবাবধি ভরত ও লক্ষ্মণের ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান করিতেন, যাঁর চন্দন-চর্চ্চিত কোমল অঙ্গে আমরা সর্ব্বদা সহোদরের ন্যায় ধূলি প্রদান করিতাম, তিনি আজ আমাদিগকে অনাথ করে বনচারী হলেন? আমরা পাপ নয়নে তাহা দৃষ্ট কর্‌লেম? এক্ষণে আমাদের রাম-শোকে জীবনধারণে কোন প্রয়োজন নাই।

২য় বালক। হা বীরবর! হা অনাথ নাথ, লোকবৎসল রামচন্দ্র! তুমি এত দিনের পর অযোধ্যাবাসী এই বালকগণকে পরিত্যাগ কর্‌লে? তোমার শোকে আমরা যে কোনরূপেই জীবনধারণ কর্‌তে পা'রবো না? আহা আজ তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে; বিধাতা সে সাধে একবারে এমন বিষাদ ঘটালেন! আহা! বনচরেরা তোমাকে অনাথ বলে মনে কর্‌বে? আহা! মাতা কৈকেয়ী কেন তোমাকে ভিক্ষুক বা ভরতের দাস হবার বর প্রার্থনা কর্‌লেন না? নগর হতে বহির্গত ক'রে দিলে আমাদের এত দুঃখ হ'তনা। আহা! আমাদের সে দিন আবার কবে হবে যে, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত তোমার বদন-সুধাকর দর্শন কর্‌বো?

গীত।

তাল—একতালা।

একি হলো হায় হায়, জীবন জ্বলে যায়,
অযোধ্যা জীবন আজ বনে চাললে।
বলবো দুঃখ কত, এ জনমের মত,
মনের আশা সব ফুরাইয়ে গেল॥

আপনি রাজা ক'রলেন এমন সর্ব্বনাশ,
এ ছার রাজ্যে আর কি সুখে করি বাস,
দগ্ধ শোকা-নলে জুড়াতে সকলে,
জীবনে জীবন সঁপিতে চল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর—কৈকেয়ীর কক্ষ।

(মন্থরা, কৈকেয়ী রাম প্রভৃতি)

মন্থরা। কৈকেয়ী তোমার কি কোন বুদ্ধিই নাই? ঐ দেখ রাম চল্লো; কিন্তু রামের অঙ্গের রাজভূষণ, রাজবস্ত্র,—যা যা কেড়ে নিতে হয়, এই বেলা নেও না? নৈলে বনের মাঝে যে, রাজা হয়ে পড়বে! জান না, রাম বনে যাচ্ছে বলে পোড়া টেরুজ গুলো কতই দুঃখ কচ্ছে? ভরত কি ওদের বুকে ভাত রেঁধেছিল? সোনা-টিক্ দিয়ে কি হয়ে পড়বে,—বোঝোনা তো? রামকে কিছু দিও না; শিগ্‌গির ওগুলো কেড়ে নেও।

কৈকেয়ী। মন্থরা! যা বলেছিস্ ঠিক বটে! তুই যে কত বুদ্ধি ধরিস্—তা বল্‌তে পারিনে। শুভক্ষণে জন্মেছিলি! আমি এখনই তা ক'রছি। (রামের প্রতি) বাপু রাম! তুমি এখন বনবাসে চল্লে; না গেলেও তো নয়? তোমার পিতা সত্যপাশে বদ্ধ আছেন,—না গেলে ত মুক্ত পান না? যদি তুমি বনেই যাচ্ছো, তবে এখন তোমার বনবাসের বেশ ধারণ করাই উচিত।

রাম। জননি! রাজ-ভূষণে এক্ষণে আমার কোন প্রয়োজন নাই; আমি এই দণ্ডেই এ সকল পরিত্যাগ করছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনাদের চরণারবিন্দে আমার একান্ত মতি থাকে। তাহা হ'লেই, আমার বনবাস-ব্রত সার্থক হবে ও নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ-প্রতিজ্ঞ হতে পারবো।

কৈকেয়ী। রাম! তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। তা—বাপু, আমার কোন দোষ নেই। সকলই বিধাতার নির্ব্বন্ধ জানবে। চৌদ্দ বৎসর বৈ ত নয়? ক'টা দিনই বা? এ'ত দেখতে দেখতে যাবে।

গীত।

তাল—আড়া।

বাক্যে পিতার, ও রাম, চলেছ গো বনে কাননে যাইতে,
সত্বরে তোমার জনকের সত্য কর।
পূর্ণ ও আমার মনসাধ, ত্যজ রাজ পরিচ্ছদ,
মস্তকেতে জটাধারী বল্কল পর॥

কৌশল্যা। কৈকেয়ি! তুই বলিস্ কি? তুই যে, আমার রামকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল-বাসতিস?—ভরত অপেক্ষা স্নেহ কর্‌তিস? সে সকল ভাব কি এখন বনে বিসর্জ্জন দিলি কৈকেয়ি! দেখ্ দেখ্—আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! কি হ'তে কি হ'ল! রাম আমার আজ রাজা হবে বসবেন, বাম ভাগেতে মা জানকী, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধারণ করবে,—তাতে কত শোভা হবে! নভোমণ্ডলে সৌদামিনী মিলিত হ'লে নবজলধর যেমন নয়ননন্দদায়ক হয়, অথবা তমাল তরুর উভয় পার্শ্বে হেমলতা জন্মগ্রহণ করে বৃক্ষকে আশ্রয় করলে যেমন শোভা হয়—আমার রামের উভয় পার্শ্বে সীতা ও লক্ষ্মণে সেইরূপ শোভা হবে। আমি সেইরূপ নয়নে নিরীক্ষণ করে নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত করবো। কিন্তু ফলের সময় তুই বিফল কর্‌লি? হিংসারূপ বজ্রাঘাতে আমার আশা-লতা মূলে দগ্ধ কর্‌লি? কৈকেয়ি! ভাল, তোর মনে যা আছে—তাই হ'ক। ভরতই রাজা হক—তাতে আমার ক্ষতি কি? রাম রাজা হ'লে, আমি রাজমাতা হতেম; ভরত রাজা হলেও আমি রাজমাতা হব। কৈকেয়ি! তুই কি জানিস্‌নে যে, উত্তান-পাদ রাজার দ্বিতীয়া পত্নী সুরুচি, অভীষ্ট সিদ্ধ করবার জন্য সপত্নী সুনীতিকে বনবাসী

করেছিল? তুই কেন রাজার নিকট সেই বর প্রার্থনা করলি নে? তুই কেন আমাকে বনবাসিনী করলি নে? তুই কি জন্য আমার জীবনধন রামকে বনবাসী কচ্ছিস্? আপনার ভাল কত্তে কি এমন করে পরের কপাল ভাঙ্গতে হয়? আমি তোমার করে ধরে মিনতি করে বল্‌ছি,—তুমি রাজ্য নিয়েই ক্ষান্ত হও। আমার রামকে বনবাসী কর না। তোমার ভরত রাজা হউক; আমার রাম তোমার ভরতের আজ্ঞাকারী হয়ে অযোধ্যায় থাকবে। রামকে আমায় ভিক্ষা দিও।

কৈকেয়ী। দিদি! আর রোদন করবেন না। আমার কোন দোষ নাই। এ সব বিধাতার নির্বন্ধ। আর আমিই বা কি করবো? আমার কাছে তোমার বিনয় করে কি হবে? মহারাজ সত্য করেছেন, তাঁর কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করো।

মন্থরা। কৈকেয়ি! তোমার কি কোন বুদ্ধিই নেই? দেখ দেখি, তোমার সতীন কৌশল্যা কৌশলে তোমার ভরতের অমঙ্গল কচ্ছেন? বিশেষ রাম—জ্যেষ্ঠ, ভরত—কনিষ্ঠ; রাম ভরতের আজ্ঞাকারী হবে—এ কেমন কথা? এ কথা বললে যে ভরতের অকল্যাণ হয়? তুমি কি কিছুই বোঝ না? শীঘ্র জটা-বল্কল পরিয়ে দেও।

কৈকেয়ী। মন্থরা লো! সে জন্য তোর চিন্তা নাই। আমি তেমন মেয়ে নই। আমি কৌশল্যার কথা সব বুঝতে পারি। উনি যতই বলুন আমি রামকে কখনই অযোধ্যায় থাকতে দেব না। বেশভূষা হরণ কোরে এখনই বনে পাঠাব।

লক্ষ্মণ। রে পাপমতি পুত্রদ্বেষি কৈকেয়ি! তুমি বিনাপরাধে সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রকে বনবাসী করলে? তুমি কি মনে করেছ যে, রাম নির্ব্বাসনের পর ভরত নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে? আর তুমি রাজমাতা হয়ে সুখে কালযাপন করবে? তা কখনই নয়। ভরত নিতান্ত রামানুগত;—রামদ্বেষী নয়। হয় ত, রামশোকে জীবনধারণ, করবে না। নতুবা, জন্মের মত মাতৃ-মুখাবলোকন পরিত্যাগ করবে। যদি রাম-বিচ্ছেদে ভরত এই সাম্রাজ্য সন্তোষ মনে গ্রহণ করে, তবে তুমি নিশ্চিত জেনো অসীতার অসুর বিনাশের ন্যায় লক্ষ্মণের এই অসিতে কোশলরাজ্যের সমস্ত প্রাণী প্রাণ পরিত্যাগ করবে। অথবা রামের দুঃখেতে সীতার নেত্রবারি অহুতিস্বরূপ সর্ব্বদা পাতিত হয়ে এ পাপ রাজ্যের তৃণ পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ ক'রবে। লক্ষ্মণ বর্ত্তমানে রাম ভিন্ন অযোধ্যার রাজসিংহাসন অন্যে গ্রহণ করবে—একি সহজ কথা! তা হ'লে লক্ষ্মণের বীরত্বই বৃথা। পিশাচি! তুমি এমন শান্তস্বভাব রামচন্দ্রকে বনবাসী করেও নিশ্চিন্ত হলে না? কি জন্য রামের অঙ্গের সমস্ত বেশ ভূষণ হরণ করছো? তুমি কি জাননা যে, জানকী রামের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী? সুতরাং, সমস্ত বেশ ভূষার অর্দ্ধেক অধিকারিণী? নৃশংসে! তোমাকে বলতে আর আমাদের ইচ্ছা নাই। কেবল স্ত্রী-হত্যার ভয়ে তোমার জীবনসংহার কত্তে লক্ষ্মণ আজ ক্ষান্ত রহিল।

রাম। তুমি কর কি? বীর-প্রধান পরশুরাম মাতৃহত্যা পাপে কত কষ্ট ভোগ করেছেন; অতএব ভাই ক্ষান্ত হও।

কৈকেয়ী। যা, যা, তোর আর সে ভাবনা ভাবতে হবে না। তোর আর বীরত্ব জানাতে হবে না।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আপনি বিমাতার কথায় বেশভূষা পরিত্যাগ ক'রবেন না। আমি জীবন থাকতে আপনাকে জটাধারী দেখতে পারবো না। দুগ্ধফেণবিনিন্দিত কোমল শয্যায় যে অঙ্গে বেদনা বোধ হয়, পুষ্প চন্দন যে অঙ্গের কঠিন কণ্টক স্বরূপ,—সেই শরীরে কি রুক্ষ-বল্কল সহ্য হতে পারে? আর একটা নিবেদন করি,—চিরসেবক সম্মুখে থাকতে আপনি কেন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করবেন? আমাকে অনুমতি করুন; আমি আপনার প্রতিনিধি। আমি অগ্রে বেশ-ভূষা পরিত্যাগ করে বনবাসীর বেশ

ধারণ করি, আপনি পরে বস্কলাদি পরিধান ক'র্‌বেন। আমি পাপনয়নে আপনার সন্ন্যাসীর বেশ দেখ্‌তে পার্‌বো না।

গীত।

তাল একতালা।

তোমার সন্ন্যাসীর বেশ আমি
দেখতে পারবো না হে।
আমার মনে হলে জীবন কেঁদে যে উঠে,
দাসের এই কথাটী রাখ হে তুমি॥
চিরসেবক বর্ত্তমানে, হও তুমি সন্ন্যাসী কেনে,
এ দাসে দাওহে এ ভার
তাতে আমার ভাবনা কি হে;
(আমি হব যোগী তাতে ভাবনা কি হে।)
কাতরে শ্রীচরণ ধরি, বিনয় করে বারণ করি,
তুমি হলে জটাধারী, আমি জীবন রাখবো,
(আমি আপনার জীবন রাখবো) না হে।

কৌশল্যা। কৈকেয়ি! তুই ক্ষমা কর্‌। তুই এমন কর্ম্ম করিস্‌নে। রামকে বনে পাঠাইতেই রাজা সত্য করেছেন। তুই সেই বরই প্রার্থনা করেছিস। রাজা তো লক্ষ্মণকে বনে পাঠাচ্ছেন না? লক্ষ্মণ তো ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্রজের অনুগমন কচ্চে;? তবে তুই কেন লক্ষ্মণের সমস্ত বেশ-ভূষা হরণ করছিস?

লক্ষ্মণ। দয়াময়! এ দাসের কথা রক্ষা করুন। আপনি কখন রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না।

রাম ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! তুমি এমন কথা আমাকে কেন বল্‌লে? পিতার অনুমতিতে আমিই বনবাসী হইতেছি; তুমি কেন বল্কল পরিধান ক'র্‌বে? ভাই, আমি ত জীবন থাকৃতে তোমাকে কষ্ট দিতে পারবো না? তোমার সন্ন্যাসীর বেশ দেখলে আমার যে বক্ষ বিদীর্ণ হবে। ভাই, তুমি কি জান না যে স্নেহ নীচগামী? অতএব স্থির হও এ বাসনা ত্যাগ কর।

কৈকেয়ী। লক্ষ্মণ! আমি রামের বেশ ভূষা হরণ করেছি বলে যদি তোমার এত দুঃখ বোধ হয়ে থাকে, তবে এস তোমাকেই না হয় অগ্রে সাজিয়ে দেই? ওলো মন্থরা! অগ্রে লক্ষ্মণকে সাজিয়ে দে তো?

মন্থরা; এসো, বাছা লক্ষ্মণ! তোমাকে সাজিয়ে দিই। বাছা, কিছু মনে ক'রনা। তোমার পিতা তোমায় বনে দিলেন, আমরা কি করবো? বাছা, দুই ভাই বনে যাচ্ছো—আর চিন্তা কি? বনে উত্তম উত্তম ফল আছে, নিয়ে আস্‌বে, ভোজন করবে, সচ্ছন্দরূপে বেড়াবে,—তার চিন্তা কি? বাছা চৌদ্দটা বৎসর বৈ ত নয়? এ আর কদিন? এত দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। যাও, বাছা! যাও, মনে কিছু ক'রনা।

কৈকেয়ী। দিদি কৌশল্যা! আমার কাছে অনুনয় বিনয় কর্‌লে কি হবে? মহারাজ সত্য করেছেন,—তাঁর কাছে অনুনয় বিনয় করগে।

কৌশল্যা। দেখ্‌, কুল-কলঙ্কিনি পাপিনি! তুই গৃহ-গিরি হ'তে নাগরূপ কালসাপিনী বহির্গত হ'য়ে আমার রামকে দংশন কর্‌লি? তুই আমার সুখকাননে শুষ্ক তরু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলি; সময় পেয়ে দাবানল প্রজ্বলিত করে সমস্ত কানন দগ্ধ করলি? পাপিনি! আমি যদি সতী হই যদি পতি পদে আমার একান্ত মতি থাকে, তবে তুই যেমন আমাকে আমার 'মা-বলা' ধনে বঞ্চিতা কর্‌লি, ভরত যেন তোকে চৌদ্দ বৎসর 'মা' বলে না ডাকে। (লক্ষ্মণের প্রতি) লক্ষ্মণ! বাছা যদি একান্তই রামের সহচর হয়ে বনবাসে চল্লে তবে সর্ব্বদা সাবধানে থেক। বাপু! দেখ যেন কেহ বৈর নির্য্যাতন ক'রে, আমার রামের জীবনহন্তা না হয়। কেননা তাকে বধের জন্য বনে অনেক নিশাচর রামের শত্রু আছে—এজন্য সাবধান করছি। বাপু, তোমার ত্রিলোকবিজয়ী শর-কোদণ্ডে অথবা ভুজবলে যেন কলঙ্ক না হয়।

লক্ষ্মণ। জননি! সেজন্য আপনার চিন্তা নাই। লক্ষ্মণ বর্ত্তমানে রাম অঙ্গে একটি

কণ্টকের দ্বারাও শোণিত বহির্গত হবে না, আমি প্রভুর প্রহরী থাকতে যদি কেহ বৈর-নির্য্যাতন কর্‌তে পারে, তবে বৃথা আমার বীরত্ব ও শরাসন ধারণ।

কৌশল্যা। বাছা! যদি তোমার এমন বীরত্ব ও তোমার বাণ এত তীক্ষ্ণ, তবে আমার বক্ষঃস্থলে একটী বাণ নিক্ষেপ কর দেখি—তা হলেই আমি বুঝতে পার্‌বো?

লক্ষ্মণ। মাগো! এমন কথা আমাকে কেন বল্‌লেন? আমি যে বাণ নিক্ষেপ করলে আপনার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়ে যাবে? সুতরাং আমি কি মাতৃ ও স্ত্রী হত্যা করে নিরয়গামী হবো?

কৌশল্যা। হাঁরে লক্ষ্মণ! আমার সর্ব্বস্ব-ধন রামচন্দ্র বনে চল্লো তাতে আমার এই কঠিন হৃদয় এখন বিদীর্ণ হলো না, তোর বাণে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হবে? তা কখনই হবে না। বাপরে! ইন্দ্রের বজ্রপাতে সুমেরু শৃঙ্গ ভঙ্গ হয়; কিন্তু সেই সহস্রাক্ষ সহস্রবার বজ্রাঘাত ক'রলেও, বোধ হয়, এই পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হবার নয়। আমি বলছি, তুই এখনই বাণ নিক্ষেপ কর। হাঁরে, তাতে যদি আমার মৃত্যু হয়—সেও ত আমার ভাল! কেননা, তোদের শোকশর হতে এখনই অব্যাহতি পাবো।

গীত।

তাল—আড় খেম্‌টা।

আমার ভাঙ্গলো কপাল রামনিধি যায় বনে।
ও ধনে কাননে বিদায় দিবরে আমি কোন প্রাণে।
হয়ে রাজ্য অভিলাষী, আবিবাসে উপবাসী,
সে পুত্র হেরে সন্ন্যাসী,
মন কি আমার ধৈর্য্য মানে।
সতিনী যে চণ্ডালিনী, করলে আমায় কঙ্গালিনী,
রামের অঙ্গে কাল সাপিনী,
দংশিল যে বিষ দশনে।

লক্ষ্মণ। জননী! আর রোদন করবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন, এক্ষণে আমরা বিদায় হই; আপনি চিন্তা ত্যাগ করুন।

কৌশল্যা। বাছা, তবে এসো।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজভবন।

(সুমন্ত্রাদি পরিবেষ্টিত রাজা আসীন, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রামের প্রবেশ।)

রাম। পিতঃ! আমি প্রণাম করি। রাজর্ষি জনকের কন্যা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত আপনার আজ্ঞানুযায়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে যাইতে প্রস্তুত হতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, নির্ব্বিঘ্নে বনবাস-ব্রত সাঙ্গ ক'রে পুনরাগমন ক'রে যেন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করি।

গীত।

তাল—আড়খেম্‌টা।

এই নিবেদন পিতাগো এখন,
বিদায় হলেম আজ তব চরণে।
পুনঃ বাসে এসে যেন, তোমার শ্রীচরণ,
হেরি আমি এ পাপ নয়নে॥
চৌদ্দ বৎসর আমি বনবাসে রই,
জেনগো জনক তাতে কাতর নই,
তব চরণে যেন বঞ্চিত না হই,
এই আশীর্ব্বাদ করো এক্ষণে॥
ঘটিল তা, বিধির মনে যা ছিল,
বিমাতার কেবল কলঙ্ক হ'লো,
এ সকল আমার অদৃষ্টের ফল,
তুমি কাতর হও কি কারণে॥

রাজা। রে ঘৃণা লজ্জাহীনা কৈকেয়ি! রে ধর্ম্মদ্বেষিণি! তুই আমার ধর্ম্মপত্নী হয়ে কি শেষে এইরূপে আমার ধর্ম্ম রক্ষা করলি?

রামের মুখ দেখেও কি তোর মনে দয়ার সঞ্চার হ'লো না? যে রামকে দেখে শত্রুও ফিরে চায়, তাড়কা রাক্ষসীও মুগ্ধ হয়, যার মধুর 'মা' বাক্যে পাষাণও দ্রব হয়ে যায়,—তুই কালনাগিনী আজ কেমন করে সেই রামকে দংশন কর্‌লি? তুই কেমন করে এমন কোমল অঙ্গে জটাবল্কল পরালি? চণ্ডালিনি! আমি আর তোর মুখ দর্শন ক'র্‌বো না? আমার রাম যে পথে আমিও সেই পথে চল্লেম! হায়, কি সর্ব্বনাশ! রঘুকুলে এমন অকীর্ত্তি! আজ অবধি জগতে স্ত্রী-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রকেই লোকে যে 'দশরথ' বলে উপহাস করবে! হায় কি হ'লো! হায় কি হলো! ডাকিনী কৈকেয়ী কি আমার রামকে জটা বাকল পরিয়ে দিয়ে বনে বিসর্জ্জন দিলে? আমার সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত রাজ-পরিচ্ছদ সমস্ত সৈন্য-সামন্ত শ্রীরামের সঙ্গে দেও। রাম যেন বনেই রাজত্ব কর্ত্তে পারে। আমিই বা আর লোকালয়ে কি বলে মুখ দেখাব? যে কয় দিন জীবিত থাকি,—রামের সঙ্গেই বনে গিয়ে থাকি।

গীত।

তাল—[illegible]

পাপীয়সি ও রাক্ষসি হায় কি করিলি।
মরি, আজ হতে রমণীর কুলে কালি তুই দিলি।
অপনার জননীর মত, রাম আমার তোরে জানিত,
কোন প্রাণে সে বনে জটা বাকল পরালি?
রৈল দুঃখ অন্তরে, সামান্য ধনের তরে,
অমূল্য রাম ধনে বনে বিসর্জ্জন দিলি।

রাজা। বৎস রাম! আমি তোমার কাছে শপথ করে বলছি—আমার কোন দোষ নাই এই কুল-কলঙ্কিনী কৈকেয়ী হতেই তোমার বনবাস। এই মায়াবিনী আমাকে কুহক-জালে বদ্ধ করে, আমার গলায় সত্যরূপ শীলা বেঁধে অগাধ দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করেছে। সন্তরণ জেনেও আমি নিরুপায়ে পতিত হয়েছি। বাপু, এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা,—অদ্য রজনীতে তুমি এইখানে থেকে তোমার শোকার্ত্ত জনক জননীর সহিত একত্রে পান ভোজন কর।

রাম। পিতঃ! অদ্য বনগমনে আমার যে শুভাদৃষ্ট হবে কল্য যাত্রা করিলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব আপনি অনুমতি করুন। আমি আপনার চরণে নিবেদন করি—ইহাতে আপনার কেন?—মধ্যমা মাতারও কোন দোষ নাই। এ সব বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

রাজা। রামচন্দ্র! পামরকে আর তুমি বিদায়ের কথা ব'লনা। আমি আপনার প্রাণকে আপনি বিদায় দিতে পারি। বাপু, তোমাকে তো প্রাণ থাক্‌তে বিদায় দিতে পারব না?

গীত।

তাল একতালা।

জীবন ধন, নীলরতন, যাবে নিতান্ত বনে,
বসি তাই এক্ষণে।
মনে কি জাননা কুমার,
তুমি যে দেহের প্রাণ আমার,
কি করিতে কি হইল, সকল আশা ফুরাইলরে,
এ দেহ যায় এখনি, জীবন দিলে জীবনে॥
অন্ধকারে ছলনা পাপ, ব্রহ্মশাপে মনস্তাপ,
বুঝেছি মনে—
তোমা হেন পুত্র নিধি, দিয়ে হরে নিল বিধিরে,
বল বিদায় দিতে, বিদায় আমি দিব
রে তোর কোন প্রাণে।

সুমন্ত্র। যুবরাজ! যদি একান্তই আমাদের অনাথ করে বনে গমন করেন, তবে আমাদের একটী প্রার্থনা আপনাকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। আমরা প্রাণ থাক্‌তে এ দগ্ধ চক্ষে বধূমাতার সহিত আপনাকে পদব্রজে গমন কর্ত্তে দেখ্‌তে পার্‌বো না। মহারাজের আজ্ঞামত আমি রথ প্রস্তুত করে এনেছি; আরোহণ করুন।

রাম। সুমন্ত্র! তুমি চলো। আমরা সত্বরেই যাচ্ছি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

—০—

বন-পথ।

(রাম ও লক্ষণ।)

রাম। লক্ষণ! আমি পিতৃদেবের আজ্ঞামত বনে গমন কচ্ছি; কিন্তু ভাই আজ আমার মন প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে কেন? কিছুই তো বুঝ্‌তে পারিনে? বোধ হয়, ব্রত সাঙ্গ করে পুনরায় বাসে এসে এ পাপ নয়নে আর জনক-জননীর পাদপদ্ম দর্শন কর্ত্তে পার্‌বো না।

গীত।

তাল একতালা।

কেন এমন, করে আজ প্রাণ আমার।
প্রাণের ভাই আর কার কাছে জানাব।
কেন আমি জন্মেছিলাম,
রাজ্যধনে বঞ্চিত হলাম হলো বনবাস,
সকল আশায় হলাম নিতান্ত নৈরাশ,—
জেনেছি তা মনে, আর এসে ভবনে,
পিতার শ্রীচরণ আমি দেখ্‌তে না পাব।
আমার জন্য ভেবে দেখরে লক্ষণ,
ঘটিল তোমাদের অরণ্যে গমন,
তোমরা দুঃখ পেলে, কাতরে কাঁদিলে,
আমি তা জীবনে কেমনে সব॥

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষণ! এই দেখ, এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে জনকজননীর চরণ-সেবা করাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম ও জীবনের সার কর্ম্ম। আমি এতদিনের পর সে সমস্ত আশায় বঞ্চিত হলেম। আমার সকল সুখের পরিশেষ হলো। ভাই! বিধাতা যদি আমার অদৃষ্টে এত কষ্ট লিখেছিলেন, তবে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কেন আমার প্রাণসংহার করলেন না? হায়! আমি গুরুজনের কোন্ উপ-কারে লাগিলাম? এই বিশাল সূর্য্যবংশের পূর্ব্ব রাজা মহানামা সগর, দুর্জ্জয় সাগর খনন করে ধরাতলে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি স্থাপন [illegible]; পুরুষপ্রধান ভগীরথ কুলোদ্ধারের নিমিত্ত ভগবতী সুরধনীকে ভূতলে এনে, ভূতলবাসী জীবগণের নিস্তারের পথ সংস্থা-পন করেছেন। সেই মহাত্মাদিগের জীব-নই ধন্য! কীর্ত্তি-কলাপের দ্বারা অদ্যাবধি [illegible]র নাম দেদীপ্যমান রয়েছে। ভাই, আমিত সেই বংশেই জন্মেছি? কিন্তু আমি এমনি নরাধম যে, গৃহে থেকে পিতা মাতার পাদপদ্ম দর্শনেও বঞ্চিত হলেম। এই হতভাগ্যের অনুগত বলে, ভাই, তুমিও রাজ-কুমার হয়ে বনচর হলে। পতির পত্নী অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী বলেই রাজনন্দিনী জানকীও বনচারিণী হলেন। বনের কষ্ট ভাই, তুমি ত সকলই অব-গত আছ? মুনিযজ্ঞ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বনে গিয়ে, ভেবে দেখ, যারপর নাই কষ্ট ভোগ করেছি। সেই তাড়কাবধ মনে হলে আমার প্রাণ কম্পিত ও সমস্ত শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়। বনে সেইরূপ কত শত ভয়ঙ্কর নিশাচর নিশাচরী বিচরণ করে, তাতে আবার নারীসঙ্গ; আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটনা হবে,—কিছুই বলতে পারিনে। যে অদৃষ্টের ফলে উপস্থিত হস্তগত রাজ্য হ'তে বঞ্চিত হলেম, যে অদৃষ্টের দোষে পুত্র হয়ে মাতাপিতা হ'তে নির্ব্বাসিত হলেম, যে অদৃষ্টের ফলভাগিনী হয়ে স্বর্ণলতা-সদৃশী সীতা-সতীও বনলতা-বাসিনী হলেন, সে অদৃষ্টে সংসারে যত প্রকার দুর্ঘটনা আছে,—সে সকলই ঘটিতে পারে! ভাই! আমি সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব; কিন্তু বনবিহারী কিরাতের ন্যায় তোমাদের উত্তাপ-ক্লিষ্ট মুখকমল মলিন দেখে কখনই ধৈর্য্যাবলম্বন কর্ত্তে পার্‌বো না। অতএব আমার তুল্য পামর নরাধম বোধ হয় ভূতলে আর কেহ কখন জন্মগ্রহন করে নাই। মাতা হয়ে পুত্রকে বিজন গহন কাননে বিসর্জ্জন দেয়,—একাল পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। এ ঘটনা কেবল আমারই ভাগ্যদোষ জন্যই—জেনো। ভাই! আমি কি বলে আমার মনকে সান্ত্বনা করি,—কিছুই ভেবে স্থির করতে পারিনে।

গীত।

তাল—যৎ।

এ জনম এ জীবন বিফলে গেল মিছে হল।
বৃথা আমার ভবে আসা,
ভাঙ্গলো রে ভাই সুখের বাসা,
প্রাণের ভাই তোমারে বলি,
জীবন দেহ ছেড়ে যায় না কেন,
সকল আশা ফুরাল কপালে এই ছিল।
চতুর্দ্দশ বৎসর কাননে ভ্রমণ,
সে কষ্টে ভাই হয় তো রবে
নয়তো যাবে, এ জীবন,—
আমি গেলে জেনো আমার শোকে,
মাতাপিতা আরকি বেঁচে রবে;
কে মা বলিবে কে আছে আর,
তাঁরা যাবেন পরলোকে,
মাতৃ পিতৃহত্যা আমা হইতে হইল।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর অনুতাপ করবেন না। সকলই ভগবানের ইচ্ছা। আপনি কি বিস্মরণ হয়েছেন—আপনি গোলকের পতি? সুরকার্য্য সাধন জন্য ভূতলে এসে মানব দেহ ধারণ করেছেন? আপনি সর্ব্ব-জীবের জীবাত্মা স্বরূপ; আপনার অন্ত কে জানিতে পারে? আপনি ভূ-ভারহারী; ভূ-ভার-হরণ জন্য এই ভূতলে অবতরণ করেছেন। আপনি যাকে মাতাপিতা বলে সম্বোধন করেন আপনিই তাঁহাদের মোক্ষদাতা। অনন্তকাল চিন্তা করে যোগী ঋষিগণ আপনার মহিমার সীমা করিতে পারেন নাই। অতএব প্রভু আর রোদন করবেন না।

গীত।

আর কেন হে বিস্মরণ হইলে,ধরি চরণ কমলে।
সাধিবারে সুর কার্য্য, গোলকের ঐশ্বর্য্য,
ত্যজ্য করে তুমি ভূতলে এলে।
মনে নাই কি তোমার মহাকালের ধন,
মানব লীলায় এসে কর কাল যাপন,
বলি বিবরণ;—
তুমি যারে জগৎ-পিতা, বল মাতা পিতা,
ভবে তারে মোক্ষপদ বিলালে।
জনম জনমান্তরে হয়ে উদ্যোগী,
কত যোগী যোগে মন সংযোগী,
বাস। ত্যাগী;—
তবু পায়না তোমার অন্ত, তুমি কেন ভ্রান্ত,
কি কারণে কেঁদে জগৎ কাঁদালে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাম ও লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। প্রভু! পিতৃসত্য পালন জন্য চতুর্দ্দশবর্ষ কাল বনবাসে কত কষ্টে যাপন করলেন; এক্ষণে সুরকার্য্য সাধন করা হই-য়াছে; মাতা জনকনন্দিনী সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন এবং জননীর চরণ দর্শন করে জীবন সার্থক কর।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি যা বল্লে আমি তা সকলই জ্ঞাত আছি। এইক্ষণে স্বদেশ গমনের উদ্যোগ কর। আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মণ। প্রভু! আপনার আজ্ঞামত এই আমি রথ প্রস্তুত করিলাম। আপনি মাতা সীতাদেবীকে লইয়া রথে আরোহণ করুন। আর্য্য! রথ অযোধ্যায় এসেছে, আপনি রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সিংহাসনপরি আরো-হণ করুন। আমি মাতা জনক-নন্দিনী সহ যুগলরূপ দর্শন করে নয়ন ও জীবন ধন্য করি।

মিলনের গীত।

কিরূপ মাধুরি একবার দেখ রে নয়ন।
তড়িত জড়িত হল, জলদে যেমন।
বর্ণিতে রূপ বর্ণ হারে, বাণীর বাণী না সরে,
সেরূপ কি বর্ণিতে পারে দীন ব্রজমোহন।

যবনিকা পতন।

রামাভিষেক যাত্রা সমাপ্ত।

তারকাসুরবধ-যাত্রা।

প্রথম অঙ্ক।

—•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

পর্ব্বতের অধিত্যকা।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, হুতাশন, কুবের প্রভৃতির মন্ত্রণা।

(আহুত দেবগুরু বৃহস্পতির প্রবেশ।)

সকলে। (একত্রে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসতে আজ্ঞা হোক।

(সকলের প্রণাম।)

বৃহস্পতি। বৎসগণ! ঈশ্বর তোমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন। তোমরা আপনাপন অভীষ্ট লাভ দ্বারা অনন্ত বিধানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হও। সহস্রাক্ষ! তোমার বলবীর্য্য এবং সুখৈশ্বর্য্য সহস্রগুণাধিক পরিবর্দ্ধিত হউক বিজয়লক্ষ্মী শত সহস্র যুগান্ত ব্যাপিনী হ'য়ে তোমাতে বিরাজমান থাকুন যেমন সহস্র স্বর্ণাদ্রি মধ্যবর্ত্তী সুমেরু অতুলনীয় শোভা ধারণ করে, হে সর্ব্বগুণাধার ধুরন্ধর! তুমিও তেমনি অজেয় বীর্য্যবান, পৌরজন পারিষদ-সহচরগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সৌর-জগতে অসীম শোভা, ও মহিমা বিস্তার কর।

ইন্দ্র। ভগবন! আপনার আশীর্ব্বাদ [illegible]। আপনি দ্বিতীয় বিধাতা। ইচ্ছা পারেন। বিধি বাক্য—আপনার বাক্য অভিন্ন, অলক্ষ্য; কিন্তু অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে নিত্য-পদার্থ-স্বরূপ ভবদীয় অমোঘ আশীর্ব্বচনও যেন পেষিত হচ্ছে! হায়! আমরা কেনই বা এরূপ হতভাগ্য, হীনবীর্য্য, হৃতসম্ভ্রম হোলাম? মহৎকুলে জন্মধারণ কোরে, মহামহোপাধ্যায়গণের সংসর্গ কোরে, মহামহিমার্গব উপদেষ্টাগণের উপদেশ লাভ কোরেও কোন্ পাপে যে আমরা ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন, হৃতাদৃত, চৌরবৎতাড়িত ও স্বধনে বঞ্চিত হোলাম—জানি না। ভগবন্! অন্তর্য্যামিন্! তবে এই কি আমাদের চরম জীবন? এই কি চরম জীবনের চরম লাভ? এই কি পরমাত্মা-সদৃশ ভবাদৃশ মহাত্মাগণের অমোঘ আশীর্ব্বাদের ফল? প্রজাপতি! বিধাতার এই কি ইচ্ছা? গুরুদেব! সকল হারায়েছি,—আত্মজীবন পর্য্যন্ত হারাতে বসেছি! আর আশা নাই! আর আমাদের ভরসা নাই! রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, শান্তি—সকলই দুর্দ্দান্ত, অন্ধ, নারকী তারকাসুরের প্রচণ্ড প্রতাপানলে ভস্মাবশেষ হয়েছে। ক্রূর হিংস্র পাশবাচারীর অত্যাচারে শরীরের প্রতি দৃষ্টি করুন একটিমাত্র জলোকার আকর্ষণে শরীরের অর্দ্ধ শোণিত ক্ষয় হয় বোলে বোধ হয়; কিন্তু দুর্দ্দান্তের শাসনরূপ অনন্ত জলোকা আমাদের প্রতি রোমকূপে প্রবিষ্ট। যেন স্ব স্ব উদর পোষণের জন্য প্রাণপণে শোণিত শোষণ কচ্ছে! এই দেখুন, শোণিত-সংস্রব ভিন্ন ধমনীসকল শীত পীড়িত ভূ-লতার ন্যায় শিথিল হয়ে অধিক প্রকাশ

য়সী,—তা এক্ষণে ভীষণ শ্মশান ভূমি হয়েছে! যে সকল প্রাসাদ অনন্ত রত্নে শোভিত, অপূর্ব্ব দর্শন ছিল,—তা এক্ষণে প্রেতগণের সমাধি-মন্দির হয়েছে! যে স্থানে মক্ষিকা প্রবেশের ক্ষমতা ছিল না, সমুদ্র-সম্ভূত মহারত্ন পারিজাত কুসুম যার পরিচায়ক; যা আনন্দময়, রসময়, মধুময়, শান্তিময়—সেই নন্দন কানন, যেন মত্ত মাতঙ্গ-দল-দলিত ও ছিন্নভিন্ন হয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রজামণ্ডলীর মর্ম্ম-বিদারক চাৎকারে পৌরজনগণের ক্ষিপ্তস্বরোৎক্ষিপ্ত শোক-তরঙ্গাঘাতে-রাক্ষসের হৃদয়ও দ্বিধা বিভক্ত হয়! হায়! যা ত্রিলোকের মান্য, ত্রিলোকের গরীয়সী, ত্রিলোকের উপাস্য, তার ঈদৃশ শোচনীয় দশা! কার দৃশ্য!—কার শ্রাব্য! গুরুদেব! আর প্রয়োজন নাই!

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তালরূপক।

"আর কি প্রয়োজন জীবনভার বহনে"
পরিহার কর্ব্বো এক্ষণে।
আর কি কার্য্য রাজৈশ্বর্য্য স্বজনগণে।
প্রাণের অধিক মানীর মান্য,
মানের দায় প্রাণ সামান্য,
কে করে গণ্য;—
আছি আসন্ন মৃত্যুসম জীবনে!
ত্রিলোকের আধিপত্য, করি যে পুনঃ দাসত্ব,
হা কি অনিত্য;—
আর কি উচিত হয় মুহূর্ত্ত প্রাণ ধারণে।

বৃহস্পতি। (স্বগত) হরি হরি! কি শ্রুতি-বিদারক কথা! কি হৃদয় বিদারক ঘটনা! কালের কি বিচিত্র কুটিলগতি! কি কঠোর সংঘর্ষণ! কঠিন পাষাণ সুদৃঢ় লৌহস্তম্ভও পেষিত গোধূমবৎ চূর্ণায়মান হয়! আহা! মোহেরই বা কি মোহিনীশক্তি! আমিই তো সেই অনর্থকারী বিষময় সংসারের জন্য এখনই এদের প্রবোধ ও পরামর্শ দিতে উদ্যত হয়েছি? জানুছি যে সংসার শুদ্ধ ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়া-স্থলী; বিষয় বাসনা মরীচিকা মাত্র; তথাপি তার বিষময় রসাস্বাদনে কেহই বীতস্পৃহ নয়। কি আশ্চর্য্য! হরি হরি! (প্রকাশ্যে) বৎস পুরন্দর! সকলই হৃদয়-বিদারক কথা। কৃতঘ্ন চণ্ডাল পাশণ্ড পশু নৃশংস নিশাচর-হৃদয়ও এ দুর্ঘটনায় শতধা বিভক্ত হয়! কিন্তু কি হবে? কালচক্রের অব্যর্থ গতি কে রোধ কর্‌বে? যা ঘটনায়—তাই ঘটে! এইটি সৃষ্টির নৈসর্গিক ব্যাপার। আজ অট্টালিকা,—কাল বৃক্ষতল। এই অসীম অনন্তাকাশ অনন্ত হীরক-সম দীপ্ত নক্ষত্রমালায় শোভিত; হিমাংশুর অমিয় অংশু-জালে জাজ্জ্বল্যমান। প্রতিক্ষণে তাই ঘোর তমসাচ্ছন্ন!—যেন প্রলয়ের সীমাপ্রদর্শক! এই মহামহার্ণব সকল স্থির, অটল, গম্ভীর। বিশ্বপাতা বিধাতার করস্থিত দর্পণ স্বরূপ; আবার তন্মুহূর্ত্তেই ঘোর বিভৎসময় দৃশ্য। যেন শত সহস্র কৈলাস পর্ব্বতবৎ ধবল তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষিতির অস্তিত্ব বিলোপ করছে। বস্তুতঃ, বিঘূর্ণিত বর্ত্তুলবৎ পৃথিবীর এটি স্বভাব-সিদ্ধ গতি। স্রষ্টা বিধাতাও এ নিয়মের বশ-বর্ত্তী। কে খণ্ডন করিবে? বৎস সুরেন্দ্র! দ্বি-চক্ষু হয়েও লোক বহুদর্শী। তুমি সহস্রাক্ষ, তোমায় আর কি উপদেশ দিব? এই অনন্ত বিশ্ব, মায়ারূপিনী প্রকৃতিতে একান্ত অনুরক্ত। এ মায়ার ভীষণ গ্রাসে কেহই অপরিহার্য্য নয়। মায়ার মোহিনী শক্তিতে পরমাত্মাও সময় সময় বিড়ম্বিত—সুতরাং মদৃবিধ ভ্রমসঙ্কুল বিষয়ী জনের ক্ষমতা কত? অতএব বৎসগণ! শান্ত হও। আজকার অমঙ্গল কাল থাকে না; কোন কার্য্যেই হতাশ হওয়া উচিত নয়। আশা আর সাহস—কোন সময়েই কার পরিহার্য্য নয়। প্রতিকারে যত্নবান হও। কেবল অনর্থ-কারিণী চিন্তার অধীন হওয়া অতীব ঘৃণ্য,—কাপুরুষতা মাত্র। আশায় বুক বাঁধো, ভরসায় ইন্দ্রিয় সকলকে তেজস্বী কর, প্রতিহিংসার দৃঢ় সঙ্কল্পে মনের স্ফূর্ত্তি ও বাহুর উত্তেজনা সম্পাদন কর।

ইন্দ্র। ভগবন্! সকলই সত্য বল্‌ছেন।

আপনি বাক্‌বিশারদ্! আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা কার সাধ্য? আমরা অল্পবুদ্ধি। আমাদের এই বিষদগ্ধ শূলাহত হৃদয়—স্বপ্নে কিংবা কল্পনাও আর বিন্দুমাত্র ভরসা পাচ্ছে না। ভ্রমেও এ দুরপণেয় নৈরাশ্য অপনীত ক'রতে সমর্থ হোচ্ছে না। আপনি দেবকুলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এ জীবনের সমস্ত ভার ও চরণে অর্পণ করিলাম। আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞানান্ধ হয়েছি, যে হয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। আমরা নিরুপায় হয়েছি, দশদিক শূন্য দেখ্‌ছি। কখন বোধ হচ্ছে যেন ধূম্রাকার এবং তন্মধ্যবর্ত্তী সেই বিভীষিকা পূর্ণ ঘোরদর্শন দৈত্যমূর্ত্তি সহস্রাকারে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন-দণ্ড ধারণ কোরে আমাদিগকে আক্রমণ করতে উদ্যত! সেই বিভীষিকা মূর্ত্তি আমাদিগকে স্বপ্নেও ত্যাগ করে না! গুরুদেব! উঃ! দেখুন, দেখুন, দুরাত্মার নাম করতেই সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত এবং স্বর্ম্ম প্লাবিত হচ্ছে! উপায় কি! রক্ষা করুন!

বৃহস্পতি। বৎস! স্থির হও। কল্পনায় কেন অধীর হোচ্ছো? যেখানে রোগ,—সেখানেই ঔষধ। যেখানে বিদ্রোহ—সেখানেই শান্তি। তোমরা জ্ঞানান্ধ হয়ে একেবারে আত্ম-বিস্মৃত হয়েছ? আশ্রয়-তরু উপেক্ষা কোরে মরুভূমে অবস্থিতি কর্চ্ছো! যাহোতে সৃষ্টি, তা হোতেই লয়। চল, একবার বিধাতার সমীপে গমন করি। অবশ্য তিনি এর প্রতিবিধান কর্‌বেন। তিনি শান্তি নিদান; তোমরা ভ্রমেও একবার সেদিক্ দৃক্‌পাৎ ক'র্‌ছো না!

গীত।

তাল—একতালা।

যজন ত্রিজন সৃজন কারণ
সে ধন নার কি চিন্তে।
চল শীঘ্র পদ, শরণ সম্পদ
সালোক্য সামীপ্য সাযোজ্য নির্ব্বাণ,
চতুর্ব্বিবধ মুক্তি যে পদে প্রমাণ, কর অনুধ্যান,—
(ডাক ভগবানে) রসনায় অবিশ্রান্তে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মলো

পদ্মযোনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট।

(ইন্দ্রাদি দেবতাগণের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। ভো সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ বিভো! যিনি বাক্যমনের অগোচর, দর্শন শ্রুতির অবিচার্য্য, ইন্দ্রিয়গণের অলক্ষ্য, বস্তু মাত্রই যাঁর ইচ্ছা সম্ভূত, এবম্ভূত আপনি—আপনার চরণে আমরা কোটী কোটী নমস্কার করি। বিশ্ব সৃজনের পূর্ব্বে একমাত্র আপনিই বিরাজমান ছিলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই গুণ-ত্রয়ের বিভাগ জন্য তিন উপাধি ধারণ কোরেছেন। অতএব হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপ ত্রিমূর্ত্তিমান্—আপনাকে নমস্কার। হে জন্মহীন! আপনি জলমধ্যে যে অমোঘ বীজ বপন কোরেছিলেন—তা হতেই এই চরাচর বিশ্ব! আপনি এক হয়েও ব্রহ্মা, হরি, হর রূপ ত্রিগুণ-ময়ী তিন অবস্থা দ্বারা নিজ মহিমা প্রকাশ কোরে সৃজন, পালন ও বিনাশের কারণ হয়েছেন। হে প্রভো! প্রজা সৃজন জন্য নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত কোরেছেন; স্ত্রী-পুরুষ আপনারই স্বীয় অংশ। উৎপন্ন মাত্রেরই প্রসূতী থাকে। সেইহেতু আপনাকে সৃষ্টির মাতাপিতা বলে। আপনি নিজ সময় পরিমাণেই রাত্রি দিবা বিভাগ করেছেন! এক নিদ্রা এক জাগরণেই জন্তু সমূহের প্রলয় উৎপত্তি হয়ে থাকে। আপনি অযোনি সম্ভব হয়েও জগৎ উৎপত্তির কারণ; অবিনশ্বর হয়েও জগৎ বিনাশের হেতু;

নিরীশ্বর হয়ে ও জগতের ঈশ্বর হ'য়েছেন। হে ভগবন্! আপনিই আপনাকে জানেন। আপনিই আপনাকে সৃজন করেন, এবং কার্য্য কারণক্ষম আত্মা দ্বারাই আপনি আপনাতে লীন হন।

গীত।

তাল রূপক।

ত্বংহি ত্রিগুণাত্মক, ত্রিপুর বিধায়ক,
ত্রিবিধনায়ক, মঙ্গল নিকেতন।
ত্বংহি অনাদি আদি ঈশ্বর, অদ্বৈত পরাৎপর,
অখিল অন্তর্য্যামী অচিন্ত্য অগোচর;
ত্বংহি অনন্ত প্রভাকর, ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর,
ত্বংহি ভূধর ধরাধর স্বয়ম্ভু সনাতন॥
ত্বংহি ক্ষিত্যপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম,
অসীম অনুপম, বিজ্ঞতম পরব্রহ্ম নিরুপণ।
ত্বংহি পুরুষ প্রকৃতি, আকৃতি নিরাকৃতি,
নির্ম্মল নিত্যবস্তু ত্বংহি বেদ ত্বংহি স্মৃতি—
ত্বংহি একাত্ম হরিহর, সত্যেক নিঃস্বার্থপর,
ত্বংহি ভক্তানুরক্তবর, দেহি মে শ্রীচরণ॥

ব্রহ্মা। (প্রসন্নভাবে) হে প্রভূত পরাক্রমশালিন্ প্রজাপতি দেবগণ! তোমরা যুগপৎ সমাগত হয়েছ কেন? তোমরা স্ব স্ব সামর্থ্যে স্ব স্ব অধিকার অবলম্বন করে কুশলে আগমন করেছ তো? সে—কি? বৎসগণ! তোমাদের সেই গম্ভীরস্বচ্ছ তেজোগর্ব্ব-প্রভাবিত মুখ-শ্রী এরূপ প্রভাহীন বিশুষ্ক দেখ্‌ছি কেন? সেই তেজঃপুঞ্জপূর্ণ বিশাল অবয়বেরও সম্পূর্ণ বৈষম্য অবলোকন কচ্ছি! কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বসংহারক পাশুপত অস্ত্র সদৃশ বজ্রপাণির তীব্র বজ্র—তার সমগ্র অগ্রভাগ কুণ্ঠিত! যেমন মন্ত্র বলে বাসুকী হীনবীর্য্য হয়, শত্রুদুর্ব্বার পাশরূপ বরুণাস্ত্র তেমনি নিষ্প্রভ অকর্ম্মণ্য দেখা যায়! কুবের হস্ত গদাহীন! যমদণ্ডও সামান্য বংশখণ্ডের ন্যায় লক্ষিত হচ্ছে! কারণ কি? তোমরা কোন্ প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক প্রতারিত কিংবা অধিকারচ্যুত হয়েছ? আমি জগৎ সৃজন করেছি বটে; কিন্তু তোমরাই তার রক্ষক। তোমাদের ক্ষমতা বলেই আমি নিশ্চিন্ত তোমাদের কুশলেই আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। তোমাদের বিষণ্নভাব আমার সহিষ্ণুতার বিষম ব্যাঘাত কচ্ছে। অতএব বল,—তোমাদের আগমনের হেতু এবং ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থান্তর প্রাপ্তির প্রকৃত কারণ কি? আমার চিত্ত বিষম সন্দেহে দোলায়মান্; ত্বরায় বল?

ইন্দ্র। বিভো! আমরা যেরূপ বিপদাপন্ন—আসন্ন মৃত্যু মুখব্যাদান করে আমাদের সর্ব্বদা তাড়িত কচ্ছে, সুতরাং আমরা হতবুদ্ধি। সে বিপদকাহিনী সহজ বর্ণনীয় নহে; তবে যথাসাধ্য নিবেদন কচ্ছি, শ্রবণ করুন।

গীত।

তাল—আড়া।

বলিতে হৃদয় প্রভো, হইতেছে বিদারণ।
অমর বোলে আছে প্রাণ কিন্তু জীবিতে মরণ।
তারক নামে দৈত্যপতি, হরিল অমরাবতী,
দাসত্বে আছি সংপ্রতি সম্প্রীতি নাই কখন।
সে যে অতি দুরাচার, দুরাকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার,
কিছুতে না তৃপ্ত তার হয় কদাচন,—
উৎসন্ন দিয়েছে স্বর্গ, মৃতপ্রায় অমরবর্গ,
সেই মৃতদেহে তবু খড়্গ প্রহারে প্রতিক্ষণ।

ব্রহ্মা। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) সম্ভবপরই বটে। হোঃ—কি অরাজক! কি ব্যাভিচার! কি বিষম বিপ্লব!

ইন্দ্র। ভগবন্! আর ব'লবার নয়! সেই অতীত বিষয় যেন বর্ত্তমান যাতনাপ্রদ হচ্ছে! উঃ—অসহ্য! দুর্ব্বৃত্ত যেন অলক্ষ্যে দুই হাতে কণ্ঠ-রুদ্ধ কচ্ছে! (বৃহস্পতির প্রতি চাহিয়া) গুরুদেব। আপনি বলুন। আমার সাধ্য নাই!

বৃহস্পতি। ভগবন! আপনি অন্তর্য্যামী। আপনি ত্রিকাল, ত্রিলোকের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন; সুতরাং আমাদের বলা বাহুল্য মাত্র।

তবে অন্তর বিপ্লবের কথা প্রকাশে দুঃখ-ভার কথঞ্চিৎ লাঘবের সম্ভাবনা,—তাই সঙ্ক্ষেপে কইটী কথা নিবেদন কচ্ছি।—দেবরাজ যে তারকাসুরের ব্যাখ্যা কল্লেন—সে সাক্ষাৎ ধূমকেতুর ন্যায় উদ্ধত। তার চক্ষু প্রভাত ভানুর ন্যায় স্বভাব আরক্ত। তার বিভৎস ভাব কি বর্ণন কর্বো? কালান্তক যম, সে মূর্ত্তির কল্পন মাত্রে মৃতকল্প হয়। যেমন আকৃতি, তেমন প্রকৃতি, তেমনি ক্রিয়া-কলাপ। শুনেছি, কেবল ভবদীয় বর-প্রভাবেই ঐ পাপিষ্ঠ অত প্রভাবশালী—অত দুর্দ্ধর্ষ! তার প্রতাপে কারও প্রতাপ নাই; তার পরিবর্ত্তে অনুতাপ! তপন তারকাসুরের আজ্ঞানুরূপ তদীয় পুরী মধ্যে সেইরূপ পরিমাণে কর প্রদান করে থাকেন—যাতে তায় সরোবরের কমল মাত্র বিকসিত হয়। চন্দ্র—কি কৃষ্ণপক্ষে কি শুক্লপক্ষে—সকল সময়েই সকল কলা দ্বারা সেই স্বেচ্ছাচারীর সেবা কচ্ছেন! পবনদেব,—কি উদ্যানে, কি ভবনে—সকল সময়েই কোমল ব্যজন বায়ু সদৃশ প্রবাহিত হচ্ছেন। ঋতুগণ স্বভাবত পরিবর্ত্তন-শীল; কিন্তু তারকাসুরের ভয়ে পর্য্যায় সেবা ত্যাগ করে উদ্যান পালকের ন্যায় নানা পুষ্প সংগ্রহ করে তার সেবা অর্চ্চনা কচ্ছে। সরিৎপতি জলমধ্যে তারকের উপহার যোগ্য রত্নচয় কবে পরিপক্ক হবে—তাই একাগ্রচিত্তে পালন কচ্ছেন; বাসুকী প্রভৃতি ভুজঙ্গমেরা রাত্রিকালে স্ব স্ব শিরোভূষণ-প্রদীপ্ত মণি শিখায় তারকাসুরের অনিশ্বর প্রদীপ ভাব অবলম্বন করে তদীয় মনস্তুষ্টি সাধন কচ্ছেন দেবরাজও তার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হয়ে দূত দ্বারা কল্পবৃক্ষজাত পুষ্পোপহার প্রেরণ করছেন কিন্তু তথাপি তার তৃপ্তি নাই! উৎপীড়নই তার তৃপ্তি সাধনের একমাত্র সামগ্রী! দুর্জ্জনেরা সৌজন্যে কি উপ-কারে শান্ত নহে—অপকারেই শান্ত। কিন্তু সে অপকারীকে কারশক্তি শাসন করিবে? সর্ব্বভুক্ যার ভক্ষ্য বস্তু, জীব মাত্রই যার হস্তে বিধ্বস্ত—[illegible]

বিভো! কি মর্ম্মবিদারক কথা! মান, সম্ভ্রম ধর্ম্ম কর্ম্ম—সকলেরই অধঃপতন হয়েছে। কুল-মর্য্যাদা অকূলে মগ্ন হয়েছে! হায়! যাহারা অসূর্য্যম্পশ্যা—সেই সুরসুন্দরীরা অসুরের কিঙ্করী! ভগবন্! আর অধিক কি নিবেদন কর্বো? কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব,—প্রাণীমাত্রই হৃতসর্ব্বস্ব হয়েছে আমাদের যাগ-যজ্ঞ সমুদয় বিলোপ করেছে। অস্ত্র শস্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র,—সকলই অকর্ম্মণ্য হয়েছে! আর বিজয়ের আশা নাই! অবশেষে যে সুদর্শননামক হরি-চক্রের উপর অত্যন্ত বিজয়ের আশা কোরেছিলাম,—সে মহাস্ত্রও প্রতিঘাতে বিগুনিত কিরণ বিস্তার কোরে তারকের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক-স্বরূপ হয়েছে! আর ভরসা কোথায়? আমরা নিরুপায়! এক্ষণে যা হয়, করুন। আমাদের এই শেষ উপায় অবলম্বন।

ব্রহ্মা। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) বৎসগণ! নিরাশ হয়োনা! কালে সকলই সফল হবে কিন্তু আমি স্বয়ং অসুরের প্রতিকুলতাচরণে সমর্থ নই স্বীয় রোপিত বিষলতাও স্বকরে ছেদ্য নহে; ওই দৈত্য আমার বর প্রভাবেই অত উদ্ধত, ও প্রভবাবান্বিত—সত্য, তপঃ প্রভাবে আমার নিকট সে দেবতাদের অবধ্য বর যাচঞা করেছিল; তারকাসুরের তপস্যার সামর্থ ত্রিলোকদহনে উদ্যত দর্শনে, আমিও 'তথাস্তু' বোলে অঙ্গীকার কোরে ছিলাম। কি করি? সৃষ্টি রক্ষার আর কোন প্রকার শান্ত উপায় লক্ষ হোলোনা। সুতরাং অগত্যা তার মতেই সম্মত হোতে হয়েছিল। সে যাহোক, এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়—তাই বিবেচ্য। বৎসগণ! আমি অনেক ধ্যান, অনেক অনুসন্ধান কোরে একটী ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় দেখলাম না। একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের অংশোৎপন্ন সেনাপতি ভিন্ন যুদ্ধ বিশারদ তারকাসুরকে আর কেহই যুদ্ধে পরাভূত করতে সমর্থ হবেনা। সেই দেব—তমঃগুণাতীত পরমাত্মা! আমি কিন্তু [illegible]

নহি। এক্ষণে সেই দেব তপস্যায় চিত্ত নিবিষ্ট কোরেছেন, অয়স্কান্ত মণি যেরূপ লৌহ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তোমরা উমার সৌন্দর্য্য দ্বারা সেই মহাযোগীর মন আকর্ষণ করতে যত্ন কর। পর্ব্বত-রাজ-পুত্রী উমাও হৈমবতাশ্রমে সেই দেবের সেবা শুশ্রূষায়ই নিযুক্ত আছেন। তিনি মহাশক্তির অবতার মাত্র! বিশ্ব-নিদান বিশ্বনাথের নিহিত বীজ ধারণে কেবল পরমা-শক্তিরই শক্তি। সেই তমঃগুণাতীত মহাকাল এবং মহাকালীর অংশোৎপন্ন পুত্র তোমাদের সেনাপতি হয়ে নিজ শক্তি প্রভাবে সুরসুন্দরী-দিগের বেণী মোচন ক'রবেন। আমার বক্তব্য শেষ হোলো এক্ষণে তোমরা কার্য্যোদ্ধারে তৎপর হও।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞে। তবে আমরা বিদায় হোলেম।

ব্রহ্মা। হাঁ, আমিও কার্য্যান্তরে গমন কচ্ছি।

(সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

ইন্দ্রের সভা।

(ইন্দ্র ও মন্ত্রী প্রভৃতি।)

ইন্দ্র। অমাত্য! কেমন? কিছু স্থির হলো? অধিক চিন্তার সময় নাই।

অমাত্য। দেবরাজ! অনেক বিচার কোরে শেষ আপনার মানস প্রসূত যুক্তিই সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত বোলে স্থির কোরলাম। ফলতঃ, তাপসের তপঃভঙ্গ নিতান্ত আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। তাতে এ তাপস হোচ্ছেন স্বয়ং রুদ্র। বিধাতা এইমাত্র স্ব মুখেই বল্লেন, "আমি কিংবা বিষ্ণু—আমরা কেহই শিবমাহাত্মের ইয়ত্তা জানিনা।" এস্থলে আমরা আর কারে নির্দ্দেশ করবো? তাই বলি, দেবরাজ! আপনার যুক্তিই অতি সুন্দররূপ নির্ব্বাচিত হয়েছে। কন্দর্প সকলেরই দর্পহারী। ইতিপূর্ব্বে এই ঘোর তপঃনিষ্ঠ মহাত্মাও অনেক সময়ে কন্দর্প রাজের আধিপত্য স্বীকার কোরেছেন; এখনও করবেন। আর সাধ্য কি? অন্য যোদ্ধারা প্রতি-যোদ্ধার সম্মুখে যুদ্ধ করে; জয় আশা উভয়েরই তুল্য বটে। পুষ্পধন্বা তো কেবল সেরূপ যোদ্ধা নন? এর অনেক বিদ্যা এসে। অলক্ষ্য যুদ্ধই অধিক অভ্যস্ত! এর যুদ্ধ-ক্ষেত্র—প্রতি-যোদ্ধার হৃদয় কন্দর!—অস্ত্র—সম্মোহন বাণ! সন্ধান—অলক্ষ্য। ইহাঁর আর একটি নাম মনোভব; কারো মন ছাড়া নয়। কেহ মন থেকে ছাড়তে সক্ষম নন। সুতরাং এ যে কাটপোকার মত অভ্যন্তরে থেকে কেটে কেটে ফরসা করবে, তার আর সন্দেহ নাই। আপনি তাকেই স্মরণ করুন; তাহা হোতেই সম্পূর্ণ বিজয় আশা—সন্দেহ নাই।

ইন্দ্র। তবে এই স্থির। আমি তাকে স্মরণ কচ্ছি। (চক্ষু মুদ্রিত ক'রিয়া) সখে কন্দর্প! একবার বিপদে দেখা দাও। সেই বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু—যিনি সম্পদের ন্যায় বিপদেও সহায়তা করেন! আমরা ঘোর বিপদাপন্ন; এ সময়ে একবার এস।

গীত।

রাগিনী কানেরো—তাল আড়খেম্‌টা।

কোথা এসময়ে রসময় রতিমনোমোহন।
বহুদিন হয়নি দেখা,
একবার সখা বোলে নাহি কি স্মরণ।
শয়নে স্বপনে যারে, বিস্মৃত নও কদাচন,
(সেই) জীবন প্রাণসম জনে (একবার)
একবার দেখা দিয়ে রাখ জীবন।
চির শক্র দৈত্যকরে বন্দী দেব নিবন্ধন,
ত্রিলোক জয়ী তুমি বন্ধু (এস)
কর মোদের বন্ধন মোচন।

(কন্দর্পের প্রবেশ।)

কন্দর্প। (করপুটে) দেবরাজ! অভি-বাদন করি।

দেবরাজ। (সচকিতে) কেও!—সখা? উঃ! এই মাত্র মনে করেছি! তুমি অমর থেকেও অমর! যাহোক, আমি অতি যোগ্য উপাসক সন্দেহ নাই এক ধ্যানেই সিদ্ধকাম! বহুদিনের পর তোমার শুভাগমন হলো! ভাল আছ? পরিবারটী ভাল আছেন?

কন্দর্প। আপনার অনুগ্রহে ভালই আছি অদ্য আরও অনুগৃহীত ও আপ্যায়িত হলেম।

দেবরাজ। ভাই হে! তোমার সমাগমে যে আমাদের মুমূর্ষু দেহে পুনর্ব্বার নূতন জীবনের সংস্কার হলো! নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ তৈল সংযোগে যেরূপ পুনরুদ্দীপ্ত হয়,—আমরাও তদ্রূপ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হোলাম। সে যাহক্, এক্ষণে প্রার্থীর বর চাই। উপাসনার ফল দানে উপাসকের সফল মনোরথ কর।

কন্দর্প। আশ্চর্য্য কথা! রত্নও কি কারো অন্বেষণ করে? না—সকলে রত্নের অন্বেষণ করে? আপনি দেবকুলের শিরোরত্ন। আপনিই সকলের আরাধ্য ও উপাসিত বটে।

গীত।

রাগিণী কাফি—তাল আড়খেমটা।

আজকি শুভদিন হেরিলাম হলাম এ দাসে স্মরণ।
কত দিনের সাধ ও চরণ-প্রসাদ আমি গ্রহণে
বিষাদ করবে বমোচন।
যিনি সুরেশ্বর উপাস্য সবার সেই তুমি উপাসক
হইলে আমার, কি সৌভাগ্য আর,—
আমি এ সুখ সাগরে খেলিয়ে সাঁতার,
আজ সফল ক'র্‌লেম আমার জনম ধারণ।
অধীনের প্রতি সখ্য ব্যাভার, এ হোতে
মহত্ব কি আছে হে আর মহিমা অপার;—
আমি আজ্ঞাবহ বল কি আজ্ঞা তোমার
আমি এখনই পালিব ক'রে প্রাণপণ॥

ইন্দ্র। সাধু! মহতের বিনীত ভাবটী কি সুন্দর অলঙ্কার! সখে! এই নিমিত্তই তোমায় জগৎ ভোরে প্রিয়ংবদ ও প্রিয়দর্শন বলে। ব্যবহারও তেমনই মাধুর্য্যময় বটে। শ্লাঘাবিহীন ব্যক্তিই মহত্ব পদবাচ্য। ত্রিলোক তোমার আজ্ঞাবহ; তাই অনায়াসে আমার আজ্ঞাবহ বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হও নাই। অদ্য তোমার সৌজন্যে আমি সর্ব্বাংশে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করি। ভরসা করি, তোমা হতে আমার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই সফল হবে।

কন্দর্প। তার সন্দেহ কি? আমা হোতে যে কাজ সম্ভাবনা,—তা আপনার হাতের মুঠে কেন মনে করুন না? আমি আপনার চির শরণাগত। আপনার স্মরণেই আমি আমাকে কৃতার্থ বোধ কচ্ছি। তা যদি এদেহে কোন ক্রমেও আপনাকে কিঞ্চিন্মাত্র উপকৃত কর্‌তে সক্ষম হই, তবে সে সুখের সে সৌভাগ্যের বিনিময়ে আমার কাছে স্বর্গাপবর্গও তৃণবৎ। কিন্তু অসম্ভব! আপনি সুরাসুরের প্রভু, আপনার কোন কার্য্য অসম্পন্ন আছে! কে তপস্যা দ্বারা আপনার পদের অভিলাষী হয়েছে? বলুন, এই দণ্ডেই সেই দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে এক-বাণে আপনার চির আজ্ঞানুবর্ত্তী কোরে দিচ্ছি! বলুন, পুনরুৎপত্তি ভয়ে কোন্ ব্যক্তি আপনার অভিমতে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়েছে? এই মুহূর্ত্তে তাকে ভ্রুকুটী-কুটীল সুন্দরাগণের কুটীল কটাক্ষে চির বন্ধ করে রাখ্‌ছি! আপনার কোন্ শত্রুর ধর্ম্ম নষ্ট করবো বলুন! তিনি শুক্রাচার্য্যের কাছে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'র্‌লেও আমার হাতে পরিত্রাণ নাই! হে কামিন্! কোন্ সাধ্বী মানিনী আপনার মনোন্মাদিনী হয়েছে—বলুন? এখনই সে লজ্জা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য পরিহার করে স্বয়ং অভিসার বৃত্তি অবলম্বন করবে। আপনি আজ্ঞা করুন, যোগীর যোগভঙ্গ, ঋষির শরীরে রস সঞ্চার, ব্রহ্মচারীর ব্যাভিচার, বীরের বীরত্ব নাশ, পতিব্রতার ব্রত নষ্ট, অন্ধের পথাতিক্রম, পঙ্গুর প্রাচীর লঙ্ঘন, ক্লীবের ইন্দ্রিয় বিপ্লব—এই মুহূর্ত্তে সব সুসিদ্ধ ক'রব। এই ভুবনত্রয়ে কে

আ[illegible]ন হবে। [illegible] থাকবে? হে বীরেন্দ্র! আপনি অধীনের প্রতি প্রসন্ন হউন; আপনার বজ্র বিশ্রাম করুক। আমি স্বীয় বাণে বাহুবল বিফল কোরে দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ—সকলকেই কোপ বিস্ফুরিতা[illegible] স্ত্রী হোতে ভীত, এবং পরা[illegible]িত ক'রেছি। [illegible]ন্য পুরুষের তো কথাই নাই? আমি আপনার অনুকম্পায় একমাত্র বসন্তকে সহায় কোরে এই কুসুম-শর-সম্পাতে ত্রিলোক-জয়ী পিনাকপাণিরও ধৈর্য্য-হানি কর্ত্তে [illegible]ারি।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

সাধিব অসাধ্য প্রভো, তব পদ প্রসাদে!
কার শক্তি মম শক্তি সহ্য করে অবাধে।
এ যে কুসুম শর করে, লক্ষ্য করে লক্ষান্তরে,
শুক্রাচার্য্যের ধৈর্য্য হরে, অন্য কে আর প্রবোধে।
যোগী ঋষি দণ্ডধর, মম শরে জড়সড়,
স্বয়ং পিনাক-পাণি হর—
আমি তাকেও পাড়ি প্রমাদে!

ইন্দ্র। সাধু, সাধু! সখে! যা বল্লে, সকলই তোমাতে সম্ভব—তার আর অণুমাত্র সংশয় নাই! তুমি এবং বজ্র, এই দুটী মাত্র আমার অস্ত্র। তন্মধ্যে বজ্র সকল স্থলে প্রশস্ত নয়। তপোবলশালী ব্যক্তিগণের নিকট কুণ্ঠিত কিন্তু তুমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র গমনশীল। সমীরণ তোমার অনুচর মাত্র! সকলই তোমার করায়ত্ত—তা আমি সবিশেষ জ্ঞাত বোলেই আত্মতুল্য তোমাকে কোন গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ কর্ত্তে ইচ্ছা করেছি। যে যেমনি ভার বহনে শক্ত,—তার প্রতিই বিধিমত ভার ন্যস্ত হয় বটে। দেবী বসুন্ধরা—সর্ব্বংসহা বলেই তাতে সুমেরু প্রভৃতির গুরুভার ন্যস্ত। কৃষ্ণ স্বীয় বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির ভারসহ, সেই অনন্ত সংভার বসুন্ধরা ধারণের ভার অনন্তের প্রতি অর্পণ করেছেন। "মহাদেবেরও ধৈর্য্যহানি কর্ত্তে পার"—এই বাক্যেই আমাদের কার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন করেছ। মহাশক্র, যজ্ঞাংশভুক্ দৈত্যদলিত, কি দেবলোক, কি সুরলোক, কি অন্যান্য সমস্ত লোকেরই অভিলাষ,—জয়ার্থ সেই দেবাদিদেবের তেজোসম্পন্ন সেনাপতি লাভ করেন। সেই সাকাররূপী পশুপতি এক্ষণে নিরাকার ব্রহ্মে নিয়তচিত্ত হয়ে হৈমবতাশ্রমে অবস্থিত! তোমার অদ্বিতীয় কুসুমায়ুধপাত ভিন্ন কার্য্যোদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় নাই! এক্ষণে তোমার কাছে এই যাচ্ঞা,—তপঃ-পরায়ণা পার্ব্বতী সেই মহাতপা পশুপতি কর্ত্তৃক পত্নীত্বে গৃহীতা হন,—তোমাকে তাই কর্ত্তে হবে! কারণ, বিধাতা স্বয়ং বলেছেন স্ত্রী-গণ মধ্যে হিমালয়কন্যাই—দেবাদিদেবের বীর্য্য নিষেকের একমাত্র আস্পদ। অধুনা কার্য্যোদ্ধারের সুযোগও অতি সহজে ও সুচারুরূপে বিদ্যমান্। যোগীশ্বর, এক্ষণে হিমালয়ের অধিত্যকাতেই তপস্যা কচ্ছেন; পর্ব্বতরাজপুত্রীও পিতা অনুজ্ঞামতে নিয়ত তাঁর সেবা শুশ্রূষা কচ্ছেন। প্রেম হারক একস্থলে বিরাজ কচ্ছে, তুমি সুত্রপাত কর্লে একসূত্রে গ্রথিত হয়। আর বসন্তের কথা বল্লে না? তা না বল্লেও তিনি সহচরত্ব নিবন্ধন সহজে তোমার সহায় হবেন। অনিলকে অনলের সহায় হতে কে বোলে থাকে?

কন্দর্প। প্রভো! আর বল্তে হবে না, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! আপনার অনুগ্রহে বোধ হয় অতি সহজেই কার্য্য সুসম্পন্ন করে অনতিবিলম্বে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ কর্ত্তে সক্ষম হবো। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি করুন; আমি বিদায় হই।

দেবরাজ। ঈশ্বর বাঞ্ছা পূর্ণ করুন। জয়, কন্দর্পের জয়!

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

কন্দর্প-ভবন।

(কন্দর্প ও রতীর প্রবেশ।)

রতি। সে—কি? নাথ! আপনাকে যে ব্যস্ত;—অথচ সর্ব্বাঙ্গ প্রফুল্ল-চিত্ত দেখছি? কোন শিকার সম্মুখে কি? বাঃ—এ আবার কি? এ সমস্ত অকালপ্রসূত কুসুমরাশি কোথায় পেলেন? আজ অত কুসুম আভরণের প্রয়োজনই বা কি? আহা! এই যে কেতকী এবং গোলাপ কণ্টকে কোমলাঙ্গ স্থানে স্থানে ছুরে গিয়ে রক্তচন্দনের ন্যায় বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হচ্ছে। কি আশ্চর্য্য! তথাপি, হর্ষ নিবন্ধন যেন ওসকল অঙ্গরাগ ধারণ করা হয়েছে। কারণ কি? আজ যে কুসুমচাপের উপর ভারি লক্ষ্য, ভারি নৈপুণ্য! এমন কি যে ইন্দীবর চক্ষু, আমার বাসনা সেই ন্যায় পানে ধাবমান ভ্রমর সম পদ্মের সৌরভে মুগ্ধ হয়ে অন্য কুসুম সম্বন্ধে অন্ধ,—সে চক্ষু আজ আমা সম্বন্ধেও তেমনি অন্ধ হয়েছে! আহা! আর আবার বাতাস কেন?—তরঙ্গাবর্ত্তের ন্যায় গায়ে গা ঘেঁসিয়ে নবীকুল ক্ষুব্ধ করছে, তবুও সে চক্ষু আমাকে লক্ষ্য করছে না? কুসুমচাপে যেন চাপা পড়েছে! ব্যাপার কি? বাঃ! এযে আবার বকুল, মালতী, মাঝে মাঝে গোলাপের থোপ দ্বারা ধনুকের ছিলা রচনা হোচ্ছে? সম্মোহন বাণ পাথর কাটা হীরা হোতেও অধিক ধারালো হচ্ছে। নাথ! আজ কি আপনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে নতন প্রণালীতে রাজ শাসনে প্রবৃত্ত হয়েছেন? কোন নতন প্রেয়সী রাজমহিষী হবেন কি? শ্রীমতী রতি কি আজ হতে কামব্রতে ব্রতী হয়ে অনন্যকাম হবে? (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া, পরে চমকিয়া) একি! একি! একি নাথ! অকস্মাৎ কি হোলো! হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন! এই শীতের পীড়নে সামান্য শীতারি মানছিল না, এই আবার সকল গা ঘেমে জল করে তুললে! সকল কাপড় ভিজে আর্দ্র হোল! যেমন উষ্ণ দুধের বাষ্পে আবরন-পাত্র আর্দ্র হয়, তেমনি হোল! সামান্য শীতারি তাড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে; কাঁচুলি ছুড়ে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কি আশ্চর্য্য! যে তুলার বর আগুন কই ঢাকা দিচ্ছিল আবার সেই সব অঙ্গের সেই কাঁচুলি এলে আমাদের ন্যায় কত আপ্যায়িত করছে! ইতস্তত চাহিয়া) তাইত! এযে বসন্তোৎসবের সব চারু চিহ্ন! আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে বসন্তের পূর্ণ আবির্ভাবই দেখ্‌ছি! এবার আন্দাজের কিছু বাদও দেখ্‌ছি! রসালের শুষ্ক শাখাও মুঞ্জরিত! বঞ্জুল, মঞ্জুল, কুঞ্জ, গুঞ্জ অনন্তাকারে কুসুমিত; দলে দলে কোকিল কূজন করছে; ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর গুঞ্জন করছে; 'বৌ কথা কও' পাখী বধূদিগকে মধুর সম্ভাষণ করছে; পাপিয়া উলটে পাল্‌টে সপ্তস্বরে সন্ধ্যাদেবীকে ভর্ৎসনা করছে; চকোর বা চারুচন্দ্রের আশায় বিমান চড়ছে। নানাজাতীয় বৃক্ষগুলি নব কিশলয় ধারণ, অশোক কিংশুক প্রভৃতির অলক্ত-রঞ্জিত সদ্যপ্রসূত কুসুমে, চূতলতার মুকুল উদ্গমে প্রকৃতিকে যেন নূতন বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত কোরেছে। নাথ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

কন্দর্প। (সহাস্যে) প্রিয়ে! এ সকল স্বপ্ন নয়; সকলই সত্য ঘটনা! জীবনে এমন সুখের দিন আর হয়নি! তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী বলে—যাকে সুখের চরম সীমা বলে—আজ সেই জন্মমুক্তি লাভ কোরেছি। তেত্রিশ কোটী দেবতা, আর যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতি সকলের সহিত দেবরাজ আমার কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়েছেন; আজ আমি সর্ব্বাংশে সার্ব্বভৌম!

রতি। (হাসিয়া হাসিয়া) নাথ! স্বামীর

আনন্দ—তা বলা বাহুল্য। এ অপার আনন্দ আমার ক্ষুদ্র শরীরে ধরাচ্ছেনা,—তায় আবার কৌতূহল কোথা ধরাবে? প্রাণেশ্বর! এই দুয়ের আতিশয্যে এ ক্ষুদ্র দেহে বুঝি জীবনেরও স্থানাভাব হয়! তাই বলি ত্বরায় কৌতূহল নিবারণ করুন।

কন্দর্প। প্রিয়ে শান্ত হয়ে শুন। সহজ কথা নয়। গুরুতর বই ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপার ঘটনা হয়না। দেবতাদের উদ্দেশ্য অতি গুরুতর—দেবাদিদেব মহাদেবের সমাধি ভঙ্গ এবং পর্ব্বতরাজ পুত্রী পার্ব্বতীর সহিত তাঁর মিলন;—এ সম্বন্ধে ব্রহ্মাদি দেবতারাও নিরুপায় হয়েছেন। শেষ আমা হোতেই কার্য্যোদ্ধার স্থির কোরে আমায় ডেকে বিস্তর অনুনয় বিনয়-এমন কি দেবরাজ আমার হাতে পর্য্যন্ত ধরেছেন! আমিও দেখ্‌লাম—এ অতি সহজ কাজ ফলতঃ, আমি এবং আমার এই অবিনাশী অমোঘ অস্ত্র কুসুমায়ুধ ব্যতীত, এমন সাহসী বীর এবং এমন অব্যর্থ অস্ত্র কি সৃষ্ট হয়েছে যে, সেই অমোঘ বীরুপাক্ষের অভেদ্য কলেবর—যার কাছে অক্ষয় বজ্র, ও হরিচক্রও বক্রভাব ধারণ করে—ভেদ কোরবে? প্রিয়ে! ঐ দেখ, প্রিয়সখা বসন্তও আমার সাহায্যে স্ব-গণে পরিবৃত হ'য়ে অগ্রসর হয়েছেন! আর বাহুল্য কথা বলার সময় নাই। চল তোমাকেও যেতে হবে। দেবরাজ আমাকে বলেছেন,—"সখে! তুমি এবং বজ্রই আমার প্রধান অস্ত্র!" তা সত্য। আমিও বলি,—প্রিয়ে! আমারও তুমি, আর বসন্তই প্রধান অস্ত্র। আমার এ দুটী অস্ত্র শাণিত থাকলে কার রক্ষা? এত যোগ ভঙ্গ বই নয়?—সেই যোগাধিশ্বরের দেহ ভঙ্গে আমি সক্ষম। তা যাক্, প্রিয়ে! তোমার মত হোলো তো?

রতি। তুমি আমায় ঠাট্টা কচ্চো কি? তোমার মতে আমার মতামত? ছায়া কখনও দেহ ছাড়া? ধূঁয়া কখনও অনল ছাড়া?

কন্দর্প। হয়েছে;—আর বক্‌তে হবে না, তুমি চল। কিন্তু সাজগোজটা একটুকু দেখে শুনে কোরে নিবেনা? অথবা অনাবশ্যক—তোমার ঐ কটাক্ষ বিলাসের কাছে কোন্ সজ্জা? তুমি আমার ছায়া ধোরে চল।

রতি। তাই বটে—চলুন।

(কতদূর যাইয়া রতির গতিরোধ ও বিমর্ষভাব)

কন্দর্প। ওকি প্রিয়ে! তুমি চলনা যে,—সোণাগো! আ! অকস্মাৎ কি হোলো! ও চাঁদপানা মুখখানি সহসা রাহুকবলিতের ন্যায় হোলে কেন? প্রিয়ে বল, বল। আমার কোন প্রকার অপরাধ হয়েছে কি? পায়ে ধোরে ক্ষমা চাচ্ছি!

রতি। (কাতর স্বরে) নাথ! তা—কিছু নয়। দাসীর কাছে প্রভুর কি অপরাধ হোতে পারে? যদি বলেন,—তবে এ ভাব কেন? আমার হোলো কি জন্য তাহি? হা নাথ! আমার এভাব কেন? কেন আমার অন্তর এমনিধারা ছট্‌ফট্ কোচ্ছে! সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসচে। যদিও কষ্টে চরণ চলে, কিন্তু মন কোন ক্রমেই চল্‌ছে না। নাথ! আমার বড় ভয় কোর্‌ছে। চলুন—আজ আমরা ফিরে ঘরে যাই।

কন্দর্প। (সহাস্যে) প্রিয়ে! ও কিছু নয়। স্ত্রীলোকের ওটি স্বভাব সুলভ আশঙ্কা। গৃহান্তর হোলেই অবলার মন পরিবর্ত্তন হয়! তুমি নির্ভয়ে চল। দেবকার্য্যে মঙ্গল হবে।

রতি। প্রভো! আপনি যেমন বুঝালেন, আমি নিজেও বুঝাতে কম যত্ন পাচ্ছিনা। কিন্তু কোনও ক্রমেই হৃদয় প্রবোধ মানে না। যদি মঙ্গলই হবে, তবে মন পদে পদে বিপদ আশঙ্কা করছে কেন? আমার ক্রমশঃই যেন সে আশঙ্কা প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে! একটী পা চল্‌তে মন সোর্‌ছেনা! প্রাণেশ্বর! সহসা মনের গতি এরূপ হোলো কেন?

গীত।

তাল—যৎ।

কেন মন সরেনা নাথ প্রাণ সরিতে আগে চায়।

পদে পদে পদস্খলন, হোতেছে আজ
কিসের কারণ, বিপদের লক্ষণ ;—
(আহা) দশ দিক্ অন্ধকার,
(আবার) ক্ষণে হেরি শূন্যময় ॥
যে কার্য্যে হ'য়েছ ব্রতী, যে সে নয় সে ভবপতি,
অসম্ভব অতি ;—
(যাঁর) কটাক্ষে লয় সৃষ্টি স্থিতি,
(সেই) মৃত্যুঞ্জয়ে কর্‌বে জয়।

কন্দর্প। সেকি প্রিয়ে? তোমার এ নূতন আশঙ্কা কেন? এমন শুভ দিনে শুভ কার্য্যে তোমার ভীরুতা! আমি চিরদিন তোমার সাহসে সাহসী। তুমি বীরবালা—বীরাঙ্গনা। তোমার শক্তি জীবমাত্রে কে অবিজ্ঞাত? যে পুরুষ-প্রকৃতির একত্রীকরণে আমরা কৃতসঙ্কল্প হয়েছি, তার প্রকৃতিটী তো আমাদের হাতেই আছে? আর সে মহাপুরুষটিবা কয়টী দিন হাত-ছাড়া? সতীর লীলা সংবরণ হোতেই শিব সন্ন্যাসী বইত নন? এ সন্ন্যাস ধর্ম্মের কারণও সতীর বিরহ। হিমালয় দুহিতা পার্ব্বতীও যে সেই সতীর অবতার,—তা জানতে কাহারও বাকি নাই। সুতরাং যদি এদের পরস্পর মিলন করতে পারি, তবে এ হোতে শুভকার্য্য জগতে আর কি আছে? তুমি নিশ্চিন্ত হও, শুভকার্য্যে অশুভ আশঙ্কা কেন? যদিও সমাধিভঙ্গ নিবন্ধন আশুতোষের একটুকু রোষ নয়নে পড়তে হয় ;—সেও ক্ষণিক মাত্র। পরক্ষণেই যে আমরা পরম হিতৈষী বান্ধব বলে পুরস্কৃত হব—তার কি সন্দেহ আছে? যে জন্য তিনি কৈলাসত্যাগী,-শেষে কোন্মাদ্—আমরা সেই সতীর মিলনে যোজক হবো। আমি নিশ্চয় বলছি ভোলানাথ একদিনের তরেও আমাদের ভুলবেন না। কন্যা পক্ষে ত কথাই নাই। তাই বলি—প্রমোদে! এমন সুখ সম্মানের কার্য্যে কেনই যে এমন হলে,—তা তুমিই জান। ফলে, আমার নিতান্তই দুরাদৃষ্ট! ... ... না চিরকালের জন্য পতিত হলেম! আহা! প্রিয়ে! ঐ দেখ? বসন্ত সপরিবারে সজ্জিত হ'য়ে আমার অপেক্ষা কর্‌ছেন? ঐ দেখ আমার সহায়তা জন্য বিমানপথে সমুদায় অমরগণ অগ্রসর হচ্ছেন। আমি কি উপায় করবো? প্রিয়ে! না হয় চল তোমায় গৃহে রেখে আসি। অথবা—এই লতা কুঞ্জই আমাদের বাসগৃহ। তুমি এই স্থানেই কিছু কালের তরে অবস্থান কর, আমি দেবকার্য্য সমাধা কোরে এই মুহূর্ত্তেই তোমার সমীপবর্ত্তী হচ্ছি। এক্ষণে প্রসন্ন মনে আমায় বিদায় কর। অপেক্ষা করো না ; ত্বরায় বিদায় কর!

রতি। সেকি নাথ? তবে আমার সত্য-সত্যই কি সর্ব্বনাশ হবে! আপনার ওই নিদারুণ বাক্যও যে আমার মনের পোষকতা করছে! আমার দুর্নিবৃত্ত মন যে আমায় পাগল করে তুলেছে? যা আমি নিতান্ত অসার স্বপ্ন ভেবে মনকে কচিৎ এক আধটুকু নির্য্যাতন কর্‌ছলাম ; আপনার বাক্যে ত তাও হলো না! মনের সঙ্কল্পই সত্য প্রমাণ করছে! হায়! আমি কি করবো! কারে বল্‌বো! সকলেই তো পাপ মনের সহায়তা করছে! যিনি ভর্ত্তা, জীবনের হর্ত্তা কর্ত্তা, অন্তের সহায়, পরলোকের উপায়,—সেই স্বামীই আমার বিরোধী ; কোথা যাব! চোখ মুদে থাকি কে আমার কাণে দারুণ সর্ব্বনেশে কথা বল্লে! আমায় আকাশ পাতাল দেখায়! অমনি চোখ্ মেলে চাই, তাতেও নিস্তার নাই ; যে দিকে সে দিকেই যেন মৃত্যুর বিকট মুখ-ব্যাদান করে রয়েছে! তা থাক্! মৃত্যুকেও আমি শতগুণে শ্রেয় মনে করি। কিন্তু তোমার ঐ মর্ম্মভেদী কথা—যা জন্মেও শুনিনি, যা শত্রু মুখেও শুনিনি, যা স্বপ্নেও জানিনি—সেই কথা তোমার মুখে কেন আসিল? কি দেখে? কি বিপৎপাতের সূত্রপাত দেখে—আসিল? হে প্রিয়ম্বদ! আর বলো না ; তোমার ঐ অমীয় কণ্ঠে হতে এরূপ বিষম বিষ

গীত।

রাগিণী ললিত ভঁয়রো—তাল আড়া।

বলোনা আমায় নাথ হে আর বলোনা এমনি।
প্রাণকে বিদায় দিতে বলো,
আমি অকাতরে দিই এখনি।
অসহ্য হৃদয়ের ব্যথা, বজ্রপাত তুচ্ছ যথা,
(সেই) নিদারুণ বিদায়ের কথা—
আমি স্বপ্নেও কভু যা না জানি।
(যার) স্মরণে মরণ জ্ঞান,
(তার) ব্যবহারে বাঁচবে প্রাণ;
জেনে শুনে হা নাথ কেন এমন নিষ্ঠুর বাণী।
আমি পুষ্প তুমি ঘ্রাণ, ভিন্ন কি হয় কদাচন,
হলেও দেহের অবসান,
(তবু) বিচ্ছেদ না হবে কখনি।

কন্দর্প অবলে! তুমি সত্য সত্যই পাগল হ'য়েছ। এরূপ প্রগল্‌ভ অসম্বদ্ধ প্রলাপ তো তোমার মুখে কখনই শুনি নাই। কি আশ্চর্য্য! অথবা—আমাকে ভাগ্যহীন পুরুষ বলে এরূপ স্বতন্ত্রা স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় আব্দার করছো। আর তোমার কথা শোনবার যোগ্য নয়। ধর্ম্মের ব্যভিচার,—কার জ্ঞান-গোচরে করণীয়? আমি এইমাত্র সহস্র সহস্র দেব দানব যক্ষ রক্ষ সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়ে এলেম, যদি এ মুহূর্ত্তে জীবাত্মার ধ্বংস হয়, এই মাংসপিণ্ড শরীর খণ্ড খণ্ড হয়ে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য সামগ্রী হয়,—তথাপি সত্যের ব্যভিচার কর্ব্বো না,—অন্ধকূপ নরক ভোগ কর্ব্বো না। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ, পরে চমকিয়া) আহা প্রিয়ে! ওই দেখ; ওই—আহা ওই দেখ, ওই যে সেনাপতি বসন্তের প্রমোদ শাসনে প্রমথগণ কিরূপ প্রমত্ত হ'য়ে ছুটাছুটী করছে। ওই দেখ—আহা ওই দেখ, স্থানে স্থানে কিন্নর-মিথুন ক্রীড়াশক্ত হয়ে উদাসীনদের কেমন স্বধর্ম্মে ঔদাস্য জন্মাচ্ছে! ওই দেখ, সরোবরে যূথে যূথে কেলিহংসগণ মৃণাল ভক্ষণ ত্যাগ ক'রে স্ব স্ব প্রেয়সীগণের অধরামৃত পান করছে! নবোঢ়া পদ্মিনীরাও আজ লজ্জা ধৈর্য্য একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে অধিক প্রকাশিতা ও প্রকম্পিতা হচ্ছে। ঐ দেখ, কামোন্মত্ত মধুপ-গণ দলে দলে মধুহীন পলাশে পর্য্যন্ত পশ্বাচারীর ন্যায় অত্যাচার ক'রছে! তমালশাখে ক্রীড়া-শক্ত শিখীকুল নৃত্য করে সংযমীর সংযম ভঙ্গ করছে। আহা! আর দেখ,—রণকুশল মলয়ানিল কেমন আস্তে আস্তে মাধবীলতাকে দোলায়ে দোলায়ে রসালের সরস অঙ্গে আলিঙ্গিত করছে। আরও দেখ, মধু-কণ্ঠেরা মাধবী-লাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে কেমন মধুর-স্বরে গান ক'চ্চে; আর নিরাশ্রয় নিরাহ নীরস শুষ্ক-শরীরী ঋষিগণকে—যেন রস-প্লাবনে প্লাবিত ক'রছে! আর অপেক্ষা নাই! প্রিয়ে! আর তিলার্দ্ধ বিলম্বের সম্ভাবনা নাই এই সময়, আমার শর-সন্ধানের এই অতুল্য সময়। আমার বল বিক্রম প্রকাশের অব্যর্থ অদ্বিতীয় কাল উপস্থিত! ইচ্ছা হয় এস। নচেৎ এই স্থানেই ক্ষণেক বিশ্রাম কর। ওই,—ওই শুন, আমার বিহঙ্গম-সেনাদল একদা তুর্য্যধ্বনি করছে! আর না, আর—(বেগে প্রস্থান) জয় ত্রিদিবপাত বাসবের জয়।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হৈমবতাশ্রম।

শিব যোগাসনে আসীন।

(নন্দী, প্রমথগণ, পার্ব্বতী প্রভৃতি)

নন্দী। (অকালে বসন্তোদয়ে ঈষৎ সক্রোধে) প্রমথগণ! সাবধান! সাবধান! তোমরা অধীর

হয়োনা। জিতেন্দ্রিয়-মহাকাল সমীপে ইন্দ্রিয়-চাপল্যে রক্ষা নাই! দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ত্রিভু বনবাসী কারো রক্ষা নাই। বিবেকশক্তি-বিহীন পশুগণের রক্ষা নাই! খেচর, ভূচর জলচর, উড়গ, খগ, পতগ, চেতনা বিশিষ্ট—কারো নিস্তার নাই! অচেতন তরু, বল্লী, তৃণ পর্য্যন্তেরও নিস্তার নাই! অতএব সাবধান! মনঃসংযম রক্ষা কর। সতর্কে স্ব স্ব কার্য্য নিয়োগানুরূপ সম্পন্ন কর।

(সকলে নিস্তব্ধ)

(কন্দর্পের প্রবেশ।)

কন্দর্প। (স্বগত) একি! কি দেখতে—কি দেখছি! কি হোতে—কি হোলো! এই দেখলাম, জীবগণের তো কথাই নাই—তৃণ লতা পাতা পর্য্যন্ত কামোন্মত্ত হয়ে ঝর ঝর ঝরছিলো। অকস্মাৎ আবার কে এদের একেবারে বিচেতন করলে! হঠাৎ প্রকৃতির এ সুষুপ্তিভাব কেন হোলো? ঝটিকাপগমে বিশাল সমুদ্র যেরূপ গম্ভীর—নিমেষ মধ্যে সৃষ্টির এরূপ গাম্ভীর্য্য কে জন্মালে? বসন্তাগমে প্রকৃতিদেবী নানালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে এইমাত্র ঝম্ ঝম্ কচ্ছিল, দলমল কোরে হাসছিল, ঢল ঢল কোরে নাচছিল, নানাস্বরে কত গাচ্ছিল, নানাস্বর শব্দে কত বাজ্‌ছিল। কই, তা কি হোলো! কে এ প্রমোদপূর্ণ প্রকৃতিকে নিরস্ত করলে! কে এ দেদীপ্যমান স্নিগ্ধ শীতল আমোদরূপ জ্যোৎস্না নির্ব্বাণ করলে। কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে যে তরু, যে যে লতা, যে যে পর্ব্বত, যে যে গহন, যে যে প্রান্তর—এমন কি, অনন্ত জগতের অনন্ত পদার্থ নির্ম্মল, উজ্জ্বল, নৃত্যশীল, গীতাশক্ত, ক্রীড়াবিহ্বল, আমোদপূর্ণ, রসপূর্ণ, ভাবপূর্ণ, দেখা যাচ্ছিল; অকস্মাৎ সেই সেই পদার্থনিচয়—সকলই বিদ্যমান, অথচ সব নির্ব্বাকৃ-সদৃশ বোলে ভ্রম জন্মাচ্ছে। কি বিস্ময়কর ব্যাপার! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) হো! তাইতো। এ যে আমাতেই আমার ভ্রম! এই কি সেই আমি? না—সে আমি এ নই? এই কি আমার সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির অন্তঃকরণ? এই কি আমার সেই সতেজ বাহু যুগল? এই কি আমার সেই অব্যর্থ তাড়িত গতিশীল পদযুগল? এই কি আমার সেই সর্ব্বব্যাপী দেহ,—যা সূচরন্ধ্র হোতেও সূক্ষ্ম পথে প্রবেশ করিতে সক্ষম? (চমকিয়া) কি!—আমার কুসুমায়ুধ কোথায়! এযে শূন্য হস্ত দেখছি! যে চাপ ইন্দ্র-চাপকে তৃণবৎ মনে করে, যে পঞ্চবান্ পঞ্চাননের সর্ব্বসংহারক শূলকে সূচ তুল্য জ্ঞান করে; যে সম্মোহনাস্ত্র হরিচক্র সুদর্শনকে নিশ্চল জড় পদার্থ বর্ত্তুল-বলয়বৎ দর্শন কোরে থাকে; যার সন্ধানে ঊর্দ্ধে পরমাত্মা, নিম্নে পরমাণু সদৃশ সূক্ষ্ম জলকীট পর্য্যন্ত অলক্ষ্য নয়; যে অমোঘ অস্ত্র ত্রিলোক মনোহারিণী, মৃতসঞ্জীবনী রাবর সম্পূর্ণ শিল্পনৈপুণ্যরচিত, যাহাতে ঋতুরাজ বসন্তের সম্পূর্ণ প্রভাব ন্যস্ত; যে অস্ত্র সম্যক শাণিত; যাহাতে তন্ত্র মন্ত্র বশীকরা সামগ্রী সমগ্র বিরাজমান;—সেই মহাস্ত্র কোথায়? কে আমার সে অস্ত্র হস্তস্খলিত করলে? বাহু দ্বয়ও তো মৃত কার-দণ্ডের ন্যায় অকর্ম্মণ্য দেখছি! কে আমার বল হরণ করলে? (ইতস্ততঃ চাহিয়া—চমকিয়া) উঃ—সর্ব্বনাশ! তাইত? আমি এত বেলা অন্ধ হয়েছিলাম! এই যে সংহারমূর্ত্তি! হায়! আমার কি ভ্রম! আমি কার বিরুদ্ধে এসেছি? যাঁকে মনেও জয় করা দুষ্কর, সেই অতীন্দ্রিয়ের অতীত পরমাত্মাকে পরাভূত করতে এসেছি! হায়! এতদিনে কন্দর্পের দর্প নাশ হোলো। হে অমরগণ! তোমাদের অতঃপর আশা ভরসা সকলই নির্ম্মূল হলো। যার দেহ প্রভায় সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থ নিস্তেজ—তাঁর প্রভাব কে সহ্য করবে? হা! প্রিয়ে! তোমার অনুমানই সত্য হোলো।

কোথা? (হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ পরে চমকিয়া) একি! আহা! এ আবার কি? এ অমৃত স্রোত কোথা হোতে এলো? এ কণ্ঠ কার? এ কি অপ্সরা কণ্ঠ? না!—সৃষ্টি মধ্যে আমার অজ্ঞাত অপ্সরা কে? ওই যে, ওই যে, আবার সেই স্বর লহরী? (নীরব শ্রবণ)

(গান গাহিতে গাহিতে সখীগণ সহ পার্ব্বতীর প্রবেশ।)

গীত।

কত দিনে আমার এ বাসনা পূরিবে লো সই।
আশালতা পাশে আমি আর কতকাল বাঁধা রই॥
ক্রমে ভরসার তরু, শুকায়ে হোতেছে সরু,
হৃদয় ক্ষেত্র হোল মরু (ফলে)
আমাতে আর আমি নই।
কল্পবৃক্ষের ছায়াপাশে,
মন বাঁধিলাম যে ফল আশে,
ফলিল না বারমাসে এ দুখ কাহারে কই॥

সখী। রাজকন্যা! কালে অবশ্য ফলবে। তুমি মানসক্ষেত্রে যে কল্প-বীজ রোপণ করেছ, ভক্তিরস প্লাবনে ওর উর্ব্বরাশক্তি অসাধারণ; বৃদ্ধি হয়েছে তায় অবার আশাবারি আষাঢ়ের ধারা বৎ অহর্নিশ নিষিক্ত হচ্ছে; আর কয়দিন অফলা থাকবে? আমি দেখ্‌ছি ফুল ফোটে ফোটে।

পার্ব্বতী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) সখি! প্রবোধের সময় গত হয়েছে! কালে ফল্‌বে? সে কলে ক্রমেই যে আমার কাল হয়ে আসছে। আমি কোথা যাব? আর কতকাল আশালতা ধোরে বসে থাকবো? হায়! কারো অনুরোধ রক্ষা করিনি। উঃ—কি অসীম সাহসের কার্য্য করেছি! কুলবালার তো কথাই নাই, ইতর কামিনীরাও স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্যে সঙ্কোচ করে। আমি কুলবালা, রাজবালা,—আমি কার ভয় করেছি? লজ্জার পানে একবার চাইলাম না; বরং তার [illegible] অক- পটে মনের কথা প্রকাশ কর্‌তে সমর্থ হয়েছি, তখন লজ্জার, ধৈর্য্যের মাথা খেয়েছি না তো কি? আহা! যার জন্য এত করলাম, তিনি একবার ফিরেও চাইলেন না। অথবা যোগ্য যোগ্যেই যোজিত হয়। আমার সে আশা কোথায়? যার স্বভাব-সৌন্দর্য্য নাই, অলঙ্কার নাই, বিবেচনার আলোচনা নাই,—তার এত উচ্চ আশা কি দুরাশা নয়?

সখী। প্রিয়সখি! অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! এই সকল মহৎ গুণই তোমার মহৎ ফল উৎপাদনের কারণ। আর এরূপ যত্ন, এরূপ অধ্যবসায় কি কখনও বিফলে যায়? যত্নে রত্ন মিলে, যত্নে আকাশের চাঁদ হাতে পায়। তুমি যেরূপ যত্নশীলা তোমার এ ফল হাতে হাতে দেখ্‌ছি। প্রথমে অঙ্কুর, পরে ডাল পালা; ক্রমে মুকুলোদ্গম হয়। ফুল ফুটনোন্মুখ—ফোটে ফোটে;— এইতো ফুটলো! ফুলের ভিতর ফলের চাকা অল্প অল্প জমাট বেঁধে উঠছে আর দু'দিন পরেই বড় হয়ে উঠবে—হাতে ধর্‌বো না। অয়ি চম্পকমালিনি! তোমার যত্নে কোন্ বাগানে ফল ফুলের অপূর্ণতা—তুমিই জান? সম্পদ—সম্পদের অনুসরণ করে; ধনে—ধনাগম হয়; রত্নে—রত্ন মিলায়। তোমার কোন্ সম্পদের অভাব? তুমি রাজকন্যা; তুমিই রত্নবতী, ভাগ্যবতী, ও ফলবতী। সুকুসুমা! তুমি সকল মূল্যবান্ বস্তুর, সকল আদরের বস্তুর, সকল মনোহর পদার্থের আকর! তোমার রত্নাঙ্গুলি কে বল্‌বে ওগুলি চম্পককলিকা নয়? তোমার নয়ন যুগল,—কে বলবে ও দুটি সজল, স্নিগ্ধ, সদ্যপ্রস্ফুট ইন্দীবর নয়? নাশাকে তিল ফুল বই আর কি বলব? তোমার এই রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর দুটি—কে বলবে উহা সুপক্ক বিম্ব-ফল নয়? তোমার বক্ষের উপর লক্ষ্য করলে কে বলবে দুটি স্ফুটনোন্মুখ বর্দ্ধমান কমল কোরক নয়? অবিন্যস্ত স্নেহ প্রবর্দ্ধিত কুন্তলরাশী পরিবেষ্টিত তোমার মুখখানির প্রতি দৃষ্টি করিলে কে বল্‌বে এ [illegible]

তাই বলি, তোমাতে সবই মিলবে। তবে একটুকু কাল সাপেক্ষ।

পার্ব্বতী। "কাল-সাপেক্ষ"? সই এই কথাটি বড় মর্ম্মে বাজছে।

সখী। তাইত, কি করা যায়? একটু রয়ে সয়ে দেখতে হয়।

দ্বিতীয় সখী। তুমি সই কি ছাই বল? রয়ে আর সয়ে। খেয়ে আর দইয়ে। তোমার মুণ্ডপাত—আমার দুধ ভাত। আমাদের গরজ ভারি, আমরা অঙ্কুরই ফল চাই। ডাল পালা যেন পরে হয়—না নাই হয়। কেমন তা নয়?

পার্ব্বতী। (কৃত্রিম কোপে) পোড়ার মুখি! দূর হয়ে যা! যদি তপস্যার জোর থাকে, তবে অকালেও সুফল ফলতে পারে।

প্রথম সখী। (চমকিয়া) একি! আহা তাইত। একি আশ্চর্য্য! প্রিয় সখি যা বল্লে—তাইতো ঠিক। এ যে অকালে বসন্তোদয়। এই যে ঋতুরাজের সকল আসবাব জাজ্জ্বল্যমান। রাজকন্যে! প্রিয়সখি! চল! বুঝি, এতদিনে ভবিতব্যের দ্বার মুক্ত হোল! আজিকার এই বনমালাই বুঝি তোমার বরমাল্য হবে। শীঘ্র চল।

দ্বিতীয়। ওলো, চুপ চুপ। ও বাবা! ঐ দেখছিস না? ওই লতাকুঞ্জের দ্বারে সেই বানরমুখো বেটা আজও দাঁড়িয়েছে! আজ যেন আরও যমদূতের বাবা হয়ে দাঁড়িয়েছে! চক্ষু লাল! উঃ! কতবড় হাল—ঠিক জবাফুল। যেন ক্রোধে ফুলছে। ভারি পেট, মটকির মত আরও ভারী হয়েছে; বাঁহাতে ত্রিশূল! সই! আমার বড় ভয় করছে; ও বাবা! ওই আবার দেখ;—আমাদের পানে এক একবার কি কোরে চাচ্ছে; ওলো, চুপি চুপি চল। যে ত্রিশূল! এক খোঁচা মারলে তোর খোঁচা মুখ আরও খোঁচা করে দিবে।

প্রথম সখী। পোড়ারমুখি! একবার দর্পণে কর। সখি রাজকন্যে! এখন একটুকু আস্তে চল। ঐ যে নন্দী দ্বারদেশে দ্বাররক্ষা ক'রছেন।

নন্দী। (স্বগত) এই যে সহচরী সঙ্গে পর্ব্বত-রাজপুত্রী আসছেন! কি পবিত্র মূর্ত্তি! সুচারু চন্দ্রানন! যেন সাক্ষাৎ শান্তি; ভক্তির আকর; মুক্তির বাস মন্দির; দয়ার বিশ্রামধাম। ইনি পাশুপত ব্রতধারিণী; ইঁহার অভিপ্রায় কি? ইনি রাজাধিরাজ কন্যা হ'য়ে এই কিশোর বয়সে আয়াস-সাধ্য তপস্যায় নিয়তচিত্ত কেন? এই যে ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হচ্ছেন; আমার প্রতি পবিত্র নেত্রপাতেই যেন দ্বার মুক্তের অভিলাষ প্রকাশ ক'রছেন। যাই, একবার প্রভুকে আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাত করে আসি।

(প্রস্থান।)

শিব। (স্বগত) সে কি! এ যে সম্পূর্ণ বসন্তাগম! বসন্তের পরিবারগণ আমোদে যেরূপ উত্তেজিত,—আমার ইন্দ্রিয়গণও যেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছে! কারণ কি? আবার বসন্তের এ মনোহারিত্ব কবে নয়! কিন্তু অসময়ে কেন? যাহোক্ এই যে নন্দী আসছে। এখন সব জানা যাবে।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। (প্রণাম পুরঃসর) প্রভো! এ দাস চরণে প্রণত। অভীষ্ট লাভ হয়—প্রার্থনা।

শিব। তথাস্তু। কি নন্দি! অসময় কেন? তোমার শরীর পুলকিত, মুখে প্রসন্নভাব, দৃষ্টিরও ঈষৎ বৈষম্য,—বোধ হচ্ছে; তোমার কোন শুভকরী বক্তব্য আছে।

নন্দী। দয়াময়! এ সকলই সত্য। শৈলধিরাজতনয়া আপনার পরিচর্য্যার্থ এসেছেন। আমি তাঁরই সংবাদদাতা হয়ে চরণ সমীপে আগমন করেছি। কি আজ্ঞে?

শিব। অব[illegible] [illegible]লাষ পূর্ণ কর।

নন্দী। যে আজ্ঞে, প্রভো!

(দ্বারদেশে যাইয়া) মাতঃ! তবে আশ্রমে

(পার্ব্বতী সখীসহ পশুপতি সমীপে গমন। পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করন, এবং দেবাদিদেবের পদে পুষ্পা-ঞ্জলি প্রদান।)

কন্দর্প। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! অকস্মাৎ আমার এ সুষুপ্তিকে মোচন করলে? কে আমার শিথিল অঙ্গ শতগুণে উত্তেজিত করলে! তবে বিধাতা প্রসন্ন হলেন কি? তাইতো;—এ যে শৈলধিরাজতনয়া শিব সন্নিধানে উপবিষ্টা! কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! এতদিনে ত্রিলোক গরীয়সী সৌন্দর্য্যশালিনী প্রেয়সী রতিরও গর্ব্ব খর্ব্ব হোল! আমাকেও হার মানালো! আর শরসন্ধানের প্রয়োজন কি? এই যে কুসুমকোমল ভ্রূ-ধনুকে যে সন্ধান করে বসেছেন, তাতে আমার এ কুসুমায়ুধের কুসুম-শর কোন্ ছার! কিন্তু এতক্ষণও যে শর নিক্ষিপ্ত হোচ্ছে না? (ক্ষণেক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) উঃ! ঠিক হয়েছে। লজ্জাকুহকিনী চারুশিলা শৈলজার ঘাড় চেপে বসেছে! সুতরাং বিনম্রবদনার অর্দ্ধ মুকুলিত নয়নের কটাক্ষ কেনই বা ঈদৃশ গুরু স্থলে কার্য্যকরী হবে? আচ্ছা, আমি সহায়তা করছি—দেখি কে ঠেকায়! লজ্জা কুহকিনী! দোবা পালাবি পালা। আহা! এইযে সসামন্ত প্রিয়সখা বসন্তও একেবারে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন এইত সময়। হে দেবগণ! অতঃপর তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। (শরসন্ধান) হায়! কি হোল! কি সর্ব্বনাশ হোল! সব শূন্যময়, অগ্নিময়, ধূমময়, মৃত্যুময় দেখ্‌ছি! আরতো কিছুই দেখ্‌ছি না—আর তো কিছুই শুনছি না! আমার অসংখ্য পরিবার,—আমার অসংখ্য বন্ধু—সব কি হলো! কই? আহা, কই?—কাকেও তো দেখছি না! আমার অঙ্গের ছায়া, আমার চিরসঙ্গিনী, আমার জীবনসর্ব্বস্বরূপিণী রতিকেও তো দেখছি না? উঃ! এই যে ক্রমেই অগ্নি নিকট হচ্ছে! এখন কি কর্ব্বো? হা অমরগণ! তোমরাও লুকালে? আহা—কি হলো! অকস্মাৎ কি হলো! কিসে কি ঘটলো? মঙ্গলকার্য্যে অমঙ্গল হলো? অমৃতে বিষোৎপাদন হলো?

গীত।

রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড়খেমটা।

(আহা) কি হলো, কি হলো বুঝি জীবন গেল
কোথা রৈলো বন্ধু সকলে।
(আহা) বুঝি সৃষ্টি লয়, সব অগ্নিময়,
যেন গ্রাসিতে আমার মুখ বাড়ালে!
যোগাসনে মহাযোগী ত্রিলোচন,
তেজঃপুঞ্জ যেন দ্বাদশ তপন, করে দিগ্‌দহন,—
বুঝি পতঙ্গের প্রায়, আমি হইলাম পতন!!
আজ হর কোপানলে।
ঐ যে ঊর্দ্ধনেত্রে ধক ধক ধক,
জ্বলিতেছে ঘোর জ্বলন্ত পাবক,
যেন কালান্তক,—
আমার এ জীবনে আর কে আছে রক্ষক,
একাল তক্ষক দংশন কালে।

শিব। (ক্রোধকম্পিত স্বরে) দুরাত্মন! পাপকারিন! পিশাচ মদন! তোর এই কাজ? পাত্রাপাত্র বিচার নাই—কালাকাল ভেদ নাই? হিতাহিত জ্ঞান নাই? রে স্বেচ্ছাচারিন দুশ্চরিত্র পাষণ্ড চণ্ডাল! এখনই তোর স্বেচ্ছাচারিতার, কদাচারতার, ব্যাভিচারিতার সমুচিত ফল প্রদান কচ্ছি। সঙ্গমলোলুপ! পাপ বিহঙ্গবৎ কামলিপ্সু! উন্মত্ত পতঙ্গম! এখন কালাগ্নি প্রবেশ কোরে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অস্পৃশ্য পৈশাচিক দেহ আহুতি প্রদান কর্! পামর! এখনই ভস্মসাৎ হও।

কন্দর্প। (ছুটিয়া ছুটিয়া হাহাকার করিয়া) আহা! কি হোলো! হুঃ গেল—সব গেল। সব জ্বলে গেল! উঃ! মলাম—পুড়ে মলাম; দগ্ধ হোলাম। গেল—গেল—প্রাণ গেল। হা মাতঃ! হা পিতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা প্রাণপ্রতিম রতি!! আর হোলনা। উঃ! প্রাণ যায়,—আর হোলনা —আর দেখা হোলনা। হোঃ—হোঃ—ব্রহ্ম রন্ধ্র ফেটে গেল! হুঃ—হুঃ! হা হতবিধে! ছলে

আমায় দগ্ধ করলি? হঃ—বাবা! মলাম;—আর হোলোনা। ওঃ—ওঃ—গেল। (পতন ও মৃত্যু।)

রতি। (বেগে প্রবেশ) হারে, এই হোল! এই হ'ল! এই হ'ল! হা নাথ! এই—এ—ই (পতন ও মূর্চ্ছা) (ক্ষণপরে মূর্চ্ছাভঙ্গে এদিক ওদিক চাহিয়া) কই? কই তিনি? আঃ! হাঁরে, এই কি তিনি? এই ভস্মময়? এই—কি? এ—ই? (পুনঃ পতন ও মূর্চ্ছা) কি হোল! আঃ—কি হোল! এ কোথা?—একি শিবালয় না—যমালয়? আমি কি আকাশতলে? না—রসাতলে? আমি কি নিদ্রিত? না—জাগরিত? আমি প্রকৃতিস্থ? না—স্বপ্ন দেখ্‌ছি? একি দিবা? না—বিভাবরী? আমি মৃত? না—জীবিত? আহা! না—না, আমি জীবিত না! কে বলে জীবিত? আমি কি পিশাচী? আমি কি রাক্ষসী? আমি কি স্বৈরিণী? জীবিতনাথ জীবিত নাই—আমি জীবিত? এত তিরস্কার! এত ব্যভিচার! এত কলঙ্ক! এই দেহে,—এই সতীদেহে এত কলঙ্ক। এই পতি-পদানত, পতিপদ-চিরসেবিত, পতিপদাশ্রিত, অনন্যপতিমতি রতি-দেহে এত কলঙ্ক! জীবিতনাথ জীবিত নাই, আমি জীবিত! কথনই নয়—কথনই নয়। আমিই মরেছি, জীবিতনাথ জীবিত আছেন। আমিই মরেছি—নিশ্চয় মরেছি। এই আমার প্রেত-শরীর এখনই প্রেতলোকে নীত হবে! এই যে যমদূতগণ যমদণ্ড ধারণ কোরে দণ্ডায়মান! রে কৃতান্ত কিঙ্কর! এই ভয়ঙ্কর বেশে তোরা কার জন্য এসেছিস্? কার সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিস্? সাবধান—সাবধান! সতীর সর্ব্বস্ব,—(ক্ষণেক রহিয়া পুনঃ) ওকি! এ্যা—ওকি—ওকি? (ছুটিয়া) পাপাত্মন! ওকি? দুরাত্মন! কার অঙ্গস্পর্শ কচ্ছিস? ছাড়—ছাড়—সতীর সর্ব্বস্বধন ছাড় নইলে—এখনই ভস্ম হবি। ছাড়—কি হোলো? স্বপ্ন ভঙ্গ হোলো! আহা, আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম? না—সত্যসত্যই প্রাণেশ্বর আমায় ত্যাগ করে চল্লেন! কোথা চল্লেন? এই ধর্ম্ম? এই কি বিচার? হা নাথ! আমায় একাকিনী রেখে তুমি একা কোথা চল্লে? দাঁড়াও,—একবার দাঁড়াও!

গীত।

(আহা) প্রাণ সখা একা কোথা যাও হে।
আমি তোমার চিরদাসী,
(আমি) ক্ষণেক দাঁড়াও হে।
আমি পিঞ্জর তুমি পাখী প্রতিক্ষণ,
তুমি বারি আমি মীন—তোমার জীবনে জীবন,
তুমি দেহ আমি ছায়া, তুমি প্রাণ আমি কায়া,
(তাতে) কি কোরে আজ দাসীর মায়া
(তুমি) জন্মের মত ঘুচাও হে।
(আহা) কান্ত হে একান্ত দাসী চরণে,
ত্যজিলে ত্যজিব প্রাণ কি ফল এ ছার জীবনে,
আমি এখনি কোরে দেহপাত,
এখনি করবো অগ্নিসাৎ,
যদি নারী-হত্যার ভয় রাখো নাথ,
তবে আমায় সঙ্গে নাও হে।

রতি। হা নাথ! হা হৃদয়-সর্ব্বস্ব! হা যৌবনের সুখ-সমষ্টি! হা পরলোকের আশ্রয়-সমষ্টি! প্রাণেশ্বর! প্রাণপ্রভো! কই? কই? কই সে অমিয় কণ্ঠ? কই সে অপার আনন্দ—তরঙ্গান্দোলিত অপাঙ্গ-ভঙ্গিমা? কই সে ইন্দু-কিরণোদ্ভাসিত, মন্দ সান্ধ্য সমীরণ সঞ্চালিত, নবপল্লব সদৃশ ঈষৎ হাস্যযুক্ত অধর পল্লব? কই সে মকরন্দ-প্লাবিত অরবিন্দ বিনিন্দিত মুখচন্দ্র? কই? আহা! তা কই?—সেই করীকর-বিনিন্দিত, সুবলিত, সুগঠিত বাহুযুগল কই? আহা! যা সময়ে সময়ে আমার উপাধানের স্থানীয় হতো, যা কখন কখন মৃণাল-মালাবৎ আমার গলদেশ বেষ্টন কোরে থাক্‌তো,—সে বাহুলতা কই? যে অঙ্গুলি বক্রভাবে আমার কেশগুচ্ছ-

চম্পককলিকা সদৃশ অঙ্গুলি কই? যে অঙ্গুলি সময় সময় আমার চিবুক-পৃষ্ঠ হয়ে কত স্নেহ, কত আদর প্রকাশ ক'রত—সে কোমল কর-পল্লব কই? কই সে লোমাবলি সংবলিত কুসুমদামতুল্য বক্ষঃস্থল? যার সংস্পর্শে কচিৎ বিরহসন্তপ্তবক্ষ অমৃতাভিষিক্ত হোতো,—তা-কই? হাঁরে! তা কই?—হা মনোরঞ্জন! তোমার সেই মন কোথায়? হে প্রাণেশ্বর! তোমার সে প্রাণ কোথায়? তোমার সেই মমতা, তোমার সেই স্নেহ-বারতা, তোমার সেই সরলতা, তোমার সে সুরসিকতা কোথায়? তোমার সেই কামিনীকুলানুকূলতা কই? তুমি আজ সকল ভুলেছ! তোমার কি কিছুই স্মরণ নাই? যার তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে যুগান্ত মনে কর্ত্তে, সেই আমি অনাথার ন্যায় হাহাকার কচ্ছি, কঠিন পাষাণোপরি আছাড়ে অঙ্গ চূর্ণ কচ্ছি—তা একবারও দেখ্‌ছো না? একবারও শুনছো না? তোমার এ অন্ধতা, এ বধিরতা কে জন্মালে? তোমার এ বজ্রাধিক কঠিনতা, এ নিশাচরাধিক নিষ্ঠুরতা কে শিখালে? হায়! আমি কারে বল্‌ছি? কে আমার অরণ্য-রোদন শুনছে! সকলেই আমায় ত্যাগ কোরে গেল! কি হোলো!—কিসে কি হোলো!—অমৃত বর্ষণে বজ্রপাত হোলো? কোথা যাবো!—কোথা দাঁড়াবো! আমার কে আছে?

গীত।

হায়! একি হোলো কপালে এই ছিল
কে কোথা রহিল এ হেন সময়!
আহা! এই কি শিবধাম, শান্তির নিধান,
আহা, এই কি পরিণামঘটিল আমায়!
এই কি আমার আহা এই কি প্রাণেশ্বর,
এই কি সেই দেহ ধূলায়ে ধূসর,
এই কি সেই ধনু এই কি সেই শর,
হা ঈশ্বর তুমি রহিলে কোথায়!
এই কি ধর্ম্মের কর্ম্ম—এই কি সুবিচার,
এই কি দেবকার্য্যের হোলো পুরস্কার,
এই কি পরোপকারের প্রতি উপকার,
জীবন-সর্ব্বস্ব আমার হোলেন ভস্মময়।

রতি। আহা! কি ক'র্‌লাম?—কি হোলো! কেউ তো কিছু শুনছে না! কে শুনবে? অবলার কে আছে? হায়! এখন কি করবো! কোথা যাবো! কোথা দাঁড়াবো! কে আমায় স্থান দিবে! আমি পতি-ত্যজ্যা; আমি পতির অগ্রাহ্য! আমার আর স্থান কোথা? দুরদৃষ্টার বাতাসেও দুরদৃষ্ট ঘটে। হায়! তবে কি করব? অনাথার কুল-মর্য্যাদা কে রক্ষা কর্‌বে?—কি কোরে জাতি ধর্ম্ম বজায় থাক্‌বে! হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! আমায় গ্রহণ কর। পতি-বিয়োগ-বিধুরা অনাথার তোমরা বই কে আছে? বিধবার রক্ষণাবেক্ষণে কে আর যত্ন ক'র্‌বে? জাতকুলের ভাগী আর কে হবে? তাই ডাকছি। তাই তোমাদের চরণে আত্মসমর্পণ করছি। দুর্ভাগা দুর্লক্ষণা সকলেরই চক্ষুশূল। হা তাত, হা মাতঃ! তবে কি তোমাদেরও চক্ষুশূল হ'লাম? তবে আমি কি করব। মাগো! তুমিও কি ত্যাগ ক'র্‌বে? যদি এত দিন আমি বিবাহিতা না হোতাম, তবে তো আমায় ক্রোড়ে স্থান দিতে! বরং সেরূপ ভেবে আমায় গ্রহণ কর?—অনাথার ভার গ্রহণ কর, পৃথিবী এ পাপিনীর ভার বহনে অসক্তা;—রক্ষা কর! (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) আহা! কই?—কেউ তো অনাথার রোদনে কর্ণপাতও কচ্ছে না? কপাল মন্দ হোলে, কপাল ভাঙ্‌লে, বান্ধবতাও কি ভাঙে! পিতা মাতাও কি সময়ের বান্ধব হোলেন? হউন—আর আমি ডাক্‌বো না। যিনি অনাথার একমাত্র রক্ষক,—যিনি দয়াময় বিপদভঞ্জন, যিনি পরমপিতা—আমি তাঁকেই ডাক্‌বো। আমি কায়মনে সেই সতার রক্ষক সতীপতি শিবকেই ডাক্‌বো—আমার বিষে বিষক্ষয় হইবে,—কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার হবে। যিনি ঘাতক—তিনিই রক্ষক। তবে তিনি কই? কই—কই আমার জীবন সর্ব্বস্ব-নিধি-অপহারক? কই সে বিশ্বনিয়ন্তা? পাপ-চক্ষে কিছুই তো লক্ষ্য হোচ্ছে না। আহা! এই যে রাশীকৃত অগ্নি; তবে ইনিই কি সেই

সংহারকারী? হে বিশ্বপিতা! হে বিশ্ববিধাতা! আমরা তোমার দুঃখী সন্তান! হে রুদ্র! আমরা তোমার অতি ক্ষুদ্র দাস দাসী! আমাদের প্রতি তোমার ক্রোধ? সিংহ মাতঙ্গের অরি—পতঙ্গের অরি নয়। তুমি সর্ব্বোপরি প্রভু; সকলেই তোমার প্রজা,—সকলেই তোমার সেবক সেবিকা। তুমি ইচ্ছাময়; স্বীয় অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সৃজন কোরে, সৃষ্টি পালনের ভার দিয়েছ। তোমার গুরুত্বের কে ইয়ত্তা ক'র্‌বে? তবে কেন?—তবে কেন এই লঘুজনের প্রতি তোমার এতাদৃশ গুরুদণ্ড? এই কি সর্ব্বেশ্বরের সমুচিৎ কাজ? প্রভো! রক্ষাকর। তুমি ইচ্ছাময়; ভাঙ্গাগড়া সকলই তোমার হাত। তোমার ইচ্ছাক্রমে সকলই সম্ভবপর। রক্ষাকর; ক্রোধ সংবরণ কর—প্রাণাধিকের প্রাণদান কর। করুণা নিধান! নিজ দাসীকে চরণে স্থান দানকর।

গীত।

রাখ পায় রাখ পায় নিরুপায়ে ত্রিলোচন,
দাসীর এই অনুরোধ কর ক্রোধ সংবরণ।
পতি বিনা পশুপতি, সতীর কি আর আছে গতি,
তুমি পতি তোমার তরে সতী ত্যজিলেন জীবন;
(তাতে) সামান্য অবলা আমি,
কর্‌ব কি কোরে জীবন ধারণ।
শিব সর্ব্ব অন্তর্যামী, সকলই জান হে তুমি,
(আহা) জেনে নিজ দাসীর স্বামী করিলা নিধন;
তোমার শিবময় শিবনামে
(হবে) চির কলঙ্ক স্থাপন।
তুমি হে জন্য জনক, জগতের নাথ তুমি এক,
তুমি হোলে হন্তারক দোহাই দিব কার এখন,—
পিতা হয়ে, পুত্রে বধ এ কলঙ্কের নাই মোচন!

রতি। আর না! আর কাকেও ডাক্‌ব না;—স্বপ্নেও না। সব্‌ চিনেছি!—আত্মপ্রাণকে পর্য্যন্ত চিনেছি! এখন আত্মকাজ কচ্ছি। হায়! দুর্দ্দশা কি কারো ঘটে না? প্রাণ যায়, দেহ থাকে; পাপিনীর ভাগ্যে তাও থাক্‌লো না! এখন কি নিয়ে সতীধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বো! যদিও এই ভস্মাকার দেহ অবলম্বন কোরে ধর্ম্মরক্ষা করা যায়; কিন্তু সেও তো সহজ নয়? আমি অনাথা—অবলা; কে আমার সাহায্য কর্‌বে? আমার কে আছে? আহা! প্রাণাধিক বসন্তও কি আমায় এ সময় ত্যাগ ক'র্‌লেন? না—তিনিও পিনাকপাণি প্রমথনাথের কোপানলে ভস্মীভূত হয়েছেন? হায়! পাপিনীর পাপ সংসারে কি কিছুই রইল না? (ইতস্তত চাহিয়া) না;—এইতো বসন্ত-জীবনের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান দেখ্‌ছি! তবে তিনি জীবিত আছেন! হা ঋতুরাজ! হা প্রিয়তম বসন্ত! তুমি কোথায়? একবার দেখা দাও, অন্তকালে একবার দেখা দাও।

গীত।

সখে, বসন্ত একবার দেখা দাও আমায়।
আমি অনাথা ন পিতা মাতা,
নিঃসহায়া নিরক্ষিতা,
তোমার বন্ধুর বণিতা হেথা,
অকূলে আজ ডুবে যায়!
লইয়ে স্বজনগণ, কর হেথা অধিষ্ঠান,
কাষ্ঠ তৃণ আহরণ কর তায়,—
(করি) প্রজ্জ্বলিত চিতানলে,
আমায় আহুতি দাও স্বাহা বোলে,
কর বন্ধুর কার্য্য অন্তকালে
(হবে) যতোধর্ম্ম স্ততোজয়।

রতি। হায়! কেহই তো সাহায্য করলে না! তবে আত্মহত্যা কোরেই সকল সন্তাপ দূর করি। এই অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরিয়ক-জহর-পানে কারো সহায়তার অপেক্ষা করে না। হা ঈশ্বর! আত্মঘাতীর উপায় কোরো। (জহর পানে উদ্যত)

(বেগে বসন্তের প্রবেশ।)

সখি! ক্ষান্ত হও! আত্মঘাতীর উপায় নাই; ক্ষান্ত হও! (হস্তধারণ)।

রতী। (চমকিয়া) কে৺, বসন্ত! প্রিয়-দর্শন! এস। একবার জন্মের মত এসে দেখ, আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! তোমার প্রাণাধিকের কি দশা ঘটেছে! হা নাথ! হা জীবিতেশ্বর! হা দয়িত! এস; একবার এসে দেখ,—কে এসেছে! আমা হোতেও প্রিয়তম, যাঁর সহায়-তায় সমস্ত জগৎ আজ্ঞাকারী করেছ,—সেই পরম সুহৃদ্ প্রিয়তম বসন্ত তোমায় দেখবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। একবার দেখা দাও। একবার এসে দাসীকে বন্ধুর হস্তে সমর্পণ কোরে যাও! কই?—আহা, হলোনা! প্রিয় বসন্ত! সখে! আর না! দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে—অভাগিনীর কপাল ভেঙ্গেছে। আর সহ্য হয় না। এক্ষণে বন্ধুর কার্য্য কর। আমায় চিতা সজ্জা করে দাও; অগ্নি প্রদান কোরে পতি-বিয়োগ-বিধুরাকে পতি সন্নিধানে পাঠিয়ে দাও। আমার অন্তিমকালে একটী ভিক্ষা,—লোকান্তরে আমাদিগকে এক অঞ্জলি জল দিও! আর সখে! তোমার সখা সহকারমঞ্জরী, নব-পল্লব, পদ্মরেণু, কুমুদ-মৃণাল প্রভৃতি বড় ভাল বাসতেন; শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করবার সময়ে তোমার বন্ধুকে উদ্দেশ্য ক'রে তা সকল দিও। আর কি ব'লব?—আমার বলবার কি আছে? তবে এই মাত্র,—আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে প্রাণবায়ু আর অধিকক্ষণ থাকবে না; সময় থাকতে আয়োজন কর। আমি জেনে যাই নাথের সহগামিনী হোলেম! হা নাথ! আমায় ধর।

(আকাশবাণী।)

হে কন্দর্প-পত্নি! হে সাধ্বি পতিপরায়ণা! শান্ত হও! এ সময়ের সংকল্প ত্যাগ কর। তোমার স্বামী বহুদিন দুর্লভ হবেন না। যে কারণে কাম হর কোপানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হয়েছেন,—শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা অক-স্মাৎ কামরসে ইন্দ্রিয় দমনে অশক্ত হয়ে স্বীয় তনয়ার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন; পরে প্রজা-পতি ইন্দ্রিয় বিকার নিগ্রহ কোরে শাপ প্রদান করেন। কন্দর্প তারই ফল ভোগ কর্‌লেন। হে সুন্দরি! যে মুখে বিষ,—সেই মুখেই অমৃত উৎপন্ন হয়; ধর্ম্ম প্রাসাদাৎ তোমার স্বামী শীঘ্রই শাপোন্মুক্ত হবেন। তুমি অনল প্রবেশ কোরো না।

গীত।

কোরোনা অনলে প্রবেশ করনা কখন,
অচিরাৎ পাবে পতিধন,
সতী তোমার জীবনের জীবন।
(আহা) তুমি সতী গুণবতী,
দৈবানুকুল তোমার প্রতি হে,—
শাপান্তে হে সতি হবে তাপ বিমোচন,
অন্যথা নাহি কদাচন, পতি সহ হবে সম্মিলন।
নগেন্দ্র নৃপ দুহিতা, যখন হবেন পরিণিতা,
মিলাবেন বিধাতা তোমার প্রাণেশ তখন॥
দেখিবে অনঙ্গ অঙ্গে, ভাসিবে সুখ তরঙ্গে হে,
জুড়াইবে তাপিত অঙ্গে করি প্রেম আলিঙ্গন,
অক্ষয় সুখে ক'রবে কাল যাপন॥

রতি। (সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া) এ কি! এ কি! সখে, একি স্বপ্ন! না—প্রকৃত আকাশ বাণী! আহা! হতভাগিনীর কি সেরূপ কপাল!

বসন্ত। ঈশ্বর! দয়াময়! তুমিই ধন্য! সাধ্বি! শান্ত হও। বিধাতা প্রসন্ন হয়েছেন, তার আর সন্দেহ নাই। ধন্য! তোমার সতী-ধর্ম্মে ত্রিলোক ধন্য। আর চিন্তা নাই। দুরদৃষ্ট অল্পেই দূর হোলো; এক্ষণ পরিতাপ ত্যাগ কর। বিলাপ পরিতাপ ভাবী সুখের হানিকর। যাতে ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে, তদনু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি কর, ইষ্ট দেবদেবীর পূজা কর, অবিলম্বেই অভীষ্ট লাভ হবে, আমি তোমার সদনুষ্ঠানের সম্যক সহায়তা করবো। চল গৃহে গমন করি। তুমি বুদ্ধিমতী; অকিঞ্চিৎকর বিলাপে সময় নষ্ট কোরো না; চল।

স্মৃতি। সখে! এ কি সত্য? হা ঈশ্বর! হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে তোমার বাক্য যেন অসত্য না হয়। প্রিয়তম! তবে কি কর্‌বো? আমি অজ্ঞান, যে হয় বুঝে কর। কিন্তু এক ভিক্ষা, একই প্রার্থনা—পাছে অলীক বাক্যে তোমাকে যেন স্ত্রী-হত্যা দোষে দূষিত না হতে হয়। তবে চল, আমাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানোপযোগী আশ্রমে রেখে এস।

বসন্ত। সার যুক্তিই বটে। তবে চল

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

হিমালয়-রাজভবন।

সখিগণ সহ পার্ব্বতী পূজা খেলায় নিবিষ্ট।

(নারদের প্রবেশ।

গীত।

পরমেশ পরব্রহ্ম পরাৎপর,
বিনাশে সারাৎসার সকলি অসার রে।
রাজ্য ঐশ্বর্য্য যত বিষয় সম্ভোগ রে,
ক্ষণমাত্র নয় ক্ষণপ্রভা প্রায়রে।
মুকতি মুক্তি মোহ মহামায়া রে,
পঙ্কে ·ঙ্ক যাবে সব প্রবঞ্চনা ময় রে।

নারদ। (স্বগত) জগদীশ! তুমি প্রকৃতই দয়াময়, ভক্তাধীন, ভক্তবৎসল। আহা!—কি সৌভাগ্য! অন্তর্যামীর কি অনন্ত মহিমা! আমার আশার অঙ্কুরেই ফল! তুচ্ছ ফল নয়—চতুর্ব্বর্গের ফল। যে ফল প্রত্যাশায় একাত্ম-ভূত গুণত্রয়ে ত্রিমূর্ত্তিমান বিধি, বিষ্ণু, রুদ্র, কখন কন্দমূল ফলাশী নিবিড় বনবাসী, কখন শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী। কখন বা শুদ্ধ সাধ্যাতীত অনশনে কেবলমাত্র শ্বাসলব্ধ বায়ু উদরসাৎ করতঃ অক্ষুণ্ণ, অক্ষুব্ধভাবে সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা পরিব্রাজক। সেই অতুলনীয় অমূল্য ফলনিধি আমার অঙ্কুরেই ফলিত দেখছি! কেনই সৌভাগ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত না হবো? ও—আজ আমি বড় কৃত কৃতার্থ হোলাম! কি আশ্চর্য্য! আমি এমন কি তপস্যা কোরেছি! তপস্যার জানিই বা কি? যাদের নাম প্রসঙ্গে মাদৃশ জনের কোটিকল্প তপস্যার ফল লাভ, সেই সত্বঃগুণ সন্নিবিষ্ট পরমেষ্টি, রজোগুণ সমন্বিত বিষ্ণু, তমঃগুণাত্মক রুদ্র প্রভৃতি যে ফল লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভেবে ব্যতিব্যস্ত—সেই ফল, সেই রত্ন, সেই সমস্ত সৃষ্টির সারবস্তু, সেই প্রণয়কালের একমাত্র অবিনশ্বর পদার্থ, আমার পক্ষে আজ অযত্ন সুলভ হোলো! ধন্য আমি!—অথবা আমার কি ক্ষমতা?—সকলই মার দয়া, মায়ের অপার স্নেহের মহিমা, মায়ের অনন্ত বিস্তৃত সন্তান বৎসলতা। ইনি যে আমার সেই মা, ইনিই যে আমার সেই দয়াময়ী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী বিশ্বময়ী, ব্রহ্মময়ী প্রসূতী, ত্রিলোক মাতা ত্রিলোক দাক্ষায়ণী সতী মা,—তার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। আহা!—তাই ত!—ওই ত সেই আকর্ণ বিস্তৃত স্নেহামৃত-পূর্ণ নীলেন্দীবর চক্ষু; ওই ত সেই ভ্রমর-শিশুর পক্ষ পঙ্ক্তি সদৃশ ভ্রূযুগল; ওই ত সেই তিলক কুসুমাবয়ব নাসিকা; ওই ত সেই রক্তোৎপলদল সম আরক্ত ওষ্ঠাধর; ওই ত সেই ঈষৎ সিন্দুর পরি-মার্জ্জিত সুপক্ক রসালবৎ কপোল ভাগ; ওই ত সেই সপ্তমী সম্ভূত মাধ্যমিক চন্দ্র সদৃশ ললাট-তল! আশ্চর্য্য! তায় আবার ঊর্দ্ধনেত্রে মিলিত। যেন চন্দ্রহৃদয়ে নীলেন্দীবর প্রস্ফুটিত হ'য়েছে। ওই ত সেই নিবিড় নীলানন্ত ঘনকুন্তলরাশী; ওই ত সেই অংশ; ওই ত সেই বক্ষ; ওই ত ওই সুগোল গ্রীবা; ওই ত সেই সুবলিত বাহু; ওই ত সেই করপল্লব; ওই ত সেই ক্ষীণকটি-দেশ; ওই ত সেই কাঞ্চন কাঞ্চি পরিবেষ্টিত গুরু নিতম্ব! আহা! সর্ব্বাপেক্ষা—সর্ব্বাপেক্ষা যাহা লোভনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা যাহা আরাধ্য, যাহা মানসসরের রক্তপদ্ম, যাহা হরহৃদি-হ্রদস্থিত রক্তোৎপল, যাহা ভক্ত জনের ভক্তির আস্পদ, সেই পদযুগল ত এই। এই সেই ধ্বজবজ্রা-

ঙ্কুশ পরিচিহ্নিত চরণ সরসিজ! মাতঃ! চরণে প্রণাম করি। প্রণত দাসকে প্রসন্ন হউন।

জয়া। প্রিয় সখি! ও কে গা? ওকে চেন? ওযে তোমার প্রতি চেয়ে চেয়ে কত কথা, কত রকম সকমে, কত গাছপালা ফুল ফল আকাশের চাঁদ, গগনের তারা, বিমানের মেঘ নিয়ে কত না তোল্‌পাড় ক'র্‌লে? আবার নেচে নেচে কি গাচ্ছে। কান্ধে দুটা লাউ-একখানা কাট্, বিকট জটা, আবার গলায় পৈতেও রয়েছে। একটী দন্ত নেই—বিকট আকার; কিন্তু গলাটী ভারি মিষ্টি! মাথা মুণ্ডু কি গাচ্ছে,—ওই জানে! অথচ গলাটীর গুণে সব যেন মধু ঢাল্‌ছে। তা যাক্, বুড়ো যে কিছুতেই থাম্‌ছে না? তুমিতো মাটি পানে চেয়ে রয়েছ; ও যে তোমায় ঘুরে ঘুরে প্রণাম ক'র্‌ছে—আর কি বোক্‌ছে। তুমি নিষেধ কোচ্ছ না?—অকল্যাণ হবে যে! মানা কর।

বিজয়া। ওলো জয়ি! চুপ কর লো—চুপ্ কর্। পোড়ারমুখি, চুপ্ কর। ও যে পাগল—মেরে ফেল্‌বে! ও বাবা! কান্ধে যে কাটখানা রয়েছে, একবার ঝাড়্‌লে,—ঝড়্‌পেটা কোরে তুল্‌বে। চুপ কর্।

জয়া। তাইত! কি বিপদ! প্রিয়সখি! তুমি কিছুই বোল্‌ছনা—ভাল হোচ্চে না। বড়ই বিপদ। বামন ভয়ানক পাগল। ঐ দেখ আবার ঠিক্ দাঁড়ায়ে, দুটি কর বক্ষে রেখে, চোক্ বুজে যেন কত যোগীর মত ধ্যান কর্‌ছে! ওরে দুষ্ট! আবার মাঝে মাঝে যেন মিটি মিটি একটকু চেয়ে চেয়ে কি দেখ্‌ছে। উঃ! বিষম পাগল যে। সখি! তোমাকেই বিশেষ লক্ষ্য কোরেছে। সাবধান! যে হয় বুঝে কর।

উমা। (চুপে চুপে) সখি! ওর কান্ধে ঝুঁলি দেখা যাচ্ছে না—নয়? বুঝি ভিক্ষার জন্য এসেছে; মার কাছে যেতে বল।

জয়া। ঠাকুর। আপনি ভিক্ষার জন্যে এসেছেন; তবে মার কাছে যাউন! রাজমহিষী ভিক্ষা দিবেন।

নারদ। হ্যাঁগা? আমার ভিক্ষা এইখানেই বটে। তা—মা, রাজ্ঞী কোথায় আছেন?

জয়া। মা এই অন্তঃপুরে আছেন। আপনি একটুকু দাঁড়ান, আমরা যাচ্ছি। যেয়ে এখনই তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটুকু দাঁড়ান।

নারদ। আচ্ছা, বাছা। শীঘ্র যাও—বিলম্ব করো না।

জয়া। না,—না ঠাকুর। এখনই যেয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(সকলে ধরাধরি করিয়া দৌড়িয়া প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর।

(রাণী, জয়া, নারদ প্রভৃতি।)

রাণী। (ব্যস্তস্বরে) সাট্—সাট্,—ওকি—ওকি!—এ্যাঁ?—ওকি? উঃ! ঘেমে জল হয়েছ যে? কিগো! কোন ভয় পেয়েছ? সাট্—সাট্। দিনের বেলা, কি হয়েছে? সাট—সাট।

জয়া। মাগো! বড় বিপদে পোড়েছিলুম উঃ!—বড় ভাগ্য বেঁচে এলুম। বাবা মেরে ফেল্‌তো যে?

রাণী। কিরে বাছা! সে—কি? কথাটা কি?

জয়া। মাগো! একটুকু বেরিয়ে দেখুন—একটা দুরন্ত পাগল! ও বাবা—তার জটাগুলো পায়ের গোড়ায় ঠেকেছে; দাড়ি যেন শোণের নুড়া; একটি দাঁত নেই; কথা বোল্‌তে নাকের আগা ঠোটে ঠেকে ঠেকে;—অথচ মুখখানা যেন বাতাসে নড়ে। কান্ধে একখানা কাঠে দুটা লাউ বান্ধা;—গলায় পৈতেও আছে। নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে কত গাচ্ছিল—কত বক্‌ছিল। আমরা ভয়ে জড়সড়। শেষে অনেক বোলে কোয়ে অমনি ফস কোরে পালিয়ে

এলুম। আপনি যান। যেয়ে ওটাকে বিদায় করুন।

রাণী। (একটু ভাবিয়া) থাক বাছা, কোথাও যেও না, আমি দেখে আস্‌ছি! (বহির্ভাগে যাইয়া) সেকি! অপনি এখানে? আসুন—আসুন। আজ যে কত ভাগ্য—তার আর পরিসীমা নাই! আহা! এ সামান্য পুরে দেবর্ষির পদধূলি পোড়বে—স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই নিমিত্তই বুঝি সকাল হোতে আমার বাম চক্ষুটি বারংবার নাচছিল? মুনি-বর! প্রণাম করি; আশীর্ব্বাদের আজ্ঞা হোক্।

নারদ। ভাগ্যবতি! তোমাকে কারো আশীর্ব্বাদ করতে হবে না। তোমার আশী-র্ব্বাদই সকলের প্রার্থনীয়। তুমি ত্রিলোক ধন্যা।

রাণী। ভগবন্! আপনাদের বাক্য অমোঘ বটে। কিন্তু ভাগ্য-দোষে আমরা তার সম্পূর্ণ অধিকারী হোতে পাচ্ছি না। একটা সামান্য কন্যা নিয়ে সংসার বই ত নয়?

নারদ। ওগো! ঋষি-বাক্যের সম্যক অধিকারিণী হয়েছ বটে। কিন্তু একটিই আশ্চর্য্য!—সাক্ষাৎ জ্ঞানদা ক্রোড়ে পেয়েও জ্ঞানের মালিন্য দূর করতে পারনি? হরি—হরি। অথবা দীপাধার স্বীয় ক্রোড়দেশ দেখতে পায় না বটে। সে যা হোক, বলি—শোভনে! তোমার শুভাদৃষ্ট এক মুখে বর্ণনীয় নয়। মেয়েটিকে সামান্য মেয়ে মনে কোরো না। তুমি মহা-মহিমান্বিতা তোমার ভাগ্য, লক্ষ্মী, যশ, পুণ্য—অনন্ত।

গীত।

কি সৌভাগ্য ওগো রাণী,
জননী বলেছেন তোমায়, যিনি জগত জননী।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যফলে, উমাধন পেয়েছ কোলে,
মহামায়া মায়াছলে হয়েছেন তব নন্দিনী।
ধন্য তুমি ধন্য গিরি, ধন্য এই গিরিপুরী,
ধন্য জঠর তোমারি ধরেছ যে কন্যা ধনি।

রাণী। ভগবন্। আপনার বাক্য শিরো-ধার্য্য! এখন আশীর্ব্বাদ করুন মেয়েটি বেঁচে বর্ত্তে থাকে, আর যোগ্যবরে পরিণীতা হয়, তাহলেই, আমরা সার্থক-জন্মা মনে করতে পারি।

নারদ। ওগো! হাঁ, হাঁ, হাঁ; বলি তাইতো—হাঁ হাঁ হাঁ। আমি তজ্জন্যই এসেছি। তোমার মেয়ের একটী সম্বন্ধ নিয়েই এসেছি। এমন সম্বন্ধ আর কোথাও কেউ পাবে না! এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন জামাতা আর হবে না। যেমনি মেয়ে—তেমনি বর।

রাণী। ভগবন্! যে চারুবাক্য আপন-কার চারুমুখ হোতে বেরুলো, প্রজাপতির ইচ্ছায় কোন ক্রমেই তা অসত্য হবে না। আহা, তপোধন! কি অমীয় বচন শুনালেন! কি শুভ সংবাদ! আমার উমার বে হবে, উমার ফুল ফুটবে,—এত দিন স্বপ্নেও দেখিনি। ঠাকুরগো! কি বলবো। মেয়ে বিবাহ-যোগ্যা হয়েছে। এমন কি,—বোল্‌তে লজ্জা হয়—আমার উমার বয়সী পাড়ার কত মেয়ের বে হ'য়ে দ্বিতীয় সংস্কারও হয়ে গেল; কিন্তু অভাগীর মেয়ের এত কাল একটী সম্বন্ধের কথাও উপস্থিত হয়নি। ব'লবকি? ঘরে আইবুড় সমত্ত মেয়ে—লোকেই না কি বোলছে। ঠাকুর! দিন রাত ভেবে ভেবে খাক হয়ে যাচ্ছি। আজ সেই উমার শুভ সম্বন্ধ! আনন্দ কোথা ধরবে? বাক্যেই আমোদে উন্মত্তা হোচ্ছি।

নারদ। হাঁ—উন্মত্ত হওয়ারই কথা বটে। সে যা হোক্; বাহুল্য কথায় প্রয়োজন নাই। "শুভস্য শীঘ্রং" এক্ষণে কি হবে? পণাপণ—শুভলগ্ন কবে স্থির করবে? গায় হলুদ কবে দিবে;—তাই স্থির করা আবশ্যক।

রাণী। তা—বটে! কিন্তু এ কথার উত্তর আমি কি করবো? কর্ত্তাটীর নিকট উত্থাপন করুন।

নারদ। বিবাহ কার্য্য পুরন্ধ্রীর কথায়ই স্থির হয়। সে যা হোক, তুমি মন্দ বলোনি? তবে মহারাজ কোথা আছেন?

রাণী। মহারাজ মন্ত্রভবনে আছেন,—গমন করুন।

নারদ। হাঁ—তবে চল্লেম। কিন্তু তোমায় বলে যাচ্ছি—(চুপে চুপে) হ্যাঁগা! এ বিষয় কারো কাছে ব্যাক্ত কোরোনা। কে জানে বাবা! কার শত্রু—কে? কে কোথেকে সম্বন্ধ চটিয়ে দেয়—বিশ্বাস কি? এমন সম্বন্ধ পেতে কে প্রাণপণ না ক'র্‌বে? তাই বলি সাবধান!

রাণী। আমার কথাই আপনি বোলেছেন। আপনাকেও সাবধান কচ্ছি! তবে যান; আবার শীঘ্র শীঘ্র ফির্‌বেন তো?

নারদ। ফির্‌বো বই কি! দুর্গা—দুর্গা; তবে চল্লাম।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

—০—

মন্ত্রভবন।

(রাজা ও মন্ত্রী উপবিষ্ট।)

রাজা। মন্ত্রিন্! দেখ দেখি, কে আস্‌ছেন? আকার ভঙ্গিতে দেবর্ষি নারদ বোলে বোধ হচ্ছে না? তাইতো ঠিক্! ঐ যে বীণা-তন্ত্রী স্কন্ধে! মন্ত্রিন্! ত্বরায় অর্ঘ্য সামগ্রী সংগ্রহ কর।

(নারদের প্রবেশ।)

(গাত্রোত্থানপূর্ব্বক।) আসুন আসুন! প্রভো! চরণে অভিবাদন করি। এই পবিত্রাসন গ্রহণ কোরে এ পুরী পবিত্র করুন। আশ্চর্য্য! আপনকার এই অসম্ভাবিত দর্শন—আমার পক্ষে মেঘবিহীন বৃষ্টির ন্যায়, কুসুমহীন ফলের ন্যায় বোধ হচ্ছে। আপনার অনুগ্রহে আমি মূঢ় হয়েও আজ পরম জ্ঞানীর ন্যায় সকল বুঝতে পাচ্ছি। আজ আমি সর্ব্বাংশেই কুশলী। এক্ষণে নিবেদন,—কেবল ভৃত্যকে পবিত্র কোর্‌বেন মানসেই কি পদার্পণ হোলো। —অথবা তা ছাড়া আর কি হইতে পারে। আপনার কর্ত্তব্য কোন কার্য্যই অসম্পাদ্য নয়। সকলই আপনাতেই সুলভ। কিন্তু যদিও আপনারা সকল বিষয়ে বীতস্পৃহ হয়েছেন, আজ আমাকে কোন একটী কার্য্যে নিয়োজিত কর্ত্তে হবে। কারণ, ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা লাভেই প্রসন্ন হয়। আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার জীবনস্বরূপা কন্যা সকলেই আমরা বিদ্যামান্। আপনার যাতে প্রয়োজন থাকে বলুন; এখনই সম্পাদন ক'রছি। বাহ্য বস্তুর কথা আর কি বলবো?

নারদ। বটে—বটে, তোমাতে সকলই সম্ভবপর। তোমার শিখরের, ও মনের উন্নতি অসাধারণ। তোমার কুক্ষি চরাচর জগতের প্রাণী সমূহের আধার। তোমার অসীম সাহায্য ব্যতিরেকে অনন্তদেব মৃণালবৎ কোমল ফণা দ্বারা কখনই এই অনন্ত পৃথ্বিকে ধারণ কর্ত্তে সক্ষম হোতেন না। ভাগীরথী বিষ্ণু পদোদ্ভবা বোলে যেমন শ্লাঘ্য, তোমা হোতে উদ্ভব বোলেও প্রসংসনীয়া। মহাত্মা বিষ্ণু যেমন তির্য্যক, উর্দ্ধ এবং অধঃ প্রভৃতি সর্ব্বদেশ-ব্যাপী; সেইরূপ তুমিও স্বভাবত সর্ব্বদিগন্ত ব্যাপী। তোমার মহিমা, কীর্ত্তি, এবং সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রভৃতিও সর্ব্বদেশব্যাপিনী। তুমি এক্ষণে সর্ব্বময়—সকলের পূজ্য। যেহেতু, শ্রবণ কর। আর আমার আগমনের হেতুও শ্রবণ কর।

গীত।

ধন্য ধন্য গিরি, তোমার কি কব সৌভাগ্যের কথা,
জন্ম মৃত্যু যার ইচ্ছায় সেই,
ইচ্ছাময়ীর জন্ম হেথা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, কটাক্ষে স্থিতি সংহার,
জনক তুমি হোলে তাঁর, যিনি ত্রিজগতের মাতা।
যেমনি কন্যা তেমনি বরে, বিধি ব্যবস্থানুসারে,
শুভ সম্প্রদান কোরে, কর জন্মের সার্থকতা
থাকিলে বিধি নির্ব্বন্ধ, বড়ই এনেছি সম্বন্ধ,
কৈলাস নাথ ভবানন্দ, হইবেন তব জামাতা।

রাজা। প্রভো! ভবাদৃশ মহাত্মার বাক্য

অলঙ্ঘ্য! তথাপি-এই অসীম সৌভাগ্যের অধিকারীত্ব মদ্বিধ ক্ষুদ্র জনের পক্ষে অতি দুর্লভ বটে! সুতরাং নিশ্চিন্ত হোতে পাচ্ছি না! পুনর্ব্বার আজ্ঞা করুন! সাধারণ শুভ সংবাদও বারংবার শ্রবণে শ্রুতি একান্ত উৎসুক হয়;—তাতে এ শুভ সংবাদে আমার চঞ্চল হৃদয়ের ঔৎসুক্য কিরূপ বলবৎ,—দেবর্ষির অবিদিত নহে! তাই বলি,—আবার আজ্ঞা করুন, আমি শ্রুতির সার্থকতা, জন্মের সার্থকতা, কুলের সার্থকতা লাভ করি। আজ্ঞা করুন।

নারদ। অসীম ভাগ্যধর ভূধর! তবে শ্রবণ কর। যিনি অণিমাদি গুণালঙ্কৃত এবং অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত পুরুষান্তর অবধি 'ঈশ্বর' শব্দ ধারণ কোরেছেন, যিনি পৃথিব্যাদি শ্রেষ্ঠ জগতের কর্ম্মদ্রষ্টা বরদাতা,—সেই শম্ভু অস্মন্নিবেশিত বাক্যদ্বারা তোমার কন্যাকে স্বয়ং প্রার্থনা করেছেন। বাক্যের সহিত অর্থের ন্যায় কন্যার সহিত তাঁকে সংঘটন করতে সক্ষম হয়েছ। কারণ, কন্যা সৎপাত্রে প্রদত্ত হোলে পিতার সুখের আর সীমা থাকে না। তুমিই ধন্য! এই সমস্ত চরাচরস্থ প্রাণিগণ তোমার কন্যাকে মাতা বলুক। যেহেতু মহাদেব জগতের পিতা; উমা—বধূ; আপনি দাতা, আমরা যাচক, শম্ভু বর। আহা! কি অপূর্ব্ব কথা! যিনি স্বয়ং নিরুপাসক, যিনি সকলের উপাস্য, যিনি জগতের বন্দনীয়,—সেই চরাচর বিশ্বগুরু তোমার জামাতা হবেন! তুমি বিশ্ব-গুরুরও গুরু। উঃ—কস্মিন্‌কালে কে এমন সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কোরেছে? হে সুরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ শৈলেন্দ্র! এই-ক্ষণে কেবলমাত্র তোমারই অনুমতির সাপেক্ষ। তুমি নিরপেক্ষ অনুমতি কর। আমি পূর্ব্বাহ্ণেই সমস্ত ঠিক ক'রে রেখেছি। গৃহস্থেরা কন্যা প্রয়োজনে প্রায়ই গৃহিনীর মতের অপেক্ষা কোরে থাকে বটে; তা আমি—হা, হা, হা—বলি, তা আমি—অগ্রেই রাণীর মত নিয়ে এসেছি!

রাজা। মহাশয় বিচক্ষণ,—অন্তর্যামী বল্লেও হয়! তবে আর অপেক্ষা কি? আমার কাজ তো আপনিই কোরেছেন; এক্ষণে যে কর্ত্তব্য হয় করুন। আমি আপনার আজ্ঞাবহ মাত্র।

নারদ। তবে বিবাহের দিন ধার্য্য করা আবশ্যক। শুভলগ্ন—শুভক্ষণ চাই।

রাজা। সকল শুভাশুভের কর্ত্তা শিব স্বয়ং বর! আবার দিন ক্ষণ কি? উপস্থিত মাত্রেই শুভক্ষণ।

নারদ। তা বটে; তথাপি সামাজিক নিয়মের বহির্ভূত কাজ কেন করবো? আমি মনে মনে স্থির কোরে রেখেছি চতুর্থ দিবসে বর সহ তোমার আলয়ে উপস্থিত হবো। সেদিন অতি প্রশস্ত বিবাহের দিন বটে।

রাজা। যে আজ্ঞে। আমি তবে অদ্য হোতেই উদ্যোগী থাকলেম। আপনি কি এখনই স্থানান্তরে যেতে ইচ্ছা কচ্ছেন?

নারদ। তা—বই কি? ওদিকে অনেক কাজ রয়েছে কিনা?

রাজা। একবার রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে গেলে ভাল হয় না?

নারদ। আচ্ছা—তাই হোক্। আর ভালই মনে কোরেছ; সামাজিক প্রথানুসারে পাত্রিটিকে একবার দেখে যাওয়াও উচিত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর।

(রাজা, রাণী ও নারদ প্রভৃতি।)

রাজা। প্রভো! আপনি এইস্থলে ক্ষণ-কাল বিশ্রাম করুন; আমি মহিষীকে এস্থানেই নিয়ে আস্‌ছি।

নারদ। তা—যাও! শীঘ্র এসো!

রাণী। (রাজদর্শনে)। আসুন! সেকি নাথ? বড় ব্যস্ত—বড় প্রফুল্ল দেখ্‌ছি? না

জানি, দাসীকে কি শুভ সংবাদ দিতে এসেছেন।

রাজা। মহিষি! তাইই বটে! দেবতারা আমায় সম্যক প্রসন্ন হয়েছেন! আমাদের কুলসর্ব্বস্ব, জীবনসর্ব্বস্ব, হৃদয়ের নিধি উমার শুভকার্য্য উপস্থিত; সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগুণান্বিত হর আমাদের জামাতা হবেন। এ আনন্দ, এ মহোৎসব, এ সৌভাগ্য কোথা ধোর্‌বে? আমরা বিশ্বগুরু সমীপে গুরুজন হবো। শ্রেষ্ঠত্বের এই চরম সীমা।

রাণী। মহারাজ! তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু নাথ! আমার বড় আশঙ্কা হোচ্ছে। আ॰॰॰ সেরূপ অদৃষ্ট নয়,—ঘটকও নারদ ঠাকু॰!

রাজা। কোন চিন্তা নাই। সে ভার আ॰ তেই থাকুলো। তুমি চল, দেবর্ষি ওই গৃহে উ॰, বষ্ট।

নারদ। এই যে রাজ্ঞীসহ রাজা! হা হা—কি সৌভাগ্য! কেমন—হ'লোত?

রাজা। প্রভুর আজ্ঞায় আবার দ্বিরুক্তি?

নারদ। তবে পাত্রিটী একবার দেখ্‌বো।

রাণী। একটুকু অপেক্ষা করুন; আমি আনাচ্ছি। আজ যে পাড়ার সকল মেয়ের শ্যামা, বামা, উমা, ধূমা, সরলা, বিমলা,—সব জুটেছে! তারা উপবন বিহার কচ্ছে। আমি যাই।

নারদ। রাজ্ঞি! তা—নয়। আমিই যাচ্ছি। তোমার মেয়েকে বিনা অবগুণ্ঠনেই দেখবো—এই ইচ্ছা।

রাণী। যে আজ্ঞে; তবে যান।

নারদ। হাঁ—আমি চল্লেম।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০—

উপবন।

(পার্ব্বতী, বিমলা, সরলা, নারদ ও সখীগণ প্রভৃতি।)

বিমলা। সরলা! দেখ দেখি, এ—কে আসছে? ও বাবা! আমাদের চুলের চেয়ে যে এর দাড়ি বড়! তালের জটার মত মাথার জটাগুলি পায়ের গোড়া পর্য্যন্ত ঝুল্‌ছে! কান্ধে আবার ওটা কি গা? সে—কি, বাবা! ও যে আমাদের দিকে আসছে।

সরলা। ওলো চুপ—ও যে বামুন ঠাকুর। যিনি আমাদের সখীর সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন। সখী কোথা গেল গা?

বিমলা। সখী মালতী কুঞ্জে আছে। বোধ হয়, সে একটুকু সাড়া পেয়েই অমনি ধারা লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরছে।

সরলা। তা—ভালই হয়েছে। তুমি শীঘ্র আসনখানি বিছায়ে রাখো। এই এসেছেন।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। কি গো—বাছা সকল! তোমাদের রাজকন্যা কোথা?

সখীগণ। (নমস্কার পুর্ব্বক) আসুন,—এই আসন গ্রহণ করুন। আমাদের সখী কার্য্যবশতঃ একটুকু তফাতে আছেন, এখনই আসবেন।

নারদ। তাঁকে ত্বরায় এস্থানে আনয়ন কর।

সখীগন। কেন? আপনার কোন প্রয়োজন আছে?

নারদ। বিশেষ প্রয়োজন। আমি তাঁর বিবাহের ঘটক,—একবার দেখে যাবো।

সখীগন। বটে! তবে বসুন। আমাদের প্রিয় সখার বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা জিজ্ঞাসা আছে।

নারদ। তা হলে আমারও অনেক

জিজ্ঞাস্য আছে। অমনি অমনি হবে না। ভাল, রাজকন্যা তোমাদের কে হন?

সখীগণ। আমাদের সম্পর্কে ভগিনী,—ব্যবহারে সখী। আপনি বর পাত্রটীর কে হন?

নারদ। (স্বগত) মুখশ্রীতেই বেশ বুঝা যাচ্ছে—এরা কম লোক নয়। যে বাঁধা গদ তুলেছে!—অল্পে ছাড়বে না। নির্ব্বংশের ব্যাটার সম্বন্ধ কর্ত্তে এসে কত মিথ্যাই যে বোক্‌তে হয়—ঠিক নেই। খাঁটি বোল্‌তে গেলে তো এখনই লাঠি ঝাটি খেয়ে স্বটকালির পুরস্কারটা পেয়ে যেতে হবে। দাড়ি কগাছা থাক্‌লে ভাল। হরি বোল হরি! এখন কি করি! এ পোড়ারমুখি ছুড়িরা নাকি মার ভগিনী সম্পর্কীয়া। তবে তো মাসী হোলো। ঠাট্টা তামাসার পাত্রী হ'লে না হয় দু'কথা এদিক্ ওদিকই বা হোতো। বয়ে যেতো! আমার ত ও বদ্‌নামটা পোড়েই আছে—'নারুদে ব্যাটা মিথ্যা বই বলে না'! কিন্তু সে যে সকল স্থানে নয়—তা কোনও ডেক্‌রা শালা একবারও মনে করে না। তা যাক্, এখন কি করি? (চিন্তা করিয়া) হা, হা, হা,—তাইত? এরা আবার কি কোরে মার বোন হোলো? অসম্ভব! জগন্মাতার বোন? সব—মিথ্যা; সব—মিথ্যা। বুঝেছি, ছুড়িরা আপন গৌরব বাড়াবার জন্যই ঐরূপ বোলেছে। ফলে, ওরা মার দাসী। তা বই কি? দাসীর সঙ্গে ?আচ্ছা ওদের সঙ্গে যাইচ্ছে হোক না? তা পেয়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) কিগো? আমি পাত্রটীর কে হই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে নয়?

সখিগণ। আজ্ঞে—হাঁ।

নারদ। ওগো আমি কম লোক নই গো? পাত্রটির বাপের বাবা হই। এখন বুঝে নাও।

সরলা। তবে তো আপনি আমাদের ঠাকুরদাদা হন। বেশ হয়েছে; দু'কথা এদিক্ ওদিক্ হোলেও তামাসা ভাবে কাটিবে।

নারদ। দু'কথা কেন?—দু'হাজার্ বাটো না? কিন্তু,—ঠাকুরদাদা হলেম? (নিশ্বাস) হরি—হরি—হরি—!

সরলা। সে—কি ঠাকুর? অত বড় নিশ্বাস কেন?

নারদ। তাইত—বাবা! (নিশ্বাস সহ উচ্চৈঃস্বরে) "আরো জানেন ধর্ম্ম যিনি, পর বেদনা পর কি জানে?"

সরলা। ও—কিগো? ও আবার কি গাচ্ছেন? আর এ মোড় সে মোড়ই বা কেন?

নারদ। তোমার নামটী সরলা—নয়? আচ্ছা, সরল ছবিটি! তোমাকে বুক চিরে পেটের কথা তুলে—বেশ বোল্‌তে পারি। বলি—ঠাকুরদাদা হোলেম; কিন্তু বোল্‌তে কি?—তোমাদের ফুলসজ্জা দেখে, আমি কিছু বেশী আশা কচ্ছিলাম! (নিশ্বাস) হোঃ আরকি মাথা মুণ্ডু বোল্‌বো? যাক্,—সে এক পালের নাজ নয়। বলি—ঠাকুরদাদাভাবে দু'একছড়া পেতে—বোধ হয়, বাধা হবে না।

সরলা। না—ঠাকুরদাদা; তা—কেন হবে? এই যে—আমার পাছে যিনি,—ইনিই আপনাকে মাল্য দান কর্‌বেন,—এজন্যই উনি লজ্জায় আমার পেছনে লুকিয়ে বসেছেন। উঃ!—পোড়ারমুখি! তুই আমার পাছে থেকে খাস্ কেন? দোহাই ঠাকুরদাদার! উঃ!—খেয়ে ফেল্লে যে!

বিমলা। পোড়ারমুখি! তুই কি ডাক্‌-সেটে বেহায়া হোলি? ঠাকুরদাদা তামাসার জন হোলেও গুরুজন; তার সঙ্গে অতটা চলে? ছি—ছি!

নারদ। কেন গা? খুব চালাবে! ঠাকুর-দাদা নয়—যেন গড়ের মাঠ! মনের দৌড়, খুব পোষাবে।

সরলা। (উচ্চ হাসি হাসিয়া) কেমন গো? উপযুক্ত নয়?

বিমলা। নারে ভাই, ঠাকুরদাদার সঙ্গে আমার মনে অত এসে না।

নারদ। তোমাদের কি হোলে মনের দ্বার খোলে।

বিমলা। তা আমরা বুঝি না।

নারদ। আচ্ছা ভাই! আমি একটা কোরে দিচ্ছি। রোসো (চিন্তা করিয়া) হা, হা, হা, হা; বলি বুদ্ধির অগম্য কিছু আছে? বেশ হয়েছে—খাসা!—হা, হা, হা।

সরলা। সেই যে স্বর্গ পাচ্ছেন দেখছি। বলুন—না, আমরাও বরং সঙ্গে যেতুম?

নারদ। বলি,—আমি তোমাদের শ্যালা-সম্বন্ধী হোলে হয় না? তা হোলে তো আর কিছু ঠেকে বাধে না! কেমন? হোলো তো? হা, হা, হা।

(সকলের উচ্চ হাসি।)

নারদ। ওগো! বড় অধিকক্ষণ চোল্‌ছে। এখন তামাসাটা একটুকু বিশ্রাম করুক। এখন আসল কথায় হাত দেওয়া যাক্। তোমরা বল দেখি—তোমাদের সখী দেখতে শুন্‌তে কেমন? কইতে—বোল্‌তে কেমন? পরস্পর শুন্‌তে পাই—তা নাকি বড় ভাল নয়? তা হোলে তো বড় বিপদ! চাঁদের গায় কলঙ্ক হবে!

সকলে। সে—কি! কোন্ হতভাগা বলে গা? কোন্ আঁট্‌কুড়ে চোখ খেয়ে বোসেছে? আহা! আমাদের সখীর অমন রূপ লাবণ্য, অমন মিষ্টি কথা; অমন রসিকতা! কি কব ঠাকুরদাদা! আপনি যে অত বুড়া; ভোজনশীল ব্যক্তির পাতে মাচভাজা, কি সর-ভাজা দেখলে, তফাতে থেকে চলৎশক্তি বিহীন বুড়া বেড়ালের যেমন ফেল ফেল দৃষ্টি, মুখে অনর্গল নাল পড়ে, আমাদের সখীকে দেখলে বোধ হয়, আপনাকে সেই দশা পেতে হয়!

নারদ। (স্বগত) মাগো? পাগল ছেলেকে ক্ষমা কোরো। (প্রকাশ্যে) তা যেমন হোক্, তোমরা তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর তে?

সকল। তা বলছি, শ্রবণ করুন।

গীত।

মোদের উমার সমা নাই উপমা,
বোলব কি তোমায়।
নির্জ্জনে গড়িল বিধি হেন নিধি তায়!
কি কব সে রূপছাঁদ, কোটী চাঁদ কটিচাঁদ,
(উমা) এম্‌নি সোনার চাঁদ সদা সমদীপ্তময়।
(উমার) এম্‌নি হেমকান্তি অঙ্গ,
দেখিলে শান্তি ভঙ্গ,
বিলাস তরঙ্গরসে ঋষির মন রসায়।

নারদ। আশ্চর্য্য রূপের কথা যে? তবে সে হতভাগারা কি বোল্লে! ভাল,—আমিও তো মন্দ নই! 'হাতে পাঁজি কুজবার'! দেখলেই তো গোল কেটে যায়। দেখ, বাছা সকল! আর বাহুল্য কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। চল, একবার প্রত্যক্ষ করা যাক্।

সরলা। বসুন্। আমরা শুন্‌বো না? বিবাহ কার্য্য দু'চার কথায় হয় না—লক্ষ কথা পূর্ণ চাই।

নারদ। কি আপদ! ভাল লক্ষ কথার প্রতি তোমাদের অত লক্ষ্য কেন? একটুকু থামো না? আমি একবার ফিরে আস্‌ছি! তারপর লক্ষ কেন—হাজার লাখ শর্ম্মার কাছে বুঝে নিও। বাকি বকেয়া নয়,—নগদ দস্তবদস্ত বুঝে নিও। কি করি? সময় নেই; নচেৎ নারদ শর্ম্মা বাক্যে কাতর? উঃ! এ অপবাদ কি সহ্য হয়? সুন্দরিগণ! যা বল্লেম কালে সব হবে। এক্ষণে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর। আর সময় নেই—ঢের কাজ!

সরলা। ঠাকুর! আপনার ভাগ্য ভাল! ওই দেখুন, ধূমাবতী যে ঘোমটাপরা মেয়েটীকে লয়ে আস্‌ছে; ইনিই আমাদের প্রিয়সখী পার্ব্বতী!

নারদ। আমার ভাগ্য বড় মন্দ। তোমরা কি জানবে?—সকলই মা জগদম্বা জানেন।

সরলা প্রভৃতি। প্রিয়সখি! ঠাকুরকে প্রণাম কর।

(পার্ব্বতীর প্রণাম করণ।)

নারদ। (স্বগত) মাগো! কাকে প্রণাম কচ্ছো? সন্তানকে খেয়োনা! আমি তোমার সেই পাগল ছেলে নারদ। আমি তোমার নমস্কার যোগ্য নই! অথবা তুমি অন্তর্যামিনী,

বর উদ্দেশেই নমস্কার কোরেছ! (প্রকাশ্যে) ও গো! তোমরা মেয়েটির ঘোমটা তুলে দেখাও দেখি?

সরলা। (ঘোমটা তুলে) ঠাকুর, এই দেখুন। আমাদের কথা সত্য কি না?

নারদ। প্রায়ই সত্য! কিন্তু বোধ হয় দাঁতগুলি একটুকু উঁচু হবে।

(সকলের উচ্চহাসি।)

নারদ। তবে আমি বিদায় হই—

সরলা। সে কি—ঠাকুর! 'আপন কাজটী দড়; পরের বেলা মরো'? তা হবে না, বরের কথা বেশ কোরে বোল্‌তে হবে। বলি বরের নামটি কি—বলুন তো?

নারদ। (স্বগত—মুখ বিকৃত করিয়া) ভাল লক্ষণ নয়! না জানি কপালে কি আছে! ঈশ্বর তুমি জান! (প্রকাশ্যে) কি বল্লে,—পাত্রটীর নাম? পাত্রটির নাম আশুতোষ। শুন্‌লে! তবে এখন বিদায় হোতে পারি?

সরলা। আর একটুকু বসুন। পাত্রটির বয়স—

নারদ। একটুকু থামো হে? দুর্গা, দুর্গা —

সরলা। ওকি—ঠাকুর?

নারদ। গোসাঞিের নাম বাকি ছিল। একটুকু থামো। (স্বগত) খেয়েছে! বয়েসের কথা? কোথা পালাবো, এ যে রাক্ষসীর দল! টপ কোরে গিলে ফেল্‌বে। বাবা! বয়সের কথা: তার পর বংশ,—তার পর ঐশ্বর্য্যের কথাটাও উঠবে। মারা গেলাম! সব মাটি কোরে দিলে! হায়! হাড় ক'খানা থাকলে হয়। বাবা। রক্ষা কর। আর যেন ও কথাটা না তুলে।

সরলা। কি গোসাঞিের নাম যে ফুরুচ্ছে না? আগে চল?

নারদ। বুঝেছি আমাকেই শেষ পেতে হোলো! তবে খাসাস্ত চিকিৎসা, একবার দেখ্‌তে হয়। (প্রকাশ্যে,) ওবাবা—ও বাবা—মলাম—উঃ!

সরলা। ও কি গো? আপনি অমনিধারা কচ্ছেন কেন?

নারদ। ধ'রল রে—মারল রে; বাবা গো? মা গো; রক্ষা কর। এরা আমায় মেরে ফেল্‌লে।

(বেগে পলায়ন।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজভবন—বিবাহ-প্রাঙ্গন।

(রাজা, রাণী, পুরোহিত-ঠাকরুণ প্রভৃতি।

রাণী। (ব্যস্তস্বরে) বাছা সকল! তোমরা এখনও বোসে আছ? সে কি মা! একবার বেলার পানে চাচ্ছো না? কত কাজ পোড়ে রয়েছে,—তোমরাই তো সব করবে! আমার ত মরতেও অবকাশ নেই! যে দিক্ না যাবো,—সেই দিকই নাই। আর শুন্‌লেম বর এখনই আস্‌ছে। তা হোলে তো তোমাদের কাকেও পাব না। তাই বলি মা-সকল! সকাল সকাল কাজটুকু সেরে এসো। (অন্য দিক্ চাহিয়া) ও—কে? পুরুত ঠাক্‌রুন্? বেশ্ হয়েছে! আসুন-আসুন। আপনি না হোলে দেখ্‌ছি কোন কাজই সিদ্ধ হয় না। আপনি যান;—মেয়েদের নিয়ে জল সয়ে আসুন। শিগ্‌গির শিগ্‌গির আসুন! আপনি নৈলে কিছুই হবে না।

পুরুত-ঠাকরুণ। ওগো, তাইতো! বলি—একেলে মেয়েগুলো গতর নিয়েই দিন গত করুছে—আর কি করবে? ও বাবা! বলে,—

আয়না চিরুণী রসাঞ্জন,
গোলাপী মিশি আশীর ওজন!
তাম্‌লির মেয়ে চামেলি তেল,
নিয়ে বসেন খুলিয়ে দেল।
গয়নার কৌটা সারি সারি,
নটপেড়ে সাটি পাটের সাড়ি।

আতর মাখা মুখ মুছনা,
কুস্‌মি রঙ্গের পশ্‌মি ওড়না।
চব্য চুষ্য লেহ্য ভোজন,
বাবা মোলে তিল কাঞ্চন!

বলি—তাইতো! এতবেলা, এ কাজটুকু সারা হয়নি? হা হা হা। ওলো, চল না লো চল,—কোমর দুলে চল! বলে,—

পথের নাগর, দেখে ডাগর—হবেলো চঞ্চল।
মুখের ছটা ঢাকা দিয়ে রাখরে অঞ্চল॥

গীত।

ওলো চল, চল, চল, বাছা সকল,
বারি আনিতে, চল,
বেরোলো সব কুলবালা বরণ ডালা নিয়ে মাথে।
এয়োগণ হাস্য মুখে,
শাঁক বাজিয়ে মনের সুখে,
সাজিয়ে মঙ্গল কলসী করলো কাঁখে।
দেওলো সবে হুলুধ্বনি—
(মোদের) উমাশশীর উৎসবেতে!

মেয়েরা। ওগো! ঠান্‌দিদি! কেবল আমরা চল্লেইতো নয়! যাদের না হোলে ছুটি কথা হবে, মেয়ে মহলে তোলপাড় হবে,—তাদের ডেকে লন? আমরা ডেকে ডেকে ঢাকের বায়া হয়ে বোসেছি। তুমি একবার ডাক্‌ হাঁকো। তোমার ডাক-সেটে গলাখানা একবার ঝাড়ো, গুমরে খুকিদের ঘুম ভাঙ্‌বে।

যাদের গলায় ঢাক্‌ ঢোল বাজে,
তাদের ডাকই কাজে এসে।

পুরুত ঠাকরুণ। বটে বটে;
বিয়ে বাড়ী আয়োজন পেয়েছে ভারি,
খেয়ে খেয়ে পেট ভারি,—
তাইলো অত ভাঁড়া ভাঁড়ি।

ঠিক্‌ বুঝেছি! যাক্‌ আমি এখনই সব ডেকে নিচ্ছি!

গীত।

ওলো, জল-সয়িতে যাবি আয়লো ত্বরায় আয়,
এমন সাধের বেলা কেন বয়ে যায়।
রাজকুমারীর বিয়ে হবে,
এমন দিন আর কি হবে,
প্রাণ যা চায় তাই করিবে কে মোদের ঠেকায়।
আজ নূতন রসের টপ্পা গেয়ে,
বেড়াব পাড়ায় পাড়ায়॥
কোথা লো মনোমোহিনী,
কোথা লো সৌদামিনী,
কোথা লো কুলমণি বোন রহিলে কোথায়,
কোথা চন্দ্রকলা বরণডালা,
ত্বরায় নিয়ে আয় মাথায়।

(বর সহিত বরযাত্রিগণের গিরিপুরে প্রবেশ।)

গিরিরাজ। (করপুটে) আসুন আসুন। আহা! দৃষ্টির অগোচর, শ্রুতির অগোচর, মনের অগোচর, স্বপ্নের অগোচর, আমার এমন অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়! আমি আজ সর্ব্বাংশে কুশলী, সর্ব্বাংশে ধন্যবাদার্হ; যিনি অচিন্ত্য, অনির্ব্বাচ্য, ত্রিগুণাত্মক, নিরাময়—সর্ব্বান্তর্যামী, কামীর কামনায় দয়ার্দ্র; গুণ ত্রয়ের বিভাগ কোরে ব্রহ্মা, হরি, হর ত্রিমূর্ত্তি, সাকার মূর্ত্তিতে মমালয়ে অধিষ্ঠান কোরেছেন। অদ্য মমালয় স্বর্গাদপি গরীয়সী! কি আশ্চর্য্য! ভগবান্‌ চক্রপাণি, পিণাকপাণি, কমণ্ডলপাণি, আমার দ্বারে দণ্ডায়মান্‌! আমি নিশ্চয়ই ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ ও ভাগ্যবান। আমার স্থূল কলেবর সৌভাগ্য গর্ব্বে স্ফীত হয়ে আরও শতগুণে স্থূল হোলো। ভগবন্‌! এক্ষণে বিশ্রাম ভবনে পদার্পণ কোরে শ্রান্তি দূর করুন।

বিষ্ণু। পর্ব্বতরাজ! অদ্য আপনি আমাদের গুরুস্থানীয়। অত্যাদর এ পক্ষের লজ্জাস্কর বটে। আর প্রয়োজন নাই, লগ্নকাল প্রায় আগত। চলুন, বিবাহমণ্ডপেই একেবারে উপবেশন করা যাক্‌।

রাজা। যে আজ্ঞে, প্রভো! তবে অগ্রসর হউন।

(সকলের সভায় গমন ও উপবেশন।)

রাণী। পুরুত-ঠাকুরুণ! মাগো; আপনি যান্, শীঘ্র যান্। ওই দেখুন, সভা শোভন হয়েছে, বর বরাসনে উপবিষ্ট। উমার সজ্জা হোলো কি? তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দেন।

পুরুত-ঠাকুরুণ। হাঁ, মা! আমি যাচ্ছি! (উমার সম্মুখে যাইয়া) আহা! এই সোণার চাঁদ আমার আলো কোরে বসেছে—সোণার প্রতিমা সেজেছে! (দুহাতে লোক তাড়ায়ে) ওগো বাছারা! একটুকু সর তো? আমি একবার চোখপুরে, মন ভোরে দেখি। আহা! এমন মোহিনীমূর্ত্তি আর ভবে আছে? ওগো মেয়েরা, আর গোল কোরো না। বিয়ের সময় উপস্থিত। সকলে মঙ্গলাচার, মঙ্গল ধ্বনি কর।

গীত।

কর মঙ্গলাচার সর্ব্বমঙ্গলার
বিয়ের সময় হোলো দেখো না।
কোথালো উমার মা—
দেখ্‌সে মা তোর প্রাণের উমা,
কেমন সাজনা সেজেছে যেন চাঁদের কণা॥
কোথালো সুরধুনী, দেলো তোরা উলুধ্বনি,
ঐ দেখ বাজিল বাজ্‌না ওলো শাঁক্ বাজানা।

(সভামণ্ডপে উমাকে আনয়ন।)

বিষ্ণু। নারদ! এখানকার আমাদের কর্ত্তব্য তো শেষ হোলো। এক্ষণে স্ত্রী-আচার হোলেই তো বরবধূ-বাসর-গৃহে নীত হোতে পারে। তুমি যাও; মেয়েদের বল,—তাদের কর্ত্তব্য শেষ কোরে কন্যা জামাতা গৃহে নিয়ে যাক্।

নারদ। যে আজ্ঞে—যাচ্ছি। (গমনোদ্যত)

বিষ্ণু। ওহে বাপু! একটুকু থেমে যাও তো? জিজ্ঞাস্য আছে।

নারদ। কি?—আজ্ঞা করুন।

বিষ্ণু। বলি—ইতিপূর্ব্বে মেয়ে মহলে যাওয়া হয়েছিল না?

নারদ। হয়েছিল বইকি।

বিষ্ণু। তোমার যত্নের কোন ফল্ ফল্‌লো কি?

নারদ। ঠাকুর! বিনা যত্নেই ফল লাভ! মেয়ে মহলে কুরুক্ষেত্র!

বিষ্ণু। কি—কি—রকম কি,—বল দেখি?

নারদ। তুমুল কাণ্ড? কতকগুলি বর নিয়ে ঝগ্‌ড়া ক'চ্ছে! কতকগুলি বরযাত্রি-মহাশয়দের নিয়ে—কার কেমন রূপ; কে কার্ পানে চেয়েছে; কে কাকে মনে মনে ভাল-বেসেছে; কে কখন কি কোরেছিল—প্রথমে এসব নিয়ে ঠাট্টা চলেছিল; পরে চুলোচুলি পর্য্যন্ত দেখে এয়েছি! কতকটীতে খাবার নিন্দা, বোস্‌বার নিন্দা, ব্যবহারের নিন্দা নিয়ে তোলপাড় কোচ্ছে! রাণী ধরাশায়িনী প্রায়!

বিষ্ণু। বেশ হয়েছে! ইষার মূলটুকু-বরণ-ডালায় রেখেছ তো?

নারদ। শর্ম্মার বৈদিক কার্য্যে ভুল আছে? তা ঠিক্ ঠিক রেখেছি!

বিষ্ণু। তবে যাও,—এখন সভায় নিয়ে এসো!

নারদ। আজ্ঞে হাঁ? এখনই। (কতদূর যাইয়া পুনরাগত)

বিষ্ণু। ওকি হে—ফির্‌লে যে?

নারদ। ঐ যে সব আস্‌ছে।

বিষ্ণু। ভাল ভাল। (চুপে চুপে) নারদ! বাবা সময় উপস্থিত; যে হয়,—এই বেলা।

নারদ। আজ্ঞে হাঁ, আমাকে বলা বাহুল্য। আমি সব যোগাড় কোরে রেখেছি; কিন্তু আপ-নাকেও একটী কাজ কর্‌তে হয়েছে। আপনি ভূতগণকে চারদিকে দাঁড় কোরে রেখে দিন। কেউ পালাতে না পারে।

বিষ্ণু। তা এখনই কোরে দিচ্ছি। ওহে ঊর্দ্ধলিঙ্গ! বাবা, উলঙ্গ প্রভৃতি কোথা?

ঊর্দ্ধ। প্রভো! সকলেই এখানে আছে।

বিষ্ণু। তোমরা এক কাজ কর। এই যে মেয়েরা এসেছে, কোনও দিক্ দিয়া পালাতে না পায়—তোমরা চারদিক্ সাবধানে রক্ষা কর, আর সাবধান—কাকেও কিছু বলোনা।

ভূত। যে আজ্ঞে; আমরা তাই কর্‌ছি। বাবা উলঙ্গ?

উলঙ্গ। কে—দাদা ঊৰ্দ্ধলিঙ্গ?

ঊৰ্দ্ধ। বড্‌ড মজা।

উল। কি দাদা? কি, কি? কিছু যোগাড় হয়েছে কি?

ঊৰ্দ্ধ। ঐ দেখ্‌না ঝিলিমিলি কর্‌ছে? কিন্তু সাবধান্! চিকি মিকি দেখে চেটে ফেলো না। সাবধান! রাজবাটী! তুমি ঘরের লোক, তাই সাবধান কচ্ছি! আর বেজার হয়ো না—উচিত বল্‌ছি! তুমি লেখা পড়াটা ভাল শিখ নাই; বিদ্যা না থাকলে কাণ্ড-জ্ঞানটি কিছু কম থাকে—তাই বারবার সাবধান কচ্ছি।

উল। কি বল্লে? (রাগতঃ স্বরে) বলি—কি বল্লে? আমার কাণ্ড-জ্ঞান নাই? আমি লেখাপড়া শিখি নাই? আমার বিদ্যা নাই? তুমি বল্লে! এই সভাটার মধ্যেই বল্লে! এত বড় কথা! ছি—ছি—ছি। তোমার মুখে এমন কথা! আমার বিদ্যা নাই?—তবে শোনো। আমি বিদ্বান্, আমার বাবা বিদ্বান্, আমার মামা বিদ্বান্। আমার সাত পুরুষ বিদ্বান্! আমি কি যেমন তেমন? আমি ছেলেমানুষ হোলেও এ পর্য্যন্ত কি—দু'দশ হাজার ছেলে পিলের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাইনি? কম?—

বিষ্ণু। কিহে, তোমরা কি গোল কচ্ছো? কাজে যাও।

ভূতগণ। আ-জ্ঞে—আ জ্ঞে—আ—; কি—কিছু—নয়; হা—হা—আমরা যাচ্ছি।

(ভূতগণের প্রস্থান।)

(স্ত্রীগণ মঙ্গলাচার পূর্ব্বক বরণ-ডালা বরের শিরস্পর্শনমাত্রে শিব উলঙ্গ।)

স্ত্রীগণ। (ধরাধরি করিয়া) ছি—ছি—ছি—! ওমা গিয়েছি লো মরেছি! খেয়েছে, খেয়েছে—একেবারে খেয়েছে! ওবাবা! ওই—যে, ওই—যে ফোঁস্ ফোঁস্ কচ্ছে! মাগোমা ঐ যে আবার ফণা তুলে মাথা যাগাচ্ছে! ও দিদি!—ও পোড়ারমুখি! তোকে খেলে তো? ওমা খেয়েছে! পালা! পালা! শিগ্‌গির্ পালা।

দ্বিতীয়। ওলো হাবি, পোড়ারমুখি! খেলে তো বাঁচ্‌তুম্ লো! ছি, ছি, ছি—। লজ্জার মাথা খেয়েছি। ও বাবা! কি দেখ্‌তে কি দেখ্‌লাম! ওলো আর কিছু দিখ্‌লি?—ছি!—ছি!—ছি!

প্রথম। ওলো দেখেছি! পালা—এখন পালা!

দ্বিতীয়। ওলো হাবি কোথায় পালাবি? ওলো, ওদিক্ যাস্‌নি; ওদিক্ যাস্‌নি! তোকে ভুতে পাবে। ও বাবা! কত বড় ভূত!

প্রথম। ওলো! ভুতে পাক্ সেও ভাল, মরে যাই সেও ভাল—তবু লজ্জার মাথা আর খেতে পাচ্ছি না! ছি—ছি—ছি—। মরনা-লো—মর।

গীত।

ওলো মর মর মর এ কেমন বর
মরণ নাই কি ওর॥
বসেছে লজ্জা খেয়ে ওমা কি বুড়া ভাঙর গো!
কত সাধের উমা মোদের পেটের কচিবোন,
তার কপালে ছার্ কপালে
বিধি বাঁধলে একি ডোর
ওমা কি রূপের ছটা লম্বমান শিরের জটা,
মোটা সোটা এটা কি লো লম্বা দিগম্বর।
ওমা কি ছাই গায়ে মাথা ছাই
গলায় পৈতে কইতে ডর,
ছিলো ছি, ওমা কি, এমন্ নয়তো দেখেছি,
নেংটা কুকি হবে নাকি বেঁচে এলাম ভাগ্যের জোর

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—০—

হিমালয়—অন্তঃপুর।

(রাজা, রাণী ও উমা প্রভৃতি)

রাণী। হারে নিদারুণ বিধি! তোর মনে এই ছিল? আমি কার্ কি কোরেছি? স্বপ্নেও তো কারো অনিষ্ট করিনি! আমার এ দশা কেন হোলো? কে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে! আমি কি কোরে লোকালয়ে মুখ দেখাবো?—আহা! আমার কত আশা, কত ভরসা; কত সা,—সব মাটি হোলো—ছাই হোলো। আহা! আমার সোনার চাঁদ উমার কি দশা হোলো! ধর্ম্ম! তুই জানিস্; তুই বিচার করিস্। আমার বড় দুঃখের ধন। আহা! যে আমার আশায় ছাই দিল, তার আশায় ছাই পড়ুক, তার ঘর জ্বলে যাক্, নির্ব্বংশ হোক্। উঃ!—সকলই ঐ আঁটকুড়ে নারুদের কাজ! নির্ব্বংশে! নিপাত যাক্, অধঃপাতে যাক্। আহা! আমার উমা! কি করব? কি উপায় করব?

গীত।

কি করি উপায়,নিরুপায় দুঃখে বুক ফেটে যায়রে।
আমার উমার নাই উপমা,
রূপে জিনি তিলোত্তমারে,
এমন সোনার প্রতিমা আমার জলে ডুবে যায়রে!
দুটি পাঁচটি নয় তো আমার,
একটী মেয়ে নিয়ে সংসার,
তার কপালে এ হেন ছার ঘটিল হায়রে॥
কোথা গিরি আমি মরি,
একি সইতে পারে মায়রে।
আহা কি ছাই জামাই,
কি ছাইয়ের হাতে সঁপিলাম বাছায়রে।
উমা আমার ননীর পুতুল,
বর হইল বুড়া বাতুল,
পোড়া বিধির এমনি ভুল আমার সময়রে॥
কিসের তরে দোষী পরে,
সকল ঘরের দোষে ঘটায়রে,—
'নেলে' কার সাধ্য তায়, সাপের বাদায়
ভেকেরে নাচায় রে।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। বলি, রাজ্ঞি! অনেক বলেছি, যা বলবার নয়—বলেছি; তবু তোমার মন উঠছে না? আমি বল্লেম—এ ভাল নয়! আজকার এ শুভ দিনে অশুভ ব্যাপার কেন? কেন এ অত্যাচার? কে এর মন্ত্রী? কে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা কচ্ছে? আহা! আমার জাত গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল; শৌর্য্য, বীর্য্য—সব গেল। বলি, মহিষি! এখন ক্ষান্ত হও, তোমায় পায় পড়ি লোক সমাজে আমার মুখ রাখতে দাও? হরি! হরি! হরি! হায়! হায়! হায়! আমি জানতাম,—চিরকাল জান্তাম—স্ত্রীলোকদের—আর থাক নাথাক দয়াটা বেশ আছে। এখন জান্লাম—সে আমার ভ্রম!—অত্যন্ত ভ্রম!—সব মিছা! কেবল মৎলব—স্ত্রীলোকের কেবল মৎলবি কাজ। আহা! যার ক্ষণ-বিরহে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদে, সেই সোনার মেয়ে—জীবনের একমাত্র অবলম্বন—এখনই বিদায় হোচ্ছে; তার একবার মনে করছে না! কি নির্দ্দয়! কি নির্দ্দয়! আহা! ঐ যে কন্যা জামাতা আস্ছে। হায়! হায়! হায়! কি মনস্তাপ।

রাণী (চমকিয়া) কই? কই আমার উমা? কই আমার বক্ষের নিধি? কই আমার নয়নের মণি? আহা! কে আমার সোনার চাঁদ রাহুর করাল মুখ গ্রস্ত করলে?

রাজা পাপিষ্ঠা! কার নিন্দা কর্ছ? দক্ষযজ্ঞ মনে হয় না? জ্ঞানান্ধে! একবার মনের অন্ধকার দূর কর। আহা, এমন ভুবন-মোহন রূপ আর কি আছে? দেখ, একবার দেখ, নয়ন সার্থক কর, জীবন—জন্ম সার্থকতা কর।

(শিব ও উমার প্রবেশ)।

রাণী। (জামাতাপানে চাহিয়া) একি! একি! আহা! আমি কি এই মূর্ত্তি দেখেছিলাম? এই নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, ইন্দুভূষণ ভুবনমোহন রূপ দেখেছিলাম? না,—আমি উন্মত্ত হয়েছিলাম? তাই সত্য। আমি পাপিষ্ঠা, কেনই বা এই পাপচক্ষে এই দেব-দুর্লভ মূর্ত্তি সহসা লক্ষিত হবে? এক্ষণে বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। বুঝি আমার আত্মশুদ্ধির জন্যই তিনি আমাকে অশ্রুজলে বারংবার স্নাত কোরে, বারংবার অনুতাপানলে দগ্ধ কোরে, এই পবিত্র মূর্ত্তির দর্শনাধিকারিণী ক'রলেন! আহা! আজ আমি ধন্য হোলেম; আজ আমি জগন্মাতার মাতা হোলেম; জগৎপিতা জগৎগুরুর গুরুজন হোলাম জীবন্মুক্তি লাভ কর্‌লাম। আহা! আমার শশিভূষণ সীমন্তিনি উমাশশী কোথায়? মা! এসো! (সচকিতে) ওকি মা? অ্যাঁ! তোমার চক্ষে জল কেন? আহা! এই যে বুক ভেসে যাচ্ছে! বাছা উমা! ক্ষুধা পেয়েছে? কি হয়েছে বল? তোমার চক্ষের জল, আমার অন্তরে হলাহল ঢাল্‌ছে! ত্বরায় বল।

উমা। মাগো! তোমায় ছেড়ে কি কোরে থাক্‌বো? আমায় নাকি যেতে হবে? আমায় বিদায় কর।

রাণী। হারে বিধাতা! নিষ্ঠুর! এ পাপচক্ষু কি কেবল অশ্রুত্যাগের জন্যই দিয়েছিলে? এ যুগ -মূর্ত্তি দুটি দিন দেখতে পাব না? বাছা উমা! মাগো! তোর ঐ শান্তিপূর্ণ, মমতাপূর্ণ মুখ খানিতে অত নিষ্ঠুর কথা! ওই কোকিলকণ্ঠে, অমীয় কণ্ঠে বজ্রপতন শব্দ! এই কি দুঃখিনী মুমূর্ষু মার প্রতি উচিৎ প্রয়োগ? বাছারে! আর বেলোনা। আর ঐ বজ্রভেদী দারুণ কথা বেলোনা!

গীত।

আমার প্রাণের উমা বলোনা কখনি!
প্রাণকে বিদায় দিতে বল দিব তা এখনি।
তুইরে আমার প্রাণের প্রাণ,
কোন প্রাণে ধরিব রে প্রাণ,
মা হয়ে জানলেনা মার প্রাণ, পাষাণ নন্দিনী।
মা তোমারে বিদায় দিয়ে,
থাক্‌বো আমি কি ধন নিয়ে,
কে ডাকিবে মা বলিয়ে (আমায়) দিবস রজনী।

উমা। মাগো! আমি কোথা যাবো? কারে মা বলবো? কে আমায় ক্ষুধা বুঝে খেতে দিবে? কে আমায় সময় বুঝে ঘুম পাড়াবে? মাগো! মা! (রোদন)।

রাজা। মহিষি! কর্ত্তব্য কার্য্যে কেন দুঃখ করছ? সংসারের নিয়ম অবশ্য পালনীয়। আমরা চিরকাল পাষাণ; পাষাণের শোক তাপ কি? এখন কন্যা সুখে থাকুন, সেই আমাদের কাম্য। তুমি শান্ত হও। উমা ছেলে মানুষ বিচ্ছেদের নামও জানে না; তাই তার আজ এক নূতন যাতনা ভোগ কর্ত্তে হচ্ছে। যদি আমাদের তাদৃশ শোকাকুল দেখে, তবে, বালিকা অন্তঃকরণ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে,—সকল আকাশময় দেখবে! এ অবস্থায় নানা বিপদ আশঙ্কা! তাই বলি, শোক না করে যাতে উমা প্রবোধিতা হয়, স্বচ্ছন্দে পতিগৃহে গমন কর্ত্তে পারে—তাই কর। অবোধের ন্যায় শোক কোরে সর্ব্বনাশ কোরো না।

রাণী। মহারাজ! সকলই বুঝি; কিন্তু পোড়া মন কিছুতেই বুঝে না। যাহোক্, আমি আর শোক ক'রব না! পাষাণ বুক আরও পাষাণ করব। এক্ষণে যা কর্ত্তব্য হয় করুন।

রাজা। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এখন যাত্রা করিয়ে দাও।

রাণী। মহারাজ! একটুকু অপেক্ষা করুন, ওই যে উমার সখীরা আস্‌ছে।

(সখীগণের প্রবেশ।)

বিমলা। (চমকিয়া) ওকিগো! উমা কাঁদ্‌ছে কেন? ওমা সেকি! তোমরাও যে

কাঁদ্‌ছ! সকলই তো কাঁদছে? মাগো! কি হয়েছে?

রাণী। বাছারে! উমা আমাদের ছেড়ে—

(রোদন)।

বিমলা। সেকি?—মা! তবে আমরা যাবো না? আমরা উমায় ছেড়ে কোথাও থাকব না! সখি উমা! ভগিনি! তোর মনে এই ছিল?—

(সকলের রোদন)।

রাজা। মা সকল! তোমরা উমার সম-বয়স্কা হোলেও কার্য্যত একটুকু সহ্য করিতে শিখেছ, প্রথম যাত্রাটি বড় ভয়ঙ্কর—তাই বুঝে কার্য্য কর।

বিমলা-প্রভৃতি। (দিব্যজ্ঞান পাইয়া) (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমরা যে মূর্ত্তির কথা পুরাণ প্রসঙ্গে শুনে থাকি, যে মূর্ত্তি চিত্রপটে দেখে থাকি, যে মূর্ত্তি সকলে প্রাণপণে পূজা করে,—সে হরগৌরী মূর্ত্তিই তো এই দেখছি! হোঃ! আমরা কাকে সখী বলছি! ইনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী! (প্রকাশ্যে) ভগিনি! তুমি কেন কাঁদছো? তোমার দুঃখ কি? তুমি রাজরাজেশ্বরী, জগন্মাতা, সর্ব্বান্তর্যামিনী, সর্ব্বব্যাপিনী; তোমাকে কার বিচ্ছেদ সহ্য কর্ত্তে হয়? সকলেই তোমার ক্রোড়ে। কিন্তু আমরা অন্ধ কিছুই দেখতে পাইনে। আমাদের কি উপায় হবে? আহা! আমরা অন্ধ হয়ে, তোমায় কত কষ্ট—কত দুঃখ দিয়েছি; কি কোরে তা ভুলব?

গীত।

কত বলেছি সখী বোলে,
মনে হ'লে, মোদের ক্ষমা করো দাসী ব'লে।
জান্‌লেম তুমি মহামায়া মায়া প্রকাশিতে এলে,
(আহা) ওমা মোদের উমা, তুই যে হররমা,
জান্‌লে শরণ নিতাম ঐ চরণতলে।
ধূলা ঘরে কতই না কাঁদায়েছি খেলা ছলে,
(আহা) না চিনে তোমায়, ধরায়েছি পায়,
(এখন) পায় ধরি দে পা মাথায় তুলে।

রাজা। বাছা সকল, মা সকল! এক্ষণে তোমাদের সখীকে বিদায় কর। ঐ দেখ, নন্দী এসে বারংবার তাড়া দিচ্ছে। বিধি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র,—সকলেই পথে দাঁড়িয়ে আছেন। আর কেন? আর কাঁদ্‌বেই বা কেন? কটি দিন পরেই আমি নিয়ে আস্‌ছি!

বিমলা। ভগিনি! সকলই ত শুন্‌লে? তবে আর কেঁদোনা! শীঘ্রই ত ফিরে আস্‌ছো। আমাদের মনে রে'খ।

উমা। দিদি! ভগিনি! সখি! আমি কি ক'রে তোমাদিগকে ভুলে থাক্‌বো? কয়টী কথা তোমাদের বল্‌ছি—মনে রে'খ। আর সর্ব্বদা পত্র লিখে আমায় সংবাদ দিও তবে।

গীত।

বিদায় হই গো ভগিনি আমি,
মনে রেখ সখী ব'লে।
দিয়েছি যাতনা যত ক্ষমা ক'র মনে হ'লে॥
আসিব আর কত দিনে, দেখিব ও চন্দ্রাননে,
বল্‌তে পারিনে,—
আবার কবে এসে ধূলা খেলা
কর্‌ব আমরা সবাই মিলে।
একটী ভিক্ষে তোদের কাছে,
মা যেন না মরে পাছে,
থেকো মার কাছে,—
মাকে মা ব'লে আর এমন নাই ব'ল,
বো'স আমার হয়ে মায়ের কোলে।

রাজা। বাছা! আর বিলম্ব করো না। সকলকে প্রণাম কর। আমি পাষাণ! তাই এরূপ বল্‌ছি! কেন বল্‌ছি? তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি! পতিকুল-দেবতা তোমায় প্রসন্ন হবেন। আবার শীঘ্রই আনাচ্ছি; তখন কত বল্‌বে, কত আমোদ, কত গল্প কর্‌বে। এখন চ'ল?

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

ইন্দ্রালয়—সভাস্থল।

(ইন্দ্র, অমাত্য প্রভৃতি।)

ইন্দ্র। অমাত্য! কি হবে? আর কি হ'ল! দিন দিনই ত রসাতলে যাচ্ছি! সব হারায়ে বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে বেড়াচ্ছি; সে বনবাসেও বিঘ্ন। সকল বিফল হ'ল! আর আশা কি?—ভরসাই বা কি? কার কাছে যাবো! (চমকিয়া) ও কি? অমাত্য! অমাত্য! ও কি?—এ্যা! ও কি?—দেখ?—দেখ?—দেখ?

(নেপথ্যে রক্ষী।) সর্ব্বনাশ হ'ল! বাবারে! সর্ব্ব—সর্ব্বনাশ—নাশ—নাশ হ'ল! দেবরাজ! দেব—দেবরাজ! সর্ব্ব—সর্ব্ব—নাশ—নাশ হলো! গেল গেল—সব গেল! হোঃ—দেবধর্ম্ম—দেবধর্ম্ম হোঃ!

ইন্দ্র। (সকম্পে) অমাত্য, উঠ! না জানি কি সর্ব্বনাশ হয়েছে; ওই যে—ওই যে পুররক্ষী চীৎকার ক'রে আসছে না? তাইত? অমাত্য! সর্ব্বনাশ!

(কাঁপিতে কাঁপিতে রক্ষীর প্রবেশ)

দেবরাজ! মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! মহারাণী—মহা! আহা! মহারাণীকে হরে নিল? হায়! হায়! হায়!

ইন্দ্র। আর হয়েছে! হা রাজ-রাজেশ্বরী ত্রিলোক-মান্য শচি! আমি তোমার মান রক্ষা কর্ত্তে পর্য্যন্ত অক্ষম হ'লেম? পশুরাও আপন স্ত্রীর গৌরব রক্ষায় সক্ষম বটে! আমি পশু হ'তেও নিকৃষ্ট! হা ধিক্! হা রমণীকুল-রাজ্ঞি অমরেশ্বরি!' হায়! এই কুলাঙ্গার কাপুরুষের হাতে প'ড়ে তোমাকে কতই না দুর্দ্দশায় পতিত হ'তে হ'ল! অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে হ'ল! আমি এখনও প্রাণ-ধারণ কচ্ছি? ধিক্! অমাত্য! বল? বল—কিসে এই পাপ-সন্তপ্ত অমরত্ব মৃত্যুতে পরিণত করা যেতে পারে? শীঘ্র বল, শীঘ্র উপদেশ দাও! হোঃ—দেবি! উঃ! পাপরসনা আবার কি নাম করছ? আর না; আর এ কলঙ্ক-সংলিপ্ত মুখ দেখাব না! এই বজ্র—এই পাপ-দৈত্যপদ-দলিত বজ্র—আর ধারণ করবো না! রে শক্র-পদদলিত পাপ বজ্র! দূর হ।

(দূরে বজ্র নিক্ষেপ।)

অমাত্য।—সুরেন্দ্র!—

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হও? আর অসম্বদ্ধ প্রলাপে প্রয়োজন নাই! আমি সুরেন্দ্র! আমি এক্ষণে কীটেন্দ্রও নই। আমি এই অসিতে এখনই আত্মহত্যা ক'রবো।

(অসি দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত।

অমাত্য। সর্ব্বনাশ হ'ল! আহা সর্ব্বনাশ হ'ল! (হস্ত ধারণ।)

(বৃহস্পতির প্রবেশ।)

বৃহস্পতি। বৎস! সর্ব্বনাশ ক'র না! সর্ব্বনাশ ক'র না! ক্ষান্ত হও।

ইন্দ্র। ও—কে! গুরুদেব? আর সহ্য হয় না! আর কলঙ্ক সহ্য হয় না। জাত মান, প্রাণ,—সব গেল! প্রাণাধিকা শচী পর্য্যন্ত অপহৃতা হ'ল! হা গুরু! একবারে নিরুপায় হলেম। নিরুপায়—হাঃ! নিরুপায়।

বৃহস্পতি। বৎস, শান্ত হও। বিধাতা উপায় করেছেন! পাপাত্মার উৎকট পাপের শাস্তি অবিলম্বেই হবে! গত রাত্রে অকস্মাৎ আমার মনোমধ্যে কোন প্রকার ঘোর অনিষ্ট-পাতের আশঙ্কা উদয় হয়েছিল;—তাই অদ্য প্রত্যুষেই পিতামহ চরণ সমীপে গমন কোরেছিলাম। অন্তর্যামী আমায় সমীপস্থ দেখেই ব'ল্লেন,—'যা ঘটনায় তা ঘটবে! কিন্তু তোমাদের উপায় হয়েছে! হর-পার্ব্বতী তেজোৎপন্ন মহাশক্তিধর কুমার জন্মগ্রহণ কোরেছেন; এক্ষণে তিনি ষোড়শ-বর্ষীয় হয়েছেন;

তদ্দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সময় উপস্থিত হয়েছে।” আমি বল্লাম,—“কই? আমরা তো কোথাও কোন সন্ধান পাচ্ছি না?” বিধাতা বল্লেন,—“তোমরা কেন? সে ঘটনা জনক-জননী হর-পার্ব্বতীও জানতে পানৃনি। একদা তাঁহারা ষড়বনে বিহার কোরেছিলেন। ক্রীড়ান্তেই সেই পুরুষ-প্রকৃতি অন্তর্হিত হন। সেই দিন ষড়বনে কুমারের জন্ম। সদ্যজাত শিশু যখন রোদন ক'চ্ছিল,—সেই সময়ে কৃত্তিকাগণ পুষ্প-চয়নে ষড়বনে গমন করে সেই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনান্তর নিঃসন্তান কৃত্তিকাগণ অমনি সেই রোরুদ্যমান অপূর্ব্ব শিশুটি নিয়ে অতি গুপ্তভাবে নিজালয়ে প্রস্থান কোরেছিল। সে অবধি তাদের যত্নে কুমার এক্ষণে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। কুমারও প্রতিপালিকা ভিন্ন, প্রকৃত জনক জননীর মর্ম্ম জানেন না। এক্ষণে তোমরা পার্ব্বতী সমীপে গমন করে, সমুদয় বিবরণ তাঁকে জানাও তা হ'লেই তোমাদের সকল দুরদৃষ্ট দূর হবে।” দেবরাজ! বিধাতার বাক্য এই। আর অপেক্ষা কোরো না; এই দণ্ডেই কৈলাসে গমন করে কৈলাসেশ্বরীর চরণে সমস্ত নিবেদন কর। দয়াময়ীর দয়ায় সফল মনোরথ হবে—তার আর সন্দেহ নাই।

ইন্দ্র। ধর্ম্মরাজ! ধনাধীপ! জলাধিপতি! আপনারাও চলুন! এই আমাদের শেষ দিন; চলুন।

ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি। যে আজ্ঞে চলুন। আমরা প্রস্তুত। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

কৈলাস পর্ব্বত।

পার্ব্বতী বিল্বপত্র চয়নে নিযুক্ত।

(ইন্দ্র প্রভৃতির প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (করপুটে) মাতঃ! এ দাস চরণে প্রণত; প্রসন্ন হউন।

পার্ব্বতী। (পশ্চাৎ চাহিয়া) কেও ইন্দ্র! সে—কি! ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি সকলেই যে! এস! কুশল তো?

ইন্দ্র। মাতঃ! জননীর প্রসন্নতা ভিন্ন অবোধ সন্তানের কুশল কোথায়? আমরা জীবন্মৃত।

পার্ব্বতী। তাই তো! আহা! এরূপ হীনবেশ, হীন অবস্থা কেন—বল দেখি? সে শরীর সে তেজ, সে মুখশ্রী—কিছুই তো নাই! এ ভাব কেন? এ শোচনীয় অবস্থা কে জন্মালো? বৎসগণ! ত্বরায় বল! তোমাদের এ হীনাবস্থায় আমার হৃদয় দুঃসহ বেদনা সহ্য কচ্ছে। ত্বরায় বল।

ইন্দ্র। মাগো! তবে অবহিতচিত্তে আমাদের দুর্দ্দশা শ্রবণ করুন।

গীত।

কি কব বিপদের কথা বিপদ নাশিনী মা।
অমর বোলে আছে প্রাণ, প্রাণদায়িনী মা।
তারক নামে দৈত্যাসুর, ত্রিলোকের দর্প-চূড়,
শূন্য কৈল সুরপুর সুরবন্দিনী মা॥
হরিল অমরাবতী, সহ রাজ্ঞী শচীপতি,
(এখন) সতীর মান রাখ সতী গতি দায়িনী মা।

পার্ব্বতী। কি সর্ব্বনাশ! আহা! সতীর এত দুর্গতি? তারকাসুর শুম্ভাসুরকেও হারি মানালে?

ইন্দ্র। মাগো! তা আর বলব কি? অমর-কুলের এমন অপমান, এমন দুর্দ্দশা—আর কখনও কেউ করেনি! ঐ যে দেখছেন, সকলেরই পরিবার—কেহ দাসী, কেহ দাসীর দাসী হ'য়ে তারক-ভবনে দিনযাপন ক'চ্ছে। মার কাছে সকল কথা বোলতে লজ্জা হয়! সৃষ্টিতে যত প্রকার অত্যাচার আছে—দুরাত্মা তার একটীতেও পরাঙ্মুখ নহে! মাগো! তোমার সন্তান! তাই মৃত্যু নাই। নচেৎ, এ পাপ কলঙ্কিত দেহ কি নিমেষ কালের জন্য

ধারণ যোগ্য ? মাগো। আর বোলতে বক্ষ বিদীর্ণ হোলো ! (অশ্রুপাৎ) ।

পার্ব্বতী। আর বোলোনা ? আর সহ্য হয় না ! বল ? বৎসগণ ! বল ? আমাকে কি কর্ত্তে হবে। ধর্ম্মের প্রতি এত অত্যাচার ! অবলার প্রতি এত বল বিক্রম। বৎসগণ ! বল ? আমাকে কি কর্ত্তে হবে—বল ? এই দণ্ডে আমি প্রস্তুত হ'চ্ছি।

ইন্দ্র। দয়াময়ি ! সন্তানের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ কর্ত্তে হয়,—তাই কচ্ছেন। মাগো ! আপনাকে স্বয়ং কিছু কর্ত্তে হবে না। আপনার পুত্র দ্বারাই আমরা বিপন্মুক্ত হতে পারবো। আপনি আজ্ঞা কর্‌লেই হয়।

পার্ব্বতী। সে কি বৎস ? তোমাদের মনের কথা কি ? আমি জানি তোমরা আমার 'মা' ব'লে থাক, তোমরাই আমার পুত্র। আমার আজ্ঞার সাপেক্ষে এত কষ্ট পাচ্ছ ? কেন এত দিন ব'ল নি ? তবে যাও ? আমি কায়মনোবাক্যে অনুমতি কচ্ছি, এই দণ্ডেই যেয়ে শত্রু নিপাত কর।

ইন্দ্র। মাগো ! আমরা এমন সৌভাগ্য কি করেছি, যে আপনার সেইরূপ পুত্র হ'তে সক্ষম হ'ব ?

পার্ব্বতী। বৎসগণ। তোমরা কখনই সেরূপ মনে ক'র না। আমি পাপিষ্ঠা নহি। শিবের শপথ ক'রে বল্‌ছি, তোমরা সকলেই আমার সমান পুত্র।

ইন্দ্র। মাগো ! আর আমাদিগকে অপরাধী করবেন না। আমরা তা বলিনি, আপনার আত্মজ ভিন্ন এ কার্য্য হবার নয়।

পার্ব্বতী। (সলজ্জভাবে) তা যদি কখনও হয়, তবে তোমাদের জন্য প্রাণপণ করবে।

ইন্দ্র। মাগো ! এ ভবিষ্যতের কথা নয়। কি আশ্চর্য্য ! আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামিনী হয়ে আপনার এতদূর আত্মবিস্মৃতি ? অথবা আমাদের দুর্ভাগ্য হেতুই এ আত্ম-বিস্মৃতি।

পার্ব্বতী। বৎস ! তোমরা কি বলছ ! বুঝতে পাচ্ছিনা ; সহজ কোরে বল।

ইন্দ্র। জননি ! আপনার আত্মজ কুমার জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি জন্মাবধি ষটকৃত্তিকা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হ'য়েছেন। কুমার তাহাদিগকে মাতৃজ্ঞানেই তথায় স্বচ্ছন্দে কাল-যাপন কচ্ছেন। আপনি অন্তর্যামিনী, কিঞ্চিৎ মনোযোগ কল্লেই জানতে পারেন।

পার্ব্বতী। (ধ্যান করিয়া) বৎস ! চিরজীবী হও ! সত্য বলেছ।

ইন্দ্র। মাগো ! ও আশীর্ব্বাদ আর করবেন না।

পার্ব্বতী। না বৎস ! তোমরা আমাকে যেরূপ সুখী করলে,—শিবময় শিব অবশ্য তোমাদের মঙ্গল করবেন। তোমাদের সকল বিপৎপাতের নিশ্চয় অবসান হোলো ! বৎসগণ ! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর। আমি এখনই আনিয়ে দিচ্ছি ! (অন্যদিক চেয়ে) কেমন পদ্মা ? শুনলে ? তবে যাও ! অবিলম্বে নক্ষত্র-লোকে যেয়ে আমার কুমারকে নিয়ে এস।

পদ্মা। যে আজ্ঞে—মা ! আমি এখনই যাচ্ছি।

(পদ্মার প্রস্থান।)

পার্ব্বতী। বৎস আখণ্ডল ! কুমার বালক। উদ্দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হবে কিরূপে ?

ইন্দ্র। মাগো ! আপনার শক্তি-সম্ভূত সন্তান, অগ্নি কণামাত্র হোলেও ত্রিলোক দগ্ধ ক'রতে সক্ষম।

পার্ব্বতী। বৎসগণ ! যতক্ষণ কুমার না আস্‌ছেন, আমাকে সেই কালটুকু অন্য কার্য্যে অবসর দাও, আমি শিবপূজার বিল্বপত্রগুলি কুড়িয়ে লই।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞে, মা ! অনুমতি হোলে আমরাও ও কার্য্যে ব্রতী হোতে ইচ্ছা করি।

পার্ব্বতী। বাধা কি ? সুখের বিষয় ! তবে তাই কর।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

নক্ষত্রলোক।

কৃত্তিকাগণ কুমারের সহিত একাসনে উপবিষ্ট।

(পদ্মার প্রবেশ।)

পদ্মা। (স্বগত) আহা! ইনিই কি আমাদের পার্ব্বতীনন্দন! হায়! এমন সুন্দর— ত্রিলোক মধ্যে এমন সুন্দর রূপ ত কখনও দেখি নাই? সকলেই বলে কামদেব অদ্বিতীয় সুন্দর! আমরাও বোলেছি। কিন্তু আর বোলবোনা! আর বোলবার যো নেই! আহা! মা কি ভাগ্যবতী! আমাদেরই বা কত সৌভাগ্য! যাই দেখি এরা কি কোচ্ছে! (প্রকাশ্যে) ওগো, তোমরা সবে কৃত্তিকা নয়?

কৃত্তিকা। হাঁগো, আমরাই কৃত্তিকা। তুমি কে গা? কোথা হ'তে এলে?

পদ্মা। আমি কৈলাস-বাসিনী কৈলাসেশ্বরী পার্ব্বতীর দাসী; আমার নাম পদ্মা।

কৃত্তিকা। এখানে কেন?

পদ্মা। কুমারের জন্য।

কৃত্তিকা। কোথাকার কুমার?

পদ্মা। এই যে বোসে আছেন আমাদের কুমার?

কৃত্তিকাগণ। সে—কি! ইনি পাগল না কি? ওগো! তুমি কি বলছ গা?

পদ্মা। অধিক কিছু নয়, আমাদের কুমারকে দাও।

কৃত্তিকা। কুমার ত নিতান্ত দুগ্ধ-পোষ্য নয়? তোমাদের হোলে, অপেক্ষা কেন? ভাল, বৎস? তুমি একে জানো? কখনও দেখেছো?

কুমার। না—মা! একে কখনই দেখি নাই।

কৃত্তিকা। কেমন গো, শুনলে? তোমাদের কুমার কি বল্লেন?

পদ্মা। ইনি অতি শিশুকাল হোতে তোমাদের পালিত; সুতরাং কি করে আমাদের জানবেন? যাহোক, জননীকে একবার দেখলেই কুমার জানতে পাবেন, কে এর মা! আর না হয়, তোমাদেরই ছেলে। একে দেখবার জন্য মা আমাকে পাঠিয়েছেন, একবার একে আমার সঙ্গে দাও। আমার বিলম্বের সম্ভাবনা নেই, না দিয়েও নিস্তার নেই। তাই বলি—শীঘ্র শীঘ্র দাও।

কৃত্তিকাগণ। (সক্রোধে) মাগি সত্য-সত্যই পাগল? বড় ভয় দেখাচ্ছে! উঃ! আমরা চোরের ঘর-কন্না কচ্ছি কি না? তাই ভয় দেখাচ্ছে। হা, হা, হা!

পদ্মা। যত হাসি—তত কান্না! ওগো! আমি ভয় দেখাচ্ছি না, স্বরূপ বলছি; তোমাদের সমূহ বিপদ! এখনও কথা রাখো।

কৃত্তিকাগণ। বুঝেছি, সামান্য পাগল নয়, ঝেঁটার কাজ পোড়বে।

পদ্মা। তবে থাকো? আমি চল্লেম!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

কৈলাস—বিল্বকুঞ্জ।

পার্ব্বতী, ইন্দ্র প্রভৃতি আসীন।

(পদ্মার প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। (দূর হোতে দেখিয়া) সে কি? পদ্মা যে একা আসছে। বড় ব্যস্ত সমস্তও দেখছি! কারণ? তবে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটেছে কি? তাও ত নয়? আমার সম্বন্ধে দুর্ঘটনা? অসম্ভব! তা যাক, এই যে পদ্মা এলো। ওকি পদ্মা? তোকে ওরূপ ম্লান দেখছি কেন গা? কুমারের সংবাদ ভাল ত?

পদ্মা। মাগো! কুমার কুশলে আছেন। তজ্জন্য কোন দুশ্চিন্তা কোরবেন না। কিন্তু মা—

(রোদন)

পার্ব্বতী। (অতি ব্যস্তে) সেকি পদ্মা? তুই কাঁদিস কেন লা? তবে বুঝি আমার কুমারের কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে? হাঁরে পদ্মা! আমার প্রাণ কেমন করছে! বল্, শীঘ্র বল্,—আমার মাথা খাস্ ত্বরায় বল—কি হয়েছে?

পদ্মা। মা গো! অসম্ভব কেন ভাবছেন? কুমার ভাল আছেন। যা হবার আমারই হয়েছে কুমারকে আনৃতে যেয়ে কৃত্তিকাদের ঝোঁটা খেয়ে এলাম।

পার্ব্বতী। (সক্রোধে) কি—! ছেলে দিল না? আরও তোকে অপমান ক'রেছে! এত বড় সাধ্য? সব ছার খার হবে! কোথা নন্দি! আমার সিংহ কোথা? পদ্মা! চল, চল, এখনি চল। আজ প্রলয় হবে। (গমনোদ্যত)।

(বেগে নন্দীর প্রবেশ।)

নন্দি। মা গো! শান্ত হউন! ক্ষান্ত হউন। সামান্য কারণে প্রলয়ের ক্রোধ অতি অসম্ভব কথা! আপনার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা—অপরিসীম! আপনি সর্ব্বান্তর্যামিনী; যদিও তাহারা অপরাধিনী,কিন্তু অপরাধের কারণ মমতা! এক্ষণে যে হয়, বুঝে করুন।

পার্ব্বতী। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা! তাই কচ্ছি'; পদ্মা! তুই আমার সঙ্গে চল। আর কাজ নেই।

ইন্দ্র। হাঁ মা! তাই করুন। আপনি গেলেই অনায়াসে হবে। তবে মা! আমরা এখানেই থাকুলাম।

পার্ব্বতী। হাঁ বৎস! তোমরা এস্থানে থাক, আমি এখনই আস্ছি। কোন বিবাদ বিসম্বাদ হবে না। নিশ্চিন্তে থাকো।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

নক্ষত্র লোক।

(কৃত্তিকাগণ পরিবেষ্টিত কুমার আসীন।)

(পদ্মার সহিত পর্ব্বতীর প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। পদ্মা! এই কি সেই আশ্রম?

পদ্মা। হাঁ মা! এই সেই গৃহ।

পার্ব্বতী। কই! কাকেও তো দেখছি না।

পদ্মা। আমি ডাকৃছি। ওগো কৃত্তিকাগণ! ঘরে আছ কি?

কৃত্তিকা। (গৃহ হোতে) কে তুমি?—(বাহিরে যাইয়া স্বগত) সেকি মা! এ যে সত্য সত্যই সেই সাক্ষাৎ প্রলয়কারিণী উপস্থিত। হায়! আমরা কি দুষ্কর্ম্ম কোরেছি! কার পরিচারিকার প্রতি অত্যাচার করেছি! সর্ব্বনাশ কোরেছি! আর রক্ষা নাই! এখনি ভস্মসাৎ কর্ব্বেন! কি উপায় ক'রব! তবে একবার ঐ চরণে শরণ লই, যদি দয়াময়ীর দয়া হয়। তাই করি, আর উপায় নাই!' সরোদনে পার্ব্বতীর পদে পতিত) মা গো! করুণাময়ি! রক্ষাকর। আমরা অপরাধী হোলেও দাসী বলে রক্ষা কর। আমাদের সর্ব্বনাশ কোরোনা। তুমি বিশ্ব-মাতা,' তোমার অনন্ত সন্তান; আমাদের কেউ নাই। মা বলে—আর নেই! হত ভাগিনীদের পানে একবার চায় আর নাই। মা গো, দয়াময়ি! রক্ষা কর।

গীত।

লইলাম শরণ মা গো চরণে তোমার।
কোরোনা বঞ্চনা হরে মা (মোদের)
জীবন সর্ব্বস্ব কুমার।
কিসে অভাব হররমা, অনন্ত তব মহিমা,
জগতে তোমায় বলে মা, মো'দের) মা'বলে
মা এমন নাই আর।
চিরদুঃখে দুখী মোরা, বড়ই দুঃখের ধন তারা,
পেয়ে প্রাণ ধোরে আছি মুখ চেয়ে তার॥

(আমরা) ছয় জনে এক প্রাণ হয়ে
কোরেছি পালন,
(তুমি) নিবে কি সেই প্রাণের প্রাণ,
(মোদের) ছ'জনার প্রাণ করিয়ে সংহার।

পার্ব্বতী। কৃত্তিকাগণ! তোমরা যেরূপ অপরাধের কার্য্য করেছ, আমার পরিচারিকার উপর যেরূপ চণ্ডালাধমের ন্যায় অত্যাচার ক'রেছ,—তাতে নিস্তার ছিল না! কেবল আমার কুমারকে পালন ক'রেছ বলেই রক্ষা। আমি যে মার্জ্জনা কর্‌লাম, তোমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট হ'ল! এখন আমার কুমারকে কোথায় রেখেছ বল? ত্বরায় আমার ধন আমায় দাও! বিলম্ব ক'রো না, ত্বরায় দাও।

কৃত্তিকাগণ। (স্বগত) আর উপায় নাই! আহা, কি ক'র্‌বো? কুমারের বিচ্ছেদ কি করে সহ্য করব। হা মৃত্যু! তুমি কোথা? তোমার চরণে প্রার্থনা, কুমারের বিচ্ছেদ না হতে আমাদের গ্রহণ কর। (প্রকাশ্যে) মাগো একটু অপেক্ষা করুন। চরণে কয়টী কথা নিবেদন কচ্ছি।

পার্ব্বতী। ওগো! আমিও তোমাদের বিনয় করে বলছি, আগে আমার কুমারকে একবার দেখাও! আমার দারুণ উৎকণ্ঠা দূর কর। আমার প্রাণ কণ্ঠাগত।

কৃত্তিকাগণ। মাগো! তবে আমরা চল্লেম। আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। এখনই কুমারকে নিয়ে আস্‌ছি! শেষ আপনার ধর্ম্ম!
(প্রস্থান।)

কুমার। (স্বগত) এই যে মা আস্‌ছেন। আহা! সকলের মুখ যে বিষণ্ণ, হায়! এক্ষণে আমি কি কর'ব। বিধাতা আমায় কেন এ উভয় শঙ্কটে পাতিত করিলেন। এদিকও মা! ওদিকও মা! কার মন রক্ষা ক'রে কার মর্ম্মচ্ছেদ কর'ব। আমি যত দিন এ তত্ত্ব জানৃতে না পেয়েছিলাম—ভালই ছিলাম। তিনি যে আমার রাজরাজেশ্বরী মা! সহজে ছেড়ে দিবেন অসম্ভব! কিন্তু, হায়! এরা আমার দুঃখিনী কাঙ্গালিনী মা; এদের আর উপায়ান্তর নাই! আমার বিদায়মাত্রেই এদের প্রাণ বিয়োগ হবে। হায়! আমা হোতে মাতৃ-হত্যার কারণ উপস্থিত হোলো? আর, সে মাকেইবা কি বলবো! আত্মজের বিচ্ছেদ কত কাল সহ্য কর্‌বেন? বিধাতঃ! আমি বালক; হিতাহিত জ্ঞানাভাব! আমায় রক্ষা কর। উভয় সঙ্কটে উদ্ধার কর।

কৃত্তিকাগণ। হা বৎস! দুঃখিনীর ধন! হা হতভাগিনী কৃত্তিকাগণের একমাত্র জীবনের অবলম্বন! হা দুগ্ধপোষ্য! কি উপায় কর্‌ব? কি বুকে ধোরে তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করবো? কে আমাদের মা বোলে মৃতদেহে জীবনের পুনঃসঞ্চার কর্‌বে! বাপরে! ভ্রমেও একবার চক্ষের অন্তরাল করিনি? আহা! স্বপ্নেও করিনি? তুমিও কর নাই। চাঁদরে! তুমি ষোড়শবর্ষীয় হয়েও, অদ্যাপি ঘুমের আবেশে যাদের স্তনাগ্র মুখে ধোরে থাকো—সেই হতভাগিনীদের কি তুমি ত্যাগ কোরে যাবে?

কুমার। (কাতরস্বরে) মাগো! আমি কি করবো? তোমরা কেউ তো ত্যজ্য নও? আমি চিরকাল ত তোমাদেরই? তোমরা বই কাকেও আর মা বোলে জানৃতেমনা, বিধাতা জানিয়ে দিয়েছেন। কি করব? বিধাতার কর্ত্তব্যের প্রতি কার হস্তক্ষেপ সম্ভাবনা? মাতা হৈমবতী পরম দয়াবতীও বটে, সাক্ষাৎ প্রলয়কারিণীও বটে। কিসে কি অনর্থ ঘটিয়ে বসবেন—কে বলবে? তাই বলি মা! আমি চিরকালই তোমাদের। দু'কথা তোমাদেরই বলতে সাহস করি; একবার অনুমতি কর, আমি মার সঙ্গে,—

কৃত্তিকাগণ। (বাধাদিয়া) আর বোল্‌তে হবেনা! আর বজ্র-পতনধ্বনি শুনৃতে চাইনা। আহা বাপরে! আয়, একবার কোলে আয়। একবার জন্মের তরে,—

গীত।

মোদের বুকের ধন বুকে আয়রে
প্রাণভোরে হেরি চন্দ্রানন।

জন্মের তরে অভাগী মায়—(একবার)
মা বোলে কর সম্ভাষণ।
হারে মোদের অন্তের সহায়,
অন্তকালে অভাগী মায়
রেখে যাবিরে কোথায় ;—
মাতৃ-হত্যার ভয় নাই কি তোর,
(ওরে) এখনি ত্যজিব জীবন।
বিদায় হবে হৃদয়ের ধন,
বজ্রাঘাতে বাজবে প্রাণে,
আমরা এতই পাষাণ, ইচ্ছামৃত্যু না হয় যদি,
(ক'রবো আত্মঘাতে মৃত্যুর স্মরণ।

কুমার। হায়! এই উভয় সঙ্কটে কি উপায় হবে! বিধাতঃ! আমাকে মাতৃহত্যা পাপে পতিত হোতে হবে বোলেই কি আমায় সৃষ্টি কোরেছিলে ? তা হোলে, তোমার ভ্রম! আমি কখনই এ ভীষণ পাপে পতিত হবো না, বরং আত্মহত্যা শ্রেয়, তথাপি মাতৃহত্যার কারণ হবনা॥ (প্রকাশ্যে) মা! আপনারা এরূপ আর্ত্তনাদ কচ্ছেন কেন ? আমার কি মৃত্যু নিশ্চয় কোরে এরূপ কচ্ছেন ?

কৃত্তিকা। বালাই! সেকি, বাছা! আহা! ষেটের ছেলে—বালাই দূর হোক্! আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের পরমায়ু তোর হোক্! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তুমি অশোক অমর হও।

কুমার। যদি তা নয়, তবে অত আর্ত্তনাদের কারণ কি ?

কৃত্তিকাগণ। বাপরে! তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ; আমরা কি কোরে স্থির থাকবো!

কুমার। মাগো! আমি কি পশু যে, দুদিনে আপনাদের ভুলে যাবো ? আপনারা কি মনে করেন, আপনাদের স্তন্যপায়ী চিরপালিত কুমার, মাতৃঘাতী দস্যু ? আপনারা শান্ত হউন। আমি অবোধ! কোথায় আমাকে বুঝাবেন—তা আমি বুঝাচ্ছি! আপনারা সকলেই আমার মা ; সকলেই অভ্যজ্যা! জননী নিতে এসেছেন, তিনি তো যম নন ? আমি শপথ কোরে বলছি আপনাদিগকে বিস্মৃত হবোনা! তাই বলি, আপনারা স্বচ্ছন্দ মনে আজ্ঞা করুন ; আমি জননীর সন্তোষ সাধন কোরে অব্যবহিত পরেই এসে সাক্ষাত কচ্ছি। অন্যথা, উভয় সঙ্কটে পতিত ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যে পথ অবলম্বন করে, আমাকে সেই পথ দেখতে হয়েছে!

কৃত্তিকা। (চমকিয়া) নারে বাছা! তুমি চল! আর আমরা কাঁদিব না! এসো মার কাছে যাই।

পার্ব্বতী। (স্বগত) এই তো আমার কুমার আসছে! আহা! আমি সত্যসত্যই পাষানের মেয়ে ; নইলে, আমি এই চাঁদ ছেড়ে প্রাণধারণ কচ্ছি ? হায়! আমি সুখসাগরের সোনার কমল দূরে রেখে শূন্য হৃদয়ে রয়েছি! আর নয়! আজ আমার বক্ষের ধন বক্ষে কোরে নয়ন, মন, জীবন ও নারী-জন্ম সার্থক করি।

কৃত্তিকাগণ। মাগো! এই তোমার পুত্র।

গীত।

ধরধর কোলে কর, প্রাণাধিক প্রিয় তনয়।
আমরা, নিরন্তর চাইনে মাগো,
(একবার) পাই যেন মা অন্ত-সময়।
আমরা ছয়টী পিঞ্জর একটী পাখী,
পুষিলাম বক্ষে রাখি,
(এখন) দিন পেয়ে দিওনা ফাঁকি
এ দীন দুখিনী মায়॥
তুমি পাষাণ নন্দিনী মাগো,
(যেন) হয়োনা পাষাণ ময়।
কোকিলা যেমনি কাকে, ছলে ভুলাইয়ে তাকে,
পোষায়ে আপন শিশু অনায়াসে হোরে লয় ;
যদি তেমতি কর ছলনা,
(তবে) ধর্ম্মে সবেনা তোমায়।

পার্ব্বতী। (হাত বাড়াইয়া) আহা! কই রে আমার চাঁদ ? এসো! আমার জীবনের

সুখ-সমষ্টি এসো। আহা এই মুখ খানি ভু'লে আমি জীবন-ধারণ কচ্ছিলাম। ধিক্! অথবা দুঃখই সুখের পূর্ব্ব কারণ! আজ আমি যে রত্ন লাভ কল্লেম, আমার ভাগ্যের সীমা কে নির্দ্দেশ কর্‌বে? আজ শিবের পদ প্রসাদে, আমার সকল বিষাদের অবসান হোলো! আজ আমি পুত্রবতী, আমি ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী, যশোমতী। আজ আমার অভাব কি? চাঁদরে, বাবারে! এস? একবার কোলে এসে চিরদুঃখিনী মার দুঃখ দূর কর; এসো।

গীত।

এসো কোলে বাপধন,
আমার জীবনের একই জীবন।
আমি, তোমার জননী হয়ে
আমার সার্থক জনম ধারণ॥
এ হেন চাঁদ ঢাকা রেখে,
ছিলাম আমি কি ছার সুখে,
আজি, মুক্ত পুন্নামনরকে ও বাপ,
হেরি তোমার বিধুবদন॥
প্রসূতির একমাত্র,
প্রাণের আশা প্রাণ পুত্র,
তা নৈলে প্রসবে নারীর নিশ্চয় মরণ।
আমি, সে ধন আজি পেলাম বুকে,
ধন্য হোলেম ত্রিলোক মুখে,
(এখন) মা বোলে বাপ,
ঐ চন্দ্র মুখে আমার স্তনাগ্র কর্‌রে গ্রহণ।

কুমার। (পদানত হইয়া) মাগো! এক্ষণে কি কর্‌বো আজ্ঞা করুন।

পার্ব্বতী। বাছারে! তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই আমার সমভিব্যাহারে যেতে হবে। তোমার দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে; সাধনের সময়ও উপস্থিত। সুতরাং আর বিলম্বের সম্ভাবনা নাই, চল।

কুমার। আমার মা সকলের কি উপায় হবে?

পার্ব্বতী। চাঁদরে! তুমি যাদের মা বোলেছ, তোমাকে যাঁরা পুত্রভাবে পেয়েছেন— তাদের আবার উপায় অন্বেষণ কর্ত্তে হয়? তোমার মার উপায় চিন্তা? আহা, বাপরে! এরা যে আমার প্রাণাধিকা ভগিনী! এরা আমার যা কোরেছে, আমি কি কস্মিন্ কালেও সে ধার শোধ কর্ত্তে পার্‌বো? আমি এদের কাছে চিরঋণী—চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে থাক্‌লেম! আমি যেমন তোমার মা, এরাও তেমনি তোমার মা! স্বপ্নেও ভিন্ন মনে কর্‌বে না। কর্‌লে তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র নও! তাই বল্‌ছি, চাঁদরে! তুমি এদের জন্য কোন চিন্তা কোরো না। কার্য্যান্তেই এনে এদের সান্ত্বনা কর্‌বে।

কুমার। মাগো! তবে আপনি একটুকু এদের সান্ত্বনা করুন। আমি আর মাতৃগণের পানে চাইতে পাচ্ছি না। ঐ দেখুন, সেই হোতে চক্ষের ধারা সমভাবেই চল্‌ছে।

পার্ব্বতী। বাবা! তুমি শান্ত হও। আমি এদের সান্ত্বনা কচ্ছি। (অন্যপানে) ভগিনিগণ! এস! আমার কাছে এস! কেন চোখের জল ফেলছো? তোমরা মনে কোরো না, কুমার আজ তোমাদের ছাড়া হোলো? আমি শপথ কোরে বল্‌ছি। এ বালক তোমাদেরই। আমার আত্মজ বটে; কিন্তু আমি কি কোরেছি? সকলই তোমরা কোরেছ! ছোটটী বড় কোরেছ, কষ্টে, অভাবে মাত্র স্তন্য দুগ্ধে রক্ষা কোরেছ। অবাধে, অঘৃণায় কত মল মূত্র অঙ্গে ধারণ কোরেছ! রাতকে রাত জ্ঞান করনি, দিনকে দিন মনে করনি। পেটে অন্ন দেওনি, চোখে নিদ্রা ছিল না—এমনই কষ্ট কোরে এক দিনের শিশু আজ ষোল বছরের ক'রেছ। শিশু-পালন কি কষ্ট—যে করে সেই জানে

কৃত্তিকাগণ। মাগো, আপনি দয়াময়ী, অন্তর্য্যামিনী! আপনি জগন্মাতা, অনন্ত সন্তানের প্রসূতী! কেনই না জান্‌বেন? এক্ষণে আপনার দয়া ধর্ম্ম।

পার্ব্বতী। ভগিনিগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও। এ ছেলে তোমাদের। আজ হোতে

কুমার তোমাদের নামেই চিরকীর্ত্তিত হলেন। আজ হোতে ইনি কার্ত্তিকেয় নামে আখ্যাত হোলেন। এক্ষণে সহর্ষে বিদায় কর। আর আশীর্ব্বাদ কর, ইনি যে উদ্দেশ্য যাচ্ছেন, তা সফল কোরে সত্বরই তোমাদের ক্রোড়স্থ হন।

কৃত্তিকাগণ। মাগো! আপনি দয়াময়ী, আর আমাদের ক্ষোভ নাই। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে কুমার সহ গমন করুন।

পার্ব্বতী। বাছারে! তবে মাতৃগণকে প্রণাম কর।

কুমার। মা সকল! আমি প্রণাম করি. আশীর্ব্বাদ করুন।

কৃত্তিকাগণ। বাপরে বিজয়শ্রী লাভ কর। আমাদের জন্য কোন চিন্তা কোরো না। শীঘ্রই কার্য্যোদ্ধার কোরে এসে আমাদের সুখী করবে।

কুমার। যে আজ্ঞে মা! তবে চল্লেম

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ॥

—০—

কৈলাসপর্ব্বত।

(ইন্দ্রাদি দেবগণ আসীন। কুমারকে লইয়া পার্ব্বতীর প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (সহর্ষে) ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরাজ! এই যে কুমার সহ মা আসছেন। (সকলের গাত্রোত্থান)

পার্ব্বতী। বাপ সকল; বোসো! এই যে তোমার কনিষ্ঠ; আশীর্ব্বাদ কর।

সকলে। মাতঃ! জন্মান্ধের নয়ন, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হোলে লোক যেমন সুখী হয়, আমরা আজ তার সহস্রগুণ সুখী হোলেম! আমরা আর কি আশীর্ব্বাদ করব! আমরা তেত্রিশ কোটী দেবতা,—আমাদের বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, পুণ্য, ধর্ম্ম যাবতীয় কুমারকে অর্পণ কল্লেম; ইনি অক্ষয় শরীর, অক্ষয় যশঃলাভ করুন।

পার্ব্বতী। তোমাদের আশীর্ব্বাদও অক্ষয়—সন্দেহ নাই।

কুমার। (চুপে চুপে) মাগো! এরা সব কে গা?—

পার্ব্বতী। (চুপে চুপে) বাবা! এরা বড় প্রধান ব্যক্তি! ঐ যে দেখছো—উনি দেবরাজ ইন্দ্র। উনি প্রেতলোকেশ্বর ধর্ম্মরাজ। উনি ধনেশ্বর কুবের। উনি জলাধীপ বরুণ। আর আর আর সকলেই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি।

কুমার। মা গো! এরা এরূপ প্রধানতম ব্যক্তি, তবে এরূপ হীন বেশ ও হীন অবস্থা কেন?

পার্ব্বতী। তাইত বাছা! সে দুঃখের কথা অবাচ্য! এরা দুর্জ্জয় শত্রু কর্ত্তৃক ঈদৃশ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে!

কুমার। সে—কি মা! ইনি সুরেশ্বর, ইনি ধনেশ্বর, ইনি প্রেতলোকেশ্বর—সকলেই রাজ্যেশ্বর। এদের আবার শত্রু! তবে কি কোরে রাজা হোলেন?

পার্ব্বতী। বাছা, তুমি বালক! কিছুই জ্ঞাত নও; শ্রবণ কর। দেব ও দৈত্য দুই সম্প্রদায়। এই উভয় সম্প্রদায়ে চিরকালই ঘোর মনোবিবাদ চলছে। দেবতারা সভ্য, সাধু চরিত্র। স্বভাবগুণে, বুদ্ধির কৌশলে চিরকাল সর্ব্বোপরি প্রভুত্ব রক্ষা কোরে আসছে; কিন্তু দৈত্য চিরকালই দুর্বৃত্ত, হিংস্রক প্রকৃতি! দেবগণের চির শত্রু! অধুনা তারকাসুর নামে প্রচণ্ড দৈত্য, অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে বশীভূত কোরে বিজয় বর লাভ কোরেছিল। এক্ষণে সে দুরাত্মার অত্যাচারে ব্রহ্মাণ্ড বিব্রত। এদের যে কত দুর্দ্দশা করেছে—তা কি বোলবো! দেব কন্যা, দেব বধূগণ তারকের অন্তঃপুরে দাসীত্বে নিযুক্ত। সম্প্রতি, সর্ব্বপ্রধানা, দেবরাজের মহিষীও অপহৃতা হয়েছেন।

কুমার। কি—এত অত্যাচার? মাগো! আপনারা বর্ত্তমানে এত দৌরাত্ম্য! জননি! আপনি আজ্ঞা করুন, আমি একবার সেই

দুরাত্মা ধর্ম্ম-দ্রোহী, রাজদ্রোহী, দেবদ্রোহী দৈত্যকে দেখবো।

পার্ব্বতী। সে কি বাবা! অসম্ভব! অতি অসম্ভব! তুমি শিশু, তোমার মুখে এরূপ অত্যুক্তি সাজেনা। যে দুর্দ্দান্তের প্রতাপে ইন্দ্র, যম, হুতাসন প্রভৃতি উৎসন্ন প্রায়; তার বিরুদ্ধে তোমার গমন! এমন সর্ব্বনাশের কথা কখনই বোলোনা!

কুমার। (সহাস্যে) মাগো! আমি আপনার সন্তান, অত্যুক্তি হয়নি! এই শক্তিঅস্ত্র পিতা এবং আপনার দত্ত নয়? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার চরণ প্রসাদে আমি আপনাদিগকেও জয় করতে সমর্থ। দুরাত্মা দৈত্য বিনাশে আমাকে একটী ক্ষুদ্র কীট সংহারের আয়াসও পেতে হবে না।

পার্ব্বতী (সাহাস্যে) তথাস্তু! বাবা, তুমি পারবে। তোমার জন্যই এরা অপেক্ষা কচ্চে। যাও, ত্বরায় এদের কর্ম্মোদ্ধার কোরে আমার ক্রোড়ে এসো। বাপ ইন্দ্র! কুমারকে নিয়ে গমন কর। এত দিনে তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হলো!

ইন্দ্র। যে আজ্ঞা মা! আপনার চরণ প্রসাদে সকলই সম্ভব! তবে বিদায় হই। আশীর্ব্বাদ করুন।

পার্ব্বতী। বিজয়শ্রী লাভ কর।

কুমার। জননি! তবে আসি?

পার্ব্বতী। হাঁ, বাছা! এসো। (শিরস্ত্রাণ, শিখাবন্ধন প্রভৃতি কোরে) তবে এসো, দেবতাদের বাঞ্ছা পূর্ণ কোরে এসো!

(জয়ধ্বনি)।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

দৈত্যরাজ পুরী—সভাস্থল।

(দৈত্যরাজ, মন্ত্রী ও দূত প্রভৃতি।)

দৈত্যরাজ।

কহ দূত; কহশুনি সে গূঢ় কাহিনী।
কি হেতু অমর পুনঃ মাতিল সমরে?
কার বলে বলী হেন? সুষপ্ত শৃগাল
নাদিলা ভীষণরবে, ক্ষিপ্ত করি অরি।
কেশরী নিনাদে যথা শিকার সম্মুখে।
কি বিস্ময়! নিঃসহায় নিরীহ অমর
দলিত ভূ-লতা সম, দৈত্য পদতলে।
তাড়িত তস্কর যথা ত্রাসিত জীবনে
পলায় পশ্বাদি প্রায় নির্জ্জন গহ্বরে;
তেমতি নিবীর্য্য ভীরু পৌরুষ বিহীন,
কি সাহসে গর্জ্জে হেন প্রলয় গর্জ্জনে।
ঘোরতম ঘন যথা ইরম্মদ-ধারী।
অসম্ভাব্য, অবিশ্বাস্য, রহস্য-জনক?
ভৌতিক কৌতুকাবহ তবে কিরে দূত?
সত্যকহ; কিংবা সব নিশার স্বপন।

দূত। আজ্ঞাবহ, প্রভো! তব অনুজ্ঞা পালনে,—
নির্জিত অমর-বৃন্দ যথা দলে দলে
সমবেত, পুরন্দর পর্ব্বত কন্দরে—
অতীব দুর্গম পথ ক্রমে অতিক্রমী
পশিল এ দাস তথা, গুপ্তচর বেশে।
সে হেন প্রচ্ছন্ন ভাবে কাহার শকতি
বিলোকে? লক্ষিবে মূর্খ বিপক্ষ-নিচয়?
প্রবেশি অরিষ্ট দলে ইষ্ট নিষ্ট হেন,
ভ্রমেও না সম্ভাষিল ভিন্ন ভাব গণি!
স্বচ্ছন্দে ও পদ স্মরি পশিনু সভায়।
কিন্তু নাথ! শুন এক অপূর্ব্ব কাহিনী।
হেরিনু অপূর্ব্ব এক কুমার মূরতি;
সজ্ঞানে স্বপনে-কিংবা কল্পনার বলে,

হেরেছে কুত্রাপি কেউ অনন্ত জগতে,
অনন্ত সে পবিত্রতা, চর্ম্মনেত্র ধরি,
ধরিত্রী সন্তান ? ধন্য তবে সেই জন।
পুণ্য নিকেতনে এ কিঙ্করও ধন্য বটে;
কিন্তু মূঢ় এ দাস! কি শকতি স্বরূপ বর্ণনে!
কাব্যের প্রসূতী সতী ভারতী শোভনা,
প্রকটিলা নব রস, নব ভাবে দেবী ;—
আদ্য, বীর, রৌদ্র, শান্তি, করুন, অদ্ভুত,
বিভৎস, ভক্তি, ভয়ানক রসচয়।—
কবির কল্পনা পাঠে মনে অনুভব ;
প্রত্যক্ষে, এ ভাব লক্ষ্য নহে কদাচন।
কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! আজি কল্পনার ফল
ফলিল প্রত্যক্ষে ; হেরিয়া সেই কুমার অটলে
নবভাব পূর্ণ ভাবে একত্র বিরাজে।
বেষ্টিত সুধাংশুদেব যথা নভস্তলে,
অনন্ত হীরক স্তম্ভ নক্ষত্র নিকরে।
বিধির মানস সরে অরবিন্দ-কুল,
কে গণিবে, কোটীবৃন্দ সঙ্খ্যা পরিমিত।
তার মাঝে অবতরি যথা অংশুমালী,
মূর্ত্তিমান কমল বান্ধব, প্রেমোল্লাসে,
—ভাসিত, হসিত রবি—উজলিয়া সবে
অংশু-জালে স্বীয় সৌর্য্য বাড়ায় দ্বিগুণ ;
তেমতি, অথবা ততোধিক শত গুণে,
সুশোভিত ; অরিবৃন্দ অরবিন্দ মাঝে!
সহস্র সহস্র-রশ্মি জিনিয়া প্রভায়
প্রভান্বিত সুকুমার ; যেন সার্ব্ব-ভৌম।
শক্তিধর, মহাশক্তি-তনয় বাখানি—
সম্ভাষিছে সুরবৃন্দ, সানন্দ সম্ভাষে।
দৈব বলে বলী শিশু ; বিক্রমে বিশাল।
ভীষণ কেশরী যথা কিশোর বয়সে
সমুদ্ধত ; ক্ষণে ক্ষণে সে বীর বালক
তেমতি উদ্ধতভাবে বিরাট সভায়,
নেহারি, বিবর্ণ নেত্রে দানিছে অভয় ;
সুগভীর রবে বীর সুর-বীরগণে।
তেজস্বীর তেজে উত্তেজিত বাজি রাজি।
আস্ফালিত হ্রেষা রবে পরশে গগন!
সমর-মাতঙ্গ-দল রণমদে মাতি,
গরজি গভীরনাদে বিদারে মেদিনী।
থর থর কড় কড় পটহ নির্ঘোষে
কাঁপায় গগন-তল ; কাঁপায় বসুধা ;
কাঁপায় সুমেরু শৃঙ্গ, কাঁপায় সাগর।
প্রলয়ের ঝড় যথা প্রলয়-কালীন!
অনন্ত বিজুলি সম উজলি কৃপাণ,
হান হান আস্ফালনে, শব্দিত সতত।
জীমুত মন্দ্রের মন্দ মন্দ্রনার রব—
অযত্নে শ্রবণ-লব্ধ ; তাই সে মন্ত্রণা
পশিয়াছে এ দাসের শ্রবণ বিবরে।
আসিবে অমর দূত এখনি সভায় ;
সন্ধি প্রস্তাবনা অগ্রে ; অন্যথা সমর।
বিস্তারি কহিবে দূত সে সব বারতা।
এ দাস বিদায় প্রার্থী প্রভুর চরণে।

দৈত্যরাজ।

শুনিলে সচিব বৃন্দ দূতের বারতা ?
বীর প্রসূ বসুন্ধরা, আমা হেন বীরে
পাশরিয়া, পুনঃ কোন্ বীরের প্রসূতী
হইলা ? লভিলা বীর-মাতা আখ্যায়িকা।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আত্মজের প্রভুত্ব ঘুচাতে,
প্রসবিলা হেন বীর কাহার ঔরসে ?
দুশ্চারিণি! স্মরিলি চরম দিন এবে।
পদাঘাতে বিদারিব জঠর কঠোর ;
পাষাণ হৃদয়া তোরে দিব রসাতল।
জাননা, তারক দৈত্য ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ?
শুনিলে, শুনিলে মন্ত্রি! শুনি হাসি পায়
মহাশক্তি সুত বলি সে বীর বালক,
পরিচয় দেয় নাকি মূঢ় সুরগণে!
রুদ্র তেজোৎপন্ন মহাশক্তির আত্মজ!
কে কোথা শুনেছে হেন স্বপনের কথা ?
সহস্র সহস্র বিশ্ব ইচ্ছায় প্রসবে,
প্রসব বেদনা তার কি রহস্য হায়!
বিশেষতঃ, রুদ্রসুত ক্ষুদ্র দেবতার
দাসত্বে নিযুক্ত! হেন অযুক্ত ভারতি!
হীন বুদ্ধি দূত—তাই হেন বাখানিল।

মন্ত্রি। জ্ঞানের আকর বটে আপনি রাজন্!
অন্তর্য্যামী যেই জন, কোন কার্য্য ভবে
অবিদিত থাকে তার জ্ঞানের আলোকে ?
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান—ত্রিকালজ্ঞ যেই।

মাতৃ জারবৎ গুপ্ত যে গূঢ় কাহিনী,
জ্ঞানীর গোচরে ব্যক্ত দৈববাণী বলে।
সর্ব্বদর্শী ত্রিকালজ্ঞ তুমি হে রাজন্!
আপনা সিদ্ধান্তে কেবা করে প্রতিবাদ?
কে আছে এ হেন জ্ঞানী ত্রিবিধ সংসারে?
বুদ্ধি-বল, বাহুবল, দৈববলে বলী
যে বলে ত্রিদশালয় ক্রীড়াস্থলী তব।
স্বগুণে সচীব পদ প্রদানিলে, প্রভো!
রাজ-প্রথা নিবন্ধন মাত্র হেতু বাদ;
নতুবা কি গূঢ় মন্ত্র তব অগোচর?
আদেশিলা, তাই নাথ! বলিতে সাহসী।
বিবরিলা যাহা দূত, অদ্ভুত কাহিনি;
সন্নিপাতে রোগী যথা অসম্বন্ধ ভাষে,
ভাষিল তেমতি দূত; ইন্দ্র-জালে মাতি।
বল-বীর্য্য-শৌর্য্যে কভু অধিকারী নহে
দেবগণ; কিন্তু চির দুরন্ত কৌশলি।
ইন্দ্র বেটা, ইন্দ্র জালে অদ্ভুত নিপুণ।
কি কুহকে হোরেছিল গুরু পত্নী, পাপী!
পাপাত্মা নাস্তিক প্রতি শাস্ত্রের বিধান,
বিধি মত হয়েছিল। কিন্তু, কি কুহকে
হইল সহস্র ক্ষত, সহস্র-লোচন?
বিশ্বকর্ম্মা নামে এক শিল্পীর নিদান,
কত যে কুহক তার এসে কল্পনায়;
সে সবে ভুলিয়া দূত হেন বাখানিল!
হীন বুদ্ধি, হীন জাতি, কি আর বুঝিবে?
ক্রুষিল বায়স দল ডিম্ব অপহৃতা
কাল দংষ্ট্রক প্রতি, প্রতি-হিংসা তরে!
কি আশ্চর্য্য! মূঢ় সুর কুষিল তেমতি-
রাজ্য-ভ্রষ্ট; এবে দেখ জীবন হারাতে?
দেখিল দেখিল দূত তেমতি উদ্যম
অজা-যুদ্ধে-ঋষি শ্রাদ্ধে যথা আড়ম্বর।

রাজা। (সন্তোষ।)
ধন্য মন্ত্রি! বটে বটে, ভাল বাখানিলে?
উপযুক্ত পাত্র বট এ রাজ ভবনে
তুমি হে ধীমান; বিদ্যার অগাধ নিধি।
সার্দ্ধ রাজ্য দানি, যদি হয় পুরস্কার।
কিন্তু সহযোগী ভাব রীতি-বিপর্য্যয়;
তাই তার বিনিময়ে রাজ-অলিঙ্গন,—
যে ধনের মূল্য নাই অনন্ত জগতে—
গ্রহণে কৃতার্থ, ধন্য মানো আপনারে!

(আলিঙ্গন দান)

মন্ত্রী! কোথায় রাখিব, নাথ অনুকম্পা তব? ধরে কি এ ক্ষুদ্র দেহে অনন্ত লহরী?

গীত।

ধন্য প্রভো ধন্য আমি, ধন্য আমার এ জীবন।
যে অঙ্গের আলিঙ্গন বাঞ্ছে শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
একেশ্বর রুদ্র যিনি, আপনারে ক্ষুদ্র গণি,
(যার) বিদ্রোহ ভয়ে বাধ্য তিনি
(আমি) লভিলাম তার আলিঙ্গন।
(যার) গাম্ভীর্য্যে সাগর ক্ষুন্ন,
ধৈর্য্যে বসুধা বিষন্ন,
বুদ্ধির নৈপুণ্যে হয় ত্রিলোক শাসন,,
পলকে প্রলয় যার, 'আমি' প্রসাদ লভিলাম তার
এ হোতে সৌভাগ্য কারও,
(আহা) ঘটেছে কখন।

(দেবদূতের প্রবেশ।)

দেবদূত। জয় জগদীশ হরে। জয় দেবরাজের জয়।

রাজা। মন্ত্রিন্! ইনি কে—জিজ্ঞাসা কর!

মন্ত্রী। আপনি কে? কোথা হোতে আগমন হোলো?

দেবদূত। আমি দেব-দূত; দেবলোক হোতে আগমন। দৈত্যেশ্বর! অভিবাদন করি।

মন্ত্রী। তুমি দূত; সাবধানে কথা বলো। দৈত্যেশ্বর নহে,—ত্রৈলোকেশ্বর বল।

দেবদূত। অদ্য নয়! হয়ত কাল ব'লবো।

মন্ত্রি। এ তোমার ভ্রম! ত্রিদোষাশ্রিত প্রলাপ—অশ্রাব্য; দ্বিরুক্তি, প্রমাদ-কর। সাবধান!

রাজা। মন্ত্রিন্! ক্ষান্ত হও। দূত সর্ব্বত্র ক্ষমার পাত্র!

মন্ত্রী। তোমার সঙ্গে বাগাড়ম্বর বৃথা। তোমার বক্তব্য—বল; কি প্রয়োজনে আগমন?

দেবদূত। হাঁ মহাশয়! বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা,

নিষ্প্রয়োজন। শান্তি, অশান্তি উভয়েই স্বেচ্ছাধীন; যে হয় ক্ষণপরেই স্থির হবে। এক্ষণে আমার নিবেদন গ্রহণ করুন। দেবরাজ ইন্দ্র আমার দ্বারা এই প্রস্তাব বোলে পাঠালেন—

মন্ত্রি। (বাধা দিয়া) ওহে! দেবরাজ আর বোলো না, রাখালরাজ বল। কেননা এক্ষণে মাঠই হোচ্ছে রাজপাট, অরণ্যই রাজধানী, গিরি গুহাই মন্ত্রভবন।

দেবদূত। যাই বলুন, আমি হ'চ্ছি দূত; আমার কর্ত্তব্য কাজ না ক'রে যেতে পাচ্ছিনা। এক্ষণে শ্রবণ করুন বা নাই করুন—সে আপনাদের স্বেচ্ছাধীন।

মন্ত্রী। না—না, তুমি বলো? দেবরাজ কি বোলে পাঠালেন—অবিকল বলো।

দেবদূত। দেবরাজের বাক্য,—যুদ্ধ বিগ্রহে সন্ধিই একমাত্র শান্তি। অকারণ উভয় দলের শোণিত প্রবাহে ধরাকে কলুষিত করা কেবল অশান্তি, এবং পাপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন মাত্র! অতএব সন্ধি সংস্থাপনই উভয় দলের মঙ্গল-জনক সন্দেহ নাই।

রাজা। উত্তম।

মন্ত্রী। দেবরাজ উত্তম প্রস্তাবই কোরে-ছেন। চিরদিন অশান্তির অঙ্কদেশ আশ্রয় কোরে থাকা মূঢ়ের কার্য্য—সন্দেহ নাই কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না যে, কিরূপ সন্ধি সংস্থাপন হবে। যেখানে বিবাদ, সেইখানে সন্ধি। এক্ষণে সে বিবাদ বিসম্বাদ কোথায়? আজ কাল্ তো এ পক্ষ হোতে কোন অত্যাচার হোচ্ছে না? তবে কিসের সন্ধি হবে?

দেবদূত। ভালই বোলেছেন। আরও অত্যাচার! আমরা যেন পরাভূতই, স্বীকার ক'ল্লাম। আচ্ছা—বলুন দেখি, কোন্ নরাধম রাজা, রাজ্যচ্যুত রাজার বাসস্থানের প্রতি হস্তক্ষেপ কোরেছে? কস্মিনকালেও নয়। আপনারা তাই কোরেছেন; অধিকন্তু, যে কার্য্যে রাজ্য উৎসন্ন যায়, ধর্ম্ম উৎসন্ন যায়, যা শ্রবনেও পাপের একশেষ হয়—সেই অবলার প্রতি অত্যাচার! সেই মানিনী কুল-কামিনীর কুলমানাপহরণ—হোঃ কি দুষ্কর্ম্ম! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! পাপের চরম সীমা লঙ্ঘন কোরেছেন। আরও অত্যাচার বাকী আছে! কি আশ্চর্য্য! আমি বলি, এখনও বিকৃত মনের শাসন করুন। দুরভিসন্ধি ত্যাগ কোরে সমুচিত সন্ধি সংস্থাপন করুন। নচেৎ পাপের ফল সদ্যই ফলবে। অহঙ্কারই অমঙ্গলের সোপান। একজন দর্পহারী আছেন! ঐ সোপানে পদার্পণ ক'রতেই তিনি স্বীয় শাসন-দণ্ডে, তার পদ ভগ্ন করেন। অতএব সব ছেড়ে দিন; —তবেই মঙ্গল।

রাজা। না দিলে?

দূত। যুদ্ধ।

রাজা। যুদ্ধে আমি কুন্ঠিত?

দূত। এ যাবৎ ছিলেন না বটে, এক্ষণে—

রাজা। আচ্ছা, তাই বা হোলো! ভাল, যুদ্ধের চরম কি?

দূত। জয়, অথবা মৃত্যু।

রাজা। পুরুষের পক্ষে এ উভয়ই যে মহান পৌরুষ ব্যাপার—তা জান? এই নশ্বর জগতে সকলই যে অস্থায়ী, সকলকেই যে মরতে হবে—তা জান? সেই স্বভাব-সিদ্ধ মৃত্যুতে ভয় কার? লঘুচেতা, ভীরু, কাপুরুষ, লজ্জাহীন, হতবল, হতমান, মূঢ় সুরগণের ভয়! সেই পলাতক শৃগাল, রণতস্কর, বীরকুল-গ্লানি, পণ্ড, পাষণ্ড, পশু, বর্ব্বর অমরদের ভয়। কি আশ্চর্য্য! যেজন স্বীয় সার্দ্ধাঙ্গ অসূর্য্যম্পশ্যা সহধর্ম্মিনীর রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষম, যার ধর্ম্ম-পত্নী পরগৃহে দাসীত্বে নিযুক্তা, সেই হতভাগ্য কুতঘ্নের আবার জীবিত তৃষ্ণা? ঐশ্বর্য্য মমতা? সুখ সম্ভোগ লিপ্সা? ধিক! তার জন্মে ধিক, মর্ম্মে ধিক্, কর্ম্মে ধিক্। সেই অন্ধকীট নার-কীর মুখে আমি শতবার পদাঘাত করি। শুন দূত! তুমি যাও, এই মুহূর্ত্তে যাও—যেয়ে ইন্দ্রকে বল? সে ভিক্ষার্থী হয়ে আমার কাছে ভিক্ষা করুক—আমি সমস্ত দিব। রাজ্য দিব, ঐশ্বর্য্য দিব, এমন কি, সেই পদ-সেবন-যোগ্যা শচীকেও প্রত্যার্পণ ক'র্ব্বব।

ঈদৃশ হীনবীর্য্য, লজ্জাহীন পশু সঙ্গে যার যুদ্ধ প্রয়াস,—সেও পশু! তুমি যাও। ত্বরায় যাও, যেয়ে আমার আবাহন জানাও!

দূত। দৈত্যরাজ! আমি দূত, নির্ভয়ে বল্‌ছি,—আপনি জানেন না যে, আপনি কেবল মাত্র যমকেই নিমন্ত্রণ ক'চ্ছেন। আমার যাওয়া মাত্র সাপেক্ষ—আর বল্‌তে হবে না, এখনি আস্‌ছেন। পরস্ত্রী হরণের প্রায়শ্চিত্ত এখনই হবে। যে শচী অবরুদ্ধ, তার দাসীত্বে দৈত্যরাজরাণীকেই নিযুক্ত থাকৃতে হবে, নিশ্চয় হবে! দৈত্যরাজ, তবে আমি বিদায়।

রাজা। (আরক্তচক্ষে)
রহ দূত, রহ রহ, কহ শুনি এবে,
এহেন দাম্ভিক বাণী—শ্রুতি বিদারক,
মর্ম্ম বিদারক—সাজে কি সে পশু মুখে?
যে মুখ সহস্র পদাঘাতে বিদলিত,
যে মুখ চপেটাঘাতে দন্ত বিরহিত,
যে মুখ কলঙ্কপঙ্কে চিরবিমর্দ্দিত,
ছিন্ন ভিন্ন যেই মুখ শ্মশ্রু উৎপাটনে;
মুষ্ট্যাঘাতে যেই মুখ শোণিত প্লাবিত,
সেই মুখে হেন বাণী বজ্র খড়সাম?
এত তেজ! এত দম্ভ! দাসত্ব জীবনে?
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই, রক্ষা নাই এবে।
কাটিব, কাটিব মাথা খান খান করি;
নারিকেল অম্বুবৎ শত্রুর শোণিত,
গণ্ডূষে করিয়া পান তৃষ্ণা ঘুচাইব।
ছেদিব, ছেদিব ছদ্ম অমর পামরে;
ক্রীড়াশক্ত শিশু যথা ছাগ কল্পনায়,
কদলীর মূল কাটে কাটারি প্রহারে;
তেমতি, তেমতি আজ তেমতি কাটিব।
সুর-পশু বলিদানে তুষিব সমরে
সমর রঙ্গিনী রণচণ্ডী চামুণ্ডায়।
সাজাব, অমর অস্থি খণ্ড খণ্ড করি,
মুণ্ড সহ গাঁথিমালা, নৃমুণ্ড মালিনী।
খর্পরে রুধির পিয়ে লোল রসনায়-
তুষিবে এ বরপুত্রে শত্রু বিমর্দ্দিনী,
বরদানে। উড়াইব বিজয় পতাকা।
বাজিবে বিজয়ডঙ্কা জিত দৈত্যপুরে।
ওই শুন, ওই শুন, সুর-বীরগণ,
সাগর গর্জ্জনবৎ নিনাদে গভীর
সমর প্রাঙ্গণে; রণরঙ্গ মদে মাতি।
সাজহ, সাজহ সৈন্য বর্ম্ম, চর্ম্ম সাজে,
বাজাহ, বাজাহ শিঙ্গা। পাটহ নির্ঘোষে-
নিনাদে মেদিনী দ্বিধা, কাঁপাও সুমেরু,
কাঁপাও বারিধিবরে, কাঁপাও গগন।
উঠুক আকাশ পাতাল ভেদি দৈত্য জয়নাদ,
জাগুক ত্রিনিবাস বাসী সব।
শূল আন, শূল আন, শূল আন এবে,
হান হান খড়শাণ, পট্টিশ, তোমর।
ভেলক, বরশা, শেল, বিশাল বিশাল-
বজ্র-ভেদী ভীম খাণ্ডা ভীম প্রহরণ।
রণজয়ী শিলীমুখ সূচিমুখ, পাশ,
অর্দ্ধচন্দ্র, আগ্নেয়াস্ত্র, ধর শক্তিধর।
ধাও বীর ধাও হেন বিদ্যুত চলনে;
বিলম্বে বিপদ। শত্রু আক্রমে শিবির;
অতএব সাজ সাজ সাজ বীর সাজে,
সজ্জিত শত্রুর শির কাটি পাড় ভূমে।

গীত।

সাজ সাজ রণে সাজ দক্ষ সেনাগণ।
ঐ যে বিপক্ষ সেনা বাজালো রণ বাজনা,
নিনাদে ঘোর ঝঞ্জনা চমকে ত্রিবাসীগণ।
বর্ম্মে চর্ম্মে সুসজ্জিত কটিবন্ধে ভিন্দিপাল,
ঝলসে বিদ্যুৎ জ্যোতি ধর করে করবাল,
তুরকি, ধানুকি সাজ পদাতি সৈনিক জাল,
কালান্তের কাল সম কর বৈর নির্য্যাতন।

(হিরণাক্ষের প্রবেশ।)

হির। আদেশি দাসেরে নাথ বীরোচিত-
ভাবে, বিদায় করহ রণে; দিয়ে পদধূলি।
ও পদ প্রসাদে দাস নিমিষে বান্ধিবে,
রচি ব্যূহ-জাল, সুর-বৃন্দ ইন্দ্র সহ।
গহনে নিষাদ যথা রচি কূট জাল,
পশু বৃন্দে বান্ধি করে কুটিল সন্ধানে;
পাশাস্ত্রে বাঁধিয়ে শিশু সুর সেনাপতি,
আনিয়ে ভেটীবে দাস, ও পদ যুগল।

কথাকৃত শোধিবেক পিতৃ ঋণ ভার।
যে পুত্র পিতার শান্তি সাধনে বিমুখ,
কুম্ভীপাক নরকে না হয় তার স্থান
বীরকুলে জন্ম মম, বীরকুলর্ষভ
ত্রিলোকের পূজ্যতম পিতা বীর্য্যবান্।
দীপশিখা হ'তে দীপ করে উৎপাদন,
তেজেতে বৈষম্য কভু হয় কিসে দীপ ?
বীরাত্মজ স্বয়ং বীর ও পদ প্রসাদে,
হইব সমরজয়ী অমর নিধনে।
আজ্ঞাকর, আজ্ঞাকর এ দাস আত্মজে।

রাজা। ধন্য বীর-পুত্র তুমি, ধন্য ধরা ধামে।
ধন্য পিতা তব ধন্যা প্রসূতী তোমার;
রত্না গর্ভা সেই ধনী, এ হেন রতনে
ধরিলা উদরে, রত্ন খনি। কোহিনর
মহারত্ন—সুদুর্লভ অনন্ত জগতে—
যে খনি সম্ভূত, সে হোতে অনন্ত গুণে
গরীয়সী তোমা হেন রত্ন-প্রসবিনী।
জানিনু, জানিনু আজ সৌভাগ্য নিশ্চয়।
রক্ষিতে পর্য্যায়োচিত কুল মর্য্যাদায়
পূর্ণক্ষম তুমি বীর, বীর-কুলর্ষভ।
এ আসন যোগ্য তুমি, দৈত্য-কুল-রবি।
যাও বীর, যাও তবে বৈর নির্য্যাতনে;
ভীষণ বিক্রমে আক্রমি অমরে,
অমরত্ব ঘুচাও তাদের। দাসত্ব নিগড়ে
বদ্ধ করি অরি দল, রুদ্ধ কর কারাগারে।

হিরণ্যাক্ষ। সেনাগণ! সজ্জিত হও, সজ্জিত হও! আমি এই মুহূর্ত্তেই সজ্জিত হয়ে আসছি।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর—রাণীর কক্ষ।

(হিরণ্যাক্ষ ও রাণী।)

হির। ও কি মা? আপনি এত বিষন্ন ভাবে বোসে কেন? আপনি এমন সময় পূজার ঘর ছাড়া কোথাও ত থাকেন না? আমি এই মাত্র পূজার ঘর থেকে এলাম। পূজার সকল সজ্জাই প্রস্তুত, আজ এত বেলা পূজা ক'রছেন না কেন?

রাণী। কে, বাবা হিরণ্যাক্ষ! এসো। আহা, এত বেলা তোমারেই মনে কচ্ছি! সেটের বাছা, বেঁচে থাক, অশোক অমর হও। ওকি বাবা? অসময় এ সজ্জা কেন? মৃগয়ায় যাবে কি?

হির। না মা, যুদ্ধে যাচ্ছি।

রাণী। আবার কোথাকার যুদ্ধ?

হির। নূতন নয়; সেই অমরগণের সহিত যুদ্ধ।

রাণী। তাইত! তাইত! আহা, সেই জন্যই তো আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছে! আমার বক্ষে মুহুর্মুহু ঝটিকাঘাত পোড়ছে! আমি দশ দিক ভীষণ তমসাচ্ছন্ন দেখছি! বাবা! শীঘ্র, তোমার এ ভয়ঙ্কর সজ্জা ত্যাগ কর। আমার চক্ষুশূল দূর কর। আমার বক্ষের বিষম শেল উন্মোচন কর। আমার নিরাশ জীবন আশান্বিত কর। তোমার এ বেশ দেখে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হোচ্ছে; শীঘ্র এ বেশ ত্যাগ কর।

হির। মাগো! আমি যে চমৎকৃত হোচ্ছি! মা! আপনার এরূপ অভাবনীয় ভাবান্তর কেন? জন্মাবধি তো এরূপ ভাব দেখিনি?

রাণী। অন্য কিছু নয়! আজ তোমাকে যুদ্ধাভিলাষ ত্যাগ কর্ত্তে হবে! প্রাণ যায়, মান যায়, ঐশ্বর্য্য যায়—সমস্ত যায়, তবু আজ তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিবনা।

গীত।

বাছা হিরণ্যাক্ষরে যেওনা বাপ আজিকার রণে।
তোমার রণ সজ্জা হেরে আমার হোলো
অসহ্য বেদনা প্রাণে।
ত্রিলোকপতি পশুপতির তেজোৎপন্ন সেনাপতি,
(ওরে) তার রণে অব্যাহতি,
কারো নাই এ ত্রিভুবনে।

অভাগী মার কথা রাখো বুকের ধন বুকে থাক,
আমার এজীবনে তুমিই এক
(ডাক) মা বলিয়ে চন্দ্রাননে।

হির। কি আশ্চর্য্য! জননি! এই সামান্য কারণে এত শঙ্কিত হোচ্ছেন? আপনার পদ প্রসাদে কে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হবে? এই ভীষণ শরানলে সব পতঙ্গবৎ মধ্যে নিমেষ মধ্যে দগ্ধ হবে! মা! আপনি যা বল্লেন, সেতো আমোদেরই কথা? রুদ্র তেজোৎপন্ন সেনাপতি যে আমার ইষ্টদেব? আপনারা রুদ্রের উপাসক। পর্য্যায় ক্রমে আমি তদীয় পুত্র কুমারের উপাসক। গুরু শিষ্য সম্বন্ধ। পুত্র হোতেও শিষ্য প্রিয়তর! সুতরাং পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হোলেও ইষ্টদেব কখনই শিষ্যের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হবেন না। যদি হন, তাও তো অমঙ্গলের নয়? নশ্বর জীবনের এ হোতে সুকৃতি আর কি আছে? এ মৃত্যু যে প্রার্থনীয়! কিন্তু তা কই? আমি নিশ্চয় বল্‌ছি,—হয় ভক্তিপাশে, নয় ধনুক পাশে, যে প্রকারে হউক, সেই বন্দনীয় কুমার আজ আমার, হস্তে বন্দী হবেন। আপনারা তদ্দর্শনে কায়, জীবন, ইন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয় সমুদয়ের সার্থকতা লাভ করবেন! এমন শুভ কার্য্যে কি বাধা দিতে আছে? এক্ষণে প্রসন্নভাবে বিদায় করুন। ঐ পদধূলি প্রভাবে স্বয়ং রুদ্র দেবও আমার কাছে পরাভূত হইবেন!

রাণী। বাবা! তুমি যতই বল না কেন, আমার চিত্ত কোন প্রকারেই স্থির হোচ্ছে না। বারংবার উদ্যম ভঙ্গেও সঙ্কোচ করি; কিন্তু বাবা, রণক্ষেত্রে অভাগী মাকে ভুলো না। মনে রে'খ, ঈশ্বর মঙ্গল ক'র্‌বেন।

হির। মা, আশীর্ব্বাদ করুন। আর পূজার বেলা অতীত প্রায়! যান, পূজাসনে আমার অক্ষয় মঙ্গল কামনা করুন।

রাণী। হাঁ বাবা! ভাল বোলছ। আমি তাই কচ্ছি। তবে তুমি এস।

(রাণীর প্রস্থান।)

(জয়ন্তীর প্রবেশ।)

হিরণ্যাক্ষ। কিগো জয়ন্তি! অত ব্যস্ত কেন গা? এলোকেশ, এলোবেশ, স্বেদ-নির্গমে বসন পর্য্যন্ত আর্দ্র হয়েছে,—কারণ কি?

জয়ন্তী। যুবরাজ! বড় বিপদ; বড় বিপদ! এত বেলা আপনাকেই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার সখী অকস্মাৎ কেমন হয়ে পোড়েছেন। আপনি যুদ্ধে যাবেন শুনে একেবারে পাগল হয়েছেন। আপনাকে ডেকে দিবার জন্য, আমায় কত মেরেছেন? সখীর এরূপ ভাব আর কখনই দেখি নাই। শীঘ্র চলুন।

হিরণাক্ষ। (স্বগত) ব্যাপারখানা কি? আজ যে পদে পদে বিঘ্ন! মা ওরূপ করলেন! আবার যে প্রিয়া বালিকা হয়েও যুদ্ধের প্রসঙ্গ মাত্রে মস্তক উন্নত কোরে কত উৎসাহ দান কোরেছেন; তিনি আজ যুদ্ধ সংবাদেই মূর্চ্ছিতা! কি আশ্চর্য্য! ভগবান! তুমিই জান। (প্রকাশ্যে) সখি, চল! তুমি অগ্রসর হও।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর—হেমপ্রভার কক্ষ।

মূর্চ্ছিতাবস্থায় হেমপ্রভা পতিতা।

(জয়ন্তীর সহিত হিরণাক্ষের প্রবেশ।)

জয়ন্তী। প্রিয় সখি, উঠ। এই যে যুবরাজ এসেছেন।

হেম-প্রভা। এ্যা! তিনি এসেছেন? কই? কই তিনি? সখি! তিনি এসেছেন? সত্য বল, তিনি কি এসেছেন?

হির। সে কি প্রিয়ে? সত্য সত্যই পাগল হোলে না কি! সত্য মিথ্যা একবার চোখ মেলে দেখ না!

হেম। হা ঈশ্বর! আমার চোখ মেল্‌তে

দাও। আমায় যেন স্বপ্ন দেখতে না হয়। (চক্ষু মেলিয়া) এ কি! এ কি! এ কি! আহা, এ কি রূপ? এ কি বেশ? হায়! এই ত সেই রূপের পূর্ব্বরূপ! হা নাথ! এ সজ্জা কেন? এ ভীমকান্ত-রূপ, এ বীর-বেশ কি এ আলয়ের যোগ্য?

গীত।

এ বেশে কেন প্রাণনাথ, দাসীর নিকেতনে।
অবলা সরলা আমি ওরূপ সহেনা নয়নে।
হেরি তোমায় অসি হস্ত, শৃঙ্গময় হেরি সমস্ত,
বুঝি আমার সুখ অস্ত, হ'ল এতদিনে।
দেখিলাম আজ যে স্বপন,
বল্‌তে হয় বুক বিদারণ;
শত্রু হবেন ত্রিলোচন তোমার সম্মুখরণে।

হির। কি আশ্চর্য্য! আজ যে সকলই নূতন দেখছি! সংসার, সৃষ্টি, ভাব, কাজ,—সব নূতন! প্রিয়ে! ভাল আমিও আজ তোমার কাছে নূতন হ'লেম কি?

হেম। জীবিতনাথ! আমার সর্ব্বনাশের আশঙ্কা! আপনি পরিহাস কচ্ছেন?

হির। পরিহাসেরই কথা! তোমার বাহ্য ব্যবহার সকলই রহস্য-জনক। সে যাহা হ'ক, এ সকল রসালাপের সময় আছে; আমি বড় ব্যস্ত, আমাকে বিদায় কর।

হেম। কোথা যাবেন?

হির। যুদ্ধে।

হেম। যুদ্ধে কেন?

হির। শত্রু সংহার জন্য।

হেম। আমি আপনার পরম শত্রু। আগে আমায় সংহার করুন।

হির। তুমি আমার ঘরের শত্রু। এসে সংহার ক'রব। এখন বিদায় হোলেম।

হেম। সত্যই যাবে।

হির। সত্যই যাব।

হেম। আমায় ত্যাগ কোরে?

হির। অগত্যা।

হেম। এই কি ধর্ম্ম?

হির। ধর্ম্মানুরোধেই যাচ্ছি।

হেম। ধর্ম্মানুরোধ কি হোলো?

হির। যুদ্ধই বীরের ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ পিতৃ-আজ্ঞা। তৎপর অদ্যকার যুদ্ধে আমাদের ইষ্ট-দেবতা রুদ্রতনয় কুমার কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতি হয়ে এসেছেন। তাঁর চরণ-যুগল দর্শন করা পরম ধর্ম্ম।

হেম। প্রাণেশ্বর, যেওনা। তিনি আজ আমাদের ইষ্ট নন, পরম অরি। যেওনা।

হির। প্রিয়ে! হেমপ্রভা! সর্ব্বনাশ কোরো না, আমায় বাধা দিও না, নিষেধ কোরো না!

হেম। একান্তই যাবে?

হির। একান্তই যাব।

হেম। আমায় ত্যাগ কোরে?

হির। ধর্ম্মানুরোধে সকলই ত্যজ্য।

হেম। হা নাথ! হা জীবিতনাথ! এই কি কথা? এই কি অধিনীর প্রতি দয়ার কথা? এই কি এই সময়ের উত্তর? যেও না আবার বলি—যেওনা।

গীত।

যেওনা যেওনা নাথ হে ত্যজো না আমায়।
প্রাণ থাকিতে বিদায় দিতে পারবো না তোমায়।
একান্তই যদি চল, আমায় সঙ্গে নিবে বল,
নৈলে আজি হলাহল, (আমি) খাইব নিশ্চয়।
তোমারে নাথ বিদায় দিব, শূন্য গৃহে আমি রব,
এখনি দেহ ছাড়িব, নাহিক সংশয়॥
যাবে ইষ্ট দরশনে, ত্যজোনা দাসী চরণে,
সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণে, অধিক ফলোদয়।

হিরণ্যাক্ষ। প্রিয়ে! আর না, আর না, আর বোলো না! ঐ শুন, ঐ শত্রু;—ঐ—ঐ—; জয় দৈত্যেশ্বরের জয়।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক,

রণস্থল

(কুমার, ইন্দ্র, হিরণাক্ষ, দেবসেনাগণ ও দৈত্যসৈন্যগণ।)

(নেপথ্যে দৈত্যসেনাগণ।) জয় দৈত্যেশ্বরের জয়।

ইন্দ্র। (ব্যস্তস্বরে) সেনাপতি। সাবধান; সাবধান। ঐ যে দুরাত্মা হিরণ্যাক্ষ অগ্রসর হোচ্ছে। এর দুর্জ্জয় বাহুবলেই সমস্ত সুরলোক বিধ্বস্ত হয়েছে! এর রণ-দক্ষতা অদ্ভুত! এই মহাবীরকে যদি নিহত করা যায়, তবেই রক্ষা! এর বাহুবলেই তারকাসুর বলী! এর মৃত্যুতেই তারকের মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু এ সহজ কথা নয়? আমি বলি, আমরা সকলে একত্রিত হ'য়ে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করি, নচেৎ সংশয়!

কুমার। দেবরাজ! এরূপ বল্‌বেন না? এ অতি অসঙ্গত কথা! এই কি ন্যায়পরতা? এই কি বীরোচিত বাক্য? এই কি পৌরুষ ব্যাপার?

ইন্দ্র। হিংস্র শার্দ্দূল বিনাশে ন্যায় অন্যায় কি? যারা নিদ্রিত শিশুর মস্তক চর্ব্বণে পরাঙ্মুখ হয় না, সেই দুরাচার দস্যুদের এরূপ হত্যাই স্বীয় নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

কুমার। একজন দস্যু, একজন পিশাচ! তা বোলে আমরাও কি তদ্রূপ হবো? আমি কি সেই বংশ সম্ভূত? এই কি সর্ব্বসংহারকারী মহাবীর বীরূপাক্ষ তনয়ের কার্য্য? এই কি আদ্যাশক্তি মহাবিদ্যার আত্মজের ব্যবহার? দেবরাজ! এরূপ অসঙ্গত, নিতিবিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ অন্যায় কথা যে স্থানে হয়, সে স্থানও দগ্ধ হয়। আর বোলবেন না? যুদ্ধে জয়, অথবা মৃত্যু—বীরের ধর্ম্ম! যে বীর, যে যোদ্ধা মৃত্যুকে ভয় করে, তার দেহ কুকুরের অস্পৃশ্য! অন্ধকূপ নরকেরও অযোগ্য! যতক্ষণ ধমনীতে বিন্দুমাত্র রক্তের সংস্রব থাক্‌বে, ততক্ষণ এ বাহু কাঁহারও সাহায্য প্রার্থী নয়।

ইন্দ্র। (শশব্যস্তে) সেনাপতি! সেনাপতি! সেনাপতি! সেনাপতি! ওই দেখ? ওই, ওই যে দুষ্ট ভীষণ শর-যোজনা কোরে তোমাকেই লক্ষ্য করছে। সাবধান!

(দৈত্যগণ কর্ত্তৃক কুমারের প্রতি শর বর্ষণ।)

কুমার। কি—ভণ্ড? নিরস্ত্রের প্রতি আক্রমণ? তবে দেখ,—

(কুমারের আঘাতে দৈত্যকুমারের ধনুর্ব্বাণ ছেদন ও নিরস্ত্র দৈত্যের পলায়নোদ্যোগ।)

ভীরু! ভয় নাই? দাঁড়া? নিরস্ত্রের প্রতি প্রানান্তেও শস্ত্র প্রয়োগ করিনে—দাঁড়া? পলায়িত পশুর জন্য এ অসি, এ বাহুর সৃষ্টি হয়নি। দাঁড়া।

হিরণ্যাক্ষ। রে বর্ব্বর! রে, ভীরু? কে পলাতক?—দৈত্য? দৈত্য-দেহ রক্তহীন নয়! তুই অভিনব সেনাপতিত্বে নিযুক্ত, তাই এত দিন দৈত্যের পরিচয় পাস্‌নি! কেনই গর্ব্বিত না হবি? যতক্ষন দৈত্যের বজ্রদন্তে ও মস্তক চর্ব্বিত না হবে, ততক্ষণ অসম্বদ্ধ প্রলাপ হবে বই কি? উন্মত্ত! আমি পালাচ্ছি না; আত্মরক্ষা কর্।

কুমার।

কি বিস্ময়! নিঃসহায় নৃশংস দানব!—
খদ্যোত উদ্যত রবি রশ্মি নির্ব্বাপিতে
দ্যুতি জালে! কি ঘোর মুর্খতা হায় এবে!—
ভীষণ মুরতি মত্ত শ্বাপদ সম্মুখে
আস্ফালিছে অজা-মুর্খ; বীর বৈরভাবে!
কি রহস্য! পতঙ্গম ঝম্প প্রদানিল
নিবাইতে ক্ষীণালোক,—প্রদীপ সমান,
প্রলয়-পাবক শিখা, পক্ষ সঞ্চালনে!

ধিক্ রে! দৈত্যের চেলা, মৃত্যু লিপ্সু মূঢ়!
বাসনা একান্ত যেতে অন্ত নিকেতনে,
নৃশংস নিষাদ! এসো তবে এসো এসো;
নিমেষে মিটাই সাধ এই প্রহরণ!

হিরণ্যাক্ষ।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল—দৈত্য ক্রীড়াস্থলী;
দৈত্যের প্রভুত্ব কোথা, কার অবিদিত
অনন্ত জগতে? অনন্ত বাসুকী যাহে
শিরঃ কম্পে ডরে!—ভূমিকম্প বাখানিছে
চরাচর বাসী; ত্রাসি-তাহে চিরন্তন্!
হায় রে;—কি ঘৃণ্য কাল! পূর্ণ স্বেচ্ছাচার!
গুরুর গূঢ় যে তত্ত্ব লুপ্ত সুপ্ত-প্রায়!
ভর্ত্তারে নির্ভিক হৃদে ভৃত্য অবহেলে;
শাসিতে, নাশিতে আশা দাস রাজদ্রোহী!
ধর্ম্ম-দ্রোহী দুর্দ্ধর্ষ পামর নিঃসরম
অমর নিচয় নমিত যে শির পদে;
উন্নত সে শির সুমেরুর উচ্চতম
শিখর সমান? কাটিয়া পাড়িব তায়।
গড়াবে এখনই মুণ্ড শোণিতার্দ্র ভূমে—
দ্বিখণ্ড কুষ্মাণ্ড যথা, সন্ধির নিশায়!
আয় তবে আয় দ্রোহি নিবাই জঞ্জাল—
(অসি উত্তোলন)

কুমার।

একান্ত চেপেছে দুষ্ট মৃত্যু তোর ঘাড়ে।
ভাঙ্গিবে এখনি গ্রীবা ইক্ষু দণ্ড প্রায়,
শোণিত লোলুপ, ভীম কালান্তক যম।
আয় তবে আয় দুষ্ট অবোধ দানব।
(লম্ফ প্রদানে আক্রমণ।)

উভয়ের যুদ্ধ।

(দৈত্যের পতন ও মৃত্যু।)

দেবসৈন্যগণ। জয় সেনাপতি কুমারের জয়; জয় দেবরাজ বাসবের জয়!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

(হেমপ্রভা ও রাণী।)

হেমপ্রভা। (উন্মত্তার প্রায়) ওকি? হারে ওকিরে?—ও কি শুনা যায়! তবে সত্যসত্যই কি আমার সর্ব্বনাশ হোলো? আমার স্বপ্ন কি, সত্যসত্যই সফল হোলো? হারে কোথা যাবো? ও জয়ন্তি!—ও সর্ব্বনাশি! আমার সর্ব্বনাশ হোলো তো! যা—, হাঁরে যা,—আমার মাথা খা,—একবার যা,—একবার জেনে আয়। আমি মরি, একবার যা।

গীত।

মরি মরি প্রাণ যায়
সহচরি জেনে আয় কি হোলো।
ঐ যে কেনই হাহাকার, শুনি সবাকার,
বুঝি এতক্ষণ আমার কপাল ভাঙ্গিল!
সকলি শোকার্ত্ত যার পানে চাই,
(বুঝি) প্রাণেশ্বর আমার প্রাণে বেঁচে নাই,
কি করিব কোথা যাই,—
আমায় নিয়ে চল সখী, (একবার) জন্মের মত দেখি
আমার, হৃদয়েশ্বরে কে আজ বিদায় করিল।

রাণী। (উন্মত্তার প্রায় ছুটিয়া) কই? কই আমার হিরণ্যাক্ষ? কই? কেউ তো শুনছে না? কেউ তো উত্তর দিচ্ছে না? তবে আমার কি কেউ নাইরে? মহারাজ কোথা? মন্ত্রিগণ কোথা! আমার সহচরিগণ কোথা? (চমকিয়া) আহা! এ কে?—এ ধূলায় লুণ্ঠিতা কে? আহা! আমার বধূ? আমার রাজরাজেশ্বরী বধূ? আমার সতী লক্ষ্মী মা? আমার নয়নের স্নেহতারা? আমার অন্তর আকাশের ধ্রুবতারা? আমার হৃদয়ের আনন্দময়ী শশিকলা! এসো! একবার এসো! একবার আমার বুকে এসো। আমি নয়ন ভোরে দেখি—জন্মের মত দেখি! (ক্রোড়ে

তুলিয়া মুখচুম্বন করতঃ) আহা, এই মুখ খানি? এই চাঁদপানা মুখখানি আর দেখবো না? হা নিষ্ঠুর বিধি! এই অর্দ্ধচন্দ্র ললাটতলে বজ্র-কলম বিঁধেছিল? হা বাবা হিরণ্যাক্ষ! একবার আয়? একবার জন্মের মত আয়।

গীত।

আয়রে হিরণ্যাক্ষরে প্রাণ যায় প্রাণ পুতলি।
আমার সর্ব্বস্বধন কোথায় লুকালি॥
এই বৃদ্ধ মাতা তোর—চলিতে কাতর,
(আমায়) অকূল পাথারে ডুবালি।
হারে নিষ্ঠুর অনিবার্য্য,
এই কিরে তোর পুত্রের কার্য্য,
তোমার রাজ্য তোমার ঐশ্বর্য্য তোমার সকলি।
ক'রে দিয়ে এ সমস্ত চাঁদ রে অস্তাচলে চলিলি,
আমার রাজলক্ষ্মী মাতা,
(এখন) নিয়ে যাবো কোথা,
'এমন' সোনার প্রতিমা অনাথা করিলি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

দৈত্যসভা।
রাজা ও মন্ত্রী প্রভৃতি আসীন।

(চীৎকার করিতে করিতে ভগ্ন-দূতের প্রবেশ।

গেল—গেল—সব গেল। রাজ্য গেল; রাজা গেল—সর্ব্বনাশ হোলো। ও বাবা! ও বাবা! সব গেল। উঃ—উঃ—উঃ!

(মূর্চ্ছা)

দৈত্যরাজ। (ব্যস্ত সহকারে) দেখ; দেখ; মন্ত্রিন্! দেখ; সহজ ব্যাপার নয়, দেখ! বুঝি সমস্ত রসাতল হোলো দেখ! (দন্ত কড়মড়ে) বুঝি-সৃষ্টি-উৎসন্ন যায়! বুঝি, বিধি, বিষ্ণু, রুদ্রের সমাধি শ্মশান প্রজ্জ্বলিত হোলো! অহোঃ! আমার হৃদয়ে, যেরূপ দুর্দ্দম-নীয় আবেগ উদয় হোচ্ছে, বুঝি অদ্বৈতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আজ নাস্তিকতায় লোপ প্রাপ্ত হবে! ক্ষিতি উৎপাটিত হয়ে রসাতলে নীত হবে! রসাতল শূন্য মার্গে উড্ডিয়মান হবে। স্বর্গ ছারখার হয়ে বাষ্পের ন্যায় উড়ে যাবে! সপ্তসাগর শোষিত হবে। সুমেরু চূর্ণ হয়ে শুষ্ক সমুদ্রের সিকতা হবে। মন্ত্রিগণ! অমাত্যগণ! দেখ? দূতের সংজ্ঞালাভ হয়েছে, দেখ।

মন্ত্রী। দূত! কি হয়েছে! শীঘ্র বল? যুদ্ধের সংবাদ বল! তোমার অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর! শীঘ্র বল।

দূত। (সরোদনে) মন্ত্রিবর! আর কি বলব? সর্ব্বনাশ হয়েছে! যুবরাজ! যুব-রাজ আমদের মায়া—হা যুবরাজ!—(রোদন)

রাজ। আর বোল্‌তে হবে না! আর বজ্রপতন শব্দে পরিচয় দিতে হবে না। হা পুত্র! হা বীর-কুলর্ষভ!

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

মন্ত্রী। হারে সর্ব্বনাশ যে। জল আন্—জল—জল। (রাজাকে ক্রোড়ে ধারণ।)

দ্বিতীয় মন্ত্রী। ওকি? অন্দর মহলে রোদন কোলাহল শুনছি না?

দূত। আজ্ঞে হাঁ; রাজ্ঞী অগ্রেই শুনেছেন!

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ! আমি চল্লাম। তোমরা মহারাজের শুশ্রূষা কর।

(প্রস্থান)

রাজা। (চেতনা পাইয়া) হোঃ! সকলই স্বপ্নবৎ হোলো? আমার এই শৌর্য্য, বীর্য্য—সকলই বৃথা হোলো? এই ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি কে উপভোগ করবে? এ যুদ্ধ-বিগ্রহ কার জন্য? হোঃ! এ যে সর্ব্বশরীর অবশ হোলো! কি আশ্চর্য্য! যে শরীর ত্রি-বিক্রমের অক্ষয় অব্যর্থ মহাস্ত্র সুদর্শন চক্র অকর্ম্মণ্য, যে শরীর বজ্রের অভেদ্য, বজ্র যার কাছে বক্রতা লাভ কোরেছে, সেই অক্ষয় শরীর, কুমার হিরণ্যাক্ষ অনায়াসে আজ মৃত শরীরের ন্যায় শিথিল করে দিল? হা পুত্র! হা বিক্রম-কেশরি। তুমিই প্রকৃত

বীর। তারকাসুর আজ পৌরুষকার বিহীন কাপুরুষ। তারকাসুর আজ ভীরু শৃগাল! জন্মাবধি তারকাসুরের যে বিশাল নেত্রে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়ে থাকে, সেই নেত্রে জলধারা? ওঃ—কি কষ্ট! পুত্র আমায়, অনাথা অবলার ন্যায় দুর্ব্বল রোদনপরায়ণ কল্লে? ধন্য বীর! ধন্য শক্তি! কিন্তু পুত্র! তুমি বিধর্ম্মী। তোমার বীরত্বে সর্ব্বনাশ হলো। তুমি পিতৃঘাতী, মাতৃদ্রোহী। তুমি আত্ম-প্রাণ দিয়ে আমার পরমশত্রু অমরের সহায়তা ক'রেছ। একবার পিতৃ-সম্ভ্রমের প্রতি দৃক্‌পাৎ কল্লে না? দাম্ভিক পিতার পানে একবার চাইলে না? হায়! আবারও চক্ষের জল? সত্যসত্যই আমি কাপুরুষ হোলেম! রে দুরাচার বিধি! তোর এই বিধি? আমি পুত্রহীন? আমি নির্ব্বংশ? কে সবংশে থাকবে? রুদ্র! ইষ্টদেব! সংহার কারিন্! আমি শুনেছি তুমি সপুত্রক। রক্ষা নাই! তারক হস্তে আজ কারও রক্ষা নাই। যদি রক্ষা চাও, আমার বক্ষের ধন ফিরে দাও। দাও কৃতান্ত! হায়! কি দুরাশা! কৃতান্ত! আত্মবিস্মৃত হয়েছ? তারক দৈত্যের কারাগার ভুলেছ? এবার কারাগার নয়; এবার বধ্যভূমি। পুরন্দর, পাপিষ্ঠ! দেখ? নিমেষ কাল দেখ? তোর বংশ আমূলোৎপাটন কচ্ছি। সভাসদ্‌গণ! সামন্তগণ! দৌবারিকগণ! পদাতিকগণ। আমার আদেশ শ্রবণ কর। আমি শুনেছি পাপিনী কালসাপিনী ইন্দ্রাণী অন্তর্ব্বত্নী। শীঘ্র আমার সম্মুখে আনয়ন কর। কেশাকর্ষণে উলঙ্গ ভাবে আনয়ন কর। আমি সভা সমক্ষে এই অসিতে পাপিনীর গর্ভ বিদারণ করবো। ইন্দ্রের ঔরসজাত জাতকের মস্তক চর্ব্বণ করবো। আপাদ মস্তক খণ্ড খণ্ড করবো। জাতকের পাপ রক্তে, পাপিনীর পাপ শোণিতে, পুত্রশোকানল নির্ব্বাণ করবো। আন? ত্বরায় আন? কি! আমার আদেশ অগ্রাহ্য? আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা? আমার বাক্য অবহেলন?

কাটিব; কাটিব মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি
এ চণ্ড কৃপাণে। যদ্যপি পিনাকপাণি
এসে প্রতিকূলে, কুলগুরু নকুলেশ
ত্রিপুরান্তকারী; তবু না ক্ষমিব তাঁরে!
নাশিব নশ্বর সৃষ্টি বর্ষি রোষানলে।
কৃষিজীবি কৃষিক্ষেত্র জ্বালাইয়া যথা
করয়ে উর্ব্বরা নব শস্য সৃজিবারে।
জ্বালাইব রোষানলে তেমতি পৃথিবী।
স্থাপিব। নূতন আর নিজ বাহুবলে॥
পুত্র শোকে শোকাকুল শৌর্য্য বীর্য্য হীন
অকর্ম্মণ্য এই বাহু, ভেবেছ পামর?
সময়ের বন্ধু যথা ছাড়ে অসময়,
সবান্ধবে হীনবল স্বার্থের কিঙ্কর!
কি বুঝিবি মূঢ়! আরো শত গুণে বলী,
পুত্র শোক উদ্দীপনে দোর্দ্দণ্ড এ বাহু!
সুপ্ত করি অরি ক্রোড়ে সুযুপ্ত শাবক;
চৌর্য্যে অপহৃত হোলে, সুপ্ত ভঙ্গে যথা
পশুরাজ, শতগুণ বল ধরে; ধরে
প্রচণ্ড আক্রোশে বীর প্রতি হিংসা বলে!
দেখ তবে দেখ ভণ্ড কত বল ধরে
দুর্জ্জয় এ বাহু! মুষ্ট্যাঘাতে ছিন্ন গ্রীব
গড়াবে এখনি ভূমে, ছিন্ন অব্জা প্রায়!
(মুষ্ট্যাঘাতে উদ্যত।)

মন্ত্রি। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও প্রণত চরণে
দাসগণ। ক্ষমা প্রার্থী, ক্ষম নিজ গুণে
হে রাজেন্দ্র! আনিব ইন্দ্রাণী এবে
ক্ষণ অবসরে,—এই ভিক্ষা তব পদে,
পদানত ভৃত্যগণ মাগে কায়মনে।
চলিনু, চলিনু প্রভু পালিতে আদেশ।
পশিবে এখনি দুষ্টা পাপিয়সী শচী,
উলঙ্গিনী বেশে তব বিরাট সভায়!
(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

সভাস্থলের অপর পার্শ্ব।

(রাজা, শচী ও চরগণ প্রভৃতি।)

চরগণ। এই যে পাপিনী। এই যে, এই; ধর্, ধর্, ধর্। (শচীর কেশাকর্ষণে গমন)

শচী। হারে প্রাণ যায় রে! হারে মা!

হারে বাবা! হা স্বামিন্! তোমরা কোথা? হারে আমায় কোথা নিয়ে যায় রে! ছাড়্— উঃ! প্রাণ যায়; ছাড়্! হা পাপিষ্ঠ! হা নিষ্ঠুর! দুষ্ট চর! আমায় ছেড়ে দে। ওরে তোদের পায় পড়ি। উঃ!—প্রাণ যায়! হা পাপিষ্ঠ! ছাড়্, ছাড়্ কাপড় ছাড়্। ওরে তোরা আমার বাবা! ওরে তোরা আমার ভাই। আমার জাত মারিস্‌নে; আমার মান মারিস্‌নে। তোদের পায় পড়ি। না হয় আমায় মেরে ফেল! আমার সর্ব্বনাশ করিস্‌নে; তোদের পা,—পা—

(অজ্ঞান)

রাজা। পাপিনীকে এই খানেই রাখ।

শচী। (চেতনা পাইয়া) ওকে? ওকে দৈত্যেশ্বর? হে রাজাধিরাজ দৈত্যেন্দ্র! তুমি সর্ব্বেশ্বর, সকলের পিতা। তুমি আমারও পিতা। আমায় রক্ষা কর! আমি তোমার দুহিতা। আমার জাত মেরো না; আমার সর্ব্ব-নাশ কোরো না! পিতঃ। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা! (গর্জ্জিয়া) কি, পাপিয়সি রাক্ষসি! পাপ মুখে তোর এত বড় উক্তি! এত বড় আস্পর্দ্ধা? পিশাচি! এত বড় ঘৃণাস্পদ তিরস্কার! পাপিনি! দুশ্চারিণি! বার বিলাসিনি! স্বৈরিণি! দৈত্যেশ্বর তারক বেশ্যার পিতা? ত্রিলোক মান্য দৈত্যরাজ বার-বনিতার জন্মদাতা? আর সহ্য নয়। এত তিরস্কার! এখনই জিহ্বা ছেদ কর্‌বো। আর সহ্য হয় না, জহ্লাদ জহ্লাদ! উলঙ্গ কর্। আমি শুনিছি পাপাত্মা ইন্দ্রের ঔরসজাত সন্তান এর গর্ভে অবস্থিতি কচ্ছে। আমি স্বহস্তে এর গর্ভ বিদীর্ণ কর্‌ব! দেখ্‌বো, দেখ্‌বো কি কেরে পাপাত্মা বৈরি-সন্তান প্রাণ ধারণ করছে! আমি এর মূলোৎপাটন কর্‌বো! জাতকের পাতক-পূর্ণ শোণিতে পদ প্রক্ষালন কর্‌ব! কই, কুঠার কই? কৈরাত শাণিত করাত কই? দুরাত্মা ইন্দ্র! দেখ, দেখ পুত্রশোকের প্রতিশোধ কিরূপ।

শচী। হা মৃত্যু! তুমি একান্তই আমায় গ্রাস কর্‌লে? তবে আর ভয় কি? হা নাথ! হা জীবিতনাথ! তুমি কোথায়? মৃত্যুকালে কোথায়? মরি তায় দুঃখ নাই; কিন্তু দুরাচার পিশাচ হস্তে মর্‌লাম। অন্তে কি গতি হবে?· একবার দেখা দাও।

গীত।

কোথা দেবরা, মৃত্যুকালে আজ,
অভাগীরে একবার দাও হে দরশন।
বিনা অপরাধে, দৈত্য প্রাণে বধে,
পুত্র শোক প্রতিশোধের কারণ।
শোকোন্মত্ত দৈত্য দারুণ ক্রোধ ভরে,
সভায় এনে আমায় অপমান করে,
(আমি) গর্ভবতী বোলে প্রতিহিংসার তরে
(করে) স্বকরে আমার গর্ভ বিদারণ।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। হায়রে সর্ব্বনাশ হোলো! রাজ্য উৎসন্ন গেল! ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ হোলো! সংসার ছারখার হোলো। আহা, নারী-হত্যা! সতীর অপমান! অবলার প্রতি অত্যাচার! সব গেল। মহারাজ! ক্ষান্ত হও; সর্ব্বনাশ কোরো না—সংসার ডুবায়ো না।

শচী। (সরোদনে) ও কেও! রাজমহিষি! মাগো! আমায় রক্ষা কর। (ছুটিয়া পদতলে পতিত) মাগো! আমায় রক্ষা কর। তোমার পায় ধরি আমায় রক্ষা কর। আমার আর কেহই নাই, রক্ষা কর। মাগো! আমি এসে অবধি তোমায় মা বলে ডাক্‌ছি। তুমিও আমায় মেয়ের মত যত্ন কর্‌ছো; পেটের সন্তানের মত লালন পালন কর্‌ছো। আমি মরেও কেবল তোমার স্নেহ গুণে মরিনি। মাগো! সেই দুঃখিনী মেয়ের, তোমার সাক্ষাতে জাত যায়। মার সাক্ষাতে মেয়ের জাত যায়, মান্ যায়, প্রাণ যায়। মাগো! তাকি তুমি দেখ্‌বে? মা হয়ে মেয়ের অপমান, অপঘাত মৃত্যু দেখবে? মাগো। সকল ত্যজ্য; কিন্তু মার কাছে মেয়ে কখনই ত্যজ্য নয়। রক্ষাকর।

রাণী। মা শচি! বাছা, ভয় নাই।

আমি জীবিত থাকৃতে তোমার কেশটী পর্য্যন্ত কেউ স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না। কি? অবলার সাক্ষাতে অবলার অপমান! সতীর সাক্ষাতে সতর সর্ব্বনাশ! মা! শান্ত হও। যে পর্য্যন্ত আমার গলায়, কি বুকে ছুরিকা প্রবিষ্ট না কর্ব্বে, সে পর্য্যন্ত তোমার নখাগ্রও কেউ ছুঁতে পাবে না! আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে বোল্‌ছি—তোমরা সকলে শুন, যদি কেউ এই অবলার অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে এই দণ্ডে আমি এই সভা সমক্ষে আত্মঘাতে দেহ পতন কর্ব্বো! মহারাজ! (পদে পতিত) প্রাণেশ্বর! সর্ব্বনাশ কোরো না। নারী-হত্যা! সতী-বিনাশ! আহা, এ দুষ্কর্ম্মে, এ মহাপাপে, সব জ্বলে যাবে; সব দগ্ধ হবে; সব ছারখার হবে! নাথ! দাসীর কথা শুন। দাসীর কথায় কর্ণপাত কর। সব গেছে, মহারাজ! কেবল তুমি। আহা! তুমি— (রোদন)

রাজা। (ক্রোধস্বরে) রাণি! অনেক সহ্য কচ্ছি। আর সয় না। পাপিনীর পাপ-রক্তে পুত্র শোকানল নির্ব্বাণ ক'র্‌ব! প্রতিহিংসার প্রতিবিধান কোরে শোক-সন্তপ্ত মনের কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান কর্‌ব। ওঃ!—পাপিয়সি! (দন্ত কড়মড় করিয়া) এখনও অপেক্ষা কচ্ছি; রাক্ষসীর এখনও শিরশ্ছেদ কচ্ছি না? (অসি উত্তলন)

রাণী। সর্ব্বনাশ করো না; নারী-হত্যা কোরোনা। আহা, নারী হ—

(হস্তসহ অসি ধারণ)

রাজা। ছাড়—আমি কি নারীর দাস? আমি কি নারীর বশ? আমার কি নারী উপাস্য? নারী আমার পদে দলিত। ছাড়—(পদাঘাত)

রাণী। (ক্রোধে পা ছাড়িয়া) কি? এত অভিমান্? তবে দেখ, দিব্যচক্ষে দেখ, নারী জাতি স্থির-প্রতিজ্ঞ কি না? নারী জাতি প্রাণ দিতে পারে কি না? হা পুত্র হিরণ্যাক্ষ! দুর্গতি! আজ রাজসভায় তোর মাকে পদাঘাত পর্য্যন্ত সহ্য ক'রতে হোলো! তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি। তোমার শত্রু সংহার কোরে আসছি! তোর কাপুরুষ পিতার কাছে বিদায় নিয়ে আস্‌ছি।

অয়ি; আর্য্য সুত! কোরো মার্জ্জনা দাসীরে।
পূজ্যতম তুমি! কিন্তু দাসী ভাগ্য দোষে
হোলো তব পদে উপেক্ষিত, জনমের তরে।
সহ্য নয়, অনিবার্য্য দুর্ব্বিসহ শোকে,
ভাল প্রবোধিলা তুমি, নাথ! দলিয়া ওপদে-
সভামাঝে! এতই অযোগ্যা অভাগিনী?
দেখ, নাথ! দেখ তবে অবলার বল।
বীরাঙ্গনা বীর-প্রসূ বীর-সুতা আমি;
ডরি কি শমনে? হইয়া পুরুষ, বীর-
পৌরুষ বিহীন বিমুখিলা দ্বন্দ্ব রণে
সভয় অন্তরে, কাপুরুষ প্রায় তুমি!
এই প্রতিহিংসা তব? এই বীরপনা?
এই বৈর-নির্য্যাতন, অবলা ঘাতনে?
পিঞ্জরে সারিকা বধে প্রমোদ তোমার?
ধন্য বীরবর! আহা! ধন্য নারী বেশ।
কি কাজ সমাজে আর ললনা দলন?
দেখ তবে দেখ নাথ! এই অসি করে
পশিব সমরে আজ। নাশিব অমর—
পামর পরস্ব হারী। হরিল আমার
হৃদয়-সর্ব্বস্ব নিধি দস্যুচরে মিলি!
মারিব, মরিব কিংবা সম্মুখ সমরে,
ঘুচিবে নশ্বর বপু নিত্যধামে যাবে
পুনঃ এ অনিত্য কায়, নিত্য অবিনাশী।
ভাসিব নির্ম্মল শান্তি অভ্রান্ত সলিলে।
কে যুঝিবে? কার শক্তি সম্মুখ সমরে?
শক্তির অংশিনী মোরা শত্রু বিধ্বংশিনী।
যোগমায়া বলে সাজি অনন্ত নায়িকা!
যুঝিব অনন্তবলে সমর প্রাঙ্গনে।
নৈদাঘ ঝটিকা যথা কদলী কাননে
পশিয়া দলয় তরু, ছিন্ন ভিন্ন করি;
দলিবে তেমতি শত্রু, নিশ্বাসে মিলিয়া
অসি আস্ফালিত বায়ু প্রচণ্ড বহনে!

পর্ব্বত গহ্বরে। গুপ্তভাবে পশে যথা
ক্ষুধিত বাঘিনী, গো'ধন নিধনে গোঠে,
শোণিত লোলুপা; জিঘাংশা লোলুপা মোরা,
পশিয়া তেমতি গৃহা, পুরাইব আশ।
নৃশংস অমর দলে প্রতিহিংসা দানি।
লুকায় যদ্যপি রিপু, জলস্তম্ভ করি
জলধি অগাধজলে, ষড়যন্ত্রবলে।
জ্বালাব বড়বানল। কিংবা জলচরী
কুম্ভিরিণী বিকট কামটী তিমিরূপে
গরাসি নাশিব সুরে জঠর জ্বালিয়া।
লুকায় যদ্যপি সুর নৈশ নভস্তলে;
ধরিয়া দুর্দ্ধর্ষ ধূম্রকেতুর আকার,
উড়াইব ভষ্মাকারে; ধূম প্রজ্জ্বলনে।
লুকালে নিবিড় বনে, নিরীহ অমর—;
জ্বালাইব দাবদাহে। কিংবা সিংহীরূপে—
নৃসিংহ আকারে যথা নখরে বিদারি
হিরণ্যকশিপু বক্ষ করয়ে শতধা—
তেমতি বধিব রিপু দারুণ প্রহারে।
লুকায় পাতালে যদি বাসুকী আশ্রয়ে;
নাশিব খগেশ বেশে পশিয়া তথায়,
আশ্রয় আশ্রিত সহ রসাতল বাসী।
লৌহাগার দ্বার রোধি লুকায় তাহায়!
পশিব পবন সহ পবনাশ হয়ে।
বিষদন্তে দংশি সবে জ্বালাব গরলে।
যাহার প্রভাবে নীলকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত!
নাশিব নিশ্চয় নাথ! স্বীয় ভুজবলে।
করিব শত্রুর বংশ ধ্বংস আমুলাত।
মজাইয়া সব শত্রু মজিব আপনি।
করিনু প্রতিজ্ঞা হেন আত্ম-প্রহরণে!
ওই, শুন, ওই শুন, বিজয় নিনাদ;
বিপক্ষের ভেরীসহ দুন্দুভি ঘোষণা।
কোন্ বীর সহে হেন, ধরিয়া জীবন?
সাজিল অবলা। তবে বিদায় চরণে
মাগিল এ দাসী, নাথ! জনমের মত।
(গমনোদ্যত)

রাজা। (মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া)
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; অয়ি বরাঙ্গনে!
সতি, সাধ্বি! অপরাধ ক্ষম হে, দাসের।
ধরিনু ও দুটি পাদ, বিমুখ হ'য়ো না।
ঢালিব এ দেহ আগে সমর প্রাঙ্গণে;
পশ্চাতে মরিহ ধনি ধর্ম্ম অনুসারে।
ঘুষিবে ত্রিলোক যশ হেন দম্পতিরে!
এই তবে ধরিলাম অসি খরশাণ!
ওই যে বাজিছে রণ-ভেরী ভীমনাদে।
সাজ; সাজ, সাজ বীর বিপক্ষ দলনে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে কাঁপাও মেদিনী।

গীত।

সাজ সাজ রণে সাজ কাল ব্যাজ কি কারণ
রণক্ষেত্রে শ্মশান ক্ষেত্র করাব আজ দরশন॥
শোষিব সাগর বারি রোষানলে সমুদয়,
বিপক্ষ শোণিতে তাই পূর্ণ কর্‌ব পুনরায়;
পুত্র শোক দাবানলে নির্ব্বাণ করিব তায়;—
(হায়, মরি হায়, হায়)
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কর্‌ব আমি উৎপাটন।

—০—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণস্থল।

(ইন্দ্র, কুমার ও দেব সৈন্যগণ প্রভৃতি।)

দেবরাজ। সাবধান। সাবধান। সৈন্যগণ। সাবধান জলাধিপ! আপনি শত কোটী সৈন্য-সহ ব্যূহের পশ্চিম দ্বার রক্ষা করুন। যক্ষরাজ! আপনি, আপনার সুদক্ষ যক্ষ সেনা সমুদয় সহ উত্তর দ্বার রক্ষা করুন। ধর্ম্মরাজ! আপনার কালান্তক ভৈরব সেনা সহ ব্যূহের দক্ষিণ দ্বার সতর্কে রক্ষা করুন। পবনদেব! আপান সসৈন্যে শূন্যপথে অবস্থিতি করুন। হুতাশন! আপনি স্বগণে সাবধানে পাতাল পথ রুদ্ধ কোরে সশস্ত্রে থাকুন। আমি কুমার সেনাপতি সহ পূর্ব্ব দ্বারে থাক্‌লাম। সাবধান! সাবধান! দুর্বৃত্ত মায়াবী কোন্ দিক্ হোতে আক্রমণ করে বিশ্বাস নাই! আজ শেষ দিন। যার যত

পরাক্রম, যার যত শক্তি, যার যত কার্য্যদক্ষতা—প্রাণপণে প্রকাশ করবেন। আমাদের জয়-পরাজয়ের সীমাস্থল। আজ আমাদের জীবনের হয় অবসান, না হয় চির অবস্থান। বিদ্ধ বাঘ, দলিত ফণা ফণীন্দ্র, বড় ভয়ানক! সাবধান! পদ রক্ষার্থ বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে! মান রক্ষার্থ প্রাণকে তৃণবৎ মনে করবে! শত্রুকে নিপাত করবো,—এই বিশ্বাসে হৃদয়কে আশ্বাসিত কর। আর সময় নাই! ঐ দেখ, ঐ—ঐ যে দুর্বৃত্তের রথধ্বজা দেখা যাচ্ছে। ঐ যে বায়ুবেগে ধাবিত হয়ে আসছে! সেনাপতি! সত্বর হও, সত্বর হও।

সকলে। জয় সেনাপতি কুমারের জয়! জয় সেনাপতি কুমারের জয়! জয় সেনাপতি কুমারের জয়।

(নেপথ্যে দৈত্যসৈন্যগণ)

জয় রাজাধিরাজ দৈত্যেশ্বরের জয়! জয় রাজাধিরাজ দৈত্যেশ্বরের জয়! জয় রাজাধিরাজ দৈত্যেশ্বরের জয়।

দৈত্যরাজ। (ব্যূহ প্রবেশে উদ্যত হইয়া)

কই?—কই পাপাত্মা পুরন্দর? কই সে রণ-তস্কর? কই সে শৃগাল? কই সে কুলাধম? কই সে কৃতঘ্ন চণ্ডাল? কই? সারথি! বায়ু-বেগে রথ চালাও?

কুমার। (গর্জ্জিয়া) দুরাত্মন্! কোথা যাস্?—দেখিস্ না কে ব্যূহ-দ্বারে দণ্ডায়মান? যম-দ্বারে বিভীষিকা! দাঁড়া? দুর্ম্মাত দাঁড়া।

দৈত্যরাজ। সেকি! মশকের শুণ্ড চাল! কি আশ্চর্য্য!! ভাল তুমিই কি দেবসেনাপতি? তোমার নাম কুমার?

কুমার। যোদ্ধার পরিচয় যুদ্ধে; নাম ধামে প্রয়োজন?

দৈত্যরাজ। তুমি কি যোদ্ধা? সাবধানে কথা বোলো! তুমি বালক—তাই ক্ষমা ক'র-লাম! তোমার অবয়বের প্রতি লক্ষ্য কোরে আমি চমৎকৃত হোচ্ছি! একাধারে এত সৌন্দর্য্য! সুন্দর মুখের যে সর্ব্বত্র জয়,—এ কথা প্রত্যক্ষই বটে। শুন বালক! সৌন্দর্য্যই তোমার জীবনের একমাত্র বন্ধু! একমাত্র রক্ষার হেতু; নচেৎ তুমি যেরূপ কর্কশ-ভাষী, এতক্ষণ তোমার আপাদ মস্তক শতখণ্ডে বিভক্ত হ'ত; একটী অঙ্গুষ্ঠ মাত্রের আঘাতে অস্থি সমূহ চূর্ণ চূর্ণ হয়ে পরমাণুবৎ আকাশে মিশ্‌ত! তুমি জাননা। অথবা, কি ক'রে জানবে? যারে বিধি বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি জান্‌তেই থর থর কম্পিত, শুন বালক! সেই ত্রিলোক গর্ব্ব খর্ব্বকারী তারকাসুরই আমি।

কুমার। শুনেছি, জানি না—আজ জানবো।

দৈত্য। কিসে জানবে?

কুমার। এই তরবারিতে।

দৈত্য। (সহাস্যে) বালকের হাতের কাটারি।

কুমার। এ কাটারি,—দৈত্যারি। কৃতান্তের অব্যর্থ কৃপাণ।

দৈত্য। তারকাসুরের পদতল-বিদ্ধ ক্ষুদ্র কণ্টক মাত্র।

কুমার। এ যে দৈত্যকুল নিষ্কণ্টকের কণ্টক মাত্র।

দৈত্য। শোন্ দুর্বৃত্ত! বালক ব'লে অনেক সহ্য কচ্ছি; অনেক ক্ষমা কচ্ছি; এখনও কর্ত্তে চাই।

কুমার। তোমার ভ্রান্তি। আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থী নই; তোমার জীবন প্রার্থী। আর বারংবারই তুমি বালক বালক কোরে স্পর্দ্ধা কচ্ছ! আমি বালকই বটে; কিন্তু তুমি জান না,— কালভুজঙ্গম, শিশু হোলেও ভেকের যম! সিংহশাবক শিশু হ'লেও করি-কুম্ভ তার আহার্য্য!

দৈত্য। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বালক যে কত কি বিদ্রূপ, কত তিরস্কার করছে, তথাপি আমার উদ্ধত স্বভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হচ্ছে না! বাক্যবাণ বিদ্ধ হয়েও কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের উদ্রেক হ'চ্ছে না।

সৌন্দর্য্যের কি মোহিনী শক্তি! যার সমক্ষে সাক্ষাৎ রুদ্রও মুখ তুলতে সাহসী নন, যে ব্যক্তি জন্মাবধি সামান্য কারণে গুরুদেবকেও মার্জ্জনা করে নাই, সেই তারকাসুর আমি অতি গুরু অপরাধে অধম একটা বালককে কত ক্ষমা কচ্ছি! যে আমার সংহার সাধনে অগ্রসর, যে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব পুত্র-ধনের নিধনকারী, তার সঙ্গে একটী সূচি-বেধ কল্পনায়ও মন দারুণ বেদনা অনুভব ক'চ্ছে না! দুষ্ট কোন জাদুগিরি শিখেছে!

কুমার। সন্নিপাতে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে! তাই একাকী অত কি বকৃছে।

দৈত্যরাজ। শোন্ দুর্ব্বৃত্ত? অনেক ক্ষমা কচ্ছি। অন্য ভাবে নয়, স্নেহপরবশ হয়ে ক্ষমা কর্‌ছি। তুই আমার পুত্র হন্তারক; তথাপি ক্ষমা কর্‌ছি। ক্রোধে জ্ঞান থাকে না। পালা?—প্রাণ নিয়ে পালা! কিসে কি ঘটে, শেষে অনুতাপে দগ্ধ হব। তাই বলি পালা!—

গীত।

(আহা) পালারে শিশু সামন্ত।
অনন্ত শ্রীধারী, কি ক'রে ও হেন অঙ্গে
হানি তরবারি।
(আহা) কেবা তোর মাতা পিতা,
বিদায় দিল হেন সুতে, সাক্ষাৎ শমন হাতে,
বুকে পাষাণ ধরি!
পুত্রশোক অবহেলে, ইচ্ছা হয় করি কোলে,
অনলে নিভাই অনলে, বিষে বিষ হরি।

কুমার। যাহোক, দৈত্য শরীরেও দয়া! সুখী হ'লেম! অথবা মৃত্যুর প্রাক্কালে, স্বভাবেই স্বয়ং দয়ালু ধার্ম্মিক ক'রে তোলে। আর ত কালগ্রাসের বিলম্ব নাই?

দৈতরাজ। ছোঁড়া বড় ছোট লোক? যত নরম হ'চ্ছি, দুরাত্মা ততই গরম হ'চ্ছে, কুক্কুরকে আশ্রয় দান! আর নয়! ওর চিতানল নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দেখা উচিত; কিন্তু বড়ই ক্ষোভ, বড়ই ঘৃণার কথা—যে অসিতে পর্ব্বতশৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড হ'য়েছে, লৌহস্তম্ভ অপক্ক নারিকেলবৎ দ্বিখণ্ড হয়েছে, সেই অসিতে আজ কদলীমূল ছেদ! সামান্য মৃণাল ছেদ! মহানবমীর মানপত্র বেষ্টিত শত্রুর প্রতিকৃতির বলি দান! ধিক্ অসি! ধিক্ বাহু!

কুমার। কি—উন্মত্ত প্রলাপ! তবে দেখ আমিও এই বলি-খড়্গে মহানবমীর মহাবলির উদ্যোগ কচ্ছি! তবে আয়।

দৈত্যরাজ। মৃত্যু ঘাড়ে চেপেছে, তবে আয়!

(উভয়ের যুদ্ধ ও দৈত্যরাজের নিরস্ত্র হওন।)

দৈত্যরাজ। আমায় বধ কর। নচেৎ আপন বধের উদ্যোগ কর।

কুমার। দুরাচার! আমি কি দৈত্যকুলাধম পিশাচ? আমি কি চণ্ডাল? আমি কি কৃতদাস, ঘাতক জহ্লাদ? আমি কি শার্দ্দূল সদৃশ হিংস্র পশু! তাই আমি নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, নিরস্ত্র ব্যক্তির উপর অস্ত্র চালনা ক'রব? যদি বীর হও, যুদ্ধে ইচ্ছুক হও, তবে ধর; আমিই অস্ত্র দিচ্ছি; গ্রহণ কর।

দৈত্য। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এরূপ মহানুভাব; এরূপ উন্নতচেতা; এরূপ সাহসী বীর কখন ত লক্ষ্য হয় নি! উঃ—তারকাসুরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করে ত্রিভুবনে এমন কেহ ত দৃষ্টিগোচর হয় না। হায়, আমারই ভ্রম! যা শুনেছি—তাই সত্য! সেই মহারুদ্র, এবং মহাশক্তির তেজোৎপন্নই বটে। নচেৎ এরূপ সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় মহাবীর কি অন্যবিধ ব্যক্তিকে সম্ভবে? যা হ'ক্ নিশ্চিন্ত হলেম! এর হাতে জয়, পরাজয়—উভয়ই মঙ্গলকর। ইনি আমার গুরুপুত্র! এঁর হাতে মৃত্যু প্রার্থনীয়। কিন্তু মরি—দুঃখ নাই; ইন্দ্র বেটা যে সুখী হবে—এ আমার অসহ্য! উঃ! বড়ই অসহ্য! আমি মর্‌ব না! সব মার্‌ব! সব ছারখার কর্‌ব! (প্রকাশ্যে) দুর্ব্বোধ! তবে আয়? তোর সঙ্গে শস্ত্র যুদ্ধ

কি? যে শরীরে একটী অঙ্গুষ্ঠ আঘাতের ভর সহ্য হয় না—তার উপর শস্ত্র ব্যবহার? তার দুর্ব্বল দূষিত রক্তে অসি কলুষিত করব? কখনই নয়। আয় বর্ব্বর! এখনই চপেটাঘাতে মস্তক চূর্ণ কচ্ছি।

কুমার (তবে দেখ—কার মস্তক চূর্ণ হয়।

কুমার। ভূতলশায়ী দৈত্যের গলদেশে অসি স্থাপনান্তর।) কেমন, কৃতঘ্ন পিশাচ? যুদ্ধ সাধ মিটেছে? এখন?—এখনই সৃষ্টির কণ্টক দূর করি। কিন্তু দুরাচার! আশ্বাসিত হও! তা করব না! তুই নিরস্ত্র। এ প্রকার বিনাশ—আমার যোগ্য নয়! আমি দস্যু—দানব নই, দৈত্য পিশাচ নই যে, তোর মত অন্যায় ভাবে বধকার্য্য সাধন করব! আর তোমা হেন পাপীর এরূপ সহজ বধে কারও তৃপ্তি নাই; অগ্রে হাত, পরে পা, ক্রমে নাশাকর্ণ, পরিশেষে অকাল কুষ্মাণ্ডের ন্যায় ধরটা খণ্ড খণ্ড করব। তবে ক্ষমা করি—এখনও পরাজয় স্বীকার কর্; অধীনতা স্বীকার কর্; স্বর্গ ত্যাগ কর;—ক্ষমা করব! স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পাবে।

দৈত্য। কার অধীনতা?

কুমার। দেবরাজ ইন্দ্রের।

দৈত্যরাজ। কুমার! তোমার হাতে মৃত্যু প্রার্থনীয়। তুমি যে হও, তা বেশ জেনেছি! কিন্তু আমি কে—তা তুমি জানতে পাও নাই। আবশ্যকতাও নাই। যখন সময় হবে, তখন জানবে। তুমি আমায় বধ কর, আমি পরম সুখে তোমার হাতে মরতে প্রস্তুত; কিন্তু বাক্য-যন্ত্রণা দিও না। ওরূপ কদর্য্য, ওরূপ ঘৃণাস্কর বাক্য দন্তস্ফুট করোনা। আমার আপাদ মস্তক জ্বলে যাচ্ছে! কি? ওই ইন্দ্র বেটার অধীনতা! ওই গুরুপত্নী-হারক চোর, দুরাচারের অধীনতা! তারকাসুরের শরীরে কি একবিন্দু রক্তও নাই? তবে দেখ?

(কুমারকে সজোরে দূরে নিক্ষেপ ও ছুরিকা-গ্রহণ করতঃ)

কই-ইন্দ্র? এস? অধীনতা স্বীকার করি। কই-পাপাত্মা? (লম্ফদানে) দাঁড়া! দাঁড়া;—এখনই অধীনতা স্বীকার কচ্ছি; দাঁড়া!—(ইন্দ্রকে পলাইতে দেখিয়া) কুমার, দেখ? পাপাত্মার বীরত্ব দেখ! ছেড়ে দাও? তোমার অধীনকে ছেড়ে দাও! কার্ত্তিকেয়! কুমার! রুদ্রনন্দন! পার্ব্বতীতনয়! বীরশ্রেষ্ঠ! তোমার মুখে এরূপ হেয় বাক্য! কৃত দাসের দাসত্ব! ঐ পলাতক শৃগালের স্বামীত্ব! যার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণী আমার দাসীদের দাসীত্বে নিযুক্তা তার অধীনতা? ধিক্! এদেহে ধিক্?—তোমাকেও ধিক্?—তুমি অতুল্য, অদ্বিতীয় হয়েও নিতান্ত নীচকুলসম্ভবা কৃত্তিকাদের পালিত। কেনই এরূপ নীচাশয়ের ন্যায় নীচ বাক্য না বলবে? সংসর্গ দোষে, কিনা ঘটনা হয়। তোমাতে তাই ঘটেছে! আর বলোনা! বোল্‌লে নিস্তার নাই!

কুমার। সহস্রবার বলি! তোমার রক্ষার জন্য বলি? তোমাকে স্বীকার করতে হবে? নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে।

দৈত্য। রে গর্ব্বিত বালক! অস্ত্র ধারণ কর! অত দম্ভের কথা সশস্ত্রে বল্? আমি শস্ত্রধারী আমাকে যেন চির কলঙ্কে পতিত হতে না হয়! অস্ত্র ধারণ কর।

কুমার। যার কলুষ-কর্দ্দমময় জড়দেহ পুনঃপুনঃ পদে দলিত হচ্ছে,—তার বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র অঙ্গুলিই বজ্র-ফলক্ মহাস্ত্র!

দৈত্য। কি?—উন্মত্ত বাচাল? তবে দেখ্।

(দৈত্যের ছুরিকাঘাতে কুমার অচৈতন্য; কুমার দেহ লইয়া দৈত্যের পলায়ন চেষ্টা।)

দেবসেনা। (চীৎকার করিয়া।) সর্ব্বনাশ হলো! দুরাত্মা কুমারের দেহ লইয়া পলায়ন কচ্ছে। অগ্রসর হও, অগ্রসর হও!

দৈত্য। (দশদিক, চাহিয়া?)

কেও? দুষ্ট পথ রোধি সদলে বারুণী?
জলাধিপ! পিতা তোর বরুণ বর্ব্বর
যমালয়ে ভারবাহী; যোগাইত জল।
ভুলেছ দুদিনে দুষ্ট দাসত্ব আমার?

এখনই পঞ্চত্ব পাবে ভীম পদাঘাতে,
ভর্ত্তৃদ্রোহি! যদ্যপি জীবিতে আশা থাকে,
পলাও সকলে; মুক্ত করি রাজপথ।

(ঊর্দ্ধে চাহিয়া)

ও কেও, বিমানমার্গে বিমান আরোহি?
নবগ্রহগণ? গ্রহ বিপ্র বেশে যারা
অহরহ মম গেহে গ্রহ-শান্তি ছলে
মাগিত তণ্ডুল দান; কুক্ষিতে রক্ষিতে
তালপত্র বিরচিত কুষ্ঠিপত্র সবে।
সে সব স্থানীয় আজ অসি খড়শাণ?
ধরেছে বাত্তিকে মূঢ় অমর পামরে।
সুপ্ত সিংহ শ্রুতি হ্রদে পিপিলিকা দল—
প্রবিষ্ট অনিষ্টাশয়ে, মৃত কল্পনায়।
বারেক নিশ্বাস রোধে মৃত্যু নিরুপণ।
তা সবে বিদ্রোহাচার? কি রহস্য, হায়!
হীন-জীবী রক্তপায়ী পতগ বিশেষ—
মশক,—মারে কি বীর, তার অত্যাচারে?
মারিনি মারিনি তাই ক্ষুদ্র হিংস্র গণি;
ক্ষমা গুণে অনু দিন। এখনও ক্ষমিব;
সহজে ছাড়িয়ে পথ পালাও সপথি।

(অন্যদিকে।)

কে তুমি? রোধিয়ে পথ পশ্চিম দুয়ারে;
পদাতিক সহ রক্ষী? পালাও অলক্ষ্য
পথে; প্রাণে প্রাণে যদি রক্ষা চাও মূঢ়।

(অন্যদিক চেয়ে)

বায়ু-কোণ রোধি, কেও, বীর প্রভঞ্জন?
ত্যজিয়া ব্যজন যন্ত্র শস্ত্রধারী এবে।
ভুলেছ দুর্দ্দশা বুঝি দুর্দিনে বর্ব্বর?
জগৎ প্রাণ নাম ধর; জগৎ প্রাণ সহ
নাশিব। শাসিব সব রাজ্য নিষ্কণ্টকে!

(অন্যদিকে)

সুদক্ষ দক্ষিণ দ্বারে তুমি প্রেতরাজ,
কালদণ্ডধারী? ধরিয়া কালের বেশ
কালদূত সহ? অহো! কি দুরাশা তব,
দুশ্চরিত্র, ব্যভিচারি, পেটুক নিষাদ।

সাধিতে দৈত্যের বাদ এত সাধ তোর?
লজ্জাহীন! কে ঘুচালো শৃঙ্খলের দাগ?
দাগাবাজ! ভুলেছ সে লৌহকারাগার?
চির আজ্ঞাবহ দাস রবে, প্রতিজ্ঞায়
মুক্তিলাভ কর নাই মম বন্দীশালে?
ধর্ম্ম-দ্রোহি প্রতারক! তারকের হাতে
রক্ষা নাই। অতঃপর সবংশে কাটিব;
জলপিণ্ড না রহিবে ভণ্ড দেবকুলে!

(অন্যদিকে)

কেও তুমি অগ্নি কোণে; পূর্ব্ব দ্বার রোধি,
আগ্নেয়াস্ত্রে? তেজঃগর্ব্বে দেব বিভাবসু?
লভিতে নির্ব্বাণ মুক্তি মমকরে, জ্ঞানি,
এসেছ সমরে আজ? সাধ মিটাইতে।
এসো, তবে বরুণাস্ত্রে ঘুচাই পিপাসা।
তৃষ্ণাতুর চিত্রভানু চিরদিন তরে!

(অন্যদিকে)

ঈশানে ঈশানরূপী ললাটে কৃশানু
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে, উজ্জ্বল পিণাক-ধারী।
গুরুদেব! বরপুত্রে পড়িয়াছে মনে?
ভকত বৎসল তুমি; বরাভয় দানি
রক্ষহ ভক্তেরে, বিভো! প্রতিপক্ষ জালে।
তব কৃপাবলে বলী, ত্রিলোক বিজয়ী।
হে শূলি! ঘুচাও শূল ত্রিশূল প্রহারে;
অরাতি! বিষম শল্য সমুদ্ধারে দাসে!
গাইবে ভবের জয় ভৈরব রবেতে,
আলাপি ভৈরব রাগ, ভৈরবী সংযোগে!
উড়িবে বিজয় ধ্বজা বৃষধ্বজ নামে।
হে ধূর্জ্জটি! ঝটিতি পুরাহ বাঞ্ছা,
বাঞ্ছা-কল্পতরু! অরুরু সমরে হতবল।

(অন্যদিকে)

ওই যে, ওই যে বিভো; হানিছে পামর,
বজ্রপাণি! টঙ্কারিয়া ভীম চাপে চাপি
বজ্র প্রহরণ, ত্রিলোক হননকারী!
হে হর! সংহার শক্র অজেয় কৃপাণে!
(বজ্রশব্দে কুমারের চৈতন্যোদয়)

কুমার। আয়রে ঘাতক দুষ্ট প্রতারক, বলী,

অন্যায় সমর লিপ্সু, সত্য-বিঘাতক;
রক্ষক ভক্ষক যথা আশ্রিত ভূজগ।
আশ্রয়ীর অঙ্কে বসি দংশে অকারণ!
বারংবার দানিলাম জীবন তোমার।
সে ধার শোধিলে বুঝি আঘাতি মস্তকে
নিরস্ত্র আমায়। আশ্রয় লইয়া পদে
বিশ্বাসঘাতক? এখনি কাটিব শির,
পাড়িব ভূমেতে; কে রক্ষিবে ত্রিভুবনে?
কালের করাল মুখে হইলে পতন!

(লম্ফ দানে দৈত্যের প্রতি গুরুতর আঘাত। দৈত্যের পতন।)

জয়ধ্বনি।

জয়, সেনাপতি কুমারের জয়।
জয় দেবরাজ বাসবের জয়।

(দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি।)

গীত।

ধন্যবীর ধন্য তুমি, ত্রিলোক আজি ধন্য হোলো।
তোমার মাহাত্ম্যে রোলো স্বর্গমর্ত্ত রসাতল॥
রাখিলে অনন্তজীবন,
অনন্ত হোক তোমার জীবন,
অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন, হবে তোমার চিরকাল।
(তুমি) করিলে ত্রিলোকোদ্ধার,
কে শোধিবে এ হেন ধার,
চিরঋণী থাকুলেম সকল,
তুমি সবার প্রাণ দাতা, চিরপূজ্য তুমি পিতা,
(এখন) করুন পরম পিতা সর্ব্বাঙ্গীন সুমঙ্গল!

যবনিকা পতন।

তারকাশুর বধ যাত্রা সমাপ্ত।

সাবিত্রী-সত্যবান যাত্রা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজ-অন্তঃপুর।

(রাজা ও মন্ত্রী।)

গীত।

তাল—তিওট।

মন ভ্রান্ত মজ হরি চরণে।
হবে রে মঙ্গল সেই মরণে।
অনিত্য ভব সংসার, কিছু নয় প্রশংসার,
কে আমার আমি কার,
কেবল মুগ্ধ মায়া বন্ধনে

মন্ত্রী। মহারাজ! প্রণাম হই।

রাজা। এস, এস, বিনায়ক মন্ত্রিবর এস। অধুনা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিহার পূর্ব্বক অদ্য সহসা অন্তঃপুর মধ্যে কিজন্য উপস্থিত হলে? এবম্বিধ অনিয়মকালে তোমার ত কখনই সমাগম হয় না! বোধ করি, তোমার অন্তঃকরণে কোন অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়ে থাকবে; আমি তা অনুমানেই অনুভব কর্ত্তে পেরেছি। কারন তোমার ঐ ভাব দর্পণ বদন ভঙ্গিতেই তার বিলক্ষণ লক্ষণ লক্ষিত হচ্ছে। অতএব বক্তব্য বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন কর। তোমার নিকট আমার কোন বিষয়ই অপ্রকাশ্য নাই। তুমি অতি ধীমান, সচ্চরিত্র ও কার্য্য-দক্ষ। মন্ত্রণা বিষয়ে সুরগুরু বৃহস্পতির সমকক্ষ, এবং গাম্ভীর্য্যে সরিৎপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে জন্য আমি তোমাকে সমস্ত সাম্রাজ্য সমর্পণ করে, অতর্কিত অন্তঃকরণে নিশ্চিন্ত আছি।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি তা সতত‍ই জানি যে, এই অনুগৃহীত ভৃত্যের প্রতি আপনার অশেষ করুণা। এক্ষণে এক বিষয়ের আবেদন জন্য আমার রসনা নিতান্ত বাসনা কচ্ছে; কিন্তু আপনার অনুমতির অপেক্ষায় খণ্ডিত মেঘাচ্ছন্ন শশিকলার ন্যায় একবার সচেষ্ট ও পুনর্ব্বার নিশ্চেষ্ট হচ্ছে। অতএব অধীনের প্রতি কি আদেশ হয়?

রাজা। অমাত্যবর! আমি অম্লান বদনে অনুমতি কচ্ছি, বক্তব্য বিষয় নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রস্তাব করো।

মন্ত্রী। রাজেন্দ্র! আপনি ভুজবলে অনন্ত অরাতিকুল নির্ম্মূল করে, প্রতাপে দ্বিতীয় দিনমণির ন্যায় অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন; কিন্তু এক্ষণে কি জন্য পূর্ব্বের ন্যায়, সন্ধি, বিগ্রহ, সুহৃদ, ভেদ, রাষ্ট্র, দুর্গ, জানপদ ও সেনানী—এই অষ্ট প্রকার রাজধর্ম্ম কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করেন না? সর্ব্বদা অন্তঃপুরে ঔদাস্যভাবে কালাতিবাহিত করেন, নিয়তই যেন গাঢ় দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। এর নিগূঢ় কারণ কি? আমরা নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করে কিছুই স্থির

কর্ত্তে পারিনে; সুতরাং এ ব্যাপার আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

গীত।

তাল—আখেমটা।

এত ভাবনা হ ভূপতি।
কি কারণ বিবরণ বলো বলো তাই শুনি সম্প্রতি॥
কেন স্বভাব অভাব, পাইনে ভেবে কেমন ভাব,
আমরা জানি অসম্ভব,তব দণ্ডে কম্পে সুরপতি,

মন্ত্রী। অবনীপতে! আপনার অন্তর নিহিত অনির্ব্বচনীয় অনুতাপের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত, এই নিতান্ত অনুগতের প্রতি অনুকম্পা পুরঃসর প্রকাশ করে বলুন।

রাজা। সচিবশ্রেষ্ঠ! তুমি তা সমস্তই অবগত আছ। শতদল-বাসিনী সরস্বতীর ন্যায় গুণবতী পদ্মালয়া লক্ষ্মার অনুরূপ রূপ-শালিনী এবং সাবিত্রী সমান সাধ্বী মদীয় নন্দিনী সাবিত্রী শৈশবকাল অতিবাহিত করে, যৌবনের আদ্য পদবীতে পদার্পণ করেছেন। আমি স্বর্ণলতা দুহিতার যোগ্য নায়ক-রত্ন জগতে অনুসন্ধান করে সম্প্রাপ্ত না হওয়াতে নিতান্ত নিরুপায় নীরে নিপতিত হয়েছি। আমি রাজন্য-বর্গ মধ্যেও সম্ভ্রান্ত সমাজে অগ্রগণ্য ও ধীশক্তি সম্পন্ন হয়ে শেষে কি একটী অযোগ্য পাত্রের হস্তে নন্দিনী-রত্ন অর্পণ করে কুল-গৌরবকে লঙ্ঘিত কর্ব্বো? অথবা এই অকলঙ্ক কুল চন্দ্রকে কলঙ্ক-রাহুতে গ্রাস করবে? দেববাঞ্ছিত গব্যরসে কি গোমূত্র মিশ্রিত হবে? সেই অনু-তাপে আমার হৃদয় সর্ব্বদা দগ্ধ হচ্ছে। প্রজা-পতির ভাবিতব্য বিষয় অবশ্যই সংঘটন হবে; তথাচ অপত্য-স্নেহ নিবন্ধন নিরন্তর চিন্তানীরে নিমগ্ন হচ্ছি।

গীত।

তাল—পঞ্চম শোয়ারি।

ভেবে দেখ কত দুখ পায় মনেতে, সে সতী॥
মনোমত না হলে পতি।
চিরদিন অনুতাপে তনু জ্বলে,
জীবনে যন্ত্রণা অতি।
বলিতে পারিবে যদি অবলা নাম কেন তবে,
জন্মে না যায় সে দুর্গতি।

রাজা। মন্ত্রিন্! তুমি কি দেখনি, যৌবন ও অনঙ্গ উভয়ে একযোগে আমার সাবিত্রীর অঙ্গে আবির্ভূত হ'য়ে শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় নন্দিনীর নব নব শোভা সম্পাদন কচ্ছে? পাছে যজ্ঞীয় হবি কুক্কুরের উপভোগ হয়, সেই ভয়ে আমি সততই চলচিত্ত হচ্ছি।

মন্ত্রী। অবনীপতে, ইহাতে চিন্তার কারণ কি? আপনি অবনীমণ্ডলে স্বর্গস্থিত শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় বৈভবশালী; ভবদীয় চেষ্টায় কোন কার্য্য সংঘটন না হতে পারে? আর আপনি ইহাও জানবেন যে, দেব বিধান কখনও অযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয় না। তা ছাড়া সমুদ্র মন্থনোদ্ভবা ক্ষীরোদ-কুমারী লক্ষ্মী কি জন্য নারায়ণের ভোগ্যা পত্নী হলেন? সুধাই বা কি জন্য দেবতাদিগের ভক্ষ্য হলো? অতএব যোগ্যাযোগ্যানুরোধে দৈব সাফল্যবিষয়ক বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হয়ে মনোদ্বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক উদ্যোগে উদ্যোগি হউন, তাতে অচিরে অবশ্যই ইষ্ট লাভ ক'রবেন। বিদর্ভরাজ তনয়া দময়ন্তীর পরিণয়ের ন্যায়, নানা দিগ্দেশ হতে গুণশীল, সম্পন্ন, সুমান্য বংশোদ্ভব রাজন্যগণকে পাত্রিকা দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক সমাদরে ভবনে আনয়ন করে নন্দিনীর স্বয়ম্বর সম্পাদন করুন। সে জন্য অন্যান্য ইতর জনের ন্যায় এরূপ চিন্তাযুক্ত হবেন না।

গীত।

তাল—একতালা।

আমার এ ভারতী ধরো ধরো দণ্ডধর।
অকূল ভাবিয়ে কেন আকুল অন্তর।
নন্দিনীর পরিণয়ে নিরানন্দ কি লাগিয়ে,
কর ত্রিলোক নিমন্ত্রিয়ে বাসে স্বয়ম্বর।

মন্ত্রী। রাজেন্দ্র! সুমেরু সদৃশ স্থিরপ্রকৃতি মহাত্মারা এবম্প্রকার সামান্য চিন্তারূপ বায়ু-তাড়নে সঞ্চালিত হন না। এক্ষণে ভাবী

অশুভ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুচারু, কার্য্য-দক্ষ দূতগণকে অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, মৎস্য, সৌরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রে প্রেরণ করুন; তারা সেই সেই দেশে গমন করতঃ সাবিত্রীর ভুবন মোহন অপরূপ রূপের বিষয় ও স্বয়ম্বরের বার্ত্তা রাষ্ট্র করুক।

রাজা। মন্ত্রিন্! তুমি যা উক্তি কল্লে এ যুক্তি সঙ্গত বটে; কিন্তু তাতে ভবিষ্যতে অনেক অশুভ ঘটনের সম্ভব। এজন্য আমি মনে আশু এই মন্ত্রণা স্থির করেছি; দেখ দেখি, তোমার বিবেচনায় তা সঙ্গত বোধ হয় কিনা? সাবিত্রীকে অগ্রে সমীপে আনয়ন করে মনোগত ভাব বোঝা যাক্। আমি অনুমান করি, তাতে পরিণামে সর্ব্ব বিষয়েরই মঙ্গল। কারণ মহামান্য মহীশ্বরগণকে পত্রিকা দ্বারা আমন্ত্রণ পূর্ব্বক ভবনে আনয়ন কল্লে, যদি নন্দিনীর মনস্থ না হয়, তা হ'লে আমরা অপ্রতিভ ও আগন্তুকেরা নিতান্ত অপমানিত হবে এতে তোমার মন্ত্রণায় যা উচিত বলে বোধ হয়, প্রকাশ কর।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি যা কল্পনা করেছেন, এ অতি সৎযুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত; এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে!

রাজা। মন্ত্রি! সাবিত্রীকে এখানে না আনিয়ে আমাদের যাওয়া ভাল নয় কি?

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে, মহারাজ! আপনি অগ্রসর হউন; আমি অনুগামী হচ্ছি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর—সাবিত্রীর কক্ষ।

(রাজা, মন্ত্রী ও সাবিত্রী।

রাজা। মাতঃ, সাবিত্রি!—

সাবিত্রী। আসুন আসুন; পিতঃ! অধিনীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাজা। বৎসে সাবিত্রি! আমি আশীর্ব্বাদ করি, সাবিত্রী তোমার অভীষ্ট পতি প্রদান করুন। সংপ্রতি আমি তোমাকে সম্প্রীত চিত্তে অনুজ্ঞা প্রদান কচ্ছি; তুমি স্বীয় উদ্বাহ জন্য উদ্যোগি হয়ে অভিলষিত রাজ-নন্দনের অনুসন্ধান কর। আমি জানি, তুমি অতি সুশীলা ও সর্ব্ব শাস্ত্রে বিদূষী; এক্ষণে মদীয় অনুমোদিত মতে উপস্থিত বিষয়ের যথেচ্ছা বিধান কর!

গীত।

তাল আড়খেম্‌টা।

অনুমতি আজ তোমায় দিলেম নন্দিনি।
আপনার মন মত পতি বরণ করো আপনি।
কোরে সয়ম্বর আড়ম্বর,
আন্‌লে কি হবে সকল নরবর,
অসন্তোষ কি সন্তোষ কেবা হন কিরূপ
তা কি জানি।

রাজা। সাবিত্রি! আমার যা বক্তব্য ছিল ব্যক্ত ক'র্লাম। তুমি অচিরে বিহিত কার্য্যের সমনুষ্ঠান করো, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

(রাজার প্রস্থান।)

(সুনন্দাদি সহচরিগণের প্রবেশ)

সুনন্দা। আর্য্যপুত্রি! অদ্য কি শুভ দিন। মহারাজের মুখে কি শুভ সংবাদই শ্রবণ কল্লেম। অন্তরে আর যে আনন্দ ধরছে না? এই দেখুন, আহ্লাদে সর্ব্ব শরীর পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে। আহা! এখানে লক্ষ্মী নারায়ণ উপবেশন করে, ভবন উজ্জ্বল কর্‌বেন; আমরা নিরন্তর নিরীক্ষণ করে, নেত্রপাপ বিমোচন ক'র্‌ব,—সর্ব্বদা বাসনা-কাশে সেই কল্পনা-শশী উদিত হচ্ছে। বলি, বলি ও চন্দ্রাবলী, চারু হাসিনী ও মঙ্গলা। তোরা কি মঙ্গল সংবাদ কিছুই শুনিস নি? কেবল গোল করে বগল বাজিয়ে বেড়াচ্ছিস? আয় আয়, শীঘ্র আয়; যেন অন্যে না শোনে।

আমরা আজ মনের উৎসবে নগরে গিয়ে ঠাকুর-জামায়ের অন্বেষণ করে আসিগে।

সাবিত্রী। সুনন্দা! ছিঃ ভাই, তোর কি সময় বোধ নেই? বলে আর আমি কত বুঝাবো? তুই কি জানিসনে যে সময়ে অমৃত বিষতুল্য হয়? এক্ষণে অপরাহ্ন সময় উপস্থিত; সমীরণ মৃদুমন্দ ভাবে শৈত্য বায়ু বহন কচ্ছে; সত্বর চল, তপোবনের শোভা সন্দর্শন করিগে।

সুনন্দা। রাজনন্দিনি! তপোবন ভ্রমণ ত আমাদের দৈনিক কাজ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উৎসাহবারি সিঞ্চন দ্বারা যে আশালতাকে বড় কল্লেম, তাকে ফলবতীর লক্ষণ দেখে কি আমাদের প্রফুল্ল হওয়া উচিত নয়?

সাবিত্রী। সুনন্দা! আশু এমন কি সুখ সম্ভাবনা দেখ্‌লে?

চন্দ্রাবলী। ঐ যে কথায় বলে,—

"যার বিয়ে তার মনে নেই,
পাড়া পড়্‌শীর ঘুম নেই।"

সাবিত্রী। সে কি লো? কার বিয়ে?

চন্দ্রাবলী। যে বলে কার বিয়ে, তারই বিয়ে! আবার কি আমাদের বিয়ে?

মঙ্গলা। সে কি! তুমি শোননি? তোমার যে সত্যি সত্যিই বিয়ে!

সাবিত্রী। (মঙ্গলার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক)

সত্যি সত্যি আমার বিয়ে!
জাত্‌ বেহারার কাঁধে গিয়ে!!

সুনন্দা। হুলুধ্বনি শাক বাজিয়ে,
বরণ ডালা মাথায় নিয়ে,
জল সাধ্‌বো আমরা গিয়ে।

সাবিত্রী। তার বদলে, কলসী কাচা চিতে সাজিয়ে; সহচরি! জল-সাধার পরিবর্ত্তে জল-শায়িনী কল্লে ত প্রিয় সঙ্গিনীর কাজ করা হয়।

সুনন্দা। ছিঃ ভাই! তুমি অমঙ্গলের কথা বলো কেন? আহ্লাদের সময় কি এ রকম কথা বল্‌তে আছে?

সাবিত্রী। সহচরি! তোমরা আমার আন্তরিক ভাব না জেনে, পরিহাসচ্ছলে এই ব্যঙ্গোক্তি কচ্ছো, আর আমিও তোমাদের মনস্তুষ্টি জন্য অতি কষ্টে আত্মভাব গোপন করতঃ তারই উত্তর প্রত্যুত্তর কচ্ছি। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা, মনঃ ও প্রাণ একান্ত ঘুণ-জীর্ণ বংশাপেক্ষাও জর্জ্জরিত।

সুনন্দা। নৃপনন্দিনি! ঈশ্বরেচ্ছায় অচিরে তোমার মনো দুঃখ নিবারণ হবে; সে জন্য চিন্তিতা হওনা। চলো আর বেলা নেই; তপোবনের শোভা দর্শন করিগে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন।

(সাবিত্রী ও সুনন্দা প্রভৃতি সখীগণ।)

সুনন্দা। রাজতনয়ে! আজ তপোবন কি আশ্চর্য্য শোভাই ধারণ করেছে। দেখ! দেখ! আলবালের পার্শ্বস্থিত গোলাপ গুলি কেমন সুন্দর প্রস্ফুটিত হয়েছে? জাতি, যূথী, মল্লিকা ও মালতী প্রভৃতি, কেউবা কিশলয়, কেউ বা মুকুল ও কেউ বা ফুলে পরিশোভিত হয়ে কেমন সুন্দর সুশ্রীই ধারণ করেছে! আবার গন্ধবহ সমীরণ কেমন উহাদের পুষ্প গন্ধ উপহার দিচ্ছে! মধুকরগণ এক পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে গমন করে কেমন মনের সুখে মধু পান কচ্ছে! পিকগণ শাখাসীন হয়ে কেমন শ্রবণবিবর স্নিগ্ধ কচ্ছে! জলাশয়ে রাজ-হংসীরা কেমন অপরিস্ফুট কল কল স্বরে সুধা বর্ষণ কচ্ছে? আহা! বোধ হচ্ছে যেন ঋতুরাজ বসন্ত মূর্ত্তিমান হ'য়ে রয়েছেন!

সাবিত্রী। তাই ত, সুনন্দা! অন্য দিন অপেক্ষা আজ তপোবনের অত্যন্ত শোভা দৃষ্ট হচ্ছে। পুষ্পরাজি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ও অধিকতর উজ্জ্বল প্রভায় বিকশিত হয়েছে! সরোবরে সরোজিনাকুল ভগবান মরিচীমালির কর-সম্পাতে নানাবিধ সুরঙ্গে

রঞ্জিত হয়েছে। আহা! জলের উপরের ফুলের বড় শোভা হয়! বায়ুভরে জল যেমন বিলোড়িত হয়, ফুলও, তেমনি এদিক ওদিক হেল্‌তে থাকে; যেন জল দর্পণে মুখ দেখে কতই আনন্দিতা হয়! আরও দেখ হিংসা কি এ অরণ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই? ভা ভিন্ন বিহঙ্গ, ভুজঙ্গ কুরঙ্গ ও সিংহ কি এক—

(সত্যবান-দর্শনে অনন্যমনা।)

সুনন্দা। রাজনন্দনি! এই যে বনশোভা বর্ণনা কচ্ছিলে? না জানি এর মধ্যে অন্তরে কোন্ ভাবের উদয় হয়ে স্বভাবের এরূপ অভাব হলো? একি! একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য! ডাকৃলে চৈতন্য নাই! সহসা এরূপ অন্যমনস্কা হলেন কেন? শুনতে পাচ্ছেন না কি?

সাবিত্রী। কেন কেন সহচরি! কৈ, কৈ, কি ব'ল্‌ছো?—

সুনন্দা। সুধীরা! এযে অত্যন্ত অধীরের ন্যায় বধিরের ভাব দেখ্‌ছি?

সাবিত্রী সহচরি! তুমি কি দেখনি; ঐ যে পশ্চিম দিকে সহকার তরু তলে একবার নেত্রপাত পুর্ব্বক দেখ দেখি, কেমন মনোহর অপরূপ ভুবনমোহনরূপ? আমরি! যেন পূর্ণ শারদশশী রাহুর ভয়ে গগনমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হয়েছেন। অথবা পার্ব্বতীকুমার কুমার দারপরিগ্রহে বিমুখ হয়ে, তপস্যা জন্য এই বিজন অরন্যচারী হয়েছেন। সহচরি! আমার যে মনে মন নাই।

গীত।

আহা মরি সহচরি ডুবিলাম রূপসাগরে।
ফিরাতে না পারি নয়ন মনে ধৈর্য্য নাহি ধরে।
কি দিয়ে ঐ নরানধি, নির্ম্মাণ করেছেন বিধি,
নাই বুঝি সজনি রূপ স্বরূপে আর এ সংসারে।

সাবিত্রী। প্রিয় সঙ্গিনিগণ! আহা! মরি, মরি! দেখ দেখি কেমন সুরূপ সম্পন্ন সুপুরুষ? আমি অবলা; ও রূপের কি বর্ণনা ক'রব? ঠিক যেন বসন্ত সমাগমে রতিপতি মদন সদন পরিত্যাগপূর্ব্বক কুসুমকার্ম্মুক সহকারে সহকার তলে উদয় হয়েছেন। বল দেখি, ঐ কালকূট মিশ্রিত কটাক্ষশরে কোন্ কুলকামিনীর কলেবর জর্জ্জরিত না হয়? সে যা হোক্, পূর্ব্বে জনকের আজ্ঞা আছে; এক্ষণে তোমাদের সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি:— অদ্য হতে কুল, শীল, যৌবন, লজ্জা, ভয় ও সতীত্ব, মন ও প্রাণ প্রভৃতি— সমস্তই ঐ গুণাকর করে অর্পণ করে, হৃদয় মন্দিরের একমাত্র দেবতা বলে প্রতিষ্ঠা কল্লেম। হে বনস্পতি, সরিৎপতি, মরুৎপতি, প্রজাপতি, সুরপতি, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, তরু, লতা, গুল্ম, পশু পক্ষী প্রভৃতি তোমরা সকলে শ্রবণ কর,— সাবিত্রী সত্য সত্য সত্য-পাশে বদ্ধ হয়ে অদ্য ওই পুরুষ রত্নের গলায় মন-মালা অর্পণ ক'রল। হে দেবি! তুমি যা ভবিতব্য স্থির করেছ, তা অবশ্যই সংঘটন হবে; তথাচ তোমার নিকট বিনতিপূর্ব্বক এই মিনতি কচ্ছি, যেন সাবিত্রীর কণ্ঠে প্রাণ থাকৃতে এ রত্নের বিচ্ছেদ না হয়।

গীত।

জীবন যৌবন কুলশীল সকলি সই স'পিলাম
আজ উহার করে।
তবে আশা পূর্ণ ওধন বিধি যদি প্রদান করে।
নাই আমার অন্য বাসনা, অন্য পতি নাই কামনা,
দাসী হবো ওচরণে নিতান্ত সাধ অন্তরে।

সাবিত্রী সুনন্দা! আমি কায়মনোবাক্যে ঐ পুরুষ রত্নকে পতিত্বে বরণ কল্লেম।

সাবিত্রা। আর্য্যপুত্রি! আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতি ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা; আমি অতি অল্প বুদ্ধি কিঙ্করী মাত্র। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার কি সাধ্য? কিন্তু তুমি যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত ব্যক্তির কুল, শীল গৌরবাদি না জেনে, সহসা সত্য-পাশে বদ্ধ

হয়ে প্রতিজ্ঞার অধীন হলে, বোধ করি, এ ন্যায়-সঙ্গত কাজ হয়নি।

সাবিত্রী। সুনন্দা! এ কাজ আমার ভালই হোক, আর মন্দই হোক, যদি দিনমণি দেব পশ্চিম দিকে উদিত হয়েন, যদি সলিলের শৈত্যতা গুন ও অগ্নির দাহিকা শক্তি নষ্ট হয়, আর মক্ষিকা যদি সুমেরু গিরি পক্ষ সাপটে সঞ্চালন কর্ত্তে সমর্থ হয়, এবং পঙ্গুতে যদি গিরি লঙ্ঘন কর্ত্তে পারে, তথাপি সাবিত্রীর এই অলঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞা কখনই ব্যর্থ হবার নয়। তুমি অন্তরে এরূপ দুশ্চিন্তা করো না যে, বিশ্ব-কর্ত্রী সাবিত্রীর অপ্রসাদে এই সাবিত্রীর অদৃষ্টে কোন অশুভ ঘটনা হবে। আর এও জেন সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি উত্তমের সঙ্গে কখনও অধমের সম্মিলন করেন না। তিনি কখনও সুকণ্ঠ ভিন্ন অমূল্য মুক্তাহার সংযোজন করবেন না। অতএব এক্ষণে তোমরা সকলে হৃদয়েশ্বরের নিকটে গমন করে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কুল শীল প্রভৃতির পরিচয় লাভের প্রার্থনা কর। অতি সাবধানে সৌজন্যের সহিত কথা-বার্ত্তা বলো; দেখ যেন কোনও অংশে অব-মাননা বোধ না করেন।

সুনন্দা। যে আজ্ঞে, রাজনন্দিনি! এই আমরা চল্লেম।

(সুনন্দার সত্যবানের নিকট গমন।)

সুনন্দা। কুমার! আপনি কে? আপ-নার কুমার-বিনিন্দিত সুকুমার কান্তি সন্দর্শনে আমরা কুলকামিনীগণ অতিশয় বিস্মিত, হয়েছি। জানি না, আপনি দেবতা কি গন্ধর্ব্ব; কিন্নর কি নর; কোন্ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করে কুলোজ্জল করেছেন? এবং পতিভাবে পাণিগ্রহণ করে কোন্ সৌভাগ্য-বতীকে কৃতকৃতার্থ করেছেন? আর এখনই বা কি ভাবের ভাবে এ নবীন বয়সে তপস্বী-বেশে বিজন অরণ্যে বিচরণ করছেন? আমাদের নিকট অনুকম্পা পুরঃসর স্বীয় গুণে আত্মপরিচয় প্রদান করুন।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

এ নবীন বয়সে নাগর তপোবনে কে আপনি।
কৃপা করে হে সুশীল কুলশীল বল শুনি॥
হেরি তোমায় সুকুমার, রূপে কুমার কি মার,
কেন তুমি ভ্রমণ কর,
কার তুমি হৃদয়ের মণি॥

সুনন্দা। হে পুরুষপ্রবর! আমরা রাজ-নন্দিনী সাবিত্রীর আদেশানুসারে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি; অতএব প্রকৃত পরিচয় প্রদান ক'র্‌লে পরম পরিতুষ্টা হই।

সত্যবান। চারুনেত্রে! তোমার সুচারু সম্ভাষণে ও ধরিত্রীধন্যা রাজকন্যার আদেশে অদ্য আমি অন্তরে অসীম আনন্দলাভ কর্‌লেম। আমি দিনমণি বংশোদ্ভব শাল্য-দেশাধিপতি দ্যুমৎসেনের পুত্র; আমার নাম সত্যবান। সংপ্রতি শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্রহীন স্ববীর জনক-জননী এই অরণ্য আশ্রয় করে অবস্থান কর্‌ছেন। আমি তাঁদের একমাত্র উপায় স্বরূপ; প্রকৃত অন্ধের যষ্টি। অবস্থার অবনতি ও গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ দার পরিগ্রহ হয়নি। এক্ষণে আমি এই ভিক্ষা করি, যেন মদ্ররাজ-দুহিতা আমাকে ক্ষমা করেন। আমার কর্ত্তব্য ছিল যে, রাজনন্দিনী সমীপে গমনপূর্ব্বক সম্যকরূপে সম্ভাষণ করি; কিন্তু কার্য্যের সত্বরতা জন্য সে সংঘটনের অভাব হল। কারণ অন্ধ জনক-জননী তৃষিত চাতক চাতকিনীর ন্যায় আমার আশা পথ চেয়ে ভবনে অবস্থিতি কর্‌ছেন। রাজকুমারীকে তোমরা এই কথা বল্লে, তিনি স্বীয় কারুণ্যগুণে অবশ্যই আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

সুনন্দা। রাজকুমার! আপনি প্রত্যাগমন কর্‌লেন, তবে চরণপ্রান্তে প্রণাম হই। আমা-দের বিদায় দেন।

সত্যবান। তবে এস! সহচরিগণ! আমি

জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা কর্‌ছি, যেন অচিরে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

(সত্যবানের প্রস্থান।)

সখী। আর্য্যপুত্রি!

সাবিত্রী। এস এস প্রিয় সঙ্গিনি এস। তোমার প্রফুল্ল বদনকমল ও হাব ভাব সন্দর্শনে আমার অন্তরের সংশয় নিশ্চয়ই অন্তর হয়েছে। তথাপি জিজ্ঞাসা করি, সংবাদ ভাল ত?

সুনন্দা। রাজতনয়ে! সাবিত্রী প্রসাদে সাবিত্রীর অমঙ্গল ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব! আর যজ্ঞীয় ভূর্জ্জ্যপত্র কি অজার উপভোগ হয়? না—জলধি মন্থনোৎপন্ন কৌস্তুভমণি বিষ্ণু ব্যতীত বানরের গলায় শোভা পায়? কুমার সূর্য্যবংশ জাত শাল্য দেশাধিপতি রাজ-কুমার এবং সত্যবান নামে পরিচিত। দেবি! এক্ষণে চলুন, ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই শুভজনক সংবাদ জনক জননীকে প্রদান করিগে।

সাবিত্রী। সহচরি! আমি যে আর চল্‌তে পাচ্ছিনে। পদ বিক্ষেপ কর্ত্তে পদে পদে অত্যন্ত বেদনা পাচ্ছি! আমার কি আর মনে মন আছে। যাঁর মন তিনি যে নিয়ে গেলেন। যেমন বাষ্পীয় জলযান ও রথ চালিত হলে, বায়ুর বৈপরীত্য জন্য তার ধুম রাশি ও পতাকা শ্রেণী বিপরীতদিকে চল্‌তে থাকে, আমার মন প্রাণ এবং অন্তরাত্মারও ত সেই গতি প্রাপ্ত হয়েছে? প্রাণেশ্বরের গমনের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গমন করেছে; আমি কেবল নির্জীব কাষ্ঠ খণ্ডের স্বরূপ অথবা পক্ষী-শূন্য পিঞ্জরের ন্যায় দেহ-ভার বহন করে গমন কচ্ছি। আর রসনা কিছুতেই অন্য আলাপ বাসনা কচ্ছেনা। নয়ন চাকার সেই শরদিন্দু বিনিন্দিত সৌন্দর্য্যের সুধা-রশ্মী সন্দর্শন ভিন্ন কিছুই সুদর্শন বোধ কচ্ছে না। শরীর যে অবসন্ন হলো? আমি আর যে যেতে পারিনে?

গীত।

নবীন নাগর আজ আমার মন লয়েছে সই হরি।
রেখে মন কেমনে আমি বাসে গমন করি॥
হলো আমার কি বিপদ, যাইতে চলে না পদ,
অবলা কেমনে মনে বল ধৈর্য্য ধরি।

সাবিত্রী। সুনন্দা! আমাকে আর গৃহে যেতে অনুরোধ করোনা। ভবন এখন বিজন বন বলে বোধ হবে। মণিহার প্রভৃতি অল-ঙ্কার ফণীর ন্যায় দংশন কর্‌বে। কুসুম-শয্যা কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হবে। চন্দন তীব্র কাল-কূটের গুণ ধারণ করবে। সুতরাং আমি আর কেমন করে বাসে বাস করব? অতএব এই স্থানেই অবস্থান করি।

সুনন্দা। সে কি রাজকুমারি! একে-বারে উন্মত্তা হলে নাকি? ওই দেখ, কমলিনী-নায়ক রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছেন যামিনী প্রায় সমাগত। আর কি আমাদের মত অবলা কুল-বালাগণের এই বন মধ্যে কাল-ব্যাজ করা উচিত হয়? শীঘ্র চলো শীঘ্র চলো। (হস্তধারণ।)

সাবিত্রী। প্রিয়সখি! তবে চলো। কিন্তু রোগী যেমন রোগের অনুরোধে নেত্র নিমিলন করে নিম্ব ভক্ষণে নিরত হয়, অগত্যা আমাকেও তাই হতে হলো।

সুনন্দা। এই ত ভবনে সমাগত হলেম, এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন না করে, জনক সদনে আদ্যোপান্ত নিবেদন করাই উচিত হচ্ছে?

সাবিত্রী। সহচরি! আমার বিবেচনা শক্তি এককালে রহিত হয়েছে, আমাকে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা না করে, যা তোমাদের মনে উচিত বলে বোধ হয়—তাই কর।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন—সভাস্থল।

রাজা ও মন্ত্রী প্রভৃতি আসীন।

(সাবিত্রী ও সখীগণের প্রবেশ।)

সাবিত্রী ও সখীগণ। পিতঃ! প্রণাম হই।

রাজা। এস, এস, সাবিত্রি ও সুনন্দা প্রভৃতি সঙ্গিনিগণ! এস। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হ'ক্। আজ তোমাদের মুখ দেখে আমার বোধ হচ্ছে, যেন তোমাদের অন্তর মধ্যে কোন অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। তার সম্পূর্ণ লক্ষণ মুখ-চন্দ্রে প্রতিফলিত হচ্ছে?

সুনন্দা। আজ্ঞে, পিতঃ। অসীম আনন্দের বিষয়ই বটে; অদ্য তপোবন মধ্যে, আর্য্যপুত্রি আপনার আদেশ মত অভীষ্ট পতি মনোনীত করে পতিত্বে বরণ করেছেন।

রাজা। সুমতি! কি বল্লে? ব'ল ব'ল? তোমার সুবদনে সুমধুর শুভ সংবাদ শ্রবণ করে আমার শ্রবণবিবর স্নিগ্ধ হ'ল। এক্ষণে বরণীয় বরের বিষয় ও বৈভবাদির এবং রূপ, গুণ, কুল ও শীল, ও বাসস্থানের বিষয় বিশেষ বিস্তারিত বর্ণনা ক'র; আমি শ্রবণ করে চরিতার্থ হই। ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ্য হ'লে এই বরাঙ্গনা বরবার্ণনী নন্দিনী সম্প্রদান করে সম্প্রীত লাভ, ও সত্য পথ অনুসরণ কর্ত্তে পারি।

সুমতী। পিতঃ! রূপের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? জগতের মধ্যে এমন কোন সুরূপ বস্তু দর্শন করি না যে, সেরূপ অপরূপ রূপের স্বরূপ করে কীর্ত্তন করি। আমি বোধ করি, রতিপতি, নিশাপতি, কুমার ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির সৌন্দর্য্যের সারাংশ অপহরণ পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি সেই কুমারকে সৃজন ক'রেছেন। আমরা কুলকামিনী; কুলের বিষয় উত্তমরূপ বিদিত নই; তবে এই মাত্র জানি, তিনি সূর্য্যবংশোদ্ভব শাল্য দেশাধিপতি দ্যুমৎসেনের পুত্র। তাঁর নাম সত্যবান। এ ভিন্ন অপর বিষয় জ্ঞাত নই।

রাজা। অমাত্যবর! সুমতীর কথা শুনলে? এক্ষণে কীর্ত্তিত নরপতির বিষয় তুমি কিছু অবগত আছ কি?

মন্ত্রী। রাজন্! আমি তাঁর বিষয় বৈভবের বিষয় কিছু জ্ঞাত নই; তবে এই মাত্র জানি যে, তিনি একজন জগদ্বিখ্যাত নরপতি।

রাজা। মন্ত্রিন্! তবে এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী। নরপতে! সে জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ সর্ব্বদা আপনার সভায় আগমন করেন, তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেই সর্ব্ব বিষয়ের সংশয় ভঞ্জন হবে। আপনি হৃষ্টচিত্তে ইষ্ট চিন্তা করুন; তা'হলে অবশ্যই জগদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ আপনার অনিষ্টনাশ করবেন। মহারাজ! আজ আপনার কি শুভাদৃষ্ট! ওই দেখুন, অদূরে বীণাস্কন্ধে ত্রিতন্ত্রী ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বসংশয়ভঞ্জক দেবর্ষি নারদ আগমন কচ্ছেন।

(নারদের প্রবেশ।)

গীত।

তাল—একতালা।

নারায়ণ নরোত্তম, নম নরক বারণং।
হে গোলকপতি গোবিন্দ গদাধর গতি কারণং॥
জয় জয় জগদীশ, জগদ্বন্ধু জগৎ জীবনং।
যজ্ঞেশ্বর হে যাদব জয়ন্তী জগত্তারণং॥
ভব ধব ভব আদ্য, ভবারাধ্য হে ভয় ভঞ্জনং।
মুকুন্দ মধুকৈটভারি মাধব মধুসূদনং॥

রাজা। আসুন আসুন। দেবর্ষে। অদ্য ভবদীয় পদরেণু স্পর্শে মদ্র-রাজপুরী পবিত্রতা প্রাপ্ত হলো। ভবদীয় পাদপদ্ম সন্দর্শনে মদ্বিধ

জনের জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, জীবন সার্থক, ও পিতৃ লোক পরিতৃপ্ত হলেন। এক্ষণে আপনার কুশল ত ?—

নারদ। রাজন্! আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। অধুনা ভবদ্‌ভবনে নিত্য বেদ পাঠ, পিতৃ-যজ্ঞ, অতিথি সৎকার, তর্পণ ও বলি বশ্যাদি দান—এই সকল ক্রিয়ার সদনুষ্ঠান সন্দর্শনে অন্তরে সাতিশয় সম্প্রীতি লাভ কল্লেম। সে যা হোক, সম্প্রতি আপনার সমগ্র রাজ্যের মঙ্গল ও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত রাজকর প্রদানে প্রজাগণ ত পীড়া প্রাপ্ত হয় না ? সর্ব্ব রত্নের আকর ধান্যাদিত রাষ্ট্রে প্রচুর ভাবে উৎপন্ন হচ্ছে ? পর্য্যাপ্ত মেঘ ত সকালে বর্ষণ করে ? রাজ্য মধ্যে, ক্ষতি দায়ক অনাবৃষ্টির ত প্রাদুর্ভাব নাই ? অন্যায় বিত্ত উপার্জ্জনে দেব যজ্ঞাদি ত সম্পন্ন হয় না ? মন্ত্রী প্রভৃতি কোষরক্ষক-বর্গেরাত রাজকার্য কার্য্য নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করেন ? এবং রাষ্ট্র, দুর্গ ও জান-পদাদি, সর্ব্বত্রের মঙ্গল ত ?

রাজা। দেবর্ষে! ভবদীয় আশীর্ব্বাদে কি অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে ?

নারদ। নরপতে! ভাল ভাল; বড় প্রীতি প্রাপ্ত হলেম্। এক্ষণে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনার দক্ষিণ ভাগে সুচারু-দর্শিনী, অনিন্দ্য রূপিণী ঐ নন্দিনীটী কার ? হস্ত, পদ, অধর ওষ্ঠাদির ত যেরূপ সুলক্ষণ লক্ষিত হচ্ছে, তাতে অনুমান হয় তনয়াটী লক্ষ্মী অংশা ও অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। আর সিমন্তে সিন্দূর রেখা নাই; বোধ করি, বিবাহ-সংস্কারও হয় নি ?

গীত।

ভূপতি এ কার নন্দিনী।
সুলক্ষণা অতি সুধা-ধরাননী॥
রূপে রতি সতী রামাবাণী জিনি
কি বাসনা মনে, কি ইষ্ট সাধনে,
গিয়েছিলেন কোথা সহচরী সনে ;
জ্ঞান হয় অতি সতী গুণবতী,
ইতি দত্তা কি অদত্তা বল শুনি॥

রাজা। দেবর্ষে! এটী আমারই নন্দিনী, ভবদীয় কিঙ্করী। ইহাঁর নাম সাবিত্রী। অদ্যাপি উদ্বাহকার্য্য না হওয়ায় আমি নিয়ত চিন্তার্ণবে নিমগ্ন আছি। তনয়াকে সম্প্রতি সংপ্রাপ্ত যৌবন সন্দর্শন করে স্বয়ং স্বয়ম্বরার্থ সম্মতি দিয়ে সমূহ সঙ্কটে পতিত হয়েছি। কারণ তপোবনে কোন অজ্ঞাত কুলশীল কুমারকে পতিত্বে বরণ করেছেন, আমি তার গুণ-গৌরব কিছুই জানি না। আমি জানি আপনার অগম্য, অশ্রুত, অদৃষ্ট ও অবিজ্ঞাত এমন দেশ ও পাত্র নাই যে, তা গণনা মধ্যে পরিগণিত হয়। আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্ত-মানজ্ঞ। এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক সাবিত্রীর মুখে সমস্ত অবগত হয়ে, সেই বরের দোষাদোষ, গুণাগুণ, বলাবল ও বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় বিশেষ বর্ণনা করুন। আমি শুনে উদ্বেগ নিবারণ করি।

নারদ। মাতঃ সাবিত্রি! তুমি অতি রূপবতী ও লক্ষ্মী অংশা। আমি তোমাকে দর্শন করে চমৎকৃত হয়েছি। তোমার লাবণ্য অপরিসীম মাধুর্য্যতায় পরিপূর্ণ; মুখ-চন্দ্রমা হিংসা, দ্বেষ, স্পৃহা শূন্য ; সিংহ, কুরঙ্গ, বিহঙ্গ, ভুজঙ্গ, শম্ভু ও অনঙ্গ প্রভৃতি বিদ্বেষিগণ স্ব স্ব শত্রু সঙ্গে পরস্পরে মৈত্র ভাবে তোমার অবয়ব মধ্যে স্থানে স্থানে অবস্থান কচ্ছে! একাধারে অমৃত ও বিষের এরূপ সমতা আমি কুত্রাপি দর্শন করিনি। ভাগ্যবতি! তুমি কোন্ ভাগ্যবান্‌কে মানসমালা প্রদান করে এই ধরিত্রী মধ্যে ধন্যা হয়েছ ?—

গীত।

তাল—আড়া

বল বল মা আমারে, মনোনীত করেছ কারে।
তব তুল্য রূপে গুণে কে আছে গো ত্রিসংসারে॥
লক্ষণেতে আমি হেরি লক্ষ্মীরূপা তুমি নারী।
কার এমন প্রসন্ন কপাল,
পত্নী লাভকরে তোমারে॥

নারদ। সাবিত্রি! তুমি পত্নীভাবে কোন্ নরবরে বরমাল্য অর্পণ করেছ, এক্ষণে তা সবিস্তার বর্ণন ক'র।

সাবিত্রী। দেবর্ষে! আপনি ত জ্ঞান-নেত্রে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই দর্শন কচ্ছেন? আপনার নিকট অধিনীর বিবৃত্ত কর ত বাহুল্য মাত্র। বিশেষ আমি কুলকন্যা, লজ্জার অধীন হয়ে, সেই অপরিচিত রাজকুমারকে কিছুই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারিনি। তবে এইমাত্র জ্ঞাত হয়েছি, তিনি সূর্য্যবংশাবতংস রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র।

নারদ। ওঃ—আমি যা মনে মনে স্থির করেছিলেম, কার্য্যতঃ ঠিক তাই ঘটেছে! আচ্ছা, তার নাম সত্যবান্ নয় কি?

সাবিত্রী। আজ্ঞে, হাঁ।

নারদ। আমি জগতিতলে তোমার রূপের অনুরূপ তাকেই কল্পনা করেছিলেম; কিন্তু নরপতি দ্যুমৎসেন শত্রুসমরে পরাভব হয়ে এক্ষণে দারা ও পুত্র সঙ্গে অতি দীন ভাবে বিজন অরণ্যে অবস্থান কচ্ছেন। তাঁরা স্ত্রী-পুরুষদ্বয় নেত্র-বিহীন; কেবল একমাত্র সেই গুণাকর সত্যবান্ তাঁদের জীবনোপায়-যষ্টি স্বরূপ।

রাজা। দেবর্ষে! নরপতি দ্যুমৎসেন অতি দরিদ্রই হউন, বা নিখিল মহীমণ্ডলেশ্বরই হউন, অন্ধই হউন বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরই হউন, সে জন্য আমি অন্তরে অনুমাত্র বিচলিত নই। তিনি প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত কি না, তাই বলে আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবারণ করুন?

গীত।

তাল একতালা।

চিত্ত চঞ্চল বল গো মুনি বিবরণ তাই শুনি।
কন্যা যায় মনে বরিল, রূপ গুণ কুল শীল,
ও তার কেমন তাই বলো,
(মুনি ও তার কেমন তাই বলো)
না জানিলে ভাবি কালে পাছে অনর্থ ঘটে জানি।

রাজা। দেবর্ষে! যদিও নরপতি দ্যুমৎসেন বলবান্ বৈর-নির্য্যাতনে অসমর্থ হয়ে, উপায়ান্তর না দেখে অরণ্যচারী হয়েছেন; বোধ করি, তিনি সহায় সংপ্রাপ্ত হ'লে, শরৎকালীন মেঘমুক্ত দিনমণির ন্যায় অরাতি-কুল ধ্বংস করে, স্ব-রাজ্য অধিকার কর্‌বেন।

নারদ। রাজন্! সে জন্য আপনি মনোমধ্যে কিছুমাত্র চিন্তা কর্‌বেন না। যোজক-কর্ত্তা প্রজাপতি কখনও অযোগ্যাধারে উত্তম রত্ন স্থাপন করেন না। শাল্য রাজ মহিমগুণে মহিমার্ণব, এবং মহেন্দ্র তুল্য মহামান্য, বশিষ্ঠের ন্যায় ক্ষমাশীল, সুরগুরু অঙ্গিরা কুমারের ন্যায় প্রত্যুৎপন্নমতি, উদধী ন্যায় গাম্ভীর্য্যশালী ও কুল-গৌরবে অদ্বিতীয়, সমস্ত মুখ্য বংশের শিরোমণি। এবং তদীয় তনয় সত্যবান ও পূর্ব্বোক্ত সমস্তগুণে অলঙ্কৃত। কিন্তু এর মধ্যে একটী বিশেষ কারণ আছে। পয়ঃকুম্ভে গোমূত্র সংযোগে সমস্ত গুণ বৈগুণ্যের হেতু হয়েছে। কারণ বিধাতা কর্ত্তা সত্যবানের আয়ুঃসংখ্যা অতি অল্প পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট করেছেন; অদ্য হ'তে সম্বৎসরে সত্যবানের নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে। অতএব পরমায়ু হীন নরের সুলক্ষণ কেবল বিড়ম্বনার কারণমাত্র। এক্ষণে এ বিষয়ে যা সমুচিত কর্ত্তব্য হয়, বিধান করুন।

গীত।

তাল—তেতালা।

হায় কি শুনিলাম নারদ-বদনে।
করোনা বাসনা তুমি সে পাত্রে, শুনিবামাত্র
কাঁপিছে মম গাত্র সঘনে।
সে রাজসুত সত্যবান, সত্য বটে গুণবান্,
রূপবান্, সে ধীমান্,
আয়ু নাস্তি কর মনস্ত কেমনে।

রাজা। মাতঃ সাবিত্রি! ত্রিকালদর্শী দেবর্ষির মুখে সত্যবানের বিবরণ শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়েছি। ভবিষ্যতে হিতাহিত বিবেচনা না করে, সহসা মনোমাল্য প্রদান করা উচিত

হয়নি। সে যা হোক্, এক্ষণে বিষ-মিশ্রিত পীযূষ-পাত্রের ন্যায় সে পাত্রের প্রত্যাশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনন্তর অন্যতম নৃপনন্দন মনস্থ কর।

সবিত্রী। পিতঃ! আপনি ধীমান্, অভিজ্ঞ, সুবিজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে, আমাকে এ প্রকার অন্যায় অনুমতি কচ্ছেন কেন? আপনি যা যা হিতবাক্য বলে উক্তি কল্লেন, সে সমস্তই ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ? আপনার ত কিছুই অবিদিত নাই? সতীত্বই ত অবলা জাতীর সার ধর্ম্ম? আর সেই ধর্ম্মবলেই ত ইহ-পরকালে পরিত্রাণ পায়? আর তা হতেই ত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ?ফল প্রাপ্ত হয়? আমাদের পক্ষে ভবরূপ মহারোগের মহৌষধি ত সতীত্ব-ধর্ম্ম, যমযন্ত্রণা-রূপ খরতর তীক্ষ্ণ শর নিবারণের ত একমাত্র অভেদ্য কবচ স্বরূপ? আপনি সমস্ত জেনে শুনে আমাকে কি জন্য নির্ম্মল স্বধর্ম্ম-চ্যুত করে ঘৃণিত দ্বিচারিণীর পথ অবলম্বন কর্ত্তে অনুমতি প্রদান কচ্ছেন? দেখুন, পিতঃ! স্ত্রীগণ স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ নয়নে নিরীক্ষণ কল্লেও অসতী ভাবাপন্ন হয়। আর তাতে অনন্তকাল নরক ভোগ করে। আমি সমস্ত জেনে শুনে কেমন করে, প্রজ্জ্বলিত পাপানলে পতঙ্গের ন্যায় পতিত হব? আর দেখুন, এই অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর শরীর অদ্য কিম্বা শতান্তে অবশ্যই কালকবলে কবলিত হবে; কখনই চিরস্থায়ী নয়। তবে তাতে চিন্তার কারণ কি? অতএব সেই সত্যবান্ শতায়ু হউন বা অন্তঃকাল মৃতকল্পই হউন, আমি ত্রিসত্য ক'রে ব'ল্‌ছি, কণ্ঠে প্রাণ সত্ত্বে আমি সত্যবানকে ছেড়ে, অগণ্য, অধন্য, জঘন্য লঘুচেতার ন্যায় অন্য ভর্ত্তা বরণ করতে পারব না। পিতঃ! আপনি ক্ষমা করুন; আমাকে আর বৃথা অনুরোধ করে সত্যচ্যুত করবেন না।—আরও দেখুন, অঙ্গীকৃত বিষয় প্রাণান্তকর হলেও কোন মতে পরিহার করা কর্ত্তব্য নয়। তা ছাড়া রাজা দশরথ কি জন্য জীবনসর্ব্বস্ব ধন রামকে নির্ব্বাসন করেছিলেন? স্বয়ং লক্ষ্মীই বা কি জন্য আয়ানের পত্নীভাবে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণা হ'লেন? জগৎকর্ত্তা জগদীশই বা কি জন্য ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ কল্লেন? গঙ্গাধরই বা কি জন্য কালকূট ভক্ষণ করে নীলকণ্ঠ নামধারী হলেন? জলধিই বা কিজন্য হৃদয়ে বাড়বাগ্নি ধারণ কচ্ছেন? বিন্ধ্যগিরিই বা কি জন্য নিজ দেহ সঙ্কোচ করে আছেন? সকলই ত সত্য-পাশ-বন্ধন হেতু? ন—আর কোন কারণ আছে? আরও দেখুন, যেখানে উৎপত্তি, সেই খানেই নিবৃত্তি; যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই লয়; যেখানে সংযোগ, সেই-খানেই বিয়োগ; যেখানে জন্ম, সেখানেই মৃত্যু। অতএব যখন জন্ম হ'লে মৃত্যু নিশ্চয়ই আছে, তখন অনিত্য ভাবনায় ফল কি? আর তাতো বিধি কর্ত্তা বিধিরও নিবারণ করা সাধ্য নয়? তবে অকারণ কি জন্য পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়ে, এপ্রকার ধর্ম্ম-বিগর্হিত আচরণে অনুমোদন কচ্ছেন?

গীত।

তাল—একতালা।

করি এই মিনতি, চরণে সম্প্রতি,
নিবেদন গো পিতে।
অনিত্য সংসার, নয়ত কারু
চিরজীবন এ জগতে॥
জগৎপিতার এসকলি যোগাযোগ,
মায়াতে যেন সংসার যোগ,
আসা যাওয়া সেটা কেবল কর্ম্মভোগ,
চিরকাল গো জীবের জীবন কাল বশেতে।

সাবিত্রী। পিতঃ! আমি শাস্ত্রে শুনেছি জীবাত্মার কখনও ধ্বংস নাই। যেমন মনুষ্যেরা জীর্ণ বস্ত্র পরিহারপূর্ব্বক নব বস্ত্র পরিধান করে, আত্মার গতিও সেই প্রকার। দেহ-ভোগ্য আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ ক'রে দেহান্তরে আশ্রয় করে; অতএব অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে পরিবেদনের বিষয় কি?

রাজা। সাবিত্রি! তুমি যে আমার নয়নতারা, স্বর্ণ প্রতিমা, জীবনতুল্য নন্দিনী।

দেহে জীবন থাকতে ত তোমাকে জীবনে বিসর্জ্জন ক'রতে পারব না? আমি জনক হ'য়ে কেমন করে তোমাকে ভুজঙ্গ-গহ্বরে হাত দিতে অনুমতি করি? হাতে তুলে কেমন ক'রে সন্তানকে বিষপান করাবো? ধীমতি সাবিত্রি! যদি তুমি সংসারকে অসার জ্ঞান ক'রে ধর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলে অন্তরে ধারণা কচ্ছো; তবে এওত ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, স্বামী নষ্ট—মৃত, কুষ্ঠ রোগাদিতে পতিত, উদাসীন ও পুরুষার্থ বিহীন হ'লে স্ত্রী অন্য ভর্ত্তা গ্রহণ কর্ত্তে পারে। অতএব তুমি সেই পথই অবলম্বন করো। তুমি আর সেই হৃদয়-বিদারিণী কথা মুখে এনো না। যত শুনছি, ততই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

গীত।

তাল—আড়া।

সে বাক্য শুনে মা আমার,
প্রাণ জ্বলে বক্ষ বিদরে।
তুমি এই দোঁহার জীবন সর্ব্বস্ব ধন সংসারে।
কত ইষ্ট আরাধনে, পেয়েছি মা তোমা ধনে,
পারবো না রাখিতে প্রাণ,
মা তোমার বৈধব্য হেরে।

রাজা। সাবিত্রি! তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত। যদি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে আপন অভীষ্ট পতির পাণিগ্রহণ করো, তাতে কি আমার আজ্ঞা অবহেলন জন্য তোমাকে অধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে না? পিতৃ-আজ্ঞা অপেক্ষা কি প্রতিজ্ঞা এত গুরুতর? তুমি জেন যে পিতা জন্মদাতা, পালনকর্ত্তা তাঁর আজ্ঞা কদাচ অবজ্ঞা করা উচিত নয়। দেখ, যে পিতৃ-আজ্ঞায় পরশুরাম স্বীয় জননীর শিরশ্ছেদনে পরাঙ্মুখ হননি, যে পিতৃ-আজ্ঞায় রবি-কুল-রবি রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যচারী হয়েছিলেন, এমন পিতার আজ্ঞা উপেক্ষা করা কি উচিত?

সাবিত্রী। পিতঃ! আমি জানি, গগন হতেও জনকের মহিমা অত্যুচ্চ, ও ভবদীয় আজ্ঞা মাদৃশী অধিনী জনের সর্ব্বথা শিরোধার্য্য। কিন্তু আপনি যে সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করছেন, সে সকলই আপনার মূলচ্ছেদ বৃক্ষে জল সিঞ্চন করার ন্যায় বৃথা হ'চ্ছে। কারণ স্বামি-বিয়োগ-ভাবাপন্না হ'লে অন্য স্বামী ইতর জনেই গ্রহণ করে থাকে। যারা সংসারকে সর্ব্ব সুখের আকর বলে বিবেচনা করে, সে বিধি তাদের পক্ষে, আমার পক্ষে তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আরও দেখুন! এই দেহ পূর্ব্বে ছিল না, পরেও রবে না; জল-বিন্দু-সদৃশ ক্ষণস্থায়ী শরীরের জন্য পাপাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নয়। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু,—সকলই কর্ম্ম-সূত্রে নিবদ্ধ; যে আধারে যেমন সংযোজনা থাকে, সময়ে অবশ্যই তা ঘটে। অতএব আমার অদৃষ্টে যদি বৈধব্য-লিপি সংবদ্ধ থাকে তবে সপ্ত কল্প-জীবী মার্কণ্ডেয়ের সঙ্গে পরিণয় সম্পাদন হলেও ত কদাচ তার অন্যথা হবার নয়। পিতঃ! আপনি ক্ষমা করুন, সংকল্প ভঙ্গ অতি দুষ্কর পাপ, আচন্দ্র কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকেও তার নিস্তার নাই!

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

ক্ষমাকর পিতা করোনা বারণ আমারে।
ত্যজিব কেমনে মনে বরণ করেছি যারে॥
বৈধব্য যদ্যপি ঘটে, সে আমার মঙ্গল বটে,
জীবন ত্যজিতে পারি নারি ধর্ম্ম ত্যজিবারে॥

সাবিত্রী। পিতঃ! আপনি আর বারংবার নিষেধ করবেন না। আমাকে প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অচিরেই ইষ্ট সিদ্ধ হয়।

রাজা। প্রিয়ংবদে! আমি ত এ প্রকার অপরিণাম দর্শিতা ও অপ্রিয় বাক্য তোমার মুখে কখনও শুনিনি! তুমি বাল-চাপল্য প্রযুক্ত বারবার যা তা অনুবাদ কচ্ছো, তা

কখনই ত সর্ব্ববাদী সম্মত নয়। ভুজঙ্গক্ষত অঙ্গুলিকে যত্ন না করে, বরং তা ছেদনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অতএব সেই অল্পায়ু সত্যবানের আশা ত্যাগ কর। আর তুমি নিশ্চয় যেন, তোমার বৈধব্যাবস্থা ঘটনে আমি মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণ কর্‌তে পার্‌ব না।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

রাখ রাখ আমার এ ভারতি
সংপ্রতি তুমি করোনা এ পণ।
এ যে পরিণয়, যুক্তিযুক্ত নয়,
হবে কি সুখজনক তব জনকের গেলে জীবন।
তব বৈধব্য-যন্ত্রণা, আমিত প্রাণে সবোনা,
মনে হলে নিরন্তর ঝরে দু'নয়ন;
সে বরং মঙ্গল অগ্রে হয় যদি মরণ॥
(আমি স্বপনে, কভু জানিনে, ওমা)
অকস্মাৎ মস্তকে আমার হবে এ বজ্র পতন।

নারদ। রাজন্! সাবিত্রীর অন্তরে যে প্রকার ধর্ম্ম-বিষয়িনী আস্থা ও প্রগাঢ় প্রবৃত্তি দেখ্‌ছি, এত আশু আপনার উপদেশজনিত ও নীতি বিধায়ক নিষেধ বাক্যে কিছুতেই নিবৃত্তি হবার নয়। কারণ মনুষ্যের অন্তঃকরণে যখন কোন আবেগ উপস্থিত হয়, তখন তা বর্ষাকালীন স্রোতস্বতীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সামান্য বালির বাঁধ দ্বারা কখনই তার গতি রোধ কর্ত্তে পারা যায় না। আমি বলি, এক্ষণে রাজ্ঞীকে এই উপস্থিত বিষয়ের সংবাদ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য হচ্ছে। কারণ, আমি জানি, জনক অপেক্ষা জননীর নন্দিনীর প্রতি সমধিক স্নেহ এবং কন্যাও পিতা অপেক্ষা জননীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। বিশেষতঃ রাজমহিষী অতি ধীমতি, নীতিগর্ভা ও প্রিয়ভাবিনী; আমি বোধ করি, তাঁর প্রশান্ত বাক্যে সাবিত্রীর চিত্তে শান্তি লাভ হ'বার সম্ভাবনা।

রাজা। দেবর্ষে! তবে আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই, চলুন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর।

(রাজা নারদ ও রাণী প্রভৃতি)

নারদ। কোথা গো গুণবতী রাজমহিষি! বহুদিন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হয় নাই।

রাণী। দেবর্ষে! অদ্য অধিনীর কি সৌভাগ্য! ভগবন্! আজ আপনার শ্রীচরণ দৃষ্টে অশেষ দুরদৃষ্টের ও মনকষ্টের উপসংহার হল। এক্ষণে প্রসন্ন মনে সেবিকার প্রণাম গ্রহণ করুন। দেবর্ষে! আসন পরিগ্রহ করুন।

মহারাজ! অন্যদিন অপেক্ষা আজ আপনাকে অধিকতর বিচলিত দেখ্‌ছি কেন? আপনি বলুন আর না বলুন, আমি মঙ্গলজনিত বার্ত্তা সকলই শুনিয়াছি। শুভপ্রদাতা প্রজাপতি নাকি এতদিনের পর আমাদের প্রতি সানুকূল হয়েছেন? সাবিত্রীর নাকি শুভ বিবাহ? আহা! আহ্লাদের কথা শুনে অবধি আমার যে অন্তরে আর আনন্দ ধরছে না। মহারাজ! পাত্রটী আমায় সাবিত্রীর রূপগুণের অনুরূপ ত? আপনার তুল্য প্রসিদ্ধ সদ্‌বংশজাত কি? শুভসংবাদ শুন্‌বার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছে; আপনি শীঘ্র বলুন।

গীত।

তাল—আড়খেম্‌টা।

আহা মরি মরি
কি আহ্লাদের কথা করিলাম শ্রবণ।
আমার সাবিত্রীর শুভ বিবাহ
হবে নাকি সম্পাদন।
রূপবতী গুণবতী, কন্যা যে সুশীলা অতি,
তার উপযুক্ত পতি কোথা পেয়েছ তুমি রাজন্!

রাণী। নরপতে। অমি বহু কষ্টে সাবিত্রীর সাধ্য সাধনা ক'রে সাবিত্রী রত্ন প্রাপ্ত

হ'য়েছি। সেই রত্ন অনুরূপ চন্দ্রকান্তমণি-স্বরূপ জামাতারত্ন কি বিধি সংঘটন করেছেন?

রাজা। প্রেয়সি! তুমি কি বিড়ম্বনার কথা কিছুই শোন নি যে, সাবিত্রী আমাদের আনন্দ-বৃক্ষ বিষাদ-অসিতে ছেদন করেছে? আমি স্বপ্নেও জানি নে যে, রত্নাকর মন্থন ক'রে বিশ্বদগ্ধ বিষের উৎপত্তি হবে? আর সেই বিষ বিধাতা আমাদের চিরভোজ্য ক'র্‌বেন? হায়! আমি কি জন্য ভবিষ্যত হিতাহিত বিবেচনা না করে, অকারণে সাবিত্রীকে স্বয়ং বরণার্থে অনুমতি করেছিলেম! হায়! আমি সাধ করে সাধে সাধে পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত পাবকে পতিত হ'লেম! বিধাতা কি আমাদের নিমিত্ত কামরূপিণী কন্যা সৃজন করেছিলেন? অথবা চিরজীবন্মৃত্যুর কারণ করেছিলেন?

রাণী। রাজন্! আপনার অনুতাপ বাক্য শ্রবণে, আমি শরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ব্যাকুলিতা হয়েছি। না জানি কি ভয়াবহ অনিবার্য্য অনর্থই ঘটেছে!

রাজা। হৃদয়েশ্বরি! সেই নিদারুণ কথা বল্‌তে আমার কণ্ঠরোধ ও রসনা নীরস হচ্ছে; কিন্তু না বল্লেও নয়! তপোবনমধ্যে সাবিত্রী শাল্য-রাজতনয় সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করেছে। শেষে দেবর্ষিমুখে শুন্‌লেম্' সেই রাজকুমারের আসন্ন মৃত্যু; অদ্য হতে অপূর্ণ বৎসর মধ্যে নিশ্চয়ই তার মানব দেহের অন্ত হবে। সে জন্য আমি নানা প্রকার শাস্ত্রসম্মত নীতিবাক্যে প্রবোধ দিলেম, কিন্তু নন্দিনীকে কিছুতেই নিবৃত্ত ক'র্‌তে পারলেম না। ঘৃত-সংযোগে বহ্নি যেমন উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হয়, সাবিত্রীর সেই দুরাশাও তদ্রূপ বলবতী হচ্ছে। এক্ষণে যা কর্ত্তব্য হয়, তুমি কর।

রাণী। বৎসে সাবিত্রি! সে কি মা? শুনে যে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হল; তোমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা সব কি এককালে লোপ হয়েছে? যে সত্যবান প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত, তুমি কি ভরসায় এখনও তার প্রত্যাশা কচ্ছো? তুমি জেনে শুনে কদাচ ভুজঙ্গমুখে হস্তপ্রদান করো না। মায়ের বাক্য রাখ, অতঃপর অন্যতম রাজনন্দনকে মনোনীত কর।

গীত।

তাল—আড়খেম্‌টা।

আহা মরি মরি প্রাণের নন্দিনি,
এ কেমন পণ শুনে প্রাণ কাঁদে।
জেনে বিশেষ তত্ত্ব কেন বিষাদ ঘটাও মা সাধে।
ধর ধর বাক্য ধর, অন্য জনে বরণ করো,
জুড়াক্ অন্তর;—
প্রাণের আশা ত্যাগ করেছি
আজ আমিগো এ সংবাদে॥

রাণী। বৎসে সাবিত্রি! তুমি যে প্রকার রূপলাবণ্যবতী, আমি বোধ করি, শশধর, দিনকর, দণ্ডধর ও পুরন্দর আদি দিক্‌পালগণ সমাদরে তোমাকে গ্রহণ করে আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। তোমার সৌন্দর্য্যে সুরসুন্দরী লজ্জা পায়। অতএব তুমি সত্যবান্ ভিন্ন অমর কি নর মধ্যে যাকে হয় মনস্থ কর।

সাবিত্রী। জননি! আমার ভাগ্যদোষে কি আপনিও পিতার মতাবলম্বিনী হলেন? মা! এই অনিত্য সুখ-লালসায় অক্ষয়, অব্যয়, সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে কি রৌরবকুণ্ডে নিমগ্ন হ'ব? আপনার ত কিছুই অবিদিত নাই। কালের অতি আশ্চর্য্য গতি! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণেরও কালে লয় আছে; অল্পজীবী জীবগণেরত কথাই নাই। সাগরতরঙ্গের ন্যায় এক আসছে আর যাচ্ছে, সংসারের রীতিইত এই। যখন দিব্যচক্ষে এই সমস্ত দর্শন করছেন, তখন কেন আমাকে কু-প্রবৃত্তির অনুগামিনী কর্ত্তে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? আপনি ক্ষমা করুন। আমি ধর্ম্মসাক্ষ্যরূপে সত্যবানকে যখন পতি কামনা করেছি, তখন কিছুতেই নিবৃত্ত হ'তে পারবো না।

গীত।

তাল—আড়া।

বারণ করোনা আমারে মা তোমার চরণে ধরি।
অন্য পতি করে, কিরূপ সতীত্ব আজ পরিহরি॥
পুরাণে আছে প্রমাণ,
মনে যায় হোল বরণ,
সেই পতি যথার্থ জেন, ত্যেজেনা তায় সতী নারী

সাবিত্রী। জননি! আধার মধ্যে জীবনের অবস্থানই আশ্চর্য্যের বিষয়, অবগত হওয়া ত অসম্ভব নয়। পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন ক্ষণস্থায়ী; বিশেষতঃ মানব-দেহ মৃত্তিকা, জল,তেজঃ বায়ু ও আকাশাদি খণ্ড খণ্ড ভৌতিক পদার্থে গঠিত; ঐ সকল খণ্ডকে একত্রিত করার জন্য পৃথিবী সিন্ধু অগ্নি প্রভৃতিরা স্ব স্ব আকর্ষণী শক্তি দ্বারা নিয়তই আকর্ষণ করছে। যেমন নদীস্রোত অহরহ সিন্ধু গ্রাসে গ্রাসিত হয়; দেহের গতিও অবিকল সেই প্রকার।

রাণী। বৎসে! তুমি কেন এত বাক্-বিতণ্ডা কর্‌ছ? শাস্ত্রানুসারে কন্যাত পিতৃদত্তা, সুতরাং পিতা যাঁকে দান করেন, তাঁরই পত্নী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মহারাজ ত তোমাকে সম্প্রদান কর্‌ছেন না। বরং বারংবার নিষেধই কর্‌ছেন। দেখ, পিতা মাতা পরম দেবতা। পিতা মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সকলই শাখা ও পত্রের স্বরূপ। তুমি নিশ্চয় যেন মূলচ্ছেদ কর্‌লে কখনও শাখা কি পত্র কিছুরই প্রত্যাশা থাকে না। বরং সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আরও দেখ, যে শুকপক্ষী ব্যাধের খরতর তীক্ষ্ণশরে নিতান্ত আঘাত প্রাপ্ত ও মৃতকল্প, তাকে যত্নে পীঞ্জরাবদ্ধ করে, পরিণামে পরিতাপ পাওয়া অপেক্ষা পরিত্যাগ করাই ত ভাল। অতএব কালশর বিদ্ধ সত্যবান শুকপক্ষীর আশা ত্যাগ করে, ত্রিলোকমধ্যে যাকে হয় পতিত্বে মনন কর।

গীত।

তাল—আড়াঠেকা।

মায়ের কথা ধর গো মা রক্ষা কর।
রাজমহিষী হবে হেরে জুড়াবে মম অন্তর॥
ধরা ধন্যে রূপে গুণে, বরণ কর অন্য জনে,
বাঞ্ছিত তোমা রতনে, সুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।

রাণী। সাবিত্রি! আর পুনঃপুনঃ তর্ক-বিতর্ক না করে আমার কথা রাখ।

সাবিত্রী। মা! আমাকে আর বারংবার নিবারণ না করে, এক্ষণে অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভবিষ্যতে দেবী অচিরে অধীনীর অভীষ্ট পূরণ করেন। আমি জগৎকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী সাবিত্রীসমীপে বদ্ধ কৃতাঞ্জলি হয়ে এই প্রার্থনা কর্‌ছি,—যদি জগতিতলে জন্ম পরিগ্রহ করে, কখনও কোন পুণ্য করে থাকি, তা হলে সেই সঞ্চিত সুকৃতি-ফলে, যেন সত্য সত্য সত্যবানকে পতিলাভ করি। আর বৈধব্য যে কি যন্ত্রণা, তা যেন আমায় জানিতে না হয়। আর যদি বলেন, ত্রিকালজ্ঞ মুনিবাক্য মিথ্যা হবার নয়, তা হলে দেখতে হবে যে, অদৃষ্ট-গ্রন্থ অক্ষয় অক্ষরে লিখিত; কোন কালেই তার ক্ষয় নাই। যদি আমার অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণাই থাকে, আপনি কিসে তার অন্যথা কর্‌বেন? মৃত্যু-জয়ী মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেও ত ললাট-নিয়তি অনুসারে, তাঁকে সেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হতে হবে। আপনি কি জানেন না যে, কাল পূর্ণ হ'লে মৃত্তিকা ভেদ করে কাল সর্পে দংশন করে? সুতরাং সে জন্য জ্ঞানশীলেরা পরিতপ্ত হননা। আপনি কেন অনুতাপ কচ্ছেন? আমি দৈব সংকল্পে স্থির নিশ্চয় আছি। জননি! আমি সুখ ও দুঃখকে প্রভেদ ভাবি না। স্বীয় প্রাণকে ছেদিত কেশের ন্যায় পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি; বৈধব্য-যন্ত্রণা অনায়াসে সহ্য কর্‌বো, তথাচ সংকল্প ভঙ্গ করে অনন্ত কাল নিরয়গামিনী হতে পারব না।

গীত।

তাল—আড় খেমটা।

কি শুনি শুনি, অসম্ভব বাণী,
জননি গো আমি করি নিবেদন।
বৈধব্য কি ছার, থাকিতে প্রাণ আমার,
অন্য পতি আর নাই মা প্রয়োজন।
ধর্ম্ম ত্যজে কর্ম্ম, এ নহে সুনীত,
সতী নারী যারে করে মনোনীত।
ত্যজিলে তাহায়, বৈধব্য দশায়,
কর্ত্তে হয় গো ভবে জীবন যাপন।

সাবিত্রী। জননি! আপনি জানেন যে, জীবগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব সকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে; আর সে নিয়ম সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারীরও অতিক্রম করা অসাধ্য।

রাণী। বৎসে! তুমি যে আমার দেহ-উদ্যানের পুষ্পস্বরূপ, অন্ধকার ঘরের দীপ-তুল্য; আমি হৃদয়ে পাষাণ বেঁধে কেমন করে তোমাকে বিষ খেতে দিই? তাত কখনই পার্ব্বোনা! বৎসে! যদি তুমি নিতান্তই সে কান্তে একান্ত মতি করো, তবে তৎক্ষনাৎ তোমার সমক্ষে বিষপান বা জীবনে জীবনান্ত ক'রব। তা হ'লে, আবিতাবধি জীবন্মৃত যন্ত্রণার একেবারে অবসান হবে। বৎসে! এখনও তুমি আমার মতের অনুগামিনী হয়ে, পরিণয়ার্থ অন্য বরে অনুরাগ প্রকাশ কর; নতুবা নিশ্চয়ই তোমাকে মাতৃ-হত্যা-জনিত পাতকে লিপ্ত হতে হবে। বৎসে! তুমি কি স্বর্ণের বিনিময়ে লৌহ লাভ করবে? তোমার মনস-কল্প-পণই কি এত গুরুতর?

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

প্রাণের কন্যা, তোমার বৈধব যন্ত্রণা,
মা হয়ে যে মা আমি প্রাণে ত সইতে পারবনা
এ কেমন কঠিন পণ, সর্ব্ব সুখ সমাপণ,
কন্যা হয়ে তুমি কি গো মাতৃ হত্যার ভয় কর না।

রাণী। সাবিত্রি! তুমি আর আমার বাক্য অবহেলা করো না। আমি দেহে জীবন থাকৃতে এই ভয়াবহ অনুতাপ কর বিষময় বিষয়ে অনুমতি প্রদান করতে পারব না।

সাবিত্রী। মাতঃ! আপনি নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হবেন না। আপনি নিশ্চয় জানবেন, সত্যপরায়ণা সাবিত্রীকে কখনই দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হবেনা। আমি শুনেছি, সাধন বলে সন্তুষ্টা হয়ে জগৎকর্ত্রী সাবিত্রী আপনাদের এই বর প্রদান করেছিলেন যে, আমা হতে চন্দ্র সূর্য্য উভয় কুলের জলপিণ্ড রক্ষা হবে। অতএব সেই অলঙ্ঘনীয় দৈব বর ত ব্যর্থ হবার নয়? এক্ষণে আপনারা ভাবী অশুভ পরিতাপ পরিহারপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত বিষয়ে প্রসন্নতা প্রকাশ করুন। শুভঙ্করীপ্রসাদে অন্তে অবশ্যই শুভ ঘটনা হবে।

রাণী। বৎসে সাবিত্রি! তুমি যা সাবিত্রীর বরদানের কথা উল্লেখ ক'ল্লে, সে সকলই সত্য বটে; কিন্তু দুর্ভাগিনী! সে সম্বন্ধে তাদৃশ আশা ভরসা করে না যে, এই বিষবৃক্ষে অমৃত-ফল উৎপন্ন হবে? আমি জানি, ভাগ্যহীন ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর হয়ে সাগরে গেলেও সেই অগাধ সিন্ধু-জল শুষ্ক হয়। সুতরাং পরিশেষে সেই পরিণাম বাক্য আমার ভাগ্যদোষে হয়ত নিতান্ত পরি-তাপ-জনকই হবে, অমৃতাধার হলাহল—গরলে পরিপূর্ণ হবে।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

কেমনে, মার মনে, ওমা বেদনা দিলে।
কেন গো হরিষে এমন বিষাদ ঘটালে।
ভবিতব্য মূলত বটে, বিধির লেখায় এরূপ ঘটে,
এ ঘটনা আমার এই পোড়া কপালে।

রাণী। মহারাজ! পাষাণে বীজ রোপণ কল্লে, যেমন কিছুতেই তার অঙ্কুরোদগম হয় না, তদ্রূপ নিতান্ত বৈরাগ্যশালিনী সাবিত্রীকে আর আমাদের উপদেশ দেওয়া বৃথা। অনর্থক

ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করায় আর কোন প্রয়োজন দেখি না। সাবিত্রীর অদৃষ্টে জগদীশ্বর যা নির্ব্বন্ধ ক'রেছেন, অবশ্যই তা সংঘটন হবে; তজ্জন্য অনাগত ভবিষ্যৎ বিষয়ে আমরা আর অনুতাপ করে কি ক'রব?

রাজা। রাজ্ঞি! আমি জানি কর্ম্মসূত্রানুসারে, জীবগণ শুভাশুভ বিষয়ে বাধ্য হয়; তাতে অন্যের যত্ন বা চেষ্টায় কোন উপকার বা অপকার উৎপাদন করিতে পারে না। এক্ষণে আর বৃথা চিন্তা করা অনাবশ্যক। সত্বরে পুরোহিতকে পুরে আহ্বানপূর্ব্বক আশু-সুখকর শুভ বিবাহের উদ্যোগ করা যাক্। প্রাণদয়িতা দুহিতা এক্ষণে অন্তঃপুরে অবস্থান করুন। তুমিও বরণীয়া ও অন্যান্য পুরবাসিনী কুলকামিনীগণের সঙ্গে সমবেত হয়ে, মঙ্গল কার্য্যে ব্যাপৃতা হও।

নারদ। মহারাজ! সাবিত্রীর নীতি-গর্ভ বাক্যে ও ধর্ম্মবিষয়িনী আস্থা সন্দর্শনে অদ্য আমি পরম পরিতুষ্ট হলেম; আপনি অনেক সুকৃতি ফলে এই কন্যা-রত্ন লাভ করে-ছেন। (সাবিত্রীর প্রতি) সাধ্বি সাবিত্রি! আমি আশীর্ব্বাদ করি; শিবদাতা জগৎপাতা জগদীশ্বর,—যিনি আদি, অনাদি, অনন্ত ও অচিন্ত্য নিরঞ্জন চৈতন্যস্বরূপ; যিনি অব্যয়, অক্ষয়, অজর, অমর ও মর প্রভৃতি সৃষ্টি কারক; যিনি শিব-লোক, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, যমলোক, তপো-লোক, নাগলোক ও ভূর্লোক প্রভৃতি গোলোক-নাথ রূপে প্রতিপালক; যিনি নভঃস্থল, নভঃ-তল, রসাতল, অতল, বিতল, সুতল ও পাতাল প্রভৃতি মহাকাল রূপে সংহারক; যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বৌদ্ধ, বামন, কল্কী ও রামত্রয় রূপে এই বিশাল বিশ্বভার বিনা-শক; যিনি দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর, কিন্নর, অপ্সর, মানব, দানব, জলচর, পশু, পক্ষী, ভুজঙ্গ কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতির ও ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই সকল ভূতাত্ম-স্বরূপ; যিনি প্রাণবায়ু রূপে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান রূপে সর্ব্বদা বিরাজ মান; যিনি সাকার, নিরাকার, বিকার, নির্ব্বি-কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, অনিত্য ও নিত্য স্বরূপ; যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়; যিনি দিবা, সন্ধ্যা ও রাত্রি; যিনি ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, যাম, দিবস, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ঋতু, অয়ন, বর্ষ, যুগ, কল্প ও বিকল্প; যিনি সুপুরুষ, কুপুরুষ, পরম পুরুষ ও প্রকৃতি; যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ধূমকেতু, গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, শুভগ্রহ ও বিগ্রহ স্বরূপ; যিনি গতি, মতি, রতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মেধা, বিবেচনা ও শক্তি এবং যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা,—সেই পুরুষো-ত্তম তোমার মনোরথ পূর্ণ করে চিরসধবা করুন। (নারদের প্রস্থান)

রাজা। তবে এক্ষণে তুমি কার্য্যান্তরে গমন কর; তোমাকে যা যা বল্লেম, সত্বর তার উদ্যোগ কর।

(রাজা। প্রতিহারি)

প্রতিহারী। মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

রাজা। কুল পুরোহিত ভগবান পণ্ডিতকে শীঘ্র রাজসভায় আনয়ন কর।

প্রতি যে আজ্ঞে, মহারাজ!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

পুরোহিত বাটী।

(পুরোহিত, ব্রাহ্মণী ও প্রতিহারী প্রভৃতি।)

(নেপথ্যে প্রতিহারী।) পণ্ডিত মহাশয় বাড়ী আছেন?

পণ্ডিত। কে ও?

প্রতি। আজ্ঞে, আমি প্রতিহারী; মহা-রাজ আপনাকে রাজসভায় যেতে অনুমতি করেছেন।

প্রতি। কৈ কোথা গেলে। বলো বাড়ী নেই গাঁ অন্তর গিয়েছে।

ব্রাহ্মণী। আঃ মরণ! তোমার কপালে আগুন! অমন করে জড় সড় হয়ে মরছ কেন? উত্তর দিতে পাচ্ছো না, গলার নালী বন্ধ হয়েছে না কি?

পুরো। তুই চুপ কর, চুপ কর।

ব্রাহ্মণী। আঃ! তোমার মুখে ঝাঁটা। রাজ কন্যার যে বে' উপস্থিত। নিত্য ক্রিয়াতে যে বারমাস খোলা কেটে মর, তখন ত এ রকম হয় না? আধ সের আলোচাল আর দুটা বোঁটা ছেঁড়া কলার লোভে আগে গিয়ে হাজির হও। এখন লাভের বেলা কিনা! পোড়া কপালে তা হবে কেন? খোলা ঝাড়া অদৃষ্ট চাল কলাইই যুটে। এখন আস্তে আস্তে কোণ নিচ্ছেন? ওগো জমাদার! এই বসে রয়েছে; ঘরে থেকে বেরুচ্ছে না। বলি বেরোও না।

পুরো। আরে, আমার মাথা খাস্, তুই চুপ কর। আমার লাভে কাজ নাই। এত ষষ্ঠী পূজো, মনসা পূজো নয় যে, যাবো আর দুটো মিছা মুখ নেড়ে চাল কলা গামছা ভরে বেঁধে আনব? এ যে রাজকন্যার বিয়ে? লগ্ন স্থির করতে হ'লে আমার চক্ষু স্থির। লগ্নের অসংলগ্ন হলে অমনি গলদেশে হস্ত সংলগ্ন করে দূর করে দেবে।

প্রতি। আরে পণ্ডিত মহাশয়! ঘরের মধ্যে বসে কি ফুসফাস কচ্ছেন; শীঘ্র শীঘ্র চলুন না!

পুরো। এ, বাপু! আমি তা যাবার জন্যে এখেনে এসে বসেছি। তা তুমি চলো আমি যাচ্ছি।

প্রতি। যাচ্ছেন কি? আমি কি আগে যাবো? মহারাজের হুকুম সঙ্গে নিয়ে যেতে।

পুরো। তা—তা, আচ্ছা তা—তবে চ'ল। আমি—ত—কাপড় চোপড় নেই।

প্রতি। তবে আসুন।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)।

পুরো। বলি কোথারে বাবা রামদাস! কন্যার যে জোটস্তি।

রামদাস। (বগল বাজয়ে লাফাতে লাফাতে) হাঁ হাঁ জোটস্তিত জোটস্তি। বাবা, আচ্ছা করে লোটস্তি।

পুরো। ওরে, রাজ কন্যের বিবাহ শীগ্গির শীগ্গির তল্পি সজ্জা করে নে।

রাম। তা সজ্জা করাই আছে; কেবল আহ্নিকের জুতো জোড়াটী নিলেই হয়।

পুরো। দূর বেটা,—আহ্নিকের জুতে কিরে?

রাম। (চমকে উঠে) আজ্ঞে, আমি ভুলেছি বুঝি; তবে কি বল্‌বো?

পুরো। কি বল্‌বি? কোশাকুশী বল্‌বি।

রাম। বলি, বাবাঠাকুর! রাজবাড়ী কি পাইখানা নেই?

পুরো। হারে, কেনরে বেটা!

রাম। বলি, এই কোশাকুশী নিচ্ছেন, এতে বাহ্যে যাবেন ত?

পুরো। দূর বেটা।

রাম। আর দূর বেটা! একবার রাজবাড়ী গেলে হয়, তবেই তোমার বিদ্যে জানা যাবে। শুধু কোশাকুশীতে বাহ্যে নয়, মুতে কুশাসন শুদ্ধ ভিজাবে। বাবা, তোমার পুঁথির মধ্যে সেইত এক বকেয়া পাঁজি। বলি বাবা-ঠাকুর! পাঁজি নিয়েছ ত? এই যে নিয়েছি; অঙ্কপাতা খড়ি! তাও নিয়েছি। বাঁকান কাঠের নড়ি? সব নিয়েছি। আহা! আজ কি শোভাই হয়েছে! যেন ধ্বংবজ্রং কোশা-কুশীতে পরিশোভিত হয়ে ঠিক শ্রীদেব গোস্বা-মীর পুত্র সংক্রান্তি দেব চলেছেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(পুরোহিত, রামদাস ও পথিক।)

পথিক। বলি, ভট্‌চায্য মহাশয়! তল্পি-দারের সঙ্গে সুসভ্যভাবে কোথায়?

পুরো। ওহে! তোমরা কি কিছুই

শোননি? কন্যা রাজনন্দিনীর যে শুভ বিবাহ?

পথিক। তবে এবার দেখ্ ছি বিলক্ষণ লভ্য হবার সম্ভাবনা?

পুরো। বলি বাপু! লাভ ভাব কি বলো? পোড়াকপালে বামুন জেতের তেমন অদৃষ্ট নয়।

গীত।

তাল—খেমটা।

বুকফাটে দুখের কথা বলবো বা কি,
বামুন জেতের কপাল পোড়া।
প্রতিদিন উপস করে,
মন্ত্রিরে ভাই পিত্তি পড়ে,
শুন্‌তে ঐ রাজার পুরুত
নামটী কিন্তু খোলাঝাড়া।
কাজে খুব পাকাপাকি,
দক্ষিণে রয় বিলেত বাকী,
যজমানের যেমন ফাঁকি,
আমার তেমনি ঘণ্টা নাড়া।

পুরো। বাপু! রাজ পুরুতের দুরবস্থার বিষয় অবগত হলে? আমাদের মত দুর্ভাগ্য আর দ্বিতীয় নেই।

পথিক। কেন কেন ভট্টাচার্য্য মশায়! এবার রাজকন্যের বিবাহ, সামান্য কার্য্যত নয়? পাওনা বিলক্ষণ হবে।

পুরো। বাপু! সে কপাল নয়! এর লেখক, বিধানা পুরুষ স্বতন্ত্র। লাভের বিলক্ষণ আশা ছিল বটে; তা সকলি ভুষ্মা হলো।

পথিক। সে কিরূপ হলো, ভট্টচার্য্য মহাশয়?

পুরো। বলি, তোমরা কি ছাই তা কিছুই শোন নি? পাত্রটা অতি অগণ্য জঘন্য। পূর্ব্বে মান্য ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে অন্নের অসংস্থান জন্য অরণ্যে বাস কচ্ছে। আবার শুনছি, অন্তর্ভূত তার একটা কি রোগ আছে। এখন তখন মরে মরে। এদের অলক্ষণে মেয়ে, তাই বয়ে নিয়ে মেয়ে দিচ্ছে। এতে কি লাভের সম্ভাবনা? তবে ছোঁড়ার শ্রাদ্ধের সময় ছুঁড়ি যদি একটা থাল ঘটি করে, তাই যা হোক্।

পথিক। ভাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়! রাজ-বাড়ী বাৎসরিক নিত্যকর্ম্মে আনুমানিক কত লাভ হয়?

পুরো। বাপু! আন্দাজে কি কাজ? মুখে মুখেই হিসাব দিচ্ছি, ধরনা। কেন! বাপু! রাজা গজাই ব'লো, আর মুটে মজুরই বল, সবারই এক নথি। দুর্গোৎসবে ৩৲ টাকা, শ্যামা পুজায় এক আধুলি, কার্ত্তিক পুজায় চার আনা, এর মধ্যে রাসটা এই হ্যাঁপায় চলে। একোদিষ্ট পিতৃশ্রাদ্ধের কাচায়ত চাল কলা বাঁধা যায় না। বোধ করি, পরিমাণে আধ হাতের বেশী হবেনা। বাপুহে! এর তাঁত আলাদা, সন্দেশের পাক স্বতন্ত্র, উপকরণের বাজার ভিন্ন; এতে কিসে উন্নতি হবে, বলো? আমি বোধ করি, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি কুকুর, শেয়াল, শকুনি, গাধা এদের পরমাণুর সমষ্টি নিয়ে এই যজমেনে বামুন সৃষ্টি করেছেন। কুকুরের মত উদারন্নের জন্য নিয়ত দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করেও আশার অন্ত হয় না। শেয়া-লের মত হোয়া হোয়া করে রাতদিন মন্ত্র তন্ত্র পাঁজি পুথি পড়তে হয়? শকুনির মত সাঁই সাঁই করে কোথা ভোজ, কোথা ফলার তারই চেষ্টা কর্‌তে হয়। গাধার মত অহর্নিশী অন-বরত ভার বহন ক'রেও সংসারের প্রতুল হয় না। পরিধান বস্ত্র খানিতে দৃষ্টিপাত কর, শত কি সহস্র সহস্র গাঁট দেওয়া। চালের মট্‌কা নেই। ব্রাহ্মণীকে দেখলে, হঠাৎ সধবা কি বিধবা নিরাকরণ হয় না। জন্মের মধ্যে হাতে এক জোড়া পিতলের পঁইছেও উঠে নেই। সোনা কাণে পরা দূরে থাক্, কাণে শোনাই হয় না। যজমানের কাজ উপস্থিত হলে, জন্মদাতা মাতাপিতার আদ্য-শ্রাদ্ধের দিন ভাঙ্গতে হয়। বাসস্থানের নিকটে গাছের পাতা দেখতে পাবে না, বর্ষাকালে প্রায় তাহাই ভরসা। শাকে তৈল নুন জুটে না এমনি ধারা ন্যূন বই কিছুমই উন্নতি নেই।

গীত।

রাজ বাটীতে খেটেখুটে মরি ভাই,
এমন বিশেষ কিছু লভ্য নাই।
কর্ম্ম ক্রিয়া হলে পরে আশ্বাসেতে রই,
খায় অন্ত বামুন মোণ্ডা লুচি পুরুত চিড়ে দই,
কেবল লাভের মধ্যে জেলে কাচা,
ছোলা কলার রগড় দেখতে পাই।
রাত দুপুরে তলপ হলে ভাই,
অমনি সন্ধি পূজোর পাঁটার মত
কাঁপ্তে কাঁপ্তে যাই,
আবার মাঝে মাঝে চোখ রাঙ্গানি,
দুটো ধাক্কা ধুক্কি খেতে পাই!

পুরো। নৈমিত্তিক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে, এ বৎসরের ধার ফিরে বৎসর আদায় কর্ত্তে হয়। ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র—এই তিন মাসে তিন বেলায় লক্ষ্মী পূজোর তিন পালি করে নয় পালি চালের দফা, এর মধ্যে যেখানি একটু প্রশস্ত রূপ, সেখানি লক্ষ্মীর নৈবিদ্য বলে গৃহস্থের নিজ ভবনে থাকে। পুরোহিতের বাড়ী দিলে সর্ব্ব-নাশ। ভাই! লাভালাভের মধ্যে এইতো? আবার ধূম ধামের কসুর পাবে না।

পথিক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এদিকের ত এক রকম সবই শোনা হলো; এখন সঙ্গে ওটি কে?

পুরো। বাপু! এটি তল্পিদার; বহুকাল আমার সঙ্গে ফিরছে। ওর নাম রামদাস।

পথিক। ওহে রামদাস! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে ত বহুকালাবধি ফেরা ঘোরা কচ্ছো; বলি, দুটো একটা শাস্ত্রের শ্লোক সিদ্ধান্ত শিখতে পেরেছ? না—কেবল অন্ন ধ্বংসই কর?

রাম। বলি, তোমরা কি আমায় জান না? আমাকে শিক্ষা দেয়, এমন পণ্ডিত ব্যক্তি এ তল্লাটে কেউ নেই। ওই দেখ আমায় শিখাটা দেড় হাত লম্বা! আমার নাম রামদাস শর্ম্মা। ত্রিবেণীর রাম তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপের ব্রজ বিদ্যারত্নকে চেন? তারা দুটীই আমার ছাত্র। এই যে আমার মোটা সোটা পেটটি দেখছো। এর ভিতর ন্যায়, সাংখ্য, শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, নাটক, আগম, নিগম, পুরাণ, তন্ত্র—সব গজ গজ কচ্ছে। কোন কোন দিন রাত্রে শাস্ত্রে শাস্ত্রে যখন লড়াই করে, আমার পেটে হুড়া মেরে যেন পাটনেয়ে মেড়ার মত হুটপাট করে বেড়ায়।

পথিক। ওহে রামদাস! তবে ত তুমি বড় গুণবান্?

রামদাস। শুধু গুণবান বল্লে ছাড়্‌ছি না। যেমন গুণ, তেমনি বিদ্যা, তেম্‌নি বুদ্ধি, তেম্‌নি রূপ; কেবল ল্যাজটী নাই। নইলে, সব জোগাড়ই আছে। এই মেড়াকান্ত তর্ক-পঞ্চাননের জোড়া মুলুক খুঁজলেও ত পবে না। তবে চানকের চিড়িয়াখানার টোলে তল্লাস কল্লে, দুটী একটী মেলে। গুণের কথা কি বলবো? পালান দিলেই হয়। রণরঘুর দোহাই, ভাই পায়ে ঘুঘু, আঁচলে সরিষা বাঁধা। যার বাড়ীতে থাকি, এক পক্ষে সে দিকুটে দ' পড়িয়ে দিই। আর আমি এ দেশের মধ্যে একপত্রি। ভাগাড়ে গরু বাড়াতে হ'লে আর কারু নামে পত্র আসে-না। আমি সে কর্ম্মটা করি, বসে বসে কর্ত্তা ব্যবস্থাপত্র লেখেন।

গীত।

তাল—খেম্‌টা।

তেমন নই ত তল্পিদার।
ঠাকুর দায়ে পড়লে আমার কাছে
দায় ভাগের সব হয় বিচার।
ন্যায় স্মৃতি আর তর্ক শাস্ত্র ভট্টিকাব্য অলঙ্কার,
আমি সব রেখেছি পেটে পুরে
পেটটী যে পুঁজি আমার।
কর্ত্তা গিন্নির বিবাদ হলে,
আমি মিটাই সে দরবার,
আবার কর্ত্তা করেন টোলের কর্ম্ম
অন্দরের সব ভার আমার॥

রামদাস। আর আমার বুদ্ধি বিদ্যার পায়-

চয় দেব কি? তাতো প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছো।

পথিক। ওহে রামদাস! তবে ত তুমি ভারি বিদ্বান্।

রাম। ওঃ—আমার কি কেউ বার পায়? দিবা রাত্রি অষ্ট প্রহর সোয়ারী বইতে হয়। বলি তাকি কাঁধ দেখে বুঝতে পাচ্ছো না? অদৃষ্টের কথা কি বলবো ভাই! নিতান্ত ঠাকুরের গিন্নির সঙ্গে ভাব আছে, তাই পেটভাতায় পড়ে থাকি।

পথিক। তবে তোমাকে কি কাজ করতে হয়?

রাম। কাজে লাটাই ঘুরি; যে দিকে না তাকাই সেই দিকেরই অমঙ্গল।

পথিক। তা যাক্, তোমার পেটটী যেমন দেখ্‌ছি, আহার হয় কেমন?

রাম। আহার কোথায় হে! ডুবেলা পড়ে পড়ে কি খিদে লাগে? আর কি ঘৃতপক্ক ভিন্ন অন্য অশেঁচড়া জিনিস রামদাস শর্ম্মা আহার করেন? কাঁচাকলা পোড়ার কালিয়ে, আমড়া ভাতের কোপ্তা দিয়ে দুবেলায় নান সংখ্যায় দু'টী কাটা চালের ঝাড় ভাঙ্গি; নুন হলে আর আধ কাঠাও ঠেল্‌তে পারি। আর সন্ধ্যাবেলা বাল্যভোগের জন্য কানিখোলার বঁদে আন্দাজি মৌতাৎ পৌনকাঠা।

পথিক। তা যা হোক্, তোমার তল্পিতে কি?

রাম। ভাই হে! নেতাকেঁতার হাঁড়ি; এতে আশু আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই আছে।

পথিক। তবে খোল, দেখি কি কি আছে?

(তল্পি-বিন্যাস।)

পথিক! এ কি হে?

রাম। ভবদেব পুস্তক।

পথিক! ঠিক বটে; ভবদেব ভিন্ন কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হয় না। হাঁ হে! ভবদেবের ভিতর ভেড়ার রোঁয়া নিমপাতা কেন?

রাম। পরদিন চাই না?

পথিক। পরদিন বাসি বিয়েয় ত ভেড়ার রোঁয়া নিমপাতা লাগে না।

রাম। কর্ত্তা আঠার গণ্ডা বিয়ে দিয়ে এলেন, কারও বাসি বিয়ে হয়নি।

পথিক। সে কি রকম?

রাম। হুঁ, তাই জান না? ওগো রাতারাতি সাঁজো কাজ নিকেশ গো, সাঁজো কাজ নিকেশ।

পথিক। ওহে তোমার এ কথার মানে বুঝ্‌তে পারা গেল না।

রাম। বুঝ্‌তে পারলে না? আমাদের বাবা ঠাকুরের হাতে বিয়ে হলে, সদ্য সদ্য দু'টোর মধ্যে একটা মরবেই মর্‌বে; তখন চিতা পিণ্ডির সময় ভেড়ার রোঁয়া কোথায় খুঁজবো? পুড়িয়ে এসে নিমপাতা নিমপাতা নিমপাতা করে কার বাড়ী যাব? আমি জোগাড়ে তল্পিদার কিনা, তাই সব জোগাড় করে এনেছি।

পথিক। তবে তু'ঠাকুর বড় আয়-পয়-মন্ত?

রাম। আঃ! তা খুব। বিয়ের দফায় ত এই রকম; আবার জ্বর-জ্বালার শান্তি স্বস্ত্যয়নে ইহার অপেক্ষা আরও বেশী। বাবাঠাকুর, ঠাকুর হাতে ক'র্‌তে না করতেই রোগীর খাটুলি বাঁধতে হয়

পথিক। তার পর এটা কি?

রাম। ত্রিপত্র।

পথিক। এতে কি হয়?

রাম। জানো না? বর-কন্যার শান্তি জল দিতে হয়।

পথিক। এ কি রকম শান্তি?

রাম। কামারে শান্তি হে, কামারে শান্তি।

পথিক। বটে, বটে, অতি চমৎকার শান্তিই বটে! তারপর এতে কি?

রাম। ঠাকুরের জল খাবার।

পথিক। জল খাবারে আর জুতোতে একত্রে বেঁধে নিয়েছ যে?

রাম। আঃ! তাতে দোষ কি? কর্ত্তা আমাদের ব্যবহার করে থাকেন। আর তোমরা

কি আমাকে হেল্লিক বেল্লিক ঠাউরেছ? আমি কি শাস্ত্র জানিনে? চর্ম্ম, পাদুকা কখনও কি অশুদ্ধ হয়? তোমাদের সকল শাস্ত্রে সূক্ষ্ম বোধ নেই, তাতেই বল্‌ছো। দেখ মশকে করে যে গুড় আসে তাতে কি দেবতাদের ভোগ হয় না? তোমরা আমাকে চিন্তে পাল্লে না—এই দুঃখেই ম'লাম।

গীত।

তাল—খেম্‌টা।

আমার অগাধ বিদ্যা পেটে, কত বল্‌ব ভাই।
গুণ দেখ কম নয়, পালান দিলেই হয়,
আমি যাইনে ভাই বাড়ীর বাইরে
ছেলে ধরার ভয়;
কেবল আহার ঠুকে দুটি বেলা নিদ্রা যাই!
রং যেন আবলুষ, নাই তবু রুরুষ,
আমার মূর্ত্তি খানা ঠাউরে দেখ লক্ষুণে পুরুষ,
থাকি যার বাড়ীতে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাই।

(নাপিত-বৌয়ের প্রবেশ)

পথিক। কেও, নাপিত-বৌ? ভাল আছ ত? অনেক দিন এদিকে আসনি কেন?

নাপিত-বৌ। আর ভাই! মাথার ঘায় কুকুর পাগল। আমার কি সাবকাশ আছে?

পথিক। হাঁ হাঁ, তা সত্য বটে; নাপিত-বৌয়ের বড় ঝঞ্ঝাট। ভাল, নাপিত-বৌ! তোমার নামটী কি ভাই? আমরা ভুলে গিয়েছি।

নাপিত-বৌ। কি বল্লে? আমার নামটী তোমরা ভুলে গেছ? তবে কি আবার ব'লব নাকি?

পথিক। হাঁ, হাঁ, ব'লতে হবে।

গীত।

তাল খেম্‌টা।

মরি হায় নামটী আমার সোণা নাপ্তিনী।
মন মজান ঠাটা করি, ভাল কামান খুব জানি॥
যার পায়ে মাস তুলে ভাই,
একবার আমি আল্‌তা পরাই,
জন্মের মত স্বামীর সোহাগ পায় সে রমণী॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর।

(রাণী, মল্লিকা ও মালতী।)

রাণী। বলি সুমতি, মল্লিকে, মালতি, মঙ্গলা, তোমরা সব কোথায় গেলে? শুভ বিবাহের মঙ্গলানুষ্ঠান কিছুই ত হয় নি? তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত রয়েছ? দীন দুঃখী রমণীগণকে তৈল, হরিদ্রা, তাম্বুল, গুবাক ও ফল ইত্যাদি প্রদান কর। সুবচনি! সুবচুনীর পূজার জন্য শঙ্খ, নৈবেদ্য, পুষ্প ধূপাদির আয়োজন কর। আম্রশাখা সংবলিত সলিল পূর্ণ কুম্ভ ও কদলীতরু দ্বারে দ্বারে ও দেবগৃহ চত্বরে সত্বরে রক্ষা কর; দধি, বাস, চন্দন গুরু ধান্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল অধিবাস জন্য আনয়ন কর। শুভ বিধায়িনী রমণীগণকে অলক্তক বিভূষিতা করণ জন্য নরসুন্দরীকে ডাক।

মালতী। রাজ্ঞি! আমরা আপনার কিঙ্করী; কি জন্য এত বিচলিত হচ্ছেন? শীঘ্রই আমরা সমস্ত কাজের আয়োজন কচ্ছি।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০—

নাপিত-বৌয়ের বাড়ী।

(নাপিত-বৌ, মালতী প্রভৃতি।)

(নেপথ্যে মালতী।) নাপিত-বৌ! বলি ও নাপিত-বৌ! বাড়ী আছিস্? না—কাণে শোলা দিয়েছিস্ যে, ছোট কথা শুন্‌তে পাস্‌নে?

নাপিত-বৌ। আরে, হেদে দেখ, আজ যে আমার বড় ভাগ্য! তবে রাজবাড়ীর সমস্ত মঙ্গল তো?

মালতী। বলি, তুই কি মঙ্গল সংবাদ কিছুই শুনিস্ নি? কাল যে সাবিত্রীর বিয়ে!

নাপিত-বৌ। বলিস্ কি! দিদি সত্যি সত্যিই নাকি? তা হলে ত চক্‌চকে বারানসী না নিয়ে কামাতে বস্‌বোনা?

মালতী। বল্‌বার কথা বটে; কিন্তু সে রকম উৎসাহের কাজ নয়। দেখ্‌ছিসনে—'উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে'? আর বরের বাপের নাকি কোঠা বালাখানা, যো যোত্র কিছুই নেই। তবে পাত্র নাকি কার্ত্তিকের মত শ্রীমান; রাজকন্যা তাহ আপন চোখে দেখে একান্ত পণ করেছেন। রাজা, রাণীর নিতান্ত অমত যে, এ সম্বন্ধ না হয়; কিন্তু রাজকন্যাকে কোন মতে ক্ষান্ত ক'র্‌তে না পেরে, শেষে মত হয়েছে। আবার শুন্‌ছি নাকি সাধ, আহ্লাদ, বিলান, ছড়ান—কিছুই হবে না।

নাপিত-বৌ। তা হোক্; যার ধন দৌলাত থাকে বিয়ে থাওয়া, পূজো পার্ব্বনে দেওয়া থোওয়া কর্‌লে দেখতে শুন্‌তে ভাল দেখায়; তা ভিন্ন কারই বা অচল থাকে? আমারা ত খাচ্ছি নিচ্ছি তার কথাই নেই; তবে কথাটা শুনে মনের মধ্যে বড় দুঃখ হলো। কেননা, অনেক গরীব দুঃখী আশা করে ছিল, তারাই বঞ্চিত হলো।

মালতী। তবে আর দেরি করিস্‌নে; এয়োরা সব বসে আছে।

নাপিত-বৌ। না ভাই, তুমি চলো; আমি ঘর দোর সাম্‌লে যাই।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজবাড়া—অন্তঃপুর।

(মল্লিকা ও নাপিত-বৌ প্রভৃতি।)

মল্লিকা। আরে, নাপিত-বৌ নাকি? হা লো আজ কাল যে তোর বার পাওয়া ভার হয়েছে? সোয়ারী পাঠাতে হবে নাকি? বলি, দোজপক্ষের আর কি কেউ নেই? ওলো, এতো ঢলাঢলি ভালো নয়! যা রয় সয় তাই করিস্। সে আর কর্পূর নয় যে উড়ে যাবে। আর যদি সেই ভয়ই থাকে, তবে গোণ্ডা পাঁচেক গোলমরিচ দিয়ে কৌটার ঢাক্‌নি এঁটে রাখিস্।

নাপিত বৌ। নে, নে, দিদি! তুই আর জ্বালাস্‌নে। আমার মত হতভাগী কি দ্বিতীয় আছে? কেবল মরণ অভাবে বেঁচে থাকা।

মল্লিকা। কেন? কর্ত্তাকে পসন্দ হয় না নাকি?

নাপিত বৌ। দিদি! তুই আর ওকথা তুলে আমার নিবন্ত আগুন জ্বলিয়ে দিস্‌নে। অন্যের পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুল্‌তে পারে; কিন্তু কাঁটায় আমার বুক যে কি রকম রাত-দিন খুঁড়ছে, তা ডোক্‌রা একবার চোখ দিয়েও দেখে না। এই দু'বছর বিয়ে হয়েছে, গহনার কথা দূরে থাক্, গাঁ শুদ্ধ শাসন রেখে এই সোনার গায় এক খানি ভাল বসনও যোড়ে না। আবার দু'বেলা শাসন করতে আসে। এমন ঘর-কন্নার মুখে আগুন। মুখপোড়ার নাম কত্তে আমার হু হু করে কান্না আসে। ভাই! আমি যে রকম যন্ত্রণা সহ্য করি, অন্যে হলে এত দিন জল হতো।

গীত।

তাল—আড়খেম্‌টা।

বল কার কাছে জানাব।
মনের কথা বুঝতে পারে,
এমন মানুষ কোথা পাব॥
বিরলে বসিয়া কাঁদি,
কাজের হ'তো মিন্‌সে যদি,
তবে কেন আমি রে ভাই,
খ'দের খুঁজে রোজ বেড়াব॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

রাজা ও অমাত্য প্রভৃতি আসীন।

(পুরোহিত ঠাকুরের প্রবেশ।)

রাজা। আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়। প্রণাম হই। আজকাল আপনার আর যাওয়া আসা নাই; কাজকর্ম্ম কখন কি উপস্থিত হয় দেখেন না, আসেন না, তত্ত্বাবধানও করেন না। শারীরিক কুশল ত?

পুরো। মহারাজ! কি বলবো? সর্ব্বদাই সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত থাকতে হয়। এ দিকে আনতে ওদিকে অপ্রতুল; পেটের চিন্তা দিবা রাত্রি। কি করি, সাবকাশ পাইনে।

রাজা। আপনাকে যে জন্য আহ্বান করা হয়েছে, শুনেছেন ত?

পুরো। হাঁ, শুনা হয়েছে। রাজকন্যার শুভ বিবাহ।

রাজা। হাঁ, আগামী কল্য শনিবার ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্র রজনীর আদ্য চারিদণ্ড রাত্রি পরিহার কোরে, কন্যা-তুলা লগ্নে শুভলগ্ন স্থির করেছি। দেখুন দেখি, উক্ত লগ্নে শুভযোগ হয়েছে কি না?

পুরো। মহারাজ! উত্তম শুভযোগের যোগাযোগ হয়েছে। কেননা, শুভযোগ সমা-যুক্তা মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী, মহামহেতি বিখ্যাত "ত্রিকোটী কুলমুদ্ধরেৎ।" অতএব শনিবার ত্রয়োদশীতে শতভিষা নক্ষত্র যোগ হলে, শুভ-যোগ কেন?—মহামহাযোগ হয়।

রাজা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি বলছেন? ও যে বারুণীযোগে গঙ্গাস্নানের বচন। বিবাহের বচন ত নয়।

পুরো। হুঁঃ! এ বিয়ে হ'লে যে আপনিও গঙ্গাস্নান করবেন।

রাজা। সে যা হোক, দ্যুমৎসেন মহারাজের অতি দুঃসময়; সে জন্য বহ্বারম্ভ না করে, আপনি, আমি ও গঙ্গা নাপিত এই তিনজনে রথারোহণে গমনপুর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান্ ক'রতে মনন করেছি।

পুরো। মহারাজ! এ উত্তম বিবেচনা করেছেন। কারণ, 'যজ্ঞস্য পুরুষ রাজন্ তজ্জন্যা পিতৃদেবতা।' ধীমন্ত জনেরা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। দেখুন, স্বয়ং পুর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র দশরথকে বালুকা পিণ্ড প্রদান করেছিলেন। অতএব দ্যুমৎসেন মহারাজ অধুনা যখন বিপিনচারী, তখন আর ধুমধামের আবেশ্যক নাই। যোগে যাগে পিণ্ডদানটা হলেই হ'লো।

রাজা। সে কি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনার যে সকলই ব্যতিক্রম ভাব দর্শন কচ্ছি? শুভ বিবাহ স্থলে অশুভজনক পিণ্ডদানের কথা কেন বলছেন?

পুরো। কেন মহারাজ! ব্যতিক্রম কি দেখেন? শাস্ত্রে এই লিখিত আছে যে, "বিবাহে চ ব্যতিক্রম" অর্থাৎ কি না বিবাহে সকলই ব্যতিক্রম করবে

রাজা। আপনি বাতিকগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায় এরূপ অসঙ্গত বাক্য উচ্চারণ করবেন না। এক্ষণে যা উদ্যোগের আবশ্যক হয় আদেশ করুন।

পুরো। কোথা রে, শ্রীমন্ত কোথা? শীঘ্র গঙ্গানাপিতকে ডেকে আন তো।

শ্রীমন্ত। আজ্ঞে চল্লেম।

(শ্রীমন্তের প্রস্থান।)

(পরামাণিকের প্রবেশ।)

গীত।

খেমটা।

সহজ নই নাপ্তে আমি
কামাই সদা রাজ বাড়ীতে।

আলা শোড়া থাকে না তার
খুর ঠেকাই যার দাড়িতে।
বলি ভাই উজান ধরি, অমনি তার দফা সারি,
খুঁটো তুলে কামালে তার জন্মে হয় না কামাতে।
নামে রক্ত কিঙ্কিনী, নখন ঝুরি যম ঝাঁকুনি,
আর এক রকম কামান জানি,
খুর বসাই তার গলার চুঙ্গিতে।

পুরো। কেরে গঙ্গা এলি? তোর নায়েক-বাড়ী বিয়ে; কোথা থাকিস্ যে, ডেকে খোঁজ পাওয়া যায় না।

গঙ্গা। প্রণাম হই, খুড়ো ঠাকুর! কেমন বুঝ্ছেন?

পুরো। কিসের কেমন হে, বাপু?

গঙ্গা! বলি ও দিকের বিষয়! বেদ, বাণ চন্দ্র কি পক্ষ?

পুরো। বাপু! গাছে চড়লে দুটো দেখায়; শরতের মেঘ যত ডাকে তত বর্ষায় না। এখন বেদ, বাণের কথা ছেড়ে দেও; যোগে যোগে চন্দ্রটা কর্‌তে পাল্লেই ঢের হলো।

গঙ্গা। সে কি, খুড়ো ঠাকুর?

পুরো। আরে বাপু! দেখিসনে? বরের বাড়ী ঘেঁটেরের আস্থল! দোমুড়ি ঢেলে মাথায় করে মেয়ে বয়ে দিচ্ছে তাতে আবার কত লাভ হয়ে থাকে? এখন নান্দীমুখ আর বিয়ের জন্যে যা যা এখন হতে বরের বাড়ী নিয়ে যেতে হবে—তার উদ্যোগ কর।

গঙ্গা। বলি তা তো হবে। দু'এক বোঝা কাঠ কি তার সঙ্গে নিতে হবে?

পুরো। কাঠ কিসের রে?

গঙ্গা। ওগো, সেই ঘাটামোর জন্য গো ঘাটামোর জন্য। দুই খুড়ো ভাইপোতে এমন হাজারটা বিয়ে দিয়ে নিকেশ কল্লাম; শতকে দশটাও ত এড়িয়ে যায় না। আপনার কুশের জোরে আর আমার আল্‌তার জোরে আজ পর্য্যন্ত ঘুঘু চরলো না—এই যে আশ্চর্য্য!

পুরো। ওরে বাপু গঙ্গারাম! এটাতে আমাদের বড় কষ্ট পেতে হবে না; নারদ মুনিই এর নিকেশ করে দিয়েছেন। এখন সেখানে কি কি লাগবে তাই ঠিক কর?

গঙ্গা। লাগবে ছাউনি হাঁড়ি, ঘৃত, হোমের খই, বরণবস্ত্র, স্নানের দ্রব্য। আর স্ত্রীলোক, কুলো ও ডালা এখান হতে যাবে কি সেখানে উদ্যোগ আছে—সেটা জিজ্ঞাসা করুন।

পুরো। হাঁ বাপু! ভাল বলেছ। আমি একবার জিজ্ঞাসা করে আসি।

(সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি। ঠাকুর! প্রণাম করি।

পুরো। পুত্রবতী ভব।

সুমতি। সে কি ঠাকুর! আমি যে বিধবা, কি বল্লেন?

পুরো। এঁ্যা! ও:—বটে বটে; বিষ্ণু! ওটা আমার ভ্রম হয়েছে। যা হোক্, তাতে কিছু মনে করোনা। এখন সেখানে কি কি দ্রব্যাদি যাবে সে সমস্ত আমাকে দাও।

সুমতি। আজ্ঞে, সে সমস্তই দিচ্ছি; আপনি একটু বিলম্ব করুন। এখনও আমাদের জল-সাধা হয়নি।

পুরো। সে কি? এখনও জলসাধা হয়নি! শীঘ্র শীঘ্র সেরে নেওনা।

সুমতি। আজ্ঞে, এই আমি সকলকে ডাকৃছি। বলি ও মল্লিকে মালতি! তোরা সব কি কচ্ছিস্? রাত এক প্রহর হতে এলো, এখনও জলসাধা হলোনা। এর পর কি আর কোন কর্ম্ম নেই? শীঘ্র শীঘ্র সজ্জা কর। পাড়া প্রতিবেশীনিদের ডাক দে।

(মল্লিকা, মালতী, রাণী ও সাবিত্রী প্রভৃতির প্রবেশ।)

গীত।

তাল আড়খেমটা।

তোরা আয় লো প্রাণ সই।
কাল সাবিত্রীর বিয়ে আমরা সকলে জলসয়ি॥
সুমঙ্গলের শঙ্খ ধ্বনি, হুলু ধ্বনি দে লো ধনী,
চললো কুলবালা, বরণডালা মাথায় লই।

সুমতি। দেখ! আজ আর চক্ষে ঘুম নেই। পুরুত-ঠাকুর বলে গিয়াছেন, কাল চার দণ্ডের পর মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। অতএব রাতারাতি সব উদ্যোগ চাই। এর পর দধি-মঙ্গলের লেঠা আছে।

মল্লিকে। দিদি! সমস্ত কার্য্য ত সম্পন্ন করা গেল। ওই দেখ আর রাত নেই, সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক রাঙ্গা করে উদয় গিরি হতে উদয় হলেন। এসো, আমরা সকলে প্রাতঃস্নানে যাই।

রাজা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়। প্রাতস্নান করে এসেছেন? সত্বরে নান্দীকৃত্য সম্পন্ন করুন। আমি দ্যুমৎসেন রাজন সমীপে প্রামাণিক গঙ্গাকে বিজ্ঞাপন জন্য প্রেরণ কল্লেম।

পুরো। বিলম্ব কি, আপনি বিধি-পূর্ব্বক নন্দিনীকে সুসজ্জিত করুন।

রাজা। রাজ্ঞি! তুমি সত্বরে সাবিত্রীকে পট্টবাস ও স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা করে, বরবাসে গমন জন্য প্রস্তুত হও।

রাণী। রাজন্। আপনার বজ্রতুল্য কঠিন বাক্য শ্রবণে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হলো। এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগে কি আপনার রসনায় কথঞ্চিৎ বেদনা অনুভব হ'ল না?

রাজা। মহিষি! এ কষ্টাধিক কষ্টকর হলেও কি করি? সর্ব্বজন সম্মত ও প্রার্থনীয় বিষয়ে অনুতাপ করা অনুচিত। শাস্ত্রে এই লিখিত আছে যে, রমণীগণেরা বাল্যে জনক-জননী কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিতা হয়ে, যৌবনে পতিসেবায় গতি লাভ ক'রবে। সুতরাং উপস্থিত বিষয়ে অনুশোচনা বৃথা ও অমঙ্গল-সূচক। যাত্রার সময় অতিবাহিত হয়; উপস্থিত বিষয়ে প্রযত্নশালিনী হও।

রাণী। রাজন্! ক্ষণকাল অবস্থান করুন। আমি জীবন-ধন সাবিত্রী শিরে রক্ষা বন্ধন করে, দেব দেবীর চরণে অর্পণ করি। হে বনদেব দেবিগণ! আমার ভবনের লক্ষ্মী সাবিত্রী বনচারিণী হচ্ছেন; তোমরা গ্রহ নক্ষত্র, দেব উপদেবাদি সকলে সানুকূল হয়ে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অরণ্যে সর্ব্বদা দাসী তনয়াকে নিরাপদে রক্ষা কর। মাতঃ সাবিত্রি! তোমার অদর্শনে আমরা পলকে যুগ শত বোধ কর্‌তাম; এক্ষণে আমাদের কারাগারে বদ্ধ করে, মা! তুমিও কারাগারে চল্লে। দেখ মা! যেন দুখিনী জননীকে ক্ষণকালের জন্য বিস্মরণ হ'ও না।

সাবিত্রী। মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অধিনীর আশু অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

রাণী। সাবিত্রি! যদি আমি জন্মান্তরে কোন সুকৃতি করে থাকি, তবে তুমি যেন পতিভবনে সুভগা ও শত পুত্রের জননী হইও।

রাজা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমি তনয়া সমভিব্যাহারে রথারোহণ করিলাম। আপনিও রথারূঢ় হউন।

পুরো। আচ্ছা মহারাজ! এই আমি রথে আরোহণ কর্‌লাম।

রাজা। সারথে! সত্বর তপোবনাভিমুখে রথ সঞ্চালন কর।

সারথি। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন।

(অশ্বপতি, সারথি, সাবিত্রী, দ্যুমৎসেন, পুরোহিত, গঙ্গা প্রভৃতি।)

সারথি। মহারাজ! এইত তপোবনে উপস্থিত হলেম। দেখুন মহারাজ! সম্মুখেই দ্যুমৎসেন উপবিষ্ট আছেন।

অশ্বপতি। অবনীশ্বর! অধীনের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

দ্যুমৎসেন। সকর্ম্মার্জ্জিত অদৃষ্ট বশতঃ ভগবান আমাকে অন্ধ করেছেন। আপনি কে? ও বীর্য্যগুণে স্বীয় পরিচয় প্রদান করুন।

অশ্বপতি। মহারাজ! আমি এই মদ্রদেশাধিপতি। আমার নাম অশ্বপতি।

দ্যুমৎসেন। আসুন আসুন! আসতে আজ্ঞে হয়। অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! আহা! অদ্য আপনার আগমনে আমার এই পর্ণকুটির অমরাবতী হলো। আমি শ্রুত আছি, আপনি অতি বীরাগ্রগণ্য ধরামধ্যে মান্য; কি জন্য এই অসামান্য দুর্দ্দশাপন্নের পর্ণশালায় আগমন করেছেন?

অশ্বপতি। ধীমন্! যোজন-কর্ত্তা স্বীয় সানুগ্রহে আমাকে যৎকিঞ্চিৎ বৈভবাপন্ন করেছেন; কিন্তু মদীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্র-রত্ন প্রদান করেন নি। সবে মাত্র সর্ব্বস্ব ধন এক নন্দিনীরত্ন লাভ করেছি। কিন্তু ধরামধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করে, নিরুপমা তনয়ার অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত না হওয়ায় নিতান্ত চিন্তাকুল চিত্ত ছিলাম। এক্ষণে ভবদীয় কুমার সত্যবানকে বররূপে মনোনীত করেছি। আপনার অভিমত হ'লে, অদ্য রজনীতে নন্দিনীকে সম্প্রদান ক'রে মনবাসনা পূর্ণ করি।

দ্যুমৎসেন। নরপতে! আপনি যে প্রস্তাব করলেন, সে ত অতি অসম্ভব কথা। আপনি উজ্জ্বল সুধাংশুকুলসম্ভূত; ইচ্ছা করলে দিক্‌পালগণকেও কন্যা দান ক'রতে সমর্থ হয়েন। —তবে কি জন্য এই অতুল সুখ-সম্ভোগ-শালিনী, সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যবতী তনয়াকে অরণ্যচারিণী কর্‌তে বাসনা কচ্ছেন?

গীত।

তাল কাওয়ালী।

ওহে মহারাজ আমার সে দিন
আছে কই বনবাসে রই।
সুপ্রভাত আজ নিশি, তব আগমনে ধন্য হই।
তব প্রাণের নন্দিনী, বহু জনের বন্দিনী,
সুখৈশ্বর্য্যে সর্ব্বদা বাস করেন তা জানি,
তাঁর কেন বাসনা হতে বনবাসিনী,
বালিকা কি কষ্ট সবে তাইতে নিষেধ করে কই।

দ্যুমৎসেন। মহারাজ! অধুনা অরাতি কর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য হ'য়ে যথোচিত কষ্টকর অবস্থায় অরণ্য মধ্যে অবস্থান কচ্ছি; এক্ষণে আপনার সঙ্গে আমার কোন মতেই সামঞ্জস্য হয় না। যেমন গন্ধবিহীন পুষ্প, মন্ত্রবিহীন দ্বিজ, জ্ঞানবিহীন মনুষ্য, জলবিহীন সরোবর ফল পুষ্প ও ছায়া বিহীন বৃক্ষ ও বিষদন্ত-বিহীন সর্প সর্ব্বকালে অনাদৃত ও দুর্দ্দশাপন্ন; আমিও সংপ্রতি হৃতরাজ্য ও শত্রু-তাড়িত হ'য়ে তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছি। দেখুন, যজ্ঞীয় ঘৃত কুক্কুর-স্পৃষ্ট হলে কখনই তা দেবোদ্দেশে নিয়োজিত হয় না। পৃথিবীতে উন্নত ব্যক্তিকেই সকলে সম্মান করে। অবস্থার অবনতি হলে, অন্যের কথা দূরে থাক, জ্ঞাতি বন্ধু ও স্বজন বর্গের মধ্যেও অত্যন্ত অশ্রদ্ধাভাজন হতে হয়। অতএব স্ব স্ব অবস্থার সমকক্ষ ব্যক্তি ব্যতীত ক্রিয়া কলাপ ও অন্যান্যকার্য্য কারণাদিতে নিরত হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। আমি এক্ষনে রাজ্য-চ্যুত হ'য়ে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়েছি; আপনি অন্যতম রাজনন্দনের সহিত স্বীয় কন্যার পরিণয় কার্য্য সমাধা করুন।

অশ্বপতি! রাজন্! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুরাচার্য্য বৃহস্পতির ন্যায় সুবিজ্ঞ। আপনার ত কোন বিষয়ই অবিদিত নাই? সম্মানার্হ মহাত্মাব্যক্তিগণের মর্য্যাদা ত কখনই নষ্ট হবার নয়? রাজেন্দ্র! চণ্ডাল গৃহগত দেব-মূর্ত্তির কি মাহাত্ম্য থাকে না? মহারত্ন মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকলে কি তার মূল্যের ন্যূনতা হয়? মৃন্ময় পাত্রে অবস্থিত হলে পবিত্র জাহ্নবাজলের কি মাহাত্ম্য গত হয়?

গীত।

তাল একতালা।

এ কেমন ভারতি, কখনও ভূপতি
মহতের মান তো যায় না।
যদি কুস্থানে রতন, থাকে হে পতন,
সে ত অযতন পায় না।
কাননেতে জন্মে তুলসী চন্দন,
ভেবে দেখ সদা ভস্মে আচ্ছাদন, থাকে হুতাশন,
হলে রাহুগ্রস্ত দিবাকর, কিংবা সুধাকর,
মান বিহীন হয় না।

অশ্বপতি। মহারাজ! যদিও আপনি এক্ষণে গ্রহদোষে ভস্মাচ্ছাদিত অনল প্রায় কালাতিবাহিত কচ্ছেন, তা বোলে আপনার প্রভুত্ব ও মহত্বের কিছুই খর্ব্ব হয় নাই।

দ্যুমৎসেন। রাজেন্দ্র! চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ উভয়ই ত আদান প্রদানের একমাত্র উপায়; দ্বিতীয়তঃ, তাতে আপনি অনুগ্রহ করে মৎপুত্রে কন্যা সম্প্রদান করতে একান্ত ইচ্ছুক হয়েছেন; ইহা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আপনার যেরূপ অভিমত হয়, তদ্রূপ বিধান করুন। আমার আর কোন বিষয়ে অন্যমত নাই। তবে জগদীশ্বরের অকৃপায় আমি নেত্রবিহীন হয়েছি; সে জন্য স্বীয় ভার সমস্ত আপনাকে অর্পণ কল্লাম।

অশ্বপতি। ধীমন্! বিবাহোচিত মাঙ্গলিক সমস্ত দ্রব্যাদি আনীত হয়েছে। এক্ষণে কেবল আপনার অনুমতি সাপেক্ষ।

দ্যুমৎসেন। রাজেন্দ্র! তবে শুভলগ্নানুসারে শুভকার্য্য আরম্ভ করুন।

অশ্বপতি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! পঞ্জিকা দেখুন দেখি, লগ্নের বিলম্ব কত?

পুরোহিত। মহারাজ! বিলম্ব কিছুই নাই; কেবল ওদিকের লুচি ক'খানা ভাজান হলেই হলো।

অশ্বপতি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! রাগ করবেন না। ওটা বুঝি আপনাদের জাতীয় ধর্ম্ম?

পুরোহিত। আঃ, সে জন্যে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সে ত বসলেই হবে।

অশ্বপতি। যাক, এখন বাজে কথা ছেড়ে দেন। পদ প্রক্ষালন করে আচমনে উপবেশন করুন। ঐ দেখুন, মুনিপত্নীগণেরা শুভ বিবাহ দর্শনার্থ সমাগতা হয়েছেন; এবং বর কন্যাও আসনে আসীন আছেন। অতএব যথাবিধি মন্ত্রাদি পাঠ করুন।

পুরো। হাঁ হাঁ, মহারাজ! বসুন বসুন, আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হয়ে মন্ত্র পাঠ করুন।

(রাজার আচমন করন।)

পুরো। বসুন। নমঃ চিপীটক ঋষি, শর্করাচ্ছন্দ, রসকরা দেবতা, দধি দুগ্ধং, বীজং লবণং, যথা শক্তিং জলপানার্থে অখণ্ড পত্রোদকে বিনিয়োগঃ।

অশ্বপতি। আঃ ছি! ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষ! আমি বোধ করতাম যে, দশকর্ম্মে আপনি বিলক্ষণ পরিপক্ক। কিন্তু এখন দেখছি পাকা কাঁচা দুয়ের বার।

পুরো। কেন মহারাজ! অপক্ক কোন্ বিষয়ে? এই ত কাঁচার বিষয় হলো, আবার পক্কতার বিষয় কীর্ত্তন কাচ্ছি। আপনি জলে হাত দিয়ে সংকল্প করুন। বসুন, নমঃ বিষ্ণুঃ, নমঃ বিষ্ণুঃ, নমঃ বিষ্ণুঃ। লুচির্নমাদা, জিলিপ্যামী, পান্তুয়া পক্ষে রসগোল্লাতিথৌ, সরভাজা সংক্রান্ত্যা, জিবেগজা গোত্রং শ্রীমানঃ শ্রীমেঠাইচন্দ্র দেবশর্ম্মাঃ। নিখুতি এলাচদানাচ্ছন্দ বন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আত্মপ্রতিকামঃ পক্কতারূপ ফলাহারমহং করিষ্যে।

গঙ্গা। আচ্ছা খুড়ো ঠাকুর! যদি এক-দিনে দু'তিনটা ফলার জোটে, তবে আপনারা কি করেন?

পুরো। দূর বেটা, এতকাল আমার সঙ্গে ফিরে, ওটাও জানতে পারিস্ নি? আর আর বিষয় যেমন হোক্, ওই বিষয়টা আমি টীকা শুদ্ধ তন্ন তন্ন করে পড়েছি।

গঙ্গা। তবে খুড়োঠাকুর! পুঁথিতে তাও লেখা আছে?

পুরো। মূর্খ! শাস্ত্র ছাড়া কোন্ কর্ম্ম! এই শোন,—"একস্মিন্ দিবসে যত্র ফলাহার উদয়ং ভবেৎ; কুত্রবা ভোজনং কার্য্যং, কুত্রবা ছন্দবন্ধনং।" কি মহারাজ! এ বিষয়ে কি আমাকে অবিজ্ঞ ঠাউরেছেন? তবু এখনও সকল গুণের পরিচয় দেইনি; কতক কতক ব'লে পেটের গুজগুজুনিটে একটু কমিয়ে ফেলি।

গীত।

তাল—খেমটা।

মন্ত্র তন্ত্র মিছে।
কেবল লুচির দিকে মন আছে।

পেটে নবডঙ্কা কলা, কেবল জানি আঙ্ক ফলা,
কব কি সঙ্গে আছে পোঙ্ক চেলা,
কেবল ঐ জোরে বেড়াই বেঁচে।
পাকা ফলার যদি জুটে,
আহ্লাদে গা উসকে উঠে, ভাইরে ভাই ;
ভুজনের আহারের চোটে
কত যজমান ফতুর হয়েছে।

পুরো। মহারাজ! কাঁচা কি পাকা কোন্ রকম উদ্যোগ করেছেন? সেই প্রকার সংকল্প রচনা করে বরকন্যা বরণ করি।

রাজা। শিরোমণি মহাশয়! আর বরণ করতে হবে না; আমাকে মাপ করে বিদ্যা সংবরণ করুন। যথেষ্ট হয়েছে। বৎসে সাবিত্রি! এক্ষণে তুমি আমার অনুজ্ঞামতে মনবরণ পূর্ব্বক গান্ধর্ব্য প্রথায় সত্যবানের গলায় বরমাল্য প্রদান কর।

(সাবিত্রী ও সত্যবানের মাল্য পরিবর্ত্তন)

রাণী। মাতঃ মুনিপত্নীগণ! যদি আপনারা অনুগ্রহ করে সত্যবানের বিবাহ সন্দর্শনার্থে মদীয় পর্ণকুটিরে পদার্পণ করেছেন, তবে এক্ষণে স্ত্রী-আচার সমাধান্তে প্রসন্ন চিত্তে বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করে গৃহে লউন।

মুনিপত্নীগণ। রাজমহিষি! আপনার পূর্ণ লক্ষ্মীস্বরূপা বর-বর্ণিনী বধূ বোধ করি, সিন্ধু হতে উত্থিত হয়ে, অদ্য বনদেবীরূপে আমাদের এই অরণ্য মধ্যে উপনীত হয়েছেন। এরূপ অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী সুলক্ষণা রমণী আমরা ভুবনে কখনও আর দ্বিতীয় দর্শন করিনি। অনুমান করি, বিধাতা এত দিনের পর তোমার উপর সানুকূল হয়ে, অপার দুঃখ বারিধি অবতরণ জন্য এই তরণীস্বরূপা তরুণীকে সত্যবানকে সমর্পণ করেছেন।

রাণী। মাতঃ! আপনাদের অশীর্ব্বাদে যখন মৃত জীবের জীবন সঞ্চার হয়, আর যখন আপনারা আমাদের প্রতি সততই প্রসন্না আছেন, তখন আমাদের যে সময়ানুক্রমে মঙ্গল ঘটবে তার আর সন্দেহ কি?

(মুনিপত্নীগণ কর্ত্তৃক স্ত্রীআচার করন এবং বাসর ঘরে বর-কন্যার গমন।)

রাণী। মহারাজ! আজ আমাদের কি শুভ দিন? জীবনধন সত্যবানের রমণীকে একবার কর-প্রসারণ করে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক মানব জন্ম সফল করুন।

দ্যুমৎসেন। মহিষি! নিদারুণ বিধাতা আমাদের প্রতি প্রতিকূল হয়ে দর্শন সুখে বঞ্চিত করে, অহর্নিশ দুঃসহ মনস্তাপে সন্তপ্ত কচ্ছেন। হায়! জীবনের জীবনস্বরূপ যে নন্দন, তার রমণীর শরদিন্দুবিনিন্দিত সুচারু সৌন্দর্য্যমাধুরী আমরা চক্ষেও দর্শন করতে পেলেম না! আমাদের তুল্য দুর্ভাগ্য আর ধরাতলে কে আছে? কৈ মাতা! তুমি কৈ?

গীত।

তাল—তিওট।

মরি হায় গো বিধির এ কেমন বিচার।
এত নয় সামান্য দুঃখ আমার॥
দেখ সংসারের সবে ধন, সত্যবান নন্দন,
আজ কি শুভ দিন, শুভ পরিণয় হলো তার।
আমার অদৃষ্ট মন্দ, রয়েছি হয়ে অন্ধ,
দেখলাম না বদন চন্দ্র তোমার।

দ্যুমৎসেন। মহিষি! প্রাণাধিক পুত্রের বিবাহে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পাঞ্চাল, মগধ, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি নিমন্ত্রিত রাজন্যগণের হয়, হস্তী রথ, পদাতীর নির্ঘোষে, শাল্যনগরী টলটলায়মান হবে, অদ্য কি না তাই জনশূন্য বিজন অরণ্য মধ্যে পর্ণশালায় সম্পাদিত হলো? হা জগদীশ্বর! এ মনস্তাপ কি রাখবার স্থান আছে?

অশ্বপতি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ওই দেখুন রজনী প্রভাতা হলো। নিশানাথ ম্লানরশ্মি ও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে অস্তাচল গমন কল্লেন। ভগবান অংশুমালী স্বীয় করজাল বিস্তার পূর্ব্বক উদয়াচল হতে বহির্গত হচ্ছেন। অতএব গাত্রোত্থান করে গৃহ গমনে উদ্যোগি হউন।

পুরোহিত। হাঁ মহারাজ! আমি প্রস্তুত হয়েছি। আপনি নন্দিনীকে প্রবোধিত করে বিদায় হউন; আমি সেই অবসরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করি।

অশ্বপতি। বৎসে সাবিত্রি! তুমি যে আমার সাবিত্রী আরাধনের ধন! অহর্নিশ তোমাকে বক্ষে বক্ষে রক্ষা করেও দর্শন লালসার নিবৃত্তি হ'তনা। অদ্য কেমন করে কোন কঠিন প্রাণে তোমাকে বনবাসিনী করে ভবনে প্রত্যাগমনে করব? হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? তোমার কৌশল-জালে আজ অমৃতবৃক্ষে বিষফল উৎপন্ন হলো? আহা! যে ক্ষীর সর মিষ্টান্ন, পকান্ন ব্যঞ্জন ওদন স্বর্ণ পাত্রে ভক্ষণ ক'রত, সে কেমন করে কটু, তিক্ত, ফলমূল আর শাক অন্ন শাল পত্রে ভোজন ক'রবে? যে অসূর্য্যম্পশ্যারূপা, সে কেমন করে এই খরতর দিবাকর করে বিচরণ ক'রবে? যে অঙ্গ নিয়ত কুঙ্কুম চন্দন লেপন করেও শীতল হ'ত না, সেই অঙ্গে এক্ষণে যোগিনী ভাবে ভস্ম বিলেপন ক'রবে? যার পদ কমল হতেও সুকোমল, যে প্রতি পদবিক্ষেপে পদে পদে বেদনা অনুভব ক'রত, এখন সে কেমন করে, কণ্টক কুশাঙ্কুর আর কঙ্করাকীর্ণ কঠিন ভূমিতে ভ্রমন ক'রবে? সুবর্ণ পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা যার অঙ্গে অসহ্য হত, সে কেমন করে তীক্ষ্ণ কুশাসনে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গী হয়ে গলিত রুধির ধারে ভূতল-শায়িনী হবে?

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

ক'রে আজ বনবাসিনী মা তোমার গো।
নাই বাসনা বাসে যেতে, বল উপায় গো।
অনুতাপে তনু জ্বলে, বিদায় কি দায় গো।
নারদের বাক্য বিষম, সতত হৃদয়ে মম,
বলবো কি আর দুঃখের কথা
আছে শক্তিশেল সম,
তোমা বিনা বৃথা জীবনধারণ ধরায় গো।

অশ্বপতি। বৎসে! তুমি কাঙ্গালিনীর ন্যায় বনবাসিনী হয়ে কেমন করে কষ্টে কালযাপন করবে—এ চিন্তায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে।

সাবিত্রী। পিতঃ! আপনি কি জানেন না, কুলমহিলাগণের স্বামীর চরণ-সেবা ভিন্ন জগতে আর ধর্ম্ম নাই? পতি যদি দীন দরিদ্র পর্ণ-কুটীরবাসী হন, বা অরণ্যচারী হন, বৃক্ষতল তাঁর আশ্রয়স্থল হয়, তিনি যখন যে অবস্থায় থাকেন, সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার সমীপে থাকিলেই স্ত্রীগণের স্বর্গবাস। অতএব আমি প্রণাম করি, আমাকে আশির্ব্বাদ করুন। আমার জন্য আর অনুমাত্র দুঃখিত হবেন না।

অশ্বপতি। বৎসে, তুমি যা উক্তি কল্লে তাহা সতী রমণীর পক্ষে সর্ব্বদা ন্যায়সঙ্গত যথার্থ বাক্য বটে; কিন্তু তোমাকে অরণ্যচারিণী হ'তে দেখে আমি পিতা হ'য়ে কেমন ক'রে জীবনধারণ ক'রবো? আর তোমার সন্তপ্ত গর্ভধারিণীকেই বা কি বলে প্রবোধ দিব।

গীত।

মরি হায় গো বিধির একি বিড়ম্বন।
পেয়েছি যায় করিয়ে কত যতন,
সদা দুঃখানলে জ্বলে যায় আমার জীবন।
প্রাণের নন্দিনী, হলো বনবাসিনী,
হবে রাজগৃহিণী, আজ কোথায় কাঙ্গালিনী।
এখনি গেলে প্রাণ, শোকাগ্নি হয় নির্ব্বাণ,
থাকলে চিরদিন ঝরবে দু'নয়ন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

(সাবিত্রী ও দ্যুমৎসেন প্রভৃতি।)

তপোবন ত্যজি সবে দেশে চলে যায়।
সাবিত্রীর বনবাসে চক্ষে ধারা বয়॥

মহাদুঃখে ভাসি রাজা স্বরাজ্যেতে গেল।
সতীরূপে শোভা হলো তপোবন আলো॥
মুনিগণের কৃপার পাত্রী হইল ক্রমশঃ॥
মুনিকন্যাগণ হলো বিনয়েতে বশ॥
বনবাসী বেশে রাজ ত্যজিয়া ভূষণ।
রাজা রাজমহিষীর সেবেন চরণ॥
উপযুক্ত কালে পতি সহ ব্রত করি।
সতত চিন্তায় দিন গণেন সুন্দরী॥
ব্রত উপলক্ষে তিন দিন উপবাস।
রজনী প্রভাতা হলে হবে সর্ব্বনাশ॥
যামিনীর নিকটেতে করেন বিনয়॥
প্রভাতা হ'ওনা হ'য়ে সদয়া আমায়॥
অপূর্ব্ব এ উপাখ্যান শুনে পাপ যায়।
মানব জীবন ধন্য সুপবিত্র কায়॥

সাবিত্রী। মাতঃ! জীবগণের বিরাম দায়িনি ভগবতি যামিনি! অদ্য গললগ্নীকৃতবাসে তোমার নিকটে এই প্রার্থনা কচ্চি, তুমি আজ আর প্রভাতা হ'ও না। নারদের বাক্যানুসারে বিবাহ দিন হতে কলা, মুহূর্ত, দিবা, রাত্রি পক্ষ, মাস, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এইরূপে গণনা করিয়া আজ বৎসরের শেষ দিন। অতএব, অদ্য রজনী প্রভাতে এ অভাগিনীর অদৃষ্টে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটবে— তা ভগবানই জানেন।

গীত।

বেহাগ—তাল সং।

হ'ওনা প্রভাতে তুমি আজ রজনী।
কি ঘটে কপালে ভাবি আমি কি জানি॥
বুঝি নিদয় হন বিধি আমারে
উদয় হলে দিনমণি॥
ভরসা তব করুনা, বঞ্চিত ক'রনা,
কর কিঞ্চিত কটাক্ষ বিভাবরি হে আমায়,—
তব কৃপা ভিন্ন বনে না দেখি অন্য উপায়,
যেন ক'রনা শর্ব্বরী স্বামী ধনে আমারে নির্ধনী।
না শুনে কার বারণ, করেছি যারে বরণ,
যার জন্যে রাজকন্যে বনবাসিনী।
সে মম সর্ব্বস্ব ধন, সতীর পতি জীবন,
না চেনে না জানে অন্যজনে অবলায়,
হারালে সে ধন প্রাণ, নির্ধনি যে অনুপায়,
বল রবে কি গৌরবে হারা হলে শিরোমণি ফণী

সাবিত্রী। হে যামিনি! তোমার দুখিনী তনয়ার প্রতি কি পাষাণ হৃদয়ে অণুমাত্র দয়া হলোনা? আমি কি বৃথা অরণ্যে রোদন করলাম। হায়! হায়! নিশানাথ যে অস্তাচলে গমন করছেন; সঙ্গে সঙ্গে যে ঊষার আলোক দেখা দিয়ে আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে ফেলছে। নিশানাথ! আপনি অস্তগত হলে কালসূর্য্য উদয় হ'য়ে আমার হৃদয়ের নিধিকে দগ্ধ করে ফেলবে। হা! মাতঃ ভগবতি! বিপদ সাগরের তরণী স্বরূপ আপনার ওই চরণযুগলে প্রণাম করি। আমি শুনেছি আপনার নাম স্মরণ ক'রে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সকল বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'য়েছেন। মা দারিদ্র্যবারিণি পতিতোদ্ধারিণি! তোমার কালী, তারা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা— এ দশ নাম এ দুঃখিনী তনয়া কীর্ত্তন কচ্চে, কৃপা করে এই আসন্ন বিপদ হতে উদ্ধার করুন। বিপদনাশিনি! আপনার অকলঙ্ক নামে যেন কলঙ্ক না হয়। পিতঃ! গাত্রোত্থান করুন। রজনী প্রভাতা প্রায়, দিনকর স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্ব্বক পূর্ব্বদিক আলোকিত করিয়া উদিত হইতেছেন। আপনার প্রাতঃসন্ধ্যার কাল সমাগত। এই আমি বারি আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করুন।

দ্যুমৎসেন। মাতঃ! এই আমি গাত্রোত্থান করিলাম। আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে উপবাসক্লিষ্ট তাপিত জীবনকে শীতল করিবার উদ্যোগ কর। তুমি রাজনন্দিনী, সুখসম্ভোগবৰ্দ্ধিতা হ'য়ে সদাকাল সৌধশিখরে অবস্থান করেছ; কখনও কষ্ট অনুভব কর নাই। এখন তাপস্বিনীর ন্যায় অতি কষ্টে জীবনধারণ কচ্ছো। তিন দিবস কণিকামাত্র খাদ্য

গ্রহণ কর নাই, শরীর অবসন্ন হয়েছে। এইক্ষণে স্বীয় ইষ্টদেবের অস্থনান্তে চরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক জলযোগ করিয়া আত্মাকে সুস্থ কর।

গীত।

তাল—চৌতাল।

রাখ মা মম বচন।
কর এখন পারণ হয়েছে বিধান।
তৃতীয় দিবস গত, সমাপন হলো ব্রত,
অনাহারে আর তব রবে কি জীবন॥

দ্যুমৎসেন। মাতঃ! আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতি; শাস্ত্রে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তোমাকে কোন বিষয় উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। 'আত্মাতুষ্টে জগতুষ্ট'—ইহা অবশ্যই জ্ঞাত আছ। অতএব এইক্ষণে পারণ কল্লেই ভাল হয়।

সাবিত্রী। পিতঃ! ভবাদৃশ গুরুজনের আদেশ পালন করা মৎসদৃশ অধিনীজনের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রতগ্রহণ কালে আমি সংকল্পপূর্ব্বক চারিদিনের জন্য নিয়ম করিয়াছি। অদ্য চতুর্থ দিন পূর্ণ হইয়া দিনমণি অস্তগত না হলে পারণ করা অবৈধ। যদি এখন আমি জলগ্রহণ করি, তা হলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মপথ হ'তে স্খলিত হব! শাস্ত্রে শুনেছি, স্ত্রীগণের ব্রত না করায় বরং বিশেষ পাপ নাই; কিন্তু ব্রত আরম্ভ করে তার অঙ্গহানি করায় গুরুতর পাপ হয়। অতএব কিঞ্চিৎ কষ্টের জন্য নিবারণের আজ্ঞা করবেন না। বরং আপনি প্রফুল্ল অন্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি ব্রত সম্পূর্ণ করে সফলকাম হ'তে পারি।

দ্যুমৎসেন। মাতঃ! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, আশুতোষ তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। বৎস, সত্যবান!

সত্যবান। পিতঃ! প্রণাম হই, আজ্ঞা করুন।

দ্যুমৎসেন। বৎস! বধূমাতা ব্রত গ্রহণ ক'রে অদ্য চারি দিবসকাল অনশনে অতিবাহিত করিতেছেন। ইঁহার শরীর অতি দুর্ব্বল হয়েছে। মাতার পারণের দ্রব্যাদি কিছুমাত্র সঞ্চিত নাই। তুমি সত্বর ফলমূলাদি এবং অগ্নি রক্ষার্থে কাষ্ঠাদি আহরণ কর।

সত্যবান। যে আজ্ঞা! আপনারা কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন। আমি করণ্ডিকা ও কুঠার লইয়া বনে গমনপূর্ব্বক আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরণ কচ্ছি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

তপোবন।

সত্যবান কুঠার ও করণ্ডিকা গ্রহণপূর্ব্বক বন-গমনোদ্যত।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র! একটু অপেক্ষা করুন। অধিনীর একটী বাক্য রক্ষা করতে হবে।

সত্যবান। শুভে! কি বলবে বল।

সাবিত্রী। নাথ! আপনার কাননে গমনের কথা শুনে আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েছে। কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ ক'রতে পারছিনে। আজ কুটীর হতে বহির্গমনে ক্ষান্ত হউন্।

সত্যবান। শুভে! তাও কি কখন হ'তে পারে? আমি ফল কাষ্ঠাদি আহরণ না করলে আজ সকলকেই মহাক্লেশ পেতে হবে। তুমি অদ্য চারিদিন উপবাসী আছ, বৃদ্ধ জনকজননী অনশনে ক্ষুন্নমনে মনে মনে রোদন করিবেন,—তা আমি কেমন করে সহ্য ক'রব?

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র! আপনি যদি কর্ত্তব্যানুরোধে নিতান্তই গমন করেন, তবে দাসীকে সঙ্গে করে লয়ে চলুন। আপনার ভাবী অদর্শন ভয়ে মন অতিশয় চঞ্চল হচ্ছে। দক্ষিণ অঙ্গ ও দক্ষিণ নেত্র নিয়তই নৃত্য কচ্ছে,

ওই শুনুন শকুনি, গৃধিনী ও শিবাগণ অশিব চীৎকার কচ্ছে এবং প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এই সকল অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দর্শন করে মন অধৈর্য্য হয়েছে। আমি আপনাকে অদ্য একাকী যেতে দিব না; বিশেষ আজ ব্রত উদ্‌যাপনের দিন, পতিসঙ্গে থাকাই উচিত।

গীত।

যাব আজ কাননে নাথ সনে বনে
আমার বাসনা মনে।
কেমন নৃত্য করে, তোমার শিখণ্ডী কাননে
আমার দেখিব নয়নে,
কেমন নৃত্য করে, তাহাতে [illegible]
মন [illegible] না মানে।
[illegible] তুলে, [illegible]
সে [illegible] তুলে,
[illegible]

সাবিত্রী। জীবনবল্লভ! আমি আপনার অনুগামিনী হতে একান্ত বাসনা করেছি। দুঃখিনী অবলাকে অবহেলা করে নিরাশ করিবেন না।

সত্যবান। প্রিয়ে! তা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে? তুমি রাজনন্দিনী, চিরদিন অন্তঃপুরে পরম সুখে পালিতা হয়েছ; পদব্রজে গমন করা কখন অভ্যাস নাই। তোমার অঙ্গ কমল হতেও সুকোমল। তুমি ত জান না যে, অরণ্য কিরূপ ক্লেশকর? সেই কণ্টকাকীর্ণ গুল্মলতা সমাচ্ছন্ন বনপথে কিরূপে পর্য্যটন করবে? সেই দিবাকরের প্রখর কর কেমন ক'রে সহ্য ক'রবে? তপোবন সন্নিহিত অরণ্য মধ্যে স্থানে স্থানে বিচরণকারী সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি ভয়াবহ হিংস্র জন্তুগণের সেই ভীষণ কর্ণবিদারক রবে কেমন করে স্থির থাকবে? ইহাদের তর্জ্জন গর্জ্জনে মুনিগণেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তথায় পদে পদে বিপদের আশঙ্কা; অতএব তুমি এ বাসনা পরিত্যাগ কর।

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র! আপনি অধিনীর কষ্ট হবে বলে কি জন্য অমূলক আশঙ্কা করছেন? দাসীর জীবন তো আপনার ওই চরণেই বিক্রীত আছে! সঙ্গে থাকিলে সেই পথ ভ্রমণের কষ্ট ও আনন্দে পরিণত হবে। যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিতা হয়ে কণ্ঠতালু শুষ্ক হবে, তখন আপনার বচনামৃত পান করেই তো পিপাসার শান্তি ও সকল ক্লেশ দূর হবে। আর যখন সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ আক্রমণ করতে আসবে, তখন নাথ! [illegible]

[illegible]

উচিত হচ্ছেন, আমি এ বিষয়ে কিছুতেই অনুমতি করিতে পারি না। তুমি শ্বশুর পিতার নিকটে গমন করে অনুমতি প্রার্থনা কর।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন।

(দ্যুমৎসেন ও সাবিত্রী।)

সাবিত্রী। পিতঃ! আমি স্বামী সঙ্গে বন গমন করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি অনুমতি করুন।

দ্যুমৎসেন। বৎসে! আজ কি ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশ কল্লে! এ অসম্ভব অনুমতি আমি কেমন ক'রে দিব! রাজতনয়া! চন্দ্র সূর্য্য কখনও তোমাকে দর্শন করেন নি; আমি কেমন কোরে অনুমতি ক'রব?

গ্রহণ কর নাই, শরীর অবসন্ন হয়েছে। এইক্ষণে স্বীয় ইষ্টদেবের অর্চ্চনান্তে চরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক জলযোগ করিয়া আত্মাকে সুস্থ কর।

গীত।

তাল—চৌতাল।

রাখ মা মম বচন।
কর এখন পারণ হয়েছে বিধান।
তৃতীয় দিবস গত, সমাপন হলো ব্রত,
অনাহারে আর তব রবে কি জীবন॥

দ্যুমৎসেন। মাতঃ! আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতি; শাস্ত্রে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তোমাকে কোন বিষয় উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। 'আত্মাতুষ্টে জগত্তুষ্ট'—ইহা অবশ্যই জ্ঞাত আছ। অতএব এইক্ষণে পারণ কল্লেই ভাল হয়।

সাবিত্রী। পিতঃ! ভবাদৃশ গুরুজনের আদেশ পালন করা মৎসদৃশ অধিনীজনের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রতগ্রহণ কালে আমি সংকল্পপূর্ব্বক চারিদিনের জন্য নিয়ম করিয়াছি। অদ্য চতুর্থ দিন পূর্ণ হইয়া দিনমণি অস্তগত না হলে পারণ করা অবৈধ। যদি এখন আমি জলগ্রহণ করি, তা হলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মপথ হ'তে স্খলিত হব! শাস্ত্রে শুনেছি, স্ত্রীগণের ব্রত না করায় বরং বিশেষ পাপ নাই; কিন্তু ব্রত আরম্ভ করে তার অঙ্গহানি করায় গুরুতর পাপ হয়। অতএব কিঞ্চিৎ কষ্টের জন্য নিবারণের আজ্ঞা কর্‌বেন না। বরং আপনি প্রফুল্ল অন্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি ব্রত সম্পূর্ণ করে সফলকাম হ'তে পারি।

দ্যুমৎসেন। মাতঃ! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, আশুতোষ তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। বৎস, সত্যবান!

সত্যবান। পিতঃ! প্রণাম হই, আজ্ঞা করুন।

দ্যুমৎসেন। বৎস! বধূমাতা ব্রত গ্রহণ ক'রে অদ্য চারি দিবসকাল অনশনে অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার শরীর অতি দুর্ব্বল হয়েছে। মাতার পারণের দ্রব্যাদি কিছুমাত্র সঞ্চিত নাই। তুমি সত্বরে ফলমূলাদি এবং অগ্নি রক্ষার্থে কাষ্ঠাদি আহরণ কর।

সত্যবান। যে আজ্ঞা! আপনারা কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন। আমি করণ্ডিকা ও কুঠার লইয়া বনে গমনপূর্ব্বক আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরণ কচ্ছি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন।

সত্যবান কুঠার ও করণ্ডিকা গ্রহণপূর্ব্বক বন-গমনোদ্যত।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র! একটু অপেক্ষা করুন। অধিনীর একটী বাক্য রক্ষা কর্‌তে হবে।

সত্যবান। শুভে! কি বল্‌বে বল।

সাবিত্রী। নাথ! আপনার কাননে গমনের কথা শুনে আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েছে। কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ ক'রতে পারছিনে। আজ কুটীর হতে বহির্গমনে ক্ষান্ত হউন্।

সত্যবান। শুভে! তাও কি কখন হ'তে পারে? আমি ফল কাষ্ঠাদি আহরণ না করলে আজ সকলকেই মহাক্লেশ পেতে হবে। তুমি অদ্য চারিদিন উপবাসী আছ, বৃদ্ধ জনকজননী অনশনে ক্ষুণ্ণমনে মনে মনে রোদন করিবেন,—তা আমি কেমন করে সহ্য ক'রব?

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র! আপনি যদি কর্ত্তব্যানুরোধে নিতান্তই গমন করেন, তবে দাসীকে সঙ্গে করে লয়ে চলুন। আপনার ভাবী অদর্শন ভয়ে মন অতিশয় চঞ্চল হচ্ছে। দক্ষিণ অঙ্গ ও দক্ষিণ নেত্র নিয়তই নৃত্য কচ্ছে,

ওই শুনুন শকুনি, গৃধিনী ও শিবাগণ অশিব চীৎকার কচ্ছে এবং প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এই সকল অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দর্শন করে মন অধৈর্য্য হয়েছে। আমি আপনাকে অদ্য একাকী যেতে দিব না; বিশেষ আজ ব্রত উদ্‌যাপনের দিন, পতিসঙ্গে থাকাই উচিত।

গীত।

যাব আজ কাননে নাথ বাসে রবনা
আমার বাসনা মনে।
কেন নৃত্য করে, তোমার গমন কালে
আমার দক্ষিণ আঁখি,
কেন নৃত্য করে, তাইতে বিদায় দিতে
মন মানা না মানে।
দিব দন্তে তুলে, প্রাণকান্ত হে
(সেই অরণ্যটাকে দিব দন্তে তুলে,)
যদি কুশাঙ্কুর কণ্টক বাজে চরণে।

সাবিত্রী। জীবনকান্ত! আমি আপনার অনুগামিনী হতে একান্ত বাসনা করেছি। দুঃখিনী অবলাকে অবহেলা করে নিরাশ করিবেন না।

সত্যবান। প্রিয়ে! তা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে? তুমি রাজনন্দিনী, চিরদিন অন্তঃপুরে পরম সুখে পালিতা হয়েছ; পদব্রজে গমন করা কখন অভ্যাস নাই। তোমার অঙ্গ কমল হতেও সুকোমল। তুমি ত জান না যে, অরণ্য কিরূপ ক্লেশকর? সেই কণ্টকাকীর্ণ গুল্মলতা সমাচ্ছন্ন বনপথে কিরূপে পর্য্যটন করবে? সেই দিবাকরের প্রখর কর কেমন ক'রে সহ্য ক'রবে? তপোবন সন্নিহিত অরণ্য মধ্যে স্থানে স্থানে বিচরণকারী সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি ভয়াবহ হিংস্র জন্তুগণের সেই ভীষণ কর্ণবিদারক রবে কেমন করে স্থির থাকবে? ইহাদের তর্জ্জন গর্জ্জনে মুনিগণেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তথায় পদে পদে বিপদের আশঙ্কা; অতএব তুমি এ বাসনা পরিত্যাগ কর।

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র! আপনি অধিনীর কষ্ট হবে বলে কি জন্য অমূলক আশঙ্কা করছেন? দাসীর জীবন তো আপনার ওই চরণেই বিক্রীত আছে! সঙ্গে থাকিলে সেই পথ ভ্রমণের কষ্ট ও আনন্দে পরিণত হবে। যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিতা হয়ে কণ্ঠতালু শুষ্ক হবে, তখন আপনার বচনামৃত পান কল্লেই তো পিপাসার শান্তি ও সকল ক্লেশ দূর হবে। আর যখন সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ আক্রমণ করতে আসবে, তখন নাথ! অনাথিনীর একমাত্র নিরাপদ স্থান আপনার ওই হৃদয়মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ কল্লেই তো সকল ভয় দূর হবে! বিশেষতঃ, যদি আপনিই কোনরূপে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হন—তা হলে এই অধিনা তখন জল আনয়ন করে সেই রুধিরাপ্লুত ক্ষতাঙ্গ অনায়াসে ধৌত ক'রতে পারবে?

সত্যবান। প্রাণাধিকে! একান্তই যদি তুমি বনগমনেচ্ছা পরিত্যাগ না কর, তাহলে এখানে আর বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ করা উচিত হচ্ছেনা, আমি এ বিষয়ে কিছুতেই অনুমতি করিতে পারি না। তুমি স্বয়ং পিতার নিকটে গমন করে অনুমতি প্রার্থনা কর।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন।

(দ্যুমৎসেন ও সাবিত্রী।)

সাবিত্রী। পিতঃ! আমি স্বামী সঙ্গে বন গমন করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি অনুমতি করুন।

দ্যুমৎসেন। বৎসে! আজ কি ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশ কল্লে! এ অসম্ভব অনুমতি আমি কেমন ক'রে দিব! রাজতনয়া! চন্দ্র সূর্য্য কখনও তোমাকে দর্শন করেন নি; আমি কেমন কোরে অনুমতি ক'রব?

গীত।

স্বামী সঙ্গে আজ মা তুমি কাননে যেওনা।
দুঃসহ বনের কষ্ট প্রাণে তোমার সবেনা।
ত্যজ বাসনা, করি মানা,
আজ হলো চতুর্থ দিন।
আছ উপবাসী গিয়ে বনে,
গুরুজনে, আর কষ্ট দিওনা।

দ্যুমৎসেন। বৎসে? অনশনে এত দুর্ব্বলা হ'য়েছ যে, বাক্য নিঃসরণ ক'রতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তার উপর ক্লেশদায়ক বনভ্রমন ক'রে কাষ্ঠাদি আহরণের ক্লেশ কখন ত সহ্য ক'রতে পারবে না। মা! এ বাসনা পরিত্যাগ কর।

সাবিত্রী। পিতঃ! আপনি ঈদৃশ চিন্তা করে অন্তরে আর দুঃখানুভব করবেন না। পতি-সঙ্গে পতির চরণ দর্শন করতে করতে গমন ক'রলে কোন কষ্টই হবে না। পতির চরণ দর্শন জনিত পুণ্যবলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ছায়ার ন্যায় যে নারী পতির নিকটে থেকে সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতে পারে, তারই ভবে জীবন ধারণ সার্থক। পতি-ব্রতা ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম। সতী নারীর পক্ষে পতিপদ দর্শনই মহাতীর্থ দরশন। শাস্ত্রে শুনেছি, কোন ব্রত উপবাস করে স্বামী সঙ্গে অবস্থিতি করলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়। অদ্য আমার ব্রত উদ্যাপনের দিন আপনি অনু-মতি করুন আমার যেন স্বামী-সঙ্গ-ছাড়া না ঘটে। আমি স্বামীর অনুগামিনী হই।

গীত।

বিভাস রাগিণী—তাল আড়া।

কি চিন্তা তার, পতি কি ধন
যে রমণী তা জেনেছে।
সেই ধন্য ভবের মাঝে, পতি পদ যে চিনেছে।
পূজিলে পতির চরণ,
সতীর আছে আর কি সাধন,
যে জেনেছে পতি কি ধন,
পতিপ্রাণা সেই হয়েছে।
পতি কি ধন যে জানে, পতি প্রাণা সতীর মনে,
সতত তার ধ্যান জ্ঞান পতির পদ;—
পতি সঙ্গে গেলে বনে, তাতে দুঃখ নাই জীবনে,
পতিনিন্দা শুনে কাণে,
সতী নারী প্রাণ ত্যজেছে॥

সাবিত্রী। আর্য্য! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি সর্ব্বদা স্বামীর সঙ্গে থেকে যথাশাস্ত্র ব্রত সম্পন্ন ক'রতে পারি। তা হ'লে আমার অন্তরের বাসনা পূর্ণ হয়। আপনার বাক্য অনতিক্রমণীয়, অতএব আপনি অনুমতি দানে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

দ্যুমৎসেন। বৎসে! আমি জানিলাম, তুমি একান্ত পতিপরায়ণা। বিশেষতঃ, তোমার পবিত্রতা গুণে আর তোমার বিনীত প্রার্থনায় আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি। এইক্ষণে আশী-র্ব্বাদ করি তুমি পতিসঙ্গে অরণ্য বিচরণ কোরে প্রত্যাগমন কর।

সাবিত্রী। আর্য্য! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন।

(সাবিত্রী ও সত্যবান।)

সত্যবান। শুভে! তোমার আগমনের সত্বরতা ও বদনের প্রফুল্লতা দর্শনে অনুমান হ'চ্ছে, জনকের নিকট আমার সঙ্গে গমনের অনুমতি পেয়েছ।

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র, ভবাদৃশ গুরুজনের কৃপায় পতিগতপ্রাণা সতীর কখনও উদ্যম ভঙ্গ হ'তে পারে না। আর্য্য অনুমতি দান করেছেন। এক্ষণে আপনি অনুগমনের আদেশ করলে চরিতার্থ হই।

সত্যবান। সুব্রতে! সাবধানে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস।

সাবিত্রী। নাথ! যদি দাসীর প্রতি

অনুগ্রহ কল্লেন, তবে আকর্ষি ও করণ্ডিকা আমাকে প্রদান করুন। কিঙ্করী সঙ্গে থাকতে আপনার বহন করা উচিত হয় না।

সত্যবান। প্রিয়ে! এ বড় অসম্ভব কথা বল্লে। পতিই চিরকাল পত্নীর ভার বহন করে থাকে। পত্নী ত কখনও পতির ভার গ্রহণ করেন না? বিশেষতঃ, তিন দিবস অনশনে তোমার শরীরের ভার তোমার পক্ষে দুর্ব্বহ হয়েছে; তোমার ক্ষীণ কলেবর দর্শন করে, বোধ হচ্ছে, অতি কষ্টে তুমি গমন ক'রছ। প্রিয়ে! তোমার মুখকমল শুষ্ক দর্শন করে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। তা আর অধিক কি বলব, যখন ভগবান আমাদিগকে বনবাসী করেছেন, তখন সকল ক্লেশই সহ্য করতে হবে।

সাবিত্রী। নাথ! অরণ্যে আজ কতদূর গমন করতে হবে?

সত্যবান। প্রিয়ে! এই তো এসেছি। এই আমি বৃক্ষে আরোহণ করে কাষ্ঠ ছেদন করি, তুমি বৃক্ষতলে একত্রিত কর। (কতকদূর উঠিয়া) প্রিয়ে! আমি ত আর বৃক্ষে উঠতে পারলাম না। মস্তকে ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হলো। উঃ! অসহ্য হয়ে উঠলো, আরত সহ্য করিতে পারি না।

গীত।

তাল—তিওট।

যায় প্রাণ এখন আমি কি করি।
এ যন্ত্রণা আর সহে না মরি মরি,
হলো অসহ্য শয্যা কই শয়ন করি।
আতঙ্ক হতেছে মনে, কাঁপে অঙ্গ সঘনে,
বাক্য না সরে বদনে,
আমি ভুবন অন্ধকার হেরি।

সত্যবান। প্রাণাধিকে! আমায় ধর, ধর। আর যে শরীরে কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই? সমস্ত শরীর কম্পিত হচ্ছে, কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে গেল, রসনা জড়তাপ্রাপ্ত হলো, ত্রিলোক অন্ধকার দেখছি। হায়! কি হলো! আর নিশ্বাস ফেলতেও পাচ্ছিনে। প্রিয়ে! এই বুঝি আমার শেষ কাল।

সাবিত্রী। হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! হা প্রাণেশ্বর! হা হৃদয়াকাশের পূর্ণশশি! কি জন্য তুমি আজ আমার হৃদয়াকাশ অন্ধকার করে ভূতলে অস্তমিত হ'লে? হায়! সুবর্ণ বর্ণ যে বিবর্ণ হলো? জীবনের সুখসূর্য্য যে করাল রাহুগ্রস্ত হলো? সমস্তই নিস্পন্দ নিশ্বাস প্রশ্বাসও যে রহিত হলো? দন্তে দন্ত লেগেছে। হায় হায়! হা জীবিতেশ্বর! তুমি যে তোমার অন্ধ মাতাপিতার একমাত্র অবলম্বন যষ্ঠি, অকুলের নিধি। তাঁরা যে তোমাকে বক্ষে রক্ষা করেও সুস্থির থাকতে পারেন না? তাঁরা যে তোমাকে বিদায় দিয়ে আশাপথ নিরীক্ষণ কচ্ছেন! সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেছেন, জগৎ অন্ধকারময় হলো। আমার কপালে এই ছিল! একি সর্ব্বনাশ হলো! হায় হায়! সমস্ত জগত অন্ধকারময় হয়ে আসছে, ভবন গমনে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। গাত্রোত্থান করুন।

গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

গা তোলো একবার প্রাণেশ্বর আমার,
ধূলায় লুণ্ঠিত মলিন বয়ান।
জীবন চঞ্চল, কুটীরে যাই চল,
হলো দেখ প্রভু দিবা অবসান।
ক্রমে হলো ঘোর অন্ধকারময়,
একাকিনী নারী পেয়েছি যে ভয়,
হয়ে নিরাশ্রয় কে দিবে আশ্রয়, এ সময়ে হে,—
এখন অকূল ভেবে আমার আকুল হলো প্রাণ।

সাবিত্রী। প্রাণেশ্বর! গাত্রোত্থান করুন। দাসী চরণে কোন অপরাধ করে নাই; তবে কি জন্য কথা কচ্ছেন না? অধিনীর ভার এতই কি দুর্ব্বহ হলো? তাই কি দাসীকে এই ঘোর অরণ্যে পরিত্যাগ করে অন্তর হলেন? না আপনার ন্যায় মহাত্মার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। হায়! আমার দুরদৃষ্টের জন্যই বুঝি আমার-

জীবন-সর্ব্বস্ব অকালে কাল কবলে পতিত হ'লেন? নাথ! স্বীয় ঔদার্য্যগুণে অধিনীর কথায় কর্ণপাত করে একবার চক্ষু উন্মিলন করুন। দাসীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করত মুখকমলের মধুর বাক্যে ভাগ্যহীনাকে আশ্বস্ত করুন! প্রাণাধিক! তাপিনীর তাপিত গাত্র আপনার সুকোমল কর কমলের স্নিগ্ধ স্পর্শনে শীতল করুন, কৈই নাথ! হত-ভাগিনীর কথায় কর্ণপাত কল্লেন না? তবে কি এ সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করে সত্য সত্যই দেবর্ষি নারদের বাক্য সফল কর্'লেন? সত্যই সেই বাঞ্ছিত অমর ধামে গমন করলেন? এ দাসীকে সঙ্গে নয়ে এসে একাকী ফেলে যান কেন? হায় হায়! অদৃষ্ট দোষে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো! বিধাতা এ কি বিধান কল্লেন? হে সচ্চিদা-নন্দ দয়াময় বিপদবারণ মধুসূদন! এ দাসী অতি কাতরে এই ঘোর বিপদে বিপন্না হয়ে তোমার ওই অভয় পদে আশ্রয় প্রার্থনা ক'রছে। তুমি অপার করুণাসিন্ধু; বিন্দুমাত্র করুণা দানে এ দুখিনীকে দুঃখ নীর হতে পরি-ত্রাণ কর। বেদে পুরাণে, আগম নিগমে শুনেছি তুমি একমাত্র ভবারাধ্য ভবকর্ণধার। তোমারই ইচ্ছাসম্ভূত চরাচরের স্রষ্টা প্রজা-পতি ধ্যানে থেকেও তোমার রূপ নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। তুমি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্ত-র্য্যামী ভগবান। তুমি সর্ব্বভূতে সমান ভাবে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি ত্রিকালদর্শী বিশ্ব-নিয়ন্তা, নিখিল জগতের একমাত্র আধার। তুমি ত্রিগুণাতীত সর্ব্বেশ্বর। বহ্নি, বায়ু, কাল, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি—সকলই তোমার বিভূতি মাত্র; চতুর্দ্দশ ভুবন তোমা হতে সম্ভূত হে বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন হরি! তোমার নাম স্মরণ ক'রলে সকল বিপদ দূর হয়! দয়াময়! এই মহাবিপদাপন্না দাসী, অতি কাতর হয়ে তোমাকে ডাকৃছে; অনাথাকে পদাশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর। হে বিপদভঞ্জন দয়াময়! তোমার

গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

কোথা হে অখিলের পতি বিপদে মধুসূদন।
দেখা দিয়ে এ দাসীরে কর কৃপাবিন্দু বিতরণ॥
গতায়ু হয়েছে স্বামী, বিপিনে বিপন্না আমি,
নিরাশ্রয়ের উপায় তুমি, ওহে বিপদ ভঞ্জন।
তব চরণ ভেবে মনে, এসেছি গহন কাননে,
তবে কেন দুর্ঘটনা হইল ঘটন।
কাতরে দুখিনী ডাকে, চরণে স্থান দেও তাহাকে,
দয়াময় নামে আজ হে, কলঙ্ক না রহে যেন।

সাবিত্রী। নরসিংহ হরি নাম স্মরণ ক'রলে কখনও বিপদ সম্ভাবনা নাই। আমি জানি, পদ্মপলাশলোচন নামে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। নামের গুণে সকল বিপদ হতে উদ্ধার হয়। হে জগৎপতে! এ অনাথিনীর প্রতি সদয় হবেন না? হায়! হতভাগিনীর ভাগ্যদোষেই এরূপ বিপরীত ঘটনা হচ্ছে। কোথায় সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে শত শত পরিচারিকা সেবা করিত, আজ কি না কুটীরবাসিনী তপস্বিনী হ'তে হল। স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমার ভাগ্যে এই ঘ'টবে। গুণবান স্বামী লাভ করে সুখী হব মনে করেছিলাম, তা না হয়ে দীনদুঃখিনী হতে হলো। শত শত দীপালোক পরিত্যাগ করে, উপস্থিত চন্দ্রালোকে কাল অতিবাহিত করিতেছিলাম; তুমি তাতেও বিবাদী হলে? মনোহর অট্টালিকা সৌধশিখর পরিত্যাগ করে, ভগ্ন পর্ণকুটিরে বাসের আশা করেছিলাম, তাহাও নির্দ্দয় হয়ে একেবারে বঞ্চিত কল্লে? এ অনাথিনীর প্রতি প্রতিকূল হওয়া উচিত হ'ল? এ দাসীকে কি আর প্রিয় ভাষে সম্ভাষণ করবেন না? এই পোড়াকপালে আর কি সুখ সূর্য্য উদয় হবে? যার বদনে স্বেদ বিন্দু দর্শন করলে ব্যাকুল চিত্তে বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করে ব্যজন করতে, স্বীয় বস্ত্রের দ্বারায় অধিনীর গাত্রের স্বেদ মোচন করতে; যে দুর্ভাগিনীর একটু কষ্ট দেখলে কতই যে

ভোজন না করে যে অধিনী জন্য রেখে দিতে সে আজ অনাথিনী হ'য়ে কাকিনী অরণ্যে রোদন ক'চ্ছে। এখন আ' কে আমার জন্যে খাদ্য রক্ষা করবো হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর! তোমার কি নিদ্রাভঙ্গ হবে না? ওই দেখ সায়ংকাল উপস্থিত; সূর্য্যদেব অস্তমিত হলে দুর্ভাগিনীর রক্ষার্থে অস্ত্রধারিগণ অসি নিষ্কোষিত করে আমার নিকটে অবস্থিতি ক'র্‌ত, পরিচারিকাগণ আমার অনুমতি বিনা স্থানান্তরে গমন করিতে পারিত না, সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকতো—আজ কি না সেই রমণী নিশীথ সময়ে নিবিড় অরণ্যে অনাথিনী দীন রমণীর ন্যায় হাহাকার করে রোদন করছে! হা নাথ! তোমার মনে কি এই ছিল? হায়! দেবঅর্চ্চনায় কি এই ফল লাভ হ'ল?

গীত।

তাল যং।

একাকিনী ফেলে বনে চলিলে কোথায় হে।
অভাগিনী কার কাছে আজ জীবন জুড়ায় হে।
কেন এ অরণ্যে এলে, দাসীরে অকূলে ফেলে,
তুমি হে কোথায় চলিলে, ত্যজিয়ে, আমায় হে।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি হে সর্ব্বস্বধন,
তোমা বিনে এ জীবন, দাসীর ধারণ বৃথায় হে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যমালয়।

(চিত্রগুপ্ত ও যমদূতগণ।)

চিত্রগুপ্ত। দূতগণ, কোথায়?

যমদূতগণ। কি আজ্ঞা, দেওয়ানজীয় মহাশয়!

চিত্রগুপ্ত। ওরে দূতগণ! আজ একটা কর্ম্ম উপস্থিত হয়েছে। শীঘ্র যেতে হচ্ছে।

যমদূতগণ। কোথায় যেতে হবে, মহাশয়?

চিত্রগুপ্ত। ওরে! সেই তোপবনে। দ্যুমৎসেনের ছেলে, সত্যবানের মৃত্যু হয়েছে; তাকে ত্বরায় আন্‌তে হবে।

যমদূতগণ। যে আজ্ঞা, মহাশয়! তবে চল্লাম।

(চিত্রগুপ্তের প্রস্থান।)

যমদূতগণ।

আমরা সব যমের চেলা,
কর্ম্ম কাবার হবার বেলা,
আস্তে আস্তে গিয়ে দাখিল হই।
আর কিছু জানিনে শুধু ওই কাজেতে রই॥
শুধু ওই কাজেতেই রই॥
এ দিকে কীট পতঙ্গ, কি মাতঙ্গ,
যে রকমে যেমন শিঙ্গা ফোঁকে।
আচ্ছা করে যমালয়ে দাখিল করি তাকে॥
যমালয় দাখিল করি তাকে।
ছাড়িনে কচি ছেলে জোয়ান পেলে,
বুড়াবুড়া কিছুই তো বাদ নাই।
সাপটা রকম দাখিল করি যা যেখানে পাই॥
তাতে নাই কালাকাল, কি সকাল কি সন্ধ্যা,
রাত দুপুরের বেলা।
ভুবন মাঝে কেনা জানে সেই বাঁধনের ঠেলা।
বাবা সেই বাঁধনের ঠেলা॥
তাতে জিব যায় জড়ায়ে, কথা যায় এড়ায়ে,
কপালে চোখ তোলে।
বাঁধনের চোটেতে বাবা ইষ্ট মন্ত্র ভোলে॥
যে পাপী অপরাধী, তারে আবার কোসে বাঁধি,
মধ্যে মধ্যে লোহার মুদ্গর মারি।
মধ্যে মধ্যে নরকেতে ঘাড় গুঁজড়ে ধরি॥
সেটা কি দূতেই ধরে, যে জন যেমন কর্ম্ম করে,
সে জেনো তেমনি তো ফল পায়।
ছোট বড় নাইকো সবই এক দরে বিকায়॥
সবাই আমাদের হাতে, নিয়ে যাই একটী পথে,
রাজা বাদ্‌সা কিংবা মজুর মুটে।
রাঢ়মাগীদের দেখলে বাবা অমনি পালাই ছুটে॥

গীত।

আমরা যমের চেলা।
আমাদের রগড় জান কাজ গোছাবার বেলা॥
তাতে নাই ছোট বড়, সকলে হনূ জড়সড়,
আমরা ওই কাজে দড়,
সকলে হচ্ছে ঝালা পালা।
করিনে ঝগড়া লড়াই
সকল স্থানে বেড়িয়ে বেড়াই,
কাজের মধ্যে বাঁধন চড়াই,
যার যেদিন হয় পালা।

দূতগণ। ওরে, সত্বর তপোবনে চল, সত্যবানকে কসে বেঁধে আনতে হবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; যে জন্য এসেছি কাজটা সেরে শীঘ্র যেতে হবে। চল, বনে গিয়ে দেখি সত্যবান কোথায় আছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন।

সত্যবানের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া
সাবিত্রীর উপবেশন।

(যম ও যমদূতগণের প্রবেশ।)

যমদূতগণ। ওই দেখ, ওই দেখ, ওই দেখ। ওই, ওই, ওই। হাঁ, ওই বটে। বাপরে বাপ! উঃ! কি তেজ! ওর কাছে যাওয়া আমাদের কর্ম্ম নয়।

ওরে ভাই পালা পালা, ঘটলো জ্বালা,
কাছে যাওয়া ভার।
দেখে শুনে পেটের পিলে চম্‌কেছে আমার॥
ওটা কি দেবতার মেয়ে,
স্বামীকে নিয়ে বসে আছে ধরায়।
কাছে যেতে ভয় লাগে যে রক্ত শুখিয়ে যায়॥
দাদা? চল ভাই পটল তুলি,
রাজাকে বলি সাধ্য নাই যেতে।
মিছে কেন প্রাণটা যাবে
কাজ কি আমাদের তাতে॥
কাজে তো লাভটা কলা, ঝালাপালা,
বনের মাঝে কেন প্রাণটা যাবে।
শেষকালে কি মাগ ছেলে ভিক্ষে মেগে খাবে॥
ওটা রাক্ষসী হবে, নৈলে কেন বনে রবে,
কি কোরে ওর কাছে যাব।
সাধ করে কি ওর কাছে কাঁচা মাথাটী দিব॥
বৃথা যাব বনে সত্যবানে কেবা ছুঁতে পারে।
এই বেলা ভাই পালাই সবে
তাইরে নারে নারে॥

প্রথম দূত। চলরে ভাই চল; আমাদের কর্ম্ম নয়। রাজাকে সংবাদ দিয়ে খালাস হই। মহারাজ! দেখলাম সে আমাদের কর্ম্ম নয়! কাছে যাব কি?—সে মেয়েটাকেই দেখে আমাদের ভয় হয়েছে!

যমরাজ। দূত! কি দেখলি বল।

দ্বিতীয় দূত। মহারাজ! আর কি বল্‌বো মাথা মুণ্ড! সত্যবানকে আন্‌বো কি?—ওর কাছেই যেতে পাল্লেম না। আমাদের গা যেন আগুণে পুড়িয়ে দিলে।

যমরাজ। ওরে দূতগণ! তোরা ফিরে যা। আমি নিজে নিকটে গমন করে দেখি।

(যমরাজের সাবিত্রীর নিকটে গমন।)

সাবিত্রী। প্রভু, ঘোর নিশীথে এই নিবিড় অরণ্যে রক্তাম্বরধারী, মহিষবাহন, দণ্ড-পাণি আপনি কে? কি জন্য এ দাসীর নিকটে আগমন ক'রেছেন? আমি অবলা, পতি-শোকে এই বিপিনে বিপন্না হয়ে রয়েছি। আপনাকে দর্শন করে অতিশয় ভীত হ'য়েছি। এক্ষণে নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক দাসীকে চরিতার্থ করুন।

গীত।

এ ঘোর অরণ্যে একাকী কি জন্য
এলেন আপনি।
অন্তরে পেতেছি ত্রাস, আমি নারী অনাথিনী।
এ যে দেখি রূপ তব, অবনীতে অসম্ভব,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব, হবে তুমি অনুমানি।

সাবিত্রী। মহাকায়! আপনার আগমনে

আমি চরিতার্থ হয়েছি। কিন্তু আপনি কে? দেবতা কিন্নর কি বসু, আদিত্য কি রুদ্র, যে হউন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করে অবলার অন্তরের চিন্তা দূর করুন।

যমরাজ। আমি দেবতা গন্ধর্ব্ব নহি, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা নহি, আমি ধর্ম্মরাজ শমন। তোমার পতির মৃত্যু হওয়ায় গ্রহণার্থ আগমন করেছি।

গীত।

রাগিনী রামকেলী—তাল আড়া।

সুধ লো সতি।

জান মৃত্যুপতি আমারে, কাননে লইতে এলাম
ত্যজিলেন জীবন তোমার পতি।
কেঁদনা আর বারণ করি, গৃহে যাও ও সুন্দরি,
ত্যাগ কর গ্রহণ করি, স্বস্থানে যাব সংপ্রতি।

সাবিত্রী। প্রভু, আপনার আগমনে অধিনী পবিত্র ও চরিতার্থ হয়েছে। শুনেছি জীবের জীবন শেষ হলে আপনার কিঙ্করগণ এসে বন্ধন করে লয়ে যায়। এ সামান্য কার্য্যের জন্য আপনার আগমনের কারণ কি?

যমরাজ। সাধ্বি! তুমি ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও তপঃপ্রভাবে, বেদবতী তুল্য তেজস্বিনী। তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে এমন সাধ্য কার? অতএব তুমি সত্যবানের মৃত দেহ ত্যাগ কর। এখন উহাতে প্রেতগণের অধিকার। বিধাতা যাহা ললাটে লিপিবদ্ধ করেছেন তাহা অখণ্ডনীয়; সুতরাং আমি স্বয়ং আগমন করেছি।

সাবিত্রী। দেব! যদি দয়া করে শ্রীচরণ দর্শন দানে অধিনীকে কৃতার্থ কল্লেন, তবে আমি শ্রীপদে প্রণাম করি। কিঙ্করার প্রণতি গ্রহণ করুন।

গীত।

হও সদয় মোরে সংপ্রতি।
অধিনার প্রণাম গ্রহণ কর এই মিনতি।
দর্শন দিলে হে কৃতান্ত,
তব দয়ার নাহি অন্ত,
এ দুখিনার জীবনান্ত, হারা হয়ে প্রাণপতি॥

সাবিত্রী। শুনেছি, আপনি সর্ব্বভূতাত্মা, দুরিতান্তকারী, দীন-দয়াময়। আপনার সমীপে কিঙ্করী কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা কচ্ছে—প্রসন্নতা প্রকাশ পূর্ব্বক তার কণ্ঠহার মণি প্রাণবল্লভের প্রাণ ভিক্ষা প্রদান করুন। যদি একান্তই কান্তের প্রাণান্ত সময় উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে না হয়, তৎপরিবর্ত্তে এই পাপীয়সীকে দৃঢ় পাশে বন্ধন করে লয়ে যান।

যমরাজ। সাধ্বি! আমি তোমার সৌজন্যতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তুমি যা ব'ললে তাহা ত কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ, জীবের কাল পূর্ণ না হলে কালগ্রাসে পতিত হয় না। কালপ্রাপ্ত হলে হরি হর বিরিঞ্চী আদি দেবগণেও রক্ষা করতে পারেন না। অধুনা সত্যবানের জীবন ভিন্ন জগতে আর অদেয় কিছুই নাই। অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। ভগবন! যদি স্বীয় করুণাগুণে অধিনীর প্রতি সদয় হয়েছেন, তবে কথঞ্চিত করুনা প্রকাশ করুন। আমার প্রার্থনা এই,—যেন অন্ধ শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী অদ্য হতে চক্ষুরত্ন লাভ করেন।

যমরাজ। পতিপরায়ণে! 'তথাস্তু'। এইক্ষণে মৃত পতি পরিহার পূর্ব্বক ভবনে প্রত্যাগমন করে গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা কর। আমি তোমার মৃত পতিকে বন্ধন করে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করি।

(যমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণাভিমুখে গমন এবং বিগলিত কুন্তলা সাবিত্রীর তৎপশ্চাৎ গমন।)

যমরাজ। অকারণ অনুতাপিনী হয়ে আলুলায়িত কেশে কেন আমার অনুগমন কচ্চ? এতে কি ফল হবে? স্বীয় ভবনে গমন কর।

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ। আমি আপনার চরণে অনুনয় বিনয় করে বলছি অসার ভবন গমন জন্য আমাকে আর অনুমতি ক'রবেন না।

কৃপা বিতরণপূর্ব্বক এইক্ষণে পতিসহ দাসীকে এক রজ্জুতে বন্ধন করে স্বীয় সদনে লয়ে যান। পতি বিনা নারীর অনিত্য জীবন ধারণে কোন প্রয়োজন নাই।

গীত।

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল আড়া।

পতি ধন অভাবে ভবে রব কি সুখে।
ক'রনা হে কৃতান্ত কাঙ্গালিনী আজ আমাকে।
আর কি আমি যাব বাসে,
আর কে আমায় ভালবাসে,
দগ্ধ হয় মম অন্তর দারুণ শোক পাবকে।

সাবিত্রী।
শুন শুন দয়াময়, তব বাক্য মিথ্যা নয়,
যদি মিথ্যা হয় বেদ বিধি।
শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাঁরা, পাইবেন নেত্র তারা,
হারাধন নয়নতারা নিধি॥
বল বল মহাশয়, সে নেত্রে কি ফলোদয়,
কি ফল সে জীবন ধারণে।
সদা করে দরশন, শূন্যময় ত্রিভুবন,
পুত্র যার নাহিক ভবনে॥
অতএব দেববর, শাপ রূপ হলো বর,
না হইল মনস্তাপ নাশ।
গৃহাদির মমতায়, নাহি আর মন তায়,
কি সুখে করিব বাসে বাস॥
আমি হে অনন্য গতি, দয়া কর মৃত্যুপতি
লহ মোরে পতির সদন।
নতুবা জেন নিতান্ত, এ দেহ করিব অন্ত,
জীবনেতে ত্যজিব জীবন॥
হারা হলে শিরোমণি, যেরূপ ব্যাকুলা ফণী,
তেমনি এ অবলা রমণী।
কণ্ঠমণি অপহৃত, প্রাণ প্রায় কণ্ঠাগত,
হৃদয়েতে বাজিছে অশনি॥
কে জানে মহিমা তব, অপার করুণার্ণব,
কর দেব করুণা কটাক্ষে।
প্রাণ মম অন্ত হয়, দয়া কর দয়াময়,
প্রাণকান্তে দেহ প্রাণ ভিক্ষে।

যমরাজ। সাধ্বি! তুমি আর রোদন ক'র না। তোমার করুণ রোদনে আমার অন্তরে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু কি করি? বিধিকৃত নিয়ম প্রতিপালনে আমি নিতান্ত বাধ্য। অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যাহা অভিলাষ হয় প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ! যদি দুখিনীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে ঈপ্সিত বর প্রদান করেন, তবে হতভগিনীর এই মনোরথ পূর্ণ করুন,—অরাতি কর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য হয়ে, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী নগণ্যের ন্যায় অরণ্যে আশ্রয় করে অবস্থিতি কচ্ছেন। ভবদীয় বরপ্রসাদে যেন তাঁহারা অচিরে স্বীয় সাম্রাজ্য লাভ করেন।

যমরাজ। সাবিত্রি! 'তথাস্তু'—তাই হবে। এক্ষণে এখানে থাকা আর উচিত নহে। স্বীয় মৃতপতি পুনঃ প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ কর, আমি গমন কল্লেম।

(যমের আর কিঞ্চিৎ দক্ষিণাভিমুখে গমন ও সাবিত্রীর তৎপশ্চাৎ গমন।)

যমরাজ। সাবিত্রি! কেন উন্মত্তার ন্যায় সন্তপ্ত চিত্তে আমার অনুগমন কচ্ছো। প্রাক্তনের গতি অবরোধ ক'রতে কারও সাধ্য নাই। যাও, আর চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'র না।

সাবিত্রী। দয়াময়! আপনি দয়ার আকর, গুণের আশ্রয় ও ক্ষমার আধার। অতএব ভবাদৃশ মহানুভব সজ্জনের সংসর্গ ক্ষণকালের জন্যেও প্রার্থনীয় এবং প্রসংশনীয়। ইহা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক পরিহার করা কদাচ কর্ত্তব্য নয়।

গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

সে ত নয় কুপথ জীবের,
যে পথে হয় সতের গতি।
জেনে মর্ম্ম যে জন কর্ম্ম করে,
তার হরে দুর্গতি॥
পরশে পরশ করে, লোহারি হীনত্ব হরে,
অনলে অঙ্গার দিলে, অঙ্গারে পায় জ্যোতি অতি

পুষ্প মধ্যে যে কীট থাকে, উঠে সে সুর মস্তকে,
সন্তের সঙ্গে দেখ তার হলো সদ্‌গতি।
আমি সৎ সঙ্গেতে তোমার,
যে পথে যান্ পতি আমার,
ওই পথ এখন আমার সার,
পতির পথ কি ত্যজে সতী॥

সাবিত্রী। দেবদেব দয়াময় দুরিতভঞ্জন।
ভবারাধ্য ভয়হারা বিপদ বারণ॥
ভবাদৃশ সৎসঙ্গ করি পরিহার।
বাসে যেতে আমার বাসনা নাহি আর॥
সন্তের সংসর্গ জানি স্বর্গতুল্য স্থান।
অবশ্য দাসীর দুঃখ হবে অবসান॥
দেখ, ক্ষীরের সংসর্গে নীর হয় দুগ্ধগত।
পরশ পরশে লৌহ হয় মরকত॥
বিশ্বনাথ কণ্ঠবিষ অমৃতত্ব ধরে।
গঙ্গাশ্রিত কূপোদক কেবা অনাদরে॥
তব সঙ্গ ত্যাগ করি ত্রিতাপবারণ।
যাবনা ভবনে আমি শুনবো না বারণ॥
করুণা বিতর আশু আদিত্যনন্দন।
কর এ দাসীরে পতির সহিত বন্ধন॥
তবে সব দুঃখ মম হয় নিবারণ।
নতুবা তোমার অগ্রে ত্যজিব জীবন॥
তুমি যাগ তুমি যজ্ঞ তুমি ধর্ম্মময়।
স্মরণেতে অশেষ দুরিত হয় ক্ষয়॥
কাতরে করুণাকর কর হে করুণা।
নতুবা হইবে তব কলঙ্ক ঘোষণা॥
অনন্ত অজেয় তুমি অগতির গতি।
পতি বিনে সতীর কি আছে অন্য গতি॥
নিখিল অখিলপতি তুমি বিশ্বপতি।
সংপ্রতি শ্রীপদে রাখ এই যে মিনতি॥

ধর্ম্মরাজ। আপনি ধর্ম্মের আলয়, সম্পদের দুর্গ, মঙ্গলের আস্পদ। এইরূপে কুলহীনা কুলকামিনীর প্রতি অনুকূল হয়ে বারিধির কূলে আনয়ন করুন। নতুবা আপনার দয়াময় নামে কলঙ্ক ঘোষনা হবে! বাসে যেতে ক্ষণকালের জন্য বাসনা নাই।

যমরাজ। সাবিত্রী! যাহা তুমি বর্ণনা কল্লে, সে কেবল চঞ্চলতা প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র। প্রাণবায়ু একবার প্রয়াণ কল্লে তা কি আর পুনরাগমন করে? আর জীবিত শরীরে কেহ কি প্রেত-রাজপুরে গমন ক'রতে সমর্থ হয়? অতএব মৃত সত্যবানের জীবন প্রার্থনা ও জীবিত শরীরে তোমার মদীয় পুরে গমন—এই অকিঞ্চিতকর বাসনা ত্যাগ ক'রে বাসে গমন কর। তুমি আমাকে বার বার বিরক্ত করিতেছ, তথাচ আমি বলছি, তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য বর গ্রহণ করে বাসে প্রত্যাগমন কর।

সাবিত্রী। দয়াময়! মদীয় জনক জননী পুত্র সন্তান লাভ করেননি। তজ্জন্য তাঁরা অন্তরে অসুখী আছেন। তবে যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আভিলষিত বর দিতে সম্মত হলেন, আপনার আশীর্ব্বাদে যেন তাহারা শত পুত্রের জনকজননী হয়েন।

যমরাজা। পতিব্রতে? তোমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তুমি স্বস্থানে শীঘ্র প্রস্থান কর।

সাবিত্রী। দেব! যদি মহাবৃক্ষের আশ্রয় লাভ করে ফল প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তথাচ তার স্নিগ্ধ কর ছায়ায় দেহ শীতল হবার সম্ভব। আমি যখন আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখন যে উত্তম ফল প্রাপ্ত হব, তার আর সন্দেহ কি?

গীত।

তাল—একতালা।

হে রাজন ধর্ম্মধন, বস্তু নয় সাধারণ,
পারে চিন্তে কে এ ধনে।
বল সামান্যে এ ধনে, অধিকার হয় হে কার
হয় না জীবন সমাপনে।
আজ আমি ধর্ম্মের সঙ্গেতে,
গমন করি ধর্ম্ম পথে,
প্রাণান্তে ত্যজবনা আর এ পথ,
দেখ পথের সহায় স্বয়ং ধর্ম্ম যার,
ভয় কি তার আমি আর কিছু ভাবিনে।

সাবিত্রী।

শুন শুন ধর্ম্মময়, পতি ত সামান্য নয়,
পতিত অতুর যদি হয়।
তথাপি সে নয় ত্যজ, সতীর সর্ব্বদা পূজ্য,
এই যুক্তি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

পতি ধর্ম্ম পতি সার, কে জানে মহিমা তার,
শুন শুন ওহে ধর্ম্মমতি।
হেন পতি পরিণাম, করিবারে বার বার,
আমারে ক'র না অনুমতি॥

জ্ঞাতি বন্ধু প্রিয়জন, ভবন ভূষণ ধন,
সমস্ত করি য় বিসর্জ্জন।
যে ধন কল্লেম সঞ্চিত, তাহে হইয়ে বঞ্চিত,
ভবনে আর কোন প্রয়োজন॥

যে পথে লয়েছ নাথে, এ দাসীরে সেই পথে,
লইলে সুখের হয় অন্ত।
নারি হে বলিতে নারি, ভয়ে কাঁপি অনিবারি,
ধরি পায় হও দেব ক্ষান্ত॥

কর কৃপা দৃষ্টি পাত, করোনা এ বজ্রাঘাত,
অকারণে অধিনীর শিরে।
কণ্ঠহার-মনি হরি, অকূলে ডুবায়ে তরি,
ভাষাও না দুখিনীরে নীরে॥

যমরাজ। প্রিয়ংবদে! তোমার বিনয় গর্ভ মধুর বাক্যে আমার শ্রবণ পরিতৃপ্ত হলো। তুমি অতি ধীমতি ধর্ম্মপরায়ণা। কি জন্য এ অনিবার্য্য বিষয়ে অনুতাপ কচ্চো? দেখ, জীবের জীবনান্ত হলে, যতই খেদ বা পরিতাপ কর, কিছুতেই পুনর্জ্জীবিত হওয়া সম্ভব পর নহে। অতএব সত্যবানের জীবন ব্যতীত চতুর্থ বর প্রার্থনা কর। আমি এই দণ্ডে তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করে ভবনে প্রত্যাগত হই। অনর্থক কথায় কথায় কালক্ষেপ হচ্চে, আর আমি থাকিতে পারি না।

সাবিত্রী। প্রভো! এ অধিনীর প্রতি যদি দয়াবান হলেন, তবে স্বীয় বদান্যতায়, এই করুন, যেন অবনীতলে পতির ঔরসে মদীয় গর্ভে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

গীত।

এ কি সামান্য ধন ধর্ম্ম রাজন্।
দেখ দয়াহীন হইলে পরে,
(তার তুল্য কি আর আছে ভবে,
দয়া কি বস্তু তা কে চিনেছে।)
কঠিন হৃদয় বলে তারে,
দয়াহীনের এ জগতে বৃথা হয় জনম ধারণ।
কে জানে দয়ার ধর্ম্ম, দয়াতে স্থাপিত ধর্ম্ম,
দয়া হতে ধর্ম্মধনের উপার্জ্জন,
আপনি দয়াময় আজ করে দয়া,
(আমার কে আছে আর এ সংসারে,)
ধর্ম্মমতি প্রদান করুন পদছায়া,
আপনার দয়া ভিন্ন অন্য গতি নাই এখন॥

সাবিত্রী। হে দয়াময়! আপনি কৃপা-সিন্ধু। কৃপাকণা বিতরণে দাসীকে চরিতার্থ করুন।

যমরাজ। পতিব্রতে! তুমি আর রোদন কর না। মদীয় বর প্রভাবে পৃথিবীতে শত কুমারের জননী হবে। এই দেখ, যামিনী শেষ প্রায়; অতএব স্বস্থানে প্রস্থান কর। আমিও গমন করি।

(যমরাজের কিঞ্চিৎ দক্ষিণাভিমুখে গমন এবং সাবিত্রীর তৎপশ্চাৎ গমন।)

যমরাজ। সাবিত্রি! তুমি আর কেন অনু-গমন কচ্চো। তুমি যা যা প্রার্থনা করলে, সে সমস্তই তো প্রাপ্ত হলে? এখন গৃহে গমন কর।

সাবিত্রী। দেব! দিনকর যদি পশ্চিমে উদিত হয়েন, অনলের যদি দাহিকা শক্তির অভাব হয়, ভগবান ভবানীপতির যদি অকাল মৃত্যু হয়, তথাপি বিশ্বনিয়ন্তার বাক্য কখনই ব্যর্থ হইবার নয়। প্রভো! আপনি ইতিপূর্ব্বে দাসীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে পতির ঔরসজাত শত পুত্র লাভের বর প্রদান করে সত্যপাশে বদ্ধ আছেন। এখন জীবিতেশ্বর জীবন প্রাপ্ত না হলে, সত্যবাদী মহানুভবের আজ্ঞা যে অমূলক হয়।

যমরাজ। সাধ্বি! তুমি জন্ম পরিগ্রহ করে ধরণীকে ধন্য করে অদ্য হতে রমণীমণ্ডল মধ্যে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলে। ধরণীতলে সর্ব্বত্র তোমার এই কীর্ত্তিরূপ জয় পতাকা উড্ডীয়মান হলো। ধর্ম্মরাজ বরে তোমার পতি সত্যবান জীবন লাভ ক'র্‌লেন। এখন শোক পরিহার কর।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

ধৈর্য্য ধর আর কেঁদনা কেঁদনা সতি।
আজ সতীত্ব বলে জীবন পেলে তোমার পতি।
রোগে মুক্ত তোমার স্বামী,
বন্ধনে দেই মুক্তি আমি,
আজ হতে ধরাতে তোমার
সতীত্বের রৈল সুখ্যাতি।

যমরাজ। শুভে! প্রীতিপ্রসন্ন হয়ে পুনর্ব্বার এই উপদেশ ও বর প্রদান কচ্ছি,—তুমি ধরণী বিলুণ্ঠিত মৃত পতির শরীর স্পর্শ মাত্র তোমার পতি জীবন প্রাপ্ত হবেন। তুমি বর্ষচতুষ্টয়ান্তে এক এক দিকপাল তুল্য সন্তান প্রসব করে, দেহান্তে উভয়ে মিলিত হয়ে বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি ক'রবে। আর চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, সিন্ধু, অনল, অনিল প্রভৃতি যাবৎ বিদ্যমান থাক্‌বে, তাবৎ তোমার এই অদ্বিতীয়া প্রতিষ্ঠা জনসমাজে 'সাবিত্রী ব্রত' নামে প্রসিদ্ধ থাকবে। এইক্ষণে তুমি ভবনে প্রত্যাগমন কর। আমি নিজালয়ে গমন করি।

(যমের প্রস্থান।)

সাবিত্রী। (সত্যবানের অঙ্গস্পর্শ করে।) প্রাণবল্লভ! প্রাণবল্লভ! গা তুলুন। নিশ্চিন্ত হোয়ে কত নিদ্রা যাচ্ছেন?

সত্যবান। একি একি প্রেয়সি! কি অসঙ্গত নিদ্রা! যামিনী যে অর্দ্ধাতীত! ওই দেখ পূর্ব্ব দিক ক্রমে আলোকিত হচ্ছে। তুমি কি জন্য এতাবৎ কাল মধ্যে আমাকে জাগ্রত কর নাই? অন্ধ স্থবীর জনকজননী আমাদের আশাপথ নিরীক্ষণ ক'রে ভবনে যথোচিত কষ্টে কালাতিপাত কচ্ছেন। অদ্য স্নান ভোজন কিছুই হয় নাই! উপবাস মহাক্লেশে ক্ষুৎ-পিপাসিত হয়ে কেবল চক্ষুর্জল বিমোচন কচ্ছেন। হায় হায়! আজ আমার কি কাল নিদ্রা উপস্থিত হয়েছিল! বিশেষতঃ, এই পশ্বাদি-সঙ্কুল অরণ্যে দৈহিক বিপদ ঘটনায় বিলক্ষণ সম্ভাবনা। না জানি আজ কি অনর্থ সংঘটনই হয়। প্রিয়তমে? তুমিই বা কেন এই নিষ্ঠুরের সঙ্গে এই ঘোর বিজনারণ্যে আগমন করেছিলে? আহা! অদ্য চতুর্থ দিন অতিবাহিত হলো; একটু বারিকণাও কণ্ঠাধকরণ হলো না। এ সমস্তের মূলই আমার দীর্ঘ নিদ্রা! প্রিয়ে! এক্ষণে কি সদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, উপদেশ প্রদান কর?

সাবিত্রী। নাথ! আপনি চিরদাসী সাবিত্রীর জন্য ক্ষণকালের নিমিত্ত অন্তরে আনুতপ্ত হবেন না। স্বর্গবাস তুল্য পতি সংসর্গে অধিনীকে কি সামান্য ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট ক'র্‌তে পারে? অধুনা আপনি জনকজননীর জন্য চিন্তা কর'বেন না। তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় ভবানীপতির অনুকম্পায় নিরাপদে আছেন।

সত্যবান। প্রিয়তমে! তুমি তাঁদের কথা কিরূপে জ্ঞাত হলে, বিস্তৃতরূপে বর্ণনা ক'র।

সাবিত্রী। প্রাণেশ্বর! সে কথা অত্যন্ত বিস্তৃত। অদ্য এই এই সিংশপা বৃক্ষমূলে বিশ্রাম পূর্ব্বক যামিনী অতিবাহিত করুন। কল্য শ্রীচরণে সমস্ত নিবেদন করবো।

সত্যবান। না প্রিয়ে! জনক জননীকে পরিহার পূর্ব্বক অরণ্য মধ্যে আমাদের বাস করা কিরূপে সঙ্গত হয়? তা হলে ত আমাদের অদর্শনে তাঁরা নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ কর'বেন। অতএব এ স্থানে আর বিলম্ব করা হচ্ছেনা চল সত্বরে তপোবনে গমন করি।

গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়খেমৃটা।

বল প্রেয়সি নিশিতে,
আমি কাননে কেমনে রব।
মাতা পিতার পাদপদ্ম হেরে প্রাণ জুড়াইব।
আমি তাঁদের নয়ন তারা,
আজ আমারে হয়ে হারা,
কেঁদে কেঁদে হলেন সারা।
কেমনে তা প্রাণে সব॥
জীবন হলো চঞ্চল, চলিতে নাই অঙ্গে বল,
প্রিয়ে আমায় লয়ে চল, এখনি কুটীরে যাব।

সত্যবান। প্রিয়ে, তাই বলছি, চল কুটীরে গমন করি।

সাবিত্রী। নাথ! পতির অনভিপ্রেত পথে পদার্পণ করা রমণীগণের কি সাধ্য? পতি-প্রাণা মহিলাগণের পতিই একমাত্র গতি। অত-এব চলুন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক॥

—০—

তপোবন।

(রাজা দ্যুমৎসেন ও রাণী।)

দ্যুমৎসেন। মহিষি! কি আশ্চর্য্য! আমা-দের প্রতি কোন্ দেব দেবী প্রসন্ন হোয়েছেন, বলতে পারিনে। দেখ, অদ্য নিশীথ সময়ে নেত্রে হঠাৎ দিব্যজ্যোতি প্রাপ্ত হলেম। সকলই ইচ্ছাময় জগদীশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু অমূল্য নিধি চক্ষুরত্ন লাভ করেও হৃদয়ের নিধি নয়নতারা ধনের অদর্শনে যে ত্রিভুবন অন্ধকার-ময় দেখছি? যামিনীর অধিকাংশ অতিবাহিত হল; সত্যবান কেন কুটীরে এলোনা? অদ্য কি বন মধ্যে কোন ভয়াবহ বিপদ উপস্থিত হলো? আমার জীবন যে গত হয়।

রাণী। মহারাজ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আমাদের প্রতি দেবতা অনুকূল হয়ে-ছেন। দেখুন, আমিও নয়ন প্রাপ্ত হয়েছি। আপনি নিশ্চয় জানিবেন বিপদ ও সম্পদ কুত্রাপি এক স্থানে চিরদিন থাকে না। আপনি ক্ষণকাল অবস্থান করুন। আমি পুত্র ও পুত্র-বধূর অন্বেষণ জন্য অরণ্যে গমন করি। গৃহ-লক্ষ্মী মা আমার অনাহারে শীর্ণ দেহে স্বামী সঙ্গে বিপিনে গমন করেছেন। বোধ করি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আর অনুগমন ক'রতে না পেরে হয় ত কোন তরুতলে অথবা লতা মণ্ডপে অবস্থান কচ্ছেন। আমি তথায় গমন করে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক ভবনে আনয়ন করি।

দ্যুমৎসেন। রাজ্ঞি! এ ত অতি অসম্ভব কথা। এই ঘোরতর ঘনঘটাপূর্ণ তিমিরা-চ্ছন্ন রজনী, তাতে অরণ্যস্থিত গিরি-গুহা নির্ঝর অধিত্যকা ও উপত্যকা সকল কি প্রকার দুরা-রোহ ও দুর্গম, তা কি তুমি জান না? একাকিনী কি করে গমন করবে? বরং উভয়ে মিলিত হয়ে কালত্রয়দর্শী মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করি। তিনি আমাদের স্বতঃ শুভানুধ্যায়ী এবং সর্ব্বজীবে অপার স্নেহ প্রকাশ করেন। অত-এব তাঁর সন্নিধানে গমন করলে আমাদের সমস্ত সংশয় ভঞ্জন হবে।

রাণী। মহারাজ! এ ত উৎকৃষ্ট যুক্তি। চলুন, অগ্রসর হন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন—অত্রির আশ্রম।

(অত্রি, রাজা দ্যুমৎসেন ও রাণী।)

মুনি। আসুন, মহারাজ আসুন! নিশীতে রাজ্ঞীর সহিত এত ব্যস্ত হয়ে আসার কারণ কি?

রাজা। ভগবন্! জ্ঞান-নেত্রে আপনি সমস্তই দর্শন কচ্ছেন। জগতে কিছুই

আপনার অবিদিত নাই! কি পরিচয় প্রদান করবো? জীবন নন্দন সত্যবান নিত্য নিত্য বনে গমন করে; কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌কালেই ভবনে প্রত্যাগত হন। অদ্য কি জন্য এখনও এলেন না? না জানি, বন মধ্যে কোন বিষম বিপদে পতিত হয়েছেন।

মুনি। মহারাজ! সত্যবানের অনাগততা শঙ্কায় আপনি অধীর হবেন না। যে দিন বিপদ বারিণী লক্ষ্মী পুত্রবধূ ভাবে ভবদীয় ভবনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আপনার সেই দিন বিপদান্ত হয়েছে সেই সৌভাগ্যশালিনী সতীর অদৃষ্ট বলে, অদ্য সহসা নয়নে দৃষ্টি শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। আর গ্রহদোষে নির্দ্দয়া রাজলক্ষ্মীও অচিরে সদয়া হবেন। সেই পতিব্রতা রমণী সমভিব্যাহারে থাকৃতে কি সত্যবানের কোন অমঙ্গল সম্ভব? এ কথা মনেও স্থান দিবেন না। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে ভবনে প্রস্থান করুন।

রাণী। মহারাজ! মুনির বাক্য কখনও অলঙ্ঘনীয় নহে। আসুন, এ স্থানে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। হয়ত সত্যবান ও পুত্রবধূ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া আমাদের অদর্শনে কত অনিষ্ট চিন্তাই ক'রবেন।

রাজা। মহিষি! তবে চলো।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

তপোবন।

(রাজা ও রাণী।)

রাজা। মহিষি! এই তো ভবনে উপস্থিত হলাম। এক্ষণে শূন্য ভবন দর্শনে জীবন যে বহির্গত হয়। হা, হতবিধি! তুমি কি জন্য অরণ্য দর্শন নিমিত্ত আমাদিগকে পুনর্ব্বার নেত্র প্রদান ক'রলে? হৃদয়ের নিধি অমূল্য ধন দেখতে না পেয়ে আমাদের বক্ষ যে বিদীর্ণ হয়।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

প্রাণ যায়, আজ কোথায়, রৈলে প্রাণের নন্দন।
বিলম্ব কি কারণ,
বাছা মনে কি নাই তোমার,
তুমিরে সবে ধন আমায়।
না হতে নিত্য প্রদোষ,
তুমি ত কুটীরে এসো রে,—
জীবন আকুল আজ,
না হেরে তোমার চাঁদ বদন।
মম দেহের জীবন, অন্ধের যষ্ঠি যেমন,
দরিদ্রের রতন,—
না পেলে আজ তোমা ধনে,
নাই প্রয়োজন এ পাপ প্রাণ রে,
হয় তো ত্যজিব অনলে কিম্বা জীবনে জীবন।

(জনৈক প্রতিবেশীর প্রবেশ।)

প্রতিবেশী। মহারাজ! আপনি আর অকারণ অনুতাপ করবেন না। এই আপনার গুণাকর নন্দন সত্যবান গগনচারী চন্দ্রের ন্যায়, স্বীয় রমণী সমভিব্যাহারে অবনীমণ্ডল আলো করে ভবনে প্রত্যাগত হলেন। একবার কুমার সত্যবানকে দেখে, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন।

রাজা। কৈ, বাপ হৃদয়নন্দন! কৈ মা গুণবতি পতিব্রতে! সত্বরে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। আমাদের জীবন কণ্ঠাগত হয়েছে। একবার পিতা বলে মধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক মৃত দেহে জীবন সঞ্চার কর।

(সত্যবান্, সাবিত্রীর প্রবেশ।)

উভয়ে। পিতঃ! প্রণাম হই।

রাজা। এসো, বৎস সত্যবান হৃদয়নন্দন এসো। এসো মা সাধ্বি! বিধি সানুকূল হ'য়ে এতদিনের পর আমাদিগকে নেত্ররত্ন প্রদান ক'রলেন। এখন তোমাদের অকলঙ্ক চন্দ্রানন দর্শন কোরে মনুষ্য জন্ম সফল করি।

(সত্যবান ও সাবিত্রী উভয়ের রাজার ক্রোড়ে
উপবেশন এবং রাণী কর্ত্তৃক
উভয়ের মুখ চুম্বন।)

গীত।

তপোবনেতে কি আনন্দ হলো সে নিশিতে।
আশ্রমে উদয় আসি সাবিত্রী সতী পতি সাথে।
বসিলেন কুটিরে সত্যবান বামে সাবিত্রী,
যেমন ইন্দ্রবামে শচী, কমলা কেশব সহিতে,
দ্বিজ ব্রজমোহন বাণী, ধন্য গো সাবিত্রী ধন্য,
সতীত্ব তোমার, কে আছে তোমাতুল্য,
কার বনিতা অবনীতে।

যবনিকা পতন।



সাবিত্রী-সত্যবান যাত্রা সমাপ্ত

শতস্কন্ধ-রাবণ-বধ যাত্রা।

প্রস্তাবনা।

রামায়ণ মতান্তরে, শ্রবণে কলুষ হরে, রামতত্ত্ব লীলা রসোদয়।
রাবণ বংশ বিনাশিয়া, সীতা সতী উদ্ধারিয়া, রাজা হ'লেন রাম দয়াময়॥
দেব তাপসের ধন্য, শ্রীরাম দর্শন জন্য, অগস্ত্যের অযোধ্যায় আগমন।
মুনি মুখে অকস্মাৎ, শ্রবণ করেন রঘুনাথ, শতাস্য রাবণের বিবরণ॥
বিনাশিতে শতস্কন্ধে, রঘুপতি মহানন্দে, আজ্ঞা দিলেন সৈন্য সাজিবারে।
বারণ করেন সীতা সতী, না শুনিলেন সীতাপতি, গমন করেন আহুলঙ্কাপুরে
যুদ্ধ করি তার সনে, চরিভ্রাতা সৈন্যগণে, রণস্থলে হ'লেন অচেতন।
সেই সময় সীতা সুন্দরী, অসীতা রূপ ধারণ করি, শতাননে করিলেন নিধন॥
শতস্কন্ধে বিনাশিয়া, শ্রীরামে চৈতন্য দিয়া, সীতা করেন সে রূপ সংবরণ।
পুরাণেতে সুবিস্তার, কিঞ্চিত বর্ণিব তার, সাধুজনে করুন শ্রবণ॥

গণেশ বন্দনা।

রাগিণী বেহাগ—তালরূপক।

জয় দেব গজানন,
শঙ্কর সুত সঙ্কট সংহার হে॥
গণপতি বিঘ্ন হর, গুণাতীত গুণাকর,
তুমি ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার হে॥
আমি অতি অভাজন, না জানি ভজন ধ্যান,
স্বগুণে করুণা করহে।
তুমি প্রভু ভব ধব, সর্ব্ব অগ্রে পূজা তব,
সিদ্ধি দাতা শুভঙ্করহে॥

শিব বন্দনা।

রাগিণী বেহাগ—তাল৷তেতালা।

শঙ্কর শিব হে সর্ব্বেশ
অনাদি দেব আশুতোষ,
মহাকাল শ্রীমন্ মহেশ॥
গঙ্গাধর রজত গিরি বরণ,
গতি প্রদায়ক হে গিরীশ,
দিগম্বর দয়াময় দিগ্বাস॥
পঞ্চানন দেব পতিত পাবন,
ত্রিগুণধারী ত্রিলোকেশ,

বিশ্বনাথ বিষধর ধর,
দুঃখ হর বিশ্বেশ্বর,
ব্যোমকেশ অকৃতি জনে কৃপা কর কৃত্তিবাস॥

দুর্গাবন্দনা।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

শিবে সর্ব্বাণী ভগবতী ভাগীরথী,
ভোগবতী ভবগৃহিনী হে।
পরমেশ্বরী আদ্যাশক্তি মুক্তিদায়িনী,
সংসার সার সনাতনী,
ত্রিতাপহারিণী ত্রিগুণধারিণী ত্রিলোচনী,
ত্রিলোক তারা ত্রিভুবনজনবন্দিনী,
তন্ত্রে মূলাধারা পরাৎপরা মা
বেদে অসীম মহিমা কেবা তা জানে জননী॥

ভিস্তিওয়ালার গীত।

তাল খেমটা।

মেতো হুঁসিয়ার জমাদার
সেলাম পৌঁছে জী।
ফুলবাগিচামে ফিলখানামে
দিয়া পিঠা পানি॥
মেই তলব লিয়া কাম দিয়া
কেস্তারে কিয়া গোস্তাকি॥

তাল—খেমটা।

ও জী জমাদার হাম্‌ছে সরকারকি কাম
আঞ্জাম গোগা নেই।
জলদি ছোড় দেগা নকরী,
কাহে এতনা জুলুম ঢুঁড়কে পানি হায়রানি
জান যাতা হায় হামারি॥

তাল—খেমটা।

দরিয়া মেঘনায়, পাকুনা হইচে হায় হায়
ক্যান্সায় আমদানি করি ঠাণ্ডা পানি॥
লাল দিঘী মতি ঝিল জানা বাড়ি মুস্কিল,
সরকারকা হুকুম মে হুয়া লাইসেনি

তাল—খেমটা।

কৌটী গো কমড়িনি,
আউচি কিতু হউচি পাগড়ীনি গো।
ইকি পোঁড় নাই সড়মো ও রাজাড় ঝি,
ধাঁই কিড়ি তোড় আউচি নড়দিনী গো।

নটের গীত।

তাল—একতালা।

কোথা প্রাণ প্রেয়সি;
একবার এ সময় দেখা দেও প্রিয়বাদিনী।
প্রাণ জুড়াই হেরে বদন শশী।
প্রাণাধিক ধন তুমি ললনা,
কেমনে তোমায় ভুলি বলনা,
জানাবো কি তা জেনে জাননা
আমি তোমারে যে ভালবাসি।
এ সময় আসি দেহ দর্শন, রঞ্জন কর সজ্জন মন,
বিধু মুখে সুধা বাক্য করিলে বরিষণ
বিনোদ সলিলে ভাসি॥

নটীর গীত।

তাল—একতালা।

এ কেমন ভাব তোমার। এ চাতুরি চমৎকার।
ভালবাস যদি সখা দিনান্তে তো দেওনা দেখা,
এ কেমন মন রাখা তোমার মন পাওয়া যে ভার॥
লক্ষান্তরে দিনমণি, সরোবরে সরোজিনি
এই কি ভানুর ভালবাসা
কমলিনীর কলঙ্ক যে সার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন—অগস্ত্যাশ্রম।

(অগস্ত্য ও শিষ্য)

গীত।

তাল—তিওট।

শ্রীরাম চরণে মজ মন আমার।
হবে অনায়াসে ভবসিন্ধু পারে পার॥
অনিত্য ধন জন, নিশির স্বপন যেমন,
ভাবরে সদা সদানন্দের ধন নিত্যধন॥

একিরে চমৎকার কেবা কার পরিবার,
ওকি জান না মায়াতে মোহিত সংসার।

গীত।

তাল—একতালা।

দিনমণি কুলোদ্ভব দশরথ তনয় হে।
দীনবন্ধু দীনে দয়া কর দাশরথি দয়াময় হে।
সর্ব্বেশ শিবারাধ্য সনাতন শিবময় হে।
সারাৎসার শুভঙ্কর সর্ব্বগুণালয় হে।
যোগীন্দ্র পূজিত জানকী জীবন জগন্ময় হে।
জন-রঞ্জন ভঞ্জন কর ভবভঞ্জন ভয় হে॥

শিষ্য। ঠাকুর, প্রণাম হই। ঠাকুর, অদ্য স্নানতর্পণাদি সমাপন করে কোথায় গমন করবেন অভিলাষ করেছেন, অনুগ্রহ করে ব্যক্ত করুন।

অগস্ত্য। ওরে শিষ্য! অনেক দিন পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করি নাই। আজ মানস করেছি, পুণ্যভূমি অযোধ্যাপুরী গমন করে প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন ক'রব।

শিষ্য। ঠাকুর, আপনি সর্ব্বদাই রামগুণ কীর্ত্তন করে থাকেন। আমরা অতি পাষণ্ড, কিঞ্চিৎ রাম নামের মহিমা ব্যক্ত করে আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

অগস্ত্য ওরে অজ্ঞান শিষ্য রাম নামের মহিমা আমি একমুখে ব্যক্ত করি, আমার এমন সাধ্য কি! তবে কথঞ্চিৎ যা জানি বর্ণনা করি; শ্রবন কর।

গীত।

তাল—একতালা।

রামনামের কি মহিমা অজ্ঞানে কি জানে।
ব'লতে সে গুণ পঞ্চাননের
হলো পঞ্চানন পরাস্থ ক্রমে।
মহিমার কে সীমা করে, প্রস্তর ভাসিল নীরে,
নামটী যে অধরে ধরে,
ও তার কাল দরশন নাই চরমে।

অগস্ত্য। ওরে শিষ্য! এই রাম নামের মহিমা, আমার সাধ্য নাই যে, আমি বর্ণনা করি। আর বলি, প্রভু দর্শনের সময় অতীত হয়; আমি এক্ষণে গমন করিলাম। তুমি কুটিরে অবস্থান কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, ঠাকুর! তবে গমন করুন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা ভুবন।

(অগস্ত্য ও রামচন্দ্র।)

অগস্ত্য। জয় রাম রঘুপতি। ঠাকুর, আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ শুনতে অভিলাষ করি।

রামচন্দ্র। আসুন, আসুন, অগস্ত্যদেব আসুন। অগস্ত্যদেব! তপোবনের সমস্ত মঙ্গল তো? নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের যজ্ঞাদি সম্পন্ন হ'য়ে থাকে ত?

অগস্ত্য। ঠাকুর, আপনার চরণ প্রসাদে পুণ্যাশ্রমে তপঃসেবীগণ নির্ব্বিঘ্নে তপঃকার্য্য সমাধা ক'রে থাকেন। কেননা আপনি তপঃবিঘ্নকারী সমস্ত নিশাচরেরই নিপাত করেছেন। কিন্তু একটি নিবেদন করি, এখনও পৃথিবীতে রাক্ষস বর্ত্তমান আছে; অতএব শত্রুর শেষ রাখা উচিত নয়।

রামচন্দ্র। কি বল্লেন মুনিবর! এখনও পৃথিবীতে রাক্ষস আছে! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, নিশাচরের কুল এককালেই নির্ম্মূল করবো। আপনি তা অবগত আছেন। তবে তপঃবিঘ্নকারী কোন দুরাত্মা গোপনে কোথায় বাস কচ্ছে, আমার কাছে ব্যক্ত করুন।

অগস্ত্য। ঠাকুর, তবে নিবেদন করি।

গীত।

তাল—আড়া।

ভূভার হরিতে হরি ভূতলে উদয় হলে।
সুর-শত্রু বিনাশিতে ত্রিলোক রক্ষা করিলে।
বলি প্রভু সবিশেষ, রেখো না
রক্ষঃকুল নির্ম্মূল হয় হে সে ... হই; দাসের

অগস্ত্য। ঠাকুর, এই জন্য আমি নিবেদন করি। ভুভার হরণ ক'রতে আপনি ভূতলে উদয় হয়েছেন; এবং অনন্ত কষ্ট সহ্য করে রাক্ষসকুল ধ্বংস করেছেন। কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত শতস্কন্ধ রাবণ নামে একটী নিশাচর এখনও বর্ত্তমান আছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাকে নিপাত করলে তপঃ বিঘ্নের আর সম্ভাবনা নাই।

রামচন্দ্র। মুনিবর! আপনার একথা শ্রবণ করে আমি অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হলেম। যতদিন পর্য্যন্ত সেই তপঃ-বিঘ্নকারীকে সবংশে নিপাত করতে না পারব, ততদিন আমি সকল সুখে বঞ্চিত থাকবো। আজ হতে নিদ্রা আমার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হ'ল। আমার বাহুবল অতিক্রম ক'রে কোন দুরাত্মা কোথায় বিরাজ করে, শীঘ্র পরিচয় প্রদান করুন।

অগস্ত্য। হে নক্তচরান্তক ভক্তবৎসল! আমি সবিশেষ নিবেদন করি, অবগত হউন।

গীত।

তাল—ধ্রুপদ।

বাস আওলঙ্কাপুরে।
কৃতান্ত সম সমরে সুরে শঙ্কা করে।
শক্তি ভক্ত মহাবীর, সুমেরু জিনি শরীর,
দ্বিশত কর শত শির, হেরে জ্ঞান হরে।

অগস্ত্য। হে দিবাকরবংশধর বীর-প্রধান, আপনি যদি করুনা করে পৃথিবীর ভার হরণ করলেন, তবে এই দুরাত্মা রাক্ষসকে বিনাশ করলে নিষ্কণ্টকে তাপসেরা তপঃকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করতে পারিবেন।

রামচন্দ্র। মুনিবর! সে জন্য চিন্তা করবেন না; আমি সত্বরেই সসৈন্যে আওলঙ্কায় গমন করে সেই দুরাচার নিশাচরকে নিপাত এবং তপোবন নিষ্কণ্টক করবো। এখনও রাবণ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্ছে—এই আশ্চর্য্য।

অগস্ত্য। ঠাকুর! আপনার অসাধ্য কার্য্য এই ত্রিলোক মধ্যে কি আছে? আপনি স্থিতি নিবারণ জন্য অবনীতে জন্ম-আপনি সকলই করতে পারেন। আপনার মহিমা দূরে থাক, চরণের গুণ বলবার সাধ্য নাই। যেমন ইচ্ছা হয়, তাহা করুন।

কৌটী গো
আউচি কিতু হউঁ

রামচন্দ্র। ঠাকুর, আমার আবার মহিমা কিসের? আমি অতি পাষণ্ড ও কাপুরুষ। কেননা, অদ্যাবধি সমস্ত শত্রু বিনাশ করে আপনাদিগকে নিষ্কণ্টক করতে পারিলাম না। যে দিন আমি সকল শত্রু বিনাশ করে তাপসগণের সকল কষ্ট দূর ক'রতে পারব, সে দিন করে হবে।

অগস্ত্য। দয়াময়, এরূপ কথা বলবেন না। আপনি যেরূপ পাষণ্ড ও কাপুরুষ, জগতে যেন সকলেই এই প্রকার পাষণ্ড ও কাপুরুষ হয়। আমি ত অতি সামান্য মনুষ্য; জগতে এমন কেহই নাই যে, আপনার মহিমা বর্ণন করিতে সক্ষম হয়। আর দেখুন, রত্ন যেমন আপনার গৌরব আপনি কিছুই অবগত নহে, কিন্তু অন্যে তদ্দ্বারা অপরিসীম উপকার প্রাপ্ত হয়। পুষ্প যেমন স্বীয় সৌন্দর্য্য ও সৌরভ অপরিজ্ঞাত, কিন্তু অপরে তদ্দ্বারা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করে, তেমনি আপনার মহিমা আপনি জ্ঞাত নন; কিন্তু আমাদের ভক্তেরাই উহা জগতে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করে থাকেন, বারিপূর্ণ কূপ হইতে গুণ দ্বারা গুণগ্রাহী ব্যক্তিই উত্তোলন করে।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

কে জানে চরণের গুণ হে চিন্তামণি।
পদ নয় পাতকী পারের তরণী জানি।
পদরেণু পরশনে, পাষাণ মানবী হ'ল,
কাষ্ঠ হইল পদে কাষ্ঠ তরণী।

অগস্ত্য। দয়াময়! ব্রহ্মা চতুরাননে, শিব পঞ্চাননে, অনন্ত সহস্রাননে আপনার গুণ কীর্ত্তন করতে সমর্থ হন না। আমি সামান্য ব্যক্তি, সে মহিমা কি প্রকারে বর্ণনা কর্'ব? যাহা হ'ক, আমি বিদায় হলেম; আপনি সত্বরে শতস্কন্ধ রাবণ বধের চেষ্টা করুন।

রামচন্দ্র। মুনিবর! আপনি তপোবনে গমন করুন, আমি আর শত্রু বিনাশে বিলম্ব করব না। ভাই লক্ষ্মণ।

(অগস্ত্যের প্রস্থান।)

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। ঠাকুর, প্রণাম হই। দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

রামচন্দ্র। ভাই! আজ অগস্ত্য দেবের মুখে অবগত হলেম্ পৃথিবীতে এখনও শতস্কন্ধ নামে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস বর্ত্তমান আছে। দেখ, আমাদিগের সমুদ্র বন্ধন ও রাবণবংশ বিনাশে যে কষ্ট ভোগ হয়েছে, এক্ষণে সে সকলই বৃথা বোধ হচ্ছে।

লক্ষ্মণ। ঠাকুর, কি প্রকার অবগত হলেম, এ দাস শুনতে ইচ্ছা করে।

রামচন্দ্র। ভাই, তবে শোন।

গীত।

তাল—খাড়খেমটা।

কি শুনি ভাই এই ভূতলে এমন রাবণ আছে।
বলরে রাক্ষসবংশ কই তবে ধ্বংস হয়েছে।
বন্য পশুর আরাধন, বৃথা জলধি বন্ধন,
বধিলাম সেই দশানন সকল হইল মিছে॥

রামচন্দ্র। ভাই! অগস্ত্য ব্যক্ত ক'র লেন,—"আছলঙ্কাপুরে দুই শত হস্ত ও শত শির যুক্ত মহা বলবান্ রাবণ নামে একটা নিশাচর রাজত্ব করে।" দেখ নিশাচরের বংশ নির্ম্মূল করব আমি পূর্ব্বে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেম। অতএব ত্বরায় আমার সেই প্রতিজ্ঞা যাহাতে রক্ষা হয় তাহার উদ্যোগ কর।

লক্ষ্মণ। ঠাকুর! সেজন্য আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আপনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। আপনার ইচ্ছাতে সকলই হ'তে পারে। আর দেখুন, খগেন্দ্র কি সর্প বধে ও মৃগেন্দ্র কি শৃগাল বধে চিন্তা করে থাকে? যিনি বাহুবলে দেবাদিদেব মহাদেবের দুর্জ্জয় ধনুর্ভঙ্গ কোরে মৈথিলীর পাণিগ্রহণ করেছেন, যিনি বীর প্রধান পরশুরামের দর্প চূর্ণ কোরে, এই ত্রিলোক মধ্যে চিরদিনের জন্য কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন, যিনি ত্রিলোক বিজয়ী বানরেশ্বর বালীরাজাকে একবাণে নিহত করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যিনি শর দ্বারা সপ্ততাল ভেদ করে চতুর্দ্দশ ভুবনে কীর্ত্তি রেখেছেন, আর যে ব্যক্তি মহতী বুদ্ধি বলে স্বীয় বাহুবলে বহুবিধ সুকৌশলে দুষ্ট দশাননের কুল এককালে নির্ম্মূল করেছেন, যিনি অপার সিন্ধু পার নিমিত্ত অলঙ্ঘ্য সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করেছেন, যিনি পিতৃ আজ্ঞানুযায়ী বনে গমন করে পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রম কালে ভয়ঙ্করা তাড়কা রাক্ষসী বধ করে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভুবনে আপনার মহিমা বিস্তার করেছেন, তাঁর আবার চিন্তা কিসের?

গীত।

একি চিন্তা হে চিন্তামণি ভ্রান্ত আপনি।
ভব চিন্তা হয় নিবারণ কালের চিন্তে এড়ায়
যে জন চিন্তা করে তোমার রাঙ্গা চরণ দুখানি।
সামান্য সেই নিশাচর, নাশিতে আজ চিন্তা কর,
হে ভব আরাধ্য অসম্ভব এ বাণী॥
ভুলেছ কি সৃষ্টি লয়, তোমার কটাক্ষে হয়,
তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু তুমি শূলপাণি॥

লক্ষ্মণ। ঠাকুর! সে জন্য চিন্তা কর্বেন না। যদি শতস্কন্ধে বিনাশ করা আপনার মানস হয়, তবে হনুমানকে ডেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে অনুমতি প্রদান করুন। আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞা পালন কর্তে প্রস্তুত হয়েছি।

রামচন্দ্র। ভাই! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে হনুমানকে আহ্বান করা যাক্। মারুতি!

(হনুমানের প্রবেশ।)

হনুমান। পিতাঠাকুর, প্রণাম হই; দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়।

রামচন্দ্র। হনূমান! আজ অগস্ত্যের মুখে শ্রবণ ক’ল্লেম আহুলঙ্কায় বিশত হস্ত ও শতশির যুক্ত মহাবলবান্ রাবণ নামে একটী নিশাচর রাজত্ব করে। আমি ত্বরায় তাহার বধ সাধন ক’র্ব। তুমি শীঘ্র যুদ্ধ সজ্জা কর।

গীত।

তাল রূপক।

রাখ রাখ ভারতী সাজ সাজ মারুতী
আহুলঙ্কায় করিব গমন।
শুনি অগস্ত্যের কাছে, এখনও রাবণ আছে,
বৃথা বধেছি আমি দশানন॥
রাখবো না ধরাপরে নিশাচরের বংশ
প্রতিজ্ঞা জান পবননন্দন,—
চতুরঙ্গ দল ত্বরায় লইয়ে চল
বিলম্বে নাহি আর প্রয়োজন।

রাম। মারুতি! তবে ত্বরায় যুদ্ধ সজ্জা করে, আমাকে সংবাদ প্রদান ক’রো।

হনুমান। ঠাকুর, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। তবে আমি চল্লেম। সৈন্যগণ! শতস্কন্ধ রাবণ বিনাশ জন্য ঠাকুর আজ আহুলঙ্কাপুরে গমন করবেন। তোমরা সকলে সুসজ্জিত হও।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সভাস্থল।

(রাম ও সীতা।)

সীতা। প্রভু রঘুনাথ! প্রণাম হই। আমি শুনলেম সৈন্যগণ যুদ্ধসজ্জা কচ্ছে। আপনি কার সঙ্গে কোথায় যুদ্ধে গমন করবেন, তাহা আমি কিছুই জানিনে। শ্রীচরণে একটী নিবেদন করি,শ্রবণ করতে আজ্ঞা হয়। দয়াময়! আপনি কি অভিলাষে কোথায় গমন করবেন এ দুঃখিনীর নিকট প্রকাশ করুন। কেননা, আপনার গমনে আমার মনপ্রাণ কোনমতেই ধৈর্য্য অবলম্বন করে না।।

রামচন্দ্র। জনকতনয়া! আমার গমন বৃত্তান্ত শুনিতে যদি তোমার নিতান্ত অভিলাষ হয়, তবে আজ অগস্ত্যের নিকট শতাস্য রাবণের যে বিবরণ শুনেছি, তোমার নিকট প্রকাশ করি, শ্রবণ কর। জানকি! তুমি অবগত আছ যে, আমি নিশাচরের কুল নির্ম্মূল ক’রব পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি! অতএব দেবদ্বেষী এই দুরাচার নিশাচরকে বিনাশ করতে অদ্য আহুলঙ্কায় গমন করব। এই জন্য যুদ্ধসজ্জা হচ্ছে।

সীতা। দয়াময়! আপনার এ বাক্য শ্রবণ করে আমার জীবন কম্পিত হচ্ছে। আপনার এখনও কি যুদ্ধের সাধ আছে? একবার আমার জন্য রাক্ষস যুদ্ধে অনেক কষ্ট ভোগ করে এক্ষণে কিঞ্চিৎ অবসর প্রাপ্ত হয়েছেন; আর যুদ্ধের বাসনা করবেন না। যদিও আপনার বাহুবল ও শরকার্ম্মুক ত্রিলোক বিজয়ী, তথাপি আমি আপনার চরণে একটী নিবেদন করি।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

যেওনা হে নাথ ধরি আজ শ্রীচরণ।
বিনয়ে করি নিবারণ॥
প্রভু দাসীর কথা রাখ সামান্য নয় সে রাবণ।
জনম দুখিনী আমি, মনে কি জাননা তুমি,
তাই শঙ্কা মনে আমার হয় সর্ব্বক্ষণ!
অসম্ভব শক্তি ধরে, আদ্যাশক্তির পূজা করে,
ব্যক্ত চরাচরে শক্তিভক্ত যে সেই জন,
প্রচণ্ড প্রতাপে তার কম্পে সদা ত্রিভুবন,
তুমি পারবেনা জিনিতে
তোমার বধ্য নয় সে শতানন।

সীতা। দয়াময়! আমি আপনার চরণে ধরে বারণ করি, শতাননের যুদ্ধে গমন করবেন্ না। সে আপনার বধ্য নয়। এ বিষয়ে লজ্জা প্রাপ্ত হ’লে ত্রিলোকে বড় কলঙ্ক হবে। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

রাম। জনক-তনয়ে! তুমি এ বিষয়ে আমাকে বাধা দিওনা! আমি নিশ্চয়ই সেই দুরাচারকে নিপাত করবো, সে জন্য কেন চিন্তা কচ্ছো? আর জেন, আমি জীবন থাকৃতে পূর্ব্বকৃত স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করতে পারব না।

সীতা। আর্য্যপুত্র! যদি আজ আপনারা নিতান্তই যুদ্ধে যাত্রা করেন, তবে এ দাসীকে সঙ্গে লয়ে যেতে হবে। কৃপা করে আজ্ঞা প্রদান করুন!

রাম। জানকি! তুমি এ বাসনা কখনই ক'রনা। তোমার এ বাসনায় আমার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক ও জীবন কম্পিত হচ্ছে। অতএব ক্ষমা কর। আর তোমাকে সঙ্গে লয়ে কোন মতেই যেতে পারব না। আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে ইচ্ছা করি।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

ক্ষমা কর করনা এ বাসনা।
নারী সঙ্গে লয়ে জীবন থাকতে আর তো যবোনা
একবার তোমায় সঙ্গে লয়ে,
ভাগ্য-দোষে বনে গিয়ে,
মনে নাই কি প্রিয়ে পেলেম্ যেরূপ যন্ত্রণা॥
কেমন এ ভাব মনে তাকি তুমি ভাবনা,
হয় পাছে সাধে বিষাদ সাধ পূর্ণ হবে না॥

রাম। সীতা! তোমাকে এই জন্য বলি, রাক্ষস যুদ্ধে আমি কখনই তোমাকে সঙ্গে লয়ে যেতে পারব না। সুতরাং তুমি এ বাসনা পরিত্যাগ কর।

সীতা। দয়াময়! এ দাসীর কথা অগ্রাহ্য করে গমন করবেন করুন; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলছি, আপনাকে এ যুদ্ধে লজ্জা পেতে হবে। আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে চল্লাম্।

(হনূমানের প্রবেশ।)

হনূমান। প্রভু রঘুনাথ! সৈন্যগণ সুসজ্জিত হয়েছে আপনি রথে আরোহণ করে যুদ্ধে যাত্রা করুন।

রাম। হনূমান! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চল শীঘ্র গমন করা যাক্।

গীত।

সাজিল রামের সেনা, বাজিল বাদ্য নানা,
গর্জ্জিল ঘোর নাদে গগনে ঘন যেন।
বানর নানারূপ, রাক্ষস ভল্লুক,
করী তুরঙ্গ অগনন
পদভরে অধরা ধরা কাঁপিছে ঘন ঘন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

(রাম ও কৌশল্যা।)

কৌশল্যা। রাম আজ অকস্মাৎ রণবাদ্য ও সৈন্যগণের কোলাহল ধ্বনি শ্রবন করে অন্তঃপুর মধ্যে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে। রাম মায়ের চিত্ত সুস্থির কর। বাপরে, একবার, গৃহ দাহ হলে গৃহস্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট মাত্রেই আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়; দাবাদগ্ধা হরিণী যেমন সর্ব্বদা সশঙ্কিতা হয়ে বনে বিচরণ করে, প্রবল বায়ু প্রবাহে তরঙ্গায়িত জলধিতে তরি জলমগ্ন হলে, পোতবাহকেরা যাত্রা কালে যেমন অত্যন্ত আকুল চিত্ত হয়, রাম তুমি—আমার অঞ্চলের নিধি তুমি আমার দেহের জীবন নয়নতারা—অন্তরে গেলেই আমিও সেইরূপ ত্রিভুবন অন্ধকারময় দেখি। অতএব কি জন্য রণসজ্জা ক'রছ, ত্বরায় বোলে আমার উদ্বেগ নিবারণ কর।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

কোথা যাবে আজ সমর সাজে
ও রাম নিধি আমায় বলনা।
নয়নের বাহিরে তোরে
আর আমি যেতে দিবনা।

একবার বনবাসে গিয়ে,
যে যাতনা দিলে মায়ে, আছি তা সয়ে,—
জনম দুখিনী আমি জেনে কি তুমি জাননা।

কৌশল্যা। রাম! সমর সজ্জা করে কোথায় গমন কচ্ছো, আমার কাছে প্রকাশ কর। আমি চিরদুঃখিনী ও কাঙ্গালিনী; কেবল তোমা ধনের চাঁদবদন দর্শন করে সংসারে আছি। সেই জন্য আমার মনে সর্ব্বদাই শঙ্কা উপস্থিত হয়।

রামচন্দ্র। জননি, আজ অগস্ত্য দেবের মুখে শ্রবণ কল্লেম আতলঙ্কাপুরে দুই শত হস্ত ও শতশির যুক্ত মহাবলবান্ রাবণ নামে একটা নিশাচর এখনও বর্ত্তমান আছে। সেই দুরাচারকে ধ্বংস করবার জন্য যুদ্ধে যাবার মনন করেছি। তাহা আপনি অবগত আছেন?

কৌশল্যা। বৎস! তোমার এ বাক্য শ্রবণ করে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। একবার রাক্ষস যুদ্ধে গিয়ে তুমি যে যাতনা ভোগ করেছ, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি আর তোমাকে কদাচ অন্তরে যেতে দিবনা। বাপরে, তুমি আমার নয়নে নয়নে থাক। রাম, যেমন চন্দ্র বিনে সমস্ত জগত অন্ধকার হয় তেমনি তোমা বিনে এই সমস্ত অযোধ্যাপুরী এককালে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। বাপু, তুমি আর যুদ্ধে গমন ক'র না। তুমি গমন ক'লে আর কি ধন লয়ে এ বাসে বাস করব? ফণী যদি মণিহারা হয়, গাভী যদি বৎস হারা হয়, তবে তার জীবনে কি সুখ? আমি অনেক ইষ্ট আরাধনা করে তোমা ধনে প্রাপ্ত হয়েছি।

গীত।

তাল একতালা।

কত ইষ্ট আরাধনা করে পেলেম রাম তোমারে।
একবার তোময় ওরাম নিধি
হরে লয়েছিল বিধি,
পুনঃ পেয়েছি যদি, হারানিধি,—
পেয়েছি যদি এ সংসারে রয়েছিরে
কেবল তোমার ও চাঁদ বদন হেরে।

কৌশল্যা। বাছা! আমি বারংবার তোমাকে বারণ কচ্ছি, আর তুমি যুদ্ধে গমন করো না। আর একটী কথা বলি, পিতৃ আজ্ঞায় বনবাসে গিয়ে আমাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছ, সে কথা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। বাছা, তুমি ভেবে দেখ তাতে তুমিও কি মনবেদনা পেয়েছিলে? হাঁ রাম! সে সকল কি তোর কিছুই মনে নাই?

রাম। জননি! আপনি আমাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করবেন না। আপনি চিন্তা ত্যাগ করে গৃহে অবস্থিতি করুন, আমি ত্বরায় দুরাত্মা রাবণকে নিপাত ক'রে এসে আপনার চরণ দর্শন ক'রব। মা! যদি আপনার চরণে আমার একান্ত মতি থাকে, তবে সামান্য শত্রানেরর জন্য আমি চিন্তা করি না। পর্ব্বত তুল্য তৃণরাশি ভস্ম করিতে অনলের কি কষ্ট বোধ হয়? দেখুন জননি! যদি যুদ্ধে না যাই, তবে আর এজগতে আমার এ রাম নাম কেউ লবে না। আরও দেখুন, প্রজারঞ্জন ক'রতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যু হয়, সেও আমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

কৌশল্যা। রাম! আমার কি পোড়া কপাল! আমি যে কথা তোমাকে বলি, তাহাতেই তুমি তাচ্ছিল্য কর। মহারাজের কথা শুনিবামাত্র তুমি প্রতিপালন করেছ। মহারাজ তোমাকে বনে যেতে একবারও বলেন নাই; কিন্তু কৈকেয়ীর মুখে শুনেই তুমি তৎক্ষণাৎ বনবসী হলে; আর আমি কি এতই হতভাগিনী ও কাঙ্গালিনা যে, আমার কোন কথা তুমি রক্ষা কর না? দেখ, রাম! শাস্ত্রমত পিতা অপেক্ষা মাতা মাননীয়া; তোমাকে কত কষ্টে প্রতিপালন করেছি, তাকি একবার মনে কর না? অতএব মায়ের কথা শুনে ক্ষান্ত হও।

গীত।

তাল আড়া।

সে সব তোমার নাই কি মনে,
ভুলেছ বাছা কেমনে।

পিতৃহীন হয়েছ ওরাম
একবার তুমি গিয়ে বনে।
বেদনা দিয়ে অন্তরে, আবার যদি যাও সমরে,
সার কথা বলিয়ে,—
এবার মা তোর রবে না জীবনে।

কৌশল্যা। রাম! তুমি একবার বনবাসে গিয়ে পিতৃহীন হয়েছ। এবার যুদ্ধে গমন ক'রলে মাতৃহীন হবে, তা'র সন্দেহ নাই। বাছা, রাক্ষস যুদ্ধে এত কষ্ট পেয়েছ এখনও তোমার যুদ্ধের সাধ আছে? বাপ! একবার বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বনে গিয়ে ভয়ঙ্করী নিশাচরী তাড়কা বধ করেছ। সীতার জন্য সেই সাগরের গভীর জলে বৃক্ষ প্রস্তরে সেতু বন্ধন, শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পতিত, নাগপাশ বন্ধনে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ, মহীরাবণ কর্তৃক পাতালে প্রবেশ,—সে সকল ত আমি তোমার মুখেই শুনেছি! সে সব মনে হলে আমি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি। এইজন্য বলি, ক্ষান্ত হও।

রাম। জননি! বিনয় ক'রে আপনার চরণ ধরে বলি, রণে যেতে আর আমাকে বারণ কর্‌বেন না। আপনি বারণ ক'র্‌লে, সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে চিরকালের জন্য কলঙ্ক স্থাপন হবে। কেননা আপনার বারণে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

কৌশল্যা। রাম! আর তুমি রাক্ষস যুদ্ধে গমন করো না। মায়ের কথা রাখ। মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া সন্তানের উচিত কার্য্য নয়। বাপ্‌ রে! অনর্থক বিবাদে কোন প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব পুরুষের পদ্ধতি মত নির্ব্বিবাদে প্রজারঞ্জন করে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব কর।

গীত।

তাল—আড়া।

ওরে রাম গুণধাম কেন আর সমরের সাধ।
কি জানি কি ঘটে বাছা হয় পাছে প্রমাদ।
বোসে রাজ সিংহাসনে পালন কর প্রজাগণে,
করি মানা কার সনে ক'রনা বিবাদ।

কৌশল্যা। বৎস রাম! মাতা পিতা পরম গুরু। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র অবগত; সুতরাং ধর্ম্মনীতি উত্তম রূপে জেনেও যে তুমি আমার কথা অমান্য কচ্ছো—এই আশ্চর্য্য।

রাম। জননি! আর আমাকে নিষেধ ক'রবেন না। জীবন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিজ্ঞাই পরম ধন। আপনি বাসে থেকে আমার মঙ্গল কামনা করুন। আমি দুরন্ত শতাননকে বিনাশ করে, সত্বরে এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'রবো।

কৌশল্যা। বাছা! যদি নিতান্তই প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, তবে আমার আশীর্ব্বাদে সত্বরে শত্রু নিপাত করে অযোধ্যাপুরে এসে আমাকে দেখা দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।

রাম। জননি! আমি প্রণাম করি।

কৌশল্যা। রাম! তবে এস।

(কৌশল্যার প্রস্থান)

রাম। সারথি! অহিলঙ্কায় গমন জন্য শীঘ্র অশ্বচালনা কর।

সারথি। যে আজ্ঞা, ঠাকুর।

গীত।

তাল—যৎ।

ভাব ওরে মন ভব কি কারণ।
সংসার সাগরের তরি শ্রীরাম চরণ॥
হয় যদি রাম কৃপারে,
অনায়াসে যাবি পারে,
অন্যে কি করিতে পারে দুরন্ত শমন॥
পশ্চিম জলধিপারে অহিলঙ্কাধাম।
নিজ সৈন্যসহ তথা গমন করেন রাম॥
সাগরের মধ্যস্থলে রথের অষ্ট হয়।
অচল হইল রথ জলমগ্ন হয়॥
বিপদস্থ হয়ে বলেন কোথা ভাই লক্ষ্মণ।
জলধি জীবনে আজি যায় বুঝি জীবন॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু চিন্তা কেন তায়।
এ বিপদ হরিবে স্মরণ করুন সীতায়॥
রাম বলেন তা পারবোনা যা থাকে কপালে॥

যে ব্যঙ্গ করেছেন সীতা আসিবারকালে।
রাখ মা জানকী বলে ডাকিলেন লক্ষ্মণ।
নিরাপদে লঙ্কাতে উদয় সর্ব্বজন ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আহুলঙ্কা—রামের শিবির।

(রাম, সারথি ও হনূমান প্রভৃতি।)

সারথি। প্রভু রঘুনাথ! এই তো আহু-লঙ্কায় রথ উপস্থিত হয়েছে। এক্ষণে যেমন অভিমত করুন।

রাম। বৎস, হনুমান!

হনুমান। ঠাকুর, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়, অনুমতি করুন।

রাম। দেখ মারুতি! এই তো লঙ্কাতে রথ উপস্থিত হয়েছে। তুমি শীঘ্র গিয়ে রাবণের রণঘণ্টা ধ্বনি কর।

হনুমান। যে আজ্ঞা প্রভু। রঘুনাথ! তবে আমি চল্লেম।

(হনুমান কর্ত্তৃক ঘণ্টাধ্বনি।)

(রাজদূতের প্রবেশ।)

রাজদূত। আজ কোন দুরাত্মা আহু-লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে, ত্রিলোক বিজয়ী মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ রাবণের যুদ্ধঘণ্টা ধ্বনি করলে, শীঘ্র আমার নিকট প্রকাশ কর।

গীত।

তাল—তিওট।

হায় কেবা তোমরা দেহ পরিচয়।
প্রাণের শঙ্কা ত্যজে হ'লে লঙ্কায় উদয়॥
কোথা বাস প্রকাশ শুনি কার তনয়
এই লঙ্কাপুরে, আমার এই প্রভুরে
প্রভুজ্ঞানে সদা সুরে, পূজা করে,
কে তাঁর যোগ্য হবে, শমন ভেবে,
ও যাঁর চরণে স্মরণ লয় ॥

রাজদূত। তোমারা সসৈন্যে অকস্মাৎ কি কারণে অলঙ্ঘ্য এই লঙ্কাপুরে এসে উপস্থিত হয়েছ? মহারাজের আজ্ঞামত জিজ্ঞাসা কচ্ছি, শীঘ্র পরিচয় দাও।

রাম। ওরে রাজদূত! তোর নিকটে পরিচয় প্রদান করা উচিত নয়। আমি যুদ্ধ প্রার্থনা করি এবং তোকে সংপ্রতি যা ব'ল্‌বো, তোর রাজার নিকটে গিয়ে তাহা প্রকাশ কর। আমাকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব রামচন্দ্র বলে জান।

রাজদূত। ওহে আগন্তুক বীরপুরুষ! তোমার এ অসম্ভব কথা শুনে আমার কৌতুক বোধ হচ্ছে। আমার রাজা ত্রিলোক-বিজয়ী ও তাঁর প্রতাপে ত্রিলোকবাসী সর্ব্বদা কম্পিত কলেবর। অতএব তোমার এ প্রার্থনা অনর্থক জানবে।

গীত।

তাল—খেমটা।

ছি ছি শুনে হাসি পায়।
হয়ে পতঙ্গ মারবে মাতঙ্গ
হয়ে বামন গগনের চাঁদে ধরতে যায়।
ভেকের এই দর্প, নাচে কাল সর্প,
হয়ে শৃগাল সিংহের মাথা খেতে চায়।

দূত। ওহে বীরপুরুষ! আমি তোমাকে অগ্রেই সাবধান ক'চ্ছি; শীঘ্র এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর।

রাম। ওরে রাজদূত! আমার প্রাণের জন্য তোর চিন্তা কি? তুই শীঘ্র গিয়ে তোর রাজাকে যুদ্ধের আয়োজন করতে বল।

রাজদূত। বুঝেছি, বুঝেছি! মহাশয়, তবে আমি চল্লেম; তোমাদের আর যাওয়ার বিলম্ব নাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

(রাবণ ও দূত।)

রাবণ। দূত! আজ অকস্মাৎ রণঘণ্টা-

ধ্বনি কে করলে? কোন মূর্খ মৃত্যুকামনা ক'রে আজ এই আল্‌লঙ্কায় এসে উপনীত হ'য়েছে? আজ কোন বীর ত্রিলোকবিজয়ী শতস্কন্ধ রাবণকে উত্তেজিত করতে সাহসী হ'য়েছে? দূত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন কর।

দূত। মহারাজ! কতকগুলি সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লয়ে এক বীরপুরুষ আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। আমি বারংবার জিজ্ঞাসা কল্লেম আমকে কোন মতেই পরিচয় দিলে না। আপনার যেমন অভিরুচি হয়, তাই করুন। সে ব্যক্তি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব রামচন্দ্র—এই মাত্র শুনলেম।

রাবণ। ওরে দূত! কি আশ্চর্য্য! এমন কুবুদ্ধি কার ঘটলো? আমাকে শীঘ্র অস্ত্র প্রদান কর।

গীত।

তাল—তেতেলো।

আজ দেরে দেরে আমারে কোদণ্ড।
কে সবে সবে এলো বৈরঙ্গ॥
এ কিরে রঙ্গ জানেনা মম প্রতাপ প্রচণ্ড।
বল কে কোথা শুনেছে,
বীর আর রাম নামেতে আছে,
ভৃগুরামকে জানা গেছে,
এলো কোথা হতে রাম অবগণ্ড।

রাবণ। সৈন্যগণ! তোমরা রণসজ্জা করে শীঘ্র রণ ক্ষেত্রে গমন কর; আমি অগ্রগামী হলেম।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণস্থল।

(রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, হনুমান, নল নীল প্রভৃতি।)

রাবণ। ওরে ভ্রান্ত! তোরা কি কারণে যুদ্ধ সজ্জায় এই অলঙ্ঘ্য লঙ্কাপুরে উপস্থিত হয়েছিস? তোদের এ বুদ্ধি কে প্রদান ক'রলে? তোরা কি জানিসনে যে, আমি ত্রিলোকবিজয়ী শতা ন? যা হ'ক, আমার নিকটে পরিচয় প্রদান কর।

রাম। ওরে দুরাচার নিশাচর! আমি সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। আমার ভুজবলেই বীরপ্রধান পরশুরামের দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমার বাণেই সপ্ততাল ভেদ ও বীর বানরপতি বালী পঞ্চত্ব পেয়েছে। আমা হ'তেই দশানন রাবণের বংশ ধ্বংস হ'য়েছে। তুই কি তা কিছুই জানিস না?

রাবণ। হায়, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথ যে আমার পরম বন্ধু ছিল। তোরা কি আমার সেই বন্ধুর পুত্র? হায়! কেমন করে পরম বন্ধুর পুত্র আজ নষ্ট ক'রে পরিতাপ প্রাপ্ত হব। তোরা অতি বালক, আমার শরানল কখনই সহ্য করতে পারবি না। আর একটী কথা বলি, কেশরী কি কখনও অজের বংশ বিনাশ কর'তে কষ্ট স্বীকার করে? ভুজঙ্গ কি কখও ভেক বিনাশে চিন্তিত হয়।

গীত।

ছিল যে বান্ধব দশরথ আমার,
আমি কেমনে তার সন্তানে বিনাশিব।
কেমনে বন্ধুর জল পিণ্ড স্থল ঘুচাব।
বধিলে বালক সবে, কি মম পৌরুষ হবে,
কেন বা ত্রিলোকে আমি এ কলঙ্ক কিনিব॥

রাবণ। ওরে দশরথতনয়! যদি তোদের স্বীয় জীবন রক্ষা করা উচিত হয়, তবে শীঘ্র লঙ্কাপুর পরিত্যাগ করে সসৈন্যে অযোধ্যায় গমন কর। তোরা বালক; আমি তোদের উপর শর নিক্ষেপ ক'রতে ইচ্ছা করিনে। তাতে আমার শরের অপমান হবে ও আমি মনে কেবল অনুতাপ প্রাপ্ত হব।

রাম। ওরে দুরাত্মা শতানন! আমাকে অবজ্ঞা করা তোর উচিত নয়। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, অবনীমণ্ডলে নিশাচরের কুল এককালে নির্ম্মূল ক'রব। আজ তোকে নিপাত

ক'রলেই আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। ইতি-পূর্ব্বে রাবণ কুম্ভকর্ণাদি আমার শরানলে দগ্ধ হয়েছে; সে কথা তুই অবশ্যই শুনে থাক্‌বি।

রাবণ ওহে বালক রামচন্দ্র! তুমি দশানন রাবণকে নষ্ট করেছ, সে কথা আমার কাছে উচ্চারণ ক'রনা। সেইরূপ শত শত দশানন এই শতাননের দাসত্ব করে থাকে। আমি তোমার আর কিছু বৃত্তান্ত শুনতে ইচ্ছা করি।

রাম। ভ্রান্ত তবে শ্রবণ কর।

গীত।

ওরে ভ্রান্ত শোন্ আছে আমার পণ
নিশাচরের বংশ রাখব না ধরায়।
তোমায় বধিতে আসা, ত্যজ প্রাণের আশা,
দশাননের দশা হবে তোর ত্বরায়।
সপ্ততালভেদী জানিস্ আমার শর
যায় ম'রল বালী সেই বানরের ঈশ্বর,
জানে তা সংসারে মিথিলা নগরে
এ রাম হতে ভৃগুরামের দর্প যায়।

রাম। ওরে নির্ব্বোধ নিশাচর! আমার বিক্রম যদিও তোর জানা না থাকে, তবে এখনই তা বিশেষরূপে জানতে পারবি। আজ হ'তে তুই জীবনের আশা ত্যাগ কর্।

রাবণ। ওরে দশরথ তনয়, কাল সর্পের সম্মুখে ভেকের দর্প কখনই সম্ভব নহে। এক্ষণে তুই আমার একটী বাণ সহ্য কর্।

(রাবণের সহিত রামের প্রথমবার যুদ্ধ ও রাবণের বাণে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতীর অযোধ্যায় পতন।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যাপুরী।

(হনুমান ও নীলপ্রভৃতি।)

হনুমান। ভাই নীল!

নীল। দাদা, কি ব'লছ।

হনুমান। ভাই! রাবণ বেটার বাণের কি জোর! বেটার একবাণে বাবাঠাকুরের রথখান, ঘুরতে ঘুরতে এ কোন্ স্থানে এসে প'ড়ল।

নীল। কি ব'লছ ভাই মারুতি? দাদা! তাই ত গো! আমি কেমন ক'রে দেখব, আমার এখনও ঘুরণী যায়নি। চক্ষে আঁধার দেখছি, গাটা বমি বমি কচ্ছে। তুমি ভাল করে ঠাউরে দেখ!

হনুমান! ভাই! এ যে অযোধ্যাপুরী। ওই যে অঙ্গদ যুবরাজের জলপানের কলা বাগান দেখছি। ওই সুগ্রীবের তেতুল গাছের বৈঠকখানা। লক্ষ্মণ খুড়ো মহাশয়ের দেদো কলুমে আঁবের চারা বাগান। ওদিকে আমাদের তাকান মিছে। খুড়ো বেটা ধনুকে বাণ যুড়ে সর্ব্বদাই ওখানে ব'সে আছে। তা থাকুক না কেন? আমিত চার যুগ অমর; উহাকে একদিন না একদিন শিঙ্গে ফুকুতে হবে।

রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য, আজ্ঞা করুন।

রাম। ভাই আর তো আমা হ'তে শত স্কন্ধ রাবণ বধ হয়না। দেখ, সে সামান্য বীর নহে। তার একবাণে এই মহা সমুদ্র পার অযোধ্যা ভুবনে আমি সসৈন্যে পতিত হলেম; সুতরাং আমি রাবণ বধে নিতান্ত হতাশ হচ্ছি।

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

আর বধিব কেমনে রাবণে ভয় হয় মনে।
দেখরে ভাই কম্পমান
হলেম্ যার একটী বাণে।
এত বার লঙ্কাপুরে কটাক্ষ বধ করেছিরে,
সমরে তীক্ষ্ণ শরে, সামান্য ভেবোনা ওরে,
ভেবে দেখ বাণের জোরে,
সিন্ধু পারে আমার রথ এলো অযোধ্যা ভুবনে।

রাম। ভাই! এই জন্য তোমাকে বলি, বোধ হয়, আমার দ্বারা আর শতানন বধ হয় না। যদি এর কোন উপায় থাকে তবে শীঘ্র প্রকাশ করে আমার উদ্বেগ নিবারণ কর।

লক্ষ্মণ। রঘুনাথ! আপনি রাবণ বধে হতাশ হবে না। দেখুন রাবণের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয় নাই। সৈন্য সমবেত ক'রে পুনরায় গমন করুন। এইবার সদলে প্রাণ পণে যুদ্ধ করিলে, সে দুরাত্মা অবশ্যই বিনাশ হবে। আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। ভৃত্য বর্ত্তমানে প্রভুর চিন্তায় কিছুমাত্র অধিকার নাই। যদি আপনার শ্রীচরণ মস্তকে একবার ধারণ করতে পাই, তাহা হইলে মহাপ্রতাপশালী অমররাজ ইন্দ্রকেও শত্রু মধ্যে গণনা করিনে। সমস্ত নক্ষত্রগণ, কিংবা সামান্য খদ্যোৎকুল একত্রিত হয়ে কি কখনও পূর্ণশশীর প্রভা আবৃত করতে পারে? অতএব আপনি হতাশ হবেন না; যুদ্ধে হতাশ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। আর হতাশ হবার তো কোন কারণ নাই? যেমন সমুদ্র মধ্যস্থিত শৈল সকল যত তরঙ্গের আঘাত প্রাপ্ত হয়, ততই কঠিন হয়ে উঠে, প্রবল বায়ুবেগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল যত আন্দোলিত হয়, ততই তার মূলদেশ যেমন কঠিন হয়, সুবর্ণ যত অনলে দগ্ধ হয়, ততই তার জ্যোতি যেরূপ বৃদ্ধি হয়ে থাকে, তদ্রূপ একবার রাবণের শরাঘাতে ক্লিষ্ট হ'য়ে রাবণের সহিত যুদ্ধ করতে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ সাহসী হচ্ছি। অতএব ত্বরায় গমন করুন।

রাম। ভাই! তবে চলুন পুনরায় গমন করা যাক্।

(সীতার প্রবেশ।)

সীতা। প্রভু! রঘুনাথ! আপনার চরণারবিন্দে দাসী একটী নিবেদন কচ্ছে, শ্রবণ করতে আজ্ঞা হয়।

রাম। জনকনন্দিনি! তোমার যা বলতে বাসনা হয় শীঘ্র বল।

সীতা। ঠাকুর, আপনার গমন কালে আমি অনেক বারণ করেছিলাম, এ-লজ্জা পাওয়া অপেক্ষা দাসীর কথা গ্রহণ করা উচিত ছিল।

রাম। জানকি! কেন তুমি আর আমাকে বারংবার ব্যস্ত ক'রছ। আমার সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয় নাই; যুদ্ধ হ'লে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতাম। এই জন্যে পুনরায় রণসজ্জা ক'রে গমনের উদ্যোগ কচ্ছি।

সীতা। প্রভু! যদি রাক্ষসযুদ্ধে পুনরায় গমন করেন, তবে এবার এ দাসীকে সঙ্গে লয়ে চলুন। আপনি গমন ক'রলে আমি কোন মতেই শ্রীচরণের সঙ্গ ত্যাগ ক'র্‌বো না।

গীত।

আমি সঙ্গে যাবো নাথ আজ্ঞা কর আজ
ওহে প্রাণ বল্লভ।
আমায় ভবনে রেখে, সে কাল সমরে তুমি
যেওনা নাথ, আমি নিরন্তর চরণ নিকটে রব।
আছে আর কে আমার,
এ সব রাজাসন তুচ্ছজ্ঞান করি,
কেবল ভবের মাঝে তোমার পদ বিভব॥

সীতা। দয়াময়! আর আমাকে বারণ করবেন না। আমি আপনার যুদ্ধ দর্শন করতে যাব। দেখুন, লঙ্কাপুরে এই দুঃখিনীর জন্য কত যুদ্ধ করেছেন, এ দাসী তা কিছুই দেখে নাই; আজ আমি আপনার সঙ্গে গমন ক'র্‌বো।

রাম। প্রিয়ে! যদি তুমি সত্যে সত্যেই আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর, তবে আমি

আর তোমাকে বাধা দিব না। শীঘ্র রথে আরোহণ কর। সারথি! শীঘ্র রথ আনয়ন কর।

সারথি। যে আজ্ঞা, প্রভু!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

আদ্ললঙ্কা।

(রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমান প্রভৃতি)

সারথি। ঠাকুর! এই তো পুনরায় লঙ্কায় রথ উপস্থিত হয়েছে, এক্ষণে যেমন আজ্ঞা হয়।

রাম। মারুতি! পুনরায় রাবণের যুদ্ধ ঘণ্টা ধ্বনি কর।

(হনুমান কর্ত্তৃক ঘণ্টাধ্বনি করণ।)

গীত।

তাল—কাওয়ালী।

হায় রণঘণ্টা পুন কে বাজালে।
মরিতে বাসনা কার এসে রণস্থলে।
দিয়ে জবা বিল্বদল, কালীর পদকমল,
পূজিতে ভজিতে এসে শক্রে সাধে বাদ সাধিলে॥

দূত। বাহাবা বাহাবা! রামচন্দ্র! আবার তোমরা এসেছ? ভাল এসেছ বটে, কিন্তু একটা কথা বলি শোন দেখি!

বাজাভাই তিনৃতা ধিনা তিনৃতাধিনা,
এমন দিন আর হবে না।
জাঁক জমক কোরে এলো,
এক বাণে উড়ে গেল,
বাঘের সঙ্গে করতে লড়াই,
বাঁধ্‌লে কোমর ছাগল ছানা।
মৃত্যু যখন চাপেন ঘাড়ে,
যোগীর বুদ্ধি যায় যে উড়ে,
উচিত বল্লে হয় বেজার,
গরীবের কথা কেউ মানে না।
দৌড়ে এলো আজব নাতি,
হাতীকে আজ মারবে নাথি,
শূকর এলেন সজ্জা কোরে,
সিংহের ঘরে দিতেহানা!
আমি বল্লাম পালা পালা,
ঘটালে আজ বিষম জ্বালা,
শুনলে নাতো কারু মানা॥
চিটে গুড় চেকে চেকে,
পড়েছে ফোস্‌কা মুখে,
মুখ চুকিয়ে এলো আবার
খাবে বোলে মিছরির পানা।
এবার ঠিক জানবে,
আজ্‌ পটল তুল্‌তে হবে,
ফিরে এসে ফের বাগালে,
ফিরে যেতে আর হবে না।

গীত।

তাল—খেমটা।

মরি হায় মনে কি তুমি ঠাউরে বসেছ।
শমন ভবন দেখতে মনে বাঞ্ছা করেছ।
ও দশরথের ছেলে,
এক বানেতে উড়ে গেলে,
পুনঃ কেন ফিরে এলে মৃত্যুকে সাধ করেছ!

দূত। ওহে দশরথের বংশধর! তুমি তোমার পিতার বংশ লোপ করতে ইচ্ছা করেছ? এবার বাবা সহজে হবে না। আমাদের মহারাজ বলেছেন তাঁর যুদ্ধ ঘণ্টা ধ্বনি ছয়বার ক'রলে তবে তাকে বীর বোধ করে তিনি সমরে আস্‌বেন। তোমরা তো প্রতিবারে দুইবার কোরে বাজাচ্ছ; আগে আমার সাক্ষাতে ছ'বার বাজাও তবে আমি রাজাকে সংবাদ দিব।

রাম। ভাই শত্রুঘ্ন!

শত্রুঘ্ন। দয়াময় প্রণাম হই আজ্ঞা করুন।

রামচন্দ্র। শত্রুঘ্ন! তুমি দূতের কথা মত যুদ্ধ ঘণ্টা ছয়বার শব্দ কর।

শত্রুঘ্ন। প্রভু রঘুনাথ! আপনার আজ্ঞা মত আমি চল্লাম।

(তিনবার ঘণ্টাধ্বনি করণ।)

শত্রুঘ্ন। দয়াময়! নিবেদন করি; রাবণের যুদ্ধঘণ্ট। তিনবার বই আমার বাজাবার সাধ্য হলো না।

রামচন্দ্র। ভরত!

ভরত। ঠাকুর, আজ্ঞা করুন।

রাম। দূতের কথানুযায়ী তুমি রাবণের যুদ্ধ ঘণ্টায় ধ্বনি কর।

ভরত। দয়াময়, নিবেদন করি। রাবণের যুদ্ধ ঘণ্ট। চারিবার বই আমার বাজাবার সাধ্য হলোনা।

রামচন্দ্র। ভাই লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য আজ্ঞা করুন।

রাম। দূতের কথানুযায়ী রাবণের যুদ্ধ ঘণ্টা ছয়বার শব্দকর।

(পাঁচবার ঘণ্টাধ্বনি করণ।)

লক্ষ্মণ দাশরথি! রাবণের যুদ্ধ ঘণ্টা-পাঁচবার বই আমার বাজাবার সাধ্য হলোনা।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! তবে আমি নিজে চল্লাম!

(ছ'বার ঘণ্টাধ্বনি করণ।)

দূত। হাঁ হাঁ, এইবার হয়েছে। কিন্তু বাবা। অনেক কষ্টে হয়েছে। যা হ'ক, রাজাকে সংবাদ দিই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ ভবন।

(রাজা ও দূত।)

রাবণ। দূত! পুনরায় কে এসে যুদ্ধ-ঘণ্টা ধ্বনি ক'র্লে? কে মৃত্যু ইচ্ছা ক'রে এই লঙ্কায় এসে উপনীত হ'ল?

দূত। মহারাজ! তারাই আবার এসেছে! এবার কিছু জাঁকজমক বেশী দেখ্লাম।

রাবণ। হাঁরে দূত! এবার আমাকেও কিছু কষ্ট পেতে হবে। কেননা, রণ-ঘণ্টায় ছ'বার শব্দ শুনেছি। যা হ'ক, আমি যাত্রা কল্লাম।

(রাণীর প্রবেশ।)

রাণী। মহারাজ প্রণাম হই। আপনি আজ রণে যাত্রা কচ্ছেন, আপনার চরণে আমি একটি নিবেদন করি। কৃপা করে দাসীর কথা গ্রহণ করুন।

রাবণ। মহিষি! যা ব'লতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

রাণী। প্রাণেশ্বর! আপনি ধনুঃশর ধারন করে জগদীশ্বরের সঙ্গে সমরে অগ্রসর হচ্ছেন। আর সেই রামকে শত্রু বলে মনে করেছেন। যিনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল—এই ত্রিভুবনের পুজনীয়, যিনি বিধির বিধাতা ও যাঁর নাম বিশেষ স্মরণ ক'র্লে ভবভয় নিবারণ হয়, সেই শমনদমন পুর্ণব্রহ্ম রাঘবের পদে শরণ ল'তে আপনার লাঘব কি? নাথ! দাসীর কথা রাখুন, রাম চরণে শরণ লন্। যুদ্ধে গমন করবেন না। তাঁর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে আপনি কখনই জয় লাভ করতে পার্‌বেন না। তিনি বাহুবলে দশাস্য রাবণের বংশ সমূলে ধ্বংস ক'রেছেন; অতএব ক্ষান্ত হন, আমি বারণ কচ্ছি।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

ওহে মহারাজ আজ তুমি সমরে যেওনা।
গিয়ে রণে ত্রিভুবনের মাঝে লজ্জা পেওনা।
দেখে কুস্বপন, অস্থির হয়েছে আমার মন,
তাই তোমায় করি বারণ,—
বিনয় করি পদে ধরি মান মান এ দাসীর মানা।

রাণী। প্রাণেশ্বর! আমি আপনার চরণে ধ'রে বারণ কচ্ছি, আজ রণে যেতে ক্ষান্ত হ'ন। আজ রণে গেলে আমার পোড়াকপালে সর্ব্বনাশ ঘটবে। আমাকে কাঙ্গালিনী ও অনাথিনী করবেন না। সূর্য্যবংশীয় রাজা দশ-

রথের পুত্র যে রামচন্দ্র আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে আগমন করেছেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নন্। রাক্ষসবংশ ধ্বংস ক'র্‌বার জন্য স্বয়ং বিষ্ণু অবনীতে জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন। অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে আপনি তাঁর চরণে শরণ লইলে ইহকাল ও পরকালে, উভয় কালেই মঙ্গল। জন্মজন্মান্তরে অসাধ্য সাধনা করে কত যোগী ঋষি যাঁকে ধ্যানে পান না, মহারাজ! আপনার ভাগ্যের কথা কি বল্‌বো, সেই মহাযোগীর ধ্যানের ধন রামচন্দ্র আপনাকে চরিতার্থ কর্‌তে এ লঙ্কায় আগমন করেছেন। অতএব আপনি তাঁর শরণাগত হউন।

রাবণ। প্রিয়ে! কেন বারংবার আমাকে নিষেধ কচ্ছো? আমি কখনই সম্মুখ সমরে পরাঙ্মুখ হতে পারব না। তুমি এত চিন্তা ক'রছ কেন? সেই রাম যদি পূর্ণব্রহ্ম হ'তেন তা হলে কি আমাকে বিনাশ ক'রতে তিনি লঙ্কায় আস্‌তেন? না—সামান্য দশানন বধ করতে সমুদ্র বন্ধন ক'রতেন? তিনি কোপ কটাক্ষে রাক্ষস বংশ ধ্বংস ক'রতে পারতেন। সেই ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব রাজা দশরথের পুত্র রামকে ভগবান বল কেন, তা কিছুই বল্‌তে পারি না।

রাণী। কান্ত! আপনি ভ্রান্ত হয়েছেন। সীতাকান্ত যদি নরকান্তকারী না হবেন, তবে তাঁর পদরজ-স্পর্শে গৌতম গৃহিণী শাপান্ত হলো কিরূপে? আর পদস্পর্শে কাষ্ঠতরি সোণা হয় একাল পর্য্যন্ত কি শোনা ছিল না? নামের গুণে জলে শিলা ভাসে এ কি আশ্চর্য্য নয়? বল দেখি, সামান্য মনুষ্য কি চোদ্দ বৎসর আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে জীবন ধারণ ক'রতে পারে? সেই রামানুজ লক্ষ্মণ অনায়াসে ক্লেশকর কার্য্যে ব্রতী হ'য়ে ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করেছেন। অতএব ক্ষান্ত হন্।

রাবণ। সেই ভবচিন্তা নিবারণ চিন্তা-মণিকে যদি চিন্‌তে পেরে থাক, তবে চিন্তা ক'রে দেখ আমার তুল্য ভাগ্যবান্ ভগবান ভবে আর কাকে করেছেন। মহিষি! তুমি আমাকে আর বারংবার নিষেধ ক'র না। আমি বিনা যুদ্ধে কখনই ভঙ্গ দিতে পার'ব না। সেই বালকের রণে ভঙ্গ দিলে, ত্রিলোকে বড় কলঙ্ক হবে। তুমি তার জন্য এত চিন্তা কচ্ছো কেন?

গীত।

তাল—আড়া।

এত নয় সামান্য পুণ্য ধন্য হলেম হে মহিষি।
যারে চিন্তা করে শিব হয়েছেন শ্মশানবাসী।
যার পদে পুরাণে শুনি, জনম নিলেন সুরধুনী
সেই প্রভু উদয় আপনি,
আজ আমার ভবনে আসি॥

রাবণ। প্রিয়ে! রাম যদি পূর্ণব্রহ্ম হন, তবে এর অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? সেই ঈশ্বরের শরে জীবন ত্যাগ ক'রলে যে, গোলকে স্থান প্রাপ্ত হব?

রাণী। নাথ! মনে করে দেখুন, ওই পদ মস্তকে ধ'রে সমস্ত জগত বাসীর উদ্ধারের পথ সংস্থাপন করেছেন। আর দেখুন, সকলেই জীবনান্ত কালে গঙ্গা জীবনে জীবন ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে। নাথ! গঙ্গাও ত ওই পদে জন্মগ্রহণ করেছেন? গয়া, গঙ্গা, গোলক সম্মিলিত ওই পদে প্রাণত্যাগ করে গোলকে বাস করতে ইচ্ছা করেন কেন? আপনার ভাগ্যের সীমা কি? এই লঙ্কা যে অদ্যাবধি দ্বিতীয় গোলক নামে বিখ্যাত হয়েছে? বলীরাজা স্বীয় সাধনে পাতালে বাস করে হরিকে দ্বারী করেছেন। আপনাকে বলী অপেক্ষা ধন্য বলি, বলী তাঁহার স্ত্রীর উপদেশে হরিচরণ মস্তকে ধারণ করেছেন। তখন ত লক্ষ্মী সঙ্গে ছিলেন না? আপনাকে উদ্ধার কর'তে লক্ষ্মী নারায়ণ লঙ্কায় উপস্থিত। পৌরুষান্বিত পুরুষেরা বিপদে পড়লে স্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করেন; অতএব আপনি আমার উপদেশ লন।

রাবণ। মহিষি! তুমি আর আমাকে বারংবার নিষেধ ক'র না! তিনি যে ভক্তাধীন; তাঁর স্মরণাগত হ'লে ভক্তকে কদাচ বিনাশ করবেন না। তা হ'লে ত আমার এ ঘৃণিত নিশাচর দেহ নষ্ট হবে না। অতএব এক্ষণে তাঁর শত্রু হওয়াই উচিত। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি পুরুষেরা শত্রুভাবে জীবন ত্যাগ ক'রে বৈকুণ্ঠে গমন ক'রেছেন। সুতরাং আমি এ যুদ্ধে ক্ষান্ত হ'তে পারব না।

গীত।

তাল—পঞ্চম সোয়ারি।

পারব না প্রেয়সী হ'তে ক্ষান্ত সমরে সংপ্রতি।
বিনাযুদ্ধে ভঙ্গ দিলে কাপুরুষ হবে খ্যাতি।
যদি রণে যায় জীবন, সে আমার মঙ্গল জান,
মান গেলে জীবন রেখে কি ফলোদয় হবে সতি

রাবণ। মহিষি! আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাত্রা কল্লাম, তুমি অন্তঃপুরে গমন কর।

রাণী। মহারাজ! যদি দাসীর কথা অগ্রাহ্য কল্লেন, তবে আর রোদনে কি ফলোদয় হবে, আমি অন্তঃপুরে চল্লাম।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণস্থল।

(রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, রাবণ, হনূমান ও দূত প্রভৃতি)

রাম। ভাই শত্রুঘ্ন। শতস্কন্ধ সমরে এসেছে, তুমি গিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে দুরাত্মাকে নিপাত কর।

শত্রুঘ্ন। প্রভু! প্রণাম হই, তবে রণে চল্লাম। ওরে দুরাত্মা নিশাচর! আজ আমার রণে নিশ্চয়ই সমর ক্ষেত্রে শয়ন করবি, তার আর সন্দেহ নাই।

রাবণ। ওরে ভ্রান্ত দশরথের চতুর্থ তনয়! তুমি কি জাননা যে তৃণ রাশি ভস্ম করতে অনলের কোন কষ্ট হয় না?

শত্রুঘ্ন। ওরে নিশাচর! তোর একথা শুনে আমার কৌতুক জ্ঞান হচ্ছে। আমি এ বিষয়ে তোরে কিছু উপদেশ প্রদান করি।

গীত।

তাল—আড়খেম্‌টা।

ভ্রান্ত দুরাচার, কি কারণে আর,
অনিত্য জীবনে এত অহঙ্কার।
ত্যজে পরমার্থ, বিষয় মদে মত্ত,
যাবে জেনো একদিন জীবন তোমার।
নলিনী দলেতে জীবন যেমন
নহে স্থির, তেমনি জেন এ জীবন,
জলবিম্ব প্রায়, জলেতে মিশায়
মিছে সংসারে,—
দেখ মুদিলে নয়ন সকল অন্ধকার।

শত্রুঘ্ন। ওরে নিশাচর! আর বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই; এক্ষণে আমার শরাসন সহ্য কর্।

(উভয়ের যুদ্ধ ও শত্রুঘ্নের পতন।)

হনুমান। প্রভু রঘুনাথ! ব'লতে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে। আজ রাবণের বাণে ঠাকুর শত্রুঘ্ন অচৈতন্য হয়েছেন।

রাম। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ওরে হনুমান! এতদিনের পর কি ভাই শত্রুঘ্ন হারা হলাম। আহা! কেনই বা উহাকে সঙ্গে এনেছিলাম? হায়, কি বলেই বা অযোধ্যাপুরে গমন করবো। ওরে আমার পাপ জীবন, তুমি এখনিই আমার দেহ হইতে বাহির হও। হায়! আমি যা ভাবলাম তাই হলো? হায়! মাতা সুমিত্রা যে ভাই শত্রুঘ্নকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন; আমি তাঁকে কি বলে প্রবোধ দিব? হায়, আমি কোথায় যাব? কোথায় গেলে ভাই শত্রুঘ্নকে পাব? হায় কেন

আমি তাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম? যদি জানতাম, তা হ'লে শত্রুঘ্নের সহিত জন্মের মত একবার সাক্ষাৎ ক'রতাম। আহা! ভাই আমার কোথায় গেল? আমার কপালে কি এই ছিল? ভাই একবার আমায় দেখা দেও।

গীত।

তাল—একতালা।

ওরে শত্রুঘ্ন, তোমার চাঁদ বদন,
না হেরে আজ আমার প্রাণ বিদরে।
তোমারে হারাইয়ে, পাষাণ তুল্য হয়ে,
কি বলিয়ে যাব অযোধ্যা পুরে।
সঙ্গে এনে তোমায় দিলাম বিসর্জ্জন,
হয়ে ভাই করলাম শত্রুর আচরণ,
সমরে কাজ নাই, এস প্রাণের ভাই,
বাসে যাই রে,—
মায়ের অঞ্চলের ধন তুমি দেই গে মায়েরে।

রাম। ভরত! আজ ভাই রাবণের বাণে ভাই শত্রুঘ্ন অচেতন হয়েছে। দুরাত্মাকে বিনাশ করতে তুমি একবার ধনুর্ব্বাণ ধারণ কর।

ভরত। ঠাকুর প্রণাম হই। তবে আমি চল্লাম। ওরে দুরাত্মা শতস্কন্ধ রাবণ শত্রুঘ্নকে বধ করেছ? আজ আমার শরে তোমার জীবন অবশ্যই নষ্ট হবে। এই আমি শর নিক্ষেপ কল্লাম।

(উভয়ের যুদ্ধ ও ভরতের পতন)

হনুমান। দয়াময়! আমার কি পোড়া অদৃষ্ট। আমি কি অশুভ সংবাদ দিবার নিমিত্ত দাস হয়েছিলাম? চিরকাল দুঃখের সংবাদ দিতে দিতেই আমার জীবন গত হ'লো। কখনও আপনাকে সুখী ক'রতে পারলেম না। এ দুঃখ এ জনমে যাবে না। ঠাকুর! আজ রাবণের বাণে ঠাকুর ভরত চৈতন্য হীন হয়েছেন। এক্ষণে যেমন আজ্ঞা হয়।

রামচন্দ্র। ওরে মারুতি! আমার অদৃষ্টে কি এত দিনের পর এই ঘ'টল! হায়! আমি প্রাণের ভরতকে বিসর্জ্জন দিলেম! আমি বাসে গিয়ে বিমাতাকে কি বলে প্রবোধ করবো? আমি আজ লঙ্কায় এসো কেবল ভ্রাতৃগণে হারাইতে লাগলাম? শেষে আমার কপালে কি আছে বল্‌তে পারি নে। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? হতভাগা রামের প্রতি একেবারে বিমুখ হয়েছ?

গীত।

তাল আড়া।

কি হলো অঞ্জনা সুত কি শুনালি
আজ আমারে।
কাঁদে এ প্রাণ, প্রাণের সমান,
ভরত এ সমরে মরে।
বিনাশীতে ভ্রাতৃগণে, কেন এলাম এ কাল রণে,
এখন আমার জুড়ায় জীবন,
গেলে প্রাণ রাবণের করে।
বলিবেন বিমাতা আমায়,
বনে দিয়েছিলাম তোমায়,
তাই আমার ভরতে বধে,
এলি রাম সাধ পূর্ণ করে।
কেমনে ভবনে যাব, বিমাতারে কি বলিব,
আবার বনবাসী হব,
বিদায় হলাম জন্মের তরে।

রামচন্দ্র। দেখ মারুতি! ভাই ভরতের শোকে আমার মন প্রাণ কোন মতেই প্রবোধ মানে না। হায়! আমি কেনই বা অগস্ত্য দেবকে শতস্কন্ধ রাবণের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে—ছিলাম? হায়, আমি কেনই বা তাঁর সাক্ষাতে রাবণ বধের প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? যুদ্ধযাত্রা কালে জানকী আমাকে বারংবার বারণ করেছিলেন, কেবল ভ্রাতৃগণে হারা হব বলেই তখন তাঁর কথা আমার ভাল লাগে নাই। ওরে প্রাণের ভাই ভরত! আমি আর তোর মলিন বদন দেখতে পারিনে। আমি বনবাসী হলে তুমি বাসে থেকে সমস্ত বনবাসের আচরণ করেছ। ভাই তোমার ভ্রাতৃভক্তি মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আর আমাকে

যন্ত্রণা দিও না। শীঘ্র উঠে এসো ভাই। তোমার মত এরূপ আজ্ঞাকারী ভাই আর আমি কোথাও পাব না। পিতৃ আজ্ঞায় আমি বনবাসী হ'লে তুমি আমার নিমিত্ত আপনার মাতা কৈকেয়ীকে কত অপমান করেছিলে। ভাই নিয়ত চৌদ্দ বৎসর কত কষ্ট পেয়ে আমার কাষ্ঠ পাদুকা পূজা করেছ। ভাই! তোমাকে হারা হব ইহা আমি কখন ভুলেও মনে করি নাই। আজ তোমার শোকে আমার প্রাণ জ্বলে জ্বলে উঠছে। কি বলে অযোধ্যায় যাবো? আর কি বলেই বা এ পোড়া মুখ দেখাব? ভাই তোমাদের ছেড়ে আমি অযোধ্যায় গিয়ে রাজত্ব করবো, তা কখনই মনে ভেবো না। ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার রাজ্যে। ধিক্ বিধাতাকে! আমি আবার রাজা হব! এখনি এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে শোক নিবারণ করবো।

গীত।

তাল আড়া।

আজ আমার প্রাণ তোর শোকে ভাই
জ্বলে যায় মরি।
ভরত রে! উঠে এসে দাদা বল
একবার তোরে কোলে করি।
প্রাণ হতে তোরে ভালবাসি, আমি হলে বনবাসী,
তুমি হয়ে গৃহবাসী, হয়েছ জটাধারী।
কি সুখে আর বেঁচে রব,
এমন ভাই আর কোথা পাব,
কি করিব কোথা যাব ত্রিভুবন শূন্য হেরি।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! রাবণের যুদ্ধে ভরত শত্রুঘ্নকে হারা হয়েছি। তোমার আমার কপালে কি আছে বল্‌তে পারিনে। যা হ'ক, এক্ষণে দুরাচার শতস্কন্ধ যাহাতে বিনষ্ট হয় তাহার চেষ্টা কর। ভাই! তুমি ইন্দ্রজিতজেতা; এক্ষণে রণে ভঙ্গ দিলে ত্রিলোকে বড় কলঙ্ক হবে।

লক্ষ্মণ। প্রভু, আপনার আজ্ঞানুযায়ী আমি সমরে যাত্রা কল্লাম। আশীর্ব্বাদ করুন, দাস যেন কৃতকার্য্য হয়। ওরে শতানন! বালক শত্রুঘ্ন ও ভরতকে বিনাশ ক'রে তুই কি অহঙ্কার কচ্ছিস? আমার শরাগ্নি সহ্য কর্।

কৃতান্ত আমি রে তোর দুরন্ত রাবণ,
লক্ষ্মণ আমার নাম, জন্ম রঘুকুলে।
সংহারিতে বীরসিংহ তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম।
দেহ রণ মোরে অবিলম্বে।
নিশাচর শমন যে ধরাতলে আমি।
দশানন সুত বীরবর ত্রিভুবন জয়ী নাম ইন্দ্রজিত
ইন্দ্রে জয় করি মরিল সে মম করে।
এই আমি বাণ নিক্ষেপ কল্লাম।

(উভয়ের যুদ্ধ ও লক্ষ্মণের পতন।)

হনুমান। (সরোদনে) ওহে দয়াময়! বল্‌তে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে। আজ রাবণের বাণে ঠাকুর লক্ষ্মণ ভূতলশায়ী হয়েছেন। বিধাতা কি একেবারে বিমুখ হয়েছেন? আমার কপালে কি এই লিখেছিলেন? হায় সুগ্রীব আপনার সহিত বন্ধুত্ব না ক'রলে আমার পোড়া কপালে কখনই এরূপ ঘটতো না। ঠাকুর লক্ষ্মণের নিমিত্ত আমার প্রাণ যে কেঁদে কেঁদে উঠছে। আমি আপনাকে ও লক্ষ্মণকে কিছু প্রভেদ ভাবতাম না। আমার প্রতি আপনার যেন অনুগ্রহ থাকে। কি ক'রব? আপনি আমাকে যেমন কার্য্যের ভারার্পণ করেছেন, আমি তেম্‌নি কচ্ছি; এজন্য আমার কোন অপরাধ নাই।

(রামের পতন ও মূর্চ্ছা।)

হনুমান। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ঠাকুর এমন হলেন কেন? গা তুলুন গা তুলুন। এরূপ হলেন কেন?

রামচন্দ্র। হায় মারুতি! আমাকে আজ কি সর্ব্বনাশের সংবাদ প্রদান ক'রলে! হায় লক্ষ্মণ! তুমি কি এতদিনের পর এই হতভাগ্য রামকে পরিত্যাগ করলে? ভাই! তোমার এ উচিত কর্ম্ম হ'ল? তুমি বনবাসে আমার সহচররূপে আমার জন্য কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগ করেছ। এত কষ্টের পর আমি আবার তোমাকে শতানন যুদ্ধে কষ্ট দিতে লয়ে এলেম, এজন্য কি মনের দুঃখে জীবন ত্যাগ করলে?

সীতা। মারুতি! আমার মন প্রাণ অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়েছে। শীঘ্র রণ সংবাদ প্রকাশ ক'রে চিত্ত সুস্থির কর।

হনুমান। জননি! আর আমাকে বারংবার রণ সংবাদ জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন? সে কথা আমি আপনার নিকট কোনমতেই ব'লতে পারিনে। সে কথা ব'লতে আমার বক্ষ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়।

সীতা। হনুমান! কেন তুমি রণ-সংবাদ ব'লতে এত কুণ্ঠিত হচ্ছো, আমিত কিছুই বুঝতে পারিনে? বাপরে! আর বিলম্ব করোনা, শীঘ্র বলে আমার মন সুস্থির কর।

হনুমান। জননি! তবে আমাকে কাজে কাজেই বলতে হলো। কিন্তু এতদিন পরে আমি বুঝতে পারলেম যে, এই সংবাদ দিবার জন্যই আমার মুখ পোড়া হয়েছিল। আজ যথার্থই পোড়ারমুখের কার্য্য ক'রলাম।

গীত।

তাল—আড়া।

ওগো জননি।
কি সুধাও সন্তানে, কেমনে বলিব মা,
বলিতে আমার কেঁদে হয় ব্যাকুল পরাণি॥
আজ রণে, রাবণের বাণে,
জনক আছেন অচেতনে,
অনুপায় হেরি এক্ষণে উপায় পদ দু'খানি॥

হনুমান। ওগো জননি? আজ রাবণের বাণে জনক রণে পতিত হয়েছেন। আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমি অধিক আর কি বর্ণনা ক'রবো।

(সীতার মূর্চ্ছা।)

হনুমান। হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো।

ওরে হনুমান এতদিনের পর কি এ দুঃখিনী রামচন্দ্রে হারা হলো? হায়! প্রভু রঘুনাথ! তুমি কি দোষ পেয়ে কাঙ্গালিনীকে আবার পরিত্যাগ করলে? এই জন্যই আমি যুদ্ধ যাত্রাকালে আপনাকে বারংবার বারণ করেছিলাম। সে কথা না শুনে, আমাকে জনমের তরে অনাথিনী করলেন? হায়! বিধাতা তোমার মনে কি এই ছিল?

গীত।

তাল—খং।

আমার এই হলো কি পোড়া কপালে এখন।
এত দিনের পরে আমি হারা হলাম শ্রী[illegible] ধন।
বনে গেলাম স্বামীর সনে, হরে [illegible] দশাননে,
কত কালের পর, বিধির কৃপা[illegible]লে,
দেখলাম জীবন কান্তের শ্রীচরণ।
আজ কেন এ লঙ্কায় এলাম,
প্রাণ পতির মৃত্যু দেখিলাম,
জন্মের মত দিলাম আমি সর্ব্বস্বধন বিসর্জ্জন।

সীতা। বাছা পবন নন্দন! ঠাকুর রঘুনাথের শোকে আমার এ পাপ জীবন রাখবার ইচ্ছা নাই; চল, জন্মের মত একবার শ্রীরামের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে আসি।

হনুমান। তবে আমার সঙ্গে আসুন। যে স্থানে প্রভু রঘুনাথ রাবণের প্রহারে পর্ব্বত তলে অচেতন হয়ে আছেন আপনাকে তথায় লয়ে যাই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি অচেতন অবস্থায় পতিত।

(সীতা ও হনুমান।)

হনুমান। জননি! এই দেখুন।

সীতা। দয়াময়! একবার গা তুলুন। দেখুন, আপনার চিরদুঃখিনী পত্নী জানকী জন্মের মত বিদায় হতে এসেছে। যদি আমাকে শ্রীচরণে বঞ্চিতা করবেন মনে জানতেম, তবে কেন এত কষ্ট পেয়ে দশাননের বংশ নিপাত করে আমাকে লঙ্কা হ'তে উদ্ধার করেছিলেন? হায়! প্রভু তোমার মনে কি এই ছিল?

গীত।

তাল—আড় খেম্‌টা।

পা তোলো নাথ আজ আমার জীবন যায়।
ডাকি কাতরে তোমায়।
হেরি একি অসম্ভব, সোনার অঙ্গ তব,
কেন হে প্রাণ পতিত ধরায়।
দশাননের বংশ করিয়ে সংহার,
করেছিলে হে নাথ, আমারে উদ্ধার,
কি কষ্ট তোমার,—
আবার কি অপরাধ পেলে, কেন তেয়াগিলে,
এ দুঃখিনী এখন কার কাছে দাঁড়ায়।
মধু মাখা বাক্যে ও হে জীবনধন,
প্রিয়ে বলে একবার কর সম্বোধন,
জুড়াক এ জীবন,—
আমার সর্ব্বস্বধন তুমি, তোমার প্রিয়ে আমি,
মন প্রাণ সঁপেছি তোমার রাঙ্গা পায়।

সীতা। হায় রঘুনাথ! এত দিনের পর এ দুঃখিনীর অদৃষ্টে কি এই ঘটলো? দেখ, প্রভু! যার শরীরে রৌদ্র লাগ্‌লে তুমি মনে অতি কষ্ট পেতে, এক্ষণে তোমার সেই সীতা একাকিনী নিরাশ্রয়ে পাগলিনীর মত রোদন কচ্ছে, একবার দৃষ্টি কর! নাথ, আমি তোমাকে আবার হারা হব, স্বপ্নেও জানতাম না। দেহ! তুমি আর কি সুখে আছ? এখনই পতন হও। হা বিধাতঃ! বোধ হয়, দুঃখ ভোগ কর্‌বার জন্য তুমি আমাকে সৃষ্টি ক'রেছিলে। বিধি! তুমি এখনই আমার মস্তকে বজ্রাঘাত কর; আমি ঠাকুর রামচন্দ্রের সহগামিনী হয়ে জীবন সুস্থ করি। আর যন্ত্রণা সইতে পারিনে।

গীত।

তাল—খং।

দাসীর দশা কি হবে বল এখন।
আমি কত জন্ম জন্মান্তরে,
(আমার কে আছে আর ভবের মাঝে,
তোমার চরণ বিনে জানিনে রাম,)
অসাধ্য সাধনা কোরে পেয়েছিলাম অমূল্যধন,
তোমার ওই রাঙ্গা চরণ॥
আজ আমি হে গুণনিধি,
সে ধন হারা হলাম্ যদি,
এ পাপ জীবন রেখে আর কি প্রয়োজন॥
তোমার শোকে আমার জীবন জ্বলে,
(আর তো মলিন বদন দেখতে নারি,
কারে ব'লবো হে নাথ, তোমা বিনে,)
জুড়াই দিয়ে জীবন জলে,
নতুবা অনলে আমি এখনি হব দাহন॥
ভেবেছিলাম মনে মনে, আর পাবনা তোমা ধনে,
যখন আমায় হরে নিলে দশানন।
তুমি তায় কত যন্ত্রণা পেলে,
(মনে হলে জীবন কেঁদে উঠে,
সে সব জান তো রাম গুণনিধি,)
বনপশু আরাধিলে,
আমার জন্য গুণসিন্ধু ক'রেছ সিন্ধু বন্ধন॥

সীতা। ওরে মৃত্যু! তুমি আমায় কি সুখে রেখেছ? আমাকে ত্যাগ কোরে আর্য্যপুত্রকে নিয়ে কেন আমায় অনাথিনী ক'রলে? তুমি এখনই আমাকে হরণ কর। ওমা বসুমতি! তুমি মা হয়ে কেমন কোরে কন্যার যন্ত্রণা দর্শন কচ্ছো? মা! তোমা বিনে এ দুখিনীর আর কেউ নাই। মা! আমি জনমাবধি দুঃখভোগ ক'রেই কালযাপন কচ্ছি; সুখ যে কাকে বলে তা তো এক দিনের জন্যও জানতে পারি নাই। জননি! আর আমি যন্ত্রণা সইতে পারিনে। তুমি আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও। হায়! আর্য্যপুত্র! তুমি কেন আমাকে রাবণ হস্ত হতে মুক্ত করলে? মুক্ত না হ'লে তোমার এ অবস্থা আমাকে দেখতে হতো না। ঠাকুর! তোমার মলিন বদন দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; একবার এ দাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

গীত।

তাল—আড়খেম্‌টা।

কাঙ্গালিনী আছে আর কে কোথায়
আমার মত এ ধরায়।
গেল এ জনম কাঁদিতে, যন্ত্রণা পাইতে,
বিধি কেবল সৃষ্টি করেছেন আমায়।

কোথা স্বামী রাজা কোথা বনবাসী,
সঙ্গে গেলাম আমি হইয়া তাঁর দাসী,
যা ভাল বাসি ;—
বিধি বনে বিড়ম্বিল, তাতে বাদ সাধিল,
দশানন আমারে হরে লয়ে যায়।
উদ্ধারিলেন পতি কত কষ্ট পেয়ে,
হলাম রাজমহিষী ভবনে আসিয়ে,
সে সব ভুলিয়ে, আবার অবিচারে,
বিধি হলো এমন বাদী,—
বজ্রাঘাত আজ করলে আমার মাথায়॥

সীতা। ওহে প্রভু রামচন্দ্র! এ দুঃখিনী তোমার শ্রীচরণ পার্শ্বে রোদন ক'রছে। একবার চন্দ্রাননে প্রিয়ে বলে সম্বোধন করে উত্তপ্ত জীবন শীতল কর।

হনুমান। জননি জনক নন্দিনি! আপনি কেন এত কাতরা হয়ে রোদন কচ্ছেন? আপনার রোদনে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে মা! আপনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, আমিও ততক্ষন পর্য্যন্ত জীবিত থাকব। মা, আমার এ বিষয়ে বিশেষ দোষ নাই। প্রভু আমার জন্য কত কষ্ট পেয়েছেন, আমিও তাঁহার নিমিত্ত কত দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু হাজার কষ্ট পেয়েও যখন আমি তাঁর পাদপদ্ম দর্শন ক'রে পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে দিতেম, তখন আমার সকল কষ্ট দূর হ'তো। হায়! আমি কোথায় যাব? কোথায় গেলে এই প্রভুর মত প্রভু পাব? মা! আমার মন প্রাণ যে কেমন কচ্ছে? যদি দেখাবার হ'ত তাহ'লে এখনই আপনাকে দেখাতাম। মা! আপনি কি পূর্ব্ব কথা সকলই বিস্মরণ হয়েছেন? আমি আপনার চরণে নিবেদন করি, শ্রবণ করতে আজ্ঞা হয়!

গীত।

রাগিণী টৌরি—তাল কাওয়ালী।

আর কেন রোদন কর ওগো জননী।
এ ত নয় জনকের বধ্য যান আপনি॥
এ শোক দুঃখ সংবর, ধর মা কোদণ্ড ধর,
মরবে রাবণ মা তোমার শরে এখনি।

হনুমান। জননি! আপনি শোক সংবরণ ক'রে শীঘ্র ধনুঃশর ধারণ করুন। আপনি শর নিক্ষেপ ক'রলে দুরাত্মা শতানন এখনই নিপাত হবে—সন্দেহ নাই।

সীতা। হনুমান! তবে আমি সমরে গমন করি।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাক্ষস-রাজপুরী।

(রাবণ ও দূত।)

দূত। মহারাজ! দশরথের চারি পুত্র আপনার সমরে পতিত হয়েছে। আজ অকস্মাৎ একটী শ্যাম বর্ণা রমণী ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে রণে প্রবৃত্ত হয়েছে। আপনাকে সংবাদ দিলাম, যেমন আজ্ঞা হয়।

রাবণ। ওরে দূত! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! ত্রিলোক বিজয়ী প্রতাপশালী অমররাজ ইন্দ্র আমাকে শমন জ্ঞান করে; রমণী হ'য়ে সমরে এসেছে—এ অতি আশ্চর্য্য ও অসম্ভব কথা। দূত! এ কথায় আমার কৌতুক জ্ঞান হচ্ছে।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

সমুন প্রাণে আর রমণীতে রণ করে।
সাধ কোরে পতিত হ'য়ে পতঙ্গ পাবকে মরে।
আমি প্রহারিলে বাণ, সুরাসুর কম্পমান,
বধিব অবলার প্রাণ, কলঙ্ক হবে সংসারে।

রাবণ। দূত! ওরে শীঘ্র সমরে যাই চল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণস্থল।

(সীতা, হনূমান ও রাবণ প্রভৃতি।)

রাবণ। তুমি কে? কার কামিনী সমরে ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রেছ? রমনী হ'য়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, এ অতি আশ্চর্য্য কথা! যা হ'ক, শীঘ্র পরিচয় প্রদান কর।

সীতা। ওরে পাপাত্মা রাক্ষস! আমি শ্রীরামের পত্নী! আমার নাম সীতা। তুমি আমার স্বামীকে ও দেবর ত্রয়কে সমরে পাতিত করেছ; আজ আমি তোমার শোণিতে আমার শরকে স্নান করাইয়া সে দুঃখ দূর ক'রবো—এই অভিপ্রায়ে রণস্থলে এসেছি! এই আমি শর নিক্ষেপ ক'রলাম, ক্ষমতা থাকে সহ্য কর।

(সীতা কর্ত্তৃক বাণ নিক্ষেপ, রাবণের ছিন্ন মুণ্ড হওন ও পলায়ন।)

সীতা। মারুতি! আমি রাবণের মস্তক ছেদন কল্লাম। কিন্তু এ দুরাত্মা ত কোন মতে বধ হয়না। উপায় কি করি কিছুই স্থির ক'রতে পারিনে।

হনুমান। জননি? আপনার এরূপে রাবণ কোন মতেই বধ হবেনা। আপনি অসীতা রূপ ধারণ করুন। তা হ'লে এখনই ওই দুরাচার ধ্বংস হবে। কেননা দুরাচার অসীতা রূপের ভক্ত ও বধ্য, আমি অবগত আছি।

সীতা। হনুমান! তবে আমি সীতারূপ গোপন ক'রে অসীতা মূর্ত্তি ধারণ করি।

(সীতার অসীতা মূর্ত্তি ধারণ।)

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

ঘোর যুদ্ধে শতস্কন্ধ রাবণ বধিতে।
ত্যজে রূপ অপরূপ কালস্বরূপ
সীতা হইলেন অসীতে!
বামা বিকট দশনা
লোলিত লোল রসনা,
মহাকেশী দিগ্বসনা মগনা শোণিতে।

দূত। মহারাজ! আপনার বাণে দশরথের চতুর্থ পুত্র সমরে পতিত হয়েছেন। তার পর কোথা হইতে এক স্বর্ণবর্ণা রমণী এলো, সে আপনাকে পরাজয় করতে পারলে না। আবার কোথা হতে এক কেলে ভয়ঙ্কর মাগী এলো! মহারাজ! দেখে শুনে যে ভয় হচ্ছে?

রাবণ। দূত! ভয় কি? তিনি যে আদ্যাশক্তি ভগবতী বিশ্বরূপা বিশ্বের জননী।

দূত। সে কি মহারাজ! তিনি যদি বিশ্বের জননী ভগবতী হতেন, তবে এমন এলো থেলো উলঙ্গিনী, আলুলায়িত কুন্তলা কেন?

রাবণ। দূত, তুইকি তাঁকে চিন্‌তে পারিস? অনন্তকাল সাধনা করে যোগী ঋষিরা যাঁকে চিনতে পারেন না, তাঁকে চেনা কি তোর সাধ্য। সাধ্যা সতী পতিধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। পতি সন্ন্যাসী হলে সতী সন্ন্যাসিনী, পতি ভিখারী হলে সতীর ভিখারিণী হওয়াই উচিত। এই বিশ্বমাতার পতি দিগম্বর বোলে বস্ত্র পরিত্যাগ করেছেন; অমর কিন্নর, নর, যোগী, ঋষি সকলেই আদ্যাশক্তির চরণে স্মরণাগত। মাতার মাথার কেশ বিবেচনা ক'রল, মস্তক হ'তে পদের মহিমাই অধিক, তবে আর আমি বন্ধনগ্রস্ত হয়ে না থেকে চরণে স্থান লইগে। এই জন্য আলুলায়িত হয়ে নিম্নভাগে লম্বিত হ'য়ে পদস্পর্শ করেছে। পার্ব্বতী বিবেচনা ক'রলেন যে, আমার চরণে স্মরণ নিলে জীবের ভবযন্ত্রণা শমনভয় দূর হয়, তবে ওরা আর সামান্য বন্ধনে থাকবে কেন? আমি জন্মের মত ওকে বন্ধন হ'তে মুক্তি দিলাম। এ জন্যই কেশ আলুলায়িত হইল এবং মা মুক্তকেশী নাম ধারণ ক'রলেন। দূত! ওকি সামান্য পদ! ও পদের মহিমা বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। দূত! পূর্ব্বে যে স্বর্ণবর্ণা রমণীকে

রণে দেখেছিলি তিনি আদ্যাশক্তি ভগবতীর রূপান্তর মাত্র। যেমন নদ নদী সমস্ত এক-সাগরের শাখা, যেমন সমস্ত বিশ্ব এক হতে উদ্ভুত, তেমনি এই মহেশমোহিনীকেই সমস্ত শক্তির মূলাধারা জেন।

দূত। মহারাজ ভবে আপনার তুল্য পুণ্য-বান্ ব্যক্তি এই ত্রিসংসারে আর কেহই নাই।

অসীতা। ওরে পাপাত্মা নিশাচর! নিশা-চর-বংশ-ধ্বংসকারী প্রভু রামচন্দ্রের শোক নিবারণ জন্য আজ আমাকে এত কষ্ট পেতে হ'ল।

রাবণ। ওগো জননি! আজ কি অস-ম্ভব হেরি! আপনি কৈলাসধাম ত্যাগ করে এ দাসকে বিনাশ করতে লঙ্কায় আগমন করে-ছেন! হায়! আজ আমার পরম সৌভাগ্য। আজ আমার কি শুভ দিন! মা, তোমার ওই পাদপদ্ম পাবার জন্য আমি এতকাল সাধনা কচ্ছি; সংপ্রতি শ্রীচরণে একটী নিবেদন করি।

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল তিওট।

মা কেন তোমার আগমন রণে।
ওগো দিগ্বসনা, কি বাসনা মনে।
হয়ে জননী বধিবে কি সন্তানে।
কেন শরাসন করেছ ধারণ,
বিনাশিতে দাসে এত কষ্ট কেন,
শিবরাণী শ্যামা, ভুলেছ কি মা,
সদা আমিত আশ্রিত ওই চরণে।

রাবণ।

জয় শিবে শুভকরী, শিব দেগো শঙ্করী,
দেবী দিগম্বরী ভয়ঙ্করা।
জয় কালী কপালিনী, ত্রিলোক পালিনী,
ত্রিগুণ শালিনী তাপ হরা॥
জয় ত্রিলোক কারিণী, ত্রিলোক তারিণী,
ত্রিতাপ বারিণী ত্র্যম্বক তারা।
জয় বৈরি বিঘাতিনী দৈত্য নিপাতিনী,
ব্রহ্ম সনাতনী সারাৎসারা॥
জয় রণ-তরঙ্গিনী, সুরঙ্গ রঙ্গিনী,
প্রমথ সঙ্গিনী, পরাৎপরা।
জয় বিশ্ব বিকাশিনী, বিশ্ব বিলাসিনী,
বিশ্ব বিনাশিনী, বিশ্বোদরা॥
জয় যোগীন্দ্র কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী,
রবান্দু দামিনী, দর্পহরা।
জয় বিশ্বভাণ্ডোদরী, হে পরমেশ্বরী,
অতুল সুন্দরী, সুরূপধরা॥
জয় শ্মশানশায়িনী, আনন্দদায়িনী,
মোক্ষ বিধায়িনী নারী বরা।
জয় শ্রী-অঙ্ঘ্রী প্রদানে, কৃতান্ত সদনে,
দ্বিজ ব্রজমোহনে মুক্ত করা॥

গীত।

রাগিণী আলাহিয়া—তাল আড়া।

পার্ব্বতীর ওই পদে।
নিলে স্মরণ মরণ ভয় যায় দূরে,
সুরাসুরে সাধি পদ পূর্ণ সাধ সদা রন নিরাপদে॥
কে জানে পদ মহিমা বর্ণিত বেদ পুরাণে
বিরিঞ্চি ব্রহ্মাদি যাঁর পদ আরাধে,
কি জানি কে লয় হরি, ঐ ভয়ে নিজে প্রহরী,
আপনি শঙ্কর পদ রেখে আপন হৃদে।

রাবণ। দেবতা গন্ধর্ব্ব অসুর কিন্নর নর—সকলেই আপনার যে অভয় পাদপদ্ম পাবার জন্য কষ্ট সহ্য ক'রে অনন্তকাল সাধনা কচ্ছে, সেই অসাধ্য সাধনের ধন রাঙ্গা চরণ আজ আমি অনায়াসে দর্শন করে চরিতার্থ হলাম। আমার ইহাঁর অধিক আর ভাগ্য কি আছে? এক্ষণে কৃপা করে আমার এই ঘৃণিত নিশাচর দেহ বিনষ্ট করুন। আপনার চরণের গুণেই আমি অবশ্য মুক্তি লাভ ক'রবো। যেমন পরশের গুণেই লোহের নিকৃষ্টতা দূর হয়, তেমনি ওই চরণস্পর্শে এই অবহ্য নিশাচর দিব্যদেহ প্রাপ্ত হ'বে।

অসীতা। ওরে ভক্ত! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি বটে; কিন্তু সংপ্রতি তোমাকে একটী কথা বলি, তার মর্ম্ম অবগত হও।

গীত।

রাগিণী টৌরি—তাল আড়া।

জীবন হয়েছে শেষ বধিব আমি তোমারে।
কেন বৃথা দিন যাপন কর অনিত্য সংসারে।
ত্যজে বিষয় বাসনা, কর রামের উপাসনা,
হইবে পূর্ণ কামনা, গমন কৈবল্য পুরে।
দারাসুত ধন জন, সকলি নিশির স্বপন,
ভ্রান্তি বসে বলো সদা আপন কারে,—
দেখলে আজ রামের পদ, শান্তি হলো সর্ব্বাপদ,
মোক্ষপদ তোমার হবে,
প্রাণ ত্যজিলে আমার করে।

অসীতা। নিশাচর! তুমি আজ আমার আরাধ্য দেবতা রামের জীবন নষ্ট করেছ, সেই অপরাধের দণ্ড স্বরূপ তোমাকে বিনাশ ক'রব।

রাবণ। মা! আপনি আমার জীবন নষ্ট করুন তাতে আমার কোন দুঃখ নাই। আপনি জীবন নষ্ট করেন—এই বাসনায় আমি এত দিন আপনার আরাধনা ক'রছি। পিতা ত্রিলোচন ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য শব হয়েছেন; মা! পিতা শব হলে সন্তানগণ পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। মা! আমি ত আপনাদের সন্তান; তবে ত পিতা পঞ্চাননের হৃদয় ভাণ্ডারের ধন আপনার ওই রাঙ্গা চরণধনে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। আপনার অনুগ্রহ নিগ্রহ দুই তো তুল্য! তবে প্রভেদের মধ্যে অনুগ্রহটী শীতল জল, নিগ্রহটী উত্তপ্ত জল। কিন্তু দুই জলেই প্রজ্জ্বলিত পাপাগ্নি নির্ব্বাণ ক'রতে পারে। সুতরাং অকৃপাতেও আমার পারত্রিক নিস্তারের পথ জানবেন। এক্ষণে আপনার চরণে একটী নিবেদন করি, আমার সেই প্রার্থনাটী পূর্ণ ক'রতে হবে।

গীত।

তাল—একতালা।

ব'লি তাই, আমার নাই অন্য বাঞ্ছা এক্ষণে,
বাসনা এই মনে।
কাতরে জানাই মা তোমায়,
চরণে স্থান দিও আমায়।
হর যাঁরে না পান ধ্যানে,
ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্ম জ্ঞানে,
আমার কি ভাগ্যোদয়
অনায়াসে পেলাম সেই ধনে।
বিশ্বের জননী তুমি, বিশ্বমাঝে আছি আমি,
তোমায় মা জেনে, নাম ধরেছ নিস্তারিণী,
দীন তারিণী পতিতপাবনী গো,—
জানি নামের গুণ তারিলে এ দীন ব্রজমোহনে।

রাবণ।

জয় কাল কান্তা কামদা কপালী কালী।
কুল কুণ্ডলিনী কংকালী করালী॥
গয়া গঙ্গা গৌরী গণেশজননী।
গতি প্রদায়িনী গিরীশগৃহিণী॥
তুমি চণ্ডি প্রচণ্ড চণ্ডদলনী।
চৈতন্য রূপিণী চন্দ্রচূড় রাণী॥
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা যজ্ঞেশ্বরী।
জাহ্নবী যমুনা যোগেশ্বর নারী॥
ত্রিলোক তারিণী ত্রিভুবন জননী।
কে জানে তব তত্ত্ব ত্রিগুণধারিণী॥
দিগম্বরী দেবী দুর্গতিহারিণী।
দীন-দুঃখ-হরা শমন দমনী।
পশুপতি পত্নী পতিতপাবনী।
পরমেশ্বরী পার্ব্বতী দীনপালিনী।
বগলা বিমলা বাণী বরদায়িনী।
হে ভৈরবী ভীমা ভীষণা ভবানী।
মহেশ মহিলা মহাদেবী মায়া।
শিবে সর্ব্বানী সারদা শঙ্কর জায়া।
কর হৈমবতী কৃপা দীন জনে।
জীবনান্ত কালে দেমা স্থান চরণে॥

রাবণ। মা! তুমি নিরাকার ব্রহ্ম স্বরূপা। তুমিই ত সাকারা সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ ইত্যাদি দশ অবতার। তুমিই ত কালী তারা দশমহাবিদ্যা। তুমি পুরাণ বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, স্বত্বঃ রজঃ তমঃ, অতীতা; অথবা ত্রিগুণ সম্পন্না। তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান, জ্ঞান, জীবাত্মা, পরমাত্মা,

বিদ্যা, বুদ্ধি, দিবা শর্ব্বরী তুমি প্রাতঃ, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, গীত, গীতা, তুমি পঞ্চ উপাসকের ইষ্ট দেবতা। তুমি গঙ্গারূপে শিবের শিরে, কালীরূপে শিব বক্ষে বিরাজিতা। শৈবের শিব তোমারই স্বামী, গাণপত্যের গণেশ বৈষ্ণবের বিষ্ণু তোমারই সন্তান। শাক্তের শক্তিরূপে, তুমি বিদ্যমান; শৈবের সূর্য্য তোমারই তেজস্বরূপ। এ দাসের দুর্গতি দূর কর বলেই দুর্গা নাম ধারণ করেছ। পণ্ডিতেরা তোমার নামের মহিমা অবগত থাকলেও তোমার নামের গুণে অবশ্যই মুক্তি লাভ করবে। মাগো! তরিবার জন্য তোমার তারা নাম।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

তারা নাম আর কার বল আছে মা তারা।
ওরে জীব গো ভবদারা তোমারি দ্বারা।
এ ভবসিন্ধু তরিতে, মা তোমার পদতরিতে,
অনেকে স্থান পেয়েছে যারা।
অনায়াসে দুঃখ নাশে, মুক্তি পায় তারা।
যদি মুক্তির অকিঞ্চন, কর দাস ব্রজমোহন,
দিবানিশি রাখো না কেন,
তারা রূপে দীনে জ্ঞান নয়নের তারা।

রাবণ। মা! আমি বারংবার নিবেদন কচ্ছি। আমার এ বাসনাটী পূর্ণ করবেন।

অসীতা। ওরে ভক্ত! তুমি আমার প্রহারে জীবন পরিত্যাগ করে অবশ্যই কৈলাসে স্থান প্রাপ্ত হবে। সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। সংপ্রতি আমি শর নিক্ষেপ করি সহ্য কর।

(উভয়ের যুদ্ধ।)

অসীতা। বাছা হনুমান! আমি বারংবার রাবণের শিরশ্ছেদ ক'রলাম, রাবণ কি কোন রূপেই মরে না? কি উপায় করি বল দেখি?

হনুমান। জননি! ব্রহ্মার বরে ওর এক বিন্দু শোণিত ভূতলে পতিত হলেও পুনরায় জীবিত হবে। আপনি রসনা বিস্তার করে ওর সমস্ত রক্ত শোষণ ক'রে উহাকে নির্জ্জীব করুন তা হলেও দুরাত্মা এখনই নিপাত হবে সন্দেহ নাই।

অসীতা। হনুমান তবে তাই করি।

(উভয়ের পুনরায় যুদ্ধ এবং অসীতার খড়্গাঘাতে রাবণের মৃত্যু।)

অসীতা। বাছা মারুতি! বোধ হয় এই-বার রাবণ ধ্বংস হয়েছে। সংপ্রতি আমি তোমাকে একটা কথা বলি, শ্রবণ কর।

গীত।

তাল—আড়খেমটা।

দেখরে মারুতি এসে রাবণে বধেছি আমি।
দূর কর মন বেদনা বিলম্ব করন তুমি।
হয়ে এলাম এ সমরে, আনন্দ নাহি অন্তরে,
রয়েছেন ঐ ধরাপরে অচেতনে ভুবনস্বামী।
যে ধন বিনে আমার, তুচ্ছ জ্ঞান এ সংসার,
অন্যে কি জানিবে বাছা,
জানে সেই অন্তর্যামী।

অসীতা। বাছা পবন কুমার! এই তো রাবণ বধ হয়েছে, সংপ্রতি আমি অসীতামূর্ত্তি সংবরণ করি। কিন্তু আজ সাতদিন পর্য্যন্ত ঠাকুর রামচন্দ্র শক্তিশেলে অচেতন আছেন। তুমি তাঁকে শীঘ্র চেতন কর।

হনুমান। ঠাকুর। গা তুলুন; আর কেন ধরাতলে পড়ে অচৈতন্য রহিলেন? দুরাত্মা শতানন বিনাশ হয়েছে। একবার উঠে দৃষ্টি করুন।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী তাল—আড়খেমটা।

গা তোল চঞ্চল হল আমার এ জীবন।
আর কেন ধরা শয়নে ধার শ্রীচরণ।
তোমা বিনে দয়াময়, হেরি ভুবন শূন্যময়,
এই দেখ হয়েছে ধ্বংস দুষ্ট শতানন॥

হনূমান। ঠাকুর, আপনার চরণে ধরে বিনয় করি, একবার গা তুলে আমাদের মনপ্রাণ সুস্থির করুন।

রামচন্দ্র। (চেতনাপ্রাপ্তে) বৎস হনুমান! আমাকে শীঘ্র ধনুঃশর প্রদান কর। আমি এখনই দুরাচার রাবণকে ধ্বংস ক'রবো।

হনূমান। ঠাকুর, আর আপনি চিন্তা করবেন না; এই দেখুন রাবণ বধ হয়েছে

রাম। পবন কুমার! আমি যে বাণ প্রহারে অচৈতন্য হয়েছিলাম, বোধ হয়, রাবণের তাতেই জীবন নষ্ট হয়েছে। আমি যার বাণে আমি চারি ভ্রাতা সহিতে অচেতন হয়েছিলাম, সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাবণকে বধ করবে ত্রিলোক মধ্যে এমন ব্যক্তি আর কে আছে?

হনুমান। ঠাকুর, নিবেদন করি। জনক-নন্দিনী অসীতা মূর্ত্তি ধারণ করে রাবণকে বধ করেছেন।

রামচন্দ্র। হনুমান! কি অসম্ভব কথা! কি অসম্ভব কথা! সীতা আমার আজ অসীতা রূপ ধারণ করে এই ভয়ানক বীরকে ধ্বংস করেছেন! জনকতনয়ে! হনুমানের মুখে শুনলাম তুমি নাকি অসীতা রূপ ধারণ করে রাবণ বধ করেছ?

গীত।

তাল—তিওট।

আমি তোমারে সুধাই হে সুধামুখি।
স্বরূপ কথা বল আমায় জানকি,
বিরূপ হওনা কি রূপ সে দেখাও দেখি।
বিশ্বরূপা তুমি সতী, নানা রূপে রূপবতী,
দেখিলে রূপ সংপ্রতি,
আমি হই প্রিয়ে পরমসুখী।

রামচন্দ্র। জানকি! আমি তোমাকে একান্ত অনুরোধ কচ্ছি, আমাকে তোমার অসীতা মূর্ত্তি দেখায়ে বাসনা পূর্ণ কর।

সীতা। প্রভু! সে রূপ আপনাকে আর কোন রূপেই দেখাইতে ইচ্ছা নাই। তবে আজ আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারব না। এই রূপ ধারণ কল্লাম দৃষ্টি করুন।

(সীতার অসীতা রূপ ধারণ।)

রামচন্দ্র। হায়, আজ আমার কি শুভ দিন! কি অপরূপ দর্শন কল্লাম? হনুমান! শীঘ্র আয়োজন কর; আজ আমি মহাদেবী অসীতার পূজা করবো।

হনুমান। যে আজ্ঞা; প্রভু! তবে আমি পূজার আয়োজন করি।

(শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক অসীতা পূজা ও শ্রীরামচন্দ্রের অসীতা-স্তব।)

অনাদ্যা অনন্ত রূপা অচিন্ত্যা অম্বিকা সতী।
অজরা অমরা অদ্রি-অঙ্গজা অগতির গতি॥
সাবিত্রী শঙ্করী সাধ্বী স্বয়ম্ভূবা সনাতনী।
শম্ভু উরোপরি স্থিতা শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী।
কামাখ্যা কামারিকান্তা কামদা কালরূপিনী।
কালরাত্রি কালকর্ত্রী কলুষ-কুল-নাশিনী।
সারদা বরদা শিবে শৈলজা অসীতা সীতা।
গীর্ব্বাণগণ পালিকা গায়ত্রী গিরিজা গীতা।
তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান জ্ঞান সন্ধ্যা বাসর শর্ব্বরী।
প্রপন্ন-জন-পালিকা পার্ব্বতী পরমেশ্বরী॥
ভূতেশ ভামিনী ভীমা হে ভবানি ভগবতি।
গণেশ জননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী॥

রামচন্দ্র। হে দেবি! আমি আজ তোমার পূজা সমাপন কল্লাম। দেখ আজ মকরের কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী। তুমি রাবণ বধে অসীতা রূপ ধারণ করে যে রটনা কল্লে, আজ হতে আমি তোমার রটন্তী স্থাপন কল্লাম। এই মাঘ মাসে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী দিবসে আমার পূজা অনুযায়ী ত্রিলোকে তোমাকে পূজা করবে। এক্ষণে কার্য্য সমাপন হলো; চলো সকলে রথারোহণে অযোধ্যায় গমন করি।

ভাব ওরে মন ভাব কি কারণ।
সংসার সাগরে তরি শ্রীরাম চরণ॥

অসীতা রূপ ধরে সীতা বধিল রাবণ।
শ্রীরামচন্দ্র সেই মূর্ত্তি করি দরশন॥
গুরু স্ত্রী স্থানে তাঁরে না করেন গ্রহণ।
মতান্তরে সীতাকে রাম করেন বর্জ্জন॥
উভয়েতে করি পরে লীলা সংবরণ।
গোলোক ধামেতে হলো যুগল মিলন॥

গীত।

তাল—ধ্রুপদ।

কিবা শোভা রত্নাসনে।
কমলা শ্রীহরি সনে গোলোক ভুবনে॥
তড়িত জড়িত যেন, জড়িত হইল ঘন,
একবার রে ব্রজমোহন হের জ্ঞান নয়নে॥

যবনিকা পতন।



শতস্কন্ধ রাবণ-বধ যাত্রা সমাপ্ত।

দানব-বিজয় যাত্রা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অমরাবতী—ইন্দ্রসভা।

(ইন্দ্র, তপন, পবন প্রভৃতি দেবগণ।)

ইন্দ্র। হে অদিতি প্রসূত অমরবৃন্দ! বল দেখি, আর কতকাল সেই দুরাচার দৈত্যগণের ভয়ে ভীত হয়ে সামান্য কিঙ্করের ন্যায় অবহিত চিত্তে তাদের সেই অন্যায় আজ্ঞা অনায়াসে পালন করতে হবে? হে দেবগণ! বল দেখি, আর কতদিন সেই নৃশংস পশু সদৃশ অসভ্য অসুরগণের পদরজ: মস্তকে ধারণ ক'রতে হবে? আর কতদিন সেই পাপাত্মা দিতিসুতগণকে যজ্ঞভাগ প্রদান ক'রতে হবে? কতদিন আর সুরগণের প্রধান শত্রু দানবগণের লোমহর্ষণজনক অতি ভয়ানক অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করে নীরবে অনায়াসে সহ্য ক'রতে হবে? অসহ্য! নিতান্তই অসহ্য!!

তপন। অসহ্য, তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু উপায় নাই। কেননা, ত্রিদিবপুরী যার ভয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ মলিনভাব ধারণ করে র'য়েছে, দেবর্ষিগণ অহর্নিশ যার ভয়ে সশঙ্কিত, তেত্রিশকোটী অমরগণ যার দাসানুদাস, তার অত্যাচার অসহ্য হ'লেও অগত্যা সহ্য করতে হচ্ছে—তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তুচ্ছ অমরগণের কথা দূরে থাকৃ, স্বয়ং কমল-দল-বাসিনী কমলা যখন গোলকধাম পরিত্যাগ ক'রে দৈত্যকারাগারে বন্দিনীরূপে অবস্থান ক'রছেন, এবং সেই স্বয়ম্ভু শঙ্কর যখন তার দ্বারের দ্বারী, তখন আর অন্যের কথা কি,—স্বয়ং কমলাপতি বিষ্ণুকেও তার অন্যায় আজ্ঞা অবনত মস্তকে পালন ক'রতে হবে॥

ইন্দ্র। যখন স্বাধীনতাধনে বিসর্জ্জন দিয়ে, দিতিসুতের অধীন হ'য়ে, তার আজ্ঞা অবনত মস্তকে বহন কচ্ছি, তখন আর এই তুচ্ছ রাজ্য ও সিংহাসনেই বা প্রয়োজন কি? অমরের অমরত্বেই বা প্রয়োজন কি? আর এই অসার দেহভার বহনেই বা প্রয়োজন কি? এরূপে জীবনধারণ করা অপেক্ষা এ জীবন যত শীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গল।

গীত।

এ জীবন নিরাশ নীরেতে আজি দিব বিসর্জ্জন।
জানি না কি দোষে হরি, লইলেন দর্প হরি,
কেন না নিলেন হরি, এ ছার জীবন॥
ত্রিদিবের অধিকার, হ'ল কার অধিকার,
নীলকান্তমণি হ'লো ভেকের ভূষণ॥

ইন্দ্র। আমি ত্রিদিবের অধীশ্বর; কোথায় দিতিসুতগণ আমার অধীন হবে; আমি কোথায় দানবপতিকে পদানত ক'রে আপন আধিপত্য বিস্তার ক'রব;—না, আমাকেই শত্রুর লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে, ললাটে দাসত্ব

চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে অসুর সেবক হ'য়ে জীবিত থাক্‌তে হ'ল! হা ধিক্! ধিক্! সহস্র ধিক্! হে অমরগণ! কতকাল আর ভীরুতার বশবর্ত্তী হ'য়ে, কতকাল আর রাজ্য ভোগ বিষয়ে বঞ্চিত হ'য়ে দুরাত্মা দেবশত্রুগণের পদানত হ'য়ে থাক্‌বো? হায় হায়! একি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! যে অমরগণ চিরদিন পৃথিবীস্থ তাবৎ জন-প্রাণীর পূজ্য, ভূমণ্ডলস্থ জীবগণ অসঙ্কোচিত চিত্তে যাদের যজ্ঞভাগ প্রদান ক'র্‌তো, আজ কি না সেই ত্রিলোক-পূজিত অসুরজেতা অমরগণ মরণের ভয়ে অমরের প্রধান শত্রু দানবের নিকট অধীনতা স্বীকার কর্‌লে? অমরগণের অমরত্বে ধিক্! অমরগণের বীর্য্যে ধিক্!! এবং তাদের দেবত্বেও ধিক্!!!

(নেপথ্যে)—রক্ষা কর। ভগবান, রক্ষা কর;—রক্ষা কর;—প্রাণ যায়—যায়—পালাও পলাও।

(বেগে একজন ঋষির প্রবেশ ও কম্পিত-কলেবরে ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ইন্দ্র। (শশব্যস্তে) একি! অকস্মাৎ ইনি এরূপে অচেতন হলেন কেন? হায়! হায়! হায়! না জানি আজ কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে!

দেবর্ষি। (গাত্রোত্থান করিয়া) এল, এল—ওই আসে। (সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ) কৈ, কৈ, কি হবে? হাঁ—ওই যে; ওই, ওই আসে। কি হবে! কি হবে!!

ইন্দ্র! (করযোড়ে) একি প্রভো! কি জন্য এত অধীর হ'লেন?

দেবর্ষি। ওই—ওই আসে। সর্ব্বনাশ! পালাও—পালাও মহা বিপদ উপস্থিত। সুরপুরী বুঝি যায়—থাকেনা। গেল—গেল—সমুদয় ছার খার হ'য়ে গেল! ও বাবারে! ওই বুঝি এলো!

(বেগে পলায়ন।)

ইন্দ্র। একি! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে?

(মাতলির প্রবেশ।)

মাতলি। রক্ষা করুন। শীঘ্রই উপায় উদ্ভাবন করুন; নতুবা সমুদায়ই যায়।

ইন্দ্র। সারথে! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে? কি হয়েছে?

মাতলি। প্রভু! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

তপন্। সর্ব্বনাশ! কার সর্ব্বনাশ?

মাতলি। দানবগনকে ধ্বংস করবার জন্য চন্দ্রলোকে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল, সেই যজ্ঞ আরম্ভ মাত্রই মহা বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে!

তপন। বিঘ্ন! বিঘ্নকারী কে?

মাতলি। একটি দানব শিশু।

তপন। তার নাম কি?

মাতলি। সেনাপতি মুণ্ড।

তপন। বালক মুণ্ড! তার এতদূর স্পর্দ্ধা! সে কি ব'ল্লে?

মাতলি। সেই সহস্র সহস্র দেবর্ষি পরিবেষ্টিত মহাযজ্ঞের সম্মুখে সে যেমন উপস্থিত হল, আর দেবর্ষিগণ অমনি কে যে কোথায় পলায়ন কর্‌লেন, তার কিছুই স্থিরতা নাই।

তপন। যথেষ্ট হয়েছে, ক্ষান্ত হও; একটা বালকের এতদূর স্পর্দ্ধা! আর সহ্য হয়না। সুরপতি! তুমি আমায় অনুমতি দাও, আমি এখনই সেই বালককে বধ ক'রে আপনাদের শান্তি করি।

ইন্দ্র। সখে! তুমি যা বল্‌লে তা নিতান্ত অসম্ভব নয়। কিন্তু ভাই! তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ দেখি, সেই দানব শিশু যদি শিব—শূল হস্তে দেবগণের প্রতি ধাবমান হয়, এই নিস্তেজ দেবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে, সেই অসামান্য দানব শিশুর সম্মুখে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে? হায়! হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! কি ছিলাম, কি হয়েছি! ছিলাম নন্দনকাননের কল্পতরু, হলাম পঙ্কিল হ্রদের শৈবাল! তখন ছিলাম ত্রিদিব পতি সুরেন্দ্র, আর এখন হলাম শুম্ভাসুরের দাসানুদাস! সকলই এ হতভাগার অদৃষ্টের

দোষ। হায়রে! তবে আর এ ছার জীবনে প্রয়োজন কি?

গীত।

এ ছার জীবনে নাহি প্রয়োজন।
প্রাণে জ্বলিছে অনল রে, মন দাবানল,
দগ্ধ হ'ল হৃদয় কানন।
জুড়াইতে জ্বালা যদি নামি জলে,
দ্বিগুণিত জ্বলে মন,—
একি রে যন্ত্রণা নিভেও নেভেনা,
সুখী হই হ'লে মরণ।

ইন্দ্র। হয়তো বিধাতার নিকটে কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিলাম, তাই এ দারুণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হ'য়ে, অবশেষে অসহ্য যন্ত্রণাও সহ্য ক'রতে হচ্ছে।

(অদূরে নারদের প্রবেশ।)

নারদ। ভয় নাই—ভয় নাই! হে দেবগণ! তোমরা আর ভয়াকুলিত হইও না। তোমাদের দুর্ভাগ্য রজনী অন্তর্হিত হয়েছে। দেব দুঃখে দুঃখিত হয়ে চিন্তামণি যে উপায় অবলম্বন করতে অনুমতি দিয়েছেন, তাতে বোধ হচ্ছে শুম্ভাসুরের এবার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। চল, দেবগণ! আমরা কৈলাস শিখরে দেবী কাত্যায়নীর নিকটে একবার গমন করি। দেব দুর্গতি শুনলে অবশ্যই সেই করুণাময়ীর মনে করুণার সঞ্চার হবে। রণ-প্রিয়া রণরঙ্গিণী যদি দৈত্য সংহারের নিমিত্ত অসি ধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তবে বিরূপাক্ষও তাঁকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন না। হে অমরগণ! চল, আজ কৈলাসে গমন করে কৈলাসেশ্বরীর রাঙ্গা চরণ রাঙ্গা জবায় পূজা করিগে।

গীত।

মহাকাল মোহিনী তারা।
ভীমা ভয়ঙ্করা ভব ভয় হরা,
দুঃখ নাশিবেন দেবের দুঃখহরা।
রাঙ্গা জবা লয়ে, অঞ্জলি পুরিয়ে,
সেই কালবরণীর চরণ পূজিলে,
অভয়া সদয়ে, ঘুচাবেন ভয়ে,
ভয় নাশিবেন সেই নিরাকারা।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

কৈলাস—বিল্বকুঞ্জ।

(ফুলের সাজি হস্তে জয়া বিজয়ার প্রবেশ।)

জয়া। সখি বিজয়ে! তুমি অত বিমর্ষ রয়েছ কেন? কেন ভাই, তোমার কি হয়েছে? যদি বলতে কোন বাধা না থাকে তবে বলনা ভাই? কেন তুমি অত মলিন ভাবে রয়েছ?

বিজয়া। না সখি! বলবার কিছুই বাধা নেই; কিন্তু আমার মনোদুঃখের কারণ না শুনই মঙ্গল।

জয়া। বল সখি, বলনা ভাই! আমার কাছে মনোদুঃখ প্রকাশ করলে, তোমার দুঃখের ভাব অনেক লাঘব হবে।

বিজয়া। সখি! গত যামিনীতে যামিনী-বল্লভ যখন যামিনাকে দুঃখনা করে সুখতারার সহিত মনের সুখে সুখসাগরে ডুব দেন, আমি কৈলাসস্থ সৌধ শিখরে শয়ন করে স্বপন স্বপ্ন সহচরার সহিত ক্রীড়া কচ্ছিলাম কিন্তু ভাই! হঠাৎ একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখে আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো।

জয়া। স্বপ্নে কি দেখলে ভাই?

বিজয়া। স্বপ্নে যা দেখলাম তা স্মরণ করতেও যেন আমার ভয় হচ্ছে সখি! তোমায় আর কি বলব ভাই!

গীত।

সখি রে বলিতে তোরে করি ভয়।
স্মরিলে সরেনা বাণী কহিতে কাঁপে হৃদয়।

যোগিনী দল সঙ্গিনী,
দেখিলাম রণরঙ্গিনী
রণ রঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে ঘোরে রণময়।
তাল বেতাল তালে, নেচে শ্যামার পিছে ধায়,
বিবসনা শবাসনা এ সংসার করে লয়॥

বিজয়া। প্রথমে দেখলাম,—সমস্ত জগত যেন ঘোরা অন্ধকারময়ী অমানিশায় পরিপূর্ণ; আকাশে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, একটা নক্ষত্রও নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই জগত যেন বদন বিস্তার করে আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত। সেই ঘোরতর অমানিশায় জননী জগদম্বা মোহিনী মুর্ত্তি ধারণ ক'রে পর্ব্বত শিখরে উপবিষ্ট আছেন। পরে আবার দেখলাম,—আমাদের জননী বিশ্ববিমোহিনী মোহিনী মুর্ত্তি পরিত্যাগ করে অতি ভীষণা করাল বদনা উগ্রচণ্ডা মুর্ত্তিতে তাথেই তাথেই করে নৃত্য কচ্চেন। ভীমার ভীষণ মুর্ত্তি দর্শন ক'রে আমার হৃৎকম্প হতে লাগ্‌ল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমি জ্ঞান শূন্য হলাম। পরে আবার যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন দেখি যে, সমস্ত জগৎ রক্তময়; রক্ত সাগরে ছিন্ন গ্রীব কবন্ধের দল, অসি হস্তে নিস্তব্ধ শোণিত সাগরকে আলোড়িত করে, ত্রিদিব আক্রমণের জন্য আকাশ মার্গে উত্থিত হচ্চে। আর আমাদের জননী বদন-বিস্তার করে হুহুঙ্কার শব্দে ত্রিলোক কম্পিত কর্‌চ্ছেন। দেবীর সেই ভৈরব হুহুঙ্কার শ্রবণ করে আবার আমি অচেতন হ'লাম; পরে আবার আমার যখন জ্ঞান হলো তখন চেয়ে দেখি প্রকৃতির আর সে ভাব নাই। স্বভাবের যে অভাব ঘটেছিল এককালীন তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু ভাই! আমার স্বভাবের যে অভাব ঘটলো তাহাতে ত আর পুনরায় পরিবর্ত্তন ঘ'টল না? সখিরে! সেই অবধি আমি এইরূপ মলিনভাবে রয়েছি।

জয়া। সখি! তুমি যেরূপ দুস্বপ্ন দেখেছ, তাতে বোধ হচ্ছে, হয় এই কৈলাসে মহা বিপদ উপস্থিত হবে, নয় একটা ভয়ানক সমরানল প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে আমাদের জননীকে অনেক যন্ত্রণা দিবে। তবে মা আমাদের মহামায়া; আমাদের সাধ্য কি ভাই যে, মহামায়ার মায়ার কণামাত্র অনুভব ক'রতে পারি?

বিজয়া। সখি, তুমি যা ব'ললে তা সকলই সত্য। কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানছে না? কি হবে, সখি!

জয়া। সখি! কেন তুমি অনর্থক ব্যাকুল হচ্ছো? নিজে যিনি অভয়া, তাঁর আবার ভয় কোথায়? দুর্গতিনাশিনী দুর্গে অবশ্যই এ দুর্গতি নাশ করবেন। এখন আমাদের ফুল তোলা ত শেষ হয়েছে, এস এইবার বিল্বপত্র চয়ন করে আশুতোষের নিকট গমন করি। পুজার সময় প্রায় সন্নিকট।

(গৌরীর প্রবেশ।)

গৌরী। কুমারি! একি? তোমাদের এ ভাব কেন? যাও, এখন তোমাদের আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করগে।

জয়া। দেখ মা! গত যামিনীর শেষে সখি একটা বড় দুস্বপ্ন দেখেছেন; সেই জন্যই আমরা ভয়াকুলিত হয়েছি। জননি! তুমিই তো আমাদের চিন্তার কারণ।

গীত।

তুমি গো জীবন আমাদের অভয়ে।
সরেনা বচন ভয়ে দেখ যেওনা যেওনা,
মাগো অ্যনাগণে ত্যজিয়ে।
ভুলিয়ে আমাদের মায়া, যেওনা মা মহামায়া,
চঞ্চল হয়েছি মা তোমারে হেরিয়ে।
তাইতে এত ব্যাকুল, হয়েছি মা চিন্তাকুল,
অকূলে ভাসিনা যেন কূল হারায়ে।
তুমি না দিলে কূল দুকূল যায় ভাসিয়ে,
আমরা তাইতে কাঁদি ওমা উমা
সভয় অন্তরে অভয়ে।

জয়া। দেখ মা। আমাদের ফাঁকি দিয়ে যেন আর কোথাও যেওনা।

গৌরী। বৎসে? সেজন্য তোমরা কিছু-

মাত্রও চিন্তিতা হয়োনা, এক্ষণে যাও শীঘ্র অর্ঘ্যের আয়োজন করগে।

জয়া। সখি, এক্ষণে চল ভাই। আমরা আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইগে।

(জয়ার প্রস্থান।)

বিজয়া। আচ্ছা ভাই চল। (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া) মা দেবর্ষি আসছেন।

গৌরী। তবে তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর, পরে গমন করো।

(নারদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ)।

গীত।

দুর্গা দুঃখ বিনাশিনী।
দুর্গতি-হারিনী, দুঃখ-বিনাশিনী,
দনুজ-দলনী, দুর্জ্জনে দুঃখ প্রদায়িনী।
ভুবন-মোহিনী, ভবের সঙ্গিনী,
ভৈরবী ভবানী, ভূত ভাবিনী।
ভব-বিলাসিনী, ভীষণা ভাষিণী,
ভবজন ভয় নিবারিনী॥
কালী কপালিনী, কালের সঙ্গিনী,
কালরূপিনী, কালনাশিনী,
কৈলাসবাসিনী, কালের স্বরণী,
শশী-ভূষণ-বিলাসিনী॥

গৌরী। বৎসগণ! একি? কি জন্য তোমাদের এরূপ বিমর্ষ দেখছি? প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় মুখমণ্ডল আজ কেন অস্তকালীন শশধর সদৃশ বিষাদে পরিপূর্ণ? বৎসগণ! তোমাদের এ কি বেশ? কোথায় তোমাদের সেই উত্তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ সুন্দর লাবণ্য? শারদীয় পূর্ণিমার শশী কি জন্য প্রগাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হয়েছে? অমরগণ! তোমাদের এ বিষাদের কারণ কি?

ইন্দ্র। মাতঃ জগদম্বে! তোমাকে আর কি বলবো? মা! সে দুঃখের কাহিনী ব'লতে বদনে যে বাণী সরে না। হা, মা চণ্ডিকে! দেবগণ তোমার চরণে কি অপরাধে অপরাধী যে, সেই জন্য তারা এত মনস্তাপ ভোগ কচ্ছে? সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে দেবগণ চিরকালই ত তোমার ওই রাঙ্গা চরণ ব্যতীত আর কিছুই জানে না। মা! তবে কেন তাদের প্রতি তুমি এত প্রতিকূল? জগৎজননি! দৈত্যগণ যেমন তোমার রক্ষিত সন্তান, তেমনি দেবগণ কি তোমার সন্তান মধ্যে গণ্য নয়? মাতঃ ত্রিদিবেশ্বরি! দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপ দৈত্যগণের উৎপীড়নে পীড়িত হয়ে ত্রিদিবপুরী আর কত দিন এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করবে? ওই দেখুন, অসুর শাসনে শাসিত হ'য়ে অমরকুল লজ্জায় নতশির হ'য়ে রয়েছে। শমন, তপন, পবন প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ দেবগণ নিস্তেজ কুরঙ্গ কুলের ন্যায় আকুল ভাবে দণ্ডায়মান রয়েছে। সেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ অতুল বীর্য্যসম্পন্ন অমরগণ দোর্দ্দাণ্ড দনুজ ভয়ে ভীত হ'য়ে বিকলাঙ্গ কেশরীর ন্যায় নিস্ফল আস্ফালন কচ্ছে! সেই অসঙ্কুচিতচিত্ত অদিতিপ্রসূত দেবগণ আজি কিনা শুম্ভের ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ত্রিদিবধামে কালযাপন করছে! যদি সমুদ্র মন্থন কালে সেই মোহিনী মূরতিধারী নারায়ণ অমৃত বণ্টন না করিতেন, যদি এই হতভাগা অদিতি সন্তানগণ অমরত্ব প্রাপ্ত না হতো, তা হলে দুর্বৃত্ত দৈত্যের অধীন হয়ে অমরগণ কি চিরদিন এরূপ দারুণ অপমান ও অসহ্য যাতনা সহ্য করত? তা হলে, এ জঞ্জাল অনেক দিনই ঘুচে যেতো। ত্রিলোক পূজিত যজ্ঞীয় হবির্ভোজী দেবগণ আজ কিনা দৈত্যের ক্রীতদাস হ'য়ে সশঙ্কিত প্রাণে নতশিরে অবস্থান কচ্ছে! মাগো! অমরগণের এরূপ দুর্গতি ও এত বিড়ম্বনার কারণ কি? হা, মা ক্ষেমঙ্করি, যদি এত লাঞ্ছনা দিবারই ইচ্ছা ছিল, তবে কেনই বা ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব দিয়াছিলে? উচ্চ গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়ে, শেষে কিনা অতল সাগরগর্ভে নিক্ষেপ ক'রলে।

তপন। দানবদলনি আদ্যাশক্তি! তোর শক্তি ভিন্ন দানব-শক্তি হ'তে মুক্তি

লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। হে বিপদ উদ্ধারিণি বরদে? তুমি ব্যতীত এ বিপদ হ'তে রক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই। মা মোক্ষদে! একবার মুখ তুলে চাও মা। হে সুর-অরি নাশিনি শক্তিশ্বরি! এই ঘোর সঙ্কট হ'তে উদ্ধার কর মা।

নারদ। মা রক্ষাকালি! দেখিস্ যেন তোর কালী নামে কলঙ্ক না হয়।

গৌরী। হে অমর-কুলতিলক ইন্দ্র! আর বেশী বলার আবশ্যক নাই। যথেষ্ট হয়েছে, এক্ষণে ক্ষান্ত হও। হে অমরগণ! তোমাদেরও আর ব্যাকুল হতে হবে না, সকলে প্রফুল্ল হও। বিরূপাক্ষের রক্ষিত সেই সুরজেতা শুম্ভ ঈদৃশ অত্যাচারী, এ আমি পূর্ব্বে জানতেম না। সেই ত্রিভুবন-বিজয়ী অতুল পরাক্রমশালী শমন-স্বরূপ শুম্ভ যে এত-দূর যথেচ্ছাচারী হয়েছে—ইহাও আমি পূর্ব্বে জানতেম না। তা সে জন্য আর তোমাদের কিছুমাত্র ও চিন্তিত হ'তে হবে না; আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে, সেই মদগর্ব্বে গর্ব্বিত দেবকুল-কণ্টক দানবপতিকে বিনাশ ক'রে সুর-পুরী নিষ্কণ্টক ক'রব। তোমরা নিশ্চিন্ত হও; অচিরেই সেই পাপমতি অজ্ঞান অসুরের শিক্ষা লাভ হবে। শীঘ্রই সেই বিলাসসেবী অমরজেতা শুম্ভকে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে, শমনের চিরনিরানন্দময় ভবনে গমন ক'রতে হবে। দানব দলনের নিমিত্ত এই আমার ভীষণ শূল শাণিত হলো; নিস্তার নাই—আর কিছুতেই নিস্তার নাই। যদি স্বয়ং কালভয়-বারণ বিরূপাক্ষও তার পক্ষ অবলম্বন করেন, তথাপি এই কাল-ভুজঙ্গিনী সদৃশ করালিনীর দংশন হতে কেহই তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। বিজয়ে! যাও, শীঘ্র আমার তূণ, ধনু, ও অন্যান্য আয়ুধ সকল আনয়ন কর। বৎসগণ! তোমাদের আর কিছুমাত্র ভয় নাই। এক্ষণে যাও, নির্ভয়ে গমন কর! শীঘ্রই সমরানল প্রজ্জ্বলিত হবে, দানবকুল সমূলে ধ্বংস হবে, ও ত্রিলোকের শান্তি রক্ষা হবে; এবং তোমরা দুর্জ্জয় দৈত্য হস্ত হতে পরিত্রাণ পাবে।

নারদ। স্বয়ং অভয়া যখন অভয় দান করেছেন, তখন আর কাকে ভয় করি? জননি! এক্ষণে তবে আমরা গমন করি।

গৌরী। আশীর্ব্বাদ করি, যেন শীঘ্রই দৈত্য-ভয় হতে নির্ভয় হও।

(নারদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রস্থান।)

কৈ, বিজয়া এখনও আস্‌ছে না যাই দেখিগে।

(গৌরীর প্রস্থান)

(জয়া বিজয়ার পুনঃপ্রবেশ।)

জয়া। সখি বিজয়ে! আজ দেখ্‌ছো ভাই, ভুবন-মোহিনী মহামায়া কেমন মোহিনী বেশে রণরঙ্গিনী সাজে সজ্জিতা হয়েছেন? সেই সুমার্জ্জিত সুচারু তনুর রূপের আভায় কৈলাস কানন আজ আলোকিত হয়েছে। সেই কনককমল সদৃশ সুন্দর বদন-কমল দেখলে, মেঘমুক্ত শরতের শশধরও লজ্জা পায়। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে; কিন্তু আমাদের নিষ্কলঙ্ক কৈলাস শশীকে দেখলে শশীকেও মসীর ন্যায় মলিন বোধ হয়।

গীত।

দেখেছ সজনি মহেশ মোহিনী
রূপেতে মোহিছে মেদিনী।
ষোড়শী রূপসী, কৈলাসের শশী,
সাজে মায় রাণী যবে মায়াবিনী॥
দেখে সেই চাঁদে, চাঁদ মরে খেদে,
সরমে লুকায় কাল ছাঁদে।
দেখে আঁখির ভঙ্গী, কুরঙ্গ কুরঙ্গ তাজে সঙ্গিনী,
পলায় গহন কাননে হইয়ে মলিনা।

জয়া। কমলাপতি শ্রীহরির মোহিনী মূর্ত্তি দেখে ভোলানাথ যখন উন্মত্ত হয়ে তাঁর পশ্চাতে ধাবমান হয়েছিলেন তখন না জানি, এ মূর্ত্তি দেখিলে মহেশ্বরের কি দুর্দ্দশা ঘটবে।

বিজয়া। সখি! এক্ষণে বুঝি আমার সেই স্বপ্ন বিবরণ সত্য হলো। শিবানী যখন

দানব দলনের নিমিত্ত রণ-রঙ্গিনী সাজে সজ্জিত হয়েছেন, তখন না জা'ন, এই ভাবী ভয়ানক যুদ্ধে ভবানীকে কত যন্ত্রনাই সহ্য ক'র্‌তে হবে। হয়ত,এই যুদ্ধে বিশ্বসংসার এককালীন লয় প্রাপ্ত হবে; আর পাষাণনন্দিনী পাষাণী-কেও দারুণ মনোবেদনা সহ্য কর্‌তে হবে; তবে সাহসের মধ্যে এই যে, শক্তিশ্বরী আদ্যা-শক্তির কিছুই অসাধ্য নাই।

জয়া। আদ্যাশক্তির অসাধ্য যখন কিছুই নাই, তখন সে জন্য বৃথা চিন্তিত হচ্ছো কেন?

বিজয়া। কৈলাসেশ্বরী যখন কৈলাস অন্ধকার করে, আমাদের স্নেহ মমতায় জলা-ঞ্জলি দিয়ে, পাগল ভোলানাথকে ভুলায়ে পলায়ন করবেন, তখন নিশ্চয়ই এই কৈলাসে মহা বিপদ উপস্থিত হবে। শুম্ভ কি ভক্তভয়-নিবারিণী ভবানীর ভক্ত নয়? তবে সেই প্রধান ভক্ত শুম্ভকে নিধন করে, ভক্তাধীনা ভগবতী কি ক্ষণেকের তরেও সুখী হতে পারবেন?

গীত।

উমা যাবে নাশিতে ভব ভয়।
আর না দেখি উপায়।
সেই ভবের জননী, হয়ে পাগলিনী,
ভবেশের কাছে নিতেছেন বিদায়:
দেব দুঃখে দুঃখী হয়ে ত্রিনয়না,
যাবে রণ মাঝে না মানে মানা,
উপায় দেখি না,—
দুঃখ নাশিলে দেবের, দুঃখ নাই অমার,
কিন্তু অভয়াকে দেখে মনে করি ভয়।
পাষাণ মেয়ে হয়ে পাষাণী সমান,
সন্তানে নাশিয়ে জুড়াইবে প্রাণ,
কর অনুমান,—
সেই ভক্ত শুম্ভাসুরে, বধিবে কি করে,
সেই পাষাণ তনয়া জুড়াইবে হৃদয়।

বিজয়া। তবে দেখনা সখি! এ যুদ্ধের পরিণামে কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হবে।

জয়া। সখি! সে জন্য কেন বৃথা চিন্তিত হ'য়েছ, এখন এস আমরা দু'জনে সেই কমনীয় বপু সজ্জিত করি গে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-ভবন।

মহাদেব আসীন।

(রণরঙ্গিণী বেশে গৌরীর প্রবেশ।)

মহাদেব।

একি বেশ আজ তব নগেন্দ্র-নন্দিনি?
কেন বা অধর প্রান্তে খেলিছে দামিনী॥
কেন বা কোমল করে, কঠোর কৃপাণ ধরে,
ভিখারী ভোলারে আজ ভুলাতে ভবানী।
সেজেছ কি রণসাজে হে রণরঙ্গিনি॥
বাণেতে পূর্ণিত তূণ, কপালে জ্বলে আগুন,
কেন বা কণ্টকে ঘিরে কোমল মৃণালে।
কহ মোরে মৃণালিনী, গৌরী গিরি-বালে॥
ভিক্ষারী শিবের তুমি, ভিখারী রমণী।
কোথা যাও সত্য কও, শিব-সোহাগিনি॥
তোমার মনের ভাব বুঝেছি, ঈশানি॥
যাবে তুমি দেব হিতে, দৈত্যকুল বিনাশিতে,
ভাসাতে ভক্তের রক্তে, উত্তপ্ত মেদিনী॥
ভক্ত হৃদি বিদারিয়ে, সন্তান শোণিত পিয়ে,
মিটাবে পিয়াসা তব, কঠিন পাষাণী।
এই না মনের কথা, মধু-বিনাশিনি?
কি করে ভক্তের অঙ্গে করিবে প্রহার।
মনেও করোনা বাঞ্ছা পূরিবে তোমার॥

গৌরী।

আজ্ঞা দেহ দয়াময় যাই দৈত্যপুরে।
দৈত্য কুল বিনাশিয়ে, দেবগণে উদ্ধারিয়ে,
সমরে নাশিয়ে সেই বীর শুম্ভাসুরে,
আবার আসিব শীঘ্র কৈলাস শিখরে॥

মহাদেব।

কারে বিনাশিতে যাবে ইন্দুনিভাননি?

দৈত্য যে মম রক্ষিত, তব চির পদাশ্রিত,
রুদ্রতেজে জন্ম তার, শুন বরাননি!
পরম ভকত মম, দৈত্যকুল-মণি॥
বধিবে আশ্রিত জনে, তাই ভাবিয়াছ মনে,
কথন হবেনা তব মানস পূরণ।
জাননা কি দিতি-সুতে রক্ষে কোন্ জন?
গৌরী। জানি আমি;
জানি আমি দনুজেশ তোমারি রক্ষিত॥
শিবের রক্ষিত শুম্ভ, তাই তার এত দম্ভ,
তাই সে যথেচ্ছাচারী ত্রিলোক বিখ্যাত॥
দেবেরও দুর্গতি তাই ঘটিয়াছে এত॥
বিল্বপত্র গঙ্গাজলে, কেহ যদি কোন কালে,
পূজে তোমা ভোলানাথ! অমনি ভুলিয়ে।
পুরাও ভক্তের ইচ্ছা ভাবী না ভাবিয়ে॥
দিতি-সুতে বিনাশিব, দেব দুর্গতি নাশিব,
এ দুর্গমে দেবগণে করিব রক্ষণ।
অসুরের রক্তে আজি করিব তর্পন॥
মহাদেব।
কেন আজি এ বাসনা ও গো বিশ্বময়ে।
কলঙ্কিত করিবারে দয়াময়ী নামে॥
গৌরী।
অমরে সদয় হয়ে দিয়েছি অভয়!
অবশ্য ঘুচাব কান্ত দেবগণ ভয়॥
নতুবা অভয়া নাম কেহ না লইবে।
ত্রিভুবন মাঝে মম কলঙ্ক ঘুষিবে॥
প্রণমি হে পশুপতি! নাশি গিয়ে দৈত্যপতি,
দেহ আজ্ঞা দয়াময়! হইয়ে সদয়।
চলিনু দলিতে দৈত্য বিলম্ব না সয়॥
মহাদেব।
ভিখারী ভোলার তুমি জীবন-সম্বল।
পাগলে পাগল করে, দৈত্যকুল নাশিবারে,
যেওনা অম্বিকে! আর ভুলনা গরল।
শ্মশান-বাসীর তুমি একই সম্বল॥
গৌরী।
প্রতিজ্ঞা করেছি প্রভু! দেবেরে রক্ষিতে।
ভাসাব জগত আজ দানব শোণিতে॥
দেহ ভিক্ষা পশুপতি! যাই আমি শীঘ্রগতি,
নাশিতে দানবকুল, উন্মুক্ত অসিতে
আজ্ঞা দেহ কান্ত! যাই দৈত্য বিনাশিতে॥
মহাদেব।
একান্ত করেছ মনে দানবদলনি।
নাশিতে ভক্তের কুল ভুবনমোহিনি॥
স্বয়ম্ভু সহায় যারে, কেমনে বধিবে তারে,
যত দিন শুম্ভের না দুর্বুদ্ধি ঘটিবে।
কেমনে বলনা প্রিয়ে তাহারে নাশিবে?
ভক্তের অভয় আমি, দিয়েছি বরদে।
না ছাড়িব তার সঙ্গ এ ঘোর বিপদে॥
গৌরী।
তবে কি হবেনা কান্ত! পূর্ণ মম আশা?
তবে কি হবে না ক্ষান্ত দেবের দুর্দ্দশা?
তবে কি হবে না শান্ত ত্রিলোক পীড়ন?
তবে কি হবে না অন্ত ত্রিলোক দলন?
মহাদেব।
কেন ভাব বরাননে শিবের জীবন?
যাও এবে দৈত্যধাম, পূর্ণ হবে মনোস্কাম,
নাশগে মাতঙ্গকুল বাঘিনী সমান।
না বধিতে দিব ভক্তে থাকিতে পরাণ॥
শুম্ভের একটী কেশ নারিবে ছিঁড়িতে।
যত দিন রব আমি তাহার পিছেতে॥
গৌরী।
কত দিন রবে নাথ? তাহারে সদয়?
কত দিন তোমা ছাড়া রব দয়াময়?
মহাদেব।
যত দিন দুর্বুদ্ধি না ঘটিবে তাহার।
ভক্তেরে রক্ষিব আমি পিছে রব তার॥
এস তবে জগদম্বে! এস মোর সনে!
শ্রান্তি নিবারিগে দোঁহে শান্তি নিকেতনে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাচল।

(মোহিনী বেশে গৌরী ও তৎ-পশ্চাৎ মদনের প্রবেশ)

গৌরী। বৎস মদন! একি বিন্ধ্যাচল? এই কি সেই ত্রিলোকজেতা শুম্ভের প্রমোদ কানন? আহা! স্থানটী অতীব মনোরম! সহসা দেখলে সুরপতির নন্দন-কানন বলে ভ্রম জন্মে। সুরপুরে প্রসন্ন সলিলা মন্দাকিনী-তীরে দেবর্ষিগণ যেমন সেই পরাৎপর পুণ্ডরী-কাক্ষের মহিমা কীর্ত্তন করেন, সেইরূপ এখানেও,ওই দেখ,বিমল সলিলা নির্ঝরিনী তীরে মহর্ষিগণও অহর্নিশ সামবেদের সুমিষ্ট সঙ্গীতা-লাপে, তাঁহার বিজয় মহিমা কীর্ত্তন কচ্ছেন। অমরাবতীতে অপ্সরীগণ যেমন নৃত্যগীতাদিতে দেবগণকে বিমোহিত করে, এখানে ওই দেখ, পাদপের শাখে শিখিকুল নৃত্য কচ্ছে; আবার ওই দেখ,তমালের শাখে সুমধুর পঞ্চম রাগিণীতে গান ক'রে, পিকরাজ সাধারণের মনকে মোহিত কচ্ছে। এ সব দেখে যে শুম্ভাসুরের প্রমোদ কাননকে, সুরপতির নন্দনকানন বলে ভ্রম জন্মাবে—তার আর আশ্চর্য্য কি? তবে নন্দন-কাননে কল্পতরু আছে, এখানে কেবল সেইটীর অভাব।

মদন। মা! এখানে তারও অভাব নাই, বরং নন্দনকানন অপেক্ষা এখানে কল্পতরু বৃক্ষ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান; কেননা, নন্দন-কাননে একটি কল্পতরু আছে, কিন্তু আমি দেখছি যে, শুম্ভের প্রমোদ কাননে আজ দুইটী কল্পতরু রোপিত হয়েছে। সুর-পুরের কল্পবৃক্ষের নিকট মোক্ষফল প্রার্থনা কর্‌তে হয়; কিন্তু সুরারি শুম্ভের প্রমোদবনে তোর ঐ অভয়-চরণ-কল্পতরুকে দর্শন মাত্রেই তো মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়! আহা! এ জগতে শুম্ভের ন্যায় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি আর কে আছে? তাকে ছলনা কর্‌'বার জন্য মহেশ-মোহিনী অম্বিকাকেও মোহিনী বেশ ধারণ কর্‌তে হলো। ধন্য শুম্ভাসুর! ধন্য পুণ্যশীল! পূর্ব্ব জন্মে তোর অনেক সুকৃতি ছিল, তাই আজ দেবী তোর প্রতি এত প্রসন্ন।

গৌরী। শুম্ভাসুর কি এতই পুণ্যবান?

মদন। তার আর সন্দেহ কি? নচেৎ ফলমূলাহারী যোগী-ঋষিগণ কত মহাযোগ ব্রত অবলম্বন করে, কত কোটী কোটী বৎসর তপস্যা করে, অনাহারে অনিদ্রায় কঙ্কালমাত্র সার হয়েছে; কিন্তু তথাপিও ওই অভয় চরণযুগল দর্শন ক'রতে পাচ্ছে না। আর শুম্ভ এমনই পুণ্যশীল যে, সেই অভয়পদ দর্শন দিবার জন্য স্বয়ং অভয়া তাকে আহ্বান কচ্ছেন। তাতেই দেখ না মা! শুম্ভের ন্যায় পুণ্যবান ব্যক্তি এখন এ জগতে আর কে আছে?

গীত।

ভবার্ণবের ভয় কি তারা, যে ধরে চরণ তরি।
অভয়ে নাশ মা ভয়ে ভয়রূপা ভয়ঙ্করী।
নিলে তব পদাশ্রয়, ভবভয় নাহি রয়,
মনেতে শমন নাহি থাকে শুভঙ্করী।

মদন। জননি! তোর ওই অভয় চরণদ্বয় যে প্রাণভ'রে একবার দেখেছে, যে ওই চরণ-তরণী একবার আশ্রয় ক'রেছে, মাগো! বল দেখি, এই অপার ভবার্ণব পার হবার জন্য তার আর কিসের ভয়?

গৌরী। বৎস মদন! এক্ষণে তুমি অন্ত-রালে গুপ্তভাবে অবস্থান কর; কি জানি, এখনই শুম্ভের কাননরক্ষকগণ এখানে উপস্থিত হতে পারে! এক্ষণে গমন কর; প্রয়োজন সময়ে আমি তোমাকে আহ্বান করব। উপস্থিত মত কার্য্য ক'র।

মদন। যে আজ্ঞা, জননি!

(প্রণাম ও প্রস্থান)

(গৌরীর পুষ্প ক্রীড়া।)

(জয়পতাকা হস্তে সুগ্রীবের প্রবেশ।)

সুগ্রীব।

আমি শুম্ভরাজার দূত, সকল কাজেই মজবুত,
যমের দূত পলায় আমার ডরে।
সুগ্রীব আমার নাম, ঘুরি আমি তিনখানি গ্রাম,
ত্রিলোকের জীব জন্তু চিনে থাকে মোরে॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, সব এই শর্ম্মার করতল,
শর্ম্মা যাকে রাখেন তিনি থাকেন এ সংসারে।
মিছে কাজে মলাম ঘুরে,
যারে ভাবি সে অনেক দূরে,
দূরে বসে দেখ্‌ছে মজা দিচ্ছে সাজা মোরে॥
এসে ভব পারাবারে, কি করে যাব ওপারে,
পারের কাণ্ডারী বিনে কে নে যায় পারে।
আমি তাই ভাবি দিবানিশি,কভু কাঁদি কভু হাসি,
কূল ছেড়ে অকূলে ভাসি অকূল পাথারে॥

গীত।

অকূল পাথার পার হবার
আর ভাবনা কিরে আমার।
বুকে বাঁধা আছে পারের কড়ি যখন
ইচ্ছে হ'লে হব পার॥
পারের কড়ি বুঝিয়ে দিয়ে
হাসতে হাসতে হব পার॥

সুগ্রীব।

আমি নই একটা যে সে লোক,
চেনে মোরে চৌদ্দ লোক,
সদ্য সদ্য হদ্দ মজা কচ্ছি বসে বসে।
কেহ নাই মোর ত্রিসংসারে,
এক বেটী আছে অন্তরে,
অন্তরে থাকে সে বেটি আমার মনের দোষে॥
আমি বীরের বেটা বীর, চেনে মোরে ইন্দির,
শর্ম্মার বুকের জোর জানে
সেই পাষাণ রাজার মেয়ে।
বেঁধে যারে ভক্তি পাশে,
বুকের মাঝে রেখেছি ঠেঁসে,
হেসে হেসে তাইতে বেড়াই
দশ হাত বুক ফুলিয়ে॥
যুদ্ধে আমার বড়ই ভয়, যোদ্ধা মোরে সবাই কয়,
শূলধরা দূরে থাক জন্মে সূচ ধরিনি হাতে।
অথচ বীরের অগ্রগণ্য, সবাই মোরে করে মান্য,
সর্ব্ব জয়ী আমি কেবল সেই অবাগে বেটি হতে

(সুগ্রীবের ক্রীড়ায় নিরত
গৌরী দর্শন।)

সুগ্রীব। (স্বগত)।

ওকিরে বাপ! আগুন নাকি?
আগুন নয়তো তবে কি?
আগুন বটে, (কিন্তু) পাহাড়ে জ্বলে,
হিমের উপর আগুন জ্বলে?
এতো না শুনি কোন কালে?
এমন মজার আগুন আমি
দেখিনি কোন কালে।
আগুন দেখে মনের আগুন গুমরে উঠে জ্বলে।
একি! আমি কোন লোকে?
গোলকে,—না ব্রহ্মলোকে, নতুবা এমজার
আগুন, কোথায় বা আর আছে।
দূরে গেছে আঁধা ধাঁদা, চোখেতে লেগেছে ধাঁদা,
আগুন দেখে ক্ষুধা তৃষ্ণা সকল দূরে গেছে॥
একি একি হরি হরি, এযে সেই বিন্ধ্যগিরি,
আমরি আমরি আহা কি মজার আলো।
আলো দেখে বুক জুড়াল ঘুচলো মনেরকাল॥
নানা এত আগুন নয়, মাগীর মত বোধ হয়,
তবে কি ওই পোড়ার মুখর মুখে জ্বলে আলো?
আ-মোল যা আগুন খাগি,
তোর রূপ দেখে হই সর্ব্বত্যাগী
অবাক হ'লাম একলা তোরে দেখে॥
(প্রকাশ্যে।)
বলি ওগো বাছা তোর বাড়ী কোথা,
আমার সঙ্গে কও না কথা,
ভয় কি ধন রাখব চোখে চোখে।
আমি দৈত্য রাজার দূত,
দেখে শুনে হয়েছি ভূত,
আমার কাছে সত্য কথা বল।

ভয় কি গো তোর ভয় কি ধনি,
হবি গো তুই ত্রিলোক রাণী,
তোর বলেতে হচ্ছে বুকে বল॥

গৌরী। সুগ্রীব! আমি তোমার কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম; কিন্তু দুর্ব্বর! এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। এই ত্রিভুবন মধ্যে এমন বীর কেহ নাই, যার ভয়ে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও আমাকে ভয়াকুলিত হতে হবে?

সুগ্রীব।

চিনেছি চিনেছি ও সুন্দরি,
চিনেছি তুই কার ঝিয়ারি,
ভাল বল দেখি তোর বে করেছে কে।
তবে ঘুচে যাবে মনের ধাঁদা,
বুঝতে পারি সকল সাধা,
বলনা ছুঁড়ি কর্ত্তাটি তোর কে॥
সাদা পথে সিঁদে চল, বাঁকা পথে কেন বল,
যা বল তার স্পষ্ট জবাব দেও।
ওলো ছুঁড়ি পদ্ম-মুখি, কে ওলো তোর সুখে সুখী
না বলত আমার মাথা খাও॥

গৌরী। সুগ্রীব! আমি কার রমণী তাই তুমি জিজ্ঞাসা কচ্ছ! তবে শুন, এই সসাগরা ধরার মধ্যে যে আমাকে ভজনা করে আমি তাকেই ভজনা করি; আমি তারই রমণী। নতুবা, এ ত্রিসংসার মধ্যে আমি কাহারও নই। অন্যের কথা দূরে থাক, আমাকে ভজনা না করলে আমি স্বয়ম্ভু শঙ্করের দিকেও দৃক্‌-পাত করি না।

সুগ্রীব।

অবাক্ হলাম কথা শুনে,
বল্লে যা তার কিছু বুঝিনে,
সোজা পথে এলে না তো ধনি।
ভাঁড়া ভাঁড়ি কোচ্ছ মিছে,
শর্ম্মা যখন লেগেছে পিছে,
তখন চিনে নেবে পরশ পাথর মণি॥
তুমি বাঁকা চল আর সিধেই চল,
হেথা কেন একা বল,
বসে আছ এই বাগানের মাঝে।
আমিও জহুরী ধনি, খাঁটো জহর উভয় চিনি,
জহর হলেই অমনি বুকে বাজে॥

গৌরী। আমি একাকিনী কেন এখানে অবস্থান কচ্ছি তাই তুমি জিজ্ঞাসা কচ্ছ? শুধু অদ্য নয়, চিরদিনই আমি এরূপ একাকিনী; আমার সহচর আর দ্বিতীয় নাই।

সুগ্রীব।

আর এক কথা আর এক কথা,
বল দেখি তোর ঘরটি কোথা,
সত্য ক'রে বলগো আমার কাছে।
চিনেছি জেনেছি তোরে,
পলাবি আর কেমন করে,
একটু কেবল ধোকা মনে আছে॥
কাটলে পরে সেই ধোকাটী,
ধরব ঠেঁসে চরণ দুটী—
বুকে রাখব যত্ন করে তুলে।
ভক্তি ফুলে পুজব চরণ,
বেড়াব এই তিনটী ভুবন,
এখন বলনা সেটি সকল কথা খুলে॥

গৌরী। সুগ্রীব! আমার বাসস্থান কোথা, তুমি শুনতে চাও? তবে শুন,—সুগ্রীব! আমার বাসস্থানের কিছুই স্থিরতা নাই, শ্মশানে, মশানে, আনন্দ মন্দিরে, বা পর্ণকুটীরে, যে যে স্থানে যে ভাবে আমায় দেখিতে ইচ্ছা করে, তার সহিত আমার সেই ভাবেই সাক্ষাৎ হয়। নিবাস আমার সর্ব্ব স্থানে।

গীত।

একাকী আমি ত্রিলোকে ভ্রমণ করি।
নাহিক নিবাস আমার, সর্ব্বস্থলে বাস করি।
নিবাস আমার সর্ব্বস্থলে,
ভ্রমণ করি সর্ব্বকালে,
কালাকালে নাহি ভ্রমি কি দিবা কি বিভাবরী।
শ্মশান মশান মাঝে, থাকিরে আপন সাজে,
আনন্দ অন্তরে থাকি, পর্ণ কুটীরে,—
যে রূপে যে ভাবে যথা, সে দেখে সে রূপে তথা,
বাসের নাহি স্থিরতা, যথা ইচ্ছা বাস করি।

সুগ্রীব।

আমোল আবাগের বেটী,
তবু কথা কওনা খাঁটি,
চিনেছি তোকে চিন্‌তে বাকী নাই।
বুকের মাঝে জাগে যেই,
দেগো মা তোর চরণ ধূল খাই ॥
(পদধূলি গ্রহণ)
যখন তোর ঐ রাঙ্গা চরণ,
দিবানিশি কচ্ছি ভজন,
তখন কি আর লুকাবার যো আছে।
আরে বেটী পাষাণ মেয়ে,
আমার বুকের মাঝে দেখনা চেয়ে,
তোর ওই অভয়চরণ আছে কিনা আছে ॥
কর্‌লে এবার ভাঁড়াভাঁড়ি,
মারবো পায়ে ভক্তি বেড়ী
পরিয়ে বেড়ী রাখব তোরে
এই আঁধারে বুকে ফেলে।
কে তুই বেটী শীঘ্র বল,
ছেলের সাতে করিস ছল,
শিখিয়ে দেব আক্কেল ভাল
পায়ের ধূলি পেলে ॥
কাজকি আমার শিবরামে,
কাজ কিরে মোর গোলক-ধামে,
যে আলোতে আছি আমি আর কিছু না চাই।
মরণ কালে যেন তোর ওই চরণ আলো পাই।

গৌরী। বাছা সুগ্রীব! অবশ্যই তোমার মুক্তি লাভ হবে। সেজন্য তুমি কিছুমাত্র ভয়াকুলিত হইনা।

সুগ্রীব

ভয় কি বেটি ভয়কি আমার,
ভয়কি ভব পারে।
অভয়া দিয়েছে অভয় ভয় করি আর কারে ॥
ঘুচে গেছে ভব ভয়, শর্ম্মার এবার হোল জয়,
ভয়কেও করিনে ভয় রাঙ্গা পায়ের জোরে।
তোর কথা শুনে হলাম পাগল,
দুর্গা বলে বাজাই বগল, কল্লি বেটা আচ্ছা নাকাল,
এনে ভব ঘোরে ॥

গৌরী। বাছা তুমি যে আমার এমন ভক্ত তা আমি পূর্ব্বে জানতাম না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক।

সুগ্রীব।

মনের আশা, মনের বাসা, মনের আশা,
আশা বাসা ভালবাসা,
কিছুই আমার নাই।
আছে আছে একটী আছে
সেইটী কেবল চাই।
আর কিছুনা, আর কিছুনা,
রাঙ্গা চরণ চাই,
হর ঘড়ি তোর চখের উপর দেখতে যেন পাই ॥

গৌরী। সুগ্রীব! অবশ্যই তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।

সুগ্রীব।

আর কিরে ভয়, আর কিরে ভয়
ভয়কি আমার আছে।
বুক ঠুকেআজ বাজাই বগল,
প্রাণটা উঠছে নেচে ॥
বুকে উঠে, তালটী ঠুকে,
নাচি তিন হাত তুলে;
ঘুচিয়ে শঙ্কা, মারিব ডঙ্কা, মুখে দুর্গা বলে ॥
লুঠবো পায়ে, মাখবো গায়ে, অভয় চরণ ধূলো ॥
উঠব ছুটব জগৎ মাঝে দেগো পায়ের ধূলো ॥
(পদধূলি গ্রহণ)
থাক্ বেটী থাক যাসনে কোথা
হেথা সেথা চলে।
যাচ্ছি আমি রাজার সভায় বসছি
রাজার বলে ॥
রাজা যখন জানতে চাবে কি বোলব তায়।
মাগো সেই কথাটী,
মনের কথা বলনা আমায়।

গৌরী। আমি অগ্রে তোমায় যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তুমি সেইরূপ পরিচয় দৈত্য-রাজকে প্রদান ক'র; ইহা ভিন্ন আমার আর অন্য পরিচয় নাই। তবে বাছা! তোমাকে যে পরিচয় দিয়েছি, দেখ, তুমি যেন সে পরিচয় দৈত্য-রাজকে দিওনা। ওকি সুগ্রীব! তুমি নিরুত্তর হলে যে?

সুগ্রীব।

ও বেটী তুই বড় ঠেঁটী লুকাবি আর কোথা,
দৈত্য-রাজের মাথা খাবি এই না মনের কথা?
মা হয়ে তুই ছেলে খাবি একি নূতন কথা।
আমর বেটী তোর বুকেতে লাগবে নাকো
ব্যাথা॥
পাষাণ মেয়ে পাষাণী তুই দয়া নাই তোর মনে॥
মা হয়ে তুই ছেলে খাবি বাজবে না'ক প্রাণে?
দূর হোক ছাই ওসব কথায়
কাজকি আমার জেনে।
রাখিসগো পায় হসনে নিদয় থাক যেন মনে॥
থাক বেটী থাক, পাহাড়ে মেয়ে
পাহাড়ের উপর।
যাচ্ছি আমি রাজ সভাতে তুলবো কথা তোর॥
ভাল আর এক কথা, আর এক কথা
আর এক কথা আছে।
তোরকি মা এ রূপের কথা কব রাজার কাছে॥

গৌরী। হাঁ, আমার এই মোহিনী রূপের কথা দানব-পতিকে বলবে; এবং আমি প্রতিজ্ঞা করেছি দানব-কুল সমূলে নির্মূল কোরব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। সাবধান, দেখ যেন আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। দৈত্যকুল ধ্বংস ক'রে অবশেষে তোমাকেই দৈত্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক'রব॥

গীত।

কি চিন্তা তোর ওরে ওদূত
আমি রব তব কাছে।
বসাব তোকে সিংহাসনে,
কেনরে ভাবনা মিছে॥
দৈত্য-কুল ধ্বংস করে,
বধে বীর শুম্ভাসুরে,
রাজ্যেশ্বর ক'র'ব তোরে
মনেতে বাসনা আছে॥

সুগ্রীব।

একি বানরের হাতে মুক্তার মালা,
না—ছেলের হাতে মোয়া।
যে লোভ দেখিয়ে কেড়ে নিবি,
হাতে দিয়ে খোয়া॥
থাক আমি হাটে মাটে,
কাজ কিরে মোর রাজ্য পাটে।
পড়ে থাকি পথে ঘাটে, অভয় চরণ ধরে।
রাজা হতে চাইনে আমি, দিসনে ফাঁকি মোরে।
ভাল ভাল আর এক কথা,
রাজা যখন বলবে সেথা,
সাথে করে নিয়ে এসোগে তায়,
তখন কি করবি বেটী, বল দেখি আমায়॥

গৌরী। তখন তুমি এই কথা বল যে, তার এক প্রতিজ্ঞা আছে যে, যে তাকে সমরে পরাস্ত ও দর্প চূর্ণ করে বলপূর্ব্বক তাকে হরণ করতে পারবে, সে তাহাকেই বিবাহ করবে। বিনা যুদ্ধে সে পদ হতে পদমাত্রও গমন ক'রবে না।

সুগ্রীব।

রণ করবি ছায়ের সাথে,
শিক্ষা পাবি ভালমতে।
শুম্ভ রাজা দেবে সাজা, ও আবাপের মেয়ে।
কালী নামে কালি দিবি,
ভক্তের কাছে জব্দ হবি।
দুর্গা নামে কলঙ্কিনী ভক্ত রক্ত খেয়ে॥
কাজ কি রণে কাজ কি পণে,
বাঁধিয়ে লেটা ভক্ত সনে,
শুন গো বেটী এ পাগলের কথা
ধরি গো তোর চরণ দু'টি,
দানব বধে কাজ কি বেটি,
রাখগো কথা দিসনে মনে ব্যাথা।
কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরাবি,
কাঁচা সোণায় খাদ মিশাবি,
সাচ্চার কাজে কেন ঝুঁটা দিবি।
খ্যাপার কথা শোন্ গো শ্যামা,
ভক্ত বধে কাজ কি উমা।
অভয় দিয়ে অভয়া তুই,
আবার ভয় দেখাবি॥

গৌরী। সুগ্রীব! বৃথা আর বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। যাও, অবিলম্বে দৈত্যপতির নিকট আমার বিষয় প্রকাশ করগে। দেখ, বিলম্ব কোর না।

সুগ্রীব।
ভাল ভাল চল্লাম আমি বলতে রাজার কাছে।
থাক বেটী তুই বসে হেথা,এই বাগানের মাঝে॥

গীত।

বুকে হচ্ছে দুনো বল,
এবার এঁদো ডোবার পাঁকে উঠে অমৃত জল।

(গাইতে গাইতে প্রস্থান।)

গৌরী। বৎস মদন!

(মদনের প্রবেশ।)

মদন। জননি! আজ্ঞা করুন; দাস উপস্থিত।

গৌরী। বৎস! তুমি এক্ষণে অলক্ষিতে পশ্চাতে গমন কর; পরে দৈত্যসভায় দূত যখন আমার রূপের কথা দৈত্যপতির নিকট প্রকাশ কোরবে, তখন তুমি অলক্ষ্যে শর সন্ধান দ্বারা দৈত্যপতির মনানল প্রজ্বলিত করে অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইও। যাও, আর বিলম্ব কোর না।

মদন। যথা আজ্ঞা।

(প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান।)

গৌরী। আশীর্ব্বাদ করি মনোরথ পূর্ণ হউক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৈত্য সভা।

(শুম্ভ নিশুম্ভ ও সভাসদ্‌গণ।)

শুম্ভ। ভ্রাতঃ নিশুম্ভ! রাজ্যের সংবাদ কি? প্রজাগণ সকলেই তো সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত কচ্ছে?

নিশুম্ভ। দৈত্যনাথ! অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন এবং সুনিয়ম ও সুবিচারে ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ প্রজাগণই আপনার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট।

গীত।

হে দৈত্যরাজন্!
আহা নগরে নগরে গ্রামে, অন্দর কন্দর বনে,
তোমার যশোজ্যোতি জ্বলে সদা সর্ব্বক্ষণ।
পাখীগণে শাখীশিরে, তব মহিমা প্রচারে,
তব গুণ গায় যত মুনি ঋষিগণ॥
চঞ্চলা সেই কমলা, তব বাসেতে অচলা,
সুনাম কীর্ত্তন তব করে ত্রিভুবন॥

(জয় পতাকা হস্তে গীত গাইতে গাইতে সুগ্রীবের প্রবেশ।)

সুগ্রীব।
খুঁড়তে মাটি খাঁটি সোনা উঠেছে ধরায়।
হায় পায় কে আর আমায়।
আমার শুকনো গাছে ফল ধরেছে রে,
আমার শুকন মাঠে উঠেছে জল,
হচ্ছে দুনাবল, বুকে হচ্ছে দুনা বল;
এবার এঁদো ডোবায় পাকের উপর
উঠেছে অমৃত জল।
(নিকটস্থ হইয়া।)
জয়জয়কার করে এলাম তিনটী ভুবন মাঝে।
রইল নিশান ঈশান কোণে চল্লাম আপন কাজে॥
(পতাকা রাখিয়া সষ্টাঙ্গে প্রণাম।)

নিশুম্ভ। ভাল! সুগ্রীব, ত্রিলোকের সংবাদ কি?

সুগ্রীব।
একেবারে তিনটী খবর কেমন করে দেব,
একে একে সুধাও মোরে সকল খবর দেব॥

নিশুম্ভ। ভাল প্রথমে কোথায় গিয়েছিলে?

সুগ্রীব।
দলাদলি নাই যেখানে, নাইক মরণ ভয়।
শম্ভু স্বয়ং গিয়ে, সই ভুবনটী ক'রে এলেন জয়॥

নিশুম্ভ। কি দেখলে?

সুগ্রীব।
দেখলাম দেবতাগুলো হন্নে হয়ে, মরছে ঘুরে ঘুরে।
বেধেছে এক বিষম ফ্যাসাদ, আজকে সুরপুরে॥

নিশুম্ভ। তারপর কোথা গেলে?

সুগ্রীব।

তার পরেতে ভবের খেলা, খেল্‌তে এলাম ভবে।
ভেবে মরি ভবে এসে, দেখে ভবের ভাবে॥

নিশুম্ভ। ভাল ভবের কি দেখলে?

সুগ্রীব।

দেখলাম মানুষ গুলো বড়ই হাবা,
গেলে কেবল খাবা খাবা,
কর্ম্মের মধ্যে খাওয়া আর শোওয়া।
মাগী গুলোর আঁচল ধরে,
বেড়ায় কেবল ঘুরে ঘুরে,
চমকে উঠে লাগলে গায়ের হাওয়া॥
বনের বানর নয়কো দুঃখী,
তারাও স্বাধীন তারাও সুখী।
অধীন হয়ে খায়না মেগের নাথি॥
কিন্তু মানুষ গুলো এমনি বোকা
নয়কো বোকা যেন খোকা,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাইকো কেবল, মেগের সাথের সাথি॥
চেনে নাক অভয় পদ, যে পদে নাশে আপদ,
কু-আশয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরে।
কাট্‌তে গিয়ে মায়ার ফাঁস,
গলায় পরে মায়ার ফাঁস,
কু হ'য়ে কু-ভাবে ভেবে মরে॥

নিশুম্ভ। ভাল আরকি দেখলে?

সুগ্রীব।

আর কি কব আর কি কব, সে কথা কেমনে কব,
দেখেছি যা আসছে নাকো ঠোঁটে।
রেখেছি তা বুকে করে,
বলতে গেলে মাথা ঘোরে,
বলতে এসে খিল লেগেছে পেটে॥

নিশুম্ভ। সুগ্রীব! তুমি যা দেখেছ স্পষ্ট করে বল।

সুগ্রীব।

ঘুরে এসে ঘুরে এসে, ভবের মাঝে ঘুরে এসে,
মহারাজের প্রমোদবনে ঢুকলাম এসে শেষে।
দেখি যে হুহু ক'রে জ্বলছে আগুন,
পুড়ছে না গাছপাতা,
আমি কেমন করে বলব সেরূপ অপরূপের কথা॥

শুম্ভ। কার অপরূপ সুগ্রীব?

সুগ্রীব।

দেখি পাথরের উপর চাঁদ রয়েছে
আকাশেও চাঁদ।
চাঁদ দেখে চাঁদ কাঁদছে খেদে, ভাবছে পরমাদ॥
আমি কিরূপে সে অপরূপ রূপের দিব তুল।
তিন ভুবনে নাইকো কিছু, সে রূপ সমতুল॥
বেটীর রূপের তেজে ভুবন আলো,
আলো প্রমোদ বন।
দেখে অনায়াসে আলো হলো, আমার কাল মন॥

(অলক্ষ্যে মদনের প্রবেশ ও শরাসনে শর যোজনা।)

মদন। এই ত উপযুক্ত সময়; এই সময় আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করি।

(শর নিক্ষেপ।)

শুম্ভ। (শিহরিয়া) সুগ্রীব! সে রমণী কে? কোথায় তার নিবাস?

সুগ্রীব।

বেটীর নাইক নিবাস, নাইক আবাস,
নাইক ঘরের ঠিক।
তিন ভুবনেই আছে বেটা ঘুরে চারি দিক॥
কার রমণী, নাহি জানি, জানি কেবল এই,
নিয়ত যে ভজে তারে, পায় তাহারে সেই॥
বেটা বল্লে আমায়, সুধু আজ নয়,
চির একাকিনী,
আমাকে যে ভজে আমি তাহারই রমণী॥

শুম্ভ। সুগ্রীব! তুমি বিন্ধ্যাচলে গমন করে সেই মহিলা প্রধানাকে এই কথা বলগে যে, ত্রিলোকপতি শুম্ভ আদরের সহিত তোমাকে ভজনা করছে। দেবগণ নত-মস্তকে যার পদতলে পতিত থাকে, সেই ত্রিভুবনপতি শুম্ভ, আদরের সহিত তোমায় মস্তকের মণি করে পরিধান কোরবে॥

গীত।

আনিতে শীঘ্র যারে দূত যে আছে সে
প্রমোদ কাননে।
সত্বরে আন তারে ছলে বলে কৌশলে,
এনে তারে রাখ মম জীবনে।

অন্তর অনলে তনু হ'লোরে অঙ্গার বুঝি,
দ্রুত গিয়ে আন তারে যতনে॥
এনে সেই রাঙ্গাশশী, ঘুচাও আঁধার রাশি,
দেখাইয়ে সে রমণী রতনে।

সুগ্রীব।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি,
ভাবছি একটা কথা।
বেটী বাধিয়েছে এক বিষম ফ্যাসাদ,
আসবার আছে বাধা॥

শুম্ভ। বাধা কি, সুগ্রীব! আমি ত্রিলোক-দমন শুম্ভ, আমার কাছে আস্‌বার বাধা! কে আমার বিরোধী হতে ইচ্ছা করে?

সুগ্রীব।

আর কেহ নয়, আর কেহ নয়,
মাগীই কেবল একা।
তার পণের কথা শুনে আমার,
লেগেছে ভ্যাবা চ্যাকা॥
বেটী মাগী হ'য়ে, মাগীর ভাতার মরদ হ'তে চায়,
তার কথা শুনে কান্না পায়,
ঘটবে বিষম দায়॥
বেটী ঠেকবে বিষম দায়,
বেটী ঠেকবে বিষম দায়॥

শুম্ভ। পণ! ভাল, কি পণ, সুগ্রীব? সে তোমাকে কি বল্লে?

সুগ্রীব।

সে বেটী বড়ই ঠেঁটী বল্লে দেমাক ক'রে,
হব তার যে জন আমায় পারবে গায়ের জোরে।
আমার সাথে লড়াই ক'রে,
হারাতে যে পারবে মোরে,
গায়ের জোরে হরে নিতে,
পারবে মোরে যেই।
আমি হব তার দাসী, পতি হবে সেই॥
বেটীর কথা শুনে কেঁদে মরি,
ভাসি আঁখির জলে,
চক্ষু মুদে আলো দেখি,
বুকে আগুন জ্বলে॥
আমার বুকে আগুন জ্বলে॥
বেটী দানব সনে করবে লড়াই বড়াই কচ্ছে বসে,
তার রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে মরছি হেসে হেসে॥

শুম্ভ। সে রমণীর এতই সাহস যে, আমার সহিত যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে? সুগ্রীব! হয় তুমি প্রলাপী, নয় সেই রমণী নিশ্চয়ই উন্মাদিনী।

সুগ্রীব।

বেটী দেমাক করে, এই কথাটী বলে বারে বারে,
গর্ব্ব করে খর্ব্ব আমায় যে নে যাবে মোরে
যথা যাবে তথা যাব পতি বলে তারে॥

শুম্ভ। সত্যই কি সুগ্রীব, সত্যই কি তার এই প্রতিজ্ঞা? সেকি সত্য সত্যই আমার সহিত যুদ্ধ করবার জন্য লালায়িত হয়েছে? উত্তম। সুগ্রীব! ত্বরায় ধূম্র-লোচনের সহিত গমন কর; আমি তাকেই আজ সেনাপতি পদে বরণ কল্লাম। তুমি যাও আর বিলম্ব কোর না; শীঘ্রই সেই রমণীরত্নকে আনয়ন কর।

(সুগ্রীবের প্রস্থান।)

আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে চল্লাম, ভ্রাতঃ নিশুম্ভ! শীঘ্রই সভাভঙ্গের অনুমতি দাও।

(প্রস্থান)

শুম্ভ! হায়, হায়, এত দিনে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে বুঝি কলঙ্ক অর্পিত হোল। এ যুদ্ধের পরিণামে যে কি মহা অনিষ্ট ঘটবে তার কিছুই স্থির ক'রতে পাচ্ছি না।

গীত।

একি অঘটন ঘটিল হায় হায়।
না দেখি সদুপায়, কি হবে এখন ভাবি তাই॥
কে সে নারী কুহকিনী কুহকে ভুলালে ভাই।
সামান্য নয় সে রমণী, কত মায়া জানে ধনী,
মায়া মায়াবিনী হবে কি তাই ভয় পাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•—

শুম্ভের অন্তঃপুর।

(ঊষা ও সন্ধ্যার প্রবেশ।)

সন্ধ্যা।
ওগো সখি, ঊষামুখি, দেখ্‌লো বদন তুলে।
নিশার কুসুম সোহাগভরে হাস্‌ছে দুলে দুলে ॥

ঊষা।
চলনা সখি, চাঁপা তুলে দেইগে খোঁপার মাঝে।
কুড়িয়ে বকুল গেঁথে মালা সাজবো ফুলের সাজে ॥

সন্ধ্যা।
সেঁউতি যূথী, টগর জাতি, ফুটছে নানা ফুল।
গন্ধরাজের গন্ধ পেয়ে, জুটছে অলিকুল ॥

ঊষা।
বেল মল্লিকে চাইনে আমি, চাইনে কমলকলি ॥
দেখ্‌লো সখি, গোলাপ পিছে ফিরছে কত অলি ॥

সন্ধ্যা।
ওলো ঊষা আর শুনেছিস, প্রমোদ কানন মাঝে
এসেছে এক নবীন নারী, মনোমোহিনী সাজে ॥

ঊষা।
নবীন বয়েস, হদ্দ আয়েস, ভাসছে প্রেমের সরে
পিছে পিছে ঘুরছে অলি, হাঁসছে আমোদভরে ॥

সন্ধ্যা।
ও তার রূপের তেজে,
মন মজেছে, দানবপতির আজ।
যত্ন করে, এনে তারে, কোরবে মাথার তাজ ॥

ঊষা।
থাম ওলো থাম, কমলকলি থামলো বড়াই বুড়ি।
তোর রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে, থামলো ফচ্‌কে ছুড়ি

সন্ধ্যা।
সত্য সখি, সত্য কথা মিছে কথা নয়।
সেনাপতি ধূম্রলোচন, আনতে গেছে তায় ॥

ঊষা।
বল্‌লি সখি, বল্লি কিগো অবাক ক'র্‌লি মোরে।
সেনাপতি ধূম্রলোচন আনতে গেছে তারে ?

সন্ধ্যা।
মাগি নাকি পণ করেছে রণ করবে আজ।
ওলো তাইতে গেছে সেনাপতি সেজে রণসাজ ॥

ঊষা।
পোড়ার দশা পোড়ার মুখীর মাথায় পড়ুক বাজ।
মরদ সাথে রণ ক'র্‌বে, হবে নাক লাজ ॥

সন্ধ্যা।
ছুড়ি নাকি পণ করেছে, রণে যদি হারি।
তবে আমি দানবনাথে নাথ করতে পারি ॥

(রাণী শুভ্রার প্রবেশ।)

রাণী। হ্যাঁ ভাই সন্ধ্যা! দানবনাথকে কে নাথ ক'র্‌বে, ভাই ?

সন্ধ্যা।
সতীন তোমার—তোমার সখি, সতীন হবে আজ
এক ছুড়িকে কোরবে বিয়ে, আজকে মহারাজ ॥

ঊষা। আঃ, মরণ! তোমার প্রিয় সখীর সতীন হবে কেন লা ? তোর কেন হোক্‌না।

সন্ধ্যা। তা হলে বাঁচি।

ঊষা। কেন ?

সন্ধ্যা। তা'হলে নিশামণিকে ছেড়ে, এখন দিনমণিকে ধরে বসি।

ঊষা। তা হলে, ঊষার সঙ্গে যে তোর হাতাহাতি হবে।

শুভ্রা। কি হয়েছে সন্ধ্যা, অত হাস্‌ছিস কেন ?

সন্ধ্যা। সুধু হাসি নয়!

শুভ্রা। কেন কি হয়েছে ?

সন্ধ্যা।
কুমুদকলি ঘোমটা খুলি দেখছো কি আর চেয়ে,
চাঁদের আশে চকোরিণী, আসছে ধেয়ে ধেয়ে ॥

শুভ্রা। ও সন্ধ্যা, তোর রঙ্গ রাখ। কি হয়েছে বলনা ভাই ?

সন্ধ্যা। তোমার সতীন।

শুভ্রা। আবার ওই কথা ?

সন্ধ্যা।
নবীন নাগর, রসের সাগর পড়েছে আজ ফাঁদে।
সেই দুঃখেতে প্রাণসজনি মরছি কেঁদে কেঁদে ॥

শুভ্রা। আবার কেন আমাকে জ্বালাতন করিস ভাই? আমার হৃদয়নাথ আমারই থাকবেন। তাঁর হৃদয়-দর্পণে অন্য রমণীর প্রতিবিম্ব কখনই পতিত হবে না। যিনি আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন জীবনের জীবন, এবং অন্তরের অন্তর, তিনি যে আমাকে অন্তরে রেখে অন্য রমনীকে অন্তরে স্থান দিবেন, আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না। যিনি আমার হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা, যাঁহার পবিত্র চরণ আমার ইহজীবনের একমাত্র সম্বল, যিনি আমার হৃদয়ের অধীশ্বর, তিনি যে আমাকে পরিত্যাগ করে অন্য রমণীর প্রেমজালে আবদ্ধ হবেন—এও কি সম্ভব?

গীত।

সে আমার আমি তার আহা জীবনের জীবন।
ব'লনা দারুণ কথা ক'রলো বারণ।
মণিহারা হলে ফনী, বাঁচে কি গো প্রাণসজনি,
বারি ছাড়া হলে মীন বাঁচে কি কখন।
বহুদূরে দিনমণি, সরোবরে সরোজিনী,
তাতে কি বিচ্ছেদ হয় ভানুর মিলন।

শুভ্রা। যাঁর হৃদয়পটে আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হয়ে রয়েছে, যাঁর নয়নে আমার মোহিনীমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোন রমণী ক্ষণেক কালের জন্যও স্থান পায় না, আমি যাঁর মানস উদ্যানের প্রফুল্ল গোলাপ, তিনি যে আমাকে হৃদয়চ্যুত করে অন্য কুসুমকে হৃদয়ে ধারণ করবেন ইহা আমি কখন বিশ্বাস করি না।

সন্ধ্যা। জানিনা—ভাই! তোমার কেমন মন। ভাল, পুরুষ যখন নূতনে বশ, তখন সেই পুরুষকে কি ক'রে এত বিশ্বাস কর? তোমার সরল মন; তুমি জগৎশুদ্ধ সকলকেই সরল বোধ কর। কিন্তু সরলের মধ্যে যে গরল আছে তাতো আর জাননা, ভাই!

ঊষা। সখি! ওই দেখ, মহারাজ এই দিকেই আসছেন। ওকি ভাই! উনি অত বিষন্ন কেন! আবার দেখ—সুগ্রীবও সজল নয়নে ওঁর পেছনে আসছে। একি ভাই! এর কারণ কি? তবে কি ধূম্রলোচন হেরে গেছে নাকি?

শুভ্রা। সখিরে! প্রাণেশের বিরস বদন দেখে, আমার প্রাণ যে শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে। যাই হোক, চল আমরা এখন অন্তরালে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

(শশব্যস্তে শুম্ভ ও পশ্চাতে সুগ্রীব এবং চণ্ডমুণ্ডের প্রবেশ।)

শুম্ভ। অসম্ভব! নিতান্তই অসম্ভব। যে বীর সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করেছে, যার ভয়ে বিশ্বচরাচর কম্পিত হয়েছে, আজ কিনা সেই ধূম্রলোচন সামান্য নারীর রণে প্রাণত্যাগ করেছে! অসম্ভব! নিতান্তই অসম্ভব! সুগ্রীব! তোমার কথায় আমার প্রত্যয় হচ্ছে না।

সুগ্রীব।

সত্য মিথ্যা কাজ কি জেনে, কাজ কি যুদ্ধ ঘটা।
মাগীর সাথে ফ্যাসাদ করে কেন বাবাও কেঠা॥
ধূম্র ভায়া চক্ষু মুদে, দেখছে মাগীর রূপ।
খবর দিতে ছেড়ে দিলে মোরে কেবল ভূপ।
কত মায়া খেলছে বেটী মায়ার পুতুল নিয়ে।
রাখছে ভাঙ্গছে গড়ছে আবার
ভাঙ্গছে লাঠি দিয়ে॥
ভায়া গিয়ে ঘাঁটিয়ে দিয়ে কল্লে লাঠা লাঠি।
প্রথমেতে মারা মারি শেষে কাটাকাটি॥
আমি যেয়ে দেখি ভায়া তখন
শিঙ্গে দেছেন ফুকে।
ধূলোর উপর শুয়ে আছেন আপন মনের সুখে॥

শুম্ভ। সুগ্রীব! তুমি নিশ্চয়ই প্রলাপী। তোমার কথায় আমার অতিশয় সন্দেহ হচ্ছে। ভাল, সেই তেজস্বিনী রমণী তোমাদের সহিত কিরূপে যুদ্ধ ক'রলে?

সুগ্রীব।

লম্ফ-ঝম্প-অসার হলো, দম্ভ গেলো চলে।
বেটী এক বাণেতে ধূম্র ভায়ার
কম্প ধরিয়ে দিলে॥

সৈন্য গুলো যুদ্ধে গেল,
উড়লো কেবল ধূলো।
বেটী সৈন্য গুলো উড়িয়ে দিলে
যেমন শিমুল তুলো॥
দেখে শুনে ভায়ার আমার
হাত পা ঢুক্‌লো পেটে।
ভায়া কোমর বেঁধে, রুকে উঠে,
এগুলো বুক ঠুকে॥
দাপুটি দাপুটি গেল হুটাছুটি,
সাপটি ধরিতে তায়।
বেটির হাতের কি জোর,
করলে ফাঁপর ফেল্লে বিষম দায়॥
ভায়া আছাড়ি খেয়ে পিছড়ি হটিয়ে
আগুড়িল ভুড়হুড়ি।
শেষে বাণে বাণে আঁধার হলো
লেগে গেলো হুড়োহুড়ি॥
চেয়ে দেখি ভায় কপাটি খেয়ে
যাচ্ছেন গড়াগড়ি।
তার ভবের রুটি উঠে গেছে
গেছেন যমের বাড়ী॥
তখন দেখি চেয়ে পাহাড়ে মেয়ে
পাহাড়ের উপর বসে।
মোরে করে দয়া পদ ছায়া,
দিলেন হেসে হেসে॥
বেটির পায়ের ধাক্কা খেয়ে
আমি আসছি তাড়াতাড়ি।
ভায়াত পেয়েছেন অক্কা বুঝি
আমারও নেই নাড়ী॥

শুম্ভ। (স্বগতঃ) সেই বীর্য্যবতী রমণী যে শক্তির আধার স্বরূপা তার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। নতুবা প্রচণ্ড কাল সদৃশ ধূম্রলোচন আজ কখনই রণস্থলে প্রাণত্যাগ ক'রত না।

গীত।

সে ধনী কে ধনী ও সে যে সে নয় ধনী।
সে ধনীর ধ্বনিতে কাঁপে সদা ধরণী।
সামান্যা নয় সে রমণী, হবে শক্তি সনাতনী
মমশক্তি জানিবে আজ শক্তি-রূপিণী।

শুম্ভ। (স্বগত) কিন্তু এইবার সেই বীরাঙ্গনার কোমল করে কত বল পরীক্ষা ক'রব।

চণ্ড। হে দানবপতি! যদি অনুগ্রহ করে আমাদের প্রতি সে ভার অর্পণ করেন, তবে আমরাই আপনার মনোরথ পূর্ণ করি।

মুণ্ড। দৈত্যনাথ! আজ্ঞা করুন; আমরা অবিলম্বে সেই মায়াবিনীকে এর সমুচিত প্রতিফল প্রদান করে দৈত্যকুলের কলঙ্ক দূর করি।

শুম্ভ। বৎস চণ্ড ও মুণ্ড! আমি তোমাদের উভয় ভ্রাতাকেই সেনাপতি পদে বরণ কল্লাম; তোমাদের দ্বারাই এই কার্য্য সমাধা হবে; কিন্তু সাবধান! সেই রমণীকে সামান্যা রমণী বলে তাচ্ছিল্য করোনা। যার অনিবার্য্য তেজ সহ্য করতে না পেরে ধূম্রাক্ষকেও প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে। সেই বীর্য্যবতী রমণীকে সামান্যা অবলা বলে উপেক্ষা কোর না।

চণ্ড। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

শুম্ভ। তোমাদের দ্বারাই যেন দৈত্যকুলের মুখোজ্জ্বল হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা নিরাপদে সমরবিজয়ী হয়ে আবার যেন আমার সম্মুখে উপস্থিত হও। রণচণ্ডী তোমাদের সহায় হন।

সুগ্রীব।

চণ্ডীর দ্বারে গণ্ডি দেওয়া দণ্ডি ধরতে হবে।
তবে সে বেটী চণ্ডী এসে পিণ্ডী চট্‌কে যাবে॥
তোরা বাপু গরীবের বাছা, কেন যাচ্ছিস রণে।
গেলে পরে ফিরবিনে আর মরবি মাগীর বাণে॥

চণ্ড ও মুণ্ড। মহারাজ! আমরা বিদায় হলাম।

(চণ্ড ও মুণ্ডের প্রস্থান।)

শুম্ভ। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা রণজয়ী হও। রণস্থলে তোমাদের পদে যেন কুশাঙ্কুর বিদ্ধ না হয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

বিন্ধ্যাচল

(গৌরী ও চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি।)

গৌরী। (স্বগতঃ) একি! দিতির হৃদয় আকাশের উজ্জ্বল প্রভাকরদ্বয় আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে নাকি? আহা! এরূপ প্রভাব না থাকিলে কি, দেবগণ দৈত্যগণের নিকট চির অধীনতা পাশে বদ্ধ থাকে।

মুণ্ড। আমরি মরি! কি অপরূপ রূপ! নব যুবতীর যৌবনের দীপ্তিতে আঁধার বিন্ধ্যগিরি আজ উজ্জ্বল হয়েছে। দাদা! দেখ, দেখ, ঠিক যেন কাদম্বিনীর কোলে দামিনীর মালা খেলা করছে। দাদা! একবার চেয়ে দেখ, সুন্দরীর কি অপরূপ রূপ। আজীবনকাল পলকহীন নয়নে দর্শন করলেও দর্শন পিপাসা কিছুতেই নিবারণ হয় না। (নিকটস্থ হইয়া) সুন্দরি! তুমি কি এই বিশ্বসংসারকে তোমার মোহিনী রূপ দেখাবার জন্য গিরিশিরে আরোহণ করেছ? ওকি! অত চিন্তিত কি জন্য? তুমি বসে বসে কি তোমার রূপ-তরঙ্গিনীর তরঙ্গ গণনা কচ্ছ? যাই হোক, সুন্দরি! তুমি আমাদের সহিত আগমন কর, আমরা তোমাকে দৈত্যপতির নিকট লয়ে যাই; তিনি তাঁহার প্রমোদ কাননে যত্নের সহিত তোমার স্থান দান ক'রবেন।

গৌরী। বীরবর! আমি যে বনাগ্নি। আমি যে স্থানে গমন করিব নিমেষ মধ্যে সে স্থান ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে তবে কিরূপে সেই প্রমোদ উদ্যানে আমায় নিয়ে যাবে? যাই হউক, বোধ হয় তোমরা আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া থাক্‌বে। আর সে জন্যই, বোধ হয়, যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হ'য়ে এ স্থানে আগমন করেছ। ভাল, অস্ত্র ধারণ কর, বিলম্বের প্রয়োজন কি? এস তোমাদের, উভয়কেই আজ ধূম্রলোচনের পথে প্রেরণ করি।

চণ্ড। ভাই! এই মহাবীর্য্যবতী রমণীকে সামান্যা রমণী বলে উপেক্ষা করা হবে না। সাবধানে যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে।

মুণ্ড। দাদা! তাতে আমাদের ভয় কি, ভাই? আমরা ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রলে এখনই ওই রমণীকে শোণিত সাগরে সন্তরণ ক'রতে হবে।

চণ্ড। নারে মুণ্ড! না ভাই, তোকে আমি কখনই এ যুদ্ধে প্রেরণ কোরবনা, কালের কুটিল গতি; কি জানি, কি হতে কি হবে। তুমি থাক ভাই, আমি ওর সঙ্গে যুদ্ধ করি; এ ভীমা নারীর রণে তোমাকে কিছুতেই পাঠাতে পারি না।

মুণ্ড। দাদা! কাহারও এমন সাধ্য নাই যে, অদৃষ্টের গতিকে ফিরাতে পারে। তবে আমাকে নিবারণ করে, কি জন্য আপনি বীর-ধর্ম্মে কলঙ্ক অর্পণ ক'রছেন? আপনি দেখুন, আমি এখনই ওর দর্প চুর্ণ করি।

চণ্ড। যুদ্ধ ক'রতে নিবারণ করা বীরের ধর্ম্ম নয় সত্য; কিন্তু ভাই! এই অবোধ হৃদয় যে কিছুতেই প্রবোধ মানছে না? যাও ভাই, আর আমি তোমাকে বাধা দিব না। কিন্তু দেখ ভাই, সাবধানে যুদ্ধ কোর। আমার বোধ হচ্ছে যে, এই রমণী ঘোরা মায়াবিনী।

মুণ্ড। দাদা! তোমার পদধূলি আমার মস্তকে প্রদান কর। আমি নিরাপদে যুদ্ধে জয়ী হয়ে আবার তোমার সম্মুখে উপস্থিত হব। (পদধূলি গ্রহণ) সুন্দরি! এস দেখি, দেখি কার বাহুতে কত বল? কার কত অস্ত্রশিক্ষা। এস দেখি, দেখি তোমার অবলাপ্রাণ কত কঠিন! তুমি একাকিনী আমিও একাকী। এসো যুদ্ধ করি! দাদা আমার দূরে থেকে যুদ্ধ দেখবেন। তোমার ভয় নাই, এ যুদ্ধে অন্য কেহ কোন রূপ প্রহরণ ধারণ করবে না।

গৌরী। তোমরা সকলে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ ক'রলেও আমি ভীতা হই না। ভাল, আমিও প্রতিজ্ঞা কচ্ছি যে, এ যুদ্ধে কাহারও

সাহায্য গ্রহণ কোরব না! কিন্তু এস, এখন দেখি তুমি কিরূপ বীর্য্যবান।

(উভয়ের ক্ষণেক যুদ্ধ।)

চণ্ড। ধন্য, ধন্য বরাননি! ধন্য বীরাঙ্গনা! ধন্য তোমার বাহুবল, ধন্য তোমার অস্ত্র-শিক্ষা! আর তুমি যাকে প্রেমালিঙ্গনে সন্তুষ্ট কর সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিকেও সহস্র বার ধন্যবাদ করি, এবং আমাদিগকেও ধন্যবাদ দিই। রে নয়ন! তুই আজ ধন্য হ'লি। তুই বহু পুণ্যফলে আজ এরূপ বীর্য্যবতী রমণীকে দর্শন করলি। আর আমাদিগকেও ও সহস্রবার ধিক্কার দেই যে, আমরা জগতের জ্যোতিকে নিবারণ ক'রতে উদ্যত হয়েছি॥

(গৌরী নিরস্ত্র হইয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান।)

মুণ্ড। একি বিনোদিনি। নির্ব্বাক হয়ে রইলে যে? ওকি! আবার আকুল নয়নে চারি দিক নিরীক্ষণ কচ্ছো কি জন্য? তোমার কর্ণ-বিবরে কি মৃত্যুর পদধ্বনি প্রবেশ কচ্ছে? তাই কি তোমার নিশ্বাস ঘন ঘন পতিত হচ্ছে? চারুভুজে! তোমার চারুভুজ ভীম প্রহরণ ধারন করনা। ওকি! তোমার তুণের বাণ যে তুণেতেই রয়েছে দেখছি। তবে কি জন্য বিরস বদনে দণ্ডায়মান রয়েছ। ভাল সুন্দরি! তোমার সমরের সাধ ত পূর্ণ হয়েছে, তবে আর কেন? এস আমি তোমাকে ত্রিলোকপতির নিকট লয়ে যাই। সুন্দরি যুদ্ধ কি ছেলেখেলা? না— মুখের কথা? একি ধূম্রলোচনকে পেয়েছ যে, অবাধে বধ করবে? বিনোদিনি! তুমি গর্ব্বের ভরে ভাল পণ করেছিলে। যাই হ'ক, এখন আর ভাবলে কি হবে; যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলে তখন তোমার ভাবা উচিত ছিল। এখন এস, আমার সঙ্গে এস।

গৌরী। (স্বগতঃ) এখন কি উপায়ে এই ভীষণ সমরে পরিত্রাণ পাই। আমি আর যে দানবশিশুর পরাক্রম সহ্য করিতে পাচ্ছিনা। এই বালকের যেরূপ বিক্রম দেখছি—তাতে বোধ হচ্ছে যে, দেবগণের বাঞ্ছা বুঝি পূর্ণ করতে পারলাম না। হায়, হায়! ত্রিভুবন বুঝি আমার অপযশে পরিপূর্ণ হোল। এখন কি করি? কি উপায় অবলম্বন ক'রে এই বালক মুণ্ডকে বিনাশ করি? এখন দেখছি দেবগণের সাহায্য ব্যতীত এ ঘোর সঙ্কট হতে পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। যাই পলায়ন করি, শিশুর অতুল বীর্য্য আর সহ্য করতে পাচ্ছিনে।

(সহসা অন্তর্দ্ধান।)

মুণ্ড। কোথা গেল? এই যে এখানে ছিল? একি! সত্যসত্যই কি এ ভামিনী মায়াবিনী! দাদা! তুমি যা বলেছিলে তা সত্য; নতুবা, এই আমার সম্মুখে ছিল, আর এর মধ্যেই বা কোথায় লুকায়িত হ'ল! এত ঘোরা অমানিশা নয়! এ যে দিবা ভাগ! মায়াবিনী ব্যতীত এ সময়ে চক্ষে ধূলি দিয়ে আর কে লুকায়িত হতে পারে? এ ভামিনী নিশ্চয়ই মায়াবিনী!

গীত।

কোথা সে রমণী শিরোমণি।
দেখিতে দেখিতে হায় কোথায় গেল সে ধনী॥
বুঝতে নারি নারীর মায়া;
বলিহারি নারীর মায়া;
মায়াতে ছলিল মোরে সে ঘোরা মায়াবিনী।
সে নারী কি শিবজায়া,
ধন্য মায়ের মহামায়া,
মায়ারূপে নাশে সবে সেই কাল-রূপিনী॥

চণ্ড। তাইতো ভাই! কোথায় গেল? আমি তো কিছুই বুঝিতে পাচ্ছিনা। ভাই, মুণ্ড! আমি তো পূর্ব্বেই বোলেছিলাম যে, এ রমণী মায়াবিনী! যাই হোক, এক্ষণে দৈত্যনাথ যখন জিজ্ঞাসা করবেন, যে, সে রমণীকে কোথায় রেখে এলে? তখন আমরা তাঁকে কি উত্তর প্রদান ক'রব? কেমন করে বোলব যে, বামা আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়ে পলায়ন করেছে? একথা শুনলে তিনি কি মনে কর্বেন? আর, দৈত্যগণই বা কি মনে করবে? এখন আমাদের এ কথা কে বিশ্বাস করবে ভাই?

মুণ্ড। (সচকিতে) একি অকস্মাৎ এরূপ মেঘ গর্জ্জনের কারণ কি? না,না, এ তো মেঘের গর্জ্জন নয়! কোটী কোটী বজ্রনিনাদ একত্র হলে যেরূপ ভয়ানক শব্দ উত্থিত হয়, এ যে ঠিক্ সেইরূপ শব্দ। এই ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন যে কম্পিত হচ্ছে! হায়! হায়! কি হবে? নভোমণ্ডল ভগ্ন হয়ে পৃথিবীতে পতিত হবে নাকি? না—বিশ্বব্রহ্মণ্ড এক কালে লয়প্রাপ্ত হবে? একি অকস্মাৎ এরূপ মহা প্রলয়ের কারণ কি? দাদা দেখ দেখ, উন্নত মহীরুহ সকল সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধরাতলে পতিত হবার উপক্রম হচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে, বিন্ধ্যাচলও উৎপাটিত হলো। না হয়, পৃথিবীর গতিরোধ হলো! যেরূপ মহাপ্রলয় উপস্থিত, তাতে এই বোধ হচ্ছে যে, বিশ্বসংসার বুঝি উড়ে গেল!

চণ্ড। তাই ত ভাই! একি? সহসা এরূপ ভীষণ আরাবে বৃক্ষশাখা সকল মড় মড় শব্দে ভঙ্গ হচ্ছে কি জন্য? আর কেনইবা, ওই কালরূপ-প্রভঞ্জন শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হয়ে বিশ্বসংসারকে ধ্বংস করবার জন্য উপক্রম কচ্ছে? কই, আকাশে ত মেঘ নাই? তবে এই ভীষণ ঝন্‌ঝা কোথা হতে উত্থিত হলো? হায় হায় এ সংসার বুঝি থাকেনা; গেল, গেল, —সব রসাতলে গেল।

(রণবেশে উগ্রচণ্ডার প্রবেশ।)

চণ্ড। একি, একি অসম্ভব ঘটনা! অকস্মাৎ সেই তেজস্বিনী রমণীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন? দেখ, একবার দেখ ভাই! কি লোমহর্ষণ ভয়ানক ভীষণ দৃশ্য! একবার ওই ভীমার ভীষণাকৃতি বদনের দিকে দৃষ্টিপাত কর! না—না— দেখ'না দেখ'না! ওই ভয়ঙ্ক! ভীমার ভীষণ নয়ন হতে ধক্ ধক্ ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে কালানলে বিশ্বসংসারকে বুঝি ছারখার করুলে। ভীমার নয়ন হতে [illegible] ধক্ ধক্ [illegible] প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, ওই দেখ, ভীমার ভীষণ ললাটেও সেইরূপ মহানল দপ দপ করে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আমাদের দগ্ধ ক'রবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। ওঃ! ভয়ঙ্করীর কি ভয়ানক দৃশ্য। এ দৃশ্যে মহাকালকেও ভয়াকুলিত হয়ে পলায়ন করতে হয় আবার হুহুঙ্কার! ওই ভয়ঙ্করীর ভয়ানক চিৎকারে ত্রিভুবন যে বিদীর্ণ হলো! ভীমার ভীষণ বদনের ভ্রূকুটী-কুটিল ভাব দর্শন করে সহস্রকিরণও কিরণহীন হ'য়ে, প্রাণের দায়ে, আকাশগর্ভে লুক্কাইত হল। হায় হায়; গেল—গেল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ছারখার হ'ল।

গীত।

হায় হায় কি ঘটায় বুঝি যায় মেদিনী।
কে এলো এ এলোকেশী রণে রণরঙ্গিণী।
কাল ভালে জ্বলে শশী, কাল করে কাল অসি,
হাসে কালী কালহাসি, কাল অধরে,—
কালরূপে নাশে ধরা ধরাধর-নন্দিনী।

(দেবগণের প্রবেশ।)

মুণ্ড। দাদা, দেখ দেখ ভাই, রমণীর পশ্চাতে আবার কারা আসছে দেখ। বাসব, বরুণ, অরুণ, শমন, পবন প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেব-অনীকিনী দেখছি। তবে এ মায়াবিনী কে? ওঃ! এতক্ষণে জান্‌লাম যে, দানব-বংশ ধ্বংসের নিমিত্ত মায়াবিনীরূপে স্বয়ং মহামায়া আজ অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। সুর-অরিনাশিনী শঙ্করী সুরগণের সহায় হয়ে, আপন সন্তানকে বিনাশ করতে আজ মায়াজাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু যাই হোক্ ভাই, দেবগণ কিরূপ নির্লজ্জ দেখ। হায় হায়! প্রাণের ভয়ে আজ কিনা রমণীর অঞ্চল ধরে রণস্থলে প্রবেশ করেছে! ওহে শচীপতি! তোমাকে সকলে বীর ব'লে গণনা করে! এইরূপে বুঝি তুমি সেই বীর-ধর্ম্মের পরিচয় দিয়ে থাক? ছি, ছি, তুমি না যোদ্ধা! এই বুঝি তোমার সেই যুদ্ধ কৌশল। তুমি ও মুখ আর রণস্থলে বহির্গ-

করোনা। তুমি দূর হও; তোমার ওই ঘৃণিত মুখ আর আমি দেখতে চাইনে। দূর হও! এখনই এ স্থান ত্যাগ কর, নতুবা তোমার মহা-বিপদ উপস্থিত। ও কি! ও আবার কি? তোমার হাতে ও কি রয়েছে! দেখি, দেখি। ওঃ—ও সেই বহুদিনের জীর্ণ বস্ত্রখানা না? ও আবার কিসের জন্য? ও তো বহুবার নিক্ষেপ করে দেখেছ? তোমার আবার এ গ্রহ উপস্থিত হলো কেন? দাদা, দেখ ভাই! ভাগ্যে অম্বিকা আজ উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করে যুদ্ধ করতে এসেছেন, তাই এই লজ্জাহীন দেবগণের সহিত রণস্থলে আবার সাক্ষাৎ হ'ল।

চণ্ড। ভাই মুণ্ড! তোমাকে আর কি বোলব ভাই? আজ আমাদের মহাবিপদ উপ-স্থিত। আজ আমরা মহামায়ার মায়াজালে পতিত হয়েছি; এ জাল ছিন্ন করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। ভাই! তুমি এই বীর্য্যের আধারস্বরূপা মহিষমর্দ্দিনীর ভয়ঙ্কর হাস্যময়ী মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ, দেখি? তা হলে বুঝতে পরিবে যে, আজ আমাদের কি মহাবিপদ উপস্থিত।

মুণ্ড। মহাবিপদ! মহাবিপদ আবার কি ভাই? মহামায়ার মায়ায় পতিত বলেই কি আমাদের মহাবিপদ হবে? না—তা কখনই নয়; কখনই হবে না। আদ্যাশক্তির আশীর্ব্বাদে আমাদেরও শরীরে শক্তি আছে; তবে কি জন্য ভীত হচ্ছেন? আর আমরাও কি ভক্ত-ভয়-নিবারণীর ভক্ত নই? তবে সেই ভক্তাধীন ভগবতী ভক্তের সহিত যুদ্ধ করে, আজ কিরূপে জয়ী হন, তা দেখব। দাদা! তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি নিমেষ মধ্যে মহামায়ার মায়াজাল ছিন্ন করে উগ্রচণ্ডার গর্ব্ব খর্ব্ব করি।

চণ্ড। অবোধ বালক! আমি কোন প্রাণে এই ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে তোকে অনুমতি দেব? না, না—তা কখনই হবে না। মুণ্ডরে! কেন ভাই আর আমায় জ্বালাতন করিস! আমি জীবন্ত পাষাণ? না—আমার হৃদয় কঠিন লৌহে নির্ম্মিত যে, ভয়ঙ্করীর ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোতে আমি তোকে অনুমতি করবো? তা কখনই পারবো না। এ প্রাণ থাকতে কখনই আমি তোমাকে এ মায়াযুদ্ধে প্রবিষ্ট হতে দেব না। আমার নয়নের তারা; আয় ভাই তোরে একবার হৃদয়ে ধারণ করি।

মুণ্ড। না, দাদা! আমি কিছুতেই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবো না। তুমি আমাকে অনু-মতি দাও, আমি উগ্রচণ্ডাকে রীতিমত দণ্ড প্রদান করি॥

চণ্ড। মুণ্ডরে! হয় ক্ষান্ত হও, না হয় চল ভাই, আমরা উভয়ে একত্র হয়ে ওই মায়াবিনী উগ্রচণ্ডার দর্পচূর্ণ করিগে। ভাইরে! মায়া-বিনী রুদ্রাণীর রণে তোমাকে প্রেরণ ক'রতে কিছুতেই আমার সাহস হয় না। রুদ্রাণী যখন তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তেত্রিশ কোটী দেব অনীকিনীর সহিত আবার রণস্থলে উপস্থিত হলেন, তখন এস আমরাও শরজাল বর্ষণ করি। নিশ্চয়ই ওই নির্লজ্জ দেবগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করবে। তবে চল ভাই, আমরা উভয়ে যুদ্ধ করিগে।

মুণ্ড। আমার সহিত যখন গৌরীর যুদ্ধ হচ্ছে তখন তুমি কেন সে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে? হ্যাঁ ভাই! মুণ্ড কি এতই নিস্তেজ? দানবগণের মধ্যে কেহই নিস্তেজ নয়, তবে কি জন্য আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করবো। শঙ্করী যেমন একা-কিনী যুদ্ধ করবো বলে দেবগণের সাহায্য নিয়ে দেবনামে কালি দিলে, আমিও কি সেইরূপ তোমার সাহায্য নিয়ে, সুনির্ম্মল দানবকুলকে কলঙ্কিত করবো? না—তা কখনই হবে না। এতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয় সেও স্বীকার, তথাপ আমার এ প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ভঙ্গ হবে না। তোমার ওই ত্রিশূল রণক্ষেত্রে রক্ষা ক'রে তুমি আমার রণকৌশল দর্শন কর। পরে আমি যখন রণে কাতর হবো, তখন তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও। উগ্রচণ্ডে! এসো দেখি, তোমার ভীষণ মূর্ত্তির বল কতই ভীষণ, তার পরীক্ষা কর।

(দেবগণের সহিত যুদ্ধ ; পরাস্ত হইয়া দেবগণের পলায়ন।)

মুণ্ড। নির্লজ্জগণ! তোরা কোন লজ্জায় আবার রণস্থলে এয়েছিলি? তোদের সাধ্য কি যে, তোরা আমার সমরে ক্ষণেককালও তিষ্ঠিতে পারিস! দুরাচারগণ! আমি তোদের ক্ষমা কল্লাম, এক্ষণে পলায়ন কর; আর আমি তোদের কিছু বোলব না। কিন্তু তোদের যদি প্রাণে ভয় থাকে, তবে পুনরায় আর রণস্থলে উপস্থিত হোসনে। উগ্রচণ্ডে! তুমি যাদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলে, কই, তারা কোথা গেল? চণ্ডিকে! মহা অনল কি কখনও শিশির সিঞ্চনে নির্ব্বাণ হয়? যাই হোক, এক্ষণে আমিও একাকী, আবার তোমাকেও একাকী হোতে হয়েছে। ভাল এস দেখি, দেখি এ যুদ্ধে কে জয়ী হয়?

(উভয়ের যুদ্ধ এবং উগ্রচণ্ডার পলায়ন।)

(ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। নির্ব্বোধ শিশু! আজ তুই কাল-সর্পের মস্তকে পদাঘাত করেছিস, আর তোর নিস্তার নাই। অস্ত্র গ্রহণ কর, এখনই তোর জননীকে হতপুত্রা করি।

মুণ্ড। কেও বীর-কেশরী ইন্দ্র! কেন? শিশুর হস্তের বল কি তুমি অবগত নও? এতেও তোর লজ্জা হোল না? আবার কোন লজ্জায় রণস্থলে প্রবেশ করলে? কিন্তু আর না, আর তোকে ক্ষমা করবো না। এই দেখ কাল-রূপী শিশু আজ তোকে কালভবনে প্রেরণ করি।

(উভয়ের যুদ্ধ ও পরাস্ত হইয়া ইন্দ্রের পলায়ন)

(বরুণের প্রবেশ।)

বরুণ। দুরাচার। এখনও তুই জীবিত আছিস? আয়, এখনই তোর নাম পৃথিবী হতে লোপ করি।

(উভয়ের ক্ষণেক যুদ্ধ ও বরুণের পলায়ন।)

(তপণের প্রবেশ।)

তপন। নারকি! এই সময় একবার জগদীশ্বরের নাম স্মরণ কর; নতুবা এখনি তো চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হতে হবে।

মুণ্ড। উভয়ে সশস্ত্র আছি এক্ষণে এস দেখি, কে চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হয়।

(উভয়ের যুদ্ধ ও তপনের পলায়ন)

(উগ্রচণ্ডার প্রবেশ।)

মুণ্ড। কিগো দুর্গে! আবার কি জন্য? এখনও কি তোমার যুদ্ধপিপাসার নিবৃত্তি হয়'ন! না—এখনও বিলম্ব আছে?

উগ্রচণ্ডা। শিশু! এই দেখ, আজ চণ্ডমুণ্ড বধের জন্য উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিধারণ করে আমি রণ-স্থলে প্রবেশ করেছি। যুদ্ধ কর, এখনই তোকে বধ করে আমি মনের আক্ষেপ দূর করি।

মুণ্ড। মহামায়া! তুমি আমাকে বধ কর্‌তে ইচ্ছা করেছ? সে ত আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমার এমন সৌভাগ্য কি যে, আমি তোমার হাতে প্রাণত্যাগ করে তোমার কোলে শায়িত হই। কিন্তু দুর্গে! এসো দেখি দেখা যাক, কে কাকে বিনাশ করে! যদি তোর অভয় পদে আমার অচলা ভক্তি থাকে, তবে অবশ্যই আমার জয়লাভ হবে। কখনই তোর যুদ্ধে আমি পরাস্ত হব না।

উগ্রচণ্ডা। কি! পরাস্ত হবিনে? ভাল আয় দেখা যাক, তুই পরাস্ত হস কি আমি পরাস্ত হই।

(উভয়ের যুদ্ধ এবং অধোবদনে চণ্ডির অবস্থিতি।)

মুণ্ড। উগ্রচণ্ডে! ভয় নাই, ভয় নাই। ক্লান্ত শরীরে আমি অস্ত্রাঘাত ক'রব না! আমি যোদ্ধা কখনই তোমার ক্লান্তদেহে অস্ত্রাঘাত ক'রব না। আরযুদ্ধের নিয়মও সেরূপ নয়। সুন্দরি দৈত্যবংশে কেহ কখনও অধর্ম্ম যুদ্ধ জানে না। যাও, এখন যথা ইচ্ছা তথা গিয়ে বিশ্রাম করগে। পরে শ্রান্তি দূর হলে আবার আমার সাহত যুদ্ধ কোর।

(মুণ্ডের প্রস্থান।)

উগ্রচণ্ডা। কি আশ্চর্য্য। এরূপ অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন বীর কখন ত আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই! হায়, হায়, আজ কি না একটা শিশুর যুদ্ধে আমার গর্ব্বের খর্ব্ব হোল? এখন কি করি? কিরূপে এই সিংহশাবকের হাত থেকে নিস্তার পাই?

(দ্রুতবেগে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। মাতঃ উগ্রচণ্ডে! অন্য উপায় অবলম্বন করুন, নতুবা ন্যায়-যুদ্ধে কিছুতেই এই দানব-শিশুকে পরাস্ত করতে পারবেন না। এই শিশুর যেরূপ বিক্রম দেখছি, তাতে বোধ হচ্ছে এই সমরানলে আজ সমুদয় দেবগণকে দগ্ধ হ'তে হবে। জননি! ন্যায়যুদ্ধ পরিত্যাগ করুন। শিশু যদি কিছুকাল এইরূপ তেজের সহিত যুদ্ধ করে, তবে নিশ্চয়ই আজ এর সমরানলে অদিতি সন্তানগণকে ভস্মীভূত হতে হবে। এখনও সময় আছে; জগদম্বে! এখনও অন্য উপায় অবলম্বন করুন।

উগ্র। বৎস! তোমার মতেই আমার মত। যদি এতে অধর্ম্ম হয়? কি করি এ উপায় ভিন্ন যে, আর কিছুতেই রক্ষা নাই? এক্ষণে এস, ভগ্নোৎসাহ অমরগণকে পুনরায় উৎসাহিত ক'রে, আবার সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিগে চল। এস, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস।

(উগ্রচণ্ডা ও ইন্দ্রের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

বিন্ধ্যাচল।

(চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।)

চণ্ড। ধন্য, ভ্রাতা! ধন্য তোর বীরপনা। তোর অদ্ভুত বীরত্ব দেখে আজ আমি যেরূপ সুখানুভব করলাম, জন্মাবধি কখনই সেরূপ অপর্য্যাপ্ত সুখে সুখী হইনি। মুণ্ডরে! ধন্য ভাই। তোমার দ্বারা আজ দানববংশের মুখ উজ্জ্বল হ'ল। আয় ভাই, আমার কোলে আয়, আমি তোকে আলিঙ্গন করে আমার মনের আক্ষেপ দূর করি।

(আলিঙ্গন দান ও চণ্ডের প্রস্থান।)

গীত।

একবার আয় রে কোলে!
তোরে বুকে রেখে ভাসি সুখ সলিলে।
তোরে হেরিয়ে আজি, আমি যে সুখী হলাম
আমার বুকের অনল নিভাই, নয়ন জলে।
আমার কোলেতে এসে,
তুমি মধুর রবেতে জুড়াও পোড়া হৃদয়
একবার ডাক্‌রে ও ভাই আমায় দাদা বলে।

(দেবগণের প্রবেশ ও চারিদিক হইতে মুণ্ডকে আক্রমণ)

মুণ্ড। দুরাচারগণ! আবার তোরা কোন্ লজ্জায় এখানে উপস্থিত হ'লি! আয়, এবার আর তোকে ক্ষমা করবোনা! দুরাচারগণ! অন্যায় যুদ্ধে আমায় বিনাশ করবার ইচ্ছা করেছিস? কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র। সামান্য সর্পগণের ভয়ে ত খগরাজ কি কখন ভীত হয়? ভেক ভক্ষণে ভুজঙ্গকুল কি ভয়াকুল হয়ে থাকে? আয়, পাপীগণ! তোদের পাপের ভার লাঘব করি।

(দেবগণের সহিত মুণ্ডের যুদ্ধ।)

(উগ্রচণ্ডার প্রবেশ।)

উগ্রচণ্ডা। দুরাত্মন্! এই দেখ, এই কাল সম ভৈরবাস্ত্রে তোকে কালভবনে প্রেরণ করি।

(শরত্যাগ ও মুণ্ডের পতন।)

মুণ্ড। (পতিত হইয়া) উগ্রচণ্ডে! অন্যায় সমরে আমাকে নিধন করে ত্রিভুবনে আজ অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিলে। যাই হোক, জননি! দাঁড়া, একবার সম্মুখে দাঁড়া, অন্তিম সময় উপস্থিত। দাদা চল্লেম। এ জীবনের মত চল্লেম। বিদায়—দুর্গে। (মৃত্যু)

গীত।

দাদাগো বিদায় হই জন্মের মতন।
গেল এ জীবন।
চলিলাম এখন আমি, প্রাণ ত্যজিয়ে রণস্থলে,
(সেই সুখময় স্বর্গধামে, ছেড়ে এই সুখ ভূমি,)
সব আশা ভরসা আমার ফুরাল এখন।
এ সময়ে কোথা তুমি রহিলে,
দেহ দেখা, মরি আমি কেন আমায় ভুলিলে,—
অন্যায় সময়ে নাশে, মায়াবিনী মায়া করে,
আজি একাকী পেয়ে আমারে,
আমার জীব লীলা সাঙ্গ হলো।
অধর্ম্ম আর অবিচারে, মায়ের কোলে
মহাসুখে মুদিলাম নয়ন।

(নেপথ্যে চণ্ড।) মুণ্ডরে কোথায় যাও? যেওনা, যেওনা ভাই! আমাকে ফেলে যেওনা।

(বেগে চণ্ডের প্রবেশ।)

চণ্ড। ওঃ! কি সর্ব্বনাশ! একি হোল? মুণ্ডরে! উঠ ভাই; উঠে একটীবার কথা কও। একবার উঠে আমার এই তাপিত প্রাণ শীতল কর। আমার হৃদয়ের ধন! এস আমার হৃদয়ে এস। ওকি ভাই! তুমি কঠিন মৃত্তিকায় কি জন্য? একি তোমার শয়নের উপযুক্ত স্থান? জীবনপ্রতিম! সত্য করে বল ভাই, আমি কি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না—আমি জাগ্রত। উঃ! আর যে সহ্য হয় না। ভাই! তোমার এ দুর্দ্দশা যে আর দেখা যায় না? প্রাণাধিক! আমি তোমার নিকট কি দোষে দোষী ছিলাম যে, সেইজন্য আজ আমাকে এই দারুণ প্রতিফল প্রদান করলে? নয়ন-পুত্তলি! আমায় ফেলে কোথা যাও? স্থির হও? যেওনা, যেওনা ভাই! তোমার এই হতভাগ্য ভ্রাতাকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করোনা। তুমি আমার সংসারের অবলম্বন? তুমি ব্যতীত এ সংসারে আর যে আমার কিছুই নাই? তুমিই যে আমার একমাত্র আশা ও ভরসা। জীবনের জীবন! আমার জীবনকে দগ্ধ করে কোথা যাও? মুণ্ডরে! আমাকে ফেলে যাস্‌নে তুই যে আমার সংসারের সম্বল, ভিক্ষার ঝুলি! উঠ ভাই! কেন ভাই আমায় যাতনা দিস্? নয়নতারা, তোর ওই নয়নকমল হতে, কি জন্য আজ কমলের দল পতিত হচ্ছে! হাঁ ভাই, তুই কার উপর অভিমান করে, কি দুঃখে আজ ধূলিশয্যায় শায়িত হলি? প্রাণাধিক! তোর এরূপ দুরাবস্থাও আমাকে স্বচক্ষে দেখতে হলো! না, না—আমি জীবিত থাকতে তা কখনই পারব না। তোর কোমল শরীর কখনই ধূলায় লুণ্ঠিত হতে দেব না। আয়, আমার ভাই, জীবনের ধন, প্রাণের পুতলি! আয় আমার কোলে আয়। আয় ভাই, তোকে কোলে করে, এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করি। (কোলে তুলিয়া) একি ভাই! তোর নিষ্কলঙ্ক শশধরের ন্যায় প্রফুল্ল বদন কি জন্য আজ কালিমায় জড়িত হয়েছে? হাঁ ভাই! এখনও দিনমণি অস্তমিত হয়নি; তবে কি জন্য তোমার নয়নকমলকে মুদিত দেখছি? মুণ্ডরে! ওঠ ভাই; উঠে আমার সঙ্গে দুটো কথা কও। তোর সুধামাখা বাক্যে সেইরূপ আমাকে দাদা বলে ডাক। ভাই! একবার তোর ওই অমৃতময় দাদা বাক্য শ্রবণ করে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হোক। মুণ্ডরে! একবার কথা কওরে ভাই।

গীত।

আয় ভাই আয় বুকে রাখি।
কেনরে মুদিত আঁখি, বলরে কি দুঃখে দুঃখী।
কেনরে পড়ে ধূলায়, আয়রে রাখি কোলেতে,
এজনমের মত তোরে আজ ভাল করে দেখি।

চণ্ড। কেন, ভাই! কি জন্য আমার সঙ্গে কথা কোচ্ছনা? অন্যায় সমরে অপমানিত হয়ে কি তোমার অভিমান হয়েছে? না, ভাই আর আমি তোমাকে অন্যায় যুদ্ধে প্রেরণ করব না। আর আমি তোমাকে নীচের সহিত যুদ্ধ করিতে দিবনা। তুমি উঠ; একবার উঠ, ভাই! আমি তোমাকে বুকে করে এ দেশ ছেড়ে

পলায়ন করি। আর এই অরাজক রাজ্যে কাজ নাই। ভাইরে! তোমায় বুকে করে আকুল পাথারে ঝাঁপ দেব—সেও স্বীকার, তথাপি যেখানে পাপের জয়, সেই অধার্ম্মিক দেবগণের সহবাসে আর ক্ষণেককালও অবস্থান ক'রব না। তুমি উঠ ভাই, আমি তোমাকে কোলে করে এখনই এখান হতে গমন করি। প্রাণপ্রতিম! কি জন্য এখনও তুমি আমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছনা? আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, এখনও তুমি আমার উপর অভিমান করে রয়েছ? উঠ, উঠ, আমার হৃদয়রত্ন আমার কথা শুন। আমি যে তোমার দাদা; আমার সঙ্গে দুটো কথা কও ভাই। একি! তোমার সুকুমার দেহ কি জন্য আজ নিশ্চল অচলের ন্যায় পতিত হয়ে রয়েছে! একি! উঃ! কি সর্ব্বনাশ! তোমার নিশ্বাসের যে গতিরোধ হয়েছে? হায়, হায়, কে এ সর্ব্বনাশ করলে? কার নিকট আমি অপরাধী ছিলাম যে, সে এরূপ শত্রুতাচরণ ক'রে আমার বক্ষে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করলে? কৈ জ্ঞানসত্ত্বে আমি কখনও কার অহিত করিনি? তবে কিজন্য সে আমার মস্তকে বজ্রঘাত ক'রলে? রে নিদারুণ বিধি! তোর মনে এই ছিল? তুইই ত এই অনর্থের মূল? উঃ! এত অধর্ম্ম আর সহ্য হয়না। চক্ষেও আর দেখা যায়না। একবার চেয়ে দেখ দেখি তুই আজ আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রলি? হায়, হায়, আমার ননীর পুতলি, তোর কর্ত্তৃক আজ কিনা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে প্রাণত্যাগ করলে! হায়রে, এ দেখে এখনও আমি জীবিত আছি। এখনও আমার প্রাণ বহির্গত হচ্ছে না। আমার হৃদয় পাষাণ নির্ম্মিত। আমি সজীব পাষাণ, তাই এখনও জীবিত আছি। না না—আমি পাষাণ নই! অনল প্রবেশ মাত্র পাষাণতো বিদীর্ণ হয়। তবে আমার হৃদয় বজ্রাধিক ভয়ঙ্কর, তাই এখনও বিদীর্ণ হচ্ছে না। আমার কণ্ঠরত্ন কোথায় যাস? যাসনে আমাকে ফাঁকি দিয়ে যাস্‌নে। আয়, আয় ভাই আমি তোকে কণ্ঠে ধারণ করি।

গীত।

একবার উঠে আয় আমার নয়ন মণি,
বুকে আমি রাখি তোরে।
ও ভাই তোরে হারা হয়ে, আর কারে দেখিয়ে,
কেমন করে আমি জুড়াব অন্তর।
ও ভাই দেখে ও বদন, জ্বলেরে জীবন,
(জীবনের জীবন তুই রে আমার।
আমি কি করব রে, এই অসার দেহ ভার লয়ে)
আমি কি ধন লয়ে থাকি রে এ সংসারে॥

চণ্ড। মুণ্ডরে! শুনলিনা, চল্লি? আচ্ছা যাও, অগ্রসর হও। আমিও তোমার পশ্চাতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার কিছু বিলম্ব আছে। অগ্রে এই গর্ব্বিতা পার্ব্বতীর গর্ব্ব খর্ব্ব করে, ওর ছলনার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করি। আর এই তেত্রিশ কোটী দেবঅনীকিনী ধ্বংস করে, বিশ্বসংসার হতে চিরদিনের জন্য অমর নাম লুপ্ত করে তোমার শোকানলে আহুতি প্রদান করি; পরে তোমার নিকট গমন করব। অগ্রে তোমার ইন্দ্রকে বিনাশ করে তোমার মর্ম্মান্তিক যাতনার প্রতিশোধ গ্রহণ করি, পরে এই নিষ্কোষিত কৃপাণে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে মনের আনন্দে তোমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রব। আজ অগ্রে এই কলঙ্কিনী আদ্যাশক্তিকে স্বহস্তে বিনাশ করে, আমার মনের অনল নির্ব্বাণ করি, পরে উভয়ে একত্রে মিলিত হব। চণ্ডিকে! তোমাকে না সকলে আদ্যাশক্তি বলে সম্বোধন করে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে না তুমি শক্তিশ্বরী আদ্যাশক্তি শঙ্করী! যাহ'ক, আজ তুমি বিলক্ষণ শক্তির পরিচয় প্রদান করলে! তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, একাকী যুদ্ধ করবে! এই বুঝি তোমার একাকী যুদ্ধ করা! তুমি ধর্ম্মের আধারস্বরূপা; এই বুঝি তোমার সেই ধর্ম্মের পরিচয়? আজ তুমি অবনীমণ্ডলে ভাল কীর্ত্তি

স্থাপন করলে। কিন্তু তোমাকে আর আমি কি বলবো? আমি এতদিনে জানলাম যে, দেবগণ অতিশয় নীচ; আর তুমিও অতিশয় নীচাশয়া। যারা ধর্ম্ম-যুদ্ধ জানে না, যাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই, অনায়াসে যারা আমার সোদরকে বিনাশ করলে, সেই সেই অধার্ম্মিক নীচাশয় দেবগণের সহিত যুদ্ধ করবো না। এই আমি বক্ষঃস্থল পেতে দিলাম, তুমি নির্ভয় হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শরজালে আমার হৃদয় বিদীর্ণ কর; আমি তাতে কিছুমাত্রও কাতর হব না। ভ্রাতৃ-শোকশেল নিক্ষেপে যে হৃদয় বিদীর্ণ করেছ; আজ সেই হৃদয় তোমায় সমর্পণ করলাম; তুমি মনের সাধে শেল, শূল,—তোমার যে আযুধে অভিরুচি হয়, তাহাতেই আমার এই হৃদয় বিদীর্ণ করে তুমি আজ চামুণ্ডা নামের সার্থকতা সম্পাদন কর আর আমি আত্মরক্ষা ক'রতে চেষ্টা করব না! দুর্গে! আজ তুমি অন্যায় রণে আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতাকে বিনাশ করে আমায় যে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করলে, তোমাকে এর দারুণ প্রতিফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হতে হবে। শিবানী! ভক্তের বক্ষে শোণিত অস্বাদন করে, ত্রিভুবনে তুই আজ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলি! সর্ব্বনাশি! আজ তুই আমার সর্ব্বনাশ করে জয়ী হলি বটে, কিন্তু আর একদিন তোকে এর প্রতিফলে দারুণ মনস্তাপ ভোগ করতে হবে। কলঙ্কিনি! আজ কি তোর রক্ষাকালী নামে কলঙ্ক হোল না? অয়ি নীচাশয়ে। দেখ দেখি, তুই আজ আমার কি সর্ব্বনাশ করেছিস? দেখ দেখি, এ দৃশ্যে বজ্রও ভেদ হয় কি না? ভ্রাতৃ শোকানলে দগ্ধ ক'রে তুই আজ আমায় যেরূপ যন্ত্রণা প্রদান করেছিস, আজ তোকে তার সমুচিত শাস্তি প্রদান করে আমার মনের ক্ষোভ দূর করবো। উগ্রচণ্ডে! এই দেখ আমার ভীষণ গদা উত্থিত হলো? এক্ষণে আত্মরক্ষা কর।

(গদা প্রহার এবং উগ্রচণ্ডার মূর্চ্ছা ও উগ্রচণ্ডার দেহ রক্ষার্থে ইন্দ্রের বজ্রত্যাগ।

(বজ্র বাম হস্তে ধারণ করিয়া)

নারকি! ভীরু নীচাশয়! নির্লজ্জ! দূর হ; দূর হ; তুই কি একটা যোদ্ধার মধ্যে গণ্য যে, আমার সহিত যুদ্ধ ক'রতে অগ্রসর হয়েছিস্! (বজ্র ভূমে নিক্ষেপ) ভয় নাই, চণ্ডিকার জন্য ভয় নাই! নীচাশয়! অদিতিকুল-কলঙ্ক! আমরা তোদের মত অধার্ম্মিক নই। আমরা মুখে যা, কার্য্যেও তাই করি। তার অন্যথা কিছুতেই হয় না। (চণ্ডের প্রস্থান)

উগ্রচণ্ডা। নারকি! এবার আর তোর নিস্তার নাই।

(দৌড়িয়া আক্রমণ ও দেবগণের চণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

(শুম্ভ ও রক্তবীজের প্রবেশ।

শুম্ভ।

যাও দ্রুতগতি লয়ে দৈত্য সেনা।
যাও যাও দেহে বিলম্ব ক'রনা॥
অমরে বধিয়ে ঘুচাও যন্ত্রনা।
এত অপমান সহে না প্রাণে॥
বাজাওরে শিঙ্গা বাজাও সত্বরে।
বাজা জয়ঢাক কড় কড় কড়ে॥
বাজা তুরী ভেরী দামামা দগড়ে।
কাঁপুক জগৎ এ কাল রণে॥
আনরে সত্বরে বাঁধি ভবানীরে।
ঘুচাও জঞ্জাল এ কাল সমরে॥
শৃঙ্খলে বাঁধিয়ে রাখ কারাগারে।
পাষাণ চাপায়ে বুকের পরে॥
গুরুপত্নী তিনি নাহি তাঁর মায়া।
দয়াময়ী তিনি নাহি তাঁর দয়া॥
বধিতে সন্তানে পেতেছেন মায়া।
ছিন্ন করে তাঁর মায়াজাল আজ॥

না করিও ক্ষমা গুরুপত্নী বলে।
না করিও দয়া আর দেবদলে ॥
মার মার আজ অমর সকলে।
পাক প্রতিফল যেমন কাজ ॥
অন্যায় সমরে বধিয়া মুণ্ডরে।
বাড়িয়াছে শক্তি শক্তির অন্তরে ॥
দেও শিবানীরে শিক্ষা ভাল করে।
শোণিত সাগরে ভাসাও তাঁরে ॥
ভক্ত মোরা তাঁর, মোদের কি ভয়।
কালভয় হরি, দিয়েছেন অভয় ॥
অপমান আর নাহি সহা যায়।
শাস্তি দিয়ে তাঁরে আনরে ধরে ॥

রক্তবীজ।
চলিলাম মোরা অমরে বধিতে।
ভাসাব জগত অমর শোণিতে ॥
বিন্ধ্যাচলে আজ রক্তের নদীতে।
ভাসমান হবে অমরকুল ॥
দেখিবে জগত দেখিবে অমর।
হাসিবে যতেক বনের বানর ॥
দেবের দুর্গতি দেখিবে শঙ্কর।
দুর্গাকে আনিব বিঁধিয়ে শূলে ॥
(অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর।

(শুম্ভ ও শুভ্রার প্রবেশ।)

শুম্ভ। শুভ্রে! প্রিয়ে! শুনেছ কি প্রমোদবনের সে রমণী কে?

শুভ্রা। আমি সকলই শুনেছি। কিন্তু গুণমণি! আপনিই ত এই অনর্থের মূল! নাথ! তখন এত করে বল্লাম, কিন্তু এ দাসীর কথা শুনলেন না, অবহেলা করলেন।

শুম্ভ। কই, প্রিয়তমে! আমি ত কখনও তোমার কথা অবহেলা করে তোমার মনো দুঃখের কারণ হইনি?

শুভ্রা। হইনি—হইনি কেমন করে? তখন আপনাকে এত করে বল্লাম যে, সে রমণীর প্রতি অত্যাচার না ক'রে তার মনোরথ পূর্ণ ক'র্‌তে দিন। কিন্তু, নাথ! তখন আপনি, আমার কথায় কর্ণপাত ক'র্‌লেন না।

শুম্ভ। প্রিয়তমে! তুমি কিরূপে জান্‌লে যে, আমি তার মনোরথ পূর্ণ কর্‌তে দিইনি? তা যদি না দিয়েছি, তবে বীর-চূড়ামণি চণ্ড ও মুণ্ড কি জন্য রণস্থলে পতিত হ'ল? এবং রক্তবীজ ও নিশুম্ভকেই বা কি জন্য সেনা-পতি পদে বরণ করে, তাঁর নিকট প্রেরণ ক'রলাম।

শুভ্রা। আপনি উপহাস কচ্ছেন। নাথ এখনও বুঝ্‌ছেন না? এখনও দাসীর কথা শুনছেন না? তখন এত ক'রে বল্লাম ক্ষান্ত হ'ন; যুদ্ধের অনল জ্বালাবেন না। সকলই আপনার শত্রু, সকলই আপনার অনিষ্টের নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টিত। কে যে কখন কি বেশে ছলনা ক'র্‌তে আসে তা না জেনে কেন, তাকে তাড়না ক'র্‌লেন।

শুম্ভ। প্রিয়তমে! আমি তোমাকে পরি-হাস কচ্ছি না। আমি সত্য সত্যই বল্‌ছি যে, আমি তার মনোরথ পূর্ণ করবার জন্য উৎ-সুক। প্রাণাধিকে! আমি যখন শুনলেম যে রমণীর রণে আজ ধূম্রলোচন পতিত হয়েছে, তখনি আমি বুঝেছি যে, দৈত্য বংশের সুখের চন্দ্রমা উদয় হয়েছে, দুর্ভাগ্য দৈত্যগণের দুঃখের দিন অবসান হয়েছে। এত দিনের পর প্রমোদবনে আজ তাদের সৌভাগ্য শশী উদিত।

শুভ্রা। একি নাথ! এখনও পরিহাস! এখনও বিদ্রূপ! কেন আর প্রজ্জ্বলিত অনলে ঘৃতের আহুতি প্রদান করেন। আপনি এখনও বুঝ্‌ছেন না যে, আপনি কার মায়াজালে পতিত হয়েছেন। স্বামিন্! দাসীর নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে, আপনার বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটেছে! নতুবা এমন মহা বিপদ উপস্থিত, তথাপিও আপনি পরিহাস ত্যাগ কচ্ছেন না।

গীত।

পাতকী সম্পাদ পদ করিয়ে বক্ষে।
যাও শুম্ভমণি কর সকল রক্ষে॥
সামান্যা নয় সে রমণী, অধরে ধরে ধরণী.
কি করিবে শুম্ভমণি, কে তব পক্ষে।
চাও যদি এ সম্পদে, ধরগে সেই রাঙ্গা পদে,
বিজয়ী হবে বিপদে, হেরিলে চক্ষে॥

শুম্ভ। প্রেয়সি! আমার বুদ্ধির যে ব্যতিক্রম ঘটেছে তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা, এতদিন অজ্ঞানে আবৃত ছিলাম; কিন্তু এখন আমার মনে জ্ঞানালোক উদিত হয়েছে। এখন আর আমি ঐহিক সুখে সুখী নই। এখন আর আমি অনিত্য সংসার মায়ার আবদ্ধ নই। এতদিনে আমার মনের অন্ধকার দূর হয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ষড় রিপুকে আর আমি ভয় করিনে! প্রাণেশ্বরি! এতদিনের পরে আমার মনোমধ্যে এক অতিশয় পবিত্র ভাবের উদয় হয়েছে। মহাবিপদ! মহাবিপদ আবার কি প্রিয়ে! ত্রিলোকপতি শুম্ভাসুরের কি কখনও বিপদ আছে? না—তাও কি কখন বিশ্বাস হয়? স্বয়ং অভয়া যাকে অভয় পদাশ্রয় দিতে সযত্নে, মাভৈঃ মাভৈঃ রবে আহ্বান কচ্ছেন, তার কি কখনও মহা-বিপদ উপস্থিত হয়? প্রাণাধিকে! তুমি অবলা বালিকা, তোমার অল্পবুদ্ধি; তাই বলে যে, মহা-বিপদ উপস্থিত। কেন বৃথা ভয়ে ভীতা হও? ভয় কি? ত্রিভুবন মধ্যে এমন কেহ নাই যে, আমার অমঙ্গল সাধন করতে পারে?

শুভ্র। নাথ! আপনি বলছেন যে, আপনি পরম ভাগ্যবান্; কিন্তু আমি দেখছি আপনার ন্যায় দুর্ভাগা এ জগতে আর কেহই নাই! পূর্ব্বে ছিলেন ত্রিলোকপতি শুম্ভাসুর; আপনার প্রতাপে জীবমাত্রেই শাসিত ছিল; আপনার ভয়ে কালান্তক যমও ভীত হয়ে অহরহঃ নত শিরে থাকিত। কিন্তু নাথ! এখন কি আর আপনার সে দিন আছে? একবার আপনার অদৃষ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করুন দেখি, তা হ'লেই বুঝতে পারবেন যে, পূর্ব্বে যারা আপনার দাসানুদাস ছিল, এক্ষণে তারা আপনাকে কত উপহাস কচ্ছে। শুম্ভমণি! আপনিই ভেবে দেখুন না কেন, আপনার কি দুঃসময় উপস্থিত? নাথ! আপনার অদৃষ্ট মন্দ না হলে এরূপ অনর্থ ঘটবে কেন?

শুম্ভ। ছি, ছি, প্রিয়তমে! তুমি এ কথা মুখেও এননা যে, আমার অদৃষ্ট মন্দ! ত্রিদিবপতি ইন্দ্র যার দাসানুদাস, বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুর হৃদয়বিলাসিনী অঙ্কলক্ষ্মী লক্ষ্মী যার গৃহে বাঁধা, আশুতোষ যার দ্বারের দ্বারী, তার আবার দুরদৃষ্ট কি? প্রিয়ে! তবে আর জগতে সৌভাগ্যবান কে? আমার এম্নি সুকৃতি যে, আমায় উদ্ধার ক'রবার জন্য দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকেও আজ কত দুর্গমে পতিত হতে হয়েছে। যোগীগণ যুগ-যুগান্তর তপস্যা সাধন করে যাঁর চরণ দর্শন পায় না, আজ তিনি শুম্ভাসুরের ভয়ে ভীতা হয়ে অহর্নিশই কেবল শুম্ভের চিন্তায় নিমগ্না হয়ে আছেন। ত্রিভুবনে যার নাম মহামায়া, আজ তিনি আমায় ছলনা করবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করে স্বয়ং মায়াময়ী মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। প্রাণাধিকে! তুমি এখনও আমায় দুর্ভাগা বল? আমারই সৌভাগ্য বলে! কাল-ভয়-নিবারিণী কালী আজ কালী মূর্ত্তি ধারণ করে দানব কুলের কলঙ্ক দূর করতে উপস্থিত হয়েছেন। আবার আমারই সৌভাগ্য বলে দানবগণের উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত; তবে আর আমি দুর্ভাগা হলেম কিসে?

গীত।

চঞ্চল কেন লো প্রিয়ে চিন্তা কি তাহার রণে।
অঞ্চলে মুছ না কেন চঞ্চল চারু নয়নে।
মম তরে লো সুন্দরি, ভাবিছেন শিবসুন্দরি,
আমি কি শমনে ডরি শমন ডরে শমনে।
বাড়াইতে ভক্ত মান, ভক্তাধীনা করে রণ,
আজি রণে দিব প্রাণ শুন লো শশিবদনে॥

শুভ্রা। নাথ! যদি স্বরূপ কথাই বুঝেন, তবে কি জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রছেন না? তিনি যে জগতের ঈশ্বরী, আপনার ইষ্ট দেবী, সাক্ষাৎ গুরু-পত্নী? তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় আপনার মানের হানি কি আছে? জীবিতেশ্বর এখনও চলুন; এখন ও দাসীর কথা রক্ষা করুন। এখন চলুন, উভয়ে গলায় কাপড় দিয়ে তাঁর পদতলে পতিত হইগে। নাথ! এখনও চলুন তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সমরানল নির্ব্বাণ করিগে। নতুবা দানব-কুল নির্ম্মূল না হলে, এ অনল আর কিছুতেই নির্ব্বাণ হবে না।

শুম্ভ। প্রিয়তমে! আমি কি অবোধ? তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে যে, আমার মানের হানি হবেনা—তা আমি জানি। কিন্তু প্রিয়ে! শুম্ভাসুর কি এতই নিস্তেজ যে, তুচ্ছ প্রাণের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রবে? বীরাঙ্গনে! তুমি বীর-পত্নী; তোমার এ বাক্য শোভা পায় না। জীবিতেশ্বরি! তুমি কি জাননা যে, সন্তানকে বধ করবার জন্য মা আজ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েছেন? আমি সন্তান; তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এতে আমার দুটী কর্ম্ম সাধন হবে,—প্রথমটী মায়ের প্রতিজ্ঞাপূর্ণ, আর দ্বিতীয়টী, দৈত্য গণের উদ্ধারসাধন। জীবন সর্ব্বস্বে! আমি জানি না, কেন তুমি আমাকে এ সুখ ভোগ ক'রতে বলছো। এ অনিত্য সংসারের ঐহিক সুখ আমার চক্ষে বিষের ন্যায় বোধ হচ্ছে। এ নশ্বর জগতের কোন বস্তুই আর ভাল লাগছে না। এক্ষণে আমার মন সেই অভয়ার অভয় পদ দর্শন করবার জন্য আকুলিত হয়ে উঠছে; তাঁর চরণ-দর্শন-সুখ ব্যতীত আর আমি অন্য সুখের প্রত্যাশা করি না। আমি যতই তাঁর চরণের নিকটবর্ত্তী হচ্ছি, আর তাঁর অভয় পদ-দ্বয় চুম্বকের ন্যায় আমার লৌহময় হৃদয়কে ততই আকর্ষণ ক'রছে।

শুভ্রা। গুণমণি! আপনি মহাজ্ঞানী; আপনা হইতেই আজ আমার মনের অন্ধকার দূর হ'ল। কিন্তু নাথ! এ অবোধ পরাণ যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

গীত।

ওহে প্রাণেশ্বর আজ যেওনা রণে,
প্রাণে যে প্রবোধ মানে না।
প্রাণ থাকিতে সে সময়ে,
তোমারে যেতে দিব না।
বিদায় দিতে সে সময়ে,
মনে ধৈর্য্য নাহি ধরে,
প্রাণ কেমন করে,—
তোমারে ছেড়ে কেমন করে
আমি ভবনে রব বল না।

শুম্ভ। প্রিয়তমে! সে জন্য চিন্তা কি? চল, এক্ষণে বিশ্রাম ভবনে যাই।

শুভ্রা। প্রভু! চলুন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

বিন্ধ্যাচল।

পর্ব্বত শিখরে গৌরী উপবিষ্টা।

(ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।)

ইন্দ্র।

কি হবে, কি হবে দুর্গে! কি করি উপায়?
ওই দেখ নিরাখয়ে,
কালান্তক যম, সম কাল রক্ত-বীজ।
আসিতেছে রক্ত মুখে!
আসিতেছে রক্ত মুখে,
দেখ গো মা জগত-জননী!
কিবা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তির সনে,
কেমনে যুঝিবি আজ গো রণরঙ্গিনী?
কেমনে রহিবি স্থির আজি রণস্থলে?
দেখ গো মা জগদম্বে, কাল প্রভঞ্জন সম,
মূর্ত্তিমান কাল রক্তবীজ,
রক্তবেশে আরক্ত লোচনে আসিতেছে—
ঘুচাবারে ত্রিদিব হইতে দেব নাম।

রক্ষ রক্ষ রক্ষাকালি, রক্ষ দেবগণে,
রক্ষ গো মা নিস্তারিনী এ ঘোর সঙ্কটে।
গৌরী।
ভয় নাই, কি ভয় বাছনি
এখনি বধিব দৈত্যে
এখনি এ দৈত্য সেনাগণে,
উড়াইব বায়ু অস্ত্রে।
কিন্তু হায়, হায়! দেখ দেখ,
ওই দেখ পশ্চাতে আবার,
আসিতেছে, কাতরে কাতরে দৈত্যসেনা।
ধরি ভীম করবার ভীমসম ভুজে,
সবার অগ্রেতে, হায় রক্তিম বরণে
ওই আসে রক্তবীজ। আর দেখ,
দেখ দেখি চেয়ে ব্যূহ মধ্যে রুদ্রমূর্ত্তি সম,
শুম্ভানুজ নিশুম্ভ সুরেশ।
বীরত্ব গর্ব্বিত বক্ষে গর্ব্বিত লোচনে,
আসিতেছে, আসিতেছে ধ্বংস করিবারে
যেন এ বিশ্ব সংসার।
সাবধানে ধর পাশ ওহে পাশধারি।
দৃঢ় রূপে ধর বজ্র ওহে বজ্রধর।
পলাওনা পলাওনা রণস্থল ত্যজি,
অচলের ন্যায় অটল হইয়া,
ক্ষণকাল যুঝ সবে সবে অবশ্য মারিব দৈত্যে
অবশ্য হইবে জয় এ ঘোর সঙ্কটে।
ইন্দ্র।
এ রণ সাগরে,
কাণ্ডারী যখন তুমি জগৎ-জননী!
তখন কি আর ভয় মাগো?
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
ভয় নিবারিনী যবে দিলেন অভয়,
তখন কি ডরি আর সামান্য দানবে?
প্রাণপণে করিব সমর।
যতক্ষণ আদ্যাশক্তির শক্তি রবে দেহে,
ততক্ষণ দানবের ভীম প্রহরণে হবনা কাতর
ত্যজিবনা রণভূমি; দেখাবনা
পৃষ্ঠ-দেশ আজিকার রণে।
(নেপথ্যে ভেরীধ্বনী এবং তচ্ছব্দ শ্রবণে
দেবগণের পলায়ন।)

গৌরী
ওঃ কি ভীষণ গর্জ্জন!
এ নিনাদে, কাঁপিল নিবিড় বন।
কাঁপিল পর্ব্বত, কাঁপিল অন্তর মম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বুঝি হোল ছারখার।
কি হ'ল, কি হবে? এবে কি করি উপায়?
কেমনে উদ্ধার পাই দানবের হাতে।
পলাইব? না, না—পলাবো না।
বরঞ্চ জীবন, এ ঘোর সঙ্কটে দিব বিসর্জ্জন।
সেই ভাল? তবু পলাবো না
কিন্তু আমি যে একাকী!
তবে কি সাহসে,—কি সাহসে,
আজি এই ভীষণ সমরে হইতেছি অগ্রসর?
অন্যায় সমরে বধে দানবশিশু,
তার প্রতিফল দিবে বলি,
উগ্রমূর্ত্তি ধরি আসিতেছে রক্তবীজ।
কি হবে? কি করি হায়, কে হয় সহায়?
এ সঙ্কটে ত্রিপুরারি বিনে,
কে আর তারিবে মোরে॥
কোথা ওহে যোগেশ্বর! ত্যজে
মহাযোগ, এসো নাথ!
দেখ আসি কি দুর্দ্দশা ঘটেছে
আমার আজি একাল সমরে।
কি দোষে হরিলে শক্তি ওহে শক্তিশ্বর!
সদাশিব কি দোষে আছিল দোষী
দাসী তব পদে? কহ মোরে, কহ উমাপতি!
কি দোষ করেছে উমা ও রাঙ্গা চরণে?
নাম তব কৃপাময় হের কৃপা করি।
কৃপা করি হও হে সদয়।
দেখ নাথ! তব দাসী ভাসিতেছে
আজি, এ রণ-সাগর মাঝে।
নাহিক আশ্রয় কিছু নাহি পায় কূল,
অকূল সমান হেরি হয়েছি আকূল।
অসহায়া অনাথিনী স্মরিছে তোমায়।
দুর্ব্বল বাহুতে দেহ তেজ তেজোময়॥
গীত।
কোথা হে ভবানীপতি পশুপতি পীতাম্বর।
ডাকিছে অধিনী তব দেখা দেহ হে শঙ্কর॥

অসুরের কাল রণ, কাল সম হয় জ্ঞান,
বুঝি যায় মম প্রাণ, মরি আমি মহেশ্বর।
অকূল রণসাগরে কে দিবে কূল আমারে,
তুমি না করিলে দয়া, দয়াময় দিগম্বর।

(মহাদেবের প্রবেশ।)

মহাদেব।
ভয় নাই, মহাদেবি! হের বিনোদিনী
ওই আসে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।
ওই দেখ, দেখ গো রুদ্রাণী।
আসিতেছে বিষ্ণুর বৈষ্ণবী।
হের মহেশ্বরি, এই আসে মহেশ্বরী
কৌমারী বারাহী ঐন্দ্রি ইন্দ্রসম তেজে।
কাঁপাইয়া রণস্থল কাঁপাইয়া
দৈত্য দম্ভ গুরু, ওই আসে জটিলা
সুন্দরি! শক্তি অংশে জন্ম ওঁর
মহাশক্তি সম তেজে।
ভয়নাই, চলিনু এখন আশ্রিতেরে
দিতে পদছায়া। অষ্টদেব নায়িকা
লয়ে, যুঝ তুমি মহাদেব!
অবশ্য হইবে জয় তব।

(মহাদেবের প্রস্থান)

গীত।

দেখ গো শিবানী শিবে শিব-মোহিনী।
আসিছে দেবীগণ করিবারে মহারণ,
এখনই করিব রণ রণ-রঙ্গিনী।
এখনই বাধব সবে, রসাতলে দেব ভবে,
কে সবে রণ ভবে ভয়-নাশিনী॥

সকলে। মাতঃ! অভিবাদন করি!
গৌরী। পূর্ণ হক মনের বাসনা।

(রক্তবীজের প্রবেশ।)

রক্তবীজ।
জগদম্বে! কি ভাবিছ মনে? দেখিছনা,
দেখিছনা কাল রক্তবীজ আজ
পশিয়াছে রণে? ওই দেখ, উদিছে
জগতে রক্তময় জলদের দল,
বরষিতে রক্ত বৃষ্টি। সমর প্রাঙ্গনে
আজ বহাইব রক্তনদী।
অমরের রক্তে আজ করিয়ে তর্পণ,
শুধিব মুণ্ডের ঋণ।
এস দুর্গে, বিলম্বে কি ফল?
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বানি তোমায়।
একাকী যুঝিব তব সনে।
যুঝ তুমি লয়ে দেবীদল!

গৌরী।
এত দম্ভ তোর? একাকী যুঝিবি
মোর সহ? যাবে তবে শমনের পাশ।

(রক্তবীজের সহিত গৌরী এবং অষ্ট নায়িকার যুদ্ধ এবং পরাস্ত হইয়া অষ্ট নায়িকার পলায়ন।)

রক্তবীজ।
কি গো শক্তিরূপা মহাশক্তি!
এই কি শক্তির কাজ? ভয়নাই,
প্রহারি না অস্ত্র মোরা নিরস্ত্র শরীরে!
নিবার সমর শ্রান্তি ক্ষণকাল তরে।

(রক্তবীজের প্রস্থান।)

গৌরী
অসম্ভব! একি অসম্ভব হেরি আজ,
অষ্ট দেব নায়িকার তেজ,
হায়! ব্যর্থ হোল আজ!
আশ্চর্য্য বিক্রম হেরি এই অসুরের।
বিন্দু মাত্র রক্ত পাতে,
শত রক্তবীজ বল করিছে ধারণ।
কি হবে কি করি এবে?
বিষম সঙ্কটে পড়িনু আমি?
কে দেয় মন্ত্রনা মোরে?
সুমন্ত্রণা লই কার কাছে।
কোথা প্রভু নারায়ণ বিপদ ভঞ্জন।
এ বিপদে দেহ সুমন্ত্রণা।
বিপদের বন্ধু তুমি অবলার বল,
হে মধুসূদন দয়া করি দেহ পদ ছায়া!
দেহ মোরে উপদেশ, বিনাশিতে দুর্দ্দম দানবে।

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারায়ণ।

একি দুর্গে! কেন এ দুর্গতি?
আত্ম ভোলা বলে মাতঃ নাহি কি স্মরণ,
রক্তবীজ সহ বিশেষ সম্বন্ধ এই বসুধার।
পরিহর মোহিনী মুরতি,
প্রলয় সংহার মূর্ত্তি করহ ধারণ।
সর্ব্বভূক রসনাগ্রে রাখ গো রুদ্রাণি।
বিন্দু মাত্র রক্তপাত না পড়িতে ভূমে,
সর্ব্বভূক ভক্ষণ অমনি, এই সদুপায় মাতঃ!
ধর মা প্রলয় মূর্ত্তি ঘোরা ভয়ঙ্করা,
যক্ষ রক্ষ পিশাচের সনে।
প্রবেশহ রণভূমে এই সুমন্ত্রণা।
ইহা [redacted] হবে না নিধন।
[illegible] ভ ঙ্করা কালি মূর্ত্তি ধারব এখনি,
নাশব দানবে আজ জুড়াবে মেদিনী।
(সহসা অন্তর্দ্ধান।)

(রক্তবীজের প্রবেশ।)

একি অলক্ষণ!
পশ্চাতে কেন বা আজ ডাকিছে বায়স,
দক্ষিণ পার্শেতে উর্দ্ধ মুখে
শিবাগণ করিছে চীৎকার।
বাম আঁখি কেন আজ নাচিছে নিয়ত!
একি অলক্ষণ! কেন চিত্ত হোলরে চঞ্চল,
একি! একি একি আজি একি অকস্মাৎ,
প্রলয় কালের মেঘ উদিয়া অম্বরে
ছাইয়াছে গগণ মণ্ডল।
কাল জলদের কোলে
খল খল হাসি ওই হাসিছে দামিনী।
কড় কড় নাদে গর্জ্জিতেছে অষ্টবজ্র
মিলি এক কালে।
একি, একি! একে আসে ঘোরা
ভয়ঙ্করী দিগাম্বরী! তাথিয়া তাথিয়া রবে!
মুখে শব্দ মার মার! পদ ভরেকাঁপাইয়া ধরা!
কে এলো এ এলোকেশী আজি রণভূমে।
ভ্রূকুটি বিভঙ্গ; মুখে জ্বলিছে অনল
ভীম ভুজে ভীম অস্ত্রে বাজিছে ঝন্‌ঝনা।
কড় মড় ভয়ঙ্কর বিকট দশন
লোল জিহ্বা করে লক্‌ লক্‌!
দানবের রক্ত লয়ে মনের উল্লাসে,
ভীষণ বিকট মুখ করিয়ে ব্যাদান।
মুহূর্মুহু অঞ্জলি পুরয়ে করিতেছে পান।
দৈত্য মুণ্ড মালা গলে দৈত্য নাড়ি গাঁথা!
অস্থি ভীষণ ভূষণ।
ভীষণা ভীষণ রূপে আসিছে ধাইয়া।
পশ্চাতে আবার আসিতেছে পালে
পাল যক্ষঃ রক্ষঃ পিশাচের দল।
যোগিনী দল সঙ্গিনী সিংহিনী সমান
আসিতেছে ভক্ষিতে আমায়!
বুঝেছি, কিছুতে আর নার নাহি পরিত্রাণ।
পরিত্রাণ নাহি আর এই কাল রণে।
ভয়ঙ্করা কালী যবে পশিয়াছে রণে।
নির্ভয়ে যুঝিব আজ মহাদেবী সনে!
অকাতরে দিব আজি প্রাণ।
এস মহাকালী মিটাইব পিয়াসা তোমার।

কালী। মিটাইবি পিয়াসা আমার?
আয় তবে বিলম্বে কি কাজ।
(যুদ্ধ করিতে সকলের প্রস্থান।)

(সুগ্রীবের প্রবেশ।)

সুগ্রীব।

বাপ বাপ দাঁড়াই কোথা বাঁচাই কিসে প্রাণ।
আপনি বাঁচলে সকল মজা থাকবে বাপের নাম॥
মহাকালী কালী নামে দিয়ে মহামহা কালি।
বেটী রক্তবীজের রক্ত খেয়ে করলে ঢলাঢলি।
নিশুম্ভের নিকেশ করে আসছে মোরে খেতে,
মোর আসে পাশে দেহের মাঝে,
ঢুকেছে পাঁচভুতে॥
আমি ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াতে
কেন এলাম আজ।
দুর্গা বলে পালাই বাবা খতম দিয়ে কাজ॥
(নেপথ্যে যোগিনীগণের চিৎকার
ও বিকট হাস্য।)
বাপ! বাপ! বাপ! এলোরে এলোরে।
(প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

দৈত্যরাজপুরী।

(মহাদেবের প্রবেশ।)

মহাদেব।
আসিলাম আজি আমি রক্ষিতে ভক্তেরে,
রক্ষাকালী ভক্ষ হতে করিতে
উদ্ধার এই অবোধ সন্তানে।

[রণসাজে শুম্ভের প্রবেশ।]

শুম্ভ।
সাক্ষী রহ মহাগুরু দেব শূলপাণি।
সাক্ষী হও জগতস্রষ্টা সাক্ষী নারায়ণ।
সাক্ষী রহ অনন্ত আকাশ আর নক্ষত্র মণ্ডল
শুন সবে, শুন সবে প্রতিজ্ঞা আমার।
যে জ্বালায় জ্বলিছে অন্তর।
যে জ্বালা দিয়াছে কালী এ কাল সমরে
তার প্রতি ফল, রীতিমত
প্রতিফল প্রদানিব আজ।
প্রদানিব শিক্ষা শিবানীরে।
মহাপ্রভু মহাগুরু মহ রুদ্র তুমি;
দেহ রুদ্র তেজ মোরে।
যে তেজে খর্ব্বিবে পা'র গর্ব্ব পার্ব্বতীর।
বাঞ্ছা-কল্পতরু নম তব।
মনোবাঞ্ছা পুরাও হে আজ।

মহাদেব।
পূর্ণ হবে বাসনা তোমার।
যাও বৎস! রুদ্র তেজ অর্পিনু
তোমায়! যে তেজে পার্ব্বতীর
গর্ব্ব খর্ব্ব হবে আজি।

শুম্ভ।
শুন ওহে চন্দ্র সূর্য্য আর গ্রহ তারা!
শুন ওহে অষ্ট দিক্ পাল।
শুন সবে। দেখ চেয়ে! কি দুর্গতি
করি আজ শঙ্করী শিবায়।
আরও বলি শুন!
হিমাদ্রি যদ্যপি ভূমে উলটিয়া পড়ে।
আকাশ হইতে সূর্য্য যদি পড়ে ছিঁড়ে!
শূন্য ভ্রষ্ট হয়ে যদি জলদমণ্ডল
বিচরণ করে ভূমি পরে?
তথাপি—তথাপি নারিবে
রক্ষিতে রক্ষাকালী মোর হাত হতে।
বাজাও রে সৈন্যগণ
সমর উল্লাসে শঙ্খ, তুরী, ভেরী!
বজ্র নিনাদিত নাদে বাজা জয়ঢাক।—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

[সন্ধ্যা উষা ও শুভ্রার প্রবেশ।]

সন্ধ্যা। রাজমহিষি! আজ আপনার সেই প্রফুল্ল কমল সদৃশ বদনকমল, এরূপ মলিন দেখছি কেন? আপনার সেই নিষ্কলঙ্ক মুখশশী, আজ যেন রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় মলিন বোধ হচ্ছে কেন? দেবি! এর কারণ কি, বলে আমাদের উদ্বেগ দূর করুন।

উষা। তাইতো ভাই? অন্যান্য দিন আমাদের সঙ্গে কত আমোদ আহ্লাদের কথা কইতেন, কিন্তু আজ এরূপ ভাব হলো কেন সখি?

শুভ্রা। সখি! সে দুখের কথা আর কি বলবো? বলতে যে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হচ্ছে। সে দুঃখের কথা, শুনলে আর কি হবে? যে অনলে আমার হৃদয়কানন দগ্ধ হচ্ছে, সে অনল ত সহজে নির্ব্বাণ হবে না সখি!

সন্ধ্যা। রাজমহিষি! শুনেছি মনের দুঃখ প্রকাশ করলে, দুঃখের ভার লাঘব হয়। প্রকাশ না করলে সে দুঃখ প্রজ্জ্বলিত অনল সদৃশ অন্তঃকরণ দিবানিশি দগ্ধ করে; অতএব আপনার দুঃখের কথা প্রকাশ করে,—দুঃখ ভার লাঘব করুন।

শুভ্রা। সখি! মহারাজের প্রমোদকাননে যে মায়াবিনী রাক্ষসী এসেছে, সে নারী চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি অতুল বলবীর্য্যশালী যোদ্ধাগণকে সসৈন্যে বিনাশ করেছে। মহারাজ তাই শুনে কোপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে, প্রমোদ-কাননে সেই রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়েছেন; তাই শুনে মন বড় অস্থির হয়েছে।

উষা। রাজমহিষি! সেজন্য চিন্তা কি? মহারাজ অবশ্যই সেই রমণীকে, সমরে পরাজয় করে শীঘ্রই প্রত্যাগমন ক'র্‌বেন। সামান্য কারণে চিন্তিত হচ্ছেন কেন?

শুভ্রা। না, সখি! সামান্য কারণ মনে করিও না। সে দৈত্যকুলঘাতিনী যখন চণ্ড, মুণ্ড ও রক্তবীজ প্রভৃতি অসামান্য বীরগণকে সসৈন্যে অনায়াসে বিনাশ করেছে, তখন সে রমণী সামান্য রমণী নয়। সখি! শুনেছি, সেই রমণী নাকি স্বয়ং মহামায়া! মায়ারূপে দৈত্যকুল সংহার জন্য মহারাজের প্রমোদবনে উদয় হয়েছে। সখি! সেইজন্য মহারাজের সমরে গমন শুনে পর্য্যন্ত মন বড় চঞ্চল হয়েছে। দক্ষিণ আঁখি সর্ব্বদা নৃত্য ক'র্‌ছে; যে দিকে দৃষ্টিপাত করছি, সেই দিকেই অমঙ্গল চিহ্ন সকল নেত্রপথে পতিত হচ্ছে। হৃদয় কম্পিত হচ্ছে, মনে নানা প্রকার অভাবনীয় চিন্তার উদয় হচ্ছে। মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানছে না। সখি! আমি সেই সমরক্ষেত্রে গমন করবো, সেই রাক্ষসীর রণকৌশল স্বচক্ষে দেখবো। এ সমরের পরিণাম স্বচক্ষে দেখবো।

উষা। সে কি! আপনি রাজমহিষী হয়ে কিরূপে সমরক্ষেত্রে গমন করবেন। তা কি কখন হতে পারে? তাতে মহারাজ কি মনে করবেন। আর লোকেই বা কি মনে কর্‌বে। আপনি কি পাগল হলেন নাকি?

শুভ্রা। সখি! তোমরা আমাকে যাই বল, আমি এখনই সেই সমরক্ষেত্রে সমর দেখতে যাব। আমার প্রাণেশের চন্দ্র-বদন দর্শন করে, নয়ন সফল কর্‌বো! সেই রাক্ষসীর কেমন মায়া তা স্বচক্ষে দেখবো। তোমরা আমাকে বাধা দিও না, আমি এখনিই যাব।

(গমনোদ্যত।)

সন্ধ্যা। রাজমহিষি! যদি নিতান্তই যাবেন, তবে আমরাও সঙ্গে যাব। আর আমরা অলক্ষ্যে সেই রাক্ষসীর রণকৌশল দর্শন ক'র্‌ব। মহারাজ যেন না দেখতে পান।

শুভ্রা। সখি তাই হবে। তোমাদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা হয় এস, আমি আর বিলম্ব কর্‌ব না। যত বিলম্ব হচ্ছে ততই আমার মন কেঁদে কেঁদে উঠছে। আমি আর বিলম্ব করব না তোমরা তবে শীঘ্র এস।

সন্ধ্যা। রাজমহিষি চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাচল।

(গৌরীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শুম্ভের প্রবেশ।)

শুম্ভ। রক্ষা কালি! কি ভাবিছ আর
রক্ষ এবে মোর হাত হতে?

গৌরী। দুর্ম্মতি! দুরাচার! নারকি! ছাড়, ছেড়ে দে। তোরে মিনতি করি, আমায় ছেড়েদে। ওরে, আর যন্ত্রনা সহ্য হয়না। তোরে মিনতি করি আমায় ছাড়। আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পাচ্ছিনা।

শুম্ভ। জগদম্বে! এখন তোমাকে অনেক যন্ত্রনা সহ্য করতে হবে। এই দেখ, আমার শাণিত অসি উত্থিত হলো; এখনই তোমায় শমন ভবনে গমন কর্‌তে হবে। শীঘ্র তোর ইষ্ট দেবকে স্মরণ কর।

গৌরী। দুরাত্মা! ছাড় ছাড় ছেড়েদে। অধার্ম্মিক! স্ত্রীঘাতক! পাপাত্মা! তোর যে নরকেও স্থান হবেনা। পাপী ত্যাগ কর!

এখনও কেশ ত্যাগ কর। গুরুপত্নীর অবমাননা করিস্‌নে। হায়, হায়! কি করি? কে সহায় হয়? হে মধুকৈটভারে মধুসূদন! হে নিরুপায়ের উপায়! হে দুর্ব্বলের বল! সহায় হও। একবার এই অবলার সহায় হও। নতুবা, বুঝি দুরাত্মা দানবের হাতে জীবনের শেষ হলো। হে নারায়ণ! হে অবলা-বান্ধব! এই অবলার সহায় হও। হে বিপদ-ভঞ্জন! এ বিপদ হতে উদ্ধার কর হে। হে ইন্দ্র! হে চন্দ্র! হে তপন! হে শমন! হে ত্রিংশ কোটী দেবগণ! তোমরা সকলে আমার সহায় হ'য়ে আমাকে রক্ষা কর। এই দুরাত্মা দানবের হস্ত হতে আমাকে মুক্ত কর। হায়, হায়! কেহই এলোনা? কেহই এই অসহায়ার কথায় কর্ণপাত ক'রলে না? আমার দুর্গতি দেখে কাহারও দয়া হলোনা, কেহ অবলার সহায় হলো না?

গীত।

প্রাণ যায় রে কে রাখিবে
আজি এ জীবন আমার।
আমি কি পাপে এ তাপ পেলাম
হেরি ভুবন অন্ধকার।
কোথা ইন্দ্র কোথা চন্দ্র,
কোথা ফণীন্দ্র, বারীন্দ্র সবে এস রে,—
এসে এ সময়ে হও হে সদয়
গেল গেল প্রাণ এবার।
দেবেরে বাঁচাতে এসে মরি আমি অবশেষে,
শেষে এদশা ঘটিল আমার
বধিল প্রাণ দুরাচার।

গৌরী। ওঃ মাগো! তুমি কোথায়? তোমার নয়নপ্রতিম উমা আজ চল্‌লো। যে উমা নয়নের অন্তরালে গেলে তুমি ত্রিভুবন আঁধার দেখতে, মাগো! আজ তোমার সে উমা তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছে। পিতঃ! হে শৈলরাজ! চল্লাম; তোমার স্নেহের প্রতিমা উমার জীবন আজ শেষ হলো। বাপ্ বীরভদ্র! বাপ্ নন্দি! তোরা কোথায়? আয়, একবার আয়। দেখে যা তোদের মায়ের আজ কি দুর্দ্দশা ঘটেছে। বাপ রে! একবার আয়, একবার দেখে যা, আমি এ জনমের মত একবার দেখে যাই। হায়, হায়, বাপরে! এত দিনের পর তোরা মাতৃহীন হলি। তোদের জননীর জীবন অবশেষে দানব হস্তে শেষ হল। হে পতিতপাবন পশুপতি! তুমি এসময় কোথায়? তোমার আদরের পার্ব্বতীর জীবন যে শেষ হয় নাথ! হে দয়াময়! তুমি কোথায়? হে সদাশিব! তোমার শিবানীর জীবন যে যায় নাথ! একবার দেখা দাও। হে ভূতভাবন ভগবান ভোলানাথ! এ সময় হৃদয়াকাশে একবার উদয় হও। হে মহাযোগি, যোগেশ্বর! হে কৃপাময়! এ অধিনীকে কৃপা করে আর একবার দেখা দাও। আমি যে তোমার আশ্রিতা কিঙ্করী! কই নাথ! জ্ঞান মতে তো তোমার সেবার ত্রুটি করি নাই, তবে কি দোষে এ দাসীকে দেখা দিচ্ছে না। হে শঙ্কর শঙ্কর! হা নাথ! শঙ্করী যে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী! তবে এ দুর্গতি দেখে এখনও কেন স্থির হয়ে রয়েছ? নাথ! চল্লেম, অবশেষে দুর্ম্মতি দানবের হাতে আজ জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হলো। নাথ! এ বিপদ কালে দয়া করে একবার দেখা দাও। দাসী আর কিছুই চায় না; কেবল তোমার রাঙ্গা চরণ দু'খানি একবার দেখতে চায়; চল্লেম বিদায়! যদি ও পদে কোন দোষে দোষী থাকি, নাথ! ক্ষমা কর। এ জীবনে আর দেখা হবে না, একবার দেখা দাও। আর সময় নাই, চল্লেম। ওই কাল কৃতান্তের ন্যায় দুর্ম্মতি শুম্ভাসুর নিষ্কোষিত কৃপাণ উত্তোলন করেছে; আর সময় নাই। নাথ! এ সময়ে একবার দেখা দাও।

গীত।

দেখা দাও হে আমায় প্রাণপতি!
প্রাণ যায় নাথ দানবের করে।
এ সময়ে কোথা তুমি!
কোথা দয়াময় দাসের আশ্রয়!

দয়া করে, দেখা দাও হে আমায়।
মরি আমি হায় হও হে সদয়।
নিদয় হ'ওনা এই অধিনীরে॥
কোথা গুণমণি হে শিব শঙ্কর,
প্রাণ যায় আমার ওহে প্রাণেশ্বর,
শুম্ভাসুরে দেখে কাঁপিছে অন্তর,
দুখিনী রমণী চলিল অন্তরে।

গৌরী। নাথ! এখনও এলেন না? এখনও দেখা দিলেন না? তবে আর কেন? তবে আর এ জীবন প্রয়োজন কি? অন্তিম সময়ে যখন তোমার দর্শন লাভ হলো না, তখন এ ছার জীবনেই বা প্রয়োজন কি? নাথ! বিদায়, চল্লেম। বাপ বীরভদ্র! বাপ নন্দি রে! তোদের মা আজ চল্লো।

(উথিত ত্রিশূল হস্তে একদিক হইতে মহাদেব এবং অপর দিক হইতে নন্দী ও বীরভদ্রের হরশঙ্কর শব্দে প্রবেশ।)

মহাদেব।

রে রে বর্ব্বর কার তেজে তোর তেজ
বাড়িয়াছে এত? কার অপমান তুই
করিলি রে আজি? কার দর্পে দর্প
তোর? কার বলে বলী?
জানিসনে দৈত্যাধম! জানিসনে?
মূষিক হইয়ে আজ সিংহিনীর শিরে
তুই করিলি পদাঘাত?
শিব বলে বলী হয়ে শিবানীরে
আজ তুই করিলি অপমান!
অবহেলি মহারুদ্রে, ওরেরে দুর্ম্মতি!
কি করে রুদ্রাণীর কেশ করিলি ধারণ?
সিংহের রক্ষিত হয়ে সিংহিনীর যবে
তুই করিলি অপমান।
তবে কে রক্ষিবে তোরে দুরাত্মন!
যার তেজে তোর তেজ, এত অহঙ্কার;
সেই রুদ্র তেজ আমি হরিনু এখন!
হরিনু শকতি তোর ওরে মূঢ়মতি!

(শিবের ত্রিশূল নিক্ষেপ এবং গৌরীর কেশ হইতে শুম্ভের হস্তস্খলন।)

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারায়ণ।

এই লও ধর শক্তি ওহে শক্তিশ্বরি!
এই শক্তি তেজে আজ মারবে দানব!
বধ গো মা দুরাত্মা দানবে!
জুড়াক দেবতাগণ দৈত্য ভয় হ'তে।
ভয় নিবারিণী ঘুচাও মা দেবতার ভয়?
বিলম্বে কি ফল?

(প্রস্থান।)

(গৌরীর অস্ত্রাঘাতে শুম্ভের পতন।)

শুম্ভ। এতক্ষণে নিশ্চয় জানলেম যে কিছুতেই আর নিস্তার নাই। তবে আর কেন বৃথা সময় নষ্ট করি। হে নিস্তারিণি! এ ঘোর সঙ্কট হ'তে নিস্তার কর মা? আমি ঘোর নারকী পাপী; এ মহাপাপ হতে আমায় মুক্ত কর মা। তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি; তুমি জল, বায়ু বহ্নি; তোমার প্রত্যেক লোমকূপে শত শত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শোভিত হচ্ছে হে আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি! আমায় ক্ষমাকর। আমি মূঢ়মতি, অজ্ঞান, অবোধ! আমায় ক্ষমা কর আমি না জেনে, অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি মহাপাপী; অনন্ত নরক হতে আমায় পরিত্রাণ কর মা হে মা জগৎ জননি! তোর নামনা অধমতারিণী; তবে এ অধম জনার উদ্ধার কি করবি না মা? জগদম্বে! এ মহাপাপ হতে পরিত্রাণ কর মা মাগো, তুমি আমার একমাত্র ভরসা। তুমি ভিন্ন এ অকূল পাথারে আর যে কূল নাই মা হে মা প্রসন্নময়ি! একবার প্রসন্না হও আমি নিতান্তই মূঢ়মতি, আমায় ক্ষমা কর।

গীত।

কেন হেন বেশে ছলিলি আমায়
বল বল গো ও গো শিবের জীবন।

আজ কেন গো নিদয়,
আমায় নিদয়া নীরদবরণ।
কি দোষে, দোষী গো ও পায়
বলগো শ্যামা বলনা আমায়
প্রাণ যে জ্বলে যায়,—
অভয় দেগো ওমা উমা,
সভয়ে মরি গো শ্যামা,
রাখগো মা হররমা ব'ধনা করি বারণ।

(নেপথ্যে শুভ্রা)। নাথ! কোথা যাও? এই যে, এই যে আমি এসেছি। এই যে তোমার দাসী এসেছে? নাথ! তবে তাকে ফেলে কোথা যাও।

(শুভ্রার প্রবেশ।)

শুভ্রা। একি? একি? একি হোল মা রক্ষাকালি! এতে কি তোর রক্ষাকালী নামে কলঙ্ক হবেনা? দানবগণ যে তোমার রক্ষিত? সে রক্ষিত সন্তানকে আজ কিনা তুই ভক্ষণ ক'রতে উদ্যত হয়েছিস? মা! করুণাময়ি! একি মা? তোর এ বেশ কেনমা? কোটী কোটী দৈত্যগনের শোণিত পান কোরেও কি তোর শোণিত পিপাসা নিবৃত্ত হয়নি? যদি না হ'য়ে থাকে, যদি একান্ত বিনাশ ক'রবি, তবে আমি উপস্থিত আছি। অগ্রে আমাকে বধ কর, পরে তোর মনে যা আছে তাই করিস। দাসী উপস্থিত থাকতে স্বামী-হত্যা? উঃ! না, না; তা দেখতে পারব না। এ প্রাণ থাক্‌তে প্রাণেশ্বরের মৃত্যু হতে দেব না। মা ক্ষেমঙ্করি! ক্ষমা কর মা! মা সর্ব্বমঙ্গলে! স্থির হও মা! ওমা তোরে মিনতি করি ক্ষান্ত হ'। হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর! সদয় হও! দীনবন্ধু! এ দীন রমণীর প্রতি একবার সদয় হও। হে গুরো! হে ইষ্টদেব! হে কৃপাময়! তুমি কোথায়? এ সময় একবার দেখা দাও। একি প্রভু! তোমার একি বেশ! কেন প্রভু আজ এ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দর্শন দিলে? একি নন্দি? কে বীরভদ্র! বুঝেছি, এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝেছি যে, এ অভাগিনীর পোড়া কপাল পুড়তে আর বাকি নাই? হায়, হায়, কি হোল? হে মহাপ্রভু! হে ভূতভাবন ভগবান! হে বামদেব! হে প্রভু! কি জন্য আজ এ হতভাগিনীর প্রতি এত বাম হলে? হে মহারুদ্র! এ রুদ্রমূর্ত্তি দর্শনে হৃদয় যে বিদীর্ণ হোল? হে ধূর্জ্জটি! একবার তোমার সংহার মূর্ত্তি পরিত্যাগ কর, ক্রোধ সম্বরণ কর। হে কৃপাময়! কৃপাকর! আশুতোষ! একবার সন্তুষ্ট হও।

গীত।

কি হবে হে তবে ভব জনক আমার।
বধিলে প্রাণেশ্বর দেখিয়ে কাহার বদন,
কেমনে রাখিব জীবন।
মহাগুরু মহাদেব, হেরি তব একি ভাব,
হে সদাশিব, কেন অশিব, হেরি সব অন্ধকার॥
নাম তব সদানন্দ, কেন হেন নিরানন্দ,
ওহে সানন্দ,—
ভক্তেরে বধিলে পরে তারক ব্রহ্ম নাম করে,
ডাকবে না আর অন্তঃকালে এই ভ্রান্ত চরাচর॥

মহাদেব। বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন।
নিজ কর্ম্ম দোষে দুষ্ট মজিল এখন॥

(নন্দী, বীরভদ্র ও মহাদেবের প্রস্থান।)

শুভ্রা। সর্ব্বনাশ! এলোকেশি! কি করিস; কি করিস? থাম থাম—তোর পদে ধরি, থাম্। (পদধারণ করিয়া) মা! একবার আমার মুখের দিকে চাও মা। দয়াময়ি! একবার দয়া কর মা! মা! অগ্রে আমাকে বধ কর, পরে তোর মনে যা আছে, তাই করিস।

গীত।

ব'ধ না, ব'ধ না কালী দুঃখিনী জীবন ধনে।
একবার সদয় হ'য়ে ওমা শিবে
চাও মা দুঃখিনী পানে॥
আমি অতি অভাগিনী,
(আমার এ সংসারে কেউ নাই মা,
জনম দুখিনী আমি,)

অনাথিনী কাঙ্গালিনী,
এ ধনে বঞ্চিত হ'লে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে॥
আমি অতি অভাজন, না জানি পূজন,
(আমি ভজন পূজন জানি না মা ;
আমার কিবা আছে ?
সম্বল বিহীন আমি।
অকুতী অধম আমি, ভজন পুজন জানি না।)
এবার কর দয়া হরজায়া অভয় চরণ দানে॥
আমি কত শত পুণ্যফলে,
স্বামীধনে পেয়েছিরে,
রব চিরসুখে স্বামী ল'য়ে বাসনা ছিল অন্তরে,—
সে ধনে যদি হরিলি, বলমা উমা কি রাখিলি,
আর কি সুখে রব আমি,
জীবন ত্যজি জীবনে।

শুভ্রা। (শুম্ভের মৃত দেহে পতিত হইয়া) হা নাথ! কোথা যাও? স্বামিন্! প্রভু! মহারাজ! দাসীকে ফেলে কোথা যাও। জীবিতেশ্বর! আমি যে তোমার একান্ত অনুগতা আশ্রিতা সেবিকা। সর্ব্বস্বধন! কোথা যাও? আমায় ফেলে কোথা যাও? প্রাণেশ! অভাগিনীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর; একবার এ হতভাগিনীর কথা শুন; একবার উঠ; মুহূর্ত্তের জন্য একবার ফিরে চাও। জীবিতেশ! তুমি ভিন্ন আমার কি দুর্দ্দশা হবে তা একবার ভাবলে না। নাথ! যেও না, যেও না; এ দাসীকে অনাথিনী ক'রে পথের কাঙ্গালিনী ক'রে যেও না। এই দেখ, তোমার পদতলে রয়েছি। প্রাণেশ! একবার মুখ তুলে তাকাও। এ অভাগিনী তোমার চরণে কি দোষ ক'রেছে যে, আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাও? হা! জীবিতেশ্বর! হা সত্যবাদিন্! এখন তোমার সেই সত্যবাদিতা কোথায় রইল? তুমি না আমাকে জীবন-সহচরী ব'লে সম্বোধন করতে। হে নাথ! এই বুঝি তোমার সেই মিষ্ট সম্বোধনের প্রত্যক্ষ প্রতিফল দান। নাথ! কি দোষে আমাকে পরিত্যাগ ক'রলেন? এই নিরপরাধিনী রমণীকে অনাথিনী পথের ভিখারিণী ক'রে পলায়ন ক'রলে? হা জীবিতেশ! হা নাথ! হা স্বামিন্! হা প্রভু! তোমার চরণে ধরে মিনতি ক'রছি, এই অধিনীকে পরিত্যাগ ক'রে যেও না। প্রাণেশ্বর হৃদয়রত্ন! আর যে সহ্য হয় না। তোমার এ দুর্দ্দশা আর যে দেখতে পারি না। নাথ! হৃদয় যে শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে! হৃদয়েশ! কণ্ঠরত্ন! অভাগিনীর জীবন সর্ব্বস্বধন! উঠ, মধুর বলে হতভাগিনীর তাপিত প্রাণ শীতল কর।

গীত।

কোথা যাও হে তুমি গুণমণি
আমারে ত্যজিয়ে হে।
ওহে প্রাণেশ্বর, তোমার তরে নিরন্তর
জ্বলিছে সদা অন্তর হে॥
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
কোথা যাও আজ, সঙ্গেতে লও,
আমায় আজ ত্যজ না হে।

শুভ্রা। হায়! এখনও আমার মৃত্যু হ'লো না! এখনও আমি জীবিত রয়েছি! এখনও এ হতভাগিনীকে কালে গ্রাস ক'রছে না! আত্মা এখনও কেন পরমাত্মায় লীন হ'চ্ছে না! দেহপিঞ্জর হ'তে এখনও কেন প্রাণ পাখী বহির্গত হ'চ্ছে না! ওঃ! বুঝেছি, কষ্টের এখনও অনেক বাকি। এখনও এ অভাগিনীকে অনেক সহ্য ক'রতে হবে! না, না—এখনই এ দুঃখের জীবন পরিত্যাগ ক'রব। সর্ব্বনাশি! রাক্ষসি! তোর মনে এই ছিল? সন্তানের শোণিত পানের আশা কি তোর মিটেছে? যদি না মিটে থাকে, তবে, এই ধর, ; আয় ; আয়, আজ আমার রক্তে তোর খর্পর পূর্ণ করে দিই। (অসি গ্রহণ,) অসি! বীর শুম্ভাসুরের অসি! আমার প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয় সর্ব্বস্বের অসি! আমার সহায় হও। তুমি আমার বিপদের বন্ধু; একবার বন্ধুর কাজ কর। জীবিতেশ! কণ্ঠরত্ন! স্বামিন! প্রভু! এই দেখ, আজ আমি এই

অসির আঘাতে প্রাণত্যাগ ক'রে তোমার নিকটে যাই। (অস্ত্রাঘাত ও মৃত্যু।)

(দেবগণের প্রবেশ)

দেবগণ।

জয় জগতজননী, ভীত-ভয়-বারিণী,
ঈশানী ব্রহ্মাণী তারা।
জয় আশুতোষী পূমে, উগ্রচণ্ডা উমে,
বিশ্বেশ্বরী পরাৎপরা॥
জয় দানবদলনী, সুর-অরি-নাশিনী,
মহেশ্বরী, মহামায়া।
জয় যোগীজন-বন্দিনী, ত্রিলোকপালিনী,
হররমা হরজায়া॥
জয় হরহৃদি বিহারিনী, হর-মনোমোহিনী,
অনাদি আদ্যা সারাৎসারা।
জয় ত্রিলোকতারিনী, ত্রিতাপহারিণী,
ভবজনগণ তাপহরা॥
জয় মা চণ্ডিকে, ঈশানী অম্বিকে,
ভবানী মোক্ষদা শ্যামা।
জয় হররাণী, অসুর নাশিনী
বিশ্বরূপা বিশ্বরমা॥
জয় ভবভয়নাশিনী, দৈত্যকুলঘাতিনী,
আদ্যা, শক্তিধরা।
জয় দুরিতহারিণী, দিব্যজ্ঞানদায়িনী,
বাণী বীণাধরা॥
কর মা করুণা, ক'রনা বঞ্চনা,
দাস শরণ লয়।
দেহ পদ ছায়া, করগো মা দয়া,
নিবার মা কালভয়॥

(সকলের প্রণাম।)

গৌরী। বৎসগণ! এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব ভবনে গমন করতঃ সুখে কালযাপন কর। এক্ষণে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে; ত্বরায় গমন কর।

দেবগণ। যে আজ্ঞা, জননি!

(দেবগণের প্রস্থান।)

(মহাদেবের প্রবেশ।)

মহাদেব।

মহাদেবি! একি আচরণ তব?
কাটিয়ে ভক্তের শির, কি সুখ
লভিলে বল, হর-বিলাসিনি?
জগতজননী তুমি; তবে কেন
বধিলে সন্তানে? কাটিয়া ভক্তের
শির ভাল কীর্ত্তি রাখিলে ধরায়।
বহাইয়া রক্তনদী ভক্তের শোণিতে,
নাচিছ যোগিনী সহ; ভাল সাজে
সাজিয়াছ এবে। পাষাণ নন্দিনি!
তব কঠিন পরাণে, নাহি কি গো
দয়ালেশ? কাটিতে ভক্তের
শির দয়া নাহি উপজিল মনে!

গৌরী।

আশুতোষ! ভুলেছ কি প্রতিজ্ঞা আমার?
দেবগণে অভয় দানিনু দৈত্যনাশ হেতু।
তব বলে বলী দৈত্য; কত না দুর্দ্দশা
তারা করেছে দেবের! তার প্রতিফলে
সমূলে দানবকুল হইল নির্ম্মূল।
ক্ষম এবে দয়াময়।

মহাদেব।

দেবি! বুঝেছি সকল।
দৈত্যের বিনাশ হেতু তব অবতার।
কতদিন দেখি নাই ও চাঁদ বদন॥
চল এবে, চল তবে কৈলাস-ভবন।

গীত।

কিবা শোভা হ'ল আজি কৈলাস ভবনে।
বিরাজেন মহামায়া আশুতোষ বামে॥
আহা কি রূপের শোভা,
কোটী চন্দ্র মনোলোভা,
স্থান দেহ ব্রজমোহনে ঐ রাঙ্গা চরণে॥

যবনিকা পতন।

দানব-বিজয়-যাত্রা সমাপ্ত।

কংস-বধ যাত্রা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নারদ। এ কি! এ যে দিনমান! এখনও তো ভগবান দিননাথ অস্তাচলে গমন করেন নাই; তবে কেন এমন হলো? দিনমণি সত্বেও ধরণী যেন যামিনীর অন্ধকারে আবৃত হয়ে আসছে। পাপময় কংসের শাসিত রাজ্য পাপভারে ভারাক্রান্ত হয়েছে; যে দিকে তাকাচ্ছি, সেই দিকেই বিষন্নভাব দেখছি। কি নর নারী, কি জীব জন্তু, কি বৃক্ষ লতা, কি স্থাবর জঙ্গম, সকলই যেন বিকৃত ভাবাপন্ন। যে হরিনাম সংসারের সার, যে হরিনাম বিশ্ব-মূলাধার, সেই হরিনামে বঞ্চিত হলে কার শ্রী-সৌষ্ঠব থাকে? নরগণ নারায়ণের নামে পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হয়, নরকণ্ঠ বিনির্গত হরিনামামৃত পান করে জীবজন্তু বিমল আত্মা লাভ করে; সেই সুধাময় হরি নামে বায়ু প্রবাহ প্রবাহিত হয়ে বৃক্ষ লতা, স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি সকলকেই পবিত্র করে। কিন্তু পাপময় কংসের ভয়ে সেই শঙ্খ-চক্র-ধারী গোলোক বিহারী হরির নাম কাহারও মুখে আনবার সাধ্য নাই। সেইজন্য ধরণীর এত দুর্দ্দশা। যেমন সূর্য্য বিনা অন্ধকার অপসারিত হয় না, বায়ু বিহনে জীবের জীবন থাকে না, জল বিহনে জলচর জীবিত থাকে না, ঔষধ বিহনে রোগ উপশম হয় না, তদ্রূপ বিশ্বমূলাধার হরির নাম বিহনে এ বিশ্বের বিড়ম্বনা হবারই তো কথা। হরি! দীনবন্ধো! চক্রধারিন্! এ তোমার কি চক্র দেব? তুমি বিশ্বের ঈশ্বর থাকতে এ বিশ্ব বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমার সর্ব্বপাপহর হরিনাম বিনে এ সংসার যে দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে, তাও কি দেখছ না? তবে কি প্রভু পৃথিবীকে প্রলয় মুখে প্রক্ষেপ করাই তোমার ইচ্ছা? সত্য সত্যই কি এ ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় সময় উপস্থিত? না—তাতো কখনই নয়। এ সংসারে তোমার যে কত মায়া, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কেমন করে বুঝবো? তুমি যে দেব মায়াময়; পুত্রের উপর পিতার যত মায়া, এ সংসারের উপর তোমার ততোধিক মায়া। তুমি এ সংসার সৃষ্টি ক'রে আবার বিনষ্ট কোরবে—তাকি সম্ভব? কিন্তু কুপুত্রের উপর পিতার পিতৃ-স্নেহ থাকে না, পুত্র যদি মহাপাপে লিপ্ত হয় তা হলে পিতার অপত্য-স্নেহ দূর হ'য়ে পুত্রের মরণ কামনা উপস্থিত হয়। তদ্রূপ এ পৃথিবীর তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা; তুমিই এ সংসারের সার। কিন্তু পৃথিবীস্থ জীবগণ তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাক, তোমার অমূল্য হরিনাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। তোমার নবঘনশ্যাম চতুর্ভুজ রূপ ধ্যান না করে চরম কালের পরম মুক্তি পথ রোধ করলে। দেব! এতেই বোধ হয়, এ সংসারের শেষ সময় সমুপস্থিত। কিন্তু ভগবন! যে পাপাত্মা হতে জীবগণের এই শোচনীয় পরিনাম উপস্থিত হোল, যার নিষ্ঠুর আজ্ঞায় চরমে পরম পথাশ্রয়ে বঞ্চিত হলো। সেই ক্রূরমনা কংসের

শাস্তা তুমি ভিন্ন আর কে? তুমি ভিন্ন এ ধরণীকে কে আর পাপার্ণব হতে উদ্ধার করবে? তুমিই ত দেব সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বমোক্ষধাম সর্ব্বেশ ভগবান। করযোড়ে এই প্রার্থনা করি, একবার কৃপানেত্রে চাও, একবার কৃপাকটাক্ষে কুকর্ম্মান্বিত কংসাসুর হতে পৃথিবীকে পরিত্রাণ কর।

গীত।

ধরণী যায় রসাতলে কোথাহে ধরণীধর।
ধ্বংস করি কংসাসুরে ধরা ভার শান্তি কর।
কৃপা নেত্রে চাও হে হরি,
সর্ব্ব পাপ-তাপ-হারী,
শত্রু-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী, সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বর॥

নারদ। যদি পৃথিবীতে এলাম, তবে একবার পাপাধম কংসভবনে বসুদেব দৈবকীকে দর্শন করে যাই; আর কংসকে উত্তেজিত করে যাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তার শত্রুতা সংস্থাপন করিতে পারি, সেই চেষ্টা দেখিগে। তা না হলে পাপার্ণবমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করবার আর উপায় নাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কংস-রাজসভা।

কংস আসীন।

(নারদের প্রবেশ।)

কংস। আসুন; ভগবান দেবর্ষির পদার্পণে আমার ভবন পবিত্র, জীবন পবিত্র, সকল পবিত্র হোল।

নারদ। আপনি সসাগরা পৃথিবীর শাসন দণ্ডধারী; বিজয় লক্ষ্মী অবিচলিত ভাবে, আপনার ভবনে বিরাজিত। প্রার্থনা করি, এই প্রকার সুখ সমৃদ্ধিতে চিরজীবন অতিবাহিত করুন। এক্ষণে আপনার রাজ্যের সমস্ত কুশল ত?

কংস। দেবর্ষি! আপনার প্রসাদে সমস্ত কুশল। এক্ষণে কি মনস্থ করে, এ দাসের ভবনে পদার্পণ করলেন?

নারদ। রাজন্! আপনার সদৃশ সত্য নিষ্ঠাবান রাজা জগতে দ্বিতীয় দুর্লভ; আপনি বীর্য্যে হুতাশন, শৌর্য্যে শমন, স্থৈর্য্যে পর্ব্বত, পরাক্রমে পবন। আপনার সদৃশ শক্তিসম্পন্ন রাজা আর নাই। আপনি এই সসাগরা বসুন্ধরার একমাত্র অধীশ্বর। করদ, মিত্র, অধীন প্রভৃতি সমস্ত রাজাগণ আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী; ঈদৃশ বৈভব, এতাদৃশ শক্তি সত্ত্বেও আপনি শত্রু বিহীন হতে পারেন নাই, এই আশ্চর্য্য!

কংস। কি বললেন, ভগবন! আমার শত্রু? আমার শত্রু? আমার শত্রু হয়ে কে ক্ষণকাল জীবিত থাকবে! আমার ভয়ে বিহঙ্গমগণ কলকণ্ঠধ্বনি করতে সক্ষম নয়, আমার শাসনে সদাগামী পবন সভয়ে প্রবাহিত; আমার ভয়ে সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, দানব, মানব, সিদ্ধাচারন প্রভৃত কম্পিত কলেবর। আমার আবার শত্রু?

নারদ সে শত্রু আপনার ন্যায় মহাবীরের পক্ষে সামান্য।

কংস। সামান্য হলেও সে আমার শত্রু বটে; কে আমার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে বলুন?

নারদ। আপনার ভাগিনেয় দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান।

কংশ। আমার ভাগিনেয়! কৈ? কেহ ত জীবিত নাই। দৈবকীর শেষ গর্ভে একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল? আর বসুদেব দৈবকীকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করে নির্জ্জন কারাগারে রেখেছি।

নারদ। রাজন্! দৈবকীর অষ্টম গর্ভে যে কন্যা প্রসূত হয়, সে দৈবকীর কন্যা নয়; গোপরাজ নন্দের পত্নী যশোদা তাকে প্রসব করেছিল। আর ব্রজে নন্দনন্দ কৃষ্ণ দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান।

কংস। দেব! আমি পূর্ব্বে তাই জানি; সেই জন্য পুতনা প্রভৃতিকে তাহাদের বধার্থে পাঠাই, কিন্তু এ কিরূপে সম্ভব? দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সুতিকাগারে শমন সদৃশ শত সহস্র দানব সেনানীতে পরিরক্ষিত ছিল। কিরূপে দৈবকীর সন্তান নন্দালয়ে, আর নন্দ-নন্দিনী, দৈবকীর সুতিকাগারে এলো, এতো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

নারদ। রাজন্! তোমার সৈন্যগণ সে সময় মহামোহে অবসন্ন হয়েছিল। বসুদেব সেই সুযোগে এই পুত্র কন্যার বিনিময় সংঘটন করেছে। রাজন্! তোমার স্মরণ নাই কি? পূর্ব্বে একবার দৈববাণীতে দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হ'তে তোমার জীবনান্ত হবে প্রচারিত হয়েছিল; এবং যে দিন তুমি দৈবকীর অষ্টম গর্ভ প্রসূত কন্যাকে শিলায় আঘাত করে বিনাশ করতে উদ্যত হও, সে সময় সেই মায়ারূপিনী মহামায়া তোমার হস্তস্খলিত হয়ে—"তোমার অন্তকারী গোকুলে পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে"—বলে অন্তর্হিত হয়েছিলেন?

কংস। দেব! সত্যই কি তবে নন্দনন্দন কৃষ্ণ আমার অন্তকারী অরি।

নারদ। রাজন। সেই দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কৃষ্ণ এবং সপ্তম গর্ভের সন্তান বলরাম; ইহারা তোমার পরম শত্রু।

কংস। ভগবন্! যদি তাহারা আমার পরম শত্রুই হয়, তথাপি তাহারা ক্ষীণজীবী মানব। তাহাদিগকে শত্রু ভেবে, কি অসুর কুলপতি কংস ভয়ের বশবর্ত্তী হবে?

নারদ। (স্বগত) কংস তুই চক্ষু থাকতে অন্ধ হয়েছিস; তোর জ্ঞানচক্ষু অজ্ঞানতমে আবৃত হচ্ছে, তাই সেই নারায়ণকে নরজ্ঞানে উপেক্ষা করলি! তোর যদি জ্ঞান চক্ষু ক্ষণ-কালের জন্য উন্মিলন করবার সাধ্য থাকতো, তা হ'লে দেখতিস্ যে তারা মানব নয়। নব-নীরদবরণ, কমললোচন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-গলদেশে বনমালা শোভিত কৌস্তুভ মণি, শিখিপুচ্ছ সহ অমূল্য বৈদুর্য্যমুকুট, সুচিকন কেশপাশ, মেখলা অঙ্গদ কঙ্কনাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, পীতবসন পরিধান, চরণতলে স্বর্ণ নপুর। কংসরে! এই ভুবনমোহন জলদবরণ রূপ, যদি ক্ষণেকের জন্য তোর মানস ক্ষেত্রে উদয় হত, তা হলে জানতে পারতিস্ যে, সেই নন্দনন্দন মানব নয়। গোলোকের ধন পতিত-পাবন শ্রীমধুসূদন ভূভার হরণ জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন।

গীত।

কিবা পুণ্য করেছ এমন হে দৈত্যরাজন।
অনায়াসে লভ্য হয় কি অমূল্য রতন।
চিনিতে পারিবি কিসে চিন্তামণি ধন।
সে যে অচিন্ত্য অনন্ত হরি পদ্মপলাশলোচন।
সংসারের ভার করিতে সংহার,
অবনীতে অবতীর্ণ নররূপে নারায়ণ।

নারদ। (স্বগত) ভাল ত! কংস ত কিছুতেই উত্তেজিত হয় না; কংসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিরোধ সংঘটন না করতে পারলেও ত পাপময় কংস ধ্বংস হয় না! কংস জীবিত থাকলে পৃথিবীর পাপ ভার ত বিমোচন হয় না। যা হোক, এই বিবাদ কি ঘটাতে পারবোনা? তবে কি আমার নারদ নাম ব্যর্থ হবে? আমি মহা-দেবের সহিত দাক্ষায়ণীর বিবাদ ঘটিয়ে দক্ষ সহ দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছি, আমি দশরথের সঙ্গে কৈকেয়ীর বিরোধ সংঘটন করে শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসী করি, তাতেই রাবণ বিনষ্ট হয়। আমার নাম করলে স্বামী স্ত্রীতে বিবাদ ঘটে, পিতা পুত্রে বিবাদ হয়, প্রাণাধিক বন্ধুর সহিত মুখ দর্শন পর্য্যন্ত থাকে না—সেই নামে কি আজ কলঙ্ক হবে? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! রাম কৃষ্ণ ক্ষীণজীবী নর; তাদের নিকট অসুর কুলের অধীশ্বর কংস ভীত হবেন, এও অসম্ভব। কিন্তু একি আপনি জানেন না যে, ক্ষীণজীবী নর রামচন্দ্রের নিকট রক্ষঃকুলপতি রাবণ বিনষ্ট

কংস। রাবণ রক্ষঃকুলকলঙ্ক। যে রাক্ষস কুলে জন্মগ্রহণ করে, নর হস্তে বিনষ্ট হয়, সে নর অপেক্ষা ক্ষাণজীবা। আমি জানি, নরগণ ত রক্ষঃকুলের ভক্ষ দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। তাদের সহিত বিরোধ কিসের ?

নারদ। (স্বগত) কি করি এ যে কিছুতেই পথে এসে না। আমার নাম কোর্‌লে আচিরাৎ আত্ম-কলহে সংসার ছারখার হয়, আমার নামের গুণে কত লোক সংসার ত্যাগী পর্য্যন্ত হয়েছে—এখন আমি স্বয়ং উপস্থিত হয়েও তো ফল হচ্ছে না! সেটা কি আমার গুণে হয়? না—আমার নামের গুণে হয়ে থাকে? যাহা হউক, আমার নামটাই করে দেখিনা কেন! নারদ, নারদ, নারদ,। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর; সাম, দান দণ্ড, ভেদ—এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে রাজ্য শাসন কোর্‌ছেন। আপনি রাজ বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান, আপনি অদূরদর্শীর ন্যায় কথা কচ্ছেন-এই আশ্চর্য্য? শত্রু ক্ষুদ্র হউক, নীচ হউক, উচ্চ হউক, দুর্ব্বল হউক, বলবান হউক, কখন শত্রুকে উপেক্ষা কোরবে না। শরের অগ্রভাগ ক্ষুদ্র লৌহ খণ্ড মাত্র; কিন্তু তাহাতে ভীষণ-কায় সিংহের বিনাশ সাধন হয়। কণামাত্র অগ্নি ত্রিলোক দগ্ধ কর্‌তে সক্ষম; সর্ষপ প্রমাণ বিষে বলবানের প্রাণ নষ্ট হয়; ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র বলবান হস্তীকে বিনাশ করে। আমি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন কাল দেখ্‌ছি, শত্রুর লঘু গুরু নাই। শত্রুকে কদাচ বিশ্বাস কোরবেন না। নারদ, নারদ, নারদ।

কংস। মহর্ষে! রাম ও কৃষ্ণ উভয়ই বালক; তাহাদের ভয়ে আমি ক্ষণেকের জন্যও ভীত নই। তত্রাচ তাহারা আমার শত্রু; শত্রুকে বৃদ্ধি হতে দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সত্বরেই তাহাদিগকে নির্জ্জন কারাগারে আজীবন রুদ্ধ কোরবো।

নারদ। (স্বগত) হাঁ, এইবার বিকারের সূত্রপাত হয়েছে। এখন সন্নিপাত না ঘটিয়ে এখান থেকে যাওয়া হবে না। মহারাজ! আপনি তাহাদিগকে কারারুদ্ধ কর্‌লেও নিশ্চিন্ত হতে পারেন কই? যদি কখন তাহারা কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করে। তা হ'লে আপনার যে শত্রু সেই শত্রুই রইল। অগ্নি প্রচণ্ড হবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ করা উচিত; রোগ বৃদ্ধি হবার পূর্ব্বেই ঔষধ সেবন ব্যবস্থা। তাহারা জীবিত থাক্‌লে কখন কি ঘটবে, কে বলতে বলতে পারে?

কংস। মহর্ষে! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনি অদ্যাবধি এক পক্ষ কালের মধ্যেই শুন্‌তে পাবেন, রাম ও কৃষ্ণনাম এ সংসার হতে লোপ হয়েছে। আমি নিশ্চয় বলছি যে, এই অসিতে তাহাদের মস্তক শতধা খণ্ড খণ্ড কোর্‌বো। পরে নন্দ, উপনন্দ, যশোদা, রোহিণী, শ্রীদাম, সুবল, প্রভৃতি গোপ গোপিনার রক্তে ব্রজ প্লাবিত হবে; পরে কারাগার বদ্ধ বসুদেব ও দৈবকীকে খণ্ড খণ্ড করে তবে নিরস্ত হব।

নারদ। (স্বগত) এতক্ষণে জানলাম যে, তোমায় যমালয় যাবার পথ প্রশস্ত হোল। তাইত বলি নারদ নামে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয়; সে নামের ফল কি ফলবে না? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! রাম-কৃষ্ণকে আপনার গৃহে আনয়ন করে, বধ সাধন করুন।

কংস। তাহারা মধুপুরে আস্‌বে কেন? গোপপতি নন্দ কদাচ তাহাদিগকে এখানে পাঠাবেন না।

নারদ। আপনি একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন; যজ্ঞ উপলক্ষে ব্রজবাসী সমস্ত গোপবর্গকে নিমন্ত্রণ করুন। তাহলেই তাহারা সকলেই আস্‌বে। সেই যজ্ঞস্থলে সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগকে সবংশে সংহার করুন।

কংস। কোন্ যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুমতি করেন?

নারদ। ধনুর্যজ্ঞে। আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ করুন। অসুরকুলে ধনুর্যজ্ঞই সর্ব্ব প্রধান; ইহাতে উভয় বিধ

ফল লাভ হয়। প্রথমতঃ, এ যজ্ঞে আপনার অযোগ্য অরি বিনষ্ট হবে; দ্বিতীয়ত, যজ্ঞ জনিত মহাপুণ্য লাভ হইবে।

কংস। উত্তম। অদ্যাবধি একপক্ষ পরে চতুর্দ্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞের দিন নির্দ্ধারিত হইল। আপনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, মাগধ, সৌরাষ্ট্র, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, মিথিলা, উজ্জয়িনি কোশল, বিদেহ, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশ নিমন্ত্রণ কোরবেন; এবং রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষিগণ, স্বর্গবাসী সুর সম্প্রদায়, এবং পাতাল-বাসী নাগগণ সহিত যজ্ঞ দিবসে উপস্থিত হবেন।

নারদ। (স্বগত) ঐ সঙ্গে যমরাজকে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ কোরতে হবে; তিনি যেন মহিষবাহনে দূতগণ সহিত অগ্রে অগ্রে এসে উপস্থিত হন। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক; আশীর্ব্বাদ করি, সত্বরেই শত্রুবিহীন হউন। তবে আমি স্বস্থানে যাই।

কংশ। যে আজ্ঞা, দেবর্ষি! প্রণাম।

(কংসের প্রস্থান)

নারদ। (স্বগত) এখন একবার সেই নয়নানন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে যাই। একবার সেই ভবনিস্তারণ ব্রজ-মোহনের যুগল চরণ দর্শন করে জীবন চরিতার্থ করিগে। তাদের মাতুল কংস ধনুর্যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন তা একবার বলে যাই। যজ্ঞেশ্বরকে না বলে যজ্ঞ সম্পন্ন কিসে হবে? কিন্তু মন এত চঞ্চল হোল কি কারণ! অসুর কংসকে ভগবানের শত্রু করে দিলাম বলে কি মন এত চঞ্চল হোল? তবে কি সৎকর্ম্ম কোর্‌বো বলে এসে কুকর্ম্ম করে গেলাম? ভগবান হরির শত্রু তো জগতে নাই? তাঁর নাম যে জগদ্বন্ধু। সেই জগদ্বন্ধুর শত্রু নির্দ্দেশ করে কি পাপ সিন্ধুতে মগ্ন হলাম? কেন আমার এ দুষ্ক্রিয়ায় মতি হোল? আমি কাচের বিনিময়ে অমূল্য মাণিক হারালাম? সুধা দিয়ে বিষ ক্রয় করলাম? পৃথিবী রসাতলে যাক্, রসাতল স্বর্গে আসুক, তাতে আমার কি? যার যেমন কর্ম্মফল, সে তদনুরূপ সুকৃতি দুষ্কৃতি ভোগ কোরবে। আমি কেন উদ্যোগি হয়ে সেই পাপতাপহারী হরির অরি সংস্থাপন কোরলাম? এতেই বুঝি মন এত চঞ্চল হোল। না—তাতো নয়; আমার মন চঞ্চলের কারণ অন্য প্রকার। আজ মনে মনে বলেছিলাম একবার সেই মদনমোহন রাধারমণকে দর্শন করে জীবন চরিতার্থ করিগে; তাইতে মনের আর ক্ষণবিলম্ব সহ্য হোল না। সে সর্ব্বাগ্রে গিয়ে সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বরের চরণসরোজে আশ্রয় লয়েছে। আমি এক্ষণে এই অনিত্য দেহ বহন করে, সেই নিত্যপুরুষ নিত্যানন্দের নিকট যত সত্বর যেতে পারি, সেই চেষ্টা করি।

গীত।

দেখি হয় না হয় রাধারমণের দরশন।
অগ্রগামী হয়েছে মন, না শোনে মম বারণ।
সার্থক জীবন দুনয়ন,
কৃতার্থ হইবে হেরি পরমার্থ ধন,
ভাগ্য গুণে নীলরতনে আজ পাব আমি দরশন॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ব্রজধাম।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। এই ত ব্রজপুর! ভগবানের আবির্ভাবে বৃন্দারণ্য কি মনোহর শোভায়ই শোভিত হয়েছে! যে দিকে তাকাচ্ছি সেই দিকেই যেন আনন্দ নীরে অভিষিক্ত হচ্ছে? বৃন্দাবনে হিংস্র পশুপক্ষীগণও হিংসাশূন্য। কি রমণীয় ভাব! সিংহের সহিত হরিণ ক্রীড়া ক'রছে; ভুজঙ্গের সহিত ভেকের সখ্য-ভাব; মূষিক সহ মার্জ্জারের বন্ধুত্ব। এ কি অনুপম দৃশ্য! ভগবানের আবির্ভাবে, এদের শত্রুভাব দূর হয়েছে; তাঁর পবিত্র সহবাসে

সকলেই পবিত্রাত্মা। তা হবে না? স্পর্শমণি সহবাসে লৌহ স্বর্ণ হয়, অমৃত ভোজনে অপকৃষ্ট অসুরগণ অমরত্ব লাভ করে। স্বাতি নক্ষত্র জলে ফণীশিরে মণি জন্মে; তখন চিন্তামণি সহবাসে এদের হৃদয় পবিত্র হবারই ত কথা। এই যে সম্মুখেই আমার আরাধ্য দেবতা উপস্থিত; বৃন্দাবনে বনমালীকে বলভদ্র সহিত দর্শন করে হৃদয় পবিত্র হোল।

(প্রণাম করণ।)

(কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। এস নারদ, সমস্ত মঙ্গল ত?

নারদ। ও পদ সেবকের অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়? যাঁর নাম স্মরণ করলে বিপদ সম্পদে পরিণত হয়; তার কি অমঙ্গল আছে? কল্পতরু তলস্থ জনার কি ক্ষুধা হয়? না— সাগরতীরবাসীকে তৃষ্ণায় যাতনা দেয়?

কৃষ্ণ। তা হলেই মঙ্গল। আশীর্বাদ করি, চিরকাল এইরূপ সুখ শান্তিতে কাল যাপন কর।

নারদ। ভগবন্! আপনার আশীর্বাদ অমোঘ! কিন্তু সুখ শান্তি কাকে বলে তাতো জানৃতে পারলাম না!

কৃষ্ণ। কেন, নারদ,! তোমার আবার অসুখ কিসের?

বলরাম। নানা প্রকার সাংসারিক যাতনায় সুখের অভাব হয়েছে!

নারদ। ভগবন্। আপনারা নাকি অন্তর্যামী, তাই অন্তরের কথা ব'লবার পূর্বেই জানৃতে পেরেছেন।

বলরাম। অনেক গুলি সন্তান সন্ততি সুতরাং সাংসারিক যাতনা অধিক

নারদ এই যন্ত্রনাতেই বাঁচিনে। এর উপর সন্তান সন্ততি! ও আশীর্বাদ কোরবেন না।

কৃষ্ণ। কি হয়েছে নারদ! সংসারে এত ঘৃণা কিসে হ'ল?

নারদ। ভগবন্! সংসারে আমার ঘৃণা! আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও আমি অধিক সাংসারিক? কিন্তু সংসার যে রসাতলে যায়।

কৃষ্ণ। নারদ! এ আনন্দময় পৃথিবীতে, এত নিরানন্দ কিসে উপস্থিত হ'ল?

নারদ। ভগবন্! আপনি সচ্চিদানন্দ: তাই আপনার সর্বত্র আনন্দ; কিন্তু একবার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, পৃথিবীর কি দুর্দৈব উপস্থিত হয়েছে। আপনি এ সংসার সংহার ক'রলে আর রক্ষাকর্ত্তা কে আছে, দেব! পিতা বর্ত্তমানে পুত্রগণের এত যন্ত্রণা কুত্রাপি দেখি না।

কৃষ্ণ। নারদ! আমি ত পৃথিবীর কোন অশুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি নে?

নারদ। ভগবন্! দর্পণের সম্মুখস্থ দ্রব্য দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু দর্পণ কি সম্মুখস্থ দ্রব্য দেখতে পায়? প্রতিধ্বনি সকল শব্দের অনুকরণ করে কিন্তু সে কি শব্দের অর্থ বুঝতে পারে? তদ্রূপ আপনাতেই সব। আপনি না দেখলে, অপনি না শুনলে, কে এ পৃথিবী রাখবে? অপনি যোগমায়ায় মোহিত হয়ে আছেন বলিয়া আপনি আপনাকে বিস্মৃত হয়েছেন; তাই এই অবনীর অসীম যন্ত্রনা দেখতে পাচ্ছেন না। যেমন ধনবান সতর্ক না থাকলে তস্করে তার সর্বস্ব অপহরন করে, তদ্রূপ আপনার সম্পত্তি অসুরে নাশ করছে একবারও দেখলেন না।

বলরাম। নারদ! পৃথিবীতে অসুরকুলের এত বৃদ্ধি হয়েছে? পৃথিবীতে এমন বীর কি নাই যে অসুরের উৎপীড়ন হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করে?

নারদ। ভগবন্! নক্ষত্রগণ সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়, তাহাদের নিজের দীপ্তি নাই; এক্ষণে সূর্য্য যদি চিরদিনের জন্য অস্তাচলে হলো, তবে কার দীপ্তিতে তারা প্রদীপ্ত হবে? আপনারা হলেন জীবের জীবন; আপনারাই যখন মায়ায় মোহিত; নরগণ নির্জীব হবে তার বিচিত্র কি? সূর্য্য বিনে ত্রিসংসার

অন্ধকার আর অন্ধকারেই হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব অধিক; যখন পৃথিবীর সুখসূর্য্য অস্তমিত হয়েছে, তখন পাপময় অসুরগণ জীবগণকে দুঃখ দিবে তাহারই বা বিচিত্র কি?

কৃষ্ণ। নারদ! জীবগণ এত যাতনা সহ্য করছে? কার পীড়নে তারা এত পীড়িত, নারদ!

নারদ। আর কার? আপনাদিগের পীড়নে!

কৃষ্ণ। আমরা কার পীড়ন করেছি? কারুতো অনিষ্ট করি নি, নারদ!

নারদ। আপনারা বর্ত্তমানে, কংসাসুর, আসমুদ্র পৃথিবীর করগ্রাহী রাজা! পৃথিবীস্থ রাজন্যবর্গ তার করতলগত! যার পাপে পৃথিবী রসাতলে গেল, তার শাস্তিদাতা আপনারা ভিন্ন আর কে আছে? তার পীড়ন হ'তে জীবগণকে পরিত্রাণ না ক'র্‌লে, জানব যে আপনারাই এ সংসার সংহার কর্‌লেন? আপনারা নিদয় হ'লে কার দয়ায় সংসার থাক্‌বে?

গীত।

তুমি হইলে নিদয় ওহে দয়াময়
কে রাখে সংসারে।
তব অকৃপায় ওহে কৃপাসিন্ধু
ভাসি দুঃখ সিন্ধু নীরে॥
তুমি থাক্‌তে দর্পহারি, কংসদর্প সইতে নারি,
রক্ষা কর সবে ওহে হরি, বধি কংসাসুরে।
দিনের দিন যে দীননাথ হ'ল সবে দীন,
দৈত্যগণে নরে করে দীনহীন,
অকলঙ্ক তব নামে, কলঙ্ক রটিল ক্রমে,
রাখ জীবে ওহে জীবের জীবন
যত কাতর কিঙ্করে॥

নারদ। ভগবন্! এখনও উপায় আছে; এখনও রাখ্‌লে এ সংসার থাকে। এখনও কৃপানেত্রে কটাক্ষপাত করুন; পৃথিবীর শত্রু বিনাশ ক'রে পুনঃ শান্তি সংস্থাপন করুন। রোগ সাংঘাতিক হ'লে যেমন চিকিৎসা, বৃথা, অগ্নি গগনস্পর্শী শিখা বিস্তার ক'রে প্রজ্বলিত হ'লে নির্ব্বাণ চেষ্টা যেমন নিরর্থক, তদ্রূপ এ সংসার পাপে পরিপূর্ণ হ'ল, আর তাকে উদ্ধার করা, না করা সমান ফল।

কৃষ্ণ। নারদ! কংস এত অত্যাচার ক'র্‌ছে, তাতো জান্‌তে পা'রনি?

নারদ। ভগবন্! তা জান্‌তে পার্‌বেন কেন? তা যদি জান্‌তে পার্‌বেন, তা'হলে কি এমন হয়? কংসাসুর আপনার মাতুল; লোকে বলে—"নরানাং মাতুলক্রমঃ"; তাই কংসের অত্যাচার আপনি জান্‌তে পারেন কি? আপনার পবিত্র নাম যে উচ্চারণ করে, তার সদ্‌গতি হবেই। আর যে ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত বিষয়ান্ধ মানব, ঐ পবিত্র হরিনাম অনিচ্ছায় শ্রবণ করে, তারও ভববন্ধনভয় দূর হয়। কিন্তু মুনি ঋষিগণ, নিরাশ্রয় নিরাহারে, 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' ব'লে অবিশ্রান্ত ডেকে, আপনার ঐ ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ অভয়পদ ধ্যান করে নির্ভয় হতে পার্‌লে না—এই আশ্চর্য্য! ভগবান্! আর কি সে দিন আছে? আর কি পবিত্র পৃথিবীতে পুণ্যের নাম আছে? তাপসগণ তপোবন ত্যাগ করে সমুদ্র তীরে, কেহ বা হিমালয় শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কংস-চর অসুরগণ তাদের যজ্ঞনাশক; দেখ্‌লেই তাঁদের যজ্ঞ উপকরণ সমস্ত নষ্ট করে; সম্যক প্রকারে তপঃবিঘ্ন ঘটায়। কাহারও আর হরিনাম ক'র্‌বার সাধ্য নাই। আমি জানি, যে দিন পৃথিবী হ'তে হরিনাম লোপ হবে, সেই দিন পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে। যেমন কণামাত্র অম্লরসে কলস প্রমাণ দুগ্ধ নষ্ট করে, যেমন সামান্য অগ্নিতে মহারণ্য ভস্ম হয়, তদ্রূপ সামান্য পাপে পুণ্য নিকেতন ধরণী অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

বলরাম। কৃষ্ণ! একি ভাই? যে পামর এত অনিষ্ট করছে, যার জন্য পৃথিবীস্থ জীবগণ প্রবল যন্ত্রণা ভোগ কোরছে, তার শাস্তা জগতে নাই? হরি, তুমি যে জগতের যন্ত্রণা হরণ

কর বলে, তোমার নাম জগত্তারণ; তবে কেন নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছ!

কৃষ্ণ। দাদা! পাপের প্রাচুর্ভাব কত কাল থাকবে? কংসের চারিপাদ পূর্ণ হয়েছে; আর তার বিলয়ের বিলম্ব নাই। যেমন ফলের বৃন্ত শুষ্ক হলে আপনা আপনি পতিত হয়, যেমন তরণী অধিক ভারে পূর্ণ হোলে অল্প বায়ুতে জলমগ্ন হয়, যেমন বন মধ্যে দীর্ঘ-বৃক্ষ সর্ব্বাগ্রে ঝড়ে ভগ্ন হয়, তদ্রূপ পাপভারা-বনত কংস অচিরেই ধ্বংস হবে; আর তার অধিক দিন জীবিত থাকতে হবে না।

নারদ। ভগবন্! যার কর্ম্ম তিনি কর্‌বেন, আমাদের বৃথা বাক্য ব্যয়। এক্ষণে অনেক দূর পর্য্যটন করতে হবে, বিদায় প্রার্থনা করি।

কৃষ্ণ। এখন কোথায় যাবে, নারদ?

নারদ। নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নাই। স্বর্গ, মর্ত্ত রসাতল, এই ত্রিপুর প্রদক্ষিণ করতে হবে।

কৃষ্ণ। কেন নারদ, একেবারে ত্রিলোক ভ্রমণের সংকল্প কেন হলো?

নারদ। আজ্ঞে, পৃথিবীতে মহতী যজ্ঞে আরম্ভ হয়েছে, সেই উপলক্ষে ত্রিলোক নিমন্ত্রণ ক'রতে হবে।

বলরাম। এই বলে পৃথিবী হতে পুণ্য কর্ম্ম লোপ হয়েছে, তবে এমন যাজ্ঞীক কে?

নারদ। আপনার মাতুল; অসুর-কুল-প্রদীপ পুণ্যশ্লোক মহারাজা কংস।

বলরাম। কি আশ্চর্য্য! যার নাম করলে জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয়, যার শরীর পাপের আধার, যার বাক্য পাপ প্রচারক যার মন পাপ পঙ্কে মগ্ন, যার জীবন পাপ উপাদানে সংগঠিত, সে কি না পুণ্যময় যাগ যজ্ঞে ব্রতী!

কৃষ্ণ। নারদ! এই বলে পৃথিবী হ'তে তাপসগন তপোবন ত্যাগ ক'রে সমুদ্রতীরে আর হিমালয় শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তবে এ যজ্ঞ কাহার দ্বারা সম্পন্ন হবে? ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্রহ্মানুষ্ঠান কাহার দ্বারা সম্পন্ন হবে?

নারদ। ভগবন্। তার আর ভাবনা কি? ব্রাহ্মণ নৈলে কি যজ্ঞ সমাপন হয় না? যার মন আছে, সে একাইক সকল সম্পন্ন করতে সক্ষম। স্বয়ং কংসাসুর যাজ্ঞীক, দম্ভ আর অহঙ্কার সে যজ্ঞের; আচার্য্য; কু-প্রবৃত্তি আর দুর্ম্মতি—হোতা; হিংসাদ্বেষ, গ্লানি কুৎসা, সদস্য—হরি নিন্দা; বেদপাঠ—পাপ প্রচার—মন্ত্র; অবশেষে কংসাসুরের জীবন—পূর্ণাহুতি; এতেই যজ্ঞ সম্পন্ন হবে। আপনারা ও গোকুলবাসী সমস্ত গোপবর্গ সমস্তই নিমন্ত্রিত হলেন।

কৃষ্ণ। সে নিময়ের ভারও কি তোমার উপর, নারদ?

নারদ। না, সে ভার স্বতন্ত্র জনার উপর ন্যস্ত।

বলরাম। না ভাই, সে যজ্ঞে আমাদের সদৃশ অযোগ্য জনার যাওয়া উচিত নয়। আমরা সামান্য গোপ বালক, গোচারণ আমাদের সখা; গোপগন আমাদের কার্য্য, গোষ্ঠ আমাদের বাসস্থান; রাখালগন আমাদের সখা, গোপগন উপদেষ্টা। আমরা কি রাজসভায় যাওয়ার পাত্র?

কৃষ্ণ। দাদা! যে দিন কংস যজ্ঞে আমরা নিমন্ত্রিত হব, সেই দিন জানব, আমাদের সুখ দিবার সুপ্রভাত হয়েছে! গর্গমুনি প্রমুখাৎ শুনেছি, গোপরাজ নন্দ ও যশোদা, ইহারা কেহই আমাদের পিতা ও মাতা নন; আমরা বসুদেব ঔরশে, কংসভগ্নী দৈবকীর জঠরে জন্মগ্রহণ করেছি। দৈববাণীতে কংস শুনে-ছিল যে, দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহার জীবন নষ্ট কোরবে; সেই কারণে নিষ্ঠুর কংস আমাদের অগ্রজ ছয় ভ্রাতাকে সহস্তে ছেদন করেছে। দাদা! তুমি মাতার সপ্তম গর্ভ প্রসূত, আর আমি অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি। পিতা আমাদিগকে কংস ভয়ে নন্দা-লয়ে রেখে গিয়েছেন। দাদাগো! জনমাবধি কখন মাতাপিতার চরণ দর্শন করিনি; যদি এই কংস যজ্ঞ উপলক্ষে মাতাপিতার পদার-

বিম্ব দর্শন করতে পারি, তবে তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্য কি আছে ?

গীত।

জুড়াইবে কবে আমাদের এ জীবন।
মাতা পিতার হবে তথা যুগল চরণ দরশন ॥
সুপ্রভাত হবে রজনী, হেরিব জনক জননী,
দেখিনি নয়নে যাদের জনব'ধি,
দিলেন অমূল্য নিধি অনুকূল হয়ে বিধি,
চল দাদা বলভদ্র সত্বরে মধু ভুবন ॥

কৃষ্ণ। নারদ, জনমাবধি কখনও মাতা-পিতার চরণ দর্শন করিনি। তাঁহাদের ছয় সন্তান নিষ্ঠুর কংস হস্তে নিহত হয়েছে। কেবল আমরা দুইজন মাত্র অবশিষ্ট আছি; তাঁহারা কুশলে আছেন ত ?

নারদ। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! এখন কি করে সেই সেই নিদারুণ কথা বলি! বসুদেব দৈবকী যে যন্ত্রণায় জীবন যাপন করছেন, তাতো বলবার নয়। ভগবানকে এই শোকাবহ সংবাদ দেবার জন্যই কি আমি গোকুলে এলাম? মনে করেছিল'ম, একবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হরিপদ দর্শন করে জীবন মন পবিত্র করে যাব; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি যে, ধ্যানে যোগে ঐ চিন্তামণির চরণ চিন্তাকরে আমার অভীষ্ট পথে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমি বলি হরিদর্শনে যাব না; কিন্তু আমার চিত্ত যে ঐ নিত্য ধনের চরণ ভিন্ন অন্য পথে যায় না। আমার জীবন যে ঐ জগৎ জীবনের যুগল চরণে বাঁধা। তখন কি করে না এসে নিরস্ত থাক'বে? এখন সে অমঙ্গল সংবাদ কি করে বলি? কিন্তু গোপন কোরবো কাকে? যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি জীবগণের অন্তঃরাত্মা, তিনি কি দুরাত্মা কংসের ক্রূর কর্ম্ম জান্‌তে পারছেন না। আমার সম্মুখে ঐ যে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর অনন্তদেব দণ্ডায়মান, তবে কার কাছে আমি গোপন করি? যিনি জগতের জীবন জীবের জীবাত্মা, সেই গোলোকের ধন গোপী-মোহনের কাছে, আমার গোপন কি থাকবে?

কৃষ্ণ। নারদ! তুমি নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলে কেন? আমার পিতা মাতার কুশল সংবাদ বলছনা কেন? তাঁদের চরণ দর্শন কি আমাদের অদৃষ্টে ঘটবেনা? তবে কি তাঁরা জীবিত নাই?

নারদ। জীবিত আছেন মাত্র; জীবনের যে সুখ, তা তাঁদের নাই।

কৃষ্ণ। নারদ! কিসে তাঁদের জীবন এত কষ্টকর হয়েছে?

নারদ। ভগবন্! তাঁহারা কংস কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছেন; পাপাত্মা দৃঢ় শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহাদের হস্তপদ বন্ধন করে রেখেছে। অনিদ্রায় অনাহারে কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কালযাপন করছেন।

কৃষ্ণ। নারদ! কি বল্‌লি, নারদ! কি শেলসম বার্ত্তা আমায় শুনালি নারদ! দাদা! কেন আমরা জীবিত রয়েছি? কি সুখে আমাদের এই পাপ প্রাণ রয়েছে? আমরা বর্ত্তমানে আমাদের পিতা মাতার এত দুর্গতি! আমাদিগকে যদি কংস সংহার কর'তে তা'হলে এ প্রচণ্ড শোক পাবকে দগ্ধ হতে হ'ত না। যদি আমাদের এ জীবন পিতা মাতার কার্য্যে এল না, তাঁহাদের সন্তান বর্ত্তমানে যদি অসহায়ের মত কঠোর কারাগার যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হ'ল, তবে আমাদের অসার জীবনে কি ফল?

বলরাম। ভাই কৃষ্ণরে! আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি কংস হতে আমরা নানা কষ্টে নিপতিত হচ্ছি; আরও ভাগ্যে কত আছে বলতে পারিনে। যে মাতাপিতার চরণে কণ্টক বিদ্ধ হলে, হৃদয়ে শেলাঘাতের যাতনা উপস্থিত হয়, যে মাতাপিতাকে কেহ কুবচন বল্লে হৃদয়ে অগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, সেই মাতাপিতার এত যন্ত্রণা। শাস্ত্রে বলে, পুত্রই মাতাপিতার একমাত্র সম্বল; যে পুত্র মাতাপিতাকে উপেক্ষা করে, তার ইহপরকালে নানা দুর্গতি ভোগ ক'রতে হয়। মাতাপিতা স্বর্গ হতে উচ্চ, দেবতা অপেক্ষা পূজনীয়, জীবন অপেক্ষা

যন্ত্রের। আমরা কুপুত্র, তাই তাঁহারা কংস কারাগারে কঠোর যাতনা ভোগ ক'রছেন।

কৃষ্ণ। নারদ! কংসের নিকট তাঁহারা কি অপরাধে অপরাধী যে, এত যন্ত্রণা নিচ্ছে?

নারদ। ভগবন্! তাঁহাদের অপরাধ এই যে তাঁহারা আপনাদিগের জনকজননী; আপনারা কংসের শত্রু; তাঁহারা শত্রুর মাতাপিতা

বলরাম। নারদ! আমরাই কংসের শত্রু; তাঁহারা ত শত্রু নন্? বিশেষতঃ, মাতা দৈবকী তাঁহার ভগ্নী! পিতা বসুদেব তাহার ভগ্নিপতী। তবে কংস এত নির্দয় হল কেন?

নারদ। প্রভো! যার অন্তঃকরণ পাপে পরিপূর্ণ, তার কি দয়ামায়া থাকে? অগুরুচন্দন বৃক্ষ রমণীয় বলে কি দাবানলে দগ্ধ হয় না? নিরপরাধা শুক-সারিকাকে কি বাজ পক্ষীতে বিনাশ করে না? বিরোধশূন্য হরিণ-যূথ কি ব্যাঘ্র কর্তৃক বিনষ্ট হয় না? যার অন্তঃকরণ ক্রূরতায় পরিপূর্ণ, তার কি হিতাহিত বিবেচনা থাকে? খলের কি মাতা পিতা সহোদর সহোদরার উপর মমতা থাকে? খল সর্পগণ যে স্বীয় সন্তান পর্যন্ত গ্রাস করে।

কৃষ্ণ। কংস যেন ক্রূর; সে যেন পাপিষ্ঠ। কিন্তু মাতামহ উগ্রসেন তো জীবিত আছেন? তিনি তো ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ; তিনি বর্ত্তমানে তাঁর কুসন্তান ক্রূরকর্ম্মা কংস এত অন্যায় কর্ম্ম করেছে, তিনি কি নিবারণ করেন না! কংস যেমন তাঁহার সন্তান, মাতা দৈবকীও তো তাঁর ভ্রাতৃ-কন্যা।

নারদ। দেব! তাঁর কি সে অধিকার আছে? কংসের দাসগণের যে প্রতিপত্তি আছে, প্রজার যে স্বাধীনতা আছে, তাহাও তাঁহার নাই। কুসন্তান হলে কি পিতৃ-মর্য্যাদা থাকে? যদি কখন তিনি বলেন যে, কংস! দৈবকী তোমার স্নেহময়ী ভগিনী, সকল প্রকারে নিরপরাধিনী, তার প্রতি এত পীড়ন কেন কর? দৈবকীর অপরাধ কি? তাহার সন্তানই তোমার শত্রু; পুত্রের অপরাধে পিতা-মাতাকে কেন যন্ত্রণা দাও? এই কথায় বৃদ্ধ উগ্রসেন যে কত কুবচন, কত তিরস্কার সহ্য করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পাপী দ্বিগুণ কুপিত হয়ে স্বয়ং কারাগারে গিয়ে দৈবকী ও বসুদেবের হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করে, স্বহস্তে বেত্র গ্রহণ করে পশুর অধিক প্রহার করে। তাহারা নিরুপায়; কেবল 'হা রাম! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা গোপাল! হা গোবিন্দ!' বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন।

কৃষ্ণ। নারদ! আর বলিসনে, আর শুনতে পারিনে। নারদ রে! তোর প্রত্যেক কথায় আমার হৃদয়ে শল্যের অধিক বিঁধছে। আমার পাপ প্রাণ নিতান্ত নির্দয়, তাই এই শেলসম বার্ত্তা শুনেও বিদীর্ণ হোল না। আমার জীবন যে কি উপাদানে গঠিত, তা বলতে পারিনে। একি লোহময়? না—লৌহ তো অনলে বিগলিত হয়; না বজ্র-বিনির্ম্মিত? বজ্রও তো পৃথিবী স্পর্শে নির্ব্বাণ হয়। না, প্রস্তরময়? প্রস্তরও তো আঘাতে চূর্ণ হয়। তবে এ প্রাণ কিসে নির্ম্মাণ তা বলতে পারিনে। নতুবা এত কষ্ট সহ্য করেও এ প্রাণ রয়েছে কেন? মাগো! পিতাগো! কংস কর্তৃক কি যন্ত্রণাই তোমরা ভোগ ক'রছ। মা! এই কুসন্তানদিগকে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে বলে তোমার এত যাতনা। যদি আমরা তোমার পুত্র না হতাম, তবে তোমাদের এত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে কেন! আর তোমরা এ পাষণ্ড পুত্রের নাম মুখে এনো না; আর তোমরা কঠিন হৃদয় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কোরনা। মনে কর, কৃষ্ণ বলরাম তোমার সন্তান নয়; নতুবা তাহারা বর্ত্তমানে কংস-কারাগারে অসহ্য বেত্রাঘাত যন্ত্রণা সহ্য কর?

গীত।

কৃষ্ণ বলে ডেকোনা আর আমায়,
শুনে জীবন জ্বলে যায়।
আমি সুপুত্র হলে কি, এ সব ভুলে থাকি,
মাতাপিতায় রাখি, এত যাতনায়॥
প্রেমানন্দে আমি আছি ব্রজপুরে,
মাতাপিতা আমার কংস কারাগারে,
কাঁদেন কাতরে,—

আমার হৃদয় কঠিন, দয়ামায়া হীন,
জীবিত রয়েছি কি সুখের আশায় ॥

কৃষ্ণ। নারদ! তুমি তো ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিলোকদর্শী; বল দেখি, এ সংসারে এমন কুপুত্র কেহ আছে কিনা? পুত্র হয়ে পিতা-মাতার এত যন্ত্রণা শুনেও জীবিত থাকে, এমন কু-সন্তান এ সংসারে কেহ জন্মেছে কিনা? নারদ! আর এ পাপ জীবন রাখতে তিলার্দ্ধ ইচ্ছা নাই। বল দেখি, কি উপায়ে এ পাপ জীবন সংহার করি? আমার কি মৃত্যু নাই? আমি কৃতঘ্ন বলে কি কৃতান্তও আমায় ত্যাগ কোরেছে? নতুবা পুতনার বিষ মণ্ডিত স্তন-পানে মলাম না কেন? এক বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তৃণাবর্ত্ত দৈত্য কর্ত্তৃক আকাশে অপহৃত হয়েছিলাম, সে কেন আমায় বিনাশ কোরলে না? শৈশবকালে বকাসুর, অঘাসুর, বৎসাসুর, ধেনুকাসুর প্রভৃতি অসীম শক্তিসম্পন্ন অসুরগণ আমার পাপময় প্রাণ বলে কি আমাকে বিনাশ করে নাই? তারাই বিনষ্ট হোল। কালিন্দী সলিল, কালিয় সর্পের করাল কাল-কূটে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; সেই বারি পানে ব্রজবাসী গোপবর্গ বিগতচৈতন্য হইয়াছিল; কিন্তু কঠিন হৃদয় আমি, সেই সলিলে নিমগ্ন হয়েও মলাম না। আমার কঠিন প্রাণ, আমার মাতাপিতার যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখতে হবে। তাই এত উপদ্রবে ও আমার অসার জীবন নষ্ট হোলনা। নারদ, আমার এ জীবনে অনেক যন্ত্রণা আছে বলে কালান্তকাল সদৃশ কালিয়সর্প মুখে পরিত্রাণ পেয়েছি। আমি হৃদয়ে অনেক আঘাত পাব বলে গোবর্দ্ধন ধরে ইন্দ্র-বজ্র হতে রক্ষা পেয়েছি। নারদ! গোবৰ্দ্ধন গিরি যদি, আমার হস্ত স্খলিত হয়ে, আমার মস্তকে পতিত হতো, আমি যদি পর্ব্বত পতনে নিষ্পেষিত হ'তাম, তাহলে আমায় এ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ কোরতে হতো না।

নারদ। (স্বগত) হরিহে। তুমি আজ মহামায়ায় মোহিত হয়ে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় মরণ কামনা কোরছো। কিন্তু তুমি যে কালের কাল, কাল চক্রের নিয়ন্তা দেব! তোমার অন্ত নাই বলে, তোমার নাম অনন্ত; তোমার মরণ হলে পৃথিবীতে জীবিত কে থাকবে? তুমি যে ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা, বিশ্ব নিদান ব্রহ্ম সনাতন! তোমাতেই সব, তুমি সর্ব্বময় সর্ব্বে-শ্বর; তোমার মৃত্যু হলে কোথায় তোমার পিতামাতা থাকবে? কোথায় কংস রবে, আর কোথায় বা এ সংসার, কোথায় বা আমরা থাকবো? তুমি এ বিশ্বের আধার; আধার ভিন্ন আধারিয় বস্তুর থাকবার স্থান কোথায়? তুমি সংহার কোরলে কে রক্ষা কর্ত্তা আছে? কংস ত সামান্য কীটানু। যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, তিনি সামান্য কংসাসুর বধে ত্রাসিত? হরি হে! তোমার কর্ম্ম তুমিই জান; আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি করে তোমার অনন্ত ক্রিয়ার, অনন্ত মহিমার অন্ত পাব? (প্রকাশ্যে) দেব! বৃথা কেন অনুতাপ করেন? যাহাতে কংস কারাগার হতে দৈবকী বসুদেবের উদ্ধার সাধন হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হউন যাতে এ পাপ রিপু হতে সংসার পরিত্রাণ পায়, সে দিকে সচেষ্ট হউন।

কৃষ্ণ। নারদ! কি উপায়ে আমার মাতা পিতার উদ্ধার হবে, তাতো ভেবেও স্থির কোরতে পারছিনে? কিসে এই ভয়াবহ শত্রু ধ্বংস হবে, তাও তো বলতে পাচ্ছিনে?

বলরাম। ভাই! এর আর উপায় অনু-পায় কি? যদি জনকজননীর উদ্ধার জন্য জীবন বিসর্জ্জন কোরতে হয়, সেও আনন্দের বিষয়। আর কেন বিলম্ব কর; তোমার পীতবসন ত্যাগ করে, লৌহ বর্ম্মে অঙ্গ আচ্ছা-দন কর; বনমালা ত্যাগ করে উষ্ণীষ বন্ধন কর; বেণু যষ্টী ত্যাগ করে শরাসন ধারণ কর; আমি এই হল আর গদা হস্তে তোমার অনু গামী হই। আজ দেখবো, সে পাপাত্মা কার বলে বলবান? আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি যদি সে পক্ষে সহস্রাক্ষ সাপক্ষ হন, যদি বায়ু বরুণ কুবের হুতাশন তার পক্ষে পক্ষ বল অব-

গমন করেন, তা হলেও আর নিস্তার নাই। যেমন মৃগেন্দ্র মূষিক বধে কৃতনিশ্চয় হয়, যদ্রূপ পর্ব্বত তলস্থ লতা গুল্ম পর্ব্বত শৃঙ্গ পতনে নিষ্পেষিত হয়, তদ্রূপ এই গদাঘাতে তাকে ধূলিবৎ চূর্ণ কোরবো। ক্রূর কর্ম্মা কংস যে হস্তে আমার মাতা পিতাকে কঠিন শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করেছে, যে হস্তে বেত্র গ্রহণ করে তাহাদিগকে নিদারুণ প্রহার করেছে, সেই হস্ত বৃক্ষশাখাসম শতধা ছেদন কোরবো। পামর যে মুখে তাঁহাদিগকে কুবচন বলেছে, সেই পাপ মস্তক এই ভীষণ গদার আঘাতে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত কোরবো। তার পাপ রক্ত গৃধ্রগণের পেয় হবে; তার পাপময় দেহ অধম কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ হলে এ অসীম দুঃখ দূর হবে।

কৃষ্ণ। দাদা! এত উতলা হবেন না। কংস যজ্ঞের আর অধিক বিলম্ব নাই; সেই যজ্ঞ দিবস, ত্রিলোকের লোক সমাগত হবে; আমরা সর্ব্ব সমক্ষে, সেই পাপ কংসকে ধ্বংস করে মাতাপিতাকে কারাগার মুক্ত কোরবো। এই কয় দিবস আমরা যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহ করি। যুদ্ধ উপকরণ ভিন্ন কি উপায়ে তাকে পরাভব কোরতে সমক্ষ হব?

বলরাম। ভাই! যদি তাকে পরাভব করতে অশক্ত হই, যদি তার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হই, সেও উত্তম। মাতা পিতার অমূল্য জীবনের জন্য যদি আমাদের এ অসার জীবন যায়, সেও মঙ্গলের বিষয়। যাদের হতে এই দেহ পেয়েছে, যাদের দ্বারায় এ পৃথিবী দর্শন করলাম, সেই মাতাপিতার জন্য এ জীবন নখাগ্রবৎ ত্যাজ্য।

কৃষ্ণ। দাদা! মাতাপিতার এত যন্ত্রণা শুনে, আমাদের জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণ সহস্রগুণে সুখকর। আমরা কংস হস্তে বিনষ্ট হলে; এই অসহ্য যাতনায় পরিত্রাণ পাই; কিন্তু আমরা বিনষ্ট হলে তাঁদের কারাগার হতে কে উদ্ধার কর'বে? কে আর তাঁদের দুঃখে দুঃখী হবে?

নারদ। ভগবন্! আপনার অনন্ত কার্য্য কৌশলের অন্ত কি করে পাব? আপনার কার্য্য কলাপ মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। এখন আমার বোধ হয়, কংসের অনন্ত পরমায়ু; কংসকে জীবিত রাখা আর এই পৃথিবীকে রসাতলে দেওয়াই আপনার অভিপ্রেত। নতুবা, যে কাল সর্পকে উত্তেজিত করে নিস্তার পায়, যে শৃগাল হয়ে সিংহের জনক জননীকে কারাগারে বন্দী করে, যে তৃণ হয়ে ত্রিলোক দহন অগ্নি নির্ব্বাণে উদ্যত সেই পাপী আজও জীবিত রয়েছে? ভগবন, আপনি ত্রেতাযুগে রাম অবতারে জনক জননী হতে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন, পিতৃ সত্য পালনে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অনাথের মত বনে বনে ভ্রমণ করেছিলেন, আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী জনকনন্দিনী অপহৃতা হলে কেবল 'হা সীতা, হা বৈদেহী" বলে দিবারাত্র বালকের ন্যায় রোদন করে বেড়িয়েছিলেন, তাই পিতামাতার উপর সে ভক্তি নাই। বুঝি রাম অবতারের প্রতিশোধ কৃষ্ণ-অবতারে গ্রহণ ক'রলেন?

কৃষ্ণ। নারদ! পিতা মাতার মর্য্যাদা তুমি কেমন করে জানবে? তুমি মাতৃগর্ভ জনও তোমার মা বলে ডাকতে ত্রিলোকে কেহই নাই? বিশেষতঃ, তুমি পিতার ঔরষ সম্ভূত নও, তাই তুমি মাতাপিতার মর্য্যাদা জান না। তোমার যদি মাতাপিতা থাকতো, তবে বুঝতে মাতাপিতার যন্ত্রণায় সন্তানগণ কত সন্তপ্ত!

নারদ। প্রভু! আমার মাতাপিতা নাই, তাই রক্ষে। আপনার আশীর্ব্বাদে বিবাদ বাধাতে পারি; কিন্তু বিবাদ করবার শক্তি শরীরে নাই। আমার পিতামাতাকে আমার সম্মুখে কেহ খণ্ড খণ্ড করলেও রক্ষা করতে পারতাম না।

কৃষ্ণ। নারদ! যাই বল, যে যন্ত্রণায় আমি আছি, তা তোমায় বলে আর কি জানাব। অন্তর যদি বাহির কোরে দেখাবার হতো তাহলে দেখতে পেতে আমার হৃদয়ে যেন সহস্র

কালসর্পে দংশন করেছে। জন্মাবধি কখনও তাঁহাদিগকে দর্শন করিনি; কিন্তু যেদিকে তাকাচ্ছি, সেই দিকেই মাতাপিতার সৌম্যমূর্ত্তি দেখছি। তাঁরা রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের ন্যায়, দিবাকর পীড়িত কমলের ন্যায়, ব্যাধ-বিদ্ধ হরিণের ন্যায় নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হয়েছেন। অবিশ্রান্ত শুন্‌ছি, যেন তাঁরা 'হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে উচ্চৈস্বরে রোদন করছেন; আমার যে প্রকার অদৃষ্ট তাতে বোধহয় তাঁদের চরণ দর্শন করতে পাবনা। নতুবা, অন্তঃকরণে এত যন্ত্রণা কেন উপস্থিত হল্‌?

গীত।

আমার অন্তরের যাতনা দেখাবার হলে,
দেখাতাম সকলে, হৃদে অনল জ্বলে,
এত জ্বালা প্রাণে আমার আর সহে না ॥
বল দেখি আমারে নারদ কি আছে উপায়,
আমার মাতা পিতায় দেখতে পাব নাকি?
(সেই) জনম দুঃখী জনক জননীরে
আর কি দেখতে পাব না ॥
আমার কর্ম্মদোষে সহি এ মর্ম্মবেদন,
ধর্ম্ম জানে কত কপালে লিখন,
মাতা পিতা বন্দী হয়ে,
আমি রই আনন্দে নন্দালয়ে,
আমার মৃত্যু নাই শমন ভুলে আছে বুঝি—
নৈলে কেন আমার এ জীবন গেল না ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সভাস্থল।

(কংসাসুর ও মন্ত্রী।)

কংস। মন্ত্রিন্‌! ধনুর্যজ্ঞের দিন যত সংক্ষেপ হয়ে আস্‌ছে ততই যেন আমার অন্তরাত্মা ভয়ে অভিভূত হচ্ছে। কেন যে এত ভীত হচ্ছি, তাতো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে?

মন্ত্রী। মহারাজ! অন্তঃকরণ কখন স্থির থাকে না। কখন স্থির, কখন অস্থির— এটা স্বাভাবিক ক্রিয়া। বিশেষতঃ, একটী মহতী যজ্ঞ আরম্ভ হবে; ত্রিলোকের লোক আপনার আলয়ে সমাগত হবেন; এ শুভ উদ্যোগে উদ্বিগ্ন হবারই তো কথা।

কংস। মন্ত্রিন্‌! যজ্ঞ উদ্যোগে উদ্বিগ্ন হইনি। সেই উদ্ধত স্বভাব রাম ও কৃষ্ণকে বিনাশ সঙ্কল্পেই আমি এত উন্মত্ত হয়েছি।

মন্ত্রী। মহারাজ! সেই তুচ্ছ মানবের নিকট দানবকুলপতি কংস ভীত হলেন, এ বড় আশ্চর্য্য! আপনার শরাসনকে স্বর্গবাসী সুরগণ পর্য্যন্ত ভয় করে; আপনার বাহুবলে কুমারিকা হ'তে হিমালয় পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ হ'তে কপিলাশ্রম পর্য্যন্ত, এই বিশাল ভারতবর্ষ আপনার করতলগত। পৃথিবীস্থ রাজন্যবর্গ শরণাপন্ন। আপনি এই অনন্ত মহামণ্ডলের রাজদণ্ডধারী। আপনা-সদৃশ মহাবীরের কি সেই সামান্য গোপ-বালকদিগের ভয় করা উচিত? আপনার নখাগ্রে যত বল, সেই বালকদ্বয় তদপেক্ষা বলবান্‌ নয়। ক্ষীণজ্যোতি দীপশিখা সামান্য বায়ুতে নির্ব্বাণ হবে?

কংস। মন্ত্রিবর! তাহারা দীপশিখা নয়; প্রবল দাবানল। নতুবা, পূতনা হ'তে অরিষ্টাসুর পর্য্যন্ত আমি যে সমস্ত অসুর-গণকে প্রেরণ করেছি, তাহারা অমিত-বলশালী অনন্ত মায়াবী; পৃথিবীতে তাহাদের সমকক্ষ বীর দ্বিতীয় নাই। তারা যখন নিধন প্রাপ্ত হ'য়েছে, তখন আর সেই গোপবালকদিগকে সামান্য ক্ষীণজীবী নর ব'লে জ্ঞান হয় না।

মন্ত্রী। মহারাজ! এক্ষণে মহাবীর কেশী ও ব্যাঘ্রাসুর, সেই বালকদ্বয়ের বধসাধনে গিয়েছে; এবার আর নিস্তার নাই। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, তারা রামকৃষ্ণকে নিধন

কোরে আসবে। আপনার ভ্রাতা যুবরাজ কঙ্ক সেই মঙ্গল সংবাদ আনবার জন্য গমন করেছেন; সত্বরেই তাঁর প্রমুখাৎ এই মঙ্গল সংবাদ শুনতে পাবেন।

(কঙ্কের প্রবেশ।)

কংস। ওই যে কঙ্ক আসছে! ভাই! কেশী ও ব্যাঘ্রাসুরের মঙ্গল সংবাদ বল। তারা কি রামকৃষ্ণকে নিহত ক'রে এসেছে?

মহারাজ! মহারাজ! তারাই নিহত হয়েছে।

কংস। মন্ত্রিন্! শুনলে তো? এক্ষণে আর আমার কোন বাধা আছে, কোন অস্ত্র আছে যে, এই দুরন্ত শত্রু বিনষ্ট ক'রব? আমার প্রেরিত অসুরগন, পৃথিবী জয় ক'রতে সক্ষম, তারা যখন সেই বালক রামকৃষ্ণের কর্ত্তৃক নিহত হ'ল তখন আবার কি? আর কেন এ জীবনের আশা করি? আমার বোধ হয়, অসুরবৃন্দ সেই বালকদ্বয় হতে বিনষ্ট হবে।

কঙ্ক। দাদা! আপনি যদি ভয় করেন, তবে আর কে আমাদের সাহস দেবে? আপনার বলেই আমরা বলবান? আপনার কি সেই গোপবালকদ্বয়কে বধ করতে ত্রাসিত হওয়া কর্ত্তব্য। মৃগেন্দ্র কি মূষিক বধে অপারগ? না—অগ্নি তৃণ দগ্ধ করতে অক্ষম।

কংস। ভাই তোমরাই আমার সাহস, তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব। কিন্তু ভাই! যখন পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি বিনষ্ট হোল, তখনও ভীত হয়নি; কিন্তু আজ যখন শুনলাম, অমিততেজা কেশী, অনন্তশক্তি সম্পন্ন ব্যাঘ্রাসুর বিনষ্ট হয়েছে, তখন আমার বাহুদ্বয় ছিন্ন হয়েছে। তাদের সাহায্যে আমি এই সসাগরা ধরার একছত্র রাজা; তাহারা যখন সেই রাম কৃষ্ণের নিকট নিস্তার পেলে না, তখন আর কোন সাহসে সাহসী হব।

গীত।

ঘোর সঙ্কটে কে রাখে এখন।
আমি না দেখি উপায় রে,
ভেবে প্রাণ যায় কে আছে সহায় এখন॥
পুতনা প্রভৃতি যত বীরগণ,
সকলে যে গেল শমন ভবন,
তাইতে এমন সদা উচাটন,
হৃদয় হতেছে দাহন॥
কে আর সাপক্ষ নাহি হয় লক্ষ,
কে রাখে অসুরগণ,—
বিপক্ষ প্রবল হতেছে কেবল
যুগল গোপনন্দন।

কংস। ভাই! আমার অন্তর তিলেকের জন্যও সুস্থির নয়। মহর্ষি নারদ কথিত ধনুর্যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্যই সংগৃহীত হয়েছে; কিন্তু যজ্ঞের দিন যত সংক্ষেপ হয়ে আসছে, ততই যেন হতাশ হচ্ছি; ততই যেন ভীষণ ভয়ে অভিভূত হচ্ছি। যাই হোক, মন্ত্রিবর! ভাই কঙ্ক! তোমাদিগকে যে হরিনাম নিষেধের ভার অর্পন করেছিলাম, তার কি হোল?

কঙ্ক। মহারাজ! কাহারও সাধ্য নাই যে, হরিনাম করে। পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রদেশ আমাদের পক্ষ অবলম্বন করেছে, আর কেহই সে পাপময় নাম মুখে আনে না।

কংস। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে, হরি নাম পৃথিবী হতে লোপ হলেই মঙ্গল। হরিনাম থাকতে কেহই আমাদের পক্ষ হবে না।

কঙ্ক। এবার আর কার সাধ্য যে, হরি নাম করে? বৈষ্ণবগণকে সবংশে ধ্বংস করেছি; মুনি ঋষিগণ যারা হরি গুনানুবাদে রত ছিল তাদের যাকে সম্মুখে পেয়েছি, তাকেই বিনষ্ট করেছি; গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বাণপ্রস্থ—এই চতুরাশ্রমে যারা হরিনাম করতো তা কেহই জীবিত নাই। হরিগুণ গায়ক মুনিঋষি প্রভৃতি তপস্বীগণ অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার আজ্ঞা প্রতি-পালনে কেহই পরাঙ্মুখ নয়। আপনার আজ্ঞা প্রচার হওয়া পর্য্যন্ত আমরা হরি নামকারি-দিগকে সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছি। গত কল্য এক ব্রাহ্মণের একটী গাভীর নাম হরি ছিল, আমি স্বহস্তে তাহার প্রাণ সংহার করেছি। যে ব্রাহ্মণ তাহার গাভীর হরি নামকরণ কোরেছিল, আমার মতে সেও নিস্কৃতি পাবার যোগ্য নয় বলে, সেই গো সহিত ব্রাহ্মণকেও বিনাশ কোরেছি।

কংস। মন্ত্রিবর! ভাই কঙ্ক! আমার সমস্ত বীর বিনষ্ট হয়েছে; কিন্তু তোমাদের দেখলে আমার শুষ্কপ্রায় আশালতা মুকুলিত হয়, আমার নির্ব্বাণোন্মুখ সাহস প্রদীপ পুনঃ প্রদীপ্ত হয়। এক্ষণে যদি পৃথিবীস্থ জনগণকে আমার পক্ষভুক্ত কোরতে পারি, তা হ'লে সেই ক্ষীণজীবী বালকদ্বয় বল প্রকাশ কোরে কি কোরবে? অতএব, ভ্রাতঃ! তোমর বিশেষ প্রকারে চেষ্টিত হবে যেন, পুনরায় কেহ সেই পাপময় নাম না করে; আমার বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন না করে।

মন্ত্রী। মহারাজ! অক্রুর নামে আর এক পাপাত্মা হরিপরায়ণ আছে; সে পাপাত্মাকেও সংহার করা কর্ত্তব্য।

কংস। মন্ত্রী! অক্রুর যে হরিভক্ত তা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি; কেবল তাকে একটী কার্য্যোদ্ধার সঙ্কল্পে সংহার করিনি।

মন্ত্রি। যে পামর আপনার পরম শত্রু, তার দ্বারায় আপনার কি কার্য্য সাধন হবে, মহারাজ?

কংস। মন্ত্রিন্! ধনুর্যজ্ঞের জন্য বৃন্দা-বনের নিমন্ত্রণের ভার তাকে অর্পন করবো।

মন্ত্রী। কেন, অন্য কাকেও সে কার্য্যে নিয়োগ করলে কি হবে না?

কংস। অন্য কেহ গেলে যদি রামকৃষ্ণ না আসে?

মন্ত্রী। অক্রুর গেলেই তারা আসবে, কেমন কোরে জানলেন?

কংস। মন্ত্রিন্! আমি শুনেছি তারা বড় অনুগত। প্রতিপালক যদি কেহ বিপদে পড়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকে, তবে সে প্রাণ দিয়ে তার বিপদে উদ্ধার করে। আবার শুনেছি তার নামের গুণে নাকি সর্ব্ব বিপদ উদ্ধার হয়। যদি কোন কৃষ্ণভক্ত বিপদে পড়ে, 'হরিহে, কৃষ্ণহে' বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তবে তার কুত্রাপি বিপদ থাকে না। ভক্তের কথা সে কখনও অবজ্ঞা করেনা। তাই বলছি, অক্রুর তার পরম ভক্ত; তাকে পাঠালে সে নিশ্চয়ই রাম-কৃষ্ণকে আনতে সক্ষম হবে। যজ্ঞদিনে তারা উপস্থিত হলে, যেমন লোক কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করে উভয় কণ্টককে দূরে নিক্ষেপ করে, যেমন বিষ দ্বারা বিষ ধ্বংস করে, উভয় বিষ নষ্ট করে, তদ্রূপ অক্রুর দ্বারা রামকৃষ্ণকে এখানে এনে এক অসিতে তাদের সকলকে সংহার কোরবো। মন্ত্রিন! তুমি সত্বরে অক্রুরকে এখানে আন। অদ্যই তাকে বৃন্দাবনে পাঠাব।

কঙ্ক। দাদা! সকলকে পারবো; কথায় না হয়, কঠোরতায় নিবারণ কোরবো? কিন্তু সেই বৃদ্ধ কাক ভূষণ্ডী পিতা উগ্রসেন, আর পিতৃব্য দেব—ইঁহারাও হরি-পরায়ণ; ইঁহাদিগকে নিবারণ করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তাঁদের মুখে অন্য কথা নাই; দিবানিশি কেবল 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' বলে আমাদের শত্রু বৃদ্ধি কোরেছেন। ঐ যে পিতা এই দিকেই আসছেন।

(উগ্রসেনের প্রবেশ)।

উগ্রসেন। কংস! আজ পুরী মধ্যে শুন-লাম তুমি নাকি অশেষ পুণ্যপ্রদ অনন্ত শান্তির আধার ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান কোরেছ?

কংস। আজ্ঞে হাঁ,ধনুর্যজ্ঞে ব্রতী হয়েছি, আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

উগ্রসেন। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অনুষ্ঠিত ব্রত সুসিদ্ধ হউক। এতদিনে জান-লাম যে, তুমিই এই অসুর কুলের কুলতিলক; এত দিনে জানলাম যে তুমি মধুভুবনে সার্থক রাজদণ্ড ধারণ করেছ।

কংস। পিতঃ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ কোরতে সক্ষম হই।

উগ্রসেন। বৎস! আমি তোমার পিতা। পিতার আশীর্ব্বাদ, পুত্রের মঙ্গল প্রত্যাশা ভিন্ন জগতে আর কি আছে? এক্ষণে প্রত্যাশা কি, করজোড়ে প্রার্থনা করি, যেন যজ্ঞেশ্বর হরি তোমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন।

কংস। পিতঃ! যদি হরি অনুগ্রহে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন কোরতে হয়, তবে যেন আমার যজ্ঞ অসম্পন্নই থাকে। তার দয়ার প্রত্যাশী আমরা নই।

উগ্রসেন। বৎস! দেখ, দয়াময় হরির দয়া ভিন্ন কি উপায়ে তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন হবে? তিনি ভিন্ন এ যজ্ঞের অগ্রভাগ কাকে প্রদান কোরবে? যেমন অগ্নি ভিন্ন দাহন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, পবন বিহনে জীবের জীবন থাকে না, তদ্রূপ সেই বিশ্বমূলাধার ভবকর্ণধার হরি ভিন্ন কে তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন কোরবে? যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন ক'রবার সুযোগ্য জন এ জগতে কে আছে?

গীত।

যজ্ঞ করে কে যজ্ঞেশ্বর হরি বিনে।
তব সাধ এ কেমন।
তোমার এ মন্ত্রণা শুনে, যন্ত্রণা পেলাম জীবনে॥
বিহনে সেই যজ্ঞেশ্বর, সাধ্য কি যে যজ্ঞ কর,
বাক্য ধর বংশধর করো হরি আরাধন॥
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি, সর্ব্ব পাপ-তাপ-হারী
ভব-কাণ্ডারী.—
স্মরণ কর সনাতনে করযোড়ে সযতনে রে,—
হবে সফল, পাবে সুফল বিফল হবে না যতন॥

উগ্রসেন। বৎস! এ কুসংস্কল্প ত্যাগ কর। অন্তরের সহিত সেই অন্তর্যামী অনন্তদেবের শরণ লও। তাতে তোমার উভয় বিধ ফল লাভ হবে। প্রথমতঃ, রাজাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য যাগ যোগ্য,—যাতে রাজ্যে চিরশান্তি বিরাজিত হবে রাজলক্ষ্মী অবিচলিত হবেন, ভাণ্ডার অক্ষয় হবে এবং তাঁহাকে অপরিসীম সুখ উপভোগে সক্ষম হবে—সম্পন্ন ক'রে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'রবে। দ্বিতীয়তঃ যজ্ঞ জনিত পুণ্যে সেই পুরুষোত্তম পরাৎপর হরিকে লাভ কোরবে, অক্ষয় পরমায়ু লাভ করে অনন্তকাল অনন্তধামের অনন্তসুখে অতি-বাহিত করবে, পরকালের পরম পবিত্র পরমার্থ সুখে চিরকাল থাকবে।

কংস। পিতঃ! আমি শুনেছি সেই হরি আমার অনষ্টকারী অরি; তা হতেই আমার এই বিশাল অসুর কুল ধ্বংস হবার উদ্যোগ হয়েছে। যে পামর আমার পরম শত্রু, তার আবার উপাসনা কি? সে গোলোক ত্যাগ করে নন্দালয়ে তাহার নন্দনরূপে বসতি করছে। আমার এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য সেই হরিরূপী রাম ও কৃষ্ণকে বধ সাধন করা।

উগ্র। কংস! সেই রামকৃষ্ণের অনিষ্ট কর্ত্তা এমন শ্রেষ্ঠ বীর তো পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় না? তিনি যে এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর; অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যে তাঁর প্রতি লোমকূপে; তিনিই যে এই জগতের জীবন জগন্নাথ; তাঁর শত্রু হয়ে জীবিত থাকে কার সাধ্য? যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, তাঁর সহিত শত্রুতা করা কি তোমা সদৃশ ক্ষুদ্র জনার কর্ত্তব্য? তোমা অপেক্ষা তিনি যে অনন্ত বলে বলবন্ত; তুমি মৃত্তিকা কণা, তিনি পর্ব্বত তুমি গোষ্পদ, তিনি সাগর; তুমি কীট, তিনি কেশরী; তুমি দীপ, তিনি দিনমণি; তুমি তৃণ, তিনি বহ্নি। ক্ষুদ্রের সহিত রুদ্রের বিবাদ কি কখন সম্ভবে?

কংস। পিতঃ আপনি বলছেন রাম কৃষ্ণ বলবান; কিন্তু আমি কি দুর্ব্বল? আমার ভয়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, হুতাশন, কম্পিত কলেবর। আমি শমনের শমন, দুর্জ্জন দমন। সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী আমার শাসনাধীন; পৃথিবীস্থ নৃপতিমণ্ডল আমার নিকট নত মস্তক। আমি কি সেই গোপবালক বলরাম আর কৃষ্ণের

ভয়ে ভয়াতুর! যজ্ঞদিনে আপনি স্বচক্ষে দেখবেন, সেই রামকৃষ্ণের ছেদিত মস্তক যজ্ঞ প্রাঙ্গনে লুণ্ঠিত হবে। আমার এই অরাতি-মর্দ্দিত অসি ব্রজবাসী গোপ রক্তে স্নাত হবে।

উগ্রসেন। সে দিন যে কি দেখবো তা সেই শক্র দর্পহারী হরিই জানেন। কংস! পুত্র, প্রাণাধিক! জীবন সর্ব্বস্বধন! আমার কথা শোন; তুমি আমায় রাজ্যচ্যুত করেছ, তোমার রাজ্যের ক্ষুদ্র প্রজার যে স্বাধীনতা আছে, তোমার দাসগণের যে ক্ষমতা আছে, তাহাও আমার নাই। তথাচ, বৎস! আমি তোমার পিতা; পুত্র যদি শত পাপে পাপী হয়, তথাচ পুত্রের উপর পিতৃস্নেহ ধ্বংস হয় না। সেই জন্য বলছি, সেই ভবনিস্তারণ ভকতবৎসল হরিকে শক্রভাবে ভেবোনা। বৎস! আমি নিশ্চয় বলছি, তা হলে তোমার বিলয় সময় উপস্থিত হবে। নতুবা, এমন দুর্ম্মতি তোমার কেন হবে?

কঙ্ক। পিতঃ! আপনি সর্ব্বদাই শক্রকে বলবান দেখেন আপনি বৃদ্ধ হয়ে বিবেচনা শূন্য হয়েছেন, আপনার আর বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। নতুবা সেই সামান্য গোপবালকদ্বয়কে আপনি ঈশ্বর বলে মান্য করেন!

উগ্রসেন। কঙ্ক! তোমাদের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ হয়েছে কিনা, তাই সেই রাম-কৃষ্ণকে গোপবালক দেখছো। যদি তিলেকের জন্য তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করবার সাধ্য থাকৃতো, তবে দেখতে যে সেই গোপবালক, অখিলপালক, জীবতারক, তারকব্রহ্ম হরি যদি সেই শংখ-চক্র-গদা পদ্ম-ধারী মুরাঙ্গিন বঙ্কুবিহারী হরির নব নীরদ বরণ ক্ষণেকের জন্য তোমাদের মানস ক্ষেত্রে অঙ্কিত হতো, তবে বুঝতে পারতিস যে, সেই গোপাল এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। কঙ্ক! বল দেখি, যে জন তোদের প্রেরিত পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর, ধেনুকাসুর, তৃণাবর্ত্ত, প্রভৃতি বারগণকে ক্ষণকাল মধ্যে সংহার করে, যে তোদের বাহুদ্বয় স্বরূপ কেশী ও ব্যাঘ্রাসুরকে নিমেষে নিধন করলে, যে জন কালকূটময় কালিন্দী সলিলে মগ্ন হয়ে কালান্তকাল কালিয় সর্পকে সংহার করলে সেই বিশ্বময় বিশ্বেশ্বরের সহিত কোন সাহসে বিরোধ কোরবি?

কঙ্ক। পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি নিতান্ত ক্ষীণজীবী; তারা বলবান্ হলে কি সেই বালকদ্বয়কে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হতোনা?

উগ্রসেন। কঙ্ক! তাঁহাদের নিকট সকলেই ক্ষীণজীবী; এ সংসারে কেহই তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাঁরা মানব হলে কি দানবগণকে সামান্যে সংহার করতে সক্ষম হতেন? যে জন শিশুকালে পদাঘাতে গুরুভার শকটকে শত যোজন দূরে নিক্ষেপ ক'রলেন, যে জন যশোদাকে বদন মণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন, তিনি নর নন; নরমূর্ত্তিতে নারায়ণ।

কংস। পিতঃ! একখান শকট পদদ্বারা প্রক্ষেপ করলে যদি লোক ঈশ্বর হয়? তবে আপনার আশীর্ব্বাদে আমি শত শত শকট এক পদাঘাতে এক সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ কোরতে পারি; তবে আমিও ঈশ্বর। আর বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখালে লোক যদি ঈশ্বরত্ব পায়, তাহলে জাদুগরেরা জাদু মন্ত্রবলে শত শত ব্রহ্মাণ্ড দেখাতে পারে, তবে তারাও কি ঈশ্বর?

কঙ্ক। দাদা! কার সঙ্গে তর্ক কোরছেন? উঁহার কি বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি কখনই ছিল না; তবে যে টুকু ছিল, তাও বৃদ্ধ হয়ে লোপ হয়েছে। বয়সে বুদ্ধির পরিপাক হয়; এই বৃদ্ধ বয়সে যা একটু ছিল, তাও জীর্ণ করে বসে আছেন। নতুবা উনি আমাদের পিতা হয়ে আমাদেরই শক্রর গুনগান করেন।

কংস পিতঃ! আপনার ভ্রম হচ্ছে আপনি যাহাদিগকে ঈশ্বর বলে মান্য করেছেন, তারা তুচ্ছ মানব। আর যদি হরিই ঈশ্বর হয় তা'হলে তাকেই বা ভয় কি? শুনেছি বলিরাজা তাকে বেঁধে রেখেছিল। আবার গোপিনী, যশোদা তার যুগল করে বেঁধে প্রহার করে; মনুষ্য কি ঈশ্বরকে বন্ধন কোরতে

সক্ষম হয়? যে জন মনুষ্যের বন্ধনে বন্দী হয়, তাকে আমি কোন্ গুণে ভয় কোর্‌বো।

উগ্রসেন। কংস ভক্ত ভিন্ন তাঁহাকে বাঁধতে পারে কে? তিনি কেবল ভক্তের প্রেমরজ্জুতে বাঁধা! বলিরাজা সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ কোরে পাতাল বাসী হয়ে ভক্তির জোরে সেই ভগবানকে দ্বারদেশে বেঁধে রেখেছে! আর, যশোদা জন্মজন্মার্জ্জিত তপস্যার ফলে, সেই সনাতনকে সন্তান রূপে প্রাপ্ত হয়েছে। যশোদার বিমল ভক্তিতে সেই ভক্ত বৎসল হরি তার কাছে ভক্তিডোরে বাঁধা রয়েছেন। কংসরে! তিনি যে ভক্তের ভগবান; ভক্তের তিক্ত বাক্য তাঁর সুধা, ভক্তের তাড়না তার স্তব, ভক্তের প্রহার তাঁর পূজা। কংসরে! তিনি যে শরণাগতের শমন ভয় নিবারণ; তাই বলি, বৎস। ক্ষণেকের জন্য পবিত্র হৃদয়ে, সেই পবিত্র চরিত্র পরম পুরুষ পুরুষোত্তমকে ধ্যান যোগে দেখ। সেই গোপবালক ত্রিলোকপালক হরি কিনা। কংস তোকে আর কি বোলবো? তুই চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ হলি? জ্ঞান থাকতে উন্মাদ হলি? অবয়ব থাকৃতে পঙ্গু হলি? ইন্দ্রিয় থাকতে জড় হলি? জীবন থাকৃতে শব হলি? নইলে, সেই বাসব আরাধ্য কেশবকে চিন্‌তে পারলিনে কেন?

কংস। পিতঃ! আমি হরি অপেক্ষা শত গুণ বলধারী সুরবর্গকে পরাস্ত করেছি। তখন কোন বিবেচনায়, আপনি বলছেন, সেই গোপবালকদ্বয়ের নিকট আমি পরাস্ত হব? যে জন ব্যাঘ্র বিনাশে সক্ষম, সে কি বিড়াল বধে ত্রাসিত হয়?

উগ্র। কংস! সেই হরি অপেক্ষা বলবান ত্রিজগতে নাই। তিনিই ত্রিলোকের বল, ত্রিলোকের বীর্য্য, কংস দীপ শিখা নির্ব্বাণ করেছিস বলে কি দাবানল নির্ব্বাণে পারক হবি? বৃষ্টি জল রোধ করতে পারিস্ বলে কি খর স্রোত স্রোতস্বতীর গতিরোধে সক্ষম হবি?

কংস। পিতঃ! এতক্ষণ সহ্য হয়েছিল, আর সহ্য হয় না? তুমি কাপুরুষ, তুমি নিতান্ত ক্ষণ বীর্য্য, তাই তুচ্ছকে উচ্চস্থান করছ। আমরা যুদ্ধ করি, বিগ্রহ করি—যা করি, তোমার তোমার তাতে কি? তোমার যদি বুদ্ধি থাকৃবে তা'হলে কি আমরা তোমাকে রাজ্যচ্যুত করি? তা হলে কি পিতা হয়ে পুত্রের অহিত চিন্তা কর?

উগ্রসেন। দানবাধম! তোদের আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত, তোদের শিয়রে শমন উপবিষ্ট তাই উপেন্দ্রকে মানব বলে উপেক্ষা করছিস, মৃত্যুর পূর্ব্বে অরুন্ধতি নক্ষত্র দৃষ্ট হয়না, দীপ নির্ব্বাণের গন্ধ অনুভূত হয় না, মিষ্ট তিক্ত বোধ থাকেনা, সদসৎ বোধ থাকেনা, উপদেশে দ্বেষ উপস্থিত হয়, তাই আমার আমার বাক্য তোরা বিষবৎ জ্ঞান করছিস? শাস্ত্রে বলে, পুত্র আত্মা হতে জন্মে বলে তাহার নাম আত্মজ; তোরা আমাকে রাজ্যধনে বঞ্চিত কোরেছিস, অদৃষ্ট বশে তোদের জন্য সকল সুখে বঞ্চিত হয়েছি তথাচ তোরা পুত্র; কুসন্তান হোলেও বর্জ্জন করা যায় না। তাই বলছি যে, হরিকে আত্মজ্ঞান্ করিসনে। সেই দীনবন্ধুকে বন্ধু ভাবে মান্য কর, তাহলে ইহকালে না হোক, পরকালে ভবসিন্ধু পারের ভয় থাকৃবেনা?

কংস। তুমি যখন পিতা হয়ে পুত্রের মৃত্যু কামনা কোরছ, তখন তুমি আমাদের কিসের পিতা? তোমার সহিত বাক্যালাপ কোরতে আমাদের ঘৃণা বোধ হয়। তখন তুমি যখন অমিতবিক্রম দানবকুলে জন্মগ্রহণ করে মানবের ভয়ে ভীত, তখন তোমা অপেক্ষা কাপুরুষ ত্রিজগতে নাই। তুমি দূর হও! তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি, তুমি পিতা বই তো না? আমরা অমন পিতা বিস্তর দেখেছি। তুমি আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, আমাদের অশুভ চিন্তা করছ, তখন আর কি বলবো—অধঃপাতে যাও॥

উগ্রসেন। হা! আমার আর অধঃপতনের বাকি কি আছে? যখন এমন পাপময় পুত্রগণ আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে, তখন

আমা অপেক্ষা মহাপাপী ত্রিলোকে নাই। যে বৃক্ষের ফল বিষময় সে বৃক্ষ যত শীঘ্র উৎসন্ন যায় ততই ভাল! আমার পুত্রগণ যখন এত পাপী, তখন আমিই মহাপাপের নিদান; দীন বন্ধো হরি। এ বৃদ্ধ বয়সে অনেক সহ্য করলাম, আর সহ্য হয় না। হরিহে, কতকাল আর এ অসহ্য পাপার্ণবে মগ্ন থাকবে? এ পাপ সিন্ধুর কি পার নাই? এ পাপ নিশার কি প্রভাত নাই? এ পাপ সংসারের কি ধ্বংস নাই? এ পাপ জীবনের কি বিলয় নাই? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? ভগবন্! তোমার শ্রীপদে কি অপরাধ করেছি যে, এত যন্ত্রণায়ও আমার মৃত্যু হচ্ছে না? দেব, তুমি পতিত জনকে ত্রাণ কোরলে; তোমার নাম পতিত-পাবন। আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃত্য যে ইহ জন্মে এতদূর দুঃখ সহ্য করলাম; ভগবন! আমি মহাপাপী; কিন্তু ইহ জন্মে আমার কোন কৃত অপরাধ তো কিছুই নাই? তবে কেন দেব, এ ঘোর নরকে আমি নিস্তার পাইনে? কংস! প্রাণাধিক! তুই আজীবন আমায় কখন সুখী করিসনি; তোর যন্ত্রণায় আমার জীবন জর্জ্জরিত। এ বৃদ্ধ বয়সে তোদের কাছে আর আমার কোন প্রত্যাশা নাই; কেবল একটী মাত্র অনুরোধ রাখ, একবার সেই হরিকে দীন-বন্ধু বলে ডাক। একবার সেই মুকুন্দ মুরারী মধুকৈটভারিকে ভব কাণ্ডারী বলে স্বীকার কর। তা'হলে, তোর ও দুরন্ত শমন ভয় বারণ হবে, আর আমি তোর মহাপাপী পিতা পুত্রের গুণে নিস্তার পাব। শাস্ত্রে বলে, পিতা পতিত হলে পুত্রের গুণে নিস্তার পায়। তাই বলি, তুই একবার উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল হরি বোল বলে, আমার এই পাপসাগরের কাণ্ডারী হয়।

কংস। এতক্ষণ তোমার উপর আমার ভক্তি ছিল; কিন্তু আর নাই। তুমি পাপী আর তোমার হরি মহাপাপী! যেমন চোর অন্যকে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে উৎসাহিত করে, মদ্যপায়ী যেমন অন্যকে মদ্যপানের পরামর্শ দেয়, তদ্রূপ তুমি ভ্রান্ত হয়ে আমাকেও ভ্রান্ত-জালে বদ্ধ করতে ইচ্ছুক হলে! কিন্তু তুমি জেন—অন্ধই অন্যায় আশ্রয় অবলম্বন করে। যার চক্ষু আছে, সে কি কাহারও সহায়তার প্রত্যাশী? তুমি জান, সেই কৃষ্ণই জগতের ইষ্ট; কিন্তু আমি জান্‌ছি, তাহা অপেক্ষা পাপী ত্রিভুবনে নাই। আমি শুনেছি সে ব্রজবাসিনী গোপিনীগণের সতীত্ব রত্ন অপহরণ করেছে; সে পামর বৃদ্ধ আয়ানের বিবাহিতা স্ত্রী রাধিকাকে চিরজীবনের জন্য কলঙ্কিনী করেছে; আমি স্বহস্তে সেই কৃষ্ণের শোণিতে রাধিকার কলঙ্ক ধৌত কোরবো। আমি এই মধুমণ্ডলের রাজদণ্ডধারী; আমার রাজ্যে এত উপদ্রব! আমার শাসনে লাম্পট্য! আবার তুমিই সেই পাপীকে ঈশ্বর বলে মান্য কোরছ? আবার আমাকেও সেই মহাপাপী কৃষ্ণের ভজনা করতে উত্তেজিত কোরছেন? কিন্তু আমি স্পষ্ট বলছি, যদি তোমার কারাযন্ত্রণায় অনিচ্ছা থাকে, যদি তোমার জীবনে মমতা থাকে, তবে হরিনাম ত্যাগ কর।

উগ্রসেন। মহাপাপী! তোর জিহ্বা যে এখনও কেন শত খণ্ডে ছিন্ন হলো না, বলতে পারিনে। তুই সেই গোলকবিহারী হরির নিন্দা করে এখনও যে জীবিত রয়েছিস্—এই আশ্চর্য্য। পাপ! এখনও তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হলো না এই আশ্চর্য্য। দানবাধম! এতক্ষণে জানলাম যে তোর পরমায়ু শেষ হয়েছে। যদি পিতার আশীর্ব্বাদ পুত্রে ফলে, তবে এই আশীর্ব্বাদ করি, সত্বরে যেন তোমরা যমলোক দর্শন কর। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সত্বরেই যেন আমি নির্ব্বংশ হই! আমি পরলোকে চির-কাল দুর্গতি প্রাপ্ত হই, তথাচ এমন কু-সন্তানের জলপিণ্ড যেন না পাই।

কঙ্ক। সেই ধনুর্যজ্ঞ দিনে শুনতে পাবে তুমি নির্ব্বংশ হও কি নন্দগোপ নির্ব্বংশ হয়, তাদের কি আর নিস্তার আছে? এক এক চপটাঘাতে গোপকুল নির্ম্মূল ক ব

উগ্রসেন। পাপি! এ অযজ্ঞ। যজ্ঞ কি তোদের সম্পন্ন করতে হবে, মনে করেছিস? দক্ষ প্রজাপতি শিব রহিত যজ্ঞ করে যে ফল লাভ করেছিল, ইন্দ্রজিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে যে ফল প্রাপ্ত হয়েছিল, তোদের অদৃষ্টে তাই আছে। হরিহে তোমার, ইচ্ছা!

কঙ্ক। কি বোলবো? তুমি পিতা, তাই আজ অব্যাহতি পেলে। অন্য হলে, এই অসিতে শত খণ্ডে বিভাগ করতাম। কিন্তু এখনও বলি, যদি আরও কিছুদিন পৃথিবীতে থাক্‌বার প্রত্যাশা থাকে, তবে হরিনাম ত্যাগ কর; ভুলেও ও পাপ নাম করোনা।

উগ্রসেন। আমার পৃথিবীতে থাক্‌বার প্রত্যাশা ক্ষণেকের জন্যও নাই। এমন পাষণ্ড পুত্রের পিতার পরলোকই প্রার্থনীয়। দানব কুলাঙ্গার! তুই কোন মুখে আমার হরিনাম ত্যাগ করতে বলিস? আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, তত্রাচ সেই মুকুন্দমুরারী হরিনাম ক্ষণেকের জন্য ত্যাগ কোরতে পারিনে। আমার জীবন ত্যজ্য, তথাপি সেই জগদীশ কৃষ্ণনাম ক্ষণেকের জন্যও ত্যজ্য নয়। হরিনাম, হরিনাম আমার জীবন. হরিনাম আমার চরম সম্বল। পাপি! তুই এ নামের মর্য্যাদা কেমন করে বুঝবি? অন্ধ কি বিমল চন্দ্রকিরণ দর্শন করে নয়ন পবিত্র করতে পারে? বধিরের কি অমৃতময় হরিগুণ গান শ্রবণে শ্রবণ পবিত্র হয়? এখন অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে পরম তত্ত্ব বিস্মৃত হয়েছিস; কিন্তু যে দিন অঙ্গ অবশ হবে, গ্রন্থি শিথিল হবে, ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট হবে, শমন শিয়রে উপবেশন করবে, সেই দিন সেই শমনদমন রাজীবলোচন, হরির অভয় পদ প্রত্যাশায় অধীর হবি। আমার জীবন থাক্‌তে ও নাম ত্যাগ করতে পারবো না। যখন অন্তিম সময় উপস্থিত হবে, তখন হরিবোল, হরিবোল ব'লে জীবন বিসর্জ্জন ক'রব।

গীত।

হরিবোল হরিবোল বলে ত্যজিব জীবন।
অচিরে অনন্ত ধামে করিব গমন॥
কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হবে, ধর্ম্ম পথ প্রকাশিবে,
মর্ম্ম দুঃখ দূরে যাবে পাব সে রতন।
দেহাগারে বদ্ধ হরি, চেতনা মম প্রহরী,
কেবলে সে ধনে হরি তোমার না হলে মরণ॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজপথ।

(অক্রূরের প্রবেশ।)

অক্রূর। হরি হে দীনবন্ধু! রক্ষা কর। পতঙ্গ সদৃশ প্রচণ্ড পাবকে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি; আমার যেন অপঘাত মৃত্যু না ঘটে। কংসালয় আর যমালয়, সমান স্থান। যমরাজ মৃত ব্যক্তির দণ্ডকারী; কিন্তু এ পাপাত্মা জীবিত জনকে যমদণ্ড প্রদান করে। কিন্তু কি কোরব, আমি মারীচ রাক্ষসের ন্যায় উভয় সঙ্কটে পতিত হলাম। কংসালয়ে না গেলে নিশ্চয় মৃত্যু; কিন্তু গেলে যে মৃত্যু অপেক্ষা অধিক যাতনা। সেখানে তো হরিনাম করতে পাবনা? হরিনাম যে আমার জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সে পবিত্র নাম ক্ষনকাল না করে জীবন ধারণ কোরবো? যে হরিনাম চৈতন্যশূন্য নিদ্রাকালে অন্তরে জাগে, সে পবিত্র নাম চেতনা সত্বে কি করে ত্যাগ করবো? দীননাথ! বিপদ সহায়! এ বিপদে তুমি সহায়তা না করলে, আর কে করবে?

(নিত্যানন্দের প্রবেশ।)

নিত্যানন্দ।

ঠাকুর! তুমি যাচ্ছো কোথা!
একলা ফেলে আমায় হেথা॥
একলা আমি থাকৃতে নারি।
ভয়ে ডরে আতঙ্কে মরি॥

অক্রূর। কিসের ভয় নিত্যানন্দ! কোন ভয় নাই, তুমি আশ্রমে যাও। আমাকে কংস-রাজ গৃহে যেতে হবে; সত্বরেই আসছি। তুমি একাকী থাক্‌বে কেন? নয়ন মুদে দেখগে অন্তরের ভিতর আর এক জনকে দেখতে পাবে।

নিত্যানন্দ।

তাইতো বটে তাইতো বটে।
আর এক জন যে আছে পেটে॥
চোক বুজলে তাঁরে পাই
তাকালে কিন্তু কিছুই নাই॥
তাকালে পরে আঁতকে মরি,
ভবের ধাঁধা সৈতে নারি॥
ওই ভয়েতে হচ্ছি সারা।
তাকালে কিন্তু পোড়্‌ব মরা॥
আমি তোমার সঙ্গে যাব।
তাকি শেষে প্রাণ হারাব।

অক্রূর। নিত্যানন্দ! আমার সঙ্গে তুমি যেওনা। তুমি আমার শিষ্য; বিশেষতঃ, হরি-ভক্ত; এ যদি কংস জান্‌তে পারে, তবে তোমার ও নিস্তার নাই, আমারও নিস্তার নাই। পাপাধম কংস হরিদ্বেষী॥

নিত্যানন্দ।

ঠাকুর তুমি কি কও কথা।
হরি ভক্তের ভয় কোথা॥
মুখে যে না বলে হরি।
তারে কি আমি ভয় করি॥
হরিনাম যে না করে।
চোক্‌ থাক্‌তে হাতড়ে মরে॥
হরির অরি যে জন হয়।
তারে কি আমি করি ভয়॥

অক্রূর। বৎস! ঠিক বলেছিস! যে জন হরিপরায়ণ তার ভয় কুত্রাপি নাই। যে হরিনামে সর্ব্ব বিপদ উদ্ধার হয়, তার এ সামান্য বিপদে কি করবে? সেই হরি যে বিপদার্ণবের কাণ্ডারী বিপদভঞ্জন মধুসূদন। কিন্তু বৎস! কংসাসুর অমিতশক্তিসম্পন্ন শমন সদৃশ বলবান॥

নিত্যানন্দ।

আমার কি ক'রবে শমন।
হৃদয় মাঝে শমন দমন॥
ডরাই কি কংসাসুরে।
হরি দাস ডরাব কারে॥
হরি বলে করব সমর।
ঘুচাব তার সকল গুমর॥
হরি নামে বাজাই ডঙ্কা।
শমনকে করিতে শঙ্কা॥

অক্রূর। নিত্যানন্দ! তোরে আমি পাগল বলে জান্‌তাম; কিন্তু যে তোকে না চেনে, সেই পাগল। জন্মজন্মান্তরে যেন তোর মত পাগল হতে পাই। এত দিনে জান্‌লাম, তুই বৈষ্ণব-চূড়ামণি; তোর সহবাসে আমি ধন্য হলাম। যেমন স্পর্শমণি সহবাসে লৌহ স্বর্ণ হয়, কল্প-বৃক্ষ সংস্পর্শে নির্দ্ধন ধনবান হয়, অগ্নি সহ-বাসে অঙ্গারের মালিনত্ব যায়, তদ্রূপ তোর পবিত্র সঙ্গগুণে আমার হৃদয়ও পবিত্র হ'ল।

নিত্যানন্দ।

বৈষ্ণবের চূড়ামণি, লোক মুখে তোমায় শুনি॥
হয়ে ওই চরণের দাস।
চিরকাল কচ্ছি বাস॥
উত্তমের সঙ্গে প্রভু।
অধম কি থাকে কভু॥
তুমি যে পথ দেখালে।
সুপথে লয়ে গেলে॥
তোমার তরে পেলাম তাঁরে।
হৃদয় মাঝে ধরি যাঁরে॥
নৈলে কিসে নাগাল পেতাম।
সোজা থাক্‌তে বাঁকা ঘুরিতাম॥
হাতড়ে হাৎড়ে কাণার মত।
ভব ঘোরে ঘুরতে হত॥
লাঞ্ছনা করতো কত।
পঞ্চভূতে ভূতনত॥
এড়ালাম তোমার তরে।
এভবে ভূতের ডরে॥

অক্রূর। নিত্যানন্দ! আমার সাধ্য কি যে, তোরে পথ দেখাই? তুই যে পথের পথিক

হয়েছিস্, সে পথ দেখান মনুষ্যের সাধ্যাতীত। এখন চল, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। কংস-রাজের আজ্ঞার সামান্য ক্রুটি হলে রক্ষা থাকবে না।

নিত্যানন্দ।

সেখান হতে কোথা যাবে!
কাজ সেরে ফিরবে কবে॥
ভেঙ্গে চুরে আগে বল।
নিজে ফিরে ঘরে চল॥

অক্রুর। পাগল! এখান থেকে ফিরে যাবার কি উপায় আছে? কংসরাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন, আর কালসর্পকে করাঘাত করা, উভয়ই সমান॥

নিত্যানন্দ।

কংস যদি কাল সাপ।
সেখানে গিয়ে কাজকি বাপ॥
ফোঁস করে মারবে ছোবল।
আয়ু থাকতে তুলব পটল॥
একলা মায়ের একলা ছেলে।
মারবে দফা একলা পেলে॥
এই বেলা পলাই চল।
কাজকি কি ল্যাঠায় হরি বল॥

(অক্রুরের হস্ত ধরিয়া টানন)

অক্রুর। নিত্যানন্দ! ছেড়ে দাও! বৎস! এই বল্‌লে কংসাসুরের সহিত যুদ্ধ করে জয়ী হবে; তাকে টিপে মারতে তুমি পারগ; আবার ভীত হচ্ছো কেন? একেই বলে পাগল॥

নিত্যানন্দ।

তাইতো বটে তাইতো বটে।
হরি নামে কি বিপদ ঘটে॥
হরি বলে মারলে বাড়ি।
যমকে পাঠাই যমের বাড়ী॥
কিন্তু একটা শঙ্কা আছে।
তখন হরি ডোবান পাছে॥
কি কাজ করেছি ভবে।
যে দাসের প্রতি দয়া হবে॥
সেই ভয়ে লাগছে ধোঁকা।
তিনি যে হন মানুষ বাঁকা॥
তিন মন লোকটী ভাল,
ভিতর সাদা উপর কাল॥
কি কোরতে কি কোরব।
আয়ু থাকতে প্রাণে মরব॥
কংসের সঙ্গে হরির আড়ি।
গিয়ে কি তাহার বাড়ী॥
পোড়ব বুঝি হরির দ্বেষে।
হাপু গুণে মরবো শেষে॥

অক্রুর। সেই উত্তম পরামর্শ! তুমি আশ্রমে যাও; আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।

নিত্যানন্দ। ওগো গোসাঞি বড় ডরাই,
যেওনা একলা ফেলে!
ভব ঘোরে মরবো ঘুরে,
গোসাঞি তুমি চলে গেলে॥
একেলা থেকে পোড়বো পাকে,
যদি দেখা না পাই তাঁকে।
উনি ধোকা না দেন দেখা,
ডাকছি আমি যাকে॥
তুমি গেলে, একলা ফেলে,
মোরব হাপু গুণে।
ঘরে রব, প্রাণ খোয়াব,
তোমার কথা শুনে॥
তুমি যেখানে, আমি সেখানে,
থাকবো তোমার কাছে।
একলা থেকে আঁধার দেখে,
আতকে উঠি পাছে॥

অক্রুর। নিত্যানন্দ। আমার আর বিলম্ব সহ্য হয় না; এসো'ত সত্বরে আমার অনুগামী হও। হরিহে দীননাথ! এ অনাথ দাসের উপর কৃপানেত্রে। বিপদ ভঞ্জন! আমি যেন সর্ব্ব বিপদে উদ্ধার হতে পারি, দুর্ম্মুখ কংস কি অপদে আমায় নিয়োজিত করবে, বল্‌তে পারিনে। সে দানবাধমের গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা,—কোন্ মহাপাপ বাকি আছে? যদি আমাকে কোন পাপকার্য্যে নিয়োজিত করে, তা হলে কি করে সে কাজে ব্রতী হব? চক্রধর! তুমিই জীবের অদৃষ্টে

চক্রের সঞ্চালন কর্ত্তা ; আমি তোমার শ্রীপদে কি অপরাধে অপরাধী যে কুচক্রী কংসের কু-চক্রে আমার ঘুরাচ্ছ ? কৃষ্ণহে! আমার মনকে কেন এরূপ পাপ কার্য্যে আকৃষ্ট করলে ? ভগবন্! আমি যে ক্ষণেকের জন্য তোমার পবিত্র নাম না করে থাকৃতে পারিনে ? কেন আমায় সে পবিত্র হরিনামে বঞ্চিত কোর্‌তে উদ্যত হয়েছ ? দেব! কংস যে তোমার পরম শত্রু ; সে যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে, আমি তোমার শরণাগত সেবক, তাহলে কি রক্ষা থাকৃবে ? হয়তো অদ্যই আমার জীব লীলা সংবরণ করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুতে আমি ভীত নই। কেন না, যে জন হরিদ্বেষী তার সহবাসে মরণ অপেক্ষা কষ্টকর। কিন্তু মরণে আমার আর এক ভয় আছে ; মৃত্যুকালে একবার হরিবোল হরিবোল বলে ডাক্‌তে পাবনা। অন্তিমকালে তোমার অনন্ত সৌম্য মূর্ত্তির ধ্যান কোর্‌তে পাবনা—এই ভয়! আর এক ভয়, মরণ হলে তোমার শ্রীপদযুগল যদি স্থান না পাই, যদি অধম বলে অমূল্য অভয় চরণ আমাকে না দাও, সেই জন্য আমার মরণে ভয়। কিন্তু জীবিত থাকলে, তোমার ভুবন মোহন মূর্ত্তি, তোমার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত অভয় পদ ত ধ্যানে যোগে দেখতে পাব ; হৃদয় ভরে তোমাকে হরিহে, দীনবন্ধো হে! বলেও ত ডাকতে পাব ; চির-জীবন হরিবোল, হরিবোল বলে ত জীবনযাপন করতে পাব। কিন্তু মৃত্যু হলে যদি সেবনের অধিকারী না হই, সেই জন্যই আমার মৃত্যুতে ভয়।

গীত।

আমার এই ভয়ে প্রাণ কাঁদে।
জীবনান্ত কালে যদি দেখতে না পাই
গোকুল চাঁদে।
আমার এই ভয় সেই মরণ কালে
ওহে হরিহে যদি না পাই দরশন।
কি পুণ্য করেছি এমন পাব সে অভয় চরণ।
না ভাবিয়ে পরকাল,
অজ্ঞানে কাটালাম কাল।
কাল পেয়ে সে কাল এলো, করিতে নিধন।
দীনের দিন যে গত,
দিনমণি সুত দূত,
দিন পেয়ে নিকটেতে করিতে বন্ধন ?

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা।

কংস, কঙ্ক ও মন্ত্রী আসীন।

(অক্রুরের প্রবেশ।)

অক্রূর। মহারাজ! অধীনকে কি জন্য ডেকেছেন ?

কংস। অক্রুর! তুমি আমার বন্ধু ; এই ভোজ বৃষ্ণি বংশের মধ্যে তোমার তুল্য পবিত্র চরিত্র আর নাই। সখে! যেমন পবনের সহায়তায় অগ্নি শত গুণে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ত্রিলোক দগ্ধ কোরতে সক্ষম হয় ; যদ্রূপ নদী বৃষ্টির জল প্রাপ্ত হলে খরস্রোতে প্রবাহিত হয়, তাহার সম্মুখে যে কোন প্রতিরোধ পতিত হয়, তাহাই স্রোতবেগে দূরে নিক্ষেপ করে ; তদ্রূপ তোমার সহায়তায় আমি সর্ব্ব কর্ম্ম সাধনে সক্ষম। ভ্রাতঃ! আমি ধনুর্যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছি ; আগামী কল্য চতুর্দ্দশী তিথিতে সে শুভ কার্য্যে অনুষ্ঠিত হবে, সেই যজ্ঞ সম্বন্ধে সহায়-তার জন্য তোমাকে আহ্বান করেছি।

অক্রুর। মহারাজ! আমি ক্ষুদ্র নর, ক্ষুদ্র বুদ্ধি ; আমার দ্বারায় আপনার কি কার্য্য সাধন হবে ?

কংস। ভ্রাতঃ! তুমি একবার নন্দব্রজে গমন কর। তথায় বসুদেবের দুইটী পুত্র নন্দ-নন্দন পরিচয়ে বসতি করছে ; তাহাদিগকে আনয়ন করতে হবে ?

অক্রুর। কেন মহারাজ! যজ্ঞ সময়ে তাহাদের কি প্রয়োজন ?

কংস। যেমন অন্যান্য যজ্ঞে দেবগণের প্রীতির জন্য ছাগ, মেষ, মহিষ বলি প্রাপ্ত হয়, আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে নরবলির আবশ্যক।

অক্রূর। মহারাজ! যাগ যজ্ঞে নরবলি আবশ্যক, ইহাত কুত্রাপি শুনি নাই। যদি তাই হয়, আপনি এই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর; অন্যত্র কি বলি প্রদানের নর প্রাপ্ত হলেন না?

কংস। অক্রূর! ইহাতে দুটী কার্য্য সম্পন্ন হবে। এক, যজ্ঞীয় বলিদান কার্য্য তাহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হবে; আর শুনেছি, দেবগণ নাকি, তাহাদিগকে আমার শত্রুরূপে সৃষ্টি ক'রেছে, তাহাদিগকে বলিদানে আমি শত্রু বিহীন হতে পারবো।

অক্রূর। মহারাজ! সে কার্য্য কি অন্যের দ্বারায় সম্পন্ন হয় না? করজোড়ে বিনতি করে বলছি আমাকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করুন।

কংস। রাজ আজ্ঞা অবহেলন করলে কি হয় জান?

অক্রূর। জানি, মহারাজ! তার শিরশ্চেদ হয়।

কংস। তবে কেন আমার কথায় প্রতিবাদ কর?

অক্রূর। প্রতিবাদ কচ্চি এইজন্য যে, আপনার কার্য্য করতে গিয়ে আমি চিরজীবন যে কার্য্য করেছি সে কার্য্য যদি নির্ম্মূল হয়; যে নাম জপ করে চিরজীবন অতিবাহিত করলাম, সেই বিশ্বরূপ হরি যদি এ দাসের উপর বিরূপ হন?

কঙ্ক। শুন অক্রূর! তোমার বক্তব্য যা থাকে অবাধে বল; কিন্তু ও পাপময় হরিনাম আর উচ্চারণ করনা। এবার তোমাকে ক্ষমা করা গেল; দ্বিতীয়বার হলে আর নিস্তার পাবে না।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ।)

নিত্যানন্দ।

তখনি তো বলেছিলাম,
তবে কেন মরতে এলাম।
দু'দণ্ড না বল্লে হরি।
দম থাকতে হাঁপিয়ে মরি॥

কঙ্ক। তুই নরাধম কেরে? তুই এখানে কে?

নিত্যানন্দ।

আঁ, আঁ, আঁ, আমি আমি আমি।
মেরোনা বাবা তুমি॥
গোসাঁই জাহাজ আমার।
ন্যাংবোট আমি উহার॥
হরি নাম বোঝাই করে।
এই ভব সংসার পারে॥
দিন রাত নিচ্ছেন পাড়ি।
আমার গলায় বেধে দাড়ি॥
নিয়ে বেড়ান টেনে টেনে।
তাই আমি আজ এখানে॥
হরি নামের মহাজন উনি।
আমার লাভ কাণে শুনি॥
কেনা বেচা ভবের হাটে।
আমি উহার নগদা মুটে॥

কঙ্ক। নরাধম! তুইও তবে ঐ পাপের পাপী। তুইও তবে ঐ নরকের নারকী। আয়, যে পথে পৃথিবীস্থ পাপী বৈষ্ণবদিগকে পাঠিয়েছি, তোকে ও সেই পথে পাঠাই।

(কাটিতে উদ্যত।)

নিত্যানন্দ।

হরি নাম আর কব না।
ও পথে আর যাব না॥
তুমি আমার বাবার বাবা।
যে পথে নিয়ে যাবা॥
সেই পথে আমি যাব।
তোমার কথায় ফকির হবো॥
ছিঁড়ে ফেলবো তিলক মালা।
পোড়ার কৌপিন ঝোলা॥
থাকবো তোমাদের পালে।
কোন শালা আর হরি বলে॥

কঙ্ক। আবার ঐ নাম; এই দেখ।

(কাটিতে উদ্যত।)

নিত্যানন্দ।

আর কবনা, আর কবনা, কোপ মের না বাপ।
তোমার ওই দেখান দেখে, মরছি কেঁপে,
ভয়ে লাগছে হাঁপ॥
ঠোঁড়ার ভেতর পোরো ওখান, ধরি তোমার পা।
বড় ভয়ে মরণ কাঁপুনি, কাঁপছে আমার গা॥
খিল লেগেছে বুকে বাবা, ধোঁয়া দেখছি চোকে।
জিব গিয়েছে ধূলো বেটে, বাক্ সরেনা মুখে॥
আমার দফা রফা হয়ে গেছে,
আর কি আমি আছি।
ছেড়ে দেও বাপ, পালিয়ে গিয়ে,
ডুকরে কেঁদে বাঁচি॥
আমার আক্কেল সেলামি গোটা
পাঁচ ছয় কিল না হয় মার।
আমার ঝক্‌মারির মাশুল না হয়,
কতক আদায় কর॥
নৈলে কেটে ফেল্লে নিশ্চয়
যে প্রাণে মরে যাব।
এবার ছাড়ান পেলে পালিয়ে বাঁচি
পেছোনে না চাব॥

কংস। ভাই! ও পাগল, ওকে নিষ্কৃতি দাও। এখন যাতে আমাদের সংকল্প সিদ্ধি হয়, তার উপায় উদ্ভাবন কর। অক্রুর আমি তোমাকে জ্ঞানবান বলে জানৃতাম্, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তুমি চক্ষু থাকতে অন্ধ, বিবেক সত্বে বাতুল। নতুবা কেন তোমার এত মতিভ্রম হবে? কেন সেই গোপবালকদ্বয়কে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করৃছো?

অক্রুর। মহারাজ! আমি ক্ষুদ্র নর; আমার কি ঈশ্বর নিরূপণ শক্তি আছে? কিন্তু জগত যাঁকে জগদীশ্বর বলতে যুক্তি প্রদান করে, এ ব্রহ্মাণ্ড যাঁকে বিশ্ব আদ্য বিশ্ববীজ বলে, যাঁর অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করেছে, পৃথিবীস্থ জীবগণ যে কৃষ্ণকে ইষ্টজ্ঞানে উপাসনা করছে, আমি তুচ্ছ মানব কি বলে সেই জগমোহনের মহিমায় মোহিত না হব? যেমন নদীগণ পর্ব্বত পৃষ্ঠ হতে অবতরণ করেই সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়। তদ্রূপ জীবগণ জননী জঠর হতে পরিত্রাণ পেয়েই সেই পরমাত্মা প্রদর্শক পবিত্র পথে ধাবিত হয়। রাজন্! পিতার প্রতি পুত্রের অনুরাগ কি কাহাকেও শিখ্‌তে হয়?

কংস। অক্রুর! তোমাদের মনুষ্য বুদ্ধি যে এত লঘু, তা পূর্ব্বে জানতাম না। তুচ্ছ বালকে ঈশ্বর বলে মান্য করলে যে, যথার্থ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়! ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডকে পর্ব্বত জ্ঞান করা যেমন পাগলের কর্ম্ম, গোষ্পদকে সমুদ্র জ্ঞান করা যেমন নির্ব্বোধের কর্ম্ম, দীপ শিখাকে সূর্য্যদেব জ্ঞান করা যেমন অজ্ঞানের কর্ম্ম, তদ্রূপ সেই কৃষ্ণকে জগদীষ্ট বলে জ্ঞান করা যথার্থ জড় বুদ্ধির কাজ।

অক্রুর। মহারাজ! যিনি বুদ্ধির বিধাতা, যিনি জীবের জীবন, যিনি দেহির দেহ, যিনি সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বর, সেই কৃষ্ণ প্রতি আকৃষ্ট, হওয়াই যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যখন জীবগণের মন, আত্মা, বুদ্ধি বৃত্তি সকলই তিনি, তখন আর স্বতন্ত্র আত্মা কোথা পাব যে, সেই পাপাত্মার উপাসনা করব, যেমন কলসের জল, আর সমুদ্রবারি উভয়েই এক পদার্থ, যদ্রূপ দীপ শিখা, আর প্রজ্জ্বলিত দাবানল উভয়েই এক উপাদানে নির্ম্মিত, তদ্রূপ এই যে বিশাল বিশ্ব, এই যে স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতন, সচল, নিশ্চল,—যাহা কিছু চক্ষের গোচর অগোচর, সকলই সেই অনন্তদেবের অংশ। কেবল অবস্থাভেদে আকার ভেদমাত্র। যখন সকলই তিনি, সকলই তাঁহা হতে সম্ভূত, তখন যে তাঁহার মন তাঁহাতে লীন হবে, তাঁহার প্রদত্ত ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁহাতেই যে রত হবে তারই বা আশ্চর্য্য কি?

কংস। অক্রুর! যদি তাই হয়, তিনিই যদি সর্ব্বময়, তিনিই যদি জীবের জীবন, তবে আমরাও তো জীবিত? আমাদেরও ত বুদ্ধি বিবেক, জ্ঞান চৈতন্য সকলই আছে! আমাদের মন, কেন সেই কৃষ্ণপ্রতি আকৃষ্ট হয় না?

অক্রুর। মহারাজ! কেন হয় না, এই

আশ্চর্য্য! তবে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব হ'য়ে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কেমন ক'রে বুঝ'ব? তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, তিনি ভক্তের ভগবান; যদি কাতর হ'য়ে কেহ সেই ভক্তবৎসলকে "হরিহে, দীননাথহে" বলে ডাকে—তা'হলে সে শত অপরাধে অপরাধী হ'লে সহস্র পাপে পাপী হ'লেও, তিনি তাঁর ভক্তিডোরে বন্দী হন। মহারাজ! এ পৃথিবীতে তেমন দয়াময় কে আছে? কার শরীরে তত স্নেহ আছে? তিনি যে মায়াময় মুক্তির সোপান, করুণার সাগর; যদি কোন ভক্ত বিপদ-সাগরে প'ড়ে কাতর-স্বরে সেই তারকব্রহ্ম ভবতারণকে স্মরণ করে, তবে যে তিনি ভবকাণ্ডারী রূপে চরণতরি যোগে তাহাকে তারণ করেন। যদি কোন সেবক, দুঃখপাবকে দগ্ধ হ'য়ে সেই দীনবন্ধু, দীন দয়াময়কে স্মরণ করে, তা'হলে সে দুঃখপাবকে উদ্ধার হ'য়ে সুখ পারাবারে মগ্ন হয়।

গীত।

কৃপাবান তাঁহার সমান কেবা সংসারে।
বিপন্নে বল কেবা উদ্ধারে॥
পরিপূর্ণ দয়া মায়ায়,
তাইতে যে নাম দীন দয়াময়,
বিপদে সম্পদে সেথায় যে ডাকে তাঁরে।
ভক্তে দিতে চরণতরী,
ভগবান ভব কাণ্ডারী,
চিরদিন তাই বাঁধা হরি বলির দ্বারে॥

অক্রূর। মহারাজ! আপনি এই আসমুদ্র করগ্রাহী রাজা; ধন, মান, শৌর্য্য, বীর্য্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, কিছুই আপনার অভাব নাই। আপনি অশেষ গুণে অলঙ্কৃত; অনন্ত বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান; আপনাকে অধিক বলাই বাহুল্য। তবে একটী কথা আমার বল্‌বার আছে, যদি অনুমতি করেন তবে বল্‌তে সাহসী হই।

কংস। কি ব'ল্‌বে, অবাধে বল্‌তে পার।

অক্রূর। মহারাজ! আমার অল্পবুদ্ধি; সুতরাং অনেক ভ্রম হওয়া সম্ভব কিন্তু এই স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, আপনার অগোচর তো কিছুই নাই। বলুন দে'খ, এ ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণদ্বেষী ক'জন আছে? কয়জন কৃষ্ণকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে উপাসনা না করে? কয়জন তাঁহার বধ সঙ্কল্পে অস্ত্রধারী হয়েছে? যদি বলেন, আমরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করিনা; কিন্তু এই দৈত্যবংশের আদিপুরুষ হ'তে আপনার পিতা উগ্রসেন খুল্লতাত প্রভৃতিকি সেই নারায়ণ পরায়ণ নয়? মহারাজ! পৃথিবীর সকলে যে পথের পথিক, সে পথে না গেলে তার কি মঙ্গল সম্ভাবনা আছে? নদীর জল সমুদ্র সঙ্গমে ধাবিত হয়, কিন্তু সেই নদীর কণামাত্র সলিল যদি দৈববশতঃ নদীর বালুকাময় তটে পতিত হয়, তাহ'লে সে বালুকাতেই বিলীন হয়ে যায়, তার সাগর সঙ্গম ঘটে না। তদ্রূপ পৃথিবীস্থ জীবগণ বিষয়-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে একপথে একমনে সেই কৃপাসিন্ধুর চরণ সলিল পানাশায় ধাবিত হয়; সে পথে যে না যায়, সেই পথ হারায়। তার পাপ-তৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, তার অদৃষ্টে ভগবদ্দর্শন সংঘটন হয় না। তাই বলি, রাজন্! এই বেলা শক্তি থাকতে মুক্তিপথ অন্বেষণ করুন। পরে কিন্তু আর কেহ আপনার পথের অনুগামী হবে না। আর সে পথের প্রদর্শক পাবেন না।

কংস। অক্রূর! তুমি আমাকে সুধাবলে বিষ দেখিয়ে দিচ্ছ? কল্পতরু বলে কাল-পাদপের তলে বসাচ্ছ? দেবতা বলে রাক্ষসের উপাসনায় প্রবৃত্তি দিচ্ছ? অক্রূর তোমার বুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে; তুমিও সেই জাদুগরের জাদু মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছ? যাই হোক, এক্ষণে তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করবে কি না বল।

অক্রুর। মহারাজ! আপনার আজ্ঞা আমার অবশ্য প্রতিপালনীয়। আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করতে হবে?

কংস। অক্রুর! তুমি আমার ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ লয়ে নন্দ ব্রজে গমন কর এবং আগামী কল্য রাম, কৃষ্ণ, নন্দ উপানন্দ, শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি সমস্ত গোপগণ সহ এখানে উপস্থিত হইল।

অক্রুর। মহারাজ! যদি এ কার্য্যে আমাকে একান্ত যেতে হয়, স্বীকৃত হইলাম। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, তবে আমি চল্লাম এসো নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ।

বাঁচলাম বাবা পলাই চল।
এতক্ষনে কম্প গেল॥
চল শীঘ্র ঘরে চলো।
আপদ গেল হরি বল॥

অক্রুর। নিত্যানন্দ! তুমি যাও, পরমানন্দে হরিনাম করগে। আমার সহিত তোমার এই শেষ দেখা। বোধ হয়, আর আমার ফিরতে হবে না।

নিত্যানন্দ।—

ওগো গোসাঞি কি বল্লে।
আমায় ফেলে কোথা চল্লে॥
আমি বুঝি একলা ঘরে।
মনে করেছ যাব ফিরে॥
এখান থেকে যাবে কোথা।
ভেঙ্গে বলনা আসল কথা॥

অক্রুর। নিত্যানন্দ! এখান থেকে আজ বৃন্দাবনে চল্লাম। তথায় রাম ও কৃষ্ণকে কংস যজ্ঞে আনিতে হবে। আর কি, এতদিনে সকল আশা, সকল ভরসা ফুরাল, সকল সাধে বিষাদ হলো। যে হরির নাম ভিন্ন অন্য বস্তু স্মরণ করিনি, সেই ভকত বৎসল ভগবানকে তাঁর পরম শক্র কংস ভবনে আনবার জন্য আজ আমায় বৃন্দাবনে যেতে হোল! হরি হে তোমার ইচ্ছা। যদি আমা হতে তোমার অনিষ্ট হ'ল? তবে আমার ইষ্ট কে করবে, দেব! আমা হতে যদি তুমি বিপদ সাগরে পতিত হও, তবে আর আমাকে কে সংসার সাগরের কর্ণধার হবে? কার চরণ তরণী সহায়ে এই অকূল ভবার্ণবে কূল পাব?

নিত্যানন্দ।

ওগো প্রভু হয় কি কভু, হরির বিপদ ভবে।
যিনি বিপদ বারণ,বিপদ হরণ তাঁর বিপদ কি হবে
যাঁর নামে বিপদ ঘুচে আপদ সম্পদ সদা ঘটে।
সেই রাজীব লোচন,রাধারমণ পড়বেন কি সঙ্কটে
যার কটাক্ষে হয় প্রলয় তাঁর বিপদ কি আছে।
বুঝতে পারে ত্রিসংসারে, কেবা হরির কাছে॥

অক্রুর। নিত্যানন্দ! তাঁহার তুল্য বীর তাঁহার তুল্য শক্তিসম্পন্ন এ সংসারে নাই সত্য। কিন্তু আমার অন্তর যে নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে? আমার প্রভু যে চির শান্তিময়; তাঁকে কি বলে তাঁর চির শক্রু কংস ভবনে আনয়ন ক'রবো? যা হোক, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। ভগবানের যা ইচ্ছা তাই সম্পন্ন হবে। এখন তুমি আশ্রমে যাও, আমি বৃন্দারণ্যে গমন করি। আর বিলম্ব সয় না।

নিত্যানন্দ।

তুমি যাবে বৃন্দাবনে।
আমি ঘরে যাব কেনে॥
এদাস তোমার সঙ্গে যাবে।
সকল জ্বালা সাঙ্গ হবে॥
দেখব গিয়ে মদনমোহন।
ধরবো কসে যুগল চরণ॥
বলবো গিয়ে সেই কথাটী।
হৃদয় মাঝে জাগে যেটী॥
ভবের ভাবনা ঘুচে যাবে।
শমনের ভয় আর না রবে॥
হায় কি মজা বল হরি॥
তাক্ ধিনা ধিন্ নেচে মরি॥
নেচে মরি নেচে মরি নেচে মরি।

(নৃত্য)

অক্রুর। নিত্যানন্দ! যদি যেতে হয়, তবে সত্বরে আমার অনুগামী হও; বিলম্ব করোনা।

নিত্যানন্দ।

চলো চলো কিসের দেরী।
আগে গিয়ে তাঁরে হেরি॥
যাঁর জন্য নিতে পাগল।
সার করেছে গাছের তলা॥
সেই জিনিষ আজ দেখতে পাব।
সে ধন হেরে ধন্য হবো॥

গীত।

ভবের ঘোর গেল তোর এতদিনে,
ভোর হোল দুখের রজনী।
যাহার জন্য গৃহত্যাগী,
বিরাগী মন যে ধন লাগি,
আজ মিলবে রতন,
মনের মতন,
যতনের ধন রতনমণি।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আসীন।

(অক্রূর ও নিত্যানন্দের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। এসো অক্রূর! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ত?

অক্রূর। প্রভু! আপনারাই ত মঙ্গলের কর্ত্তা সর্ব্বমঙ্গল; আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ থাকলে এ দাসের অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়?

বলরাম। অক্রূর! চিরকাল তুমি সদানন্দ; কিন্তু আজ তোমার বদনমণ্ডলে আনন্দ-চিহ্ন মাত্র নাই। এর কারণ কি, অক্রূর?

অক্রূর। প্রভু! যে ধন চিরদিন যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষিত হয়, সেই ধন যদি তস্কর হস্তে সমর্পন করা যায়; যে জীবন চিরকাল যত্নের, সেই জীবনাধার　যদি কাল সর্পে বেষ্টন করে, তা হলে তার কি আনন্দ থাকে? প্রভু! জন্মাবধি এখন ত ঐ শ্রীচরণ ভিন্ন অন্য বস্তু জানিনে। কিন্তু আজ কি করে আমার জীবনের জীবনকে স্বহস্তে প্রচণ্ড বহ্নি মুখে প্রদান করবো? প্রভু! আমি যে কার্য্যের জন্য বৃন্দারণ্যে এসেছি, তা ত বলতে সাহসী হচ্ছিনে॥

কৃষ্ণ। অক্রূর। আর বলতে হবে না; আমরা বুঝলাম তুমি কংসরাজ প্রেরিত দূত! আমাদের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করতে এসেছ। তোমার চিন্তা কি? তুমি আজ্ঞাবহ; অপরের সংবাদ বহন করে এনেছ মাত্র।

অক্রূর। প্রভু! এত দয়া তোমার না হলে লোকে তোমাকে দয়াময় কেন বলবে? এত সরল চিত্ত না হলে, তোমার নাম সচ্চিদানন্দ কেন হবে? কিন্তু প্রভু! এ দাসকে এ কার্য্যে কেন নিয়োগ করলেন? কেন আমার এ দুষ্কর্ম্মে মতি হোল॥

কৃষ্ণ। অক্রূর! আমরা গোপবালক; কখনও যজ্ঞ দেখিনি। বিশেষতঃ, তথায় আমাদের মাতুলের চরণারবিন্দ দেখতে পাব। তুমি মাতুল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ সংবাদ এনে যথার্থই আমাদের বন্ধুর কাজ করেছ।

নিত্যানন্দ।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক)

পৃথিবীর লোক ভক্তি করে।
অনেক ভাগ্যে পেয়ে তোমারে॥
তা কি পেটে সহে না।
লোভের কোভ মরে না॥
কংস হস্তে যেতে হবে।
হয় তো সে তোমাদের খাবে॥
মিছে তার দৃত করা।
ছল করে তোমায় মারা॥
পেটে খিদে কত খাব।
আজ কি শিশু প্রাণ হারাব॥

কৃষ্ণ। অক্রূর এটী কে?

অক্রূর। এটী আপনার দাসের দাস; ঐ শ্রীচরণে ভক্ত বৈষ্ণব।

নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ আমার নাম।
নিত্যানন্দপুরে ধাম॥
নিত্যধন দেখবার তরে।
অনিত্য ভবের ঘোরে।
ঘুরছি কেন ভব ঘোরে॥
তাড়াতাড়ি তাই এসেছি।
অসার ত্যজে সার পেয়েছি॥
নিতে পাগলা ধন্য হলি।
যমের জ্বালায় শান্তি পেলি॥

কৃষ্ণ। দাদা! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; অদ্যই আমরা কংসালয়ে যাত্রা করি।

(বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ।)

বৃন্দা। ভাবছো, আমরা বুঝি টের পাইনি? যাহোক, ভাগ্যে আমরা এসেছিলাম, তাইতে তোমার দেখা পেলাম। এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

এখন যাচ্ছো কোথা, কওনা কথা,
মর্ম্মে ব্যাথা দিয়ে।
তোমার এ কান ধারা, প্রণয় করা,
আছি অবাক্ হয়ে॥
তুমি লুকোচুরি, ওহে হরি,
করবে কাদের কাছে?
তোমায় ফাঁকি দিয়ে, পাশ কাটিয়ে,
যাবার যো কি আছে?

শ্যামা। শুনলিনে? নিমন্ত্রণ খেতে। নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ। গোয়ালার ছেলের রাজার বাড়ী নিমন্ত্রণ; আর কি তর সয়?

এখন তর সয় কি, হলো সখি,
দেখনা তাড়াতাড়ি।
না বলে কাকে, ফাঁকে ফাঁকে,
যাচ্ছে রাজার বাড়ী॥
কাঙ্গালের ছেলে, দেখতে পেলে,
শাকের ক্ষেত সুমুখে।
তোলে কোঁচোড় পুরে, যত পারে;
এক গাছা কি রাখে॥

বৃন্দা। তাইতো শ্যামা! কাউকে বলা নেই, কওয়া নেই; তু করলেই ছুট। ধন্য নোলা, যা হোক। আমরা হলে অমন্ নোলায় ফাল তাতিয়ে দিই।

তাইতো শ্যামা, অবাক যে মা,
কব কি আর কথা।
ওমা একি জ্বালা, এমন নোলা,
দেখিনি তো কোথা॥
আমরা হলে, আগুন জ্বেলে,
অমন পেটে দিতাম।
প্রাণে মর্‌লে, তু কর্‌লে,
ছুটে তো যেতাম॥

শ্যামা। যা বলে দিদি। "বলে অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় রসি দিয়ে ঝুলে মরি," আমরা এই সাত শত গোপিনী ভাল মন্দ খাওয়াচ্ছি। ক্ষীর, সর, ননী তো চখেই দেখতে পাই না। সকলই উঁহার; তবু আগায় না। অবাক করেছে ভাই।

যা বলি দিদি, তুটি যদি,
দেখে থাকি ভবে।
পেটের জ্বালায়, ছুটে বেড়ায়,
কে দেখেছে কবে?
আমরা যত গোপিনী, সর নবনী,
দিবা রজনী দেই।
তবু আলায় না ত, জোগাই যত,
হাতে দিলেই নেই।

বৃন্দা। ওদিকে যে দামোদর! দাও, আর নেই; দিবানিশি খাই, খাই, খাই। ব্রহ্মাণ্ড খেয়েও উঁহার খাঁই মেটেনা।

এই ত্রিভুবনে, জনে জনে,
দিচ্ছে নানা মত।
তবু পেট ভরেনা, খাঁই মেটেনা,
দুঃখ কব কত॥
এই তিনটী ভুবন, করে ভোজন,
বদন মধ্যে রয়।
তবু পেটের জ্বালায়, ছুটে বেড়ায়,
এ দুঃখ কি সয়॥
এই তিন কুল খেয়ে, নন্দালয়ে,
এসে করেছেন ভর।

গুর যেতে বাকি, আছে বা কি,
নাম যে দামোদর ॥

কৃষ্ণ। সখি! আপন মনে কি অত বকুতে আছে? পাগল হবে নাকি?

বৃন্দা। পাগল করলে আর কি লোকে পাগল হয় না। ভাগ্যিস, আমরা এদিকে এসে· ছিলাম, তাই তো দেখা হোল। তুমি পেটের দায়ে চলে যেতে, আর আমরা প্রাণের দায়ে মরে থাকৃতাম। ধন্য, যা হোক।

কৃষ্ণ। সখি! আমার কি তিলার্দ্ধ অন্যত্র যাবার যো আছে? যেমন বন্দী ব্যক্তি যেখা-নেই থাক্ বন্ধনের ভিতরেই থাকে, তদ্রূপ আমি যে তোমাদের প্রেমরজ্জুতে বাঁধা। আমার সাধ্য কি যে, সে রজ্জু ছিন্ন করি?

সখিরে ও প্রেম পাশ ছিঁড়িব কেমনে।
বদ্ধ মম হস্ত পদ, ও প্রেম বন্ধনে॥
প্রেমডোরে চিরদিন, সদা বন্দী এ অধীন,
যথায় তথায় কেন, করিনে গমন।
দেহমাত্র লয়ে যাব, রেখে প্রাণ মন॥

বৃন্দা। তোমার মুখখানি যেমন, অন্তর যদি তেমনি হতো তা হলে ভাবনা ছিল কি? অমন মুখসর্ব্বস্ব মানুষ তো আর দেখতে পাইনে। মুখখানি নয় ত খুর খানি।

"বলে মুখে খুব মিঠে,
কিন্তু নিম নিশিন্দে পেটে;
মুখেই যত ভালবাসা;
অন্তর ওদিকে শত যোজন অন্তর॥
তোমার মুখের জোরে,
এ সংসারে কেবা জয়ী হবে।
অমন কথার বাহার,
খুরের ধার কে দেখেছে কবে॥
তোমার মুখে মধু, ওহে বঁধু হৃদে হলাহল।
যত মনের আশা, ভালবাসা, মুখেতেই কেবল॥

গীত।

জানিহে কানাই, তোমার মুখে যত ভালবাসা!
বিহনে সে প্রেমবারি, কথায় কি মিটে পিপাসা॥
সখাহে তব অন্তর, শত যোজন অন্তর,
বৃথা করি নিরন্তর, তোমার প্রণয় আশা॥

বৃন্দা। বনমালি! যাই বল, আজ কিন্তু কোথাও যাওয়া হবে না। আজ আমাদের রাজনন্দিনী রাধা, মালতীকুঞ্জে মালতী মালা গাঁথছেন। শুনে এলাম, নিধুবনে বনমালীকে বনমালায় ভূষিত করে চরিতার্থ হবেন। আজ প্রফুল্ল ফুলে ফুলবাণের গর্ব্ব খর্ব্ব হবে।

(রাধিকা ও অন্যান্য সখিগণের প্রবেশ।)

রাধিকা। নাথ! রথ সজ্জায় কোথায় গমন হবে? আজ তোমার প্রসন্ন বদন বিষণ্ণ কেন?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! মধুমণ্ডলের অধীশ্বর মহারাজ কংস, ধনুর্যজ্ঞে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেছেন। অদ্যই আমাদিগকে মধুপুরে যেতে হবে।

রাধিকা। নাথ! কংস তোমার শত্রু না মিত্র? যে কংস তোমার জীবন নাশ সংকল্পে অমিতপরাক্রম অসুরগণকে পাঠিয়েছিল, যার নিষ্ঠুর আজ্ঞায় শিশুকালে পুতনা তোমাকে বধ করতে এসেছিল, যে তোমার চিরকাল শত্রু, তার অযোগ্য যজ্ঞে কোন প্রবৃত্তিতে যাবে, নাথ?

বৃন্দা। রাজনন্দিনি, দেখছোনা? সকল-কার আগে উনি, যজ্ঞের নাম শুনেছেন। আর কি? আর কি তর সয়?

রাধা। নাথ! এই কি তোমার ব্যবস্থা? এই কি তোমার ভালবাসা? এই কি তোমার অনুরাগ? আমরা যে তোমা ভিন্ন আর জানিনে; তুমি যে আমাদের সর্ব্বস্ব, সর্ব্বেশ্বর। নাথ! এ প্রাণ মন তোমাকে সমর্পণ করে আমরা যে অসার দেহ মাত্র বহন করে বেড়াচ্ছি? তার কি এই পরিণাম? তোমাকে ক্ষণেক না দেখলে যে, ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি?

বৃন্দা। রাজনন্দিনি! অন্ধকারত দেখবেই? তোমার সম্মুখেই যে অন্ধকার; দিবানিশি অন্ধ-কার ভজে, আর অন্ধকারে মজে, তুমিও অন্ধ-

কার হয়ে যাচ্ছো। আমরাও তোমার সঙ্গে অন্ধকার দেখছি

কৃষ্ণ। সখি! পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে কি কখন অন্ধকার থাকে? আমার হৃদয় আকাশের পূর্ণ শশী উদয় হয়েছে; আর তোমাদের অন্ধকারে কি কোরবে? আজ যে পূর্ণিমা?

রাধিকা। নাথ! পূর্ণিমাতেই যে রাহুর দৃষ্টি হয়? তাই দুখী আজ বিষম বিচ্ছেদ-রাহু আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। যে নিষ্ঠুর কংস যে তোমার পরম শত্রু। তার সে যজ্ঞ নয়, তোমাদের অনিষ্টের জন্য সে কোন অভিসন্ধি করেছে। নাথ! আমি মিনতি করে বলছি, সে যজ্ঞে তুমি যেওনা?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! যে ব্যক্তি আহ্বান অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি অতিথির অবমাননা করে, এবং যে জন নিমন্ত্রণ অকারণে অস্বীকার করে, সে নিশ্চয় নিরয়গামী হয়। আমি জানি কংস আমাদের চির শত্রু; কিন্তু আমরা কোন কারণে তার আহ্বান অস্বীকার কোরবো?

বৃন্দা। হায় রে পোড়া! আমরা হলে অমন পেটে আগুন দিতাম।

শ্যামা। ও দিদি ওতো নিমন্ত্রণ নয়; কংস রাজা চার কোরেছে। চারের গন্ধে ছুটেছেন, যখন বড়শিতে গাঁথা পড়বেন, তখন টের পাবেন। এখানে যশোদা রাণী আদর করে ক্ষীর সর নবনী খাইয়েছেন, এবার কংস রাজা ঘোল খাইয়ে ছাড়বে।

ওলো সে নয় সোজা, কংস রাজা,
টোপ ফেলেছেন চারে।
যখন সেথায় যাবেন, টেরটি পাবেন,
চিনবেন তখন তারে॥
আমরা আদর করে, ক্ষীর সরে,
ডুবিয়ে রাখি বলে।
ও ভাই তাই বুঝিনে, চ্যাগরা ছোঁড়া
লোভে পড়ল তার ঘোলে॥
এখন মনে করেছেন কলার খাবেন,
তাইতে এত তাড়া।
ওথায় গেলে পরে, আচ্ছা করে,
লাগাবে পাকনাড়া॥

রাধিকা। প্রাণবল্লভ! মিনতি করে বলছি, এ নিমন্ত্রণ রক্ষায় কাজ নাই। যে জন চিরশত্রু, তার সঙ্গে সখ্যতা কিসের? যে তোমার নিধন জন্য নিরন্তর চেষ্টিত, তার নিমন্ত্রণ নয়; নিধন মন্ত্রণা।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! কংস তুচ্ছ দানব; যদি তার ভয়ে ভীত হয়ে জীবিত থাকতে হয়, যদি তার আজ্ঞা বহন করে এ জীবন রাখতে হয়, তবে এ অসার জীবনে প্রয়োজন কি? তৃণ যদি খর-স্রোত স্রোতস্বতীর গতি রোধ করতে সক্ষম হয়, তবে সে নদীর লোপই প্রার্থনীয়। গণ্ডুষ প্রমাণ জলে যদি দাবানল নির্ব্বাণ করতে সক্ষম হোত, তা হলে সংসারে আর অগ্নি নাম থাকতো না।

রা। নাথ! সকল জানি; তুমি যে সংসারের বল, জীবিতের সম্বল—তাও জানি। তোমার তুল্য এ সংসারে দ্বিতীয় নাই, তাও জানি। কিন্তু নাথ! ক্ষুদ্রের দ্বারা কি মহতের অনিষ্ট হয় না? সর্ষপ প্রমাণ বিষে কি ভীষণকায় হস্তীর প্রাণান্ত হয় না? ক্ষুদ্র শরাগ্রে কি বীর্য্যবান সিংহের বিনাশ হয় না? কণামাত্র অগ্নি কি ত্রিভুবন দগ্ধ করতে সক্ষম নয়?

তোমা হেন বীর নাথ, কেবা অবনীতে।
তোমা হেন বীর্য্যবান, কেবা এ জগতে॥
তোমা হেন শক্তি ধরে, কেবা এ ধরায়।
ত্রিভুবনে জীবগণে, কে চেনে তোমায়॥
অনন্ত অচিন্ত্য তুমি, কৃতান্তবারণ।
অবতীর্ণ অসুরের, প্রাণান্ত কারণ॥
কিন্তু নাথ বড় ভয়ে, ভীত এ অধিনী।
অভাগীর অদৃষ্টে শেষে, কি আছে না জানি॥
সামান্য দানব কংস, জানি তা সকল।
জানি তা তোমার হাতে, যাবে রসাতল
কিন্তু নাথ ক্ষুদ্র শরে, মরে নাকি করী?
ক্ষীণজীবী ব্যাধেতে কি, বধে না কেশরী?

কণামাত্র অগ্নিতে কি, দহে না সংসার?
কণামাত্র বিষপানে, কে পায় নিস্তার?
তাই নাথ বড় ভয়, এ অধিনী মনে।
ক্ষুদ্রগণে নাশ করে ক্রুদ্রবলী জনে॥

অক্রুর। দেবি! অগ্নি সংসার দহনে সক্ষম সত্য; কিন্তু সংসার কোথা, আর অগ্নিই বা কোথা! সকলই তো উঁহাতে। উনিই তো সংসারে; উঁহাতেই ত ত্রিসংসার, ত্রিসংসারই বা কেন? অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড উঁহার প্রতি লোমকূপে। উঁহার ধ্বংসকারী কি এ জগতে আছে? হরির শত্রু হয়ে কে ক্ষণকাল জীবিত থাকৃতে সক্ষম?

বৃন্দা। ওমা ইনি আবার কেগো?

শ্যামা। ও দিদি! চিন্‌তে পাচ্ছিসনে? উনি সেই অক্রুর ঠাকুর!

বৃন্দা। বটে? ঐ রক্ত চ'রত খেগো মিন্‌সে বুঝি রথ নিয়ে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে এসেছে? আ মরণ আর কি! মিন্‌সের রকম দেখেছ? যেন ধর্ম্মের ষাঁড়॥

রাধা। অক্রুর! তুমি যে পরম বৈষ্ণব; তুমি যে হরি ভিন্ন এ সংসারে দ্বিতীয় জন জাননা? তবে কি ব'লে সেই কাল সর্পের নিকট সেই ক্রুর প্রকৃতি কংসের নিকট আমার জীবন সর্ব্বস্ব ধনকে লয়ে যাচ্ছ।

বৃন্দা। বলি, ও ঠাকুর! তুমি যে বৃন্দাবনে এসে ভাল মানুষ জানিয়ে যেতে? মরি মিন্‌সে যেন ভিজে বেড়াল! মুখে এক, পেটে আর! গা ময় ছাবা মেরে, কুড়োজালি হাতে করে, বৈষ্ণব সেজেছেন! ওঁরে আমার বৈষ্ণবরে! যাকে ভজেন, তাকেই মজান; মরণ আর কি!

শ্যামা। ও দিদি! উনি কি আমাদের মন্দ করতে পারেন? উনি যে বৈষ্ণব চূড়ামণি! নাম যে উঁহার অক্রুর; উঁহাতে কি ক্রুরতা সম্ভবে?

বৃন্দা। আমরি! কোন আবাগী কি দেখে তোমার নাম অক্রূর রেখেছে গা! তোমার অক্রুর কোন খানটা? আগা গোড়া যে ক্রুরতা মাখান। ক্রুর নাম রাখলে ঠিক কাজের মত নামটী হোত।

কৃষ্ণ। সখি! একের দোষে অন্যের দণ্ড কেন? আমি অপরাধী দণ্ড করতে হয় আমাকেই কর। নিরপরাধী জনকে এরূপ আক্রমণ উচিত নয়।

বৃন্দা।

"বলে যেমন গুরু, তেম্‌নি চেলা,
টিকঘোল তার ছেঁদা মালা।"

কি ভাল মানুষ!

আমাদের যেমন মরণ নেই, তাই মানুষ চিনতে পারিনে! এই কালাচাঁদের কালিমূর্ত্তি ভেবে ভেবে হাড় কালি হয়ে গেল; কূলে কালি দিলাম; গুরুজনে চুন কালি দিচ্ছে; তবু চিনতে পারিনি। কিন্তু আর যাবেন কোথা? এত দিনের পর ভালমামা বেরিয়ে পড়েছে।

গীত।

তোমায় জানিহে শ্রীহরি।
এ কেমন আচরণ,
কেন মজালে যত অবলা নারী।
কালে ভেবে চিরকাল,
স্বর্ণ বর্ণ হোল কাল
এ জীবন যৌবন বিকাল,
কালরূপ নয়নে হেরি॥
তোমার প্রেমে পেলাম মজা,
হাড়ে নাড়ে ভাজা ভাজা,
যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি সাজা,
দিলে এখন বংশী ধারী॥

বৃন্দা। কাল কি কখন সাদা হয়? যার বাইরে কালো, তার ভিতরেও কাল। তার সাক্ষী,—কয়লার ভেতর উপর দুই-ই ত কালো

শ্যামা। কেন, দিদি! কোকিল সে কাল, কিন্তু তার কেমন মধুর স্বর। ভ্রমর কাল, কেমন গুন গুন রব।

বৃন্দা। আমরি, যেমন তোমার বুদ্ধি, তেমনি তোমার কথা। কোকিল ডেকে ডেকে যে ঘুমন্ত বাঘ জাগিয়ে দেয়; সেই পোড়া কপালে

কোকিলই তো দেশ জ্বালালে! আর ভোমরা মশাই নূতন ফুল ফুটলেই ভ্যান ভ্যান করে মরে; বাসি ফুল পানে কি তাকায়? এদের যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ।

শ্যামা। তবে দিদি, পাকা জামের উপর কাল, কিন্তু তার যে ভেতর রাঙ্গা; খেতে কেমন মিষ্টি।

বৃন্দা। আর জ্বালার উপর জ্বালাসনে! তোর নাম শ্যামা বলে, বুঝি কালোর নিন্দা সইতে পারিস্ না।

কৃষ্ণ। ও সখি! ঘরে ঘরে বিবাদ কেন?

রাধা। বিবাদ নয়, নাথ! বিষাদ! যার জন্য আম্‌রা সর্ব্বত্যাগী হয়েছি, যার চরণতরি আশ্রয় করে, আমরা কলঙ্ক সলিলে ঝাঁপ দিয়েছি, তিনি যদি ডুবান তবে রাখবে কে, নাথ?

(রোদন)

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! প্রাণাধিকে! তুমি বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী; তোমার কি সামান্য কারণে কাতর হওয়া উচিত? কংস তুচ্ছ দানব; তাকে ভয় করে যদি আমরা বৃন্দাবনে থেকে না যাই, তবে কি আর নিস্তার থাকবে? সে অদ্যাই এই গোপকুল নির্ম্মূল করে নিরস্ত হবে।

অক্রুর। মাগো! পৃথিবী রসাতলে গেল। পাপের ভার ধরণী ধরতে পাচ্ছেন না; সব যায়—আর থাকেনা, মা! ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী হয়ে, বিশ্বজননী হয়ে, যদি তুমিও নিশ্চিন্ত হ'লে, তবে আর কার কাছে দাঁড়াব মা? যদি সন্তানের উপর বিরূপ হলেন, তবে আর কার কাছে কাঁদবো?

নিত্যানন্দ।

এই বেটী যে বিষম ঠেঁটা।
আসল কাজে বাজায় লেঠা॥
মা হয়ে ও ছেলেয় মারে।
মা বল্‌তে যে ঘৃণা করে॥
দয়া মায়া থাকৃতো যদি,
তবে কি বেটী হত বাদী॥
দেখে শুনে হয়েছি বোকা।
মা বল্‌তে যে লাগছে ধোকা॥
দয়া মায়া নাইকো বলে।
'মা রাধা' তোয় কেউ না বলে॥
তাইতে বুঝি নিদয় হলি।
উচিত কথা বাপকে বলি॥

বৃন্দা। ও শ্যামা! ও মিন্‌সে আবার কে উচিত বল্‌তে এলো? দেখছিস মিন্‌সে যেন ধাঙ্গড়; রূপ দেখ, মরণ আর কি!

শ্যামা। ও বুঝি অক্রুর ঠাকুরের চেলা।

বৃন্দা। আঃ! মরণ! ও আবার চেলা কোন খানটা! ও যে কুঁদো। দাঁড়াতো মিন্‌সে তোকে কালি দয়ে ডুবিয়ে রেখে আসি!

(নিত্যানন্দকে ধারণ)

নিত্যানন্দ।

দেখে শুনে হয়েছি হাবা,
মেয়ে নয় তো মিন্‌সের বাবা।
উচিত কথা আর না কব।
ছাড়ান পেলে পালিয়ে যাব॥

বৃন্দা। মিন্‌সে, পালাবি কোথা? তোকে উচিত কথা বলাই, রোস্।

নিত্যানন্দ।

কংসের কাছে ছাড়ান পেয়ে।
আবার পোলাম বিষম দায়ে॥
ঝকমারি করেছি এসে।
এ বেটী যে সর্ব্বনেশে॥
দাও আমায় এবার ছেড়ে।
কথা কবে কোন ভেড়ের ভেড়ে॥
এক দৌড়ে লম্বা হবো।
পেছনে না ফিরে চাব॥

কৃষ্ণ। সখি! ও পাগল; ওকে পীড়ন করলে কি হবে?

নিত্যানন্দ। ফাঁড়া গেল এতক্ষণে।
পালাই বাবা তপোবনে॥

(নিত্যানন্দের প্রস্থান।)

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম! কৃষ্ণ! তোমার বুদ্ধি বিবেক কি একেবারে লোপ হয়েছে। তোমার কি ঘৃণা, লজ্জা, অপমান,—কিছুই বোধ নাই! এই কি আমো-

দের সময়? আমাদের মাতাপিতা কংসালয়ে বন্দী, দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলে তাঁদের হস্তপদ বাঁধা, পিপাসার জলে পর্য্যন্ত তাঁহারা বঞ্চিত; প্রহরী গণের নিদারুণ বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ রক্তে প্লাবিত; আর আমরা গোপরাজ ভবনে ক্ষীরসর নবনী খাচ্ছি, গোপগণ সহ গোষ্ঠ লীলা কচ্ছি, গোপাঙ্গনা প্রেমে প্রমত্ত হয়ে আছি। ধিক, আমাদের! আমরা যদি জীবিত হ'তাম, আমাদের যদি রক্ত মাংসের শরীর হতো, আমাদের যদি স্নেহ মমতা কিছুমাত্র থাকতো তবে কি এত নিদারুণ কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম? আমাদের স্নেহ মমতা হীন নির্জ্জীব পাষাণময় দেহ; তাই আত্মসুখে উন্মত্ত হয়ে অপার আনন্দ অন্বেষণ করে এই পুণ্যময় সংসারক্ষেত্রকে পাপভারে ভারী কচ্ছি; তাই আমরা পিতা মাতার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে এখনও জীবিত রয়েছি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। আমি যেন কাণে শুনছি, পিতা মাতা বন্ধন যাতনা সহ্য করতে না পেরে কেবল 'কোথা রাম, কোথা কৃষ্ণ' বলে রোদন ক'রছেন। ভাইরে! কৃষ্ণরে! এই কি তোর আমোদের সময় ভাই? ভাইরে! তোকে না লোকে দুঃখহারী হরি বলে? তোর নাম না বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন? তবে কেন নিশ্চিন্ত হয়ে রইলি? এত দিনে বুঝলাম, তোর হৃদয়ে দয়া নাই; তোর সকলই কপটতা। কিন্তু তুই থাক্; দেখ আমি একক মাতা পিতার যন্ত্রণা দূর করতে পারি কিনা। আমি একক পাপধম কংসকে ধ্বংস ক'রে মাতাপিতাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হই কিনা। আমি লাঙ্গলে মধুপুরীকে উৎপাটন করে, মহাসমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ কোরতে সক্ষম হই কি না।

কৃষ্ণ। দাদা, ক্রোধ সংবরণ করুন; আমি অন্যায় কোরলে আপনি ভিন্ন উপদেষ্টা কে আছে?

বলরাম। ভাই! আর বিলম্ব কোর না? সত্বর চলো। আর বিলম্ব সহ্য হয় না, আর যাতনা সহ্য হয় না। সন্তান জীবিত থাকতে মাতাপিতা কারাবাসী! চল ভাই! হয় তাঁদের উদ্ধার কোরবো, হয় কংসকে ধ্বংস কোরবো, না হয় এ দুঃখ ভারাক্রান্ত দেহ কংস হস্তে ত্যাগ কোরবো। আর উঠবো না, আর আসব না, আর এ পাপ মুখ দেখাব না।

কৃষ্ণ। দাদা! চলুন, তবে মাতা যশোদা ও পিতা নন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

বৃন্দা। সখি! চলো গৃহে যাই। আর এখানে থেকে কি হবে?

রাধা। (রোদন স্বরে) সখি! কোথা গৃহ? এই তো গৃহ; এই গোষ্ঠ প্রাঙ্গনই তো আমার শ্রীমাধবের মনোমত স্থান। সখি রে, চল যাই; যে পথে আমার বনমালী গিয়েছেন, চল বৃন্দে, একবার সেই পথে যাই। একবার আমার আরাধনের ধনকে জনমের মত দেখে আসি।

শ্যামা। ও আবার কি কথা! ওতে যে বনমালীর অকল্যাণ কামনা করা হয়?

রাধা। সখি! আমার বিপদহারী হরির বিপদ কি কুত্রাপি আছে? তিনি যে বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন! যাকে শয়নে স্বপনে দেখতে পাই, যে রূপ না দেখলে পলকে যুগান্তর বোধ হয়, তার অদর্শন কি করে সহ্য কোরবো? এ বিচ্ছেদ যে আমার হৃদয় ছেদ কোরছে? সখি! কি করে এ প্রাণ রাখবো? কি বলে এ মনকে বুঝাব?

বৃন্দা। সখি! তখনই তো বলেছিলাম যে, গরুর রাখাল প্রেমের কি জানে? তখন তো শুনলেনা? কালাচাঁদ, কালাচাঁদ বলে কালা হয়ে রইলে; এখন টের পাও। যার বাঁশী শুনে দাসী হলে, তার কি এই রীত? তখন পিরীত—এখন বিপরীত।

গীত।

তখনি তো বলেছিলাম কালার প্রেম
কাল হবে সই।
বুঝে বাসিলে ভাল সে ভাল বাসিল কই॥

যারে মম প্রাণ সঁপিলে,
সে যে শেষে দাগা দিলে,
বর্ষ্ম মত ফণা যে পেলে,
গাছে তুলে নিলে,' সে মই॥

দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্ক।

কংস-রাজ-সভা।

(কংস, কঙ্ক ও মন্ত্রী।)

মন্ত্রী। মহারাজ! অদ্য আপনাকে অপ্রসন্ন দেখছি কেন? যে গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন, যে বাজপেয় যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন, তাতে বিমর্ষ ভাবে থাকলে সকল দিক পণ্ড হবে।

কংস। অমাত্য! আমি যে কি জন্য অপ্রসন্ন তা তুমি কি বুঝবে? আমি বুঝতে পারছি, আর আমার অন্তরই বুঝছে। মন্ত্রিন! আর কি জন্যই বা যজ্ঞ, কি জন্যই বা তার উদ্যোগ? বোধ হয়, সকলই শেষ হোল। আমি শয়নে স্বপনে, জাগ্রতে নিদ্রায়, যখন যে অবস্থায় থাকি, দেখি যেন এক বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ রক্তবস্ত্র পরিধান ক'রে মহিষ বাহনে এসে, আমাকে বন্ধন কোরছে। আমার সম্মুখে পূতিগন্ধময় নরক কুণ্ড, তাতে অবিশ্রান্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। ভীষণাকার নারকী জীব সকল বিকট মুখ ব্যাদান ক'রে আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে; কিন্তু আমার সম্মুখে দেখছি, আমার চির শত্রু কৃষ্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ কোরে চতুর্ভুজে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁর পীতবসন পরিধান, মস্তকে শিখিপুচ্ছ শোভিত মণিময় কিরীট, গলদেশে দোদুল্যমান বনমালা, সুরগণসেবিত চরণতলে হেম নূপুর। তাকে দেখেই আমার সম্মুখস্থ নরককুণ্ড আর আমার পীড়নকারী কৃষ্ণকায় পুরুষ কোথায় গেল, আর দেখতে পেলাম না। আমি যেন কণ্টকাকীর্ণ বন থেকে হৈম-সিংহাসনে উপবেশন কোরলাম, আমি যেন পিশাচময় শ্মশান হতে স্বজন পরিপূর্ণ রাজভবনে প্রবেশ করলাম, আমি যেন অন্ধকারময় পাতাল হ'তে নিস্তার পেয়ে স্বর্গে উত্থিত হলাম। আমি অস্থির হয়ে, আমার অধৈর্য্য প্রাণ শীতল কোরবার জন্য সেই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করলাম। বললাম,—অনাথ-বন্ধো! দীন-নিস্তারণ! এ দাসের প্রতি এত বিড়ম্বনা কেন নাথ? আমি কোন পাপে পাপী, কি অপরাধে অপরাধী দেব? অমনি আমার বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হলো। সেই অবধি আমি কোথায় গেলাম স্থির করতে পারলাম না। আমার সর্ব্ব দুঃখ দূর হোল, সকল যন্ত্রণা শেষ হোল। মন্ত্রিবর! যন্ত্রণা গেলে শান্তি আসে, দুঃখ গেলে সুখ হয়, আমার অদৃষ্টে তাতো হোল না? আমার অন্তরে সুখ নাই শান্তি নাই; আমাতে যেন আমি নাই। তাবালে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করি, অমনি সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট মূর্ত্তি, সেই নব নীরদ বরণ চতুর্ভুজধারী হরি প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাই। মন্ত্রিন্! আমার কি হোল? আমি কোথায় গেলাম, মন্ত্রিন?

মন্ত্রী। প্রভু! স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? স্বপ্ন সমস্তই অলীক। আমার বোধ হয়, এও সেই জাদুগরের জাদু মন্ত্র। যে গোপবালক জাদু মন্ত্র বলে সমস্ত গোপবর্গকে মোহিত করেছে, যে জাদু মন্ত্রবলে যশোদাকে বদনমণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছে, যে মায়া বলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বাম হস্তে ধারণ কোরেছে প্রচণ্ড কালিয়কে দমন করেছে, সে সকলই করতে পারে। এ সকল অদ্ভুত কর্ম্ম কি মনুষ্যের সাধ্য? এ সকলই মায়াবলে সিদ্ধ হয়। আমার বোধ হয়, আপনার অসীম পরাক্রমে সে ভীত হয়ে, মায়াবলে আপনাকে স্ববশে আনছে!

কংস। মন্ত্রিন্! তবে কি এ স্বপ্ন নয়?

তবে কি সেই গোপ বালকের মায়াজালে পড়ে আমার এমন হোল? এক্ষণে উপায় কি?

মন্ত্রী। উপায়—তার বধ-সাধন! অগ্নি নির্ব্বাণ কোরলে তাতে দহন হবার ভয় কি? সমুদ্রের জল শোষণ কোরলে, আর মগ্ন হবার ভয় কি? সর্পকে সংহার কোরলে তার বিষে কি হবে? সেই গোপবালকদ্বয়কে সংহার কোরলে তাদের মায়াও ধ্বংস হবে।

কংস। তাদের বধকরা সহজ নয়। আমি যখন প্রলম্ব বক, চাণূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিরদ, পুতনা, কেশী, ধেনুক, এবং অসুরকুলপতি বাণ ও ভৌম্য প্রভৃতি অমিতবিক্রম বীরের সহ যোগে তাহাদের বধ করা দূরে থাকুক, কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারিনি, তখন কি আর সে আশা করতে আছে? বিশেষতঃ, স্বর্গবাসী সুরবর্গ সেই বালকদ্বয়ের স্বপক্ষ; আমি দেখছি ত্রিভুবন একত্রিত, আমি একাকী।

কঙ্ক। দাদা! এখনও আপনি ভয় পাচ্ছেন? ভয় কাকে? এ ত্রিভুবনে এমন কে বীর আছে যে, তারা শত সহস্র একত্রিত হলে, আপনার পরাক্রম সহ্য কোরবে? শত সহস্র মেষপাল একেশ্বর সিংহের কি কোরবে? শত সহস্র কাকে এক গরুড়ের কি কোরবে? দেবতা-দিগের মধ্যে সমর-কুশল কে আছে? তারা যে আপনার ধনুষ্টঙ্কারে কম্পিত কলেবর হয়। দাদা! মনে নাই কি একবার তাদের সকল ক পরাস্ত করেছিলেন? তারা কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার নিকট জীবন ভিক্ষা লয়ে রক্ষা পেয়েছিল? দেবতারা নির্ভয় দেশেই সুর; যেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, সেই খানেই তারা যোদ্ধা। যুদ্ধ হলেতো পারে না?

কংস। কঙ্ক! দেবতারা যে হীনবীর্য্য তা আমি স্বীকার করি। অগ্নি সদৃশ আমি, ক্ষুদ্র তৃণকে নিমিষ মধ্যে দগ্ধ করতে সক্ষম তাও জানি। কিন্তু স্তূপাকার তৃণ যদি অগ্নির উপর পড়ে, তা হলে অগ্নি আপনা আপনি নির্ব্বাণ হয়ে যায়। ভাই! এই স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলে, আমার শত্রু ভিন্ন মিত্র কেহই নাই; যারা ছিল, তাহাদিগকে সেই তুচ্ছ গোপবালক একে একে সংহার করেছে। আমি অন্য কাহাকেও ভয় করিনে; কিন্তু রাম ও কৃষ্ণের নাম শুনলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়॥

কঙ্ক। দাদা! যদি তাহাদিগকে এত ভয়, তবে এক কাজ করুন। যাদের জন্য তারা আপনার শত্রু, সেই বসুদেব দৈবকীকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলুন। যার জন্য তারা বিরোধী সেই দৈবকী বাসুদেবের মৃত্যু সংবাদ শুনলে তারা আর আপনার শত্রুতাচরণ করবে না।

কংস। ভাই! এই পরামর্শই সৎপরামর্শ। যাও ভাই সেই মহাপাপী দম্পতিকে এই সভা-স্থলে সত্বরে শৃঙ্খল বদ্ধ করে আনয়ন কর। যে অনলে আমার স্বর্ণময় আবাস ভস্ম করতে উদ্যত হয়েছে, তাকে আজ স্বহস্তে নির্ব্বাণ কোরবো। তাদিগকে খণ্ড খণ্ড করে শত্রু-হীন হবো। যাও কঙ্ক, বিলম্ব কোর না।

কঙ্ক। যে আজ্ঞা!

(কঙ্কের প্রস্থান)

মন্ত্রী। মহারাজ! আর এক কাজ করা যাক। আমি শুনেছি, দেবতাদিগের মূল সেই বিষ্ণু; কৃষ্ণ ও বলভদ্র সেই পূর্ণ বিষ্ণু অবতারে অবতীর্ণ। যদি তাই হয়, তবে বিষ্ণু যেখানে ধর্ম্মও সেইখানে। আর সেই ধর্ম্মের মূল, বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা ও যজ্ঞ। এক্ষণে যত্নশীল হয়ে বেদাদি ধর্ম্ম প্রচারক শাস্ত্রের বিনাশ করুন, ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণদিগকে, আর ধর্ম্ম-রূপিণী গাভীগণকে সবংশে ধ্বংস করা যাউক। তা হলে ধর্ম্ম বিনষ্ট হবে; ধর্ম্ম গেলে ধর্ম্মময় বিষ্ণুর বিনাশ সাধন হবে।

কংস। মন্ত্রিন! এ পরামর্শও উত্তম। তুমি দানবগণকে সত্বরে অনুমতি করগে যে, পৃথিবীতে গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা, সত্য, সম, দান, দয়া, তিতিক্ষা এবং যজ্ঞ -এ সকল সত্বরে ধ্বংস করে মন্ত্রি বর! তোমা সদৃশ সাধুমন্ত্রী যার, যে রাজার তোমা সদৃশ বুদ্ধিমান অমাত্য,

তার বিপদ সম্ভাবনা কোথায়? আমি বোধ হয়, কৃষ্ণের যথার্থ মায়ায় মোহিত হয়ে, তাকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি বলে জ্ঞান করেছিলাম; কিন্তু এখন দেখছি, তারা তুচ্ছ গোপবালক ভিন্ন কিছুই নয়। তারা তৃণ, আমি অগ্নি; তারা কাক, আমি গরুড়; তারা কীট, আমি কেশরী! তোমা সদৃশ সৎ মন্ত্রীর মন্ত্রণায় আমি দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হলাম। ধন্য তোমার বুদ্ধি!

গীত।

আজি তারা আর, পাবেনা নিস্তার নিকটে আমার
কৃষ্ণ বলরামে আমি করিব সংহার ॥
পেয়ে তব সুমন্ত্রনা মন্ত্রি হে গেল যন্ত্রণা,
পুরিল মন বাসনা, বুদ্ধিতে তোমার।

(বন্ধনাবস্থায় দৈবকী ও বসুদেবকে লইয়া কঙ্কের প্রবেশ।)

দৈবকী। দাদা! আর যন্ত্রণা সহ্য হয়না, প্রাণ যায়। আমরা কি অপরাধ করেছি? কি মহাপাপে আমরা লিপ্ত হয়েছি যে, এত যন্ত্রনা দিতেছ?

বসুদেব। ভোজরাজ! একবার করুণা-নেত্রে চাও। দৃঢ় বন্ধন যাতনায় আমাদের হস্ত পদ অবশ হয়েছে; অনাহারে অনিদ্রায় জীবন কণ্ঠাগত হয়েছে; আর সহ্য করতে পারিনে। ইহা অপেক্ষা আমাদের মরণে যন্ত্রনা অধিক। কি অপরাধে আমরা শাস্তি পাইতেছি? কি দোষে আমাদের প্রতি অধিক পীড়ন ক'রেছেন, তাতো বলতে পারিনে। আমাদের অপরাধ প্রকাশ করে। আমাদের পীড়ন করুন; তা হলে কায়িক না হোক, মানসিক যন্ত্রণার অনেক লাঘব হবে। মনে কোরবো আমরা দোষী, দোষের দণ্ড অবশ্য সহ্য করতে হয়।

কংস। বসুদেব! তোমরা অনন্ত অপ-রাধে অপরাধী। তুমি যখন আমার চিরশত্রু রাম কৃষ্ণের পিতা, আর ঐ দানব-কুল-কলঙ্কিনী দৈবকী যখন তাহার মাতা, যখন তোমা-দের দ্বারা আমার বৈরী জন্মগ্রহণ করেছে, তখন তোমরা আমার শত্রু! শত্রুকে পীড়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে বৃক্ষের ফল বিষময়, সে বৃক্ষকে সংসারে রাখা কখনও কর্ত্তব্য নয়।

দৈবকী। দাদা! সমুদ্রে কুম্ভীর বাস করে বলে, সমুদ্র কেউ কি সিঞ্চন করে? আমার সন্তানেরা তোমার শত্রু বলে, আমা-দের কেন যন্ত্রনা দাও? দাদাগো! আমি তোমার জনম দুখিনী ভগ্নী; জনমাবধি চির দিন তোমার চরণের দাসী। কোন দিন তো তোমার বিপক্ষবাদী হইনি। কখন তোমার অহিত কামনা করিনি? দাদা! আমি আটটী সন্তান প্রসব করেছি; কিন্তু সূতিকাগারেই তুমি তাদিগকে স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করেছ। তাতে আমিতো দ্বিরুক্তিও করিনি? তোমার প্রতি আমার যে ভক্তিই আছে। দাদা! চেয়ে দেখ? একবার কৃপানেত্রে চাও? দেখ, তোমার দুরন্ত প্রহরীগণের নিদারুণ প্রহারে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। অসহ্য বন্ধনে আমাদের হস্ত-পদে আর শক্তি নাই।

বসুদেব। ভোজরাজ! আপনি এই সসা-গরা ধরিত্রীর একচ্ছত্রধর রাজা। শাস্ত্রে বলে "রাজাই দুর্ব্বলের বল।" এ সংসারে স্ত্রী জাতির অধিক দুর্ব্বল আর নাই; সেই জন্য তাদের একটী নাম অবলা। তবে মহারাজ! নিরপরাধিনী দৈবকীর উপর এত পীড়ন কেন? আমি করপুটে বলছি, দন্তে তৃন করে বলছি, কৃপাকরে দৈবকীর মুক্তি দান করুন। যদি পীড়ন ক'রতে হয়, আমায় করুন। আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করুন, আমার শরীর শতধা খণ্ড খণ্ড করুন, কিংবা ভূগর্ভে প্রোথিত করুন, দ্বিরুক্তি কোরবো না। এ অসহ্য কারাযন্ত্রণা অপেক্ষা আমার মরণই সহস্রগুণে সুখকর।

কংস। বাসুদেব! দেবকী আমার স্নেহময়ী ভগ্নী; তুমি তার স্বামী, আমার সর্ব্বপ্রকার স্নেহের পাত্র। যখন তোমাদের সন্তান সন্ততি না হয়েছিল, তখন তোমা-দের আমি প্রাণের অধিক ভাল বাসতাম।

বাসুদেব! মনে হয় কি, যে দিন তোমাদের শুভ পরিণয় হোল, তখন আনন্দে রথে করে স্বহস্তে অশ্বরজ্জু ধারণ করে তোমাদের মথুরায় লয়ে যাই? মথুরার অধীশ্বর মহারাজ সুরসেনের বংশধর যাদবগণসহ কত প্রমোদে প্রমত্ত হই? কিন্তু সেই সময় আমি আকাশবাণীতে শুন্‌তে পাই, আমি যাকে বড় ভালবাসি, সেই দৈবকীর সন্তান আমার সংহার কর্ত্তা। আমি তৎক্ষণাৎ দৈবকীর—এ কাল সাপিনীর—বিনাশ সংকল্পে অস্ত্র উত্তোলন করেছিলাম। কেবল তোমার ক্রন্দনে, তোমার অনুনয়ে, সে যাত্রায় নিস্কৃতি দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সময় যদি এ আগুন নির্ব্বাণ করতাম, তবে এ সময়ে তার দহন ভয়ে ভীত হতে হোত না; সেই সময় যদি এ বিষলতা উৎপাটন কোরতাম, তা হলে তার ফল ফোলতো না।

দৈবকী। দাদা! আর কেন সে ক্ষোভ নাথ? তোমার সম্মুখেই সেই বিষলতা উপস্থিত আছে; একে বিনাশ করে সকল মনকষ্টের শান্তি কর; আমার এ অসহ্য যন্ত্রণার শেষ কর। (রোদন)

বসুদেব। হা ভাগ্য! আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না। প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও; রোদন ক'র না। আর এ দগ্ধ প্রাণকে দ্বিগুন দগ্ধ ক'র না; আর এ ক্ষত হৃদয়ে শেলাঘাত ক'র না; আর আমার জর্জ্জরিত হৃদয়ে যন্ত্রনা দিও না। আর কেন? রোদন সংবরণ কর। সকল যন্ত্রনার শেষ হবে ভেবে, চিত্তকে সুখী কর। মরণকালে যে রূপ কারাগারে দেখতে পেতে, যেরূপ শয়নে স্বপনে দেখতে পাও, সেই নবঘনশ্যাম চতুর্ভুজধারী মুকুন্দমুরারী হরিকে ধ্যান যোগে দেখ, সকল যন্ত্রনার শেষ হবে।

দৈবকী। নাথ! মরি তাতে ক্ষতি নাই। এ যন্ত্রণার অপেক্ষা, কি মরণের যন্ত্রনা? মরণ হ'লে যে সকল যন্ত্রণার শেষ হয়। দাদা! তুমি এই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর; তোমার তুল্য জ্ঞানবান জগতে নাই; আমি গুরুজনের মুখে শুনেছি, পিতা মাতার ঋণ পুত্রে পরিশোধ করে; পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত পুত্রের দ্বারায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু পুত্রের দোষে পিতা মাতা দণ্ড পায়, পুত্রের পাপে পিতামাতা দায়ী ইহা ত শুনিনি? দাদাগো! আমার পুত্রগণ তোমার শত্রু; তাদের দণ্ডবিধান কর। তাদের দোষে আমাদের এত যন্ত্রণা কেন দাও?

কংস। দৈবকি! তুই আমাদের ভগ্নী। চিরকাল তোকে হৃদয়ের সহিত যত্ন করতাম। কিন্তু তখন জান্‌তাম না যে, যাকে মাল্য জ্ঞানে কণ্ঠে ধারন কর্‌তাম, সে কালকুটময়ী কালভুজঙ্গিনী; যাকে দেবী বলে সম্বোধন করতাম, সে রাক্ষসী; যাকে ভগ্নী ব'লে স্নেহ কর্‌তাম, সে প্রলয়কারিণী অগ্নি। পাপিনি! যথার্থই তোর মুখে মধু অন্তরে বিষ; সর্ব্বাঙ্গে বিষময়। তুই যদি এই অজাতশত্রু ভোজবংশে না জন্মাতিস্, তবে কি এমন হোত? যদি আগে জান্‌তাম যে, তোর জন্য আমাদের এই বিশাল অসুরকুল ধ্বংস হবে; তোর গর্ভে, দানবকুলনাশক কুলাঙ্গারের জন্ম হবে; তা হ'লে কি তোর এতকাল জীবিত থাক্‌তে হোত? যে অগ্নি দৈত্যবংশ ভস্ম কর্‌বে, তাকে আগে নির্ব্বাণ কর্‌তাম। যে লতায় বিষফল ফল্‌বে তার আগে মূলচ্ছেদ কর্‌তাম।

দৈবকী। দাদাগো! তখন কেন্ আমাকে বিনাশ করনি? আমার সন্তানগণকে যেমন তোমরা খণ্ড খণ্ড ক'রে ছেদন কর্‌লে, সেইরূপ সুতিকাগারে যদি আমাকেও নাশ কর্‌তে তা হ'লে যে আমার সুখের মরণ হোত? চিরদিন পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হোতে হোত না; দুঃসহ কারাযন্ত্রনা সইতে হোত না। আমার উপাস্য দেবতা যে স্বামী, তাঁর এ দুর্গতি চক্ষের উপর দেখতে হোত না। দাদা! আর যন্ত্রণার উপর বাক্য যন্ত্রণা দিও না। কৃষ্ণরে! গোপালরে! লোকের মুখে শুন্‌তে পাই তোরা আমার পুত্র; সেই প্রসবকালে, তোর চাঁদমুখ দেখেছিলাম। তোর রূপে ত্রিভুবন আলো করেছিল; কিন্তু সেই পর্য্যন্ত তো আর দেখা দিস্‌নি। বাপ! কেবল গর্ভযন্ত্রণা দিবি ব'লে, নিদারুণ বজ্রাঘাত

সহ্য করব বলে কি তোরা আমার সন্তান হয়েছিলি? কোথা রাম! কোথা কৃষ্ণ! একবার মরণকালে দেখা দে? একবার মধুর বচনে মা ব'লে ডেকে আমার সন্তপ্ত প্রাণ শীতল কর।

গীত।

একবার ডাক আমারে আসি
মধুর বচনে দুখিনীরে আজি মা বলে।
কোথা গেলিরে কুমার, কৃষ্ণধন আমার,
রেখেছি যাহারে গোকুলে ব্যাকুলে॥
সুখের নিশী কবে হবে সুপ্রভাত,
দেখা দিবি পুত্র অনাথের নাথ,—
বাছা কি বলে তুই ভুলে আছিস্
কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু তোরে সবাই বলে,
সে নাম ডুবালি কলঙ্ক সলিলে,
আমরা নিরবধি, কৃষ্ণ বলে কাঁদি,
কি সুখে আছিসরে গোকুলে সে কুলে।
তোমা হেন সুত থাকিতে কষ্ট এত,
চক্ষে বারি বক্ষে শীতে গোপনে—
কঠিন বন্ধনেতে জীবন অন্ত হোল,
কোন বাসনা আশায় এ প্রাণ রেখেছি,—
দেখরে চিন্তামণি, হায় তোর জননী,
পতিত রয়েছি ভূতলে,—
সদা পতিত রয়েছি ভূতলে কে তোলে॥

দৈবকী। বিধাতঃ! তুই কেন আমায় পুত্রবতী করেছিলি? নারদ মুখে শুনেছিলাম, পতিতপাবন হরি আমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন; যদি তাই হয়, তবে আমাদের এত দুর্দ্দশা কেন? আমরা যদি ত্রিলোকের পতি অনাথের গতি হরির মাতা-পিতা হব, তাহলে কি আমরা এই তুচ্ছ কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকি? তা হলে কি, পথের কাঙ্গালিনীর মত আমাদের কেঁদে কেঁদে দিনযাপন করতে হয়? আমরা পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছিলাম, তাই ইহ জন্মে দুর্গতি ভোগ করছি। পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফলে ত্রিকালদর্শী নারদ ঋষিরও পরিহাসের পাত্র হলাম। আমরা মহাপাপী বলে, ঋষিরাজ মিথ্যা প্রলোভনে, আমাকে গোলোকবিহারী হরির জননী বলে সম্বোধন করে গিয়েছেন। হায়! তবে কি পূর্ব্ব জন্মের পাপে ইহজন্মে দুর্গতি ভোগ করছি?

বসুদেব। প্রিয়ে! ঋষিবাক্য কি কখন মিথ্যা হয়? দৈববাণী কি কখন অলীক হয়? দৈবকি! যে দিবস তোমার অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিন দৈববাণীতে শুনেছি যে, প্রথম জন্মে তোমার নাম পৃশ্নি ও আমার নাম সুতপা ছিল; আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে স্ত্রী পুরুষে সেই গোলোকের ধন পতিতপাবন হরিকে পুত্ররূপে পাবার জন্য দ্বাদশ সহস্র বর্ষকাল কঠোর তপস্যা করি। দয়াময় হরি দয়া করে তোমার গর্ভে, আর আমার ঔরসে পৃশ্নিগর্ভ নামে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় জন্মে তোমার নাম অদিতি, আর আমার নাম কশ্যপ ছিল; সেবার ভক্ত-বৎসল ভগবান উপেন্দ্র নামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সে জন্মে ভগবানের আকার খর্ব্ব হয়েছিল বলে, লোকে তাঁকে বামন বলত। আর এই তৃতীয় জন্মে আমি বসুদেব, তুমি দৈবকী নামে জন্ম পরিগ্রহ করেছ। কমলা-সেবিত কেশব শ্রীকৃষ্ণ নামে জন্ম গ্রহণ করেছেন; দেবি! দৈববাণী কখন মিথ্যা নয়; কেবল অদৃষ্টলিপিতে আমরা ত্রিলোক জনক জননী হয়েও, ইহজন্মে গুরুতর শাস্তি ভোগ করছি।

দৈবকী। নাথ! তুমি দৈববাণী শুনেছ, কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, নাথ! যখন আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হোল, সেই সময় আমার সন্তানের অপরূপ রূপ দেখে মোহিত হলাম। তাহার চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বিভূষিত, বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন মস্তকে বৈদূর্য্য-মুকুট। আমি সেই অপরূপ রূপে মোহিত হয়েছি, এমন সময় তুমি আমার সন্তানকে প্রাণ ভয়ে নন্দালয়ে নিয়ে গেলে; আমি দেখতে পেলাম না। আমি

সেই নিদারুণ পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হলাম; ক্ষণেক পরে চৈতন্য হয়ে দেখি, আমার ক্রোড়ে এক অপরূপ কন্যারত্ন শোভা কোরছে। তাহার ত্রিনয়ন, অষ্টভূজ, তপ্ত-কাঞ্চন সদৃশ বর্ণ। আমি কাতর হয়ে বললাম, মা কি দোষে আমায় ছলনা করতে এসেছিস্? আমি কোন জন্মে কি পাপ করিছি যে, এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে আমায় ছলনা করতে এলি? তখন সেই শক্তিরূপী আদ্যাশক্তি আমায় বলেছিলেন, দৈবকি! তোর অষ্টম গর্ভের সন্তান হতে তুই পরম সুখী হবি; দুরাত্মা অসুরদিগের নিদারুণ দৌরাত্ম্য হতে তোর জন্যই পৃথিবী নিস্তার পেলেন। ইহকালে ধন্য হলি, আর পরলোকে গোলোকে অনন্ত দেবের সঙ্গে অনন্তকাল পরম সুখে অতিবাহিত করবি। নাথ! দৈববাণী যদি সত্য হোত, স্বয়ং মুক্তিমতি দেবীর বাক্য যদি অখণ্ডনীয় হোত, তা হলে কি আমরা কঠোর কারাগারে যন্ত্রণা ভোগ করতাম? মহেশমনোরমা মহামায়া আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে আমায় মায়ামোহে অভিভূত করতে পারতেন? নাথ! যদি আমরা জগৎত্রাতা হরির জনক জননী হবো, তা হলে কি এত যন্ত্রণা সহ্য করি। আমরা সাগর সলিলে মগ্ন হচ্ছি, অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছি, গরলাক্ত অশিত হয়ে সর্প দংশনের জ্বালা পাচ্ছি, মেঘের উপর বাস করে, বজ্রাগ্নিতে ভস্ম হচ্ছি, সিংহের শিশু মাতাকে শৃগালে পদাঘাত করছে।

কঙ্ক। দাদা শুনেছেন? অসুরকুল-কলঙ্কিনীর প্রত্যাশা শুনেছেন? ইহার অষ্টম গর্ভে দৈত্যদলন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। ওর অঙ্কে অম্বিকা অষ্টভূজা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; এও কি প্রাণে সহ্য হয়?

কংস। কঙ্ক! যথার্থই দৈবকীর অষ্টম গর্ভ প্রসূত এক কন্যা মাত্র আমি পেয়েছিলাম। আমি যখন সেই কন্যাকে শিলায় আঘাত করে বিনাশ করতে উদ্যত হই, সেই সময় আমার হস্তস্খলিত হয়ে সে যেন অষ্টভূজা মূর্ত্তিতে তেজময়ী ত্রিনয়নী রূপে, জলদ গম্ভীর স্বরে আমাকে বল্লেন,—আমার অন্তকারী অরি দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। সে নন্দনন্দন-রূপে নন্দ ঘরে বাস করছে। সেই পাপাত্মার বিনাশ কর্তেই তো এই ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

কংস। তবে আর কি? তবে যখন স্বকর্ণে শুনলেন, সেই পাপী গোপ বালক, দৈবকীর সন্তান; আর ও নিজ মুখেও স্বীকার করলে যে, আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান অসুরদিগের অন্তকারী, তখন আর কেন? এই এক আঘাতেই পাপীনী নিপাত করব। যে পাপিনী তোমাদের শত্রুর জননী, তাকে খণ্ড খণ্ড করে সকল পাপের প্রতিফল দিব। পাপিনি! কুলকলঙ্কিনি! শত্রু-নাশিনি! আয় তোর কে রক্ষা করছে। (ছেদন উদ্যত।)

বসুদেব। কংস! ভাই! এ দোষে আমি দোষী; আমিই সেই অষ্টম গর্ভের সন্তানকে নন্দালয়ে রেখে এসেছি। আমিই তোমাদের শত্রুকে গোপন করেছি। ভ্রাতঃ! আমিই নিয়ত তোমাদের শত্রু উৎপাদন করেছি; আমাকে বিনাশ কর।

দৈবকী। (কংসের কর ধারণ পূর্ব্বক) দাদা গো! আমিই তোমাদের শত্রু-জননী; আমিই তোমাদের অন্তকারীকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম; আমাকে অগ্রে বিনাশ কর। দাদা! দয়া কর; আমার সম্মুখেই বিধবা ঘটাইও না। আমি জীবিত থাকতে, আমার জ্ঞান থাকতে, আমার চক্ষের উপর সর্ব্বনাশ করো না। কোথা রে! কৃষ্ণরে! তোরা কোথায়? বৎস! একবার আয়, শেষকালে একবার চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে জননীরে শেষ দেখা দে। হরি! তোকে না লোকে দয়াময় বলে? তবে এত যন্ত্রণা পাচ্ছি, এত পীড়নে কাতর হয়ে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' করে দিবানিশি ডাকছি, তবু ত তোর দয়া হল না? তবে বাপ! কোন গুণে তুই দয়াময় নাম ধরেছিস? বাপ! আর একটী নাম না তোর বিপদ-ভঞ্জন! তবে বাপ! আমরা অবিশ্রান্ত তোর শত শত হরিনাম করেও তো এ দুঃখার্ণবে নিস্তার

পাইনে। বাপ! আর আমাদের বিপদ উদ্ধারের প্রত্যাশা নেই; এই বিপদেই যেন আমাদের বিলয় হয়। তবে এই প্রত্যাশা, মরণকালে মদনমোহন মূর্ত্তিতে একবার ক্ষণেকের জন্য দেখা দে। যেরূপ মানসে দেখে লোকে ভব বারিধির কূল পায়, আমরা সেইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখে এ জীবন সার্থক করি। হরি! যদি তোরা আমার যথার্থ পুত্র হ'স, তবে এই সময় একবার পুত্রের কাজ কর। আমি আটটী সন্তানের জননী; কিন্তু এখনও পুত্র মুখ দেখিনি। শাস্ত্রে বলে, পুত্র মুখ দেখলে পুন্নাম নরক দর্শন হয় না; সেই জন্যই বলছি, একবার দেখা দিয়ে দুরন্ত নরক দর্শনে নিস্তার কর।

কংস। কঙ্ক! আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিস নে। ভাই, যে মুণ্ডে পাপিনী বার বার হরি নাম করছে সেই মুণ্ড মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন কর। ভাই! যত ও 'গোপালরে, রামরে, কৃষ্ণরে' বলে ডাকৃছে, ততই যেন আমার মনের অন্ধকার দূর হচ্ছে। এমন অপকৃষ্ট নাম তো কখন শুনিনি? ঐ কৃষ্ণনামের দোষে আমার মন যেন গলে যাচ্ছে। আমার নিষ্ঠুরতা দূর হয়ে দয়ার উদ্রেক হচ্ছে। ও পাপিনী যতবার সেই হরির নাম করে, আর আমার অন্তরে যেন তার উপর শত্রুতা দূর হয়ে ভক্তির উদয় হয়। বোধ হয়, সেই মায়াবীর নামের দোষে আমার এমন হচ্ছে। ভাই! সত্বরে ওকে বিনাশ কর। নতুবা, আবার ও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করবে, আর আমার মন কৃষ্ণ-প্রেমে আকৃষ্ট হবে।

কঙ্ক। দাদা! আর বিলম্ব নাই।

(দৈবকীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ছেদনোদ্যত।)

(উগ্রসেনের প্রবেশ।)

উগ্রসেন। ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ। পাপাত্মা! এখনও বজ্রাঘাত হলোনা; এখনও পাপাত্মাদের দেহের উপর মস্তক রয়েছে! রে স্বর্গবাসি সুরবর্গ! তোরা কি নাই? তোদের কি অস্ত্র শস্ত্র নেই। তোদের কি কিছুমাত্র দৈবশক্তি নেই? তোরা সর্ব্বজ্ঞ হয়েও দৈবকী বসুদেবকে জানতে পারিস নে? তোরা স্বর্গে বাস করে, দৈবশক্তি ধারণ করে যদি এত ভ্রান্ত হয়ে থাকিস তো বলে দেই। দৈবকী তোদের মাতা আর বসুদেব তোদের পিতা। পূর্ব্বজন্মে এরাই কশ্যপ আর অদিতি ছিলেন; এদেরই ঔরসে তোরা তেত্রিশ কোটী দেবতা জন্মগ্রহণ করেছিস। যদি তোদের পিতৃ-মাতৃ ভক্তি থাকে, তবে ইন্দ্র তুই দধিচীর অস্থি দিয়ে এই দুরন্ত অসুরকুল নিপাত কর। পবন, তুই এই পাপাত্মাদের নিশ্বাস বায়ু রোধ করে দে। অগ্নি, তুই প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হয়ে, এই দুর্নিবার দানবকুলকে দগ্ধ কর। বরুণ, তুই প্লাবন রূপে এই পরম পাপীদিগকে প্রলয় মুখে প্রক্ষেপ কর। আর অন্য অন্য দেবগণ সশস্ত্রে সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'। যদি তোরা না পারিস আমি তোদের সহায়তা কোরবো। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তোদের জন্য আর তোদের পূর্ব্ব জন্মের মাতা পিতার জন্য স্বয়ং অসি ধারণ কোরবো। ছাড় পাপাত্মা! দূর হ, দুরাশয়।

দৈবকী। দেব! বৃথা দেবতাগণকে গঞ্জনা দিচ্ছেন। আমরা জন্মান্তরে তাদের পিতা মাতা ছিলাম বলে কি তাদের দয়া হবে? এ জন্মেই যাদের জন্য দশমাস অসহ্য গর্ভ যন্ত্রণা সহ্য কোরেছি; যাদের প্রসব করেছি বলে আমরা কারাবাসী হয়েছি, তারা তো এ বিপদে চক্ষের দেখাও দেখলে না? কৃষ্ণ রে! তুই না দেবতাদিগের বল, তুই না এই ত্রিলোকের একমাত্র ঈশ্বর। তুই না জীবের জীবন; তবে কি বলে বাপ ভুলে আছিস? তোর নামে জীবের ভব যন্ত্রণা যায়, তোর বিপদভঞ্জন নামে জীবের আসন্ন বিপদ উদ্ধার হয়; তবে বাপ তোদের জননী হয়েও এত যন্ত্রণা সহ্য করছি? গোপাল! আর আমাদের বিলম্ব নেই, এখনই আমরা খণ্ড খণ্ড হবো। এই সময় একবার পুত্রের কাজ কর? একবার বনমালীরূপে দেখা দে! ইহ কালের যন্ত্রণা দূর করতে অপারগ হোস, পর কালের যন্ত্রণা দূর কর। তোর পবিত্র রূপ

দর্শন করলে মরণ কালে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলে মরণ হলে, ইহকালে না হোক, পরকালে আর কালের ভয় থাকবে না।

গীত।

একবার দেখাদে আমায়ে ও রূপ দুখিনী মা বলে
যাতনা সহে না প্রাণে শোকানলে হৃদয় জ্বলে ॥
জগত পিতার মাতা হয়ে, বদ্ধ আছি কংসালয়ে,
যাতনা সয়ে, কারাগারে যাতনা সয়ে, পীড়ন,
আর সহে না প্রাণে, শান্তি পাই মরণ হোলে॥

কঙ্ক। দাদা! এখন কি কর্ত্তব্য? আমাদের চির বিপক্ষ পিতা এসে শত্রু পক্ষের সহায়তা কোরছেন।

কংস। পিতঃ! এই কি আপনার কর্ত্তব্য? যারা আমার চিরশত্রু যাদের জন্য এই বিশাল অসুরকুল নির্ম্মূল হতে চ'লেছে, যারা আমার জাতশত্রু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই শত্রু বিনাশে আমি কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। আপনি তাতে প্রতিবাদী কেন?

উগ্রসেন। কংস! যদি তোর শত্রু বলে ভয় হয়ে থাকে, যদি তোর জীবনে মমতা থাকে, তবে তাঁদের আর শত্রুভাবে ভাবিসনে হৃদয়কে পবিত্র কর, মুক্তকণ্ঠে একবার 'হরি হে! দীনবন্ধু হে' বলে ডাক, সেই কৃপাসিন্ধু জগবন্ধুকে বন্ধু ভাবে ভাব, তা হলে সেই পবিত্র নামের গুণে সেই রাম কৃষ্ণ কেন, এই ত্রিভুবন তোদের মিত্র হবে। মৃত্যু ভয় কেন, এ শরীরেই শ্রীগোবিন্দ সহবাসে গোলোকে বসতি করতে পারবি।

কংস। এখন বুঝি যে, তুমি যথার্থই দৈত্যকুলের কলঙ্ক। নতুবা, সেই নন্দনন্দন যুগলকে জগদ্বন্ধু বলে ভাববে কেন? যদি তাদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের নাম করে গোলোকে যেতে হয়, তবে সে গোলোক নয়—নরক। কঙ্ক! আর বিলম্ব কেন কোরছো? মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ পাপী পাপিনীদের শিরশ্ছেদন করে আমার চক্ষু শূল দূর কর।

কঙ্ক। আর বিলম্ব কি? (ছেদনোদ্যত)

উগ্রসেন। (কঙ্কের অসি ধারণ পূর্ব্বক) কার সাধ্য? আমি জীবিত থাকতে, কে ওদের কেশাগ্র স্পর্শ করে? অগ্রে আমায় ছেদন কর, অগ্রে তোদের পিতৃরক্ত দর্শন কর, পরে তোদের যা ইচ্ছা হয় করিস।

কংস। আচ্ছা, তাই হবে। যদি তোমার তুচ্ছ জীবনকে এত ভার বোধ করে থাক, তবে তাই হোক।

উগ্রসেন। দীনবন্ধু! আর বুঝি তোমার মাতাপিতাকে রক্ষা করতে পারলাম না। প্রভু হে! আমার জন্য বলছি না, আমার জীবনের পাপের ভার আর বহন করতে পারিনে; এ জীবন গেলেই অব্যাহতি পাই। কিন্তু দেব! যাঁরা দিবানিশি 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' করে কাল কাটালে, যারা তোমার জন্য কঠোর কারাগারে যন্ত্রণা ভোগ কোরলে, তারা জীবনান্ত কালে তোমার কৃপাময় কৃষ্ণরূপ দেখতে পেলে না? দীননাথ! একবার এসো প্রভু! যেরূপে তুমি প্রলয় পয়োধি নীরে বেদ-রক্ষণরূপে হয়গ্রীব রূপধারী বেদাপহারী দৈত্যগণকে নিধন করেছিলে, যে মূর্ত্তিতে মধুকৈটভ নামক অসুর যুগলকে যমালয়ে পাঠিয়েছিলে, যে রূপে তুমি কূর্ম্মমূর্ত্তি হয়ে পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্ব্বত ধারণ কোরে সমুদ্র মন্থন উৎপন্ন অমৃত লাভে অসুরগণকে বঞ্চিত করেছিলে, যে রূপে প্রভু নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ কোরে ভক্তবর প্রহ্লাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন, যে রূপে আপনি বামন রূপ ধারণ করে বলিকে চিরকালের জন্য পাতালবাসী করেছেন, যে রূপে পরশুরাম রূপ ধারণ করে ক্ষত্রিয় রক্তে পৃথিবীকে প্লাবিত করেছিলেন, যেরূপে নয়নাভিরাম রামরূপে অবতীর্ণ হয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণকে সংহার করেছেন, প্রভু! একবার সেই মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়ে, এই অসুর কুলাঙ্গার কংস দৈত্য ভয়ে আমাদিগে বিমুক্ত কর।

কংস। কি এত বড় স্পর্দ্ধা! এত বড় যোগ্যতা! আমার সম্মুখেই আমার অমঙ্গল কামনা! সেই তুচ্ছ গোপবালক আমার বধ

সাধন কোরবে? অপার জলধি করকাঘাতে পরিক্ষুব্ধ হবে? প্রচণ্ড দাবানল জলকণায় নির্ব্বাণ হবে? গগনস্পর্শী পর্ব্বতশৃঙ্গ ফুৎকারে বিচলিত হবে? যে বালক নন্দ গোপের গোচারণে নিযুক্ত, যে [illegible] বাধা মস্তকে বহন করে [illegible], চৌর্য্যবৃত্তি যার নীতি শিক্ষা, ননী চুরি, বসন চুরি যার দৈনিক কার্য্য, [illegible] যে জন বৃন্দাবনকে উৎসন্ন দিলে, গোপ কুলবালাদের সতীত্ব রত্ন অপহরণ করলে, সে [illegible] নির্ভয় হোল! সে [illegible] বীর হল! সে [illegible] বীর পরাক্রম অসুর কুলের অপরাজেয় হবে! [illegible]। দেবকী বসুদেবের বধের প্রয়োজন নাই; [illegible] আমাদের [illegible], বধ করলেই [illegible] ওদের বন্ধনের [illegible] কঠিন লৌহ শৃঙ্খলে [illegible] কর, বিশাল [illegible] কর, আর কারাগারে [illegible] দাও, সময় [illegible], [illegible], যখন ইচ্ছা যেন তাঁহারা [illegible] করে।

উগ্রসেন। [illegible]! [illegible] যথার্থ ই [illegible] আর বিলম্ব নাই, [illegible] হয়েছে। আজ [illegible]; অক্রূর সেই গোপ বালকদের [illegible] গিয়েছে। আজ [illegible], সেই [illegible] বালক দ্বারা তোদের কি [illegible] হরি হে! যদি আমি দিবসে এ [illegible] তোমার দর্প-বিপদহারী [illegible] করে থাকি, যদি তোমার চরণারবিন্দে আমার একমাত্র মতি থাকে, যদি এ জীবন মন তোমা ভিন্ন অন্য কিছু না জানে, তবে [illegible] ই [illegible],—অদ্যই যেন আমি নির্ব্বংশ হই। অদ্যই যেন আমাকে পিণ্ড দিতে এক জনমাত্রও ইহসংসারে না থাকে। অদ্যই যেন অসুর কুল নির্ম্মূল হয়। ভগবন্! আমিও তো তোমার চিরশত্রু অসুর বংশে জন্মেছি। দেখ! ভগবদ্ভক্ত বলে আমিও যেন নিস্তার না পাই।

কঙ্ক। অন্যের না হোক, তোমার আজ [illegible] দেখতে হবেই হবে। যে অসি দেবকী বসুদেবের জন্য উত্তোলন করেছিলাম, [illegible] নিশ্চয়ই সেই অসি তোমার মস্তকে [illegible] হবে।

কংস। কঙ্ক! যার বুদ্ধি নাই, তার এ [illegible] কিছুই নাই! নির্ব্বোধকে বধ করা, আর একটী বৃক্ষকে ছেদন করা সমান। তুমি ঐ অসুর-কুল-কলঙ্ককে বধ না করে, যে কারাগারে দেবকী বসুদেব থাকে, সেই স্থানে ও উহাকেও কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে বৃহৎ প্রস্তর [illegible] দিয়ে রাখ। পরে অদ্য কৃষ্ণ বলরাম বিনষ্ট [illegible] সকলের যথাবিহিত ব্যবস্থা [illegible]।

কঙ্ক। যে আজ্ঞা!

(শৃঙ্খল দ্বারা উগ্রসেনকে বন্ধন।)

উগ্রসেন। [illegible] কঙ্ক! [illegible] বলছি আমাকে প্রহার কর। অসি দ্বারা খণ্ড খণ্ড কর! কিন্তু নিরপরাধী বৃদ্ধ মহারাজকে আর যন্ত্রণা দিও না।

দেবকী। দাদা! তুমি যে চিরকাল [illegible]; তোমার শরীরে এত [illegible] আছে, [illegible] পূর্ব্বে জানিতাম না। দাদা! আমরা তোমার শত্রুর পিতা মাতা বলে আমাদের এত যন্ত্রণা দিচ্ছ; কিন্তু বৃদ্ধ মহারাজ কোন দোষে দোষী? উনি যে তোমার পিতা! উঁহার জন্য তুমি যে পৃথিবী দেখেছ; উঁহার প্রতি এত পীড়ন কি তোমার কর্ত্তব্য!

কংস। পাপিনি! তোর আর আমাকে নীতি শিক্ষা দিতে হবে না। তোদের নিজের দুর্দ্দশা চিন্তা করগে। কঙ্ক! কিছুমাত্র দয়া কোর না। কঠিনরূপে বন্ধন কর আর কারাগারের প্রহরীদিগকে বলে দিও, তারা যেন আমার পিতা বলে দয়া না করে। প্রত্যহ যেন বেত্রাঘাত করতে বিস্মৃত না হয়।

কঙ্ক। যে আজ্ঞা, তা আর বলতে হবে

বেত্রাঘাত করে ক্ষত স্থানে লবণ সংযোগ করে দিতে বল্‌বো।

দৈবকী। গোপালরে! আর যে সহ্য কর্‌তে পারিনে; কৃষ্ণরে! কোনগুণে তোর নাম কৃপাসিন্ধু! কার প্রতি তুই দয়া করেছিলি বলে, লোকে তোকে দয়াময় ব'লে ডাকে! হরি, যথার্থই যদি তোতে দয়ার কণামাত্র থাকে, তবে দেখে যা, যে জন জনমাবধি হরি বোলে বোলে বৃদ্ধ হয়েছে যে জন জীবনাবধি তোর অমূল্য হরিনাম না করে জলবিন্দু পর্য্যন্ত মুখে দেয়নি, যে জন তোকে বিপদভঞ্জন মধুসূদন বলে ডেকেছিল বলে বিপদস্থ হয়েছে, সেই বৃদ্ধ মহারাজ উগ্রসেনের দুর্দ্দশা একবার দেখে যা। কৃষ্ণরে! আমরা মরি তাতে দুঃখ নাই; এ যন্ত্রণা অপেক্ষা মরণই আমাদের সুখকর। কিন্তু যে জন তোর ভক্ত, তাকে বিপদে উদ্ধার না করলে আর তোকে ভক্ত-বৎসল বলে কে ডাক্‌বে?

গীত।

বাছা কোনগুণে তোর দয়াময় নাম
প্রচার করে ত্রিসংসারে।
দয়ামায়া থাকলে কি তোর,
বদ্ধ থাকি কারাগারে॥
তুই থাক্‌তে বিপদভঞ্জন কেনরে বিপদে মরি,
কংস রাখে বন্দী করি, পাষাণ দিয়ে বক্ষঃপরে॥
বিপদে যে তোরে ডাকে, তার কিরে বিপদ থাকে,
কেন তোর দুখিনী মাকে, যন্ত্রণা দিস্ এত করে॥

—— •

চতুর্থ অঙ্ক।

—০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মথুরাধাম।

(কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।)

বলরাম। কৃষ্ণ, ভাই! এমন সুব্যাবস্থার রাজ্য তো কুত্রাপি দেখিনি? কংসের রাজ্যের পারিপাট্য দেখে তাকে যথার্থ সুখী বলে বোধ হয়॥

কৃষ্ণ। দাদা! যথার্থ বলেছেন। কংসের তুল্য পরম সুখে রাজ্য সুখ সম্ভোগ করতে জগতে কেউ পারেনি। এই যে কংস রাজার রজককে বধ করে আমরা অমূল্য বস্ত্র পরিধান করেছি, এই যে সুদামের নিকট হতে মনোহর মালায় আমরা সুশোভিত হইয়াছি, এই যে কুব্জার নিকট হইতে মনোহর অনুলেপনে আমরা অঙ্গরাগ করেছি,এ সকল অন্য রাজাদের সম্ভোগ করা দূরে থাক, চক্ষেও দেখতে পায় না।

বলরাম। ভাই! কংস বিবিধ ভোগ সুখে রত বলে যুদ্ধ বিগ্রহেও ক্রটি নাই। আমাদের বধের জন্য যে সকল যোদ্ধা সে পাঠিয়েছিল তারা সকলেই বীরাগ্রগণ্য। বিশেষতঃ, কুবলয়-পীড় নামক হস্তীর মত সুশিক্ষিত সুকৌশল সম্পন্ন হস্তী জগতে নাই।

বলরাম। ভাই! যথার্থ বলেছ? তাকে যখন তুমি বধ কর, সে মৃত্যুকালেও তোমাকে আক্রমণ করতে ক্রটি করেনি। যা হক, এই ধনুর্যজ্ঞের পূজনীয় ধনু ভঙ্গ হওয়ায় তার বড় আশাও ভঙ্গ হয়েছে। সে জানত যে, এই ধনুতেই আমাদের বল পরীক্ষা হবে। কিন্তু হরি! সে যে ভ্রান্ত; কেমন করে তোমার মহিমা বুঝবে? যে জন পর্ব্বতাকার হরধনু ভঙ্গ করে, সীতা রত্ন লাভ করেছিল, যে ধনুতে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করে, সেই ধনু যে জন খণ্ড খণ্ড করে ভগ্ন করেছিল, তার বিক্রম এ সামান্য ধনু কি করে সহ্য করবে?

(চানুর ও মুষ্টিকের প্রবেশ।)

মুষ্টিক। দাদা চানুর! ঐ না সেই তারা। (কম্প)

চানুর। মুষ্টিক! কাঁপচিস্ কেন?

মুষ্টিক। কাঁপি কি সাধে? ভয়ে। ওরা যে হাতে মাথা কাটে। এক চড়েই ওরা ধোপার দফা রফা করেছে। দাদা তুমি যাও; ওর

কাছে কে পৈতৃক সম্পত্তি কাঁচা মাথাটা দিতে যাবে?

চানুর। এখান থেকে ফিরে পালালেই বুঝি তোর বাঁচা আছে? কংস রাজা বুঝি তোর মাথাটা আস্ত রাখবেন।

মুষ্টিক। তাই তো দাদা! ওদের হাত দাঁত দুইই যে চলে? শুনেছি পুতনা মাগিকে কামড়ে খেয়েছিল। অত বড় হাতীটের দাঁত দুটো হাত দিয়ে উপড়ে ফেলেছে, ধোপার মাথাটা হাত দিয়ে কেটে ফেললে, আমাদের আর মারতে হবেনা, ওঁচালেই গিয়েছি বাবা।

চানুর। মুষ্টিক! যা বলেচিস তা ঠিক; ওরা যখন পুতনাকে বিনাশ করেছে, ওরা যখন চক্রবাক, যমলার্জ্জুন, ধেনুক, কেশী, শঙ্খচূড়, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি বীরগণকে বিনাশ করেছে, ওরা যখন প্রলয়কারী দাবানল হতে গোপাল ও গোপগণকে রক্ষা করেছে, ওরা যখন কালিয়-দমন ও সুরপতি ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করেছে, আর কৃষ্ণ যখন সপ্তাহকাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বাম হস্তে ধরে গোকুলবাসীদিগকে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত থেকে রক্ষা করেছে, তখন ওদের অসাধ্য কিছুই নাই। বিশেষতঃ, ওরা যখন কুবলয়পীড় হস্তীকে বধ করেছে, এবং যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে যজ্ঞধনু খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে ফেলেছে, তখন ওদের কাছে কি নিস্তার আছে?

মুষ্টিক। তবে দাদা, পালাই চল। এমন জায়গায় লুকাব, কংসের বাবাও টের পাবে না।

চানুর। পাগল! পালাবি কোথায়; কংসকে যেন লুকাবি, কিন্তু যার ভয়ে পালাচ্ছিস তার নিকট পৃথিবীতে এমন স্থান নেই যে, লুকিয়ে নিস্তার পাবি। আয়, যুদ্ধ কর; তার পর যা অদৃষ্টে আছে হবে। রে গোপনন্দন; তোরা কোন সাহসে যজ্ঞধনুর্ভঙ্গ করলি? তোরা কি মনে করেছিস যে, মহাবীর চানুর মুষ্টিক প্রহরী থাকৃতে তোরা এ দুষ্কর্ম্ম করে নিস্তার পাবি? (কাটিতে উদ্যত)

কৃষ্ণ। চানুর! আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে মধুপুরে এসেছি; আমাদের উপর সদ্ব্যবহার করা তোমাদের উচিত।

মুষ্টিক। দাদা! ওরা যখন ভাল কথা কোচ্ছে, তখন নিশ্চয় ভয় পেয়েছে। যখন ভয় পেয়েছে, তখন কিন্তু ছাড়া হবেনা। তুমি ঐ কালুটে কালকুটে ছোঁড়াকে আচ্ছা করে পাক নাড়া দেবে। ও সেই যশোদা গয়লানীর ননী মাখন চুরি করে খেতো। এখন আচ্ছা করে খোল খাইয়ে ছাড়বি। আর আমি হাঁদা ছোড়া কটা ছোড়াকে ফড়া ছেঁড়া করে ছাড়বো। যখন ভয় পেয়েছে তখন আর ভয় কি দাদা?

চানুর। নরাধম! তোরা নিমন্ত্রিত বলে কি, অনিষ্ট করে নিস্তার পাবি; আয় পাপাত্মা! তোদের এই খানেই নিমন্ত্রণ ভোজন করাই।

(কৃষ্ণ বলরামের সহিত চানুর ও মুষ্টিকের যুদ্ধ এবং উভয়ের পতন।)

কৃষ্ণ। দাদা! চানুর মুষ্টিক তো বিনষ্ট হলো; কিন্তু কংসালয়ে এসে পর্য্যন্ত আমার মনে যে তিলেকের জন্য শান্তি নেই? আমার প্রাণের ভিতর যেন কে গুরুতর আঘাত করছে। যে দিকে তাকাচ্ছি, সেই দিকই যেন শূন্য দেখছি।

বলরাম। ভাইরে! আমার মনে যে কি হচ্ছে, তার আর ব'লতে পারিনে। ভাই! সর্ব্বদাই যেন শুনছি, কে যেন উচ্চৈঃস্বরে "কোথা রাম, কোথা কৃষ্ণ" বলে রোদন করছে!

কৃষ্ণ। দাদা! আর কে রোদন কোরবে? আমাদের জনমদুঃখী জনকজননী নিদারুণ কারাগার যন্ত্রণায় রোদন করছেন। আমরা পাষণ্ড সন্তান; সকল জেনে শুনেও নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছি। আমরা গোপরাজ ভবনে পরম সুখে রয়েছি; কিন্তু যাদের হতে এই জীবন প্রাপ্ত হয়েছি, তাঁরা কিনা কংস কারাগারে 'হা রাম, হা কৃষ্ণ' ক'রে জীবন যাপন করছেন।

গীত।

আর যে সহে না জীবন জ্বলে গেল,
এ কাতর ধ্বনি শুনে।
আমরা কুসন্তান বলে, মাতা পিতায় ভুলে,
থাকি যে গোকুলে আনন্দ মনে॥
এই কি করলাম অন্তঃপরে, জনক জননীরে,
দুঃখ নীরে, ভাসাই কোন প্রাণে!
কঠিন হৃদয় বলে, এ প্রাণ গেল না, মরণ হলনা,
নৈলে এতকাল নিশ্চিন্ত ছিলাম কেমনে॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

যজ্ঞস্থল

(কংস, কঙ্ক প্রভৃতির প্রবেশ।)

কঙ্ক। দাদা সর্ব্বনাশ হয়েছে! পাপাত্মা রাম কৃষ্ণ কুবলয়পীড় হস্তী বিনাশ করেছে। যজ্ঞ-ধনু ভঙ্গ করেছে; চানুর মুষ্টিককে সংহার করেছে।

কংস। কি, কুবলয়-পীড়, চানুর মুষ্টিক নিহত হয়েছে! আমার মঙ্গলময় যজ্ঞধনু সেই তুচ্ছ গোপবালকদ্বয় ভঙ্গ করেছে। এতদূর স্পর্দ্ধা! গোপ অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, নন্দ গোপের বাধা বয়ে, তাদের এত দম্ভ। যদি নন্দ-গোপ আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ ক'রত, তা হ'লে সহ্য হোত। কেননা, সে রাজা। কিন্তু গোপ অন্নে যাদের শরীর, তারা আমার প্রতি-কূলাচারী, একি সহ্য হয়? সূর্য্যের উত্তাপ সয়; কিন্তু সূর্য্যের তেজে উত্তপ্ত বালুকার তাপ সহ্য হয় না। বজ্রাঘাতে মরণ ভাল; কিন্তু দীপ শিখায় দগ্ধ হয়ে মরণ বড় যন্ত্রণা। তারা কি জানেনা, এখনও কংস জীবিত আছে? এখনও কংস হস্তে অরাতি-মর্দ্দন অসি বিদ্যমান রয়েছে? যাও কঙ্ক! মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদিগকে এখানে লয়ে এস। আজ যজ্ঞস্থলে ছাগ, মেষ, মহিষের বিনিময়ে তাহাদিগকে স্বহস্তে বলিদান করবো।

(কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।)

কঙ্ক। দাদা! ঐ যে রামকৃষ্ণ আপনার সম্মুখেই উপস্থিত হয়েছে।

কংস। কই রামকৃষ্ণ! কৈ আমার সম্মুখে! কৈ সে নরাধম গোপালদ্বয়?

কঙ্ক। এই যে আপনার সম্মুখে।

কংস। একি! কঙ্ক, একি! এতো তারা নয়! কখনও নয়। এ যে চতুর্ভুজধারী? এ যে নবনীরদ বরণ; এ যে শিখিপুচ্ছ অঙ্গদ মেখলা সুশোভিত; এ যে বনমালা বিভূষিত। ঐ দেখ কঙ্ক! চরণ যুগল দেখ। নয়ন ভরে দেখ, প্রাণ ভরে দেখ, চরণে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ যব-চিহ্ন দেখ? এ কাকে নিয়ে এলি? এ কে আমার সম্মুখে এলো? আমার বৈরিভাব কোথা গেলে? আমি যে প্রেমময় ভক্তি সলিলে মগ্ন হলাম।

কঙ্ক। ওই যে দাদা! রাম কৃষ্ণ আপনার সম্মুখে? চতুর্ভুজ কোথা দেখলেন? ওরা যে দ্বিভুজ।

কংস। সত্য বলছিস? ওরা সেই রাম-কৃষ্ণ? ওরা কি আমার চিরশত্রু দৈবকীনন্দন? সত্য কি ওদের হতে এই বিশাল অসুরকুল নির্ম্মূল হবে? তবে আর কি? এই অসিতেই ওদের শত্রুতার প্রতিশোধ দিব। না, না। কখন নয়, কখন নয়। এরা গোপবালক নয়! ভগবন্ অনাথবন্ধো! এখনও প্রতারণা! এখন স্থির হয়ে দাঁড়ান, জনমের মত একবার ঐ সৌম্য মূর্ত্তি দেখে নিই। আর কি মরণকে ভয় করি? শমন আমার কি কোরবে? আমার সম্মুখে যে শমনদমন মদনমোহন ভগবান। আমি তো তোমার শত্রু নই? অন্তর্য্যামিন্! আমার অন্তর অন্বেষণ করে দেখ দেখি, আমি গোলকবিহারী চতুর্ভুজধারী হরির শত্রু কিনা? আমি সেই গোপবালকদ্বয়ের শত্রু; সেই রাম কৃষ্ণ আমার জাত শত্রু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের যদি এখন পাই, এই অসিতে খণ্ড খণ্ড করে বধ করবো। কে রক্ষা করবে? কিন্তু এ তো তারা নয়; এ তো গরল নয়; এ যে অমৃত।

এ তো সর্প নয়; এ যে কুসুম মালা। এ তো পিশাচ নয়, এ যে দেবতা। (করপুটে) ভগবন্! যুদ্ধার্থী হয়ে কি এ দাস ভবনে শুভাগমন করেছ? আমায় বিনাশ বাসনায় কি অস্ত্রধারী হয়ে অবতীর্ণ হয়েছ? যে হরি-নাম একবার উচ্চারণ করলে জীবের সকল বিপদ বিনাশ হয়, সেই চতুর্ভুজধারী হরি আমার সম্মুখে; তবে কার সাধ্য আমায় বিনাশ করে? আর যদি তোমার হাতে বিনষ্ট হই, তবে তার অপেক্ষা ইষ্ট জগতে কি আছে? জীবগণ মরণকালে একবার "হরিবোল, হরি-বোল" বলে মরতে পারলে, তার কঠোর জঠর-যন্ত্রণা পুনরায় সইতে হয় না। এক্ষণে সেই মৃত্যুকালে তুমি চতুর্ভুজরূপে আমার সম্মুখে তোমার হাতে একবার মরতে পারলে আর দ্বিতীয় বার মরতে হবে না।

কঙ্ক। দাদা! আপনি কি উন্মাদ হলেন? কাকে আপনি হরি বলে উপাসনা করছেন? ও যে সেই আপনার চিরশত্রু রাম-কৃষ্ণ। দাদা! লৌহকে সুবর্ণ জ্ঞান করা যেমন নির্ব্বোধের কাজ, তদ্রূপ তুচ্ছ গোপালদ্বয়কে গোলোকপতি জ্ঞান করলে প্রকৃত ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়।

কংস। ভ্রান্ত! এখনও তোর ভ্রান্তি আছে। এখনও তুই শ্রীকান্তকে দেখতে পাচ্ছিসনে। একবার আমার সম্মুখে দেখ দেখি, ঐ বৈকুণ্ঠের বৈভব বিষ্ণু কিনা? ওকি ওকি? কঙ্ক আকাশের দিকে দেখ দিগঙ্গনা-গণ হাসছে। দেখ? ঐ দেখ, ঐ দেখ, সুর-সুন্দরীগণ শূল হস্তে দণ্ডায়মান। দেখ, কি অদ্ভুত! কোমল করে কঠোর অস্ত্র! এ কি! এ যে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে। ঐ দেখ, আকাশে আমার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু কই? প্রতিমূর্ত্তিতে তো আমার মস্তক নাই? কই আমার হস্তের অঙ্গুলি কৈ? এ কি? একি? চতুর্দ্দিকে রোদন ধ্বনি শুনছি কেন? আমি গর্দ্দভে আরোহণ কখন করলাম? মৃণাল ভোজন করছি কেন? আবার দেখ, কঙ্ক! আবার দেখ, একজন কৃষ্ণকায় দিগম্বর পুরুষ দেখ; ঐ দেখ সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখা, রক্ত জবার মালা গলে দিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে ভগবন্! ভক্ত-বৎসল! ভবার্ণব কাণ্ডারী এ দাসের প্রতি এত বিড়ম্বনা কেন? দেব! আমার সম্মুখে পরম পুরুষ পুরুষোত্তম থাকতে, আমি মৃত্যু লক্ষণ কেন লক্ষ্য করছি? ভগবন্! বিপদ-সহায়! এ বিপদে দাসের প্রতি বিমুখ হইও না; একবার চরণ তরী প্রদান কর, এ অপার বিপদ-বারিধি পার হই। আর যদি আমায় বিনাশ করাই তোমার বাসনা হয়ে থাকে, তবে আর কেন আমায় সে সুখে বঞ্চিত কর? এই আমি তোমার সম্মুখে অস্ত্র ত্যাগ করলাম। (অসিত্যাগ) এই তোমার সম্মুখে 'হরিবোল হরিবোল হরিবোল' বলে দণ্ডায়মান হলাম।

গীত।

হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে।
এ জীবন ত্যজিব আমি, শ্রীহরির চরণ তলে॥
আমার আর কি ক'রবে শমন,
সম্মুখে ঐ শমন-দমন, কৃতার্থ জনম জীবন,
হোলরে আমার,—
পুনর্জন্ম আর হবে না ও হাতে মরণ হলে॥

কঙ্ক। দাদা! আপনার মৃত্যু আপনি আহ্বান করে আনলে, কে আপনাকে রক্ষা করবে? আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজয় করে, তুচ্ছ নরের ভয়ে ভীত হলেন? তুচ্ছ গোপালদ্বয়কে গোলকের ধন পতিতপাবন জ্ঞান করছেন? আপনি গোষ্পদকে সাগর জ্ঞান করছেন? কীটকে কেশরী বলে ভীত হচ্ছেন? আপনিও ঐ জাদুগরের জাদু মন্ত্রে মোহিত হলেন? কই আমি ত চতুর্ভুজরূপে দেখতে পাচ্ছি না।

কংস। কঙ্করে! তুই কোন গুণে ও রূপ দেখতে পাবি? আমি যে অপরূপ রূপ দেখে মোহিত হয়েছি? যে চতুর্ভুজধারী বৈকুণ্ঠ-

বিহারীর রূপ যোগিগণ কঠোর উপাসনা করে মানসে দেখতে পায় কিনা সন্দেহ, সেই স্বরূপ রূপ বিশ্বরূপ চতুর্ভুজে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। যে হস্ত চন্দনচর্চ্চিত কুসুমদামে চরণ অর্চ্চনায় উৎসুক, সেই হস্তে কি করে অসি ধারণ করবো?

বলরাম। ভাই কৃষ্ণ! কংস আমাদের এতদূর অনিষ্ট করতে যত্ন করেছে, তুমি কি বলে ওকে গোলোকের অপরূপ চতুর্ভুজ রূপ দেখাচ্ছ? তুমি দয়াময় বলে কি শত্রুর প্রতি দয়া কোরবে?

কৃষ্ণ। দাদা! কংস আমাদের চিরশত্রু যথার্থ। ওর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী; যে জনের অন্তঃকরণ সে ইহ জীবনে শান্তি পায় না, সে নিজের বিষে নিজে দগ্ধ হয়; তাই এই চতুর্ভুজ রূপে ক্ষণেকের জন্য ওকে শান্তি প্রদান করছি।

কংস। (সরোদনে) ভাই কৃষ্ণ! চল ভাই, দেবকীর, প্রাণের ভগ্নীর, কারা মোচন করে দিইগে। চল সত্বর চল ভাই! বসুদেবের শৃঙ্খল মোচন করে দিয়ে, তার চরণে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করিগে। আর পিতা উগ্রসেন নিরপরাধী; ভগবদ্ভক্ত পিতাকে অকারণে রাজ্যচ্যুত করেছি, বিনা দোষে অশেষ যন্ত্রণায় কারাগারে রেখেছি; সে পাপের ও প্রায়শ্চিত্ত হবে না? যে পিতার ঋণ পুত্র দ্বারা পরিশোধ হয় না, তার কাছে পুনরায় ঋণ গ্রস্ত হয়েছি। তার পরিশোধের জন্য এই মস্তক অসি দ্বারা ছেদন করে, তাঁর পদতলে রক্ষা করিগে। নতুবা, পিতৃরাজ্য পিতাকে দিয়ে চিরকালের জন্য বনবাসী হইগে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ঐ দেখ, ভাই! আকাশে দেখ, ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূর্ত্তি দেখ! সেই দিন, সেই দিন কৃষ্ণ! দেবকীর অষ্টম গর্ভ প্রসূত কন্যাকে শিলায় আছাড়ে দিল ঐ মূর্ত্তি, ঐ কপাল মালিনীর করাল মূর্ত্তি বলেছিল নন্দালয়ে আমার শত্রু; ঐ দেখ, রুদ্রাণীর রুদ্রমূর্ত্তি। ঐ দেখ, ভুবনমোহিনীর ভুবনমোহন রূপে ত্রিভুবন আলো করেছে। ঐ শোন বলছে, আমার সম্মুখে শত্রু; ঐ দেখ, আবার বলছে, ঐ তোর সম্মুখে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। কৈ অসি! কৈ খড়্গ! শীঘ্র দাও, শীঘ্র দাও, সত্বরে শত্রু বিনাশ করব। পাপাধম গোপান্নভোজী! কোন সাহসে তুই ভোজরাজের শত্রু হয়েছিস? কোন সাহসে তুই পতঙ্গ হয়ে অগ্নি নির্ব্বাণে এসেছিস! কি বলে তুই কীট হয়ে কেশরীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েছিস? এই দেখ, তোর সকল সাধ—না না কখনও নয়, কখনও পারবো না। কার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করবো? এ হস্ত দ্বারা সে কার্য্য কখনই তো হবে না. দূর হ। (অস্ত্র ত্যাগে করপুটে) ভগবান! দীনবন্ধো! বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি যে নাথ! হৃদয়ে শত সহস্র সর্পে দংশন করছে। দেব! আমি তোমার শত্রু; এ অধম দানব কি তোমার শত্রু হবার যোগ্য! দন্তবক্র, শিশুপাল, তোমার শত্রু; হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু তোমার শত্রু; শঙ্খাসুর তোমার শত্রু; দশানন কুম্ভকর্ণ তোমার শত্রু; তোমার অংশে জন্মে পরশুরাম তোমার শত্রু; আমি কি তোমার তদ্রূপ শত্রু দেব! যদি তাই হয়, তবে ক্ষণেকের জন্য তোমার মিত্রতা চাইনে। তারা যেমন ভক্তি অপেক্ষা শক্তি বলে মুক্তি লাভ করেছে, তারা যেমন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চিরদিনের জন্য তোমাকে জয় করেছে, তারা যেমন বলপ্রকাশে পথের সম্বল সংগ্রহ করেছে, সেই মত আমিও তোমার শত্রুতা প্রার্থনা করি। আমি তোমার হস্তে জীবন অপেক্ষা মৃত্যু প্রত্যাশা করি।

বলরাম। ভাই কৃষ্ণ! কর কি? সত্বরে তুমি রূপ সংবরণ কর। ও যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছে। ভাই, তুমি সকল জেনে শুনে সর্ব্বনাশ করবার উপক্রম করেছ? ভাই, তুমি যে ভক্তবৎসল; তোমার চক্ষু যে প্রেম নীরে অভিষিক্ত হয়ে আসছে! ভাই! তুমি যদি নিজগুণে শত্রুকে অভয় দাও, তবে আর আমাদের মাতা পিতার উদ্ধার হবে না।

কৃষ্ণ। দাদা! যথার্থ বলেছেন; এই আমি বিশ্বরূপ সংবরণ করলাম

কঙ্ক। দাদা! আপনি কি ঐ মায়াবীর মায়ায় মোহিত হলেন? আপনি সকল জেনে শুনে জঘন্য কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করছেন? আপনি আমাদের সম্মুখ চতুর্ভুজ রূপ দেখছেন, কিন্তু আমরা কি একবারও দেখতে পেলাম না?

কংস। যথার্থ, কঙ্ক যথার্থ! কৈ সে বনমালী? কৈ সে চতুর্ভুজধারী কৈ? কেহ ত নাই? বুঝেছি, উঃ! মহাপাপ গোপ বালকদ্বয় জাদু মন্ত্রে আমাকে জগৎ চিন্তামণিকে দেখাচ্ছিল। নরাধম! তুই কোন সাহসে মায়ায় আমাকে অভিভূত করতে এসেছিস্? তুই কি আমায় যশোদা পেয়েছিস যে, বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়ে বশীভূত করবি? তুই কি মূর্খ গোপ পেয়েছিস যে, সামান্য অগ্নি নির্ব্বাণ করে আপনাকে নির্ব্বাণদাতা বলে পরিচয় দিবি? আয়, পাপাত্মারা তোদের সকল মায়া নষ্ট করি। কঙ্ক! মন্ত্রিবর! সেনাগণ! সকলে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও; বিলম্ব করো না।

(কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত কংস ও কঙ্কের যুদ্ধ এবং উভয়ের পতন ও মৃত্যু।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

মথুরাধামে কৃষ্ণ ও বলরাম আসীন।

(উগ্রসেনের প্রবেশ।)

উগ্রসেন। ভাইরে, রামকৃষ্ণরে! এতদিনের পরে তোদের মনে পড়েছে? ভাই, একবার আমার অবস্থা, তোর মাতা পিতার অবস্থা স্বচক্ষে দেখ। ভাইরে, কোন গুণে তুই দয়াময় নাম ধরিস্? তোর শরীরে তো দয়ার লেশমাত্র নেই? যদি থাকৃতো তা হলে কি 'হরি হে দীনবন্ধু হে' বলে দিনরাত কেঁদে কেঁদে তোর দেখা পাইনে? লোকে বলে, পঞ্চম বৎসরে ধ্রুব তোর নাম করে কেঁদেছিল বলে, তুই চতুর্ভুজ রূপে কোলে লয়ে তাকে সান্ত্বনা করেছিলি; প্রহ্লাদ তোর অমূল্য নাম করে জীবন ভিক্ষা চেয়েছিল বলে, তুই স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করে নরসিংহ মূর্ত্তিতে তার জীবন রক্ষা করেছিলি; এখন বোধ হয়, সে সব মিথ্যা। নতুবা, আমরা এই দিন রাত তোকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকেও তোর দেখা পেলাম না কেন? তবে যারা তোকে দয়া না করে তোরা তাকে দয়া করিস্। যে ধনুর্ব্বাণ ধরতে পারে, যে তোর পত্নীকে চুরি করে পথে পথে তোকে কাঁদাতে পারে, তার প্রতি তুই বড় সদয়। যদি এই বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ না হতাম, যদি কিঞ্চিন্মাত্র যৌবনের সামর্থ শরীরে থাকৃতো, তা হলে কি কাতর হয়ে তোরে ডাকৃতাম? অস্ত্রধারী হয়ে তোকে লাভ করতাম। যার শক্তি আছে তার মুক্তিলাভের ভাবনা কি? এতদিনে জানলাম, তুই ভক্তের ভগবান নহিস; শক্তের ভগবান।

কৃষ্ণ। (উগ্রসেনের পদধারণ পূর্ব্বক) দাদা মহাশয়! আর গঞ্জনা দিবেন না। আর তিরস্কার করবেনা।

উগ্রসেন। (কৃষ্ণবলরামকে ক্রোড়ে করিয়া) হরি, কি বলে তুই আমার পায়ে ধরলি? এতে আমার পাপ, না—পুণ্য? এতে আমার সৌভাগ্য, না—দুর্ভাগ্য? যাঁর পদ হতে পতিতপাবনী গঙ্গা উদ্ভব বলে জীবগণ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়, যে পদ মস্তকে করে বলিরাজা পাতালবাসী হলো, যে পদস্পর্শে পাষাণী মানবী হলো, কাষ্ঠতরি স্বর্ণ হলো, সেই মোক্ষপদদাতা সুখ সম্পদের বিধাতা কিনা আমার পদতলে। ভাইরে, বুঝেছি,তোর আজকাল পদে ধরা বড় অভ্যাস; দিনান্তে একবার শ্রীরাধার চরণ না ধরলে আর চলেনা না, তুই সেই রাধার পদের বাঁধা হয়ে আছিস, সেই অভ্যাসের গুণে কি আমার পদে ধরলি ভাই?

গীত।

একি আচরণ, ও নীল রতন,
ধরিলি চরণ, কি বলে॥
তুই তো মানব নস্ শ্রীহরি,
গোলকবিহারী, নব মূর্ত্তিধারী ভূতলে॥
তোর ঐ পদে হোল উদ্ভব জাহ্নবী,
তোর ঐ পদস্পর্শে পাষাণ মানবী,
বলিরাজা তোর ঐ চরণযুগল ভাবি,
স্বর্গ ত্যজি গেল পাতালে॥
চাইনে ভাই তোর এখন চরণ,
মরণ কালে দিস্ দরশন,
পদ দিয়ে বিপদ করিস্ রে হরণ,—
স্থান দিস্ চরণ কমলে॥

কৃষ্ণ। দাদামহাশয়! কই, আমাদের জনমদুখিনী মাতাপিতা কই?

উগ্রসেন। ঐ যে শৃঙ্খল বদ্ধ প্রস্তর বক্ষে তোমার সম্মুখে।

বলরাম। ভাই কৃষ্ণ! এ দৃশ্যও আমাদের দেখতে হল? ভাই, এত যন্ত্রণাতেও জীবের জীবন থাকে? এ দেখে এখনও এ প্রাণ দেহে রয়েছে? আমরা মহাপাপী নরাধম সন্তান, তাই জেনে শুনেও নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

(বসুদেব ও দৈবকীর শৃঙ্খল মোচন।)

মা! তোমার নরাধম সন্তান যুগল এসেছে। পিতঃ! তোমার অকৃতী সন্তান তোমার চরণ প্রান্তে উপবিষ্ট, একবার মুখ তুলে চাও। দাদা, কই জীবিতের লক্ষণ কিছুই তো নাই। দাদা, ইহাই দেখতে কি আমরা মধুমণ্ডলে এসেছিলাম? এই দেখতে হবে বলে কি, এতদিন জীবিত ছিলাম?

বলরাম। কৃষ্ণ, আর কি? সকল আশাত শেষ হোল; আর কেন ভাই আমরা যন্ত্রণা সহ্য করি? আমরা জীবিত থেকে যখন মাতা পিতাকে জীবিত অবস্থায় কারামোচন করতে পারলাম না, তখন চল ভাই আর ব্রজে ফিরে যাব না। আজ হতে প্রতিজ্ঞা করলাম, এ জীবন আর রাখবো না। কিন্তু জলে, অনলে কি অস্ত্রাঘাতে এ জীবন বিসর্জ্জন দেব। চল ভাই নির্জ্জন বনে যাই চল। আমার মাতা পিতা যে শৃঙ্খলে বদ্ধ আছেন সেই শৃঙ্খল মোচন করে নে, যে বিশাল প্রস্তর বক্ষে আছে, সেই প্রস্তর সঙ্গে নে, আমরা ঐরূপ শৃঙ্খল বদ্ধ হয়ে, ঐ প্রস্তর বক্ষে করে, এ জীবন ত্যাগ করে এ দুরন্ত শোকের কথঞ্চিত লাঘব করিগে। মাগো! একবার মুখ তুলে দেখ, তোর হারাধন নীলরতন তোর সম্মুখে মা! একবার উঠে কোলে নে; তোর জীবন সার্থক কর; তোর জন্ম পবিত্র কর; তোর উত্তপ্ত হৃদয় শীতল কর। মা অভিমানে কি কথা কচ্ছিসনে? আমার উপর তোর অভিমান কিসের? আমি যে তোর জ্যেষ্ঠ সন্তান। সন্তান অপরাধী হলে কি মাতৃস্নেহ যায়? মাগো! তোদের জন্য আমার যন্ত্রণার ক্রটি হয়নি আমিও তোদের জন্য এই নির্জ্জন কারাগারে বন্দী; তবে আমার কি দোষ যে, আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিসনে? একি মা তবু কথা কইলিনে? তবু একবার তাকালিনে? তবে কি তোরা নাই? আর কি ইহজন্মে তাকাবিনে? আমাকে মা বলায় কি চিরকালের জন্য বঞ্চিত করে গেলি মা! ভাই কৃষ্ণ, যা মনে করেছিলাম, তাই হল। সকল আশা একেবারে নির্ম্মূল হোল। মা নাই, পিতা নাই।

কৃষ্ণ। দাদামহাশয়! এই দেখতে কি আমরা মধুমণ্ডলে এসেছিলাম? আমাদের সম্মুখে এই সর্ব্বনাশ হবে বলে কি পুতনা প্রদত্ত বিষপানে বিনষ্ট হইনি? কালদহে মগ্ন হয়েও মৃত্যু হইনি? দাদাগো! কেন আমার মস্তকে গোবর্দ্ধন গিরি নিপাতিত হয়ে, আমাকে নিষ্পেষিত করলে না? কেন আর এ দেহ সেই প্রলয় কারী দাবানলে দগ্ধ হোল না? কেন সেই অসুরগণ হস্তে আমি নিস্তার পেলাম? (দৈবকীর পদধারণ) মা, তোর কৃষ্ণ বড় কাতর হয়ে ডাকছে, একবার দয়া করে সন্তান বলে কোলে নাও। মা! বুক ফেটে গেল; আর সহ্য করতে পারিনে।

বলরাম। পিতঃ, আপনিও কি এ অধম

সন্তানের মুখ দর্শন কোরবে না বলে মৌন হয়ে রয়েছেন ? পিতঃ! সন্তান সহস্র অপরাধে অপরাধী হলেও পিতৃস্নেহ যায় না ; তবে দেব, কি জন্য বিষন্ন ভাবে রয়েছেন ? পিতঃ! আমি আপনার সপ্তম সন্তান, বলরাম, আর এই কৃষ্ণ তোমার অষ্টম সন্তান যাকে তুমি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর অন্ধকার রাত্রে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তরঙ্গাকুল যমুনা পার হয়ে নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেন, সেই কৃষ্ণ আর বলরাম আপনার সম্মুখে।

কৃষ্ণ। দাদা মহাশয়! কি হল! মাতা পিতার মৃত্যুকালে দর্শন করতে কি এ কালে মধুমণ্ডলে এসেছিলাম ? দাদা! আমাদের কেন সর্বনাশ কেন হলো ?

উগ্রসেন। ভাই! কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছিনে এত দিন 'কোথায় গোপাল' বলে রোদন করে দৈবকীর ও বসুদেবের, নয়ন যুগল অন্ধ হয়েছিল ; ভাইরে! এত যন্ত্রণায় জীবের জীবন কত দিন থাকে ? ভাই! অনিদ্রা, অনাহারে কঠিন শৃঙ্খল, নিদারুণ প্রহার কতকাল সহ্য হয় ? ভাই, আমার কঠিন জীবন, এবং অসুর কুলে জন্ম ; সে জন্য এত যন্ত্রণা সহ্য করেও বেঁচে আছি। দৈবকী বসুদেব তা পারবে কেন ? ভাইরে! তোরা উপযুক্ত সন্তান সত্বে মাতাপিতার দুর্গতি দূর হোলনা এই আশ্চর্য্য! ভাইরে! যা হবার তা হয়েছে তার উপায় নাই ; এখন ভাই, একবার চতুর্ভুজ হয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে, দৈবকী ও বসুদেবের শমনদণ্ড বারণ কর। ভাইরে! সেই সঙ্গে, এই অধম অসুরকেও কৃতার্থ কর সেই ভুবনমোহন রূপ দর্শন দাও ; ভীষণ ভবার্ণব পারের ভয় ভঞ্জন হক।

গীত।

তোরে কি আর বোলব রে কানাই।
তুই তো স্বচক্ষে দেখিলি রে ভাই।
এত দুঃখে জীবন বল ক'দিন থাকে,
তোর মাতা পিতা বুঝি জীবিত নাই ॥
ওরে যা হবার তা হল ওরা তো জুড়া'ল,
শান্তি পেলে কংসের শাস্তি হতে,—
এখন আমায় শান্তি দেরে তোরা,
দেরে অভয় চরণ, ওরে ভয় নিবারণ,
আমি এ অকূলে কূল যেন পাই।

কৃষ্ণ। দাদা মহাশয়! আজ হতে আমরা উদাসীন হলাম যখন পিতা মাতার দর্শন লাভ হোলনা, যখন দুর্জ্জয় কারাগার থেকে তাঁদের কে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারলাম না, তখন আর কেন ? চললাম, আর গোকুলে যাবনা, আর রাখালগণ সহ রাখালরাজ হয়ে গোঠলীলা কোরবোনা, আর ব্রজাঙ্গনাগণ সহ মিলনের সুখে উন্মত্ত হবোনা, আর যমুনা কূলে মুরলীর স্বরে প্রমোদ সুখে মত্ত হবোনা ; যে কয় দিন জীবিত থাকি, পৃথিবীর এক প্রান্তে অজ্ঞাত ভাবে প্রাণান্ত প্রতীক্ষা করবো। আর এ মুখ লোকালয়ে দেখাব না ; আজ হতে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলাম।

উগ্রসেন। ভাইরে! তা পারবিনে। তুই যদি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিস, তবে শ্রীদামের পালন কে করবে ? রাধিকাকে কে দেখবে, গোপিনী ভার কে লবে ? তবে উদাসীন হতে পারিস কেননা তুই বিচ্ছেদে উদাসীন হয়েছিলি, কিশোরীর প্রেম দণ্ডে এই কিশোর বয়সে দণ্ডধারী হয়েছিলি!

কৃষ্ণ। দাদা মহাশয়! আপনার বিদ্রূপে আমাদের শোকাবেগ দ্বিগুণ প্রবাহিত হচ্ছে। দাদা! আপনার চরণে ধরি আর বিদ্রূপ কোরবেন না। কোন উপায় বলুন, কিসে আমরা এই শোক-পারাবার কূল পাই।

উগ্রসেন। ভাইরে! আমি উপায় বলে দেবো ? আমি তোদের উপদেশ দেব ? ভাইরে তোরা যে এই জগতের জীবন ; একবার দৈবকী বসুদেবকে করস্পর্শ কর ; তা হলে ওদের জীবনান্ত হোলেও জগত জীবনের করস্পর্শে পুনর্জীবিত হবে। অচৈতন্য হলেও চৈতন্য দেবের করস্পর্শে পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হবে।

(কৃষ্ণ কর্তৃক দৈবকীর, বলরাম কর্তৃক বসুদেবের চরণ স্পর্শ)

কৃষ্ণ। মা! গাত্রোত্থান কর। আর এ নিদারুণ দৃশ্য দেখতে পারিনে। আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

বলরাম। পিতঃ! আমাদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করুন; দুষ্ক্রিয়ার প্রতিফল যথোচিত পেয়েছি; আর যন্ত্রণা দিবেন না।

দৈবকী। দাদা, এখনও কি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়নি? এত যন্ত্রণা দিয়েও কি তোমার আশা নিবৃত্ত হয়নি? এখন দয়া করে আমাদের বধ কর। দয়া করে এই দারুণ যন্ত্রণায় অব্যাহতি দাও।

বসুদেব। কঙ্ক! ভাই রে! আমি স্বপ্নেও জানতাম না যে, তোদের প্রাণ এত কঠিন। এত যন্ত্রণা দিয়েও কি তোরা পরিতৃপ্ত হলিনে? যদি বিনাশ সংকল্পে এত যন্ত্রণা দিস, তবে তোদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না। যন্ত্রণায় এ ভগ্ন প্রাণ যাবার নয়; অসি দ্বারা ছেদন করে তোদের মনস্কামনা সিদ্ধ কর।

উগ্রসেন। বাসুদেব! যাকে কঙ্ক বলে মনে কোরেছো ও কঙ্ক নয়, তোমার পুত্র বলরাম। মাগো! তুমি যাকে কংস বলে জ্ঞান করছো সে কংস নয়—তোমার সেই হারাধন নীলরতন। আর কি কংস, কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি অত্যাচারীগণ সংসারে আছে? তারা নিধন হয়েছে। আমি নির্বংশ হয়েছি। মাগো! তুমি য নিশিনিশি 'হা রাম হা কৃষ্ণ' করে রোদন করতে? সেই কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু তোমার সম্মুখে; একবার জ্ঞান চক্ষে চাও। তোমার অতীত যন্ত্রণা দূর হোক।

দৈবকী। পিতৃব্য মহাশয়! আর কি তাকাবার সাধ্য আছে? নিরন্তর রোদন করে চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ হয়েছে। তবে দেখতে পাচ্ছি, আমরা তো কারাগারে নেই। আমরা কে আর বন্দী নই? আর্য্য, কে এমন শুভ কর্ম্ম কোরলে? আমাদের প্রতি কার এত দয়া হোলো?

উগ্রসেন। দয়াময়ের দয়া; যার দয়ায় সংসার চলছে, সেই কৃপাসিন্ধুর কৃপায় এই কঠোর কারা-যন্ত্রণায় মুক্তি লাভ করেছ।

দৈবকী। (করজোড়ে) দীননাথ! অনাথবন্ধু! এত দিনের পর কি তোমার মনে পড়েছে? প্রাণেশ্বর! আজ আমাদের হরিনাম সার্থক হয়েছে। আর বুঝি বন্ধন যন্ত্রণা সহ্য করতে হবেনা। আর বুঝি অসহ্য বেত্রাঘাত সহ্য করতে হবেনা।

বসুদেব। প্রভু! দীনদয়াময়! এতদিনে জানলাম, যথার্থই তুমি দীনের বন্ধু। এতদিনে, জানলাম যথার্থই তুমি ভকতবৎসল। এতদিনে বুঝলাম যথার্থই তুমি বিপদার্ণবের কাণ্ডারী। হরি হে! কংসের নিদারুণ পীড়নে, কেবল তোমার পবিত্র নামের গুণে জীবিত আছি। দিবানিশি 'হরি হে, দীননাথ হে' বলে ডেকে কংসের নিদারুণ শাস্তিতে শান্তি পেয়েছি।

দৈবকী। প্রভু! দীনদয়াময়! ভকতবৎসল! যদি কৃপা করে দাসীর দুর্দ্দশা দেখতে এসেছেন তবে—

কৃষ্ণ। জননি! আমরা তোমার সন্তান; আমাদের প্রতি এরূপ সম্বোধন করা কি মাতার কর্তব্য? আমরাই তোমার পদানত দাস!

দৈবকী। কি বল্লে ভগবন, তোমরা আমার সন্তান? আমার সন্তান থাকলে কি এই নিদারুণ কারাগারে যন্ত্রণা সহ্য করি? আমি পুত্রবতী হলে কি প্রচণ্ড যাতনা ভোগ ক'রি? প্রভু! আমরা জ্ঞানে কৃত অপরাধ তো করিনি, তবে তবে দয়াময় হয়ে আমার নির্দয় হোচ্ছ কেন দেব?

বলরাম। মা! আমি তোমার সপ্তম গর্ভের সন্তান; আর এই কৃষ্ণ আমার সহোদর। এটি তোমার অষ্টম গর্ভে প্রসূত।

দৈবকী। দেব! আমি শপথ করে বলতে পারি, আমার সন্তান নাই, ভ্রাতা নাই, ভগ্নী নাই; এ সংসারে কেহ নাই। কেবল মাত্র এক স্বামী জীবিত; তিনিও কপাল দোষে কারাগারে বন্দী! সন্তান থাকলে কি আমরা

এত শাস্তি পাই? সন্তান জীবিত থাকলে কি এত যন্ত্রণা সহ্য করি? পুত্র কি প্রাণ থাকতে পিতা মাতাকে বিপদস্থ হতে দেয়? যাদের পুত্র নাই তাদেরই বিপদে সহায় নাই; পীড়নে উদ্ধার নাই; যন্ত্রণার শান্তি নাই; দুঃখের অবসান নাই। পুত্রবতীরা কি পরপীড়ন সহ্য করে?

কৃষ্ণ। দাদা, শেষে কি এই হোলো? বড় আশা করে পিতৃ মাতৃ সন্দর্শনে এসে এই নিদারুণ বাক্য শুনতে হল?

বলরাম। ভাই! পাপের প্রায়শ্চিত্ত এরূপ; তখন কেন ভাই নিশ্চিন্ত ছিলাম? সকল শুনতে পাই, সকল জানতে পারি; কিন্তু পিতামাতা যে দিবানিশি 'রাম রে কৃষ্ণরে' বলোদন যাপন করছেন, তা তো শুনতে পাইনি? তাঁরা যে কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে, বক্ষে শিলা করে যন্ত্রণা পাচ্ছেন, তাওতো জানতে পারিনি? তখন যদি জীবন দিয়ে এদের কারাগার হ'তে উদ্ধার করতে পারতাম, তা হলে কি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হত?

কৃষ্ণ পিতঃ! মাতা নিদয় হলে পিতা শাস্তি দেন; পিতা পীড়ন করলে মাতা কোলে লন; তাই বলি, এ নরাধম সন্তানের উপর মাতা নিদয়, আপনি স্থান না দিলে আর কোথায় দাঁড়াবো?

বসুদেব। দীননিস্তারন! কোন গুণে তুমি আমায় পিতা বলে সম্বোধন করছ? তুমি বিশ্বপিতা হয়ে জগৎজনক হয়ে, এই চির অনুগত ভক্ত প্রতি এত নিদয় কেন? আমার কি সন্তান আছে, দেব! সন্তান ছিল বলেও স্মরণ হয় না? সন্তান থাকলে কি কারাগারে বন্দী হই?

গীত।

ওহে বিশ্ব পিতা কেন পিতা বলিলে আমারে।
সন্তান থাকিলে কিহে থাকি কংস কারাগারে॥
থাকতো যদি মম কুমার,
তবে কি করি হাহাকার;
আপনার বলিতে আমার,
কেহ নাই যে ত্রিসংসারে॥
আমি মহাপাপী বলে, হস্তপদ বাঁধা শৃঙ্খলে,
বক্ষপরে বৃহৎশীলে, ভাসি যে নয়ন নীরে॥

বলরাম। ভাই! এ তো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। ভাইরে! পিতা মাতাকে এত করে ডাকছি, তবু তো তাঁদের দয়া হোল না; ভাই, আবার কি তুমি বিশ্বরূপে আবির্ভূত হয়েছ? ভাই দেখে কি তাঁরা সন্তান বাৎসল্য ভুলে অন্য ভাবে ভাবছেন?

কৃষ্ণ। না দাদা! যাঁদের হতে এই বিশ্ব দেখলাম, কি বলে তাঁদের বিশ্বরূপ দেখাবো?

বলরাম। ভাই, তবে বুঝেছি, এ সমস্তই সেই মায়ারূপিণী মহামায়ার মায়া। আমাদের মাতাপিতা সেই আদ্যাশক্তির মোহ শক্তিতে মোহিত হয়ে আছেন।

কৃষ্ণ। দাদা! যথার্থই বলেছেন। পিতা যখন আমাকে নন্দালয়ে রেখে আসেন, সেই দিন মায়ারূপিণী নন্দনন্দিনীকে মাতা যশোদার ক্রোড় হতে লয়ে কংসালয়ে মাতা দৈবকীর কোলে রেখেছিলেন। সেই মায়ারূপা কন্যাকে কংস শিলায় আঘাত করতে উদ্যত হয়, সেই অবধিই আমাদের মাতাপিতা মহামায়ার মহামায়ায় মোহিত হয়ে আছেন। (করজোড়ে উর্দ্ধমুখে) মাগো সর্ব্বমঙ্গলে, মা দৈবদুঃখবিনাশিনি দুর্গে! এ দারুণ দুর্ব্বিপাক দূর কর মা। কৃপাময়ি! এই কাতর কিঙ্করগণের প্রতি কৃপানেত্রে চাও মা। মাগো! তোমার নামে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় বলে, তোমার নাম সর্ব্বমঙ্গলে; দুঃখ দূর হয় বলে তোমার নাম দুর্গা; মাগো, বড় দুঃখে কাতর হয়ে, বড় অমঙ্গলে অধৈর্য্য হয়ে, তোমায় ডাকছি; চরণতরী দানে এ দুঃখ বারিধির কূল দাও মা। মা জগৎজননি! বিশ্ব-প্রসাবনি! তোমার কাতর সন্তানগণের প্রতি কৃপানেত্রে চাও মা।

গীত।

এ বিপদে দে মা পদে আমায় স্থান গো
ওমা বিপদ বারিণী।
ডাকছি সদা মা মা বলে
তবু দয়া কি হয় না জননী॥
তুই যে মা বিপদ হরা,
এ দুর্গতি তার তারা এসো মা ত্বরা,
হয়েছি বড় কাতর, এ যাতনা শান্ত কর,
আসি এ দুর্গতি হর, ওমা হর-মনোমোহিনী।

বলরাম। মা নগেন্দ্রনন্দিনি! দয়াময়ি! এত করে ডাকছি, এত করে কাঁদছি, তবু কি তোর দয়া হল না? মা, এখন দেখা দে। এখনও বলছি, আমার জনক জননীর মায়া দূর করে দে। মাগো! যদি দেখা না দিস, যদি ইহজনমে মাতৃ-স্নেহ পিতৃ বাৎসল্য না পাই, যদি আমরা সাংসারিক পরম সুখে তোদের জন্য বঞ্চিত হই, তবে এ সংসার রাখবো না। আজ পৃথিবী রসাতলে দেবো, রসাতলকে স্বর্গে আনবো, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় সাধন করে নিরস্ত হবো। লোকে আমায় সঙ্কর্ষণ বলে, আজ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে সঙ্কর্ষণ নামের সার্থকতা সম্পাদন কোরবো। আজ এই হলধরের হলায়ুধ কত বীর্য্য ধরে, তা আজ প্রত্যক্ষ হবে! যাদের জন্য কংসাদি অসুরগণ বিনাশ করলাম, যাঁদের জন্য পৃথিবীকে প্রলয় মুখ হতে রক্ষা করলাম, যাঁদের জন্য মানবজন্ম ধারণ করেছি, সেই জনক-জননীর সন্তান বাৎসল্য যদি না পাই, তাঁদের উদ্ধার করেও যদি অনাথ বালকের ন্যায় চিরকাল কাঁদিতে হয়, তবে আজ প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এ লাঙ্গল দ্বারায় উৎপাটন করে সংসারকে অনন্ত সাগরসলিলে নিক্ষেপ করবো। আমি সদর্পে বলছি, যখন কৈলাসবাসিনী বিরূপাক্ষি আমাদের উপর নিদয় হলেন, তখন সিদ্ধাচরণ গণ, সুরগণ, সকলে একত্র হলে, সকলে অস্ত্রধারী হয়ে আমার বিপক্ষ পক্ষে দণ্ডায়মান হলে, কেহই আমার স্থিরসঙ্কল্প সংহরণ করতে পারবে না; আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, যে কৃষ্ণ আমার প্রাণাধিক সহোদর, যার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, যার জন্য এ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, সে যদি আমার বিপক্ষ হয়, তত্রাচ আমার এই অবিচলিত প্রতিজ্ঞা অটলভাবে থাকবে। আজ ধরণীকে ধ্বংস করে তবে নিরস্ত হবো!

গীত।

আর দয়া নাই মায়া নাই এ অন্তরে।
রসাতলে দিব এ পাপ সংসারে।
জন্মিয়ে এ জগতে, যন্ত্রণা নানা মতে,
নাশিতে দানব কুল মানবজন্ম ধরে,
যা হবার সকল হ'ল, সকল সাধ ফুরাইল,
আশা তরি ডুবিল সাগরে॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

কৈলাস পর্ব্বত।

(শিব ও দুর্গা)

শিব।
একি প্রিয়ে? কেন তব উচাটন মন।
মলিন হয়েছে কেন প্রফুল্ল বদন॥
অধোমুখে কেন রও, ক্ষম প্রিয়ে কথা কও,
বিষন্ন তোমায় হেরি শূন্য ত্রিভুবন।
অপ্রসন্ন প্রসন্নময়ি, হলে কি কারণ॥

দুর্গা।
কাঁদিছে হৃদয় মোর কাঁদিছে অন্তর।
কে যেন বিপদে পড়ে ডাকে নিরন্তর॥
কোথা দুর্গে, কোথা তারা,
দুর্ব্বিপাকে তার ত্বরা,
উচ্চৈঃস্বরে এই বলে করিছে রোদন।
কাঁদিছে অন্তর মোর তাহার কারণ॥

শিব।

ভকত বৎসলা তুমি, ভয়ার্ত্ত তারিনী,
এত গুণ বলে তুমি ত্রিগুণ ধারিণী॥
তব নামে ভব ভয়, ভব দুঃখ হয় লয়,
প্রলয় পয়োধি নীরে, তুমি উদ্ধারিণী।
ত্রিসংসার তাই বাধ্য তোমার ঈশানি।

দুর্গা।

ডাকিছে আমারে নাথ অন্য কেহ নয়।
বিপদে পড়েছেন, আজি শিশে বিশ্বময়॥
ধরা ভার ধ্বংস জন্য, ধরণীতে অবতীর্ণ,
বৈকুণ্ঠ করিয়ে শূন্য বৈকুণ্ঠ বামন।
বধিতে দানব, নরদেহ নারায়ণ॥

শিব।

জানি তা সকল আমি, জগতজননি।
যে জন্য জগতে যান, জগৎ চিন্তামণি।
মর বংশে অবতংস, করিবারে কংস ধ্বংস,
সুর কার্য্য সংসাধনে, সংসারে গমন।
দৈবকী উদরে করি জনম গ্রহণ॥

দুর্গা।

সর্ব্বজ্ঞ তুমি তো নাথ তুমি সর্ব্বময়।
ভবের আরাধ্য ভব তায় ভব ভয়॥
কাতরে করুণা করি, ডাকিছেন মোরে হরি,
মম মায়াজালে, মুগ্ধ জননী তাঁহার।
সন্তান না ভাবি ভাবে বিশ্ব-মূলাধার॥
যাইব ধরণীতলে, খণ্ডিবারে মায়াজালে,
দৈবকীরে দিব্যজ্ঞান করিতে প্রদান।
অনুমতি মোরে দেহ হে কৃপানিদান॥

শিব।

কি বলিলে ধরণীতে করিবে গমন।
হবে না এখন তাহা থাকিতে জীবন॥
মনে নাই কি মহামায়া, দক্ষালয়ে ত্যজি কায়া,
যে দুঃখ দিয়েছ মোরে স্মরিলে সে বাণী।
হৃদয় কম্পিত হয়, অদ্যাপি ঈশানি॥

দুর্গা।

ভুলি নাই ভোলানাথ. সব আছে মনে।
মুখের ও ভালবাসা ভুলিব কেমনে॥
যখন নিকটে রই, জাননা আর আমা বই,
তিলেক অন্তর যদি হই অভাগিনী।
গঙ্গারে অমনি কর হৃদ-বিলাসিনী॥

শিব।

বৃথা গঞ্জ বিধুমুখি, তোমা ভিন্ন নই।
তোমার চরণ হৃদে হৃদয়েতে রই॥
তুমি মম জ্ঞান ধন, কণ্ঠমণি দুঃনয়ন,
তুমি যে মম জীবন, তুমি যে সকল।
তোমা তরে সর্ব্ব ত্যাগি হয়েছি পাগল।

শিব।

জানাতে হবে না আর বেশী ভালবাসা।
দু'দিন কাছে না রলে কুচনি পাড়ায় বাসা॥
জহ্নুবারে শিরে ধরে, থাকো আনন্দ অন্তরে,
অভাগিনী যাবে চলে যথা চক্ষু যায়॥
জনমের মত নাথ লইনু বিদায়।

শিব।

কিদোষ করেছে দাস ও পদে ভবানী।
অকারণে কেন এত হলে অভিমানি॥
তোমা ভিন্ন এ সংসারে,জানিনে আর অন্য কারে,
তুমি প্রিয়ে পীঠরূপে থাক যেই স্থানে॥
কাল-ভৈরব হয়ে আমি থাকি যে সেখানে॥
শ্মশানে মশানে থাকি, চিতা ভস্ম গায়ে মাখি,
তব সঙ্গ সত্যাগী, জান তো শঙ্করী।
তব জন্য চির দৈন্য, শঙ্কর ভিখারী॥
শতাধিক অষ্টবার, ত্যজেছিলে দেহাধার,
সেই অস্থি করে হার পরিয়াছি গলে।
তবু তো তোমার মন পাইনে বগলে॥

দুর্গা।

ললাট লিখন হায় কি উপায়ে খণ্ডি।
চণ্ডের আবাসে আসি নাম হোল চণ্ডি॥
সিদ্ধি বেটে অঙ্গ গেল স্বর্ণ বর্ণ কালি হোল,
সংসারে সুসার কিছু না পাই দেখিতে।
উদর পূরিয়া অন্ন নাহ যোড়ে খেতে॥
বড় পুত্র গজানন, গৃহকর্ম্মে লিপ্ত নন,
আহারের কালে কিন্তু, চার হাতে খান।
অবশিষ্ট যাহা থাকে ইন্দুরে যোগান॥
এত যে সংসারে দুখ, ছোটটীর ছটী মুখ,
আহারে আলস্য তার না পাই দেখিতে।
বিস্মরণ নাহি হন ময়ুরে খাওয়াতে॥

বাহন বৃষ তোমার, আহারে কুলান ভার,
ললনা কখন কিন্তু দিন রাত খায়।
অবশিষ্ট যাহা কিছু ভূতেতে উড়ায়॥

শিব।

ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি করে ধরি প্রিয়ে।
উগ্রচণ্ডা কেন চণ্ডি কিসের লাগিয়ে॥
এত কেন অভিমান অকারণে অপমান,
তিক্ত মিষ্ট সব সমান, আমার যে পার্ব্বতি॥
এ বৃদ্ধ বয়সে মম এতেক দুর্গতি॥
মম ভাগ্যে মৃত্যু নাই, মৃত্যুঞ্জয় নাম তাই,
কণ্ঠে রয় হলাহল, না হয় মরণ।
কপালে অনল কিন্তু না করে দহন॥
অঙ্গ ভূষা সর্পগণ, এরা না করে দংশন,
তিব্র তেজ সিদ্ধিতে যে না হরে চেতন।
অভাগার অদৃষ্টে বুঝি নাহিক মরণ॥

দুর্গা।

ক্ষান্ত হও প্রাণকান্ত কৃতান্ত বারণ।
ঐ শোন ডাকিছেন রাধিকা-রমণ॥
দুর্গা দুর্গা বলে মোরে, ডাকিছেন সকাতরে,
আর যে রহিতে নারি কৈলাস শিখরে।
সাধিবারে হরি কার্য্য যাইব সংসারে॥

শিব।

একান্ত অম্বিকা যদি যাও অবনীতে।
একাকিনী কভু আমি দিবনা যাইতে॥
তব সহ আমি যাব, মন সাধ পুরাইব,
হেরিব মধুমণ্ডলে শ্রীমধুসূদন।
রাম-কৃষ্ণে হেরি হবে কৃতার্থ জীবন॥

দুর্গা।

চল নাথ ত্বরা তবে বিলম্ব না সয়।
কাঁদিছেন দুর্গা বলে দীন দয়াময়॥
অদ্য নিশি সুপ্রভাত হেরিব গোলকনাথ,
হর সহ হরি হরে, আর হলধরে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, পূর্ণ ব্রহ্মে হেরে॥

গীত।

চলো সবে শ্রীমাধবে দেখিব নাথ তোমা সনে।
হর হরি রূপ আজি হেরিব আমি,
মনোবাঞ্ছা আমার পূর্ণ হবে॥
করে কত উপাসনা, যে ধনের দর্শন পেলাম না,
সেই ধনে সাধন বিনা, হেরিব যুগল নয়নে॥
(সেই যুগল রূপ যুগল নয়নে)॥
কি পুণ্যে তা নাহি জানি,
সুপ্রভাত হোল রজনী,
নিরখিব চিন্তামণি, শূলপাণি একাসনে,
(সেই অপরূপ একাসনে)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মথুরা-ধাম।

দেবকী, বসুদেব এবং কৃষ্ণ, বলরাম,
উগ্রসেন প্রভৃতি আসীন।

(শিব ও দুর্গার প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। মা পাষাণনন্দিনি! এতক্ষণের পর কি তোর পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়েছে? দুর্গে! যদি দীনের প্রতি দয়া করে এসেছিস, তবে দেখ মা, তোর কৃষ্ণের দুর্গতি দেখ। মা! তুমি যে জগত মাতা, তুমি যে জগৎ-প্রসবিনী; পুত্রস্নেহ যে কি বস্তু তা তোমার অজানিত তো নাই মা! দুর্গে! এত দিনে জানলাম, তোর দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রটালি; মা এত করে ডাক্‌ছি, এত করে মা মা বলে কাঁদছি, তবু তো তোর দয়া হোলনা।

(দুর্গা শ্রীকৃষ্ণকে ও শিব বলরামকে কোলে করিয়া।)

দুর্গা। বৎস! তোমার কি আমাকে ডাকৃতে হয়? নিরন্তর ইচ্ছা যে, ঐ শ্রীচরণে বাঁধা থাকি; কিন্তু দেব, তোমার আজ্ঞায় যে আমি কৈলাসে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম। তুমিই তো আমায় মহামায়া রূপে দেবকীকে ও বসুদেবকে মায়ায় মোহিত রাখতে বলেছিলে?

শিব। পার্ব্বতি! এত কালের পর আমার সকল তপস্যার ফল সফল হল, সকল বাসনা পূর্ণ হল, সকল কামনা সিদ্ধ হল! শঙ্করি! আজ আর তোমার শঙ্কর ভিখারী নয়! আজ ত্রিভুবনের ধন বক্ষে পেয়েছি! আজ আর নিরাশ্রয় নয়; বিশ্বাশ্রয়কে পেয়ে বিষয় বিপাক বিসর্জ্জন দিলাম।

দৈবকী। কে তুই? কে তুই? আমার হারাধনকে আবার হরণ করতে এসেছিস্? দে, আমার নীলমনিকে দে। আমার বনমালীকে দে, আমার সর্ব্বস্ব ধনকে আর আমি কাউকে দেব না! আর আমি তিলার্দ্ধকাল চক্ষের অন্তর কোরব না। যে ক'দিন বাঁচবো, কণ্ঠহার করে কণ্ঠে ধারণ করবো!

(কৃষ্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিতে উদ্যত)

বসুদেব। প্রিয়ে! কর কি? ছেড়ে দাও; ক্ষণেকের জন্য চেয়ে দেখ, ঐ আকাশের দিকে দেখ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতার আবির্ভাব দেখ। ঐ দেখ সুরলোকবাসিনী সুরসুন্দরী গণের পুষ্পবৃষ্টি দেখ, আর তোমার সম্মুখে জগতজননী জগতপ্রসবিনী জগদম্বাকে শ্রীহরি সহ দেখ। সঙ্কটবিনাশন শঙ্করকে সঙ্কর্ষণ সহ দেখ; মানবজন্ম সার্থক কর!

দৈবকী। নাথ! আমি কিছু চাইনে; আমি দেবগণ চাইনে, পুষ্পবৃষ্টি চাইনে, কিছু চাইনে। আমি আমার নীলমনীকে চাই। আরনা, আরনা, আর আমি চক্ষের অন্তর কোরবো না; দে, দে, আমার নীলরতনকে—

(ক্রোড়ে গ্রহণ)

দুর্গা। মা! তোমার ধন তুমি নেবে, এর অধিক আহ্লাদ জগতে আর কি আছে? মাগো! মানবজন্ম ধারণ কোরে তোর অধিক ভাগ্যবতী জগতে নাই। মাগো! যাহা হ'তে এই জগৎ উদ্ভব, সেই জগতপিতা জগন্নাথের তুই জননী; তোর অধিক প্রসন্ন অদৃষ্ট কার মা?

শিব। মা, আজ আমাদের জীবন সার্থক হল, দেহ পবিত্র হল, নয়ন চরিতার্থ হল। মা তোর অধিক পুণ্যবতী এ সংসারে দ্বিতীয় দুর্লভ। মা! আমি মাতৃগর্ভজ নই, পিতৃ ঔরশেও আমার জন্ম নয়, লীলাচ্ছলেও কখন কাহারও গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিনি; কিন্তু অদ্য আমার বাসনা হচ্ছে যে, তোমা সদৃশ সন্তান বৎসলা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, সংসার সুখ যে কি বস্তু তা জানবো। মা, আমি মাতৃগর্ভজ নই বলে, উদাসীন; সংসারে সুখের আস্বাদ পেলে কি মহাশ্মশানে, পত্রহীন বিল্ব বৃক্ষতলে বাস করি? সুগন্ধ অনুলেপন ত্যাগ করে চিতাভস্ম গায়ে মাখি? বসন ত্যাগ করে দিগম্বর অবস্থায় কিম্বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করে কাল কাটাই? মূল্যবান মণি মাণিক্য ত্যাগ করে ফণিভূষণে ভূষিত হই মা? আমি সংসারিক সুখের আস্বাদ পাই নাই বলে, অন্যের ভাগ্যে সুধা; আমার ভাগ্যে বিষ। সমুদ্র মন্থন উৎপন্ন বিষপান করে নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করেছি। মা! আজ জানলাম জীবিত জনের সাংসারিক সুখই সুখ, আর তোমা সদৃশ সন্তান বৎসলা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে মাতৃস্নেহ যে কি বস্তু তা উপভোগ করি!

(শিব ও দুর্গার প্রস্থান।)

দৈবকী। ভগবন্! আমার আর সন্তান কামনা নাই। আশীর্ব্বাদ করুন, যে হারাধন পুনপ্রাপ্ত হয়েছি সে ধনে যেন পুনরায় বঞ্চিত না হই! গোপাল! কি বলে তুই জনমদুখিনী জননীকে ভুলে ছিলি? বাপ! আজ তোকে দেখে সকল যাতনা দূর হল। যে বক্ষে বিশাল প্রস্তর ধারণ করে ছিলাম, সেই বক্ষে তোকে পেয়ে সকল যাতনা দূর হল। বাছা, তুই দুঃখহারী হয়ে জনক জননীকে এত দুঃখ দেওয়া কি তোর কর্ত্তব্য?

উগ্রসেন। মা বুঝছো না, এটা রাম অবতারের প্রতিশোধ! ত্রেতায় পিতৃসত্য পালনে বনবাসী হইয়াছিলেন, বিমাতার জন্য

যন্ত্রণার অবধি ছিল না, মাতাপিতা হতে বড় দুঃখ পেয়েছিলেন, সেই জন্য তোমার গোপাল সেই প্রতিশোধ কৃষ্ণ অবতারে গ্রহণ করলেন।

কৃষ্ণ। মা! বৃথা শোক পরিত্যাগ করুন। আর রোদন ক'রবেন না। এক্ষণে হারাধন বক্ষে ধারণ করে তাপিত প্রাণ শীতল করুন।

দৈবকী। আয় বাবা রামকৃষ্ণ! একবার তোদের ক্রোড়ে ধারণ করি। এত কষ্ট, এত এত দুঃখ সত্বেও যে তোদিগে পুনরায় প্রাপ্ত হলাম—এই আমার পরম সৌভাগ্য। বাপ্! দুঃখিনী জননীকে ফাঁকি দিয়ে আর কোথায়ও যাসনা; তোরা আমার বড় দুঃখের ধন। বাপ! দুঃখিনীর অকূলের নিধি আর প্রবঞ্চনা করিস না।

বলরাম। মা! বৃথা কেন আর গঞ্জনা দিচ্ছেন? এক্ষণে অসুরকুল সমূলে নির্ম্মূল হ'য়েছে; আর ভয়ের কোন কারণ নাই। শোক সংবরণ করুন; গত বিষয় স্মরণ করিয়া আর বৃথা অনুশোচনা ক'রবেন না। আসুন, পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক, বিশ্রাম করা যাক।

গীত।

মাতঃ! বৃথা কেন করগো রোদন।
সম্মুখে তোমার নয়ন রঞ্জন॥
অকূলের ধন পেয়েছিস যদি,
কেন গো আর মিছি কেঁদে আকুল হ'লি,
কোলে নে, ননী দে,—
হৃদয়ে ধর মা হৃদয় রঞ্জন।
দেখে গো মা তোদের মলিন বদন,
বুক ফেটে যায়, কর শোক সংবরণ।
স্নেহ সমাদরে নে মা কোলে তুলে,
জুড়াক মা মোদের তাপিত জীবন॥

বসুদেব। দৈবকি! আর কেন? এস আমরা রামকৃষ্ণ দুই ভাইকে অঙ্কে ধারণ করে সকল দুঃখ যন্ত্রণা নিবারণ করি।

দৈবকী। আয় বাপ রামকৃষ্ণ! একবার কোলে আয়। অনেক দিন তোদের চাঁদবদন দেখি না। একবার ক্রোড়ে ধারণ করে সকল দুঃখের অবসান করি।

(উভয়কে উভয়ের ক্রোড়ে ধারণ।)

গীত।

কিবা শোভা হেরি আজি মথুরা ধামে।
মিলিত ত্রিদশনাথ জনক জননী সনে॥
মায়াতে মোহিত আজি মায়ারূপী ভগবান।
ডাকেন ভক্তেরে আহা মাতৃপিতৃ সম্বোধনে।
দ্বিজ ব্রজমোহনের এই বাসনা,
শ্রীপদে বঞ্চিত ক'রনা,
পুরাও ভক্তের বাসনা, কৃপাবিন্দু বিতরণে॥

যবনিকা পতন।

কংস-বধ যাত্রা সমাপ্ত।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল যাত্রা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লঙ্কাপুরী—সভাস্থল।

(রাবণ সারণ প্রভৃতি।)

রাবণ। সারণ! ক্রমশঃ আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হচ্ছে কেন? কুমার মেঘনাদকে সমর ক্ষেত্রে প্রেরণ করে পর্য্যন্ত আমার হৃদয় তিলেকের জন্যও স্থির হচ্ছে না; ভাগ্যে যে কি আছে তা তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

সারণ। মহারাজ! কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বার্ত্তাবহ মুখে শুনেছি, কুমার ইন্দ্রজিত ক্রমশঃ সসৈন্যে সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছেন, আর রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণ পশ্চাৎ গমনে প্রায় সমুদ্র তীরবর্ত্তী হয়েছেন। আর তাহাদের স্থান নাই, সুতরাং তাহাদের নিস্তার ও নাই। কেননা পশ্চাতে অপার সমুদ্র, সম্মুখে শমন সম রক্ষঃসেনা; আমি বোধ করি, ক্ষণকাল মধ্যেই সংবাদ পাবেন যে, বিপক্ষগণ সসৈন্যে সাগর সলিলে নিমজ্জিত হয়েছে।

রাবণ। সারণ! আমি প্রত্যাশা করি, তোমার অনুমান সুসিদ্ধ হউক। কিন্তু তুমি জান না, তুমি বলছো আমি সংবাদ পাব, বিপক্ষগণ সসৈন্যে সাগর সলিলে নিমজ্জিত হবে। কিন্তু আমার মন বলছে কুমার মেঘনাদ সসৈন্যে চিরকালের মত সমর সাগরোনিমগ্ন হয়েছেন। হা সারণ! হা সচিবশ্রেষ্ঠ! কেন আমার মন এত চঞ্চল হোচ্ছে? কুমার এবার তৃতীয় বার যুদ্ধে গমন করেছেন; পূর্ব্ব বারদ্বয়ে তো এত উৎকণ্ঠিত হই নাই?

সারণ। রক্ষঃকুলতিলক! আপনি বীরাগ্রগণ্য; আপনার তুল্য ধী-শক্তি সম্পন্ন, অনন্ত বীর্য্যবান পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। আপনার কি যুদ্ধের ভাবী অমঙ্গল চিন্তায় চিন্তাকুল হওয়া কর্ত্তব্য? রাম সামান্য মানব; তার দ্বারায় কি ইন্দ্রবিজয়ী ইন্দ্রজিতের অনিষ্ট সম্ভবে?

রাবণ। মন্ত্রিবর? পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল, রাম সামান্য মানব; মনে ভেবেছিলাম মানবগণ তো রক্ষকুলের ভক্ষ দ্রব্যের মধ্যে গণ্য; তাহাদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হবে তাহা ক্ষণেকের জন্যও বিবেচনা করি নাই। কিন্তু এখন দেখছি সেটা ভ্রম। যে মানব অঘটনায় ঘটাইল, যে মানব অসাধ্য সাধন করলে, সে কিনা করতে পারে? তার অসাধ্যই বা কি আছে? যে মানব প্রস্তর খণ্ড জলে ভাসাইতে পারে, যে মানব অলঙ্ঘ্য অপার সমুদ্রে সুগম সেতু নির্ম্মাণ করতে সক্ষম, যে বীর আমার সমতুল্য যোদ্ধা বালীকে নিমেষ মধ্যে সংহার করেছে, তার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই।

সারণ। মহারাজ! বালি একটা সামান্য বানর, তাকে বধ করা কি কঠিন কর্ম্ম? যে বীর ইন্দ্রকে জয় করেছে, তার কাছে বানরবিজয়ী রাম কতক্ষণ যুদ্ধ করবে? সিংহের সহিত শৃগালের যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভবে? গরুড়ের

সহিত কাকের যুদ্ধ-বিড়ম্বনা মাত্র। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আজ লঙ্কাধাম শত্রুশূন্য হবে।

গীত।

কি ভয়ে ভাবনা এত কর প্রভু অসম্ভব।
মানবে জিনিবে তোমায় এ কভু হয় সম্ভব॥
কুমারের সহ রণে, কেবা যোঝে ত্রিভুবনে,
বাসব বিজয়ী জনে, জিনিবে তুচ্ছ মানব॥

সারণ। মহারাজ! কুমার মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করেছিলেন; সেই সময় অনায়াসে তাকে সংহার করতে পারতেন। যাঁহার শরপ্রভাবে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল কম্পিত হয়, তাঁহার নিকট ক্ষীণজীবী নরবানর কতক্ষণ যুদ্ধ করবে?

রাবণ। সারণ! এ পর্য্যন্ত আমার সমকক্ষ বীর ত্রিলোকে দেখি নাই; পৃথিবীকে আমি বর্ত্তুলবৎ জ্ঞান করতাম; আমি কি না করেছি? ব্রহ্মা আমার পরিচারক, ইন্দ্র আমার মালাকর, বরুণ আমার ছত্রধর, পবন আমার চামরব্যজক, যম আমার অশ্বরক্ষক, চন্দ্র সূর্য্য আমার দ্বারে বাঁধা, অন্য অন্য দেবগণ আমার দাসবৎ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রয়েছে। যখন অমরগণ আমার নিকট চিরপরাজিত তখন ভেবেছিলাম যে, আমার সমকক্ষ বীর ত্রিলোকে নাই। এক্ষণে আমার সমস্তই স্বপ্নবৎ অলীক বোধ হচ্ছে। রামকে সামান্য মানব জ্ঞানে এতদিন উপেক্ষা করেছিলাম; কিন্তু যাহাকে আমি গোষ্পদ জ্ঞান করেছিলাম, সে অনন্ত সমুদ্র; যাহাকে আমি দীপশিখা জ্ঞান করেছিলাম, সে প্রলয়কারী দাবানল, যাহাকে আমি তৃণ জ্ঞান করেছিলাম, সে সুমেরু পর্ব্বত; যাহাকে আমি অনল স্ফুলিঙ্গ জ্ঞান করেছিলাম, সে বজ্রাগ্নি; যাহাকে আমি পতঙ্গ বোধ করেছিলাম, সে বীর্য্যবান কেশরী। হায়! যদি আমি পূর্ব্ব হতে সতর্ক হতেম, তা হলে এই অসহ্য ভ্রাতৃশোক, পুত্রশোকানলে দগ্ধ হতে হ'ত না।

সারণ। মহারাজ! শত্রুকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করাই কর্ত্তব্য। শত্রুকে প্রচণ্ড জ্ঞান করলে তার নিশ্চয়ই অনিষ্ট হয়। রাম বলবান হলেও তুচ্ছ মানব; তার নিকট রক্ষঃকুলেশ্বর ভীত হবেন,—ইহা মনেও ভাবি নাই। বিশেষতঃ, বীরাগ্রগণ্য কুমার মেঘনাদ অদ্য সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন; আমি নিশ্চয় বলছি, অদ্যই রাম সসৈন্যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী মরুভূমে চিরকালের জন্য শয়ন করবে।

রাবণ। সারণ! এখনও তুমি জয়ের প্রত্যাশা করছো? যে দিন লক্ষ্মণ পাপিনী সূর্পণখার নাসিকা কর্ণ ছেদন করেছে, এবং খর দূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সমরক্ষেত্রে শয়ন করেছে, সেই দিন জয়ের আশা ত্যাগ করেছি। যে দিন আমার প্রেরিত সুচতুর মারীচ রামের শরানলে দগ্ধ হয়েছে, সে দিন জয় আশা ত্যাগ করেছি। যে দিন আমি দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হয়ে ব্রহ্মচারী বেশে সীতা হরণে গমন করি, তখন জয়াশা ত্যাগ করেই রথারোহণ করেছিলাম। যখন সীতাকে হরণ করে তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রথে তুলি, হায়! সেই সময় যখন সাধ্বী পতিপ্রাণা জনকনন্দিনী 'হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! হা লক্ষ্মণ! হা পিতা! হা মাতা!' বলে উচ্চৈস্বরে রোদন করেছি। সেই সময়েই আমি জয় আশায় জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়েছি। যখন শুনলাম, রাম অমিততেজা বালীকে বধ করে অঙ্গদকে রাজা করেছে, তখনই জয় আশা ত্যাগ করেছি। যখন শুনলাম, রামচর হনুমান আমার নন্দনকানন সম মধুবন ভঙ্গ করেছে, তখনই জয় আশা ত্যাগ করেছি। যখন দেখলাম হনুমান আমার স্বর্ণময়ী লঙ্কা অগ্নি দ্বারা ভস্মাবশেষ করবার উপক্রম করেছে, তখনই জানি আমার জয়ের আশা বৃথা মাত্র। যখন শুনলাম অধম ভল্লুক, তুচ্ছ বানর, আর ক্ষীণজীবী নরে রত্নাকরের প্রশান্ত বক্ষে অনায়াসে প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু বন্ধন করলে, তখনই জয় প্রত্যাশায় বঞ্চিত হয়েছি। যে দিন শুনলাম যে আমার গৃহ শত্রু পামর বিভীষণ আমা কর্ত্তৃক অপমানিত হয়ে রামের শরণাপন্ন হয়েছি, সেই দিনই জয় আশায় বঞ্চিত হয়েছি। যে দিন

শুনলাম, সেনাপতি ধূম্রাক্ষ সমরশায়ী হয়েছে তৎপরে সেনাপতি অকম্পন ও মাতুল প্রহস্ত সমরাঙ্গনশায়ী হয়েছে, সেই দিন জয় আশা ত্যাগ করেছি। সারণ! বল্‌তে বক্ষ বিদীর্ণ হয়; আমি প্রাণাধিক সহোদর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অকালে ভঙ্গ করে তাহাকে কাল সদনে প্রেরণ করেছি; আমার জন্য প্রাণসম অতিকায়, কুম্ভ, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ, তরণীসেন, বীরবাহু ও ভস্মলোচন প্রভৃতি অমিততেজা পুত্রগণ, ধী-শক্তি সম্পন্ন সেনাপতিগণ অকালে প্রাণত্যাগ কর্‌ল। আর কি জয় শব্দ মুখে আনতে আছে? এখনও কি জয়ের প্রত্যাশা আছে?

গীত।

জয় আশা কি আছে হে সারণ।
যাতনায় মনোবেদনায় দহিছে জীবন।
অকালে এ কাল রণে হইল নিধন।
মম কুম্ভকর্ণ সহোদর সমরে সম শমন॥
কপালের লিখন কে কর্‌বে খণ্ডন।
আর কত আছে মম বিধাতার বিড়ম্বন॥

রাবণ। সারণ! আমার তুল্য ভ্রান্ত আর নাই। আমি যদি প্রাণসম পুত্রগণে, জীবনাধিক সহোদরে, দক্ষিণ বাহু সদৃশ সেনাপতিগণে, যুদ্ধক্ষেত্রে না পাঠায়ে স্বয়ং যুদ্ধে যেতাম, বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে যদি ক্ষতবক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন কর্‌তাম, তা হলে এই অসাময়িক পুত্রশোক পেতে হতো না; এই শেলসম ভ্রাতৃবিয়োগ যাতনা সহ্য কর্‌তে হতো না।

সারণ। প্রভু! আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে, নর-বানরে সাগর বন্ধন করছে, এর প্রতিবিধান করুন; রাম সাগর বন্ধনে বিফলমনোরথ হলে, তার সেনাগণ কি উপায়ে লঙ্কা ধাম বেষ্টন কর্‌তো?

রাবণ। সারণ! তুমি আমায় সৎ মন্ত্রণাই দিয়েছিলে। কিন্তু বল দেখি, যে বীরের সেনাগণ লম্ফ দ্বারা লক্ষ যোজন সাগর পার হতে পারে, তাহার সাগর বন্ধনে প্রয়োজন কি? তৃণ দ্বারা যেমন স্রোতস্বতীর গতি রোধ করা যায় না তেমনি তাহাদের অপ্রতিহত গতি রোধ করে কার সাধ্য?

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। জয়! মহারাজের জয়! জয়! লঙ্কেশ্বরের জয়!

রাবণ। যুদ্ধের সমস্ত মঙ্গল তো? দূত! কুমার মেঘনাদের মঙ্গল ত?

দূত। প্রভু! সমস্তই মঙ্গল। কুমার বিপক্ষগণকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী করেছেন; আর তাহাদের পশ্চাদ্গমনের স্থান নাই।

সারণ। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি, কার সাধ্য কুমার মেঘনাদের যুদ্ধে স্থির থাকতে পারে? বীরপুত্র, মহাবীর; সিংহের সন্তান সিংহই হয়ে থাকে।

রাবণ। দূত! আমি প্রহরেক পূর্ব্বে আমার দুর্গ প্রাচীরের নিকটেই বিপক্ষগণের রণবাদ্য শুনেছিলাম; তাহারা কি এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল?

দূত। মহারাজ! রামের প্রথম যুদ্ধে তাহাদিগেরই জয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয়েছিল।

রাবণ। কুমার কি উপায়ে তাহাদের গতিরোধ করতে সমর্থ হলেন?

দূত। মহারাজ! কুমার মেঘনাদ মায়াবলে এক সীতা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে স্বহস্তে তাহাকে ছেদন করেছেন; ছেদন কালে সীতামূর্ত্তি 'হা নাথ! রক্ষা কর; হা লক্ষ্মণ! হা প্রাণাধিক! দুরন্ত রাক্ষস হস্তে তোমার জানকীর জীবনান্ত হয়, রক্ষা কর," বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলো। রাম লক্ষ্মণ সেই মায়া নির্ম্মিত সীতা মূর্ত্তি দেখে, তাহার কাতরতা শ্রবণ করে, একেবারে ভগ্নোদ্যম হয়েছিল। পরে যখন কুমার সেই মায়ামূর্ত্তি স্বহস্তে ছেদন কর্‌লেন, তদ্দর্শনে তাহারা মূর্চ্ছিত হয়ে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হলো। অঙ্গদ, হনুমান, নল,

নীল প্রভৃতি বানরগণ মূর্চ্ছিত রাম লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে গ্রহণ করে সমুদ্রতীরে পলায়ন করেছে। কুমার সেই সুযোগে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হয়ে সাগর তীরবর্ত্তী হয়েছেন।

সারণ। মহারাজ! আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম, যাঁর নিকট সুরপতি ইন্দ্র পরাজিত হয়েছে, তাঁহার সহিত কি ক্ষুদ্র মানবের যুদ্ধ করা সম্ভবে? যাঁর পিতা রক্ষঃকুলের একমাত্র অধীশ্বর, যাঁর মাতা ত্রিলোকবিখ্যাত মহারাণী মন্দোদরী, যাঁর মাতামহ দানবকুলপতি ময়, তাঁহার কি কুত্রাপি পরাজয় আছে? ভুজঙ্গ অপেক্ষা ভুজঙ্গ শিশুর দংশন অব্যর্থ। সিংহ অপেক্ষা সিংহ-শিশুর বীর্য্য অপ্রতিহত।

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।)

দ্বিতীয় দূত। মহারাজ লঙ্কেশ্বরের জয়। মহারাজ লঙ্কেশ্বরের জয়?

রাবণ। দূত! কি সংবাদ? কুমার মেঘনাদের মঙ্গল তো?

দ্বিতীয় দূত। মহারাজ! কুমারের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল; বিপক্ষগণকে সাগর তীরবর্ত্তী করে, তিনি নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছেন।

সারণ। মহারাজ! আবার যজ্ঞে প্রয়োজন কি? এই যে চমৎকার সময় উপস্থিত হয়েছিল? এই সুযোগে বিপক্ষগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করে লঙ্কাধামকে নিষ্কণ্টক কোরলেই তো হতো?

রাবণ। সারণ! উপায় থাকলে কুমার মেঘনাদ পরাঙ্মুখ হ'তেন না; উপায় নাই। বিনা যজ্ঞ সমাপনে ত্রিলোকে কেহই তাঁহার বধ্য নয়।

সারণ। মহারাজ! নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করে কুমার যুদ্ধে গেলে, একেবারে নিষ্কণ্টক হতে পারতেন।

রাবণ। সারণ! যজ্ঞের অনেক বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা; এক্ষণে বিপক্ষগণকে বহুদূরে বিতাড়িত করে নির্ব্বিঘ্ন হ'য়ে যজ্ঞ করা সমর শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সারণ! যদি বিঘ্নবিনাশিনী বিরূপাক্ষীর শ্রীচরণ সহায়ে এই যজ্ঞ নিরাপদে সম্পন্ন হয়, তা হ'লেই আমাদের মঙ্গল সম্ভাবনা।

গীত।

সমর সাগরে সারণ কিসে পার হব বল।
কুলকুণ্ডলিনী কালী যদি আমায় না দেন কূল।
জীবনধন কুমারে, পাঠায়ে শক্র সমরে,
শান্তি নাই মম অন্তরে, সতত প্রাণ ব্যাকুল *

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অশোক বন।

সীতা গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন।

(সরমার প্রবেশ।)

সরমা। (স্বগত) মা জনকনন্দিনি! অষ্ট প্রহর অমন করে নীরবে রোদন করো না। মা! উঠ; আমি তোমার সরমা এসেছি! হায়! মা আমার অচৈতন্য হয়ে আছেন; তা হবেন না? আজ দশ মাস পর্য্যন্ত অন্ন আহার দূরে থাক, জল পর্য্যন্ত মুখে দেন নাই। অমন করে অনাহারে অনিদ্রায় থাকলে ক'দিন শরীর থাকে? মার আমার সোণার বর্ণটী কালি হয়ে গিয়েছে, পদ্মের মতন মুখ খানি শুকায়ে গিয়েছে; অন্যে হ'লে কি এতদিন জীবিত থাকতো? অমন সতী লক্ষ্মী, অমন পতিপ্রাণা ব'লে পতি

---

* একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে নিম্নলিখিত রূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়;—

সমর সাগরে কেমনে পার হব হে সারণ।
কিরূপে হইব জয়ী নর বানরেরই রণ।
লঙ্কার ভূষণ, যে রতন,
সে বাসব বিজয়ী রণে করেছে গমন।
প্রাণ কুমারে, ঘোর সমরে,
বিদায় দিয়ে অধীর হয় জীবন।

পদ ধ্যান করে এত দিন বেঁচে আছেন। ভগবন্! তোমার মনে এই ছিল? তুমি এমন লোকের এমন সর্ব্বনাশ ঘটালে? এমন সুন্দরী হরিণীকে কেন এমন রক্ত পিপাসু ব্যাঘ্রের হাতে দিলে? এমন স্বর্ণ পদ্মকে কেন এমন দুঃখ সাগরে ভাসালে? ভগবন! তুমি না দুর্জ্জন-দমন? তা হলে কি এমন সুজনের সর্ব্বনাশ করতে প্রস্তুত হও? আহা! যার আমার কথা শুনলে শরীরটা যেন শীতল হয়। আজ এত অচৈতন্য কেন হলেন? হয় তো চেড়িরা নিদারুণ প্রহার করেছে; তাই যাতনায় চৈতন্য হারায়েছেন। (প্রকাশ্যে) মা জনক-নন্দিনি! মুখ তুলুন; মা গো! তোমার সরমার প্রতি একবার দাসী বলে তাকাও।

সীতা। কি মা? সরমা! কখন এলে মা?

সরমা। আমি অনেকক্ষণ এসেছি; আপনার চেতনা ছিল না বলে আমাকে দেখতে পান নি। মা! অন্য অন্য দিনের চেয়ে আজ আপনাকে অধিক চিন্তাকুলা দেখছি যেন?

সীতা। সরমা! চিন্তা ভিন্ন পৃথিবীতে আর আমার কি আছে? মা! এই দশমাস চিন্তাই আমার একমাত্র সহচরী; রোদনই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। মা! এই অসময় এসে বড়ই ভাল করেছ; এই কাল লঙ্কায় তুমি ভিন্ন আর আমার কেউ নাই মা। তুমি আমার জন্মজন্মান্তরে মা ছিলে, তাই এ জন্মেও মাতৃস্নেহ ভুলতে পার নাই; তাই আমায় কন্যার মত দেখ!

সরমা। মা! ও কথা বলো না। তোমাকে মা বলে আমার যেমন প্রাণ জুড়ায়, যিনি দশ মাস দশদিন গর্ভে ধরেছেন তাঁকে বল্লেও এমন হয় না। ইচ্ছা হয়, সারাদিন ঐ পদতলে ব'সে পদ সেবা করি। কিন্তু কি করবো মা! তোমার কাছে আসি বলে কালনাগিনী সূর্পনখা, বাঘিনী মন্দোদরী আমার আর স্থল কূল দেয় না।

সীতা! মা! তবে তুমি আর আমার কাছে এস না। সরমে! আমার সব কষ্ট সহ্য হয়; আমার জন্য তুমি যাতনা পাও এ যাতনা আমার প্রাণে সহ্য হয় না! এই দুঃখ-তমাবৃত লঙ্কায় তুমিই আমার একমাত্র আশা দীপ; এই বিষাদ সাগরে তুমিই মা আমার ভরসা তরণী। মা! এই মহাপাপিনীর জন্য তুমি কষ্ট পাও তা এ প্রাণে সয়না। সরমে! পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছিলাম তাই এমন স্বামীর শ্রীচরণ আশ্রয়ে বঞ্চিতা হয়েছি। আমার তুল্য দুর্ভাগা নারী পৃথিবীতে জন্মে নাই, জন্মিবে না। আমার এই কপালদোষে আমার গুণময় পতি, স্নেহময় দেবর অকারণে বনবাসী হয়েছেন। বনবাসেও তাঁদের সুখী হতে দিলাম না। এই পাপিয়সীর জন্য তাঁরা যে কি কষ্ট সহ্য করছেন, তা ভগবানই জানেন।

গীত।

মনোদুঃখ প্রকাশিব কাহারে।
অভাগিনী মম সম কে আছে আর সংসারে॥
বনবাসে বিষম ক্লেশে,
বঞ্চিলাম ভাগ্যদোষে,
পতিপদ সেবায় তবু ছিলাম সন্তোষে;—
শেষে এ কাল গ্রহবশে,
এ কাল লঙ্কায় এসে,
প্রাণ যায় প্রহার যাতনায় অনিদ্রায় অনাহারে॥

সীতা। সরমে! আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারিনে। কি পাপে আমার এমন সর্ব্বনাশ হলো, সরমে? আমার এ যাতনার কি শেষ হবে না? এ আগুণের কি নির্ব্বাণ নেই? এ বারিধির কি কূল নেই, সরমে?

সরমা। (সীতার হস্ত ধরিয়া দেখিয়া) একি মা? এই যে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ফুটে বেরিয়েছে! একি? এযে বেতের দাগ! বিধাতঃ! তোর মনে এত ছিল? তুই নিরপরাধিনী সাধ্বী সতীকে বনবাসিনী করেছিস, তাকে স্বামী সহবাসে বঞ্চিতা করে রাক্ষস হস্তে রেখেছিস, তাতেও নিরস্ত হলিনে? তার উপর আবার এই পীড়ন?

সীতা। সরমে! বিধাতার দোষ দেওয়া বৃথা; আমি জন্মজন্মান্তরে কত সাধ্বীকে পতি সহবাসে বঞ্চিতা করেছিলাম, কত গো-হত্যা ব্রহ্ম হত্যা, স্ত্রী-হত্যা করেছিলাম, তাইতে আমার এই জন্মে এই সর্ব্বনাশ। সরমে! আর সহ্য কর্‌তে পারিনে; অন্তরে বিষের জ্বালা, বাহিরে নিদারুণ বেত্রাঘাতের অসহ্য জ্বালা, আর সহ্য হয় না। সরমে! এত যাতনায়ও ত এ পোড়া প্রাণ যায় না? সরমে! কোন্ সুখে কোন্ আশায় এ পাপ প্রাণ রয়েছে? এ প্রাণ কি লৌহ নির্ম্মিত, না—প্রস্তরময়ী? না—বজ্রে গঠিত যে, এত যন্ত্রণায়ও এ প্রাণ রয়েছে?

সরমা। মা! কেন চিন্তা করেন? সত্বরেই আপনার দুঃখের অবসান হবে। এ পাপ সংসার ক'দিন থাক্‌বে? পাপের জয় ক'দিন? মা! সব সয়; সকল পাপের নিস্তার আছে। কিন্তু সতীর অপমানের নিস্তার নাই। মা! পুণ্যের জয় চিরকাল; রাক্ষস-রাজ অহংকারে মত্ত হয়ে জ্ঞান শূন্য হয়েছেন; তাঁহার দর্প চূর্ণ হবার আর বিলম্ব নাই।

সীতা। সরমে! পূর্ব্বে শুনেছিলাম, রাক্ষসপতি রাবণ মহাবীর। অন্যের কথা দূরে থাক্, দেবতারা পর্য্যন্ত তার কাছে চিরপরাজিত! সরমে! বীরের কি এই কাজ? অবলা কুলবালাকে নির্জ্জন কারাবাসে অসহায়ে রেখে, নিদারুণ প্রহার করা কি বীরের কর্ম্ম?

সরমা। মা গো! তা নইলে চারিপাদ পূর্ণ হয় কই? তোমা হতে পাপময় সবংশে নির্ব্বংশ হবে, তাই তোমায় হরণ করতে তার প্রবৃত্তি হয়েছিল।

(সূর্পণখার প্রবেশ।)

সূর্পনখা। আ মর! আ মর! অভাগি! ঘরের ঢেঁকি—কুমীর আবার এখানে মরতে এসেছো? সে দিনকার ঝাঁটা বুঝি মনে নেই?

সরমা। কেন ঠাকুর-ঝি! এখানে এলে তোমাদের কি ক্ষতি হয়? তোমরা ত এস, তাতে তো দোষ হয় না? আমি এলেই কি এত দোষ?

সূর্পণখা। আমরা আসি ভালর জন্য; তুই কি আমাদের ভালর জন্য আসিস্ না? তুই-ই তো দিন রাত ফুসুর ফুসুর করে ছুঁড়িকে বিগড়ে দিচ্ছিস। তুই এখানে আসবার কে না? তুই যদি ফের এখানে আসবি, তবে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দেব।

সরমা। তার আর আশ্চর্য্য কি! ঝাঁটা তো আমার অঙ্গের আভরণ। কিন্তু ঠাকুরঝি! জনক-নন্দিনীর কি অপরাধ? উনি দিন রাত অনাহারে অনিদ্রায় কেবল কাঁদছেন, তাই এক এক বার দেখতে আসি। তাতে কি এত দোষ? ওঁর উপর তোমাদের এত পীড়ন কেন? উনি কি করবেন?

সূর্পণখা। দেখ, শতেক-খোয়ারি! তোর ও সব কথায় কাজ কি লা? ঐ জন্য বিভীষণ ড্যাকরা, দাদার লাথি খেয়ে সেই বাঁদরের পালের গোদা রামা আর লখা অভাগের লেজ ধরে বেড়াচ্ছে। তুইও বুঝি তাই ঐ সীতে ছুঁড়ির আঁচল ধরে ধরে বেড়াচ্ছিস? তোকে কি অমনি ছাড়বো? কুচি কুচি করে কেটে সেই রামা লখার গলায় বেঁধে দিয়ে আসবো॥

সরমা! তা আমায় কেটে ফেল, মেরে ফেল—সব সয়। আমার স্বামী তোমাদের নিকট অপমানিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় নিয়েছেন; সেই জন্য আমার সব সহ্য হয়। কিন্তু জনকনন্দিনী তো কোন অপরাধ করেন নি? ওঁর প্রতি এত পীড়ন কর কেন?

সূর্পণখা। আ মলো! ঐ যে কথায় বলে,—

"খাস গ্যাদারি গ্যাদার করেন
খ্যাঁদা নাকে পরেন নথ।"
"কে বলেছিল কিসের কথা,
নুন দিয়ে খেলে পাকা আমড়া"—এ তাই।

অভাগী আমাদের বড় সুহৃদ! তাই বল্‌ছেন,—(নাকি সুরে মুখভঙ্গ করিয়া) জনকনন্দিনী কোন অপরাধ করেন নি, ওঁর প্রতি এত পীড়ন কেন? আঃ! মর্! আঃ! মর! আমরা যা কর্‌বো তাতে তোর কিলা? আমর মর্ রাক্ষসী। চুপ করে থাক্, বলছি। দেখ

সীতে ঠাকরুণ! কেন আর কেঁদে সারা হও? তোমার মত কপাল আর কেউ করে নাই। আমার দাদা ত্রিভুবনের রাজা; তিনি তোমার পায়ের তলায় পড়ে থাক্‌বেন; তুমি তাঁর পাটরাণী হয়ে সোণা পর্‌বে, মাণিক খাবে, হীরের খাটে শোবে, দশ বিশ লাখ রাণী তোমার দাসীগিরি করবে; আর কেন অন্য মত কর? চল, রাজপুরীতে গিয়ে রাজরাজেশ্বরী হয়ে, এই সব ধন দৌলাত ভোগ কর।

সীতা। রাজকন্যা! তুমি আমায় রক্ষা কর; তুমি আমার মা, লঙ্কাপতি আমার পিতা। তোমাদের কি বার বার ঐ পাপ কথা মুখে আন্‌তে আছে? স্ত্রী-জাতির স্বামীই সর্ব্বস্ব; স্বামী ধর্ম্মের সোপান, পুণ্যের আধার; ইহ-পরকালে স্বামীর শ্রীচরণ এই সংসার কারাগারের একমাত্র তরণী। যে স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করে, যে স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে অন্তরে স্থান দেয়, পরকালে তার দুর্জ্জয় নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। স্ত্রী-জাতির সতীত্বের অধিক অমূল্য বস্তু আর ত্রিজগতে নাই। সতী স্ত্রীর অপেক্ষা ভাগ্যবতীও ত্রিজগতে নাই! স্ত্রীলোকের স্বামীই অমূল্য রত্ন। তোমরা আমায় সেই অমূল্যরত্নে বঞ্চিতা করেছ; তার উপর কি এই পাপ কথা বলতে আছে? সূর্পণখে! তোমার পদে ধরি, তোমার নিকট করপুটে দন্তে তৃণ করে বলছি, আমায় কেটে ফেল, মেরে ফেল,— সব সহ্য হবে; কিন্তু ঐ পাপ কথা আর মুখে এনো না।

গীত।

কুবচন আর বলোনা আমারে।
শুনে হৃদয় বিদরে।
আমি কিছুই আর জানিনে,
কিছুই আর ভাবিনে,
পতি পদ বিনে এ পাপ সংসারে॥
সতী নারীর পতি সাধনের ধন,
সতীর প্রতি সদয় থাকেন নারায়ণ,
পতিত পাবন,—
সতীর পতিপদ ভিন্ন, ত্রিভুবন শূন্য,
অন্য কি পায় স্থান সতীর অন্তরে॥
পুরাণে শুনেছি পতি-নিন্দা শুনে,
প্রাণ ত্যজিলেন সতী সন্তোষ মনে,
দক্ষ ভবনে,—
সতীর পতি পূজা ধ্যান, পতি ব্রহ্ম-জ্ঞান,
পতি পরম ধন ভুবন মাঝারে॥

সীতা। সূর্পণখে! এখানে আর আমার কেউ নেই; তোমরাই আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী। আমি নিরাশ্রয়, নিঃসহায়; আমার সব থাক্‌তে কেউ নেই। তোমরা আমায় সকল সুখে বঞ্চিতা করেছ; আমার আশাতরী মগ্ন করেছ; সুখের সোপান ভগ্ন করেছ; আশ্রয় তরু উন্মূলিত করেছ; আনন্দ দীপ নির্ব্বাণ করেছ। আর কেন আমায় জীবিত রাখ? আমাকে খণ্ড খণ্ড করে সাগর সলিলে নিক্ষেপ কর; আর যন্ত্রণা দিও না।

সরমা। ঠাকুর-ঝি! তোমার অন্তরে কি কিছুমাত্র দয়া নাই? যে কথা শুনলে লোহা গলে যায়, পাষাণ দ্রব হয়; যার অবস্থা দেখলে অতি বড় শত্রুরও চক্ষে জল আসে, তার উপর কি কিছুমাত্র দয়া হলো না?

সূর্পণখা। আঃ! মর মর! আবার কথা কচ্ছিস্? বলে—"তুমি বড় দয়ার সাগর, ঝুলাই তোমার গলায় পাথর"। ঐ পোড়াকপালি সীতার জন্যই তো আমার এই সর্ব্বনাশ! সেই পোড়াকপালে লখা ড্যাকরা আমার এমন চাঁদের মত রূপে কলঙ্ক করে দিয়েছে; আমার এই পদ্মের মত মুখখানির পাঁপড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে; এমন অমৃতের কলসী কানা ভাঙ্গা করে দিয়েছে। সে ড্যাকরার বেটা জানেনা যে, আমা অপেক্ষা সুন্দরী ত্রিভুবনে নাই? সে কোন্ সাহসে কেউটে সাপের লেজে পা দিলে? সে কোন্ সাহসে বাঘিনীর নাকে হাত দেয়? তাদের বংশে কি কিছু রাখবো?

সরমা। শুধু নাকে হাত নয়; নাক কাণ দুই তাতেই তিনি তোমায় বেহাত করেছেন। সেখানে তুমি গিয়েছিলে কেন? না গেলে তো অমন সুন্দররূপে খোঁটা হতো না। তা বেশ হয়েছে। ঠাকুর-ঝি! তোমার রূপ দিন দিন ছাপিয়ে পড়ছিল, তাই একটু কমিয়ে দিয়েছেন। সে তো ভালই; ফুলের গাছ কেয়ারি করলে বড় শোভা হয়। বেশতো! মুখের সব উঁচু নিচু সমান হয়ে গিয়েছে; তাইতে তোমার চেহারা আরও খুলেছে।

সূর্পনখা। আঃ!—মর অভাগি! আমাকে আবার ঠাট্টা করিস? আমার বুকে বসে দাড়ি উপড়াবি? আমি কি কিছু বুঝতে পারছিনে? আমার নাকি উঁচু নিচু সমান করে দিয়েছে; ফুলগাছে কেয়ারি করেছে। আঃ—মর; আঃ—মর রাক্কসি! আমার মতন রূপ কি কারো আছে না? পঞ্চবটী বনে আমার রূপ দেখে সেই লখা ডাকরার মুণ্ডু ঘুরে গিয়েছিল; আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে কিনা সূর্পণখা, তোমার রূপের আগুনে আমার মন ফড়িঙ্গের পাখা পুড়ে গিয়েছে; আমায় বাঁচাও, আমায় বিবাহ করে আমার জীবন দান কর। তা আমার সে কাঙ্গকুটে কাল-পেঁচা ছোঁড়কে মনে ধরবে কেন? আমি এই বাঁ-পায়ের গোড়ালি দিয়ে তার বুকে ক্যাঁত ক্যাঁত করে তিনটে লাথি মারলাম। তাই ঘুঁটেকুড়ির বেটা আমায় নাক কাণ কেটে দিলে।

সরমা। ঠাকুরঝির রূপ দেখে যমরাজা যদি পাগল হতেন, তা হলে সব আপদ চুকে যেতো।

সূর্পণখা। তোর সাত গুষ্টিকে দেখে যমরাজা পাগল হোক্। আঃ মলো, আবার ঠাট্যামি! দাঁড়া তোর ঠাট্যামি বার করছি। ওরে চেড়িগন কোথায় আছিস্ রে?

(ত্রিজটা, বিকটা উল্কামুখী, বজ্র-মুখীর বেত্র লইয়া প্রবেশ।)

ত্রিজটা। এই যে দিদিঠাকরুণ অশোক বন আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন,। আমরা দেড় ক্রোশ পথ থেকে দেখতে পাচ্ছি যেন অশোক বনে পুর্ণিমার চাঁদ খানা খসে পড়েছে; দিদি ঠাকরুণের মত রূপসী তো ত্রিভুবনে দেখতে পাইনে।

সূর্পনখা। ত্রিজটা! তুই সুখে থাক্। তুই তো উচিত কথা বল্লি। কিন্তু কত চখ-খাগির চ'খে আমার রূপ যেন চক্ষুশূল; দেখ ত্রিজটা, বিকটা, উল্কামুখী বজ্রমুখী! তোরা তো দিন রাত এখানে থাকিস, কিন্তু এই অভাগা শতেক-খোয়ারি উট-মুখী, ছাগল-মুখী, গরু-মুখী, মেষ-মুখী সরমাকে এখানে আসতে দিস কেন? ঐ রাক্কসী ত আমাদের কুলের কালনাগিনী; ওর জন্যই তো সীতে বশ হচ্ছে না।

বিকটা। তুমি ঠাকরুণ রোজ রোজ এখানে কি করতে এসো? যদি ভাল চাও তো এখানে এস না।

সরমা। (স্বগতঃ) প্রাণ-বল্লভ! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট নিরপরাধে অপমানিত হয়ে চরমমঙ্গল রামের পরম পদে আশ্রয় গ্রহণ করেছ; কিন্তু তোমার প্রাণাধিকা সরমা, দাসীর দাসী চেড়িগণের অসহ্য অপমান বাক্য আর সহ্য করতে পারে না। নাথ! সূর্য্যের তাপ সহ্য হয়; কিন্তু সূর্য্য তাপে উত্তপ্ত বালুকার তাপ সহ্য হয় না। মা জানকীর অশান্ত অন্তরে যদি কিছু শান্তি দিতে পারি সেই আশায় অশোক কাননে আসি। কিন্তু আমাকে দেখলে পাষাণী চেড়িরা মা জানকীকে দ্বিগুণ যন্ত্রণা দেয়। লোকে বলে, দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য। সুতরাং, এখান হতে যাওয়াই উচিত। (প্রকাশ্যে) বিকটা! আমি আর এখানে আসবো না; কিন্তু তোদের হাতে ধরে বলছি তোরা সতীর অপমান করিসনে। সতীর কোপদৃষ্টিতে ত্রিভুবন রসাতলে যায়; এই সাধ্বী জনকনন্দিনীর চক্ষের জল দিনরাত পড়ছে বলেই তো এত সর্ব্বনাশ ঘটছে। এমন সোণার লঙ্কা পুড়ে ছারখার হলো; এই পাপে কত লোকের পুত্র গেল,

কত স্ত্রীর স্বামী গেল; পিতা গেল, মাতা গেল, ভ্রাতা গেল, ভগ্নী গেল।

সূর্পণখা। এই সঙ্গে তুইও গেলে সকল আপদের শান্তি হতো।

সরমা। ঠাকুর-ঝি! আমি যাই, কিন্তু একটী অনুরোধ রক্ষা করতে হবে। তোমরা জানকীকে কিছু বলোনা। ওর দুঃখ দেখলে আমার প্রাণ জ্বলে যায়।

(সরমার প্রস্থান)

বিকটা। দিদি ঠাকরুণেরও নাক জ্বলে যায়; কাণ জ্বলে যায়।

সূর্পনখা। দেখ, জনকরাজার মেয়ে! তোমার কপালে সুখ নেই, ঐ যে কথায় বলে, "যার সুখ নেই কপালে, কি করবে তার ফুট পেঁপুলে"? নইলে এমন সুখের সংসার, এমন কার্ত্তিকের মত দাদাকে তোমার মনে ধরলে না; এমন ত্রিভুবনের রাজা মদনমোহন ছেড়ে সেই জটাধারীর চিন্তা কেন কর? দুধ ত্যাগ করে তোমার ঘোলে রুচি হলো? আখের টিকলি ত্যাগ করে সজনে খাড়া খেতে চাচ্ছ? রসগোল্লা ছেড়ে মুড়ি মুড়কি খাবে? সরবত ত্যাগ করে কুয়ার জলে তৃষ্ণা মিটাবে? সিংহের আশ্রয় ছেড়ে শৃগালের সংবাসে সুখী হবে? তোমায় আর বলবো কি? আমরা হলে এত দিন মন্দোদরীকে তাড়িয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করতাম। এখনও তোমায় বলছি, আমাদের কথা শোন। নইলে, তোমার আর নিস্তার নাই!

সীতা। হা ভাগ্য! তোতে এত লেখা ছিল? আর যে সহ্য হয় না; যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা আর যে সহ্য করতে পারিনে। সূর্পণখে! তুমি স্ত্রী-জাতি হয়ে স্ত্রী-জাতির মর্য্যাদা বুঝলে না? স্ত্রীজাতির মর্ম্মপীড়া জানলে না? যে সতী স্ত্রীকে অসতী হবার উপদেশ দেয়, যে সতীত্বের উপর বল প্রকাশ করে তার তো ইহ-পরকালে নিস্তার নাই। সূর্পণখে! আমায় অনাহারে অনিদ্রায় নির্জ্জন বনে বনবাসিনী করেছ, দিবারাত্রি কটু কথা বলছো, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বনের পশুর মত অবিশ্রান্ত পীড়ন করছো, বেত্রাঘাতে মাংস পেশী সকল শিথিল হয়ে যাচ্ছে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে, অনবরত রুধির ধারা নির্গত হচ্ছে, তবু তো প্রাণান্ত হয় না। জন্ম-জন্মান্তরে কত পাপ করেছিলাম, তাই এত যন্ত্রণাতেও জীবিত রইলাম; এত মনস্তাপেও প্রাণ গেল না। সূর্পণখে! তোমার চরণ ধরে বলছি, আমায় অগ্নিতে দগ্ধ কর, অস্ত্রের দ্বারায় খণ্ড খণ্ড কর, সমুদ্র জলে মগ্ন কর, সব সহ্য হবে, কিন্তু যে সতীত্ব প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় বস্তু, স্ত্রীজাতির একমাত্র ব্রত, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র কর্ত্তব্য তার প্রতি অন্যায় উক্ত করোনা।

গীত।

আর যে সহেনা এ যাতনা আমার এ জীবনে।
নিরন্তর কুবচন সহিতে আর পারি নে।
নিরন্তর কুবাণীতে,
প্রাণ যায় নারি শুনিতে
জীবন অন্ত হয়।
আমার ভাগ্যে ছিল এত লেখা
স্বপনে তা জানিনে।
বিধিরে তোর এ কি বিধি,
কেনরে এত বাদ সাধি
আমার হরিলি হৃদয়ের নিধি,
বাধ অবলা প্রাণে।

সীতা। সূর্পণখে! এ জীবনের আর অধিক আশা নাই, যে আশায় নির্ভর করে দশ মাস অতিবাহিত করেছি, যে আশায় নির্ভর করে তোমার দাদার নিকট আর দুই মাস সময় ভিক্ষা করে নিয়েছি, সেই আশা যে দিন নির্ম্মূল হবে সেই দিন নিশ্চয়ই আমার প্রাণ অন্ত হবে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

লঙ্কাপুর- অশোক-কানন।

সীতা অধোবদনে উপবিষ্টা।

(রাবণের প্রবেশ।)

চেড়ীগণ। মহারাজের জয় হোক, মহারাজের জয় হোক।

রাবণ। জনকনন্দিনি! আর কতদিন এ অন্ধকার রাজপুরে বাস করবো? আর কেন যন্ত্রণা দাও? চল, তোমায় লয়ে গিয়ে আমার তমোময়ী পুরী আলোকিত করি। জানকি! যে দিন আমি যোগী বেশে পঞ্চবটী বনে তোমার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করি, সেই দিনই এই জীবন মন তোমায় অর্পণ করেছি। আমি কি রমণী সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত বলে তোমার উপাসনা করছি? তা নয়। শত শত, সহস্র সহস্র দেব-কন্যা, নাগ-কন্যা, রক্ষঃ-কন্যা, যক্ষ-কন্যা অপ্সরী কিন্নরী আমার সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু আমার প্রমোদ ভবন শত সহস্র দীপ শিখায় উজ্জ্বলিত হইলেও তন্মধ্যে তোমা সদৃশ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের কি উদয় হবে না? আমার দেহ কানন নানা পুষ্পে সুশোভিত, কিন্তু আমার হৃদয় সরোবর শূন্য; এতে কি তোমাসদৃশ বিকচ শতদল শোভা করবেনা? জনকনন্দিনি? আর কেন যন্ত্রনা দাও? চল, আমার রাজভবনে চল। এই নানা রত্নে সুশোভিত কণ্ঠহারে তোমা সদৃশ কৌস্তুভমণি ধারণ করে ইহ জীবনে সুখী হই।

সীতা। লঙ্কেশ্বর! আমি কাঙ্গালিনী, নিরাশ্রয়া; নিরাশ্রয়া রমণীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার কি তোমার কর্ত্তব্য? তুমি ধার্ম্মিক হয়ে অন্যের ধর্ম্মপত্নীকে কুপথগামিনী করতে কেন অভিলাষ কর? তোমার চরণে ধরি আমায় রক্ষা কর! অবলার বল পতি আর ভূপতি; পতি যদি স্ত্রীকে রক্ষা করতে অক্ষম হন, তবে রাজা তাহাকে রক্ষা করবেন। তুমি সেই রাজা হয়ে, এ অনাথা বালাকে কোথায় রক্ষা করবে, না, স্বয়ং তাকে নাশ করতে উদ্যত হলে? তবে আর আমি কোথায় দাঁড়াবো? আশ্রিতকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; আমি তোমার আশ্রয়ে আছি, আমায় রক্ষা কর।

রাবণ। জানকি! তুমি আমার আশ্রিত নও—আমিই তোমার আশ্রয় ভিখারী; আমি তোমার কৃপা ভিখারী, আমাকে রক্ষা কর। বৈদেহি! তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তুমি আমার আশা কাননের কল্পলতিকা। আমি তোমার দেবদুর্ল্লভ কান্তি যখন দেখি, তখনই আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সমস্তই তুচ্ছ বোধ হয়।

সীতা। লঙ্কাপতি! সতীর প্রতি এ দুর্গতি তুমি কেন কর? স্বামীই আমার সর্ব্বস্ব; স্বামী ভিন্ন আমি অন্য পুরুষের মুখ দর্শন করিনে। আমায় দয়াকর, আমায় অভয় দাও। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

রাবণ। জানকি! আমায় আর কি আশীর্ব্বাদ করবে; আমার কিসের অভাব? স্বর্গ, মর্ত্ত রসাতল আমার ভয়ে কম্পবান। কুবের আমার ভাণ্ডারী, দেবগণ আমার দাস; ধন, মান, সুখ সম্পদ, আমার কিছুরই অপ্রতুল নাই। ত্রিভুবন যার করতলগত—তার কিসের অভাব? অভাবের মধ্যে—তোমা সদৃশ ভুবনমোহিনীর দয়ার অভাব। সুন্দরি! কি গুণে সেই ভণ্ড তপস্বী কপট জটাধারীর কপটতায় মুগ্ধ হয়েছো, তা বল্‌তে পারিনে। যার দয়া প্রত্যাশায় ত্রিলোক লালায়িত, সেই তোমার দাসানুদাস হবে—এ তুমি একবারও ভাবলে না? তুমি মাণিক পরিত্যাগ করে তুচ্ছ কাঁচে অনুরক্ত হলে? স্বর্ণরাজ্য পরিত্যাগ করে বনবাস তোমার সুখকর হলো? আশ্চর্য্য!

সীতা। লঙ্কাপতি! সেই বনই আমার স্বর্ণরাজ্য, সেই পর্ণকুটীরই আমার ইন্দ্রালয়, সেই বৃক্ষমূলই আমার মণিময় সিংহাসন, সেই কটু-কষায় ফল-মূল আমার রাজভোগ, সেই

তৃণ শয্যা আমার হৈম পর্য্যঙ্ক, সেই বল্কল আমার সুন্দর বস্ত্র। প্রাণবল্লভ রঘুকুলতিলক কোথায় রয়েছ? একবার তোমার দুঃখিনী জানকীর এই দুর্দ্দশা দেখলে না? নাথ! প্রাণ যায়; আর সহ্য হয় না, একবার দেখা দাও। তুমি যে আমায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করতে? নাথ! পূর্ব্ব কথায় স্মরণ হচ্ছে;—পঞ্চবটি বনে একদিন বনফুলের মালা গেঁথে তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম, তুমি বল্লে,—'জানকি! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি যে, আমায় এ শাস্তি দিলে? আমার গলায় মালা থাক্‌লে তোমার হৃদয়ে আমার হৃদয়ে ব্যবধান হবে।' নাথ! তখন তোমার সামান্য মাল্যের ব্যবধান সহ্য হয়নি, এখন সেই জানকী তোমার কত বন, কত পর্ব্বত, কত নদ নদী, অপার সাগর ব্যবধানে রয়েছে, একবার দেখলে না। প্রাণেশ্বর! যখন বনবাসে এসেছিলাম, তখন পথিমধ্যে তুমি আমায় অগ্রগামিনী করে বলেছিলে, প্রাণেশ্বরি! তুমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ এলে তোমার ভুবনমোহিনী কান্তি আমি যে দেখতে পাইনে; তাতে আমার ত্রিভুবন শূন্য বোধ হয়। প্রাণনাথ! যাকে তুমি তিলেক না দেখলে থাক্‌তে পার্‌তে না, সে আজ দশ মাস তোমার নয়নের অন্তরাল হয়ে রয়েছে; একবার কি দেখা দেবেনা?

গীত।

প্রাণনাথ কোথায় রহিলে।
একবার দেখা দাও হে, বিপদকালে॥
রক্ষা কর নাথ একবার ডাক এসে
আমার প্রিয়া বলে॥
কি দোষে অধিনী দাসী দোষী তব পায়,
(নাথ তোমা বিনে আরতো জানিনে হে।)
জীবন আকুল তোমা বিনে অকূলে ভাসিলাম
কপালগুণে আর যে সয়না
প্রাণে দগ্ধ হ'ল দেহ দারুণ দুখানলে।
নাথ পূর্ব্বকথা আমার হতেছে স্মরণ,
তব ভালবাসা অমৃত বচন,
মরি মরি সে সব কথা মনে হলে প্রাণ জ্বলে,—
বিচ্ছেদ অনলে হৃদয় বিদরে হে,—
সদা মগ্ন হই শোকসিন্ধু জলে॥

সীতা। জানকিজীবন! তোমার জানকীর জীবনান্ত হয়, একবার মরণ সময়ে দেখা দিলে না? দুরন্ত রাক্ষসের বাক্য যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমি সিংহের সিংহিনী হয়ে শৃগালের পীড়ন সহ্য করছি, মূর্তিমতি বহ্নি হয়ে দীপশিখায় দগ্ধ হলাম, এও কি প্রাণে সহ্য হয়?

রাবণ। জানকি? রাম লক্ষ্মণ সামান্য মানব। মনে করেছ কি পুনরায় তারা তোমাকে উদ্ধার করবে? যে পুরীতে দেবগণের প্রবেশাধিকার নাই, সর্ব্বত্রগামী পবন যে পুরীতে সঙ্গোপনে প্রবাহিত হয়, সেখানে তুচ্ছ মানবের কি প্রকারে আগমন সম্ভবে? সুন্দরি! প্রসন্ন হও; আর বেষ্টিত অনলে আমায় দগ্ধ করোনা। আমি তোমার দাসানুদাস; এই রাজমুকুট যাহা সুরগণও স্পর্শ করতে অক্ষম, সেই রত্নকিরীট তোমার পদতলে রক্ষা করে বল্‌ছি,—আমার ধন, মান, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সমস্তই তোমার। যে প্রাণের তুল্য প্রিয় বস্তু পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, তাহাও তোমার অধীন। (চরণ ধরিতে উদ্যত।)

সীতা। আমায় স্পর্শ করিসনে। পাপময়! আমি তোর প্রাণ গ্রহণ করে কি করব? তোর প্রাণ রঘুকুলতিলক আর্য্য রামচন্দ্র সহস্তে গ্রহণ করবেন। পামর! আমায় স্পর্শ করিসনে। চণ্ডাল! তোর মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হলো না; কেন যে তোর রসনা খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূতলে পতিত হলো না, বল্‌তে পারিনে। মাতঃ বসুন্ধরে! তোমার বক্ষের উপর তোমার তনয়ার যন্ত্রণা সচক্ষে দেখছো? মাগো! তুমি সকল ভার সহ্য কর বলে তোমার নাম সর্ব্বংসহা। কিন্তু তোমার সন্তান যে অসহ্য দুঃখ ভার সহ্য করছে তাও কি তুমি সহ্য করবে? মা বিধা হও, তোমার ক্রোড়মধ্যে প্রবেশ করে সকল

সন্তাপ দূর করি। হা প্রাণকান্ত? হা নাথ! হা স্বামিন! তুমি কোথায় রয়েছো? তোমার চরণের দাসীকে কি অবস্থায় দশানন রেখেছে একবার এসে দেখে যাও।

রাবণ। জনকদুহিতা! কে তোমায় দেখবে? কে তোমায় রক্ষা করবে? মনে করেছ কি আজও তারা জীবিত আছে? সে জটাধারী ভণ্ড তপস্বী রাম লক্ষ্মণকে আমি স্বহস্তে বিনাশ করেছি। তাদের আশা করা বৃথা। এখনও বলছি, সে পামরদের কথা বিস্মৃত হও।

সীতা। পাপাত্মা! তাঁদের বিনাশ করা তোর সাধ্য নয়; সিংহকে কি শৃগালের বিনাশ করতে পারে? নখের দ্বারা কি শালবৃক্ষ ছেদন করা যায়? না—বাত দ্বারা পর্ব্বত উৎপাটন সম্ভবে? তুই তুচ্ছ রাক্ষস; তাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করা তোর সাধ্য নয়। পাপাধম! তুই যে দশমুণ্ডে সেই অনিন্দিত রাঘবের নিন্দা করছিস, সেই মুণ্ড অচিরাৎ তাঁদের পদতলে লুণ্ঠিত হবে।

রাবণ। পাপিয়সি! তোর এত দূর স্পর্দ্ধা! আজ তোকে খণ্ড খণ্ড করে সকল অপরাধের শাস্তি করব; দেখি কে তোকে রক্ষা করে; তোর কি জীবনের মমতা নাই? তুই প্রচণ্ড অনলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করলি? তুই আমার শত্রুপত্নী; কেবল সুন্দরী বলে তোকে জীবিত রেখেছিলাম। কিন্তু জানিস্ যে, হরিণী সুন্দরী বলে সিংহের কখন দয়া হয় না। সারিকা সুন্দরী বলে বাজ পক্ষীর নিকট সে দয়ার পাত্রী নয়। পুষ্পমাল্য সুন্দর বলে অগ্নি কখনও তাকে ভস্ম করতে বিমুখ হন না। আজ তোর আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত।

সীতা। দুরাত্মা! আমি বীরকন্যা, বীরপত্নী, বীর-পুত্রবধূ; নির্ভিক ক্ষত্রিয়কুলে আমার জন্ম। আমরা কি মরণকে ভয় করি? নখাগ্র যেমন ত্যজ্য, তেমনই আমাদের প্রাণকে নির্ভয়ে ত্যাগ করতে পারি। আমি তোরে মিনতি করে বলছি, তুই আমায় খণ্ড খণ্ড করে সকল যন্ত্রণার সকল মনোকষ্টের শান্তি কর।

রাবণ। পাপমতে! অসির দ্বারা দ্বিখণ্ড করলে তো তোর সুখে মৃত্যু হবে। চেড়িগণ! তোরা উত্তপ্ত লৌহ দণ্ড দ্বারা পাপিয়সীকে প্রহার কর, কেহ বা ছুরিকা দ্বারা ছেদন করে তাহাতে লবণ প্রদান কর, কেহ বা লবণ সংযুক্ত সূচাগ্র পাপমতির অঙ্গমধ্যে প্রবেশ করা। এইরূপ যন্ত্রণা দিয়ে দুষ্টার বধ সাধন কর্।

(রাবণের প্রস্থান)।

উল্কামুখি। ওলো ভাল কথা নুন দিস্। বড় মজা হয়েছে, খাবার সময়ে আর নুণ মাখাতে হবে না। জীবন্ত বেলাই নোনা ইলশে হয়ে যাক।

বক্রমুখী। একটু লঙ্কার গুঁড় হতো তবে জীবন্ত তরকারি বানিয়ে রাখতাম। বড় মজা। হা! হা! হা! (হাস্য ও প্রহার)

সীতা। উঃ! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়। বিষম জ্বালায় প্রাণ গেল, আর সহ্য হয় না। প্রাণকান্ত! প্রাণান্ত সময়ে একবার দেখা দেও। তোমার জানকীর চরম সময় উপস্থিত; একবার এস। নাথ! মরি তাতে দুঃখ নাই, এ যাতনায় মরণই সুখকর। কিন্তু মরণকালে একবার তোমার চরণ দেখতে পেলাম না—এ দুঃখ তো আমার জন্ম ভরেও যাবে না। হাঃ! আমার ভাগ্যে এত ছিল? আমি যে, রাজর্ষি জনক রাজের তনয়া, ইক্ষাকু বংশের শিরোমণি মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, আমি যে রঘুকুল তিলক রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, আমি বীরকেশরী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নর ভ্রাতৃজায়া। হা ভগবন! হা লঙ্কানাথে! তোর মনে এই ছিল? আমার সব থাকৃতে কেউ নেই। আমি রাজকন্যা! রাজার পুত্রবধূ হয়ে বনবাসিনী হয়েছি, পতিবিরহিণী হয়েছি, পথের কাঙ্গালিনী হয়েছি; তবু তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হলোনা। যা হবার নয় তাই হলো, যা শুনবার নয় তাই শুনালি; তার উপর আবার এই প্রহার যন্ত্রণা! সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল? প্রাণ যায়।

(দ্রুতপদে সূর্পণখার প্রবেশ।)

সূর্পণখা। মার, অভাগিকে মার। অভাগিকে, কেটে কেটে নূন দে। বলে, "ঘোল খাবেন চেটেচুটে, মণ্ডা খেতে নেকার ওঠে"। এমন সোণার চাঁদ মনে ধরলো না। সেই ধাঙ্গড় ছুটো ওঁর পিণ্ডি দেবে। অবাক্ করেছে! তাইতো বলি, অমন মণ্ডা ছেড়ে ঘোলে রুচি হলো! তা আজ ভাল করে ঘোল খাইয়ে তবে ছাড়বো। মার সর্ব্বনাশক, খোঁচা দিয়ে চ'খ খাগির চ'খ ছুটো আগে গেলে দে। (সূর্পণখা কর্ত্তৃক প্রহার)

সীতা। সূর্পণখে! আর যন্ত্রণা দিও না। প্রাণ গেল, আর অসহ্য বেত্রাঘাত সহ্য হয় না। আমি তোমাদের কাছে এত কি অপরাধ করেছি যে, আমার প্রতি এত পীড়ন ক'রছ? আমায় একেবারে ছুইখণ্ড কর, কিংবা শূল দিয়ে অভাগিনীর বক্ষঃস্থল ভেদ কর; তাতে কি তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না? একেবারে বধ করলে কি তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না? প্রাণ যায়। হা নাথ! হা জীবনকান্ত! জীবনান্তকালে একবার তোমায় দেখতে পেলাম না, চরম সময় তোমার চরণ দর্শন হলো না,—এ সময়ে প্রাণনাথ কোথায় রইলে।

গীত।

এ সময়ে প্রাণনাথ রহিলে কোথায় হে।
নিদারুণ বেত্রাঘাতে বুঝি প্রাণ যায় হে॥
অন্তরে বাহিরে জ্বালা, কত আর সবে অবলা,
দেখা দাও হে প্রাণকান্ত, প্রাণান্ত সময় হে।
সদা নিষ্ঠুর অন্তরে, নিদারুণ প্রহার করে,
এ দুঃখ কব কাহারে, না দেখি উপায় হে।
জনম দুঃখিনী সাতে, বড় সাধ ভালবাসিতে,
তোমার সেই ভালবাসার ধন,
জন্মের মতন যায় হে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামের শিবির।

(রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ প্রভৃতি।)

রাম। মিত্র! লক্ষ্মণ আমার বড়ই ক্লান্ত হয়েছে। মনে করেছিলাম, চরাচর বিজয়ী লক্ষ্মণের সহিত সামান্য নিশাচর ইন্দ্রজিত কতক্ষণ যুদ্ধে পারগ হবে? কিন্তু মেঘনাদ যখন শমন-সদৃশ সমর-কেশরী লক্ষ্মণের সহিত এত দীর্ঘকাল যুদ্ধ ক'রতে সমর্থ হয়েছিল, তখন মেঘনাদের তুল্য বীর বোধ হয়, পৃথিবীতে দ্বিতীয় ছিল না।

বিভীষণ। এমন স্বর্ণময়ী লঙ্কার মেঘনাদই শিরোভূষণ। কিন্তু পাপিষ্ঠের পাপাচারে সেই সোণার লঙ্কা শ্মশানভূমি হয়ে উঠলো। দেব! পাপের প্রভাব কতদিন স্থায়ী? ভারপূর্ণ তরণী যেমন অল্প বায়ুতেই মগ্ন হয়, তেমনি জীবন পাপ-ভারে পরিপূর্ণ দশাননের দেহতরি এ যুদ্ধরূপ প্রবল বায়ুবেগ কতক্ষণ সহ্য করবে? তার বিলম্ব সময় উপস্থিত হয়েছে।

রাম। মিত্র! সে আশা আর নাই। রাবণের তুল্য বীর মহীতলে দ্বিতীয় দুর্ল্লভ। বিশেষতঃ, প্রাণাধিক পুত্র মেঘনাদ পতনে সে প্রাণপণে যুদ্ধ করবে। গৃহমধ্যস্থ বিবরগত সর্প গৃহস্থের সন্তানকে দংশন করলে, সে সর্ব্বস্বান্ত হলেও সেই সর্প-বধে কৃতনিশ্চয় হয়। মিত্র হে! লক্ষ্মণ আমার ভীষণ যুদ্ধে ক্লান্ত হয়েছে। আমি নানা শোকে, নানা চিন্তায়, জর্জ্জরিত হয়েছি। এ সময় রাবণের আক্রমণ সহ্য করতে না পারলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে।

বিভীষণ। সত্য; কিন্তু যখন মেঘনাদ সমরক্ষেত্রে শয়ন করেছে, তখন তাহার দক্ষিণ বাহু স্খলিত হয়েছে। মেঘনাদ তাহার প্রাণের

সমান। তাহার সহিত দশাননের প্রাণও অস্ত হয়েছে; কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহার সহিত যুদ্ধে এখন সামান্য বালকেও বিজয় লাভ করবে।

রাম। মিত্র হে! কালের গতি যে কুটিল। লোকে বলে, কালচক্রে সুখ-দুঃখ সমভাবে গাঁথা; কিন্তু আমার ভাগ্যে কালচক্র দুঃখ-মণ্ডিত; তাতে সুখের লেশমাত্র নাই। মিত্র হে! জনমাবধি আমি এক দিনের জন্যও সুখী হলাম না। বাল্যকালে মাতার স্বপত্নী গঞ্জনার কথা স্মরণ হলে, এখনও শোণিত শুষ্ক হয়। এক এক দিন মা আমার, আমায় কোলে করে বলতেন,—রাম রে! আর সহ্য হয় না, তোকে নিয়ে পথে-পথে, গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা ক'রে দিন-যাপন করি; আর আমার রাজ-সুখে কাজ নাই। জননীর যন্ত্রণা দেখে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়ে যেত; পরে যৌবনাবস্থায় কোথায় রাজা হব, না—বনবাসী হলাম। কিন্তু নির্দ্দয় বিধাতা আমায় বনবাসী করেও নিরস্ত হ'ল না। যে সীতা আমার ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী, যে সীতা আমার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী, যে সীতা আমার রাজ্যধন তুচ্ছ জ্ঞান করে সুখ-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়ে এই কষ্টকর বনবাসে বনবাসিনী হয়েছিলেন, সেই স্নেহময়ী সীতা রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত হলেন। হায়! আমি কাপুরুষ নরাধম, তাই প্রাণ দিয়েও প্রাণাধিকের উদ্ধার-সাধনে অক্ষম হলাম। হা মিত্র! তাই কি প্রিয়া আমার রাবণ ভবনে সুখে আছেন? হনুমান মুখে শুনলাম, সীতার আমার মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধান। যে অঙ্গ মণিময় অলঙ্কারে সুশোভিত ছিল, সেই অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত। যে বেণীর শোভায় সর্পিণীও লজ্জিতা হতো, তাই এখন জটাভারে পরিণত হয়েছে। প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় বদনকমল, দিবাকর পীড়িত কমলের ন্যায় শ্রী-ভ্রষ্টা হয়েছে। অবিশ্রান্ত রোদনে চক্ষু জ্যোতিহীন হয়েছে। হা মিত্র! বলতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়, তাতেও প্রিয়ার আমার নিস্তার নাই; অবিশ্রান্ত বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ রুধির-রঞ্জিত। মিত্র! স্বামী স্ত্রীর প্রতিপালক বলে তাহার নাম ভর্ত্তা; কিন্তু আমি সেই স্ত্রীকে প্রতিপালন করা দূরে থাক্, তাকে শত্রু-পীড়নেও রক্ষা করতে সক্ষম হলাম না। এ যাতনায় আমার জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল।

বিভীষণ। (স্বগত) দাদা গো! তুমি আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করেছিলে, আমি সেই মর্ম্মপীড়ায় কাতর হয়ে, রাজ্য, ধন, সুখ, সম্পদ, সকলই পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু তাতে আমার যে দুঃখ না হয়েছিল, নিরপরাধিনী জনকনন্দিনীর নিদারুণ পীড়ন শুনে তদপেক্ষা সহস্র গুণে মর্ম্মপীড়িত হলাম। দাদা! তুমি কি চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ হলে? যাঁকে দিবানিশি ধ্যান কর, সেই ভগবানচন্দ্রকে সম্মুখে পেয়েও চিনতে পারলে না? দাদা! যে লক্ষ্মীর কৃপায় তোমার সাম্রাজ্য স্বর্ণময়ী, ভাণ্ডার অক্ষয়, বিক্রম অসীম; যে লক্ষ্মীর আরাধনায় তুমি দিবানিশি রত, সেই স্বয়ং-লক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার লাভেও তাঁকে তুমি চিনতে পারলে না। যাঁর শ্রীপদে মস্তক রক্ষা করলে, ইহকালে পার্থিব সুখসম্ভোগ, পরকালে অক্ষয় অনন্ত স্বর্গবাসে চরিতার্থ হতে, যাঁর কৃপা-কটাক্ষে বার বার কঠোর জঠর-যন্ত্রণা পেতে হতো না, ভীষণ ভবার্ণব পারের ভয় থাকতো না, সেই ভক্তবৎসলা ভগবতী লক্ষ্মীকে গৃহে পেয়েও চিনলে না? তোমা অপেক্ষা অজ্ঞান অন্ধ ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। তা চিনবেই বা কেমন করে? তোমার চারি পাদ পূর্ণ হয়েছে, তোমার আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত, তাই শৃগাল হয়ে সিংহপত্নীকে পীড়ন করছো। (প্রকাশ্যে) দেব! পাপীর পাপাচরণ কতদিন সমভাবে থাকে? আমি নিশ্চয় বলছি, অচিরাৎ আপনার দুঃখতম অপসারিত হয়ে সুখসূর্য্য উদয় হবে।

রাম। মিত্র! সীতা কি আমার অদ্যাপি জীবিত আছেন? যে সীতা বনবাস কালে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হলে চেতনা হারাতেন, সেই

সীতা কি নিদারুণ বেত্রাঘাত সহ্য করে জীবিত আছেন? যে দিন লক্ষ্মণের আহার্য্য সংগ্রহে কালবিলম্ব হতো, সে দিন সীতা আমার বৃন্তচ্যুত পদ্মের ন্যায় মলিনা হতেন। সেই সীতা অনাহারে, অনিদ্রায়, অদ্যাপি কি জীবিত আছেন? মিত্র! বোধ হয়, সীতা আমার নাই। আমি বৃথা জলধি বন্ধন করলাম, বৃথা অকৃত অপরাধী বালীর জীবন নাশ করলাম।

গীত।

প্রাণধনে অদর্শনে বুঝি প্রাণ যায়।
অপার সাগর আমি বিন্দু বৃথায়॥
কোন দোষে নহে দোষী, বৃথায় বালীরে নাশি,
বলিবে ত্রিলোকবাসী, কলঙ্কী আমায়।
যার জন্য এ অন্তর, দহিতেছে নিরন্তর,
দেখিতে কি মুখ তার পাব পুনরায়॥

রাম। মিত্র! যে পতিপ্রাণা সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে এই পামরের সহিত বনবাসিনী হয়েছিলেন, সেই প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পতি বর্ত্তমানেও এত দুর্গতি সহ্য করছেন। অনাথার মত ক্ষতবিক্ষত শরীরে ধূলিশয্যায় পড়ে আছেন, আমি পাপাত্মা, তাই জেনে শুনে এখনও জীবিত রইলাম! মিত্র! আমার প্রাণ কি এতই কঠিন যে এ শেলসম বাক্য শুনেও দেহভার ত্যাগ করলে না। আমার অন্তরে যে এক তিলের জন্যও শান্তি নাই! নিদ্রাতে কিম্বা জাগ্রতে কোন সময়েই আমার সুখ নাই। জাগ্রত অবস্থায় সীতার বিচ্ছেদরূপ হুতাশনে স্তরে স্তরে দগ্ধ করে; সীতার যন্ত্রণার কথা আমার বক্ষঃস্থলে শেলসম বিদ্ধ করে। যখন নানা দুশ্চিন্তায় শরীর অবসন্ন হয়ে নিদ্রিত হই, অমনি বিভীষিকাময়ী স্বপ্নে দর্শন করি,—'সীতাকে আমার পামর রাবণের পাপময়ী চেড়িগণ সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করেছে, উত্তপ্ত লৌহ শলাকা তাহার অঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছে; কখন বা তাহারা বৃক্ষশাখায় তাহার কেশাগ্র বন্ধন করে নিদারুণ রূপে বেত্রাঘাত করছে; কখন বা কণ্টকাকীর্ণ ধরণীতলে আকর্ষণ করছে, আমি সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, সীতা আমার প্রতি সজল নয়নে বলছে, নাথ! আমায় রক্ষা কর, আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারিনে; নিদারুণ বেত্রাঘাতে প্রাণ যায়, আমায় রক্ষা কর। চেড়িরা আমায় দেখে উচ্চ হাস্য করে বলতে লাগলো,—রে কাপুরুষ ক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ক! তুই না রাজা হোতে যাচ্ছিলি? রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রজাদিগকে রক্ষা করা। তুই যখন নিজ সম্পত্তি রক্ষা করতে সক্ষম হলিনে, তখন তুই কেমন করে প্রজাবর্গের সম্পদ রক্ষা করতিস? তুই তোর বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞা কি বিস্মরণ হচ্ছিস্? তখন শপথ করে বলেছিলি, আমি সীতাকে চিরকাল প্রতিপালন করবো, বিপদে সম্পদে সর্ব্বত্রে তাহাকে রক্ষা করবো; সে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কি এইরূপ? এই দেখ, তোর বড় ভালবাসার ধনকে খণ্ড খণ্ড করি।' এই কথা বলে খড়্গ উত্তোলন করলে, আমি তাই দেখে কেবল উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলাম, অমনি ভয়ঙ্করী নিদ্রা ভঙ্গ হলো! মিত্র হে! সীতা আমার যে যন্ত্রণা ভোগ করছে, এতে কত কাল তাঁর জীবিত থাকা সম্ভবে?

বিভীষণ। (স্বগত) হা! জনকরাজ দুহিতা! কি যাতনাই সহ্য করছো? মাগো! ধরাধামে মানবী মূর্ত্তি ধরেছ বলে কি অসহ্য বেত্রাঘাতের যাতনাও সহ্য করতে হয়? মা এ তোমার কি লীলা, মা? আমি ক্ষুদ্র রাক্ষস, ক্ষুদ্র বুদ্ধি; কেমন করে তোমার অনন্ত বুদ্ধি কৌশলের অন্ত পাব? তোমায় হরণ করে, তোমায় যাতনা দিয়ে রাবণ যে এখনও জীবিত রয়েছে এই আশ্চর্য্য। যার নাম স্মরণ করলে প্রবাস, শত্রু, সঙ্কট, সংগ্রাম, কান্তার, কানন, পর্ব্বত, দুর্গ, সাগর প্রভৃতি দুর্গম স্থল সুগম হয়, সেই শুভদায়িনী সীতাদেবী কিনা সাগর পারে শত্রু শিবিরে বন্দিনী! মাগো! তুমিই তোমা সীতা, অসীতা, সাধ্বী, শক্তি; তবে কেন একবার উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করে পাপাধার লঙ্কাকে সাগর সলিলে মগ্ন করনা!

কিম্বা কপালাক্ষি বিনিসৃত কোপানলে কাল লঙ্কাকে ভস্মাবশেষ করলে না। মা! কি গৌরবে লঙ্কেশ্বর প্রচণ্ড বহ্নি বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে রেখেছে। কোন পৌরুষে কেশরিকামিনী হয়ে সামান্য রজ্জুতে বাঁধা রয়েছেন? ধন্য তোমার লীলা! মা! তুমি যে স্বয়ং লক্ষ্মী গোলকেশ্বরী, আমার সম্মুখে তো এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ব্রহ্মাদি পূজিত ব্রহ্ম সনাতন রামচন্দ্র! মা! যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, তিনি বিনা কীটানুকীট রাবণের বধসাধনে ত্রাসিত। একি ভগবানের আত্মবিস্মৃতি, না—আমি আত্মবিস্মৃত? একি ভগবানের ভ্রান্তি, না—আমিই ভ্রান্ত? ভগবান তো সুরকার্য্য সংসাধনে অংশ চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন; তবে কেন সুরপতি পাপমতি লঙ্কাপতির মস্তকে বজ্রাঘাত করছেন না, তবে কেন পবনদেব পামরের নিশ্বাস বায়ু রোধ করে দিচ্ছেন না? তবে কেন বরুণদেব পাপকলঙ্কিত লঙ্কাকে সাগর সলিলে মগ্ন করলেন না? তবে কেন অগ্নিদেব তাকে সবংশে ভস্মাবশেষ করছেন না? হায়! আমি দেবলীলা দেব-চরিত্র কি বুঝবো? যাই হোক, লঙ্কাপতির যে আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত তার আর ভুল নাই। নিশ্চয়ই এ অগ্নি প্রলয়কারী দাবানলে পরিণত হবে।

গীত।

নারায়ণ এ কেমন তব লীলা চমৎকার।
বুঝিবার সাধ্য কার, তোমার এ মহিমা প্রচার,
যাহাতে বাধ্য ত্রিসংসার।
হইয়ে গোলকের পতি, সহিতে এত দুর্গতি হে,
ঘুচাও বেদন ও নারায়ণ, করে রাবণ সংহার॥
সংসারের সার তুমি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
সত্য সনাতন,—
সৃজন পালন লয়, তোমার ইচ্ছায় হয় হে,
তবে কেন ইচ্ছাময়, সহ যন্ত্রণা অপার॥

বিভীষণ। দেব! মা জানকীর জীবনের প্রতি কেন আপনি সন্দেহ করছেন? তাঁহার বধ সাধন করা রাবণের সাধ্যাতীত। পূর্ব্বে যখন মায়াসীতা মূর্ত্তি আপনার সাক্ষাতে ছেদন করে তখনি তো আপনাকে বলেছি, রাবণ মায়ার আধার! তাই বলি, আপনার সদৃশ বুদ্ধিমানের কি রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ হওয়া উচিত? যাই হোক, এক্ষণে আসন্ন যুদ্ধের উপায় চিন্তা করুন। পদদলিত কালভুজঙ্গ ফণা বিস্তার না করে কখন অবনত শিরে থাকে না। দশানন পুত্রশোকে শোকাতুর হয়েছে; এবার সে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান শূন্য হয়ে যুদ্ধ করবে।

রাম। মিত্র! বল দেখি, এ যুদ্ধে কাহাকে পাঠান যায়?

বিভীষণ। আর্য্য! সমর কুশল বীরবর লক্ষ্মণ ভিন্ন এ যুদ্ধে কে অগ্রসর হয়? এ যুদ্ধে পাপিষ্ঠ যেরূপ যুদ্ধ সজ্জা করে আগমন করবে তাতে লক্ষ্মণ ভিন্ন অন্য কোন সেনাপতির দ্বারায় কার্য্যোদ্ধার হওয়া অসম্ভব।

রাম। মিত্র! লক্ষ্মণ আমার জীবনের সর্ব্বস্ব মিত্রহে! আমি পিতৃহীন হয়েছি, মাতার সুখময় অঙ্ক হতে বঞ্চিত হয়েছি, আনন্দময়ী জন্মভূমি, প্রাণতুল্য পৌরবর্গ হতে পরিত্যক্ত হয়েছি; আমার সুখ-দুঃখে সহচরী, জীবন স্বরূপা জনকনন্দিনী শত্রুগৃহে অশেষ যাতনা ভোগ করছেন; কিন্তু লক্ষ্মণের মুখ দেখলে আমি সর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হই। লক্ষ্মণ আমার তমোময় অন্তরে আনন্দময় দীপস্বরূপ। লক্ষ্মণ যে আমার দক্ষিণ বাহু, লক্ষ্মণ যে আমার নয়নের মণি, লক্ষ্মণ যে আমার ছায়াস্বরূপ। লক্ষ্মণের মুখ দেখলে আমি সর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হই। মিত্র! কি বলে আমার জীবনাধিক ধনকে পুনরায় যুদ্ধে প্রেরণ করব? আমি জানি, লক্ষ্মণের বাহুবলের নিকট ইন্দ্রাদি দেবগণেরও সমকক্ষতা সম্ভবে কিনা সন্দেহ; কিন্তু মিত্র! দৈব প্রতিকূল হলে কে রক্ষা করবে? যে দিন হতে পিতৃ সত্য পালনে বনবাসী হয়েছি, সেই দিন হতে দৈব দুর্ব্বিপাকে পদে পদে দুঃখভোগ করছি। মিত্র! এ সময়ে আমি এ পাপজীবন ত্যাগ করতে পারি, তত্রাচ কোমলমতি লক্ষ্মণকে

কখনই যুদ্ধে প্রেরণ করতে সাহস করি না।

বিভীষণ। রঘুমণি! আমি নিশ্চয় বলতে পারি, উপস্থিত সমরে বীরচূড়ামণি লক্ষ্মণ অবশ্যই বিজয় লাভ করবেন। দেখুন, যখন মেঘনাদ, বীরবাহু, তরণী প্রভৃতি দশানন পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ সমরশায়ী হয়েছে, তখন আর চিন্তার বিষয় কি? লক্ষ্মণের সাহস অতুলনীয়। একরূপ রণবিদ্যাবিশারদ গুণসম্পন্ন বীরাগ্রগণ্য পৃথিবীতে দুর্লভ। গত কল্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যখন আমার প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদ পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু লক্ষ্মণের শরাঘাতে সমর শয্যায় শয়ন করেছে, তখনই দশাননের সমস্ত বিক্রম শেষ হয়েছে। যেমন দাবানলে বৃহৎ শাল্মবৃক্ষকে ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করে ভস্মাবশেষ করে ফেলে, তদ্রূপ পুত্র-শোকানল তাহাকে ক্রমশঃ বীর্য্যবিহীন করেছে। আমি নিশ্চয় বলছি, লক্ষ্মণের দ্বারায় তাহার বিনাশ সাধন হবে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! প্রনাম করি।

রাম। প্রাণাধিক! অদ্য তুমি বাসবজয়ী মেঘনাদকে বধ করে অনন্ত বিজয় লাভ করেছ; আবার ইতিমধ্যে তুমি এখানে কেন এলে? যাও ভাই ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম করগে।

লক্ষ্মণ। প্রভু! ঐ শুনুন, রাক্ষসসেনার বিষম হুহুঙ্কার; আর বিকট রাক্ষস সংবাদ। এ সময় আমাদের সশস্ত্র হয়ে থাকাই কর্ত্তব্য। ব্যাধি আগমনের পূর্ব্বে ঔষধ সংগ্রহ করা উচিত, তদ্রূপ যুদ্ধের পূর্ব্বে সশস্ত্র থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

রাম। মিত্র? এবার কোন বীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে?

বিভীষণ। আর তো লঙ্কাধামে বীর নাই; বীর প্রসূতি লঙ্কা বীরবিহীনা হয়েছেন। এবার লঙ্কাপতি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করেছে। কিন্তু ভীষণ ঝড়ে অমৃতময় ফলধারী বিশাল রসালের সমস্ত শাখা প্রশাখা ভঙ্গ হলে তার আর গৌরব কি? রাবণের অমিততেজা পুত্রগণ, অসীমশক্তি সেনাগণ, রণক্ষেত্রে শয়ন করেছে। তখন আর ভয় কি?

রাম। মিত্র! বিজয় লক্ষ্মী চিরকাল যার গৃহে বাঁধা, তার যুদ্ধে কি আমার লক্ষ্মণ বিজয় লাভ করতে পারবে?

বিভীষণ। প্রভু! রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী চিরকাল দশাননকে আশ্রয় করেছিলেন বটে; কিন্তু পঙ্কিল সলিলে কি সরোজিনী বিকসিত হয়? মেঘাবৃত আকাশে কি শশধর উদিত হন? পাপময়ের গৃহে লক্ষ্মী শুভ দৃষ্টি কতক্ষণ থাকে?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এ বাক্য কি আপনার মুখে শোভা পায়? রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র ভয়ের দাস! কিন্তু তব দাসানুদাস লক্ষ্মণ তব শ্রীচরণ প্রসাদে ভয় কাকে বলে জানে না। এই ধনু, এই অসি, এ দৃশ্য শোভার জন্য নয়! আমি দর্প করে বলছি, ক্ষত্রিয় সম্বল অসি আজ রাবণ শোণিতে স্নাত হবে; শিক্ষা-গুরু বিশ্বামিত্রের প্রদত্ত এই ধনু আমার হস্তে থাকতে আমি দিক্‌পাল বৈরী হলেও গ্রাহ্য করিনে। দেব! ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম-গ্রহণ করে ক্ষত্রিয়-কুল-কলঙ্ক হয়ে থাকা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুই সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। আমি নিশ্চয় বলছি, যে হস্তে পাপাত্মা আমার মা জানকীর কেশাকর্ষণ করেছে, সেই বিংশতি হস্ত বৃক্ষ শাখার ন্যায় ছেদন করব। যে নয়নে রাক্ষসাধম আমার মায়ের প্রতি অসদভি-প্রায়ে দৃষ্টি করেছে, সেই নয়নাধার মস্তক খণ্ড খণ্ড করে আপনার পদ প্রান্তে রেখে সকল দুঃখের শান্তি করব।

রাম। "হায়রে কেমনে,
যে কৃতান্ত-দূত হেরি ভয়াকুল জীবকুল
ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে বায়ুবেগে, প্রাণ লয়ে,
দেব নর ভস্ম যার বিষে
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে?
প্রাণাধিক? কাজ নাই সীতায় উদ্ধারি!
বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে,

অসংখ্য রাক্ষসগণে বধিনু সংগ্রামে,
আইনু রাঘবেন্দ্র দলে এ কনকপুরে পশেছে।
শোণিত স্রোত হায় অকারণে বরষার
জল সম আপ্লুত গভীরে।
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, সবন্ধু বান্ধবে
হারাইনু ভাগ্য দোষে।
কেবল আছিল মৈথিলি, অন্ধ মম ঘরে দীপ সম।
(হে বিধি কি দোষে দাস দোষী তব পদে)
নিবাইলে দুরদৃষ্ট? কে আর আছেরে
আমার এ সংসারে?
ভাই তোর মুখ দেখি রাখি এ পরাণ আমি
থাকি এ সংসারে, চল ফিরি পুন মোরা যাই।
বনবাসে। লক্ষ্মণ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে ভাই আইনু আমরা।

গীত।

সীতারে উদ্ধারে আমার কাজ নাই
চল ভাই ফিরে যাই বনে।
এ ভাবনায় হায় হায় প্রাণ যায়,
আমি উপায় আর কিছু দেখিনে॥
কেমন করে জীবন ধরে, ভাসাইব আমি তোরে;
সমর সাগরে;—
আমার এ অদৃষ্ট দোষে,
এসেছি ভাই বনবাসে;
হারাব কি তোর শেষে,
এই হুতাশে মরি প্রাণে॥

লক্ষ্মণ।
কি কারণে রঘুনাথ সভয় আপনি এত?
দৈববলে বলী যে জন,
কাহারে ডরে সে ত্রিভুবনে?
দেবকুলপতি সহস্রাক্ষ পক্ষ তব;
কৈলাস নিবাসী বিরূপাক্ষ শৈলবালা
ধর্ম্ম সহায়িনী; দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে,
কাল মেঘ সম দেব-ক্রোধ আবরিছে
স্বর্ণময়ী আভা চারিদিকে। দেব হাস্য
উজলিছে দেখ এ তব শিবির প্রভু!
আদেশ দাসেরে, ধরি দেব অস্ত্র আমি
পশি রণভূমে অবশ্য নাশিব রক্ষে,
ও পদ প্রসাদে। বিজ্ঞতম তুমি নাথ,
কেন অবহেলা দেব আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে
গতি তব; এ অধর্ম্ম কার্য্য
আর্য্য কেন কর আজি? কে কোথা
মঙ্গল ঘট ভাঙ্গে পদাঘাতে?

বিভীষণ। আর্য্য! বৃথা কেন চিন্তিত হন? প্রচণ্ড অনলে তৃণদল যেমন সত্বরে দগ্ধ হয়, তেমনি লক্ষ্মণের শরাগ্নিতে পাপময় মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভস্ম হবে ওই শুনুন, রাক্ষস সেনাগণ রণমদে হুহুঙ্কার ক'রছে।

রাম। মিত্র! এ রণে কোন প্রাণে প্রাণাধিককে পাঠাইব? এ সাগরে কোন প্রাণে আমার কনকপদ্মকে ভাসাব! অদ্য অনলে কি করে এমন নবনীত পুত্তলিকাকে নিক্ষেপ ক'রব? মিত্র! অদ্য আমিই সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হব; প্রাণ থাকতে লক্ষ্মণকে যেতে দেব না।

লক্ষ্মণ। প্রভু! দাসের প্রতি আজ এত দয়াহীন কেন? এ দাস তব পদে কি অপরাধে অপরাধী? দেব! চিরসেবক পদাশ্রিত দাস বর্ত্তমানে আপনি যুদ্ধে যাবেন, এ দাসের প্রাণ থাকতে হবে না। রাবণ ক্ষুদ্র রাক্ষস; সে সহস্র অংশে মহত হলেও ক্ষত্রিয় বীরের নিকট পিপীলিকাবৎ ক্ষুদ্র। আমি জানি সে ক্ষত্রিয় শরানলে তৃণবৎ দগ্ধ হবে। হায়! এ কি কালের পরিবর্ত্তন লীলা-ভোর ফল! যে দাদা আমার শত সহস্র রাবণের বলধারী, তাড়কা রাক্ষসীকে নিমিষ মধ্যে সংহার করেছেন, যিনি ত্রিলোক বিজয়ী পরশু-রামের ত্রিভুবন বিখ্যাত বীর দর্প চূর্ণ করেছেন, যিনি অমিততেজা বালীকে অনায়াসে সংহার করেছেন, সেই দুর্জ্জনদমন দাশরথী কিনা দশাননের ভয়ে ভীত হলেন। হায়! পরিতাপের অপেক্ষা রাবণের অস্ত্রাঘাতে সমর ক্ষেত্রে শয়ন করাই সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর।

রাম। মিত্র! লক্ষ্মণের সমর-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করতে কিছুতেই পাল্লেম না। দেখ

মিত্র! তুমিই এই বিপক্ষ রক্ষঃ-সমরে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; তুমিই এই সমর সাগরের একমাত্র আশ্রয়তরি; মিত্র হে! এ সংসারে লক্ষ্মণ ভিন্ন আর আমার কেহই নাই এই জীবন সর্ব্বস্বধনকে তোমার হস্তে অর্পণ করলাম। ধার্ম্মিকগণ যেমন পরধনকে সযতনে রক্ষা করেন; তদ্রূপ তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধনকে রক্ষঃ-সমরে রক্ষা করো।

তব পদাম্বুজে চায় গো আশ্রয় আজি
রাঘব ভিখারী, অম্বিকে! ভুলনা দেবী
এ তব কিঙ্করে। ধর্ম্মরক্ষা হেতু মাতঃ!
কত যে পাইনু আয়াস, অবিদিত নহে;
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল মৃত্যুঞ্জয় প্রিয়ে!
অভাজনে রক্ষ সতী এ রক্ষ-সমরে;
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে।
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি নিস্তারিলে তুমি,
দেব দলে নিস্তারিণী?
নিস্তা অধানে মহিষমর্দ্দিনী
মর্দ্দি দুর্দ্দম রাক্ষসে।

গীত।

ডাকি কাতরে তোমারে শিবরাণী।
বিপদে রাখ বিপদ বারিণী॥
অভয়ে এ ভয়ে, রাখ মা অভয়ে,
ডাকি মাগো ভব ভয়-বারিণী॥
দারুণ দুর্দ্দিনে, দয়াময়ী এ দীনে,
দয়াকর দাসে দীনতারিণী॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

সভাস্থল।

(রাবণ ও সারণ প্রভৃতি)

সারণ। যে দূত আমার সর্ব্বনাশের সংবাদ বহন করে এনেছে, সে ভগ্নদূত কোথায় সারণ?

(দূতের প্রবেশ)

দূত? দেব! কেমন করে আপনাকে শেলসম অমঙ্গল সংবাদ শুনাব? হায়! আমি কি এই বিষকুম্ভ বহন করবার জন্য জীবিত রৈছি? কোথায় মঙ্গল সংবাদ দানে রাজ-প্রসাদ ভোগ করবো, না—বজ্রসম কুমারের বিয়োগবার্ত্তা বহনের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে অক্ষত শরীরে ফিরে এলাম? প্রভু! বলতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়;—কুমার মেঘনাদ আজ অন্যায় সমরে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিহত হয়েছেন।

রাবণ। দূত! সবিস্তারে বল, কে অন্যায় সমরে আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধনের নিধন সাধন করেছে?

দূত। প্রভু? কুমার যখন ব্রহ্মার আরাধনায় পূর্ণাহুতি প্রদান করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই সময় শত্রু তরুণ পাপাধম লক্ষ্মণ, রক্ষঃ কুলাঙ্গার বিভীষণের সহিত সশস্ত্রে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে কুমারকে নিরস্ত্রে নিঃসহায়ে নিহত করেছে। কুমার আত্মরক্ষার জন্য নিরুপায় হয়ে বায়ুবলে কিংশুক যেরূপ ভূপতিত হয়, তদ্রূপ অনাথের মত রক্তাক্ত কলেবর ধূলি-শয্যা গ্রহণ করেছেন।

রাবণ। (সরোদনে) হা পুত্র! হা মেঘনাদ! হা বাসববিজয়ী! হা রাবণের জীবন-সর্ব্বস্ব ধন! কোথায় গিয়েছ? তোমার ত্রিলোক বিজয়ী পিতা বর্ত্তমানে তুমি অনাথের ন্যায় নিহত হলে, এ যাতনা তো সহ্য করতে পারিনে! হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হলো!

সারণ। প্রভু! কি আর বলবো? অদ্য লঙ্কাধমের গৌরব শশী অস্তমিত হয়েছে; হায়! যে বীররত্ন এই স্বর্ণময়ী লঙ্কার শিরোরত্ন ছিল, সে আজ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানব কর্ত্তৃক অপহৃত হ'ল?

রাবণ। হা পুত্র! হা বীর— চূড়ামণি! কি পাপে আমি তোমা হেন অমূল্য ধনে অকালে হারালাম? বিধাতঃ! তুই তৃণ দিয়ে শাল্মলি বৃক্ষ ছেদন করলি? করসিকনে সমুদ্র শুষ্ক

কর্‌লি? সলিলের দ্বারায় দাবানল নির্ব্বাণ কর্‌লি? হা সারণ! হা সচিব-শ্রেষ্ঠ? আজ আমার দক্ষিণ বাহু ছেদিত হয়েছে। আমি বর্ত্তমানে আমার প্রাণের প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে, হায়! কে আর এই বিপুল রক্ষঃ কুলের রক্ষা বিধান ক'র্‌বে? আমি আজ জানলেম আমার মৃত্যু নিকট। সারণ! যেমন কাঠুরিয়া অস্ত্রে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছেদন করে পরে তাহার মূলচ্ছেদ করে, তেমনি আমার জীবনরক্ষক পুত্রগণ আমায় ত্যাগ করেছে, আমি মাত্র অবশিষ্ট আছি। কিন্তু আমার পতনের আর বিলম্ব নাই। হায়! আমি মহাপাপী, তাই আমার সর্ব্বনাশ হলো। আমি নিজদোষে শত্রু-সম শূলধারী ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে হারালাম. আমার দোষে বিপক্ষদলন বীরগণ, রাক্ষস কুলরক্ষক পুত্রগণ অকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শয়ন করলে? এ দেখে শুনে এখনও আমি জীবিত রয়েছি? এখনও এ পাপময় প্রাণ নির্গত হলো না। হা! অভাগিনি সূর্পণখা! কি কুক্ষণে তুই পঞ্চবটী বনে সেই কালকূটময় কাল ভুজঙ্গ দ্বয়কে দেখেছিলি। যাদের বিষে সবংশে ধ্বংস হলাম। কি কুক্ষণে আমি অগ্নি শিখাসদৃশ সীতাকে হরন করেছিলাম, যার আগুনে আমার স্বর্ণময়ী লঙ্কা ভস্মরাশি হলো।

সারণ। হে রাজন! আপনি ভুবন বিখ্যাত রাক্ষস-কুল-শেখর; আপনাকে কি বলে প্রবোধ দিব তা জানিনে। তবে এই বলি, ভীষণ বজ্রাঘাতে যদি ভূধরের গগনস্পর্শী চূড়া সকল চূর্ণ হয়ে যায় তাতে কি পর্ব্বতরাজ পরিতাপিত হয়? প্রভু! এ সংসার মায়াময়, এর সুখ দুঃখ সমস্তই বৃথা। অজ্ঞান ব্যক্তিরাই মায়া মোহে মোহিত হয়।

রাবণ। সারণ! যা বল্লে সকলই সত্য। এ মায়াময় সংসারে সুখ দুঃখ সকলই স্বপ্নবৎ অলীক। কিন্তু জেনে শুনেও প্রাণ অস্থির হচ্ছে। সারণ! হৃদয় মৃণালে যে পদ্ম বিকসিত হয়, সেই পদ্ম যদি কেহ ছিন্ন করে তবে সে মৃণাল তো জীবনের তরে জল মগ্ন থাকে। আমার হৃদয় শোভন ইন্দ্রজিতকে পামর লক্ষ্মণ পাপযুদ্ধে অপ-হরণ করেছে,—এ শোকে কি আমার তিলার্দ্ধ-কালও জীবিত থাকা সম্ভবে? হায়! আমি যে নিজ দোষে সবংশে বিনষ্ট হলাম। যে আমার সমস্ত সন্তানগণকে দগ্ধ করেছে আমি জেনে শুনে কেন আমার মেঘনাদকে সেই প্রচণ্ড পাবক মধ্যে পাঠালেম? এ কাল যুদ্ধে কুমারকে না পাঠিয়ে যদি আমি যেতাম, আমি যদি কুমারের ন্যায় নিঃসহায়ে নিহত হতাম, তবু মরণ কালে জেনে যেতাম যে আমার ও পূর্ব্ব-পুরুষগণের জলপিণ্ডের প্রত্যাশা রহিল। হা! আমাকর্তৃক এই হলো? ইহকালের সুখে বঞ্চিত হলাম, পরকালের আশাও উন্মূলিত করলাম।

গীত।

সব আশা ভরসা আমার শেষ হলো এখন।
নিদারুণ পুত্রশোকে দহিছে জীবন॥
যাতনা সহেনা প্রাণে, বাসব বিজয়ী জনে
বিনাশিল বিনা রণে নরাধম লক্ষ্মণ।
পতঙ্গে মাতঙ্গ নাশে, ভেসে ভুজঙ্গ গরাসে,
মম ভাগ্যে এই কি শেষে ছিলরে লিখন।

রাবণ। হা! পুত্র মেঘনাদ! তুমি কত যন্ত্রনায় জীবন ত্যাগ করেছ, তোমা সদৃশ বীর-পুরুষের নিরস্ত্রে প্রাণত্যাগের যে বিষম যাতনা তা তুমিই অনুভব করেছ। বীর ভিন্ন নিরস্ত্রে প্রাণত্যাগের যাতনা অন্যের অনুভব হবার নয়; রে কুর্ব্বুদ্ধি-কুল-কলঙ্ক বিভীষণ! তুইই যথার্থ এই রাক্ষসকুলের ভীষণ রাক্ষস জন্মেছিলি। নতুবা, সোদর হয়ে এমন সর্ব্বনাশ কে কোথায় করেছে? তুই যথার্থই ভ্রাতৃবৎসল্যের পরিচয় দিলি; তো হতে যথার্থই অনুজের কাজ হলো! তুই সামান্য মানবের প্রলোভনে লুব্ধ হয়ে কাল বিষধর রূপে বিষ বর্ষণ কর্‌লি। তুই সোদর হয়ে শেলরূপে সংহার কর্‌লি! দূত!

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। প্রভু!

রাবণ। দূত! বল্‌, পুত্র তো আমার

নিঃস্বহায়ে স্বর্গধামে গমন করেছে; কিন্তু মরণকালে প্রাণাধিক কি বলে প্রাণত্যাগ করলে?

দূত। প্রভু! কুমার বিভীষণকে বল্লেন, তাতঃ! গোপন মন্ত্রণা প্রকাশ করা কি আপনার কর্ত্তব্য? শক্রদিগকে গোপনে যজ্ঞাগারে সঙ্গে করে আনা কি আপনার সদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত! আর্য্য! কেন আপনি আমার গমনপথ রোধ করলেন? কোন্ পৌরুষে আপনি সিংহ হয়ে অধম শৃগালের উপাসনা করছেন? নিকষা আপনার জননী, ত্রিলোক বিজয়ী লঙ্কাপতি আপনার সহোদর, বাসব-বিজয়ী আমি মেঘনাদ আপনার পদ-সেবক ভ্রাতুষ্পুত্র; এ সব উপেক্ষা করে আপনি ক্ষীণজীবী নরের দাস? কালসর্প ভেকের আজ্ঞাবহ! দেব! আমি নিরস্ত্র! আর পরম শত্রু সৌমিত্রি সশস্ত্র, এ আপনি অনায়াসে দর্শন করছেন; আর্য্য! করযোড়ে বলছি; পথ পরিত্যাগ করুন, আমি অস্ত্রাগারে যাই। এই কথা বলতে না বলতে কপটসমরী পামর লক্ষ্মণ জালে পতিত সিংহকে যেমন ব্যাধগণ অবলীলাক্রমে আক্রমণ করে, তদ্রূপ কুমারের বর্ম্মরহিত বীরাঙ্গে অস্ত্রাঘাত করলে। প্রভু! বল্‌তে বক্ষ বিদীর্ণ হয়, যে কুমারের মুখ কখনও ম্লান দেখিনি, সেই বীরের মুখমণ্ডল রুধির রঞ্জিত অশ্রুজলে ভাসতে লাগলো; উচ্চৈঃস্বরে বল্‌তে লাগলেন,—'পিতঃ রক্ষঃ-কুলতিলক! কুর্ব্বুরকুলশেখর! এ সময় তুমি কোথায়? মরণকালে তোমার চরণ দেখতে পেলাম না, তোমার বড় যত্নের ইন্দ্রজিত'—

রাবণ। দূত! আর না, আর বলিসনে, আর শুনতে পারিনে, কর্ণ! বধির হও! চক্ষু দৃষ্টিহীন হও! প্রাণ! বহির্গত হও; হায়! আর যন্ত্রণা সয় না। বৎস! তুই দেবকুলপতি বাসবের যুদ্ধে বিজয়লাভ করেছিলি কি এই পশু হস্তে নিহত হবার জন্য? এই কি বীর জীবনের পরিণাম হলো? হায়! কিন্তু আমি বর্ত্তমান। যতক্ষণ এ দেহে প্রাণ থাক্‌বে দেখবো পাপাধম লক্ষ্মণকে কে রক্ষা করে? আমি আজ যদি তাকে সংহার না করি, তবে বৃথায় আর্য্য বিশ্বশ্রবার ঔরসজাত, বৃথায় দেবী নিকষার গর্ভসম্ভূত, বৃথায় এই স্বর্ণময়ী লঙ্কার শাসন দণ্ড ধারণ করি। দেখি, আজ পাপাধমকে কে রক্ষা করে? যক্ষ, রক্ষ, দানব, মানবদের কে তার রক্ষা কর্ত্তা! যদি শূন্য মার্গে পলায়ন করে, তবে তাহাকে বজ্ররূপে সংহার করবো, যদি সে জলধির অতল জলে মগ্ন হয়, তবে তাকে বাড়বানল রূপে দগ্ধ করবো, যদি সে পাতালে পলায়ন করে তবে তাহাকে সিংহ মূর্ত্তিতে নখর দ্বারা ধরণী ভেদ করে নখর দ্বারা তাহার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ করবো।

(মন্দোদরীর প্রবেশ।)

মন্দোদরী। প্রাণ বল্লভ! একি? তোমার মুখ মলিন কেন? নয়নে নীরধারা! কি হয়েছে প্রাণনাথ! পৌরগণ রোদন করছে—সৈন্যগণ হাহাকার করছে! সদানন্দ! আর কি অমঙ্গল উপস্থিত? আমার মেঘনাদের সমস্ত মঙ্গল তো?

রাবণ। প্রিয়ে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! মেঘনাদ আমাদিগকে অকালে ত্যাগ করে গিয়েছে। পুত্র আমার অন্যায় সমরে নিহত হয়েছে।

মন্দোদরী। হা নাথ! কি শুনলাম! মেঘনাদ আমার নাই? হা পুত্র! হা ইন্দ্রজিত! হা প্রাণাধিক! (পতন ও মূর্চ্ছা)

রাবণ। প্রিয়ে! একি? একি রোদনের সময়? গাত্রোত্থান কর; প্রাণাধিক! গাত্রোত্থান করে আমাকে বিদায় দাও, যে পামর তোমার হৃদয়মণি অপহরণ করেছে, সেই পাপী তস্করের উচিত দণ্ড বিধান করি, প্রিয়ে উঠ—

মন্দোদরী। প্রাণাধিক! আমার কপালে অবশেষে এই হলো? কৈ নাথ! আমার ইন্দ্রজিত; নাথ! আমার জীবন সর্ব্বস্ব ধন কৈ? আমার কাঙ্গালিনীর ধন যে তোমার নিকট রেখে নিশ্চিন্ত ছিলাম, আমার সে রত্ন কে অপহরণ করেছে?

গীত

কোথায় রেখেছ আমার কাঙ্গালিনীর ধন।
সে যে আমার নয়ন তারা জীবনের জীবন॥

রক্ষাকর্ত্তা রাজা তুমি জেনে সে রতনে আমি,
বিশ্বাসে তোমার করে করেছি অর্পণ॥
তুমি সে ধন দিয়েছিলে, পুনঃ তায় কেন হরিলে।
দত্তাপহারী হইলে একি আচরণ॥

মন্দোদরী। নাথ! কি পাপে আমার এমন সর্ব্বনাশ হল? কি পাপে এমন অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হলাম? বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? তুমি আমায় অমূল্য ধনে ধনবতী করে সে ধন আবার কেড়ে নিলে? দেব! দাসী তোমার নিকট কি অপরাধে অপরাধিনী যে, এমন শেল আমার বক্ষে আঘাত করলে? নাথ! প্রাণ যে জ্বলে যায়, এ অসহ্য যন্ত্রণা আর যে সহ্য করতে পারিনে। প্রাণের ভিতর সহস্র কাল সর্পে দংশন করছে। ইন্দ্রজিত! বৎস! প্রাণাধিক! কোথা গিয়েছ? একবার তোমার অভাগিনী জননীর যন্ত্রণা দেখে যাও, একবার এস। বৎস! তোমায় কোলে করে সকল যন্ত্রণার অবসান করি।

রাবণ। প্রিয়ে! যে সর্ব্বনাশ হবার তা হয়েছে। ইহ জীবনের মত সকল সুখ, সকল আশা, ভাবনা জনমের মত শেষ হয়েছে! এক্ষণে আর রোদনের সময় নাই; বিদায় দাও, রণক্ষেত্রে গমন করি। যে পাপাত্মা এই পুত্র শোক-শেলে আমার হৃদয় বিদ্ধ করেছে, আমি রণভূমে যদি অস্ত্র অস্ত্রে অপারগ হই, তবে ভবানী ভৈরবী প্রদত্ত শক্তিশেল দ্বারা তার বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করব। প্রিয়ে! শুনেছি, দেবতাগণ নাকি সেই কপট সন্ন্যাসী রাম লক্ষ্মণের সাপক্ষ। কিন্তু দেখব কোন দেবতার রক্ষা বিধানে তাহারা জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয়? আজ নর-বানরের শোণিতে সেই দেবগণের উদর পূর্ণ করব। ত্রিলোকে এমন কাহাকেও ত লক্ষ হয় না যে, আমার পক্ষে বিপক্ষতাচরণ করে রক্ষা পাবে।

মন্দোদরী। নাথ! আর যুদ্ধে কাজ নাই, লক্ষ্মণকে বিনাশ করলে ত আমার হারা নিধি পুনঃ প্রাপ্ত হব না? যে অনলে দগ্ধ হচ্ছি এর ত আর নির্ব্বাণ হবে না? আর কেন নাথ! স্থির হও। মেঘনাদ রে! একবার আয়, তোর জন্য আমাদের কি দুর্দ্দশা একবার দেখে যা।

রাবণ। প্রিয়ে! রোদন সংবরণ কর, আমার অদৃষ্ট লিখন দোষে এই দুর্দ্দৈব উপস্থিত। হায় বীর-পুত্র-ধাত্রী লঙ্কা বীরবিহীনা হল, সুবর্ণময়ী প্রদেশ মরুভূমি হল? নিদাঘে যেমন সরোবর বারি হীন হয়, দাবানলে যেমন সুন্দর বনস্থলী বৃক্ষ বিহীন হয়, সেইরূপ আমার স্বর্ণপুরী সাম্রাজ্যের সর্ব্ব সম্পদ শেষ হয়েছে। প্রিয়ে! তুমি এক পুত্রশোকে কাতরা, কিন্তু শতপুত্র শোকে আমার হৃদয় দিবানিশি দগ্ধ হচ্ছে। প্রাণেশ্বরি! আর রোদন কর না, তুমিই যথার্থ ভাগ্যবতী; তাই এমন বীর-সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলে। যে বীর দেশ রিপুরক্ষাতে জীবন ত্যাগ করে, সেই ধন্য! ধন্য সেই বীর প্রসূতা।

মন্দোদরী। নাথ! যে বীর দেশ বৈরী নাশের জন্য জীবন সমর্পণ করে তার সুভক্ষণে জন্ম। কিন্তু নাথ! শুনেছি, রাম লক্ষ্মণ ক্ষুদ্র নর, তারা ভবে সামান্য অযোধ্যায় তাহাদের বাস, ওই তোমার স্বর্ণময়ী সাম্রাজ্য বলে, তোমার স্বর্ণময় সিংহাসন প্রত্যাশায় তোমার সহিত যুদ্ধ করতে এসেছে। নাথ! সর্পগণ স্বভাবতঃ নম্র শির, কিন্তু যদি তাহাকে কেহ প্রহার করে তাহলে ফণী ঊর্দ্ধফণায় প্রহারককে দংশন না করে নিরস্ত থাকে না। নাথ! তোমা কর্ত্তৃক এই হলো? এমন স্বর্ণময়ী সাম্রাজ্য শ্মশান ভূমি হয়ে উঠলো। নিজ কর্ম্মদোষে রাক্ষস কুলের সর্ব্বনাশ হলো; আপনার ও সর্ব্বনাশ করলে?

রাবণ। প্রিয়ে! আমায় বৃথা গঞ্জনা দাও। গ্রহ বৈগুণ্য হলে কে তাহাকে রক্ষা করে? আমার অদৃষ্টে পুত্র শোক, ভ্রাতৃশোক, স্বজন বিয়োগ যাতনা সহ্য করতে হবে কে তাহা খণ্ডন করবে? নতুবা, এ লঙ্কাধাম অপার অনন্ত

সাগর রূপ পরিখায় বেষ্টিত; কিন্তু সেই জলধি যখন অধম নরবানরের পারের জন্য প্রস্তরময়ী সেতু ধারণ করছেন তখনই জেনেছি আমার অদৃষ্ট লিখন পূর্ণ হয়েছে। প্রিয়ে! কি কুক্ষণে সেই কাল কূটভরা কাল-নাগিনীকে পঞ্চবটি বনে দেখেছিলাম, প্রিয়ে! বিদায় দাও, যাহ'তে আমার এমন সর্বনাশ হয়েছে সেই সর্বনাশিনী সীতাকে তার স্বামী সম্মুখে ছেদন করে সকল আপদের শান্তি করি।

মন্দোদরী। নাথ! স্ত্রীহত্যা কি তোমা সদৃশ শাস্ত্রজ্ঞদিগের কর্ত্তব্য? তুমি বলেছিলে যে, অবলাগণ অসীম অপরাধেও অবধ্য।

রাবণ। প্রিয়ে! যে বিষলতার ফলে আমি সবংশে ধ্বংস হলাম, তার মূলচ্ছেদ না করে নিশ্চিন্ত থাকা বিধি।

মন্দোদরী। নাথ! তুমি তো জেনে শুনেই এ বিষ লতাকে কল্পলতা বলে সযতনে রোপন করেছ। তবে কেন তার মূলচ্ছেদে এত ব্যগ্র? প্রাণেশ্বর! আমি পূর্ব্বেই তো বলেছিলাম যে, যাহাকে মালা জ্ঞানে কণ্ঠে স্থান দিতে যাচ্ছ, সে কাল নাগিনী। তার তিব্র বিষে তোমার আর নিস্তার নাই। নাথ! আর না, আর স্ত্রী-হত্যার প্রয়োজন নাই; আর যুদ্ধেরও আবশ্যক নাই। যা আমাদের অদৃষ্টে ছিল তা হয়েছে, আর যুদ্ধ করে কি হবে? কার জন্য যুদ্ধ করবে? রাজ্য, ধন, সম্পদ, বৈভব, পুত্র, ভ্রাতা সকলই তো গিয়েছে? তবে আর কার জন্য যুদ্ধ? যে অনলে আমার সর্ব্বনাশ করছে সেই অগ্নি মুখে আমি প্রাণ থাকতে তোমায় যেতে দিব না। নাথ! তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে? আমি তোমার সহিত বিজন বনে বনবাসিনী হব; ভিক্ষা করে দিন পাত করবো, তত্রাচ তোমায় সমরে যেতে দিব না।

গীত।

ওহে ভগবান কি অপরাধে আজ
হরিলে হে হৃদয়ের রতন।
অভাগিনী বলে বুঝি বাতনা দিলে এমন॥
কি দোষে অধিনী দাসী, তব পদে হলো দোষী,
অকালে তনয়ে নাশি দিলে এ মর্ম্ম বেদন॥

মন্দোদরী। নাথ! দাসীকে সদয় হও. আর যুদ্ধের কথা মুখে এনোনা, আর স্ত্রী হত্যার প্রয়োজন নাই। আর যদি নিতান্ত যুদ্ধে যাও তবে অগ্রে আমাকে বধ করে পরে শক্র বধে জাও, আমি জীবিত থাকতে তোমায় যুদ্ধে কখনই যেতে দিব না; স্ত্রীহত্যা করতে দিবনা।

রাবণ। প্রিয়ে! তোমার অনুরোধে সীতা পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু যে পাপাত্মারা ভেক হয়ে সর্পশিরে পদাঘাত করেছে, যে পামর গণ শৃগাল হয়ে সিংহ সন্তানের বধ সাধন করেছে, তারা কি পরিত্রাণ পাবার পাত্র। আজ তাদের কে রক্ষা করে দেখবো? হয় আজ পৃথিবী অরাম অলক্ষ্মণ, কিম্বা অরাবণ হবে।

মন্দোদরী। (পদধারণ পূর্ব্বক) নাথ! মিনতি করি, চরণে ধরি, আমায় রক্ষা কর। নাথ! সজন বিয়োগ সহ্য করেছি, পুত্রশোক সহ্য করলাম আবার এ সর্ব্বনাশের অদৃষ্টে কি সর্ব্বনাশ হবে জানিনে। নাথ! সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে এক তোমার মুখ দেখেই এ কাল সংসারে আছি। দাসী কখন অনুরোধ করে নাই, আজ এই কোন অনুরোধ রক্ষা করতেই হবে।

রাবণ। প্রাণাধিকে! তুমি বীর-পত্নী, বীর-প্রসূতি, মহাবীর ময়দানবের দুহিতা; তোমার মুখে কি এ কথা শোভা পায়? রক্ষঃকুলের শক্র বিনাশই একমাত্র ধর্ম্ম রক্ষঃকুলে যে কাপুরুষ শক্র ভয়ে ভীত হয়, ইহকালে তার অযশ, পরকালে দুর্জ্জয় নরক ভোগ করতে হয়।

মন্দোদরী। প্রাণকান্ত! আমার অশান্ত প্রাণ যে কিছুতেই শান্তিলাভ করতে পাচ্ছে না? আমার অন্তরের বিষের জ্বালা যে দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো। মা সর্ব্বমঙ্গলে! আমার যেন

আর অমঙ্গল না ঘটে! দুর্গে! এই দুর্গম সময়ে আমার প্রাণকান্তকে রক্ষা কর।

(মন্দোদরীর প্রস্থান)

রাবণ। সারণ! আর আমার কেহই নাই, বীর প্রসূতি লঙ্কা মরুভূমি হয়েছে, এই বিশাল রক্ষঃকুলে আমি কেবল এক বর্ত্তমান। তুমি এই শেষ অস্ত্রে আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করবে, আজ দেখবো সংগ্রামে কে কি করে সিংহের পরাক্রম সহ্য করে? বারি বিন্দুপাতে কি করে প্রজ্বলিত পাবক নির্ব্বাণ করে।

সারণ। প্রভু! আমি এই আপনার যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত হয়ে আপনার পশ্চাদ্গামী হলাম।

রাবণ। মা সর্ব্বমঙ্গলে! আমি তোমার নাম গ্রহণ না করে, সামান্য কার্য্যও করিনে। তোমার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ না করে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত মুখে দিইনে। কিন্তু আজ তোর নাম মুখে আনতে আমার তিলেকের জন্যও প্রবৃত্তি হচ্ছেনা। মা! আজীবন তোর পাদপদ্ম সাধনা করেছিলাম, তার চরম ফল কি এই দিলি মা? মা, ভক্তের সর্ব্বনাশ করিস্ বলে কি লোকে তোকে ভক্তবৎসলা বলে ডাকে, আমি জানতেম যে, তোর দুর্গতিহারিণী দুর্গানামে দৈব-দুর্ব্বিপাক দূর হয়, এইতে কি আমার এই স্বর্ণ-ময়ী সাম্রাজ্য শ্মশানভূমি করলি তোর চিরকিঙ্কর রাবণকে নির্ব্বংশ করে নিরস্ত হলি, তোর দীনদয়াময়ী নামে কালি দিলি? মা! পূর্ব্বে আমি তোর নাম স্মরণ করে সুর-সমরে বিজয়লাভ করেছিলাম, ত্রিভুবন আমার মুষ্টিগত ছিল। জননি! এখন তুচ্ছ নরবানরে আমার সর্ব্বনাশ করলে, তুই আমায় অপার সাগর পার করে গোষ্পদে মগ্ন করলি, দহানল নিস্তান সক্ষমকে দীপালোকে দগ্ধ করলি, সিংহসংহারসক্ষমকে বিড়ালে বধ করলে। মা সর্ব্বমঙ্গলে! যদি যানতেম্ তোর আরাধনা আমার অমঙ্গলের কারণ, তাহলে তোর প্রস্তরময়ী প্রতিমা চূর্ণ করে সাগর-সলিলে মিশ্রিত করে সকল আপদের শান্তি করতাম। মা, ইষ্টদেবী হয়ে ভক্তের অনিষ্ট কে করে মা। মা হয়ে সন্তানের সর্ব্বনাশ কে করে মা? এতদিনে জানলেম অজ্ঞানান্ধ জনেরা তোর ভজনা করে, সঙ্গতিশালী ব্যক্তির পারের চিন্তা কি? কিন্তু যে কর্ণধার অসঙ্গতিজনকে পার করে, সেই এই ভবসাগরের শ্রেষ্ঠ নাবিক। যে পুণ্যবান্, সে তো নিজ পুণ্যফলে পার হবে, তারা কি তোর কৃপা ভিক্ষা করে? মাগো! তোকে আর কি বলবো, তুই নাকি পাষাণ নন্দিনী, স্বয়ং পাষাণী, তাই তোর হৃদয় ও পাষাণ!

গীত।

মা তোর একি আচরণ, বধিলি নন্দন,
সানন্দ অন্তরে।
আর কে বলবে তোর দীনদয়াময়ী,
এ তিন সংসারে॥
চিরদিন ঐ রাঙ্গা চরণ, এ দীন করেছে স্মরণ,
এ দুর্দ্দিনে ও দীনতারিণি ডুবালি অপারে।
আমি দৈব-দুর্ব্বিপাকে হয়ে মা কাতর,
দুর্গা দুর্গা বলে স্মরণ নিলাম তোর,
তোর কৃপাময়ী নামে কালি এতকালে
দিলি কালি পাষাণ হলি
ও পাষাণনন্দিনি তা রবে আমারে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রণস্থল।

(রাবণ, সারণ, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ প্রভৃতির প্রবেশ।)

রাবণ। রে কর্ব্বুরকুলকলঙ্ক বিভীষণ! মনে করেছিলাম তোর ও পাপমুখ আর দেখব না; তোর মুখ দর্শন করলে পুণ্যবানের সর্ব্ব পুণ্য নাশ হয়, কিন্তু তোকে আজ অনন্ত নরক-

কুণ্ডে প্রেরণ করে সকল শোকের শান্তি করবো। রে পাপ! তুই না আমার সহোদর; আজীবন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে তোকে না প্রতিপালন করেছিলাম; আপনি আহার না করে তোর না ক্ষুধা নিবৃত্ত করতাম? সেই ভালবাসার কি এই ফল? এতকাল যাকে কল্পতরু জ্ঞান করেছিলাম সে বিষবৃক্ষ! যাকে মন্দার মাল্য জ্ঞানে কণ্ঠে ধারণ করেছিলাম, সে কিনা কাল সর্প হয়ে আমার বক্ষঃস্থলে দংশন করলে। এই কি তোর ভাতৃ স্নেহ? এই কি তোর সৌভ্রাত্র? রক্ষঃকুলাঙ্গার! তুই গত রজনীতে যে কার্য্য করেছিস, তা পশুরও অকর্ত্তব্য, প্রেতেও করে না। তুই কোন্ প্রাণে গোপনে, নিরস্ত্রে, নিঃসহায়ে, আমার সর্ব্বস্ব ধনের সংহার সাধন করলি। পাপময়! মেঘনাদ যে তোকে আমা অপেক্ষা অধিক ভক্তি করত, মেঘনাদ যে তোকে ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহাকেও জানত না, মেঘনাদ যে তোকে পিতৃব্য বলে অজ্ঞান হ'ত! সেই ভক্তির কি এই পরিনাম? তুই কোন্ প্রাণে হৃদয়ের শোণিত কুক্কুরকে পান কর'তে দিলি।

বিভীষণ। দাদা গো! আমার দোষ কি? তোমার দুর্ম্মতির দোষে এই নিদারুণ দুর্দৈব ভোগ করছো। দাদা, পূর্ব্বেই ত বলেছিলাম, তুমি প্রলয়কারিনী সীতাকে হরণ করলে এতেই তোমার সর্ব্বনাশ হবে। দাদা! তুমি আমায় বিনাদোষে পদাঘাত করেছিলে সে বেদনা অপেক্ষা নিদারুণ ব্যথা মেঘনাদ আমায় দিয়েছে, তোমার জন্য এই সমস্ত সর্ব্বনাশ। দাদা! তখন যদি আমার কথা শুনে রাম-চরণে স্মরণ লয়ে জানকীকে প্রত্যর্পণ করতে, তবে তোমার এই অসামঞ্জক পুত্রশোক, ভ্রাতৃ-বিয়োগ সহ্য করতে হত না। দাদা! তোমার কর্ম্মদোষে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হ'ল, আপনিও নির্ব্বংশ হলে। দাদা! তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজনীতিজ্ঞ রাজা, পৃথিবীতে আর ত কেহই নাই। তুমি ভবিষ্যৎ চিন্তা-শীল হয়েও চিরন্তন ধনকে চিন্‌তে পারলে না, তাই রামকে সামান্য মানব জ্ঞান করে উপেক্ষা করলে। দাদা! একবার চেয়ে দেখ, যে ধনের জন্য তুমি দশমুণ্ড আহুতি দিয়েছিলে, সেই পাপতাপহারি গোলকবিহারী হরি তোমার সম্মুখে; একবার তুমি জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন করে দেখ! তোমার রাক্ষস জনম সার্থক হোক্। দাদা! যে দিন তুমি শ্রীরাম কর্তৃক সাগরে সেতু বন্ধন শুনে আশ্চর্য্য হয়েছিলে, সেই সাগর-বন্ধন কর্ত্তা ভব সাগরের সেতু তোমার সম্মুখে, একবার চেয়ে দেখ তোমার জীবন পবিত্র হ'ক।

রাবণ। পাপিন্! তুই আমায় সুধাবলে বিষ দেখায়ে দিলি, মাণিক্যবলে কাঁচে প্রলোভন দেখাচ্ছিস! কে ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর? রাম! রাম ত সামান্য মানব; রাম যদি স্বয়ং বিষ্ণু, তবে কি জন্য ক্ষীণজীবী নরের ঔরশে জন্ম-গ্রহন করবে? রাম যদি গোলকের বৈভবী তাহলে সর্ব্ব বৈভবে বঞ্চিত হয়ে কি চিরবাস পরিধান করে বনবাসী হয়। রাম যদি জগতের গুরু, তবে অস্পর্শিয় চণ্ডালকে মিতা বলে সম্বোধন করেন না। রে পাপাত্মা! বিষ্ণু কি কখন বনের বানরের সহিত বন্ধুতা করেন? সুগ্রীব বানর ওঁর পরম সুহৃদ্। আর কি জন্যই বা তিনি অকৃত অপরাধী বালির প্রাণনাশ করবেন? তাই কি ধর্ম্মযুদ্ধে? বৃক্ষের অন্তরাল হতে বাণ নিক্ষেপ করে শত্রু বিনাশ, একি বীরের কার্য্য? রাম যদি ভবসাগরের কর্ণধার তবে তিনি সাগর-বন্ধনের জন্য বনবানরের উপা-সনা করতেন না। যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি লয় হয়, সেই নারায়ণের লক্ষ্মী কিনা আমার অশোক বনে বন্দিনী এ কি সম্ভব? তুই নাকি এমন নির্ম্মল রক্ষঃকুলের কলঙ্ক, তাই ঐ কপট জটা-ধারীর মায়াজালে বদ্ধ হয়েছিস্॥

বিভীষণ। দাদা! অন্ধ কি কখন অগ্নি দর্শন করে সাবধান হতে পারে? যখন সেই অগ্নি স্পর্শ করে তার হস্ত দগ্ধ হয়, তখন সে বোধ করে অগ্নি। তোমার নাকি জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ হয়েছে, তাই এমন কমল-লোচন নবঘন

শ্যাম রামচন্দ্রকে মানব জ্ঞান করছো। দাদাগো, নিজ দোষে সকল সম্পদ বঞ্চিত হলে, নিজে বুঝলে তোমার এমন সর্ব্বনাশ হবে কেন? যেমন গৃহে অগ্নি লাগলে সে অগ্নি গৃহস্বামীরই নির্ব্বাণের চেষ্টা করা উচিত, তেমনি তোমার পাপময় গৃহ প্রতিফল রূপ অগ্নি জ্বলে উঠেছে। তুমি নির্ব্বাণ না করলে কে নির্ব্বাণ কর্ব্বে? রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরই রোগ উপশমের ঔষধ স্বয়ং সেবনই ব্যবস্থা। তোমার নাকি আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত, শমন নাকি তোমার শিওরে উপবিষ্ট, তাই তোমার হিতাহিত বিবেচনা তিরোহিত হয়েছে। লোকের মৃত্যুর পূর্ব্বে অরুন্ধতী নক্ষত্র দৃষ্টি হয় না, মিষ্ট তিক্ত বোধ হয়না, দীপ নির্ব্বাণের গন্ধ অনুভূত হয়না মিষ্ট হিতাহিত বিবেচনা লোপ হয়, তাই তুমি এ অমূল্য ধনকে চিনলেনা!

গীত।

চিনলেনা গোলকনাথে এ ভাব কেন তোমার।
জ্ঞান চক্ষু হারাইয়ে হেরিতেছ একে আর॥
অনাদি অনন্ত রাম এ সংসারে সারাৎসার।
এ কেমন আচরণ, ভুলিলে পরম ধন,
জ্ঞান সত্ত্বে কেন ভ্রান্ত-জলে নিমগন,
মানব নয় রাম রঘুমণি ভবার্ণব-কর্ণধার॥

রাবণ। নির্ব্বোধ, তুই মনে কর্েছিস্, রাম তোর প্রত্যুপকার স্বীকার কর্ব্বে? কিন্তু লোকে যেমন কণ্টকের দ্বারায় কণ্টক উদ্ধার করে উভয় কণ্টককে দূরে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ রাম যদি পাবক হয় তবে আমাকে বিনাশ করে তোকেও আমার সহগামী কর্ব্বে। তুই নাকি মূর্খ, তাই ঐ সামান্য মানবকে মোক্ষ দাতা বলে জ্ঞান করেছিস্, পূর্ব্বে পরশুরাম ক্রোধপরতন্ত্র পিতার আজ্ঞায় নিরাপরাধ মাতৃহত্যা করে চিরকাল কলঙ্ক রেখেছে, সেই অধম রাম নামের দোষে এরামও নিরপরাধী বালিকে বধ করে বীর নামে কলঙ্ক রাখলে। দুরাত্মা! আমি বীর প্রসূ রক্ষঃকুলে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি এই অরাতিমর্দ্দন রক্ষঃবংশের রাজদণ্ডধারী, আমি কি শত্রুকে ভয় করি? না—এই তুচ্ছ প্রাণকে ভয় করি? পাপাত্মন্! তুই জানিস্ আমি শমনের শমন, বিধাতার বিধাতা, পৃথিবীস্থ জীবগণ আমার নিকট তৃণবৎ ক্ষুদ্র আমার হন্তা কে আছে? তুই দুরাশয় কাপুরুষ, তাই প্রাণ ভয়ে, ক্ষণজীবী মানবের স্মরণাগত হয়েছিস। আমি কি তোর মত প্রাণ ভয়ে ভীত?

বিভীষণ। দাদাগো! যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ভীত নও। কিন্তু যখন প্রাণ বিয়োগ হবে, যখন শমনের অধীন হবে, তখন তো এই শমনদমন কমললোচন রামের স্মরণ লতে হবে। দাদা গো! প্রাণীর প্রাণ ক্ষণিক। ইহার দর্প, ইহার অহঙ্কার, অল্পক্ষণ স্থায়ী। জলবিম্ব যেমন কিয়ৎক্ষণ পরে জলতলে মিশায়, তরঙ্গ যেমন ভীষণ রঙ্গে উত্থিত হয়ে আবার জলেই মিশায়, ক্ষণপ্রভা যেমন ক্ষণকাল প্রভা বিস্তার করে জলধরক্রোড়ে লুক্কায়িত হয়, তদ্রূপ তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবন যখন কৃতান্ত-ভয়ে ভীত হবে, তখন এই অনন্তদেবের পদপ্রান্ত ভিন্ন অন্য উপায় পাবে না। দাদা! কার নিকট বলবীর্য্য প্রকাশে অগ্রসর হচ্ছো? যিনি এই ত্রিভুবনের বল, যিনি এই ত্রিলোকের বীর্য্য, তাঁহার নিকট বলবীর্য্য প্রকাশ কি তোমা সদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণীর সম্ভবে? দাদা! তুমি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যাই কর, তোমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হয়? যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট তুমি পরাস্ত হয়ে তার কারাগৃহে প্রস্তর বক্ষে কালযাপন করেছিলে, তোমার রোদন-ধ্বনিতে কাতর হয়ে পিতামহ পৌলস্ত্য কার্ত্তবীর্য্যের নিকট তোমার প্রাণ ভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ভৃগু-নন্দন পরশুরাম সেই কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র হস্ত কুঠার দ্বারায় ছেদন করে নিহত করেছিলেন, আবার সেই পরশুরাম এই ত্রিলোকারাধ্য রামের নিকট পরাজিত হয়ে চিরদিনের তরে কুঠার ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছেন; দাদা! এ জেনেও তুমি কি বলে যুদ্ধে সাহসী হচ্ছো?

ধন্য তোমার সাহস! দাদা! যখন ভবসাগরের ভীষণ তরঙ্গ দেখে ভীত হবে, তখন এই ভবকাণ্ডারী হরির অভয় পদ স্মরণ করতে হবে। যখন অঙ্গ অবশ হবে ইন্দ্রিয় শিথিল হবে, চক্ষু দৃষ্টিহীন হবে, রসনায় জড়তা হবে, প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, পৃথিবী অন্ধকারময় হবে, তখন অন্তিম ভয়ে ত্রিলোক-পূজিত ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত, ঐ অভয় চরণ স্মরণ করতে হবে। তখন ঐ দশ বদনে অবিরাম জয়রাম জয়রাম বলে পরকালের চিন্তায় ব্যস্ত হবে।

গীত।

এ গৌরবে কদিন রবে তোমার এ জীবন।
ভাবলে না দিন থাকিতে সে দীন-নিস্তারণ॥
এভাবে আর কত কাল, অজ্ঞানে কাটাবে কাল,
নিকট বিকট কাল, কর দরশন॥
পরকাল কর চিন্তে, স্মরণ লও এই পদপ্রান্তে,
পরম বন্ধু প্রাণ অন্তে, পাবে দরশন॥

বিভীষণ। দাদা! চরণে ধরে বলছি, একবার চরম চিন্তা কর। তোমার পদানত পরিত্যক্ত দাসের একটী কথা রাখ, কার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছ? কার অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করবে; চিরকাল মনসে যাঁর চরণে চন্দন-চর্চ্চিত কুসুম দাম দিয়ে আরাধনা করেছ, সেই অচিন্ত্য অনন্ত দেবের অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ কি তোমার কর্ত্তব্য? যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, সেই লক্ষ্মীরূপিণী স্বয়ংলক্ষ্মী সীতা দেবীকে রামপদে রেখে সকল বিগ্রহের শান্তি কর।

রাবণ। দুরাত্মন্! কোন্ মুখে তুই কালরূপিণী সীতকে আমার পরম শত্রু রামকে প্রত্যার্পণ করতে বললি? পাপিষ্ঠ! তুই এখনও জানিস্‌নে যে, বীর্য্যবান দশানন বর্ত্তমানে তুই যে মুখে এই কথার উল্লেখ করলি, সেই মুখ তোর দেহ হতে পৃথক করি, কে রক্ষা করে দেখা যাক।

(অসি দ্বারা ছেদন করিতে উদ্যত।)

রাম। রে অধম রাক্ষস! তোর মিত্রের বিপক্ষে অসি ধারণ করতে কিছুমাত্র ভয় হলো না? এ যুদ্ধে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং উপস্থিত।

রাবণ। দুরাত্মা! তোকে আজ অব্যাহতি দিলাম, তুই অদ্য ভাগ্য বলে জীবিত থাকবি। কোথা তোর অধর্ম্ম যোদ্ধা অনুজ লক্ষ্মণ! যে পাপী অধর্ম্ম যুদ্ধে আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করেছে। যে পামর অন্যায় সমরে আমার নয়নের মণি অপহরণ করেছে, কৈ সে বীর-কুলাঙ্গার লক্ষ্মণ? আজ তাকে খণ্ড খণ্ড করে সকল মনস্তাপ দূর করবো।

লক্ষ্মণ। রাক্ষস-কুলাধম! এই তোর সম্মুখে শমন উপস্থিত, তুই পুত্র-শোকাতুর; আয়, তোকে তোর মেঘনাদের নিকট প্রেরণ করে তোর পুত্র-শোকের শান্তি করি।

(লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ, রাবণ পরাস্ত।)

লক্ষ্মণ। দুরাত্মন! এখনও বলছি, তুই প্রাণ লয়ে পলায়ন কর! রে পাপ! তুই কোন সাহসে ক্ষত্রিয়সন্তান লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে সাহসী হও? তুই শৃগাল হয়ে তোর সিংহের সহিত যুদ্ধ করতে সাধ, ভেক হয়ে সর্পের সহিত সমর? কাক হয়ে গরুড়ের বীর্য্য সহ্য করবি? পামর, তোর কি প্রাণের মমতা নাই।

রাবণ। কি দুরাশয়? তুই আমার বধ সাধন করবি! তুই তৃণ হয়ে প্রচণ্ড অনল নির্ব্বাণে উৎসুক হলি, বামন হয়ে শশধর স্পর্শ করতে সাধ? পঙ্গু হয়ে পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা। সারণ, কৈ শক্তিশেল দাও, আজ দুরাত্মাকে কে রক্ষা করে দেখি।

সারণ। প্রভু! এই গ্রহণ করুন।

(রাবণের শক্তিশেল গ্রহণ ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য)

বিভীষণ। দাদা গো, রক্ষা কর! তোমার চরণে ধরি, রক্ষা কর। দাদা! লক্ষ্মণ বালক, বালকের প্রতি কি এ শেলাঘাত করা উচিত?

রাবণ। স্থির হ, পাপাধম! ক্ষণেক পরে তোকেও লক্ষ্মণের অনুগামী করছি।

(লক্ষ্মণের বক্ষে শেলাঘাত, লক্ষ্মণের পতন, রাবণের প্রস্থান।)

বিভীষণ। রঘুনাথ! সর্ব্বনাশ হলো, লক্ষ্মণ যে অচৈতন্য হয়েছেন—হা—

রাম। মিত্র! আমার কি সর্ব্বনাশ হলো, লক্ষ্মণ আমার নাই, লক্ষ্মণ প্রাণে বেঁচে নাই। ভাই! লক্ষ্মণ, প্রাণাধিক, কোথা গেলি ভাই? আমাকে কার কাছে রেখে গেলি। ভাই! তুই যে সর্ব্বসম্পদ ত্যাগ করে আমার জন্য বনচারী হয়েছিলি? এখন আমায় কি বলে একাকী ত্যাগ করলি? মিত্র! আমার যে কিছুই স্মরণ নাই, আমি যে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখছি, কে আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে? মিত্র! গ্রহদোষে সকল আশায় বঞ্চিত হয়ে আমি যে ভিখারী হয়েছি, কে এই ভিখারীর ধন অপহরণ করলে? মিত্র! প্রাণ যায়। (পতন ও মূর্চ্ছা।)

বিভীষণ। প্রভু! উঠুন, লক্ষ্মণের প্রাণ-বিয়োগ হয় নাই, ভীষণ আঘাতে অচৈতন্য হয়েছেন, ক্ষণেক পরে চৈতন্য লাভ করবেন। আর্য্য! আপনিই আমাদের বল বুদ্ধি সমস্তই, আপনি এ সময়ে অমন হলে লক্ষ্মণকে রক্ষা করা দুষ্কর হবে।

হনুমান। হা! আমাদের কি সর্ব্বনাশ হলো, এ কাল রণে আর্য্য রাম লক্ষ্মণ উভয়কেই হারালেম, হা ভগবান্!

রাম। মিত্র! আমি লক্ষ্মণের এ প্রকার অবস্থা দেখে এখনও জীবিত রয়েছি? এখনও এ পাপপ্রাণ বহির্গত হলো না? ভাইরে! একবার এই অভাগাকে দাদা বলে কোলে আয়; ভাই! কিবলে আমি মাতা সুমিত্রাকে প্রবোধ দেব? যখন মা বল'বেন "রাম আমার লক্ষ্মণ কৈ, আমার নয়নের মণি কোথায় রেখে এলি?" তখন তাঁকে কি বলবো ভাই? লক্ষ্মণ! আমি জীবিত থাকতে তুই চলে গেলি; ভাই! এ তোর কোন্ ব্যবস্থা, আমার জন্ম অগ্রে, বিবাহ অগ্রে, সমস্তই অগ্রে, কিন্তু কি বলে তুই আমায় রেখে অগ্রগামী হলি। বিধাতঃ! তোর মনে এত ছিল, তুই আমায় সকল সুখে বঞ্চিত করেছিস্, রাজ্যধনে হতাশ কর বনবাসী করেছিস্, পিতৃহীন করেছিস্, আমার নয়নতারা জানকীকে হরণ করে আমায় অন্ধ করেছিস্, কিন্তু অন্ধের যষ্টিস্বরূপ এই লক্ষ্মণ মাত্র আমার সম্বল ছিল, তাও হরণ করলি, আমার এ সুখ কি তোর চক্ষে সহ্য হলো না।

গীত।

অসহ্য যাতনায় দহে দেহ প্রাণ,
কিসে পাই পরিত্রাণ,
আমার প্রাণের ভাই কোথা গেল।
লক্ষ্মণ বিহনে আমার প্রাণে কি ফল বল॥
হারা হয়ে প্রাণধনে, প্রয়োজন নাহি প্রাণে,
আসিয়ে শত্রু ভবনে, সব সাধ ফুরালো॥

রাম। মিত্র! কেন আমি এ কাল লঙ্কায় এসেছিলাম, যদি জানকীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যেমন ভিখারীর বেশে বনে বনে ভ্রমণ কচ্ছিলাম, তদ্রূপ করতেম তাহা হলে তো আমার এমন সর্ব্বনাশ হতো না। মিত্র! আমি যেদিকে দৃষ্টি কচ্ছি সেই দিকেই যেন সন্তাপরূপ অগ্নিকুণ্ড জলে উঠছে; মিত্র! বিধাতা কি দুঃখ ভোগ করবার জন্য আমায় স্বতন্ত্র করে সৃজন করেছেন। হা! আমি যখন পিতৃ-সত্য পালন জন্য বনবাসী হই, তখন যে লক্ষ্মণ সকল অনুরোধে সকল বাধা উপেক্ষা করে ছায়ার ন্যায় আমার পশ্চাদ্গামী হয়েছিল, আমার আগে যে প্রাণাধিক জটাবল্কল ধারণ করেছিল, বনবাসে আমি নিদ্রিত হলে ভাই যে আমার অনিদ্রায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করে কুটীর দ্বার রক্ষা করতো? এখন নিজ কর্ম্মদোষে সেই প্রাণের ভাইকে হারালাম। কেন আমি এ কাল শেল নিজ বক্ষে ধারণ করলাম না? শেলাঘাতে যদি আমার মৃত্যু হতো তবে তো এই অসাময়িক ভ্রাতৃশোক সহ্য করতে হতো না।

বিভীষণ। দেব! এখনও লক্ষ্মণের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে, সত্বরেই উপশম হবে, আপনি চিন্তিত হবেন না।

রাম। মিত্র! আর কেন আমায় প্রবোধ

দেও? আমার আশাদীপ যে আমার সম্মুখেই নির্ব্বাণ হচ্ছে। হা! মিত্র! আমার কি সর্ব্বনাশ হলো? আমার যে সকল আশা সকল ভরসা শেষ হলো? আমি লক্ষ্মণের এ অবস্থা দেখেও জীবিত রয়েছি? আমার এ প্রাণ কি পাষাণে গঠিত! লক্ষ্মণ! ভাই আমার! একবার একবার গাত্রোত্থান কর। চল ভাই! আর সীতার উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। ভাগ্যদোষে যেমন আমরা বনে বনে পর্য্যটন করেছিলাম তদ্রূপ বনবাসে যাই ভাই, চল।

গীত।

কি হলো কি হলো আমার যাতনা সহে না প্রাণে
কোলে আয় ভাই দাদা বলে
জুড়াইরে তোর সম্ভাষণে।
এ দশায় হেরে তোমারে,
কোথা আয়রে লক্ষ্মণ ভাই আমার,
আমায় ছেড়ে কোথা গেলে.
জুড়াই প্রাণ তোর চাঁদবদন হেরিয়ে,
তোমার তুল্য বন্ধু আর তো আমার নাই,
বিপদে সম্পদে তোমায় আমি চাই,
আজ কেনরে তবে ত্যজ প্রাণের ভাই,
অন্তরে তুমি কি বেদনা পেলে।

বিভীষণ। (স্বগত) ভাগ্য! তোতে এত লেখা ছিল? গ্রহদোষে স্বজন হতে অপমানিত হলাম, পরিত্যক্ত হলাম। মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও বান্ধব সকল দিকেই জলাঞ্জলি দিয়েছি, সকল সুখে, সকল আশায়, সকল ভরসায় বঞ্চিত হয়ে যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম, তাও ফুরাল? হায়! আমি কি কর্ত্তে কি করলেম! আমা কর্ত্তৃক এই হলো? আমি যদি এ পরামর্শ না দিতাম, আমি যদি এ কালযুদ্ধে লিপ্ত না হতেম তা হলে তো এ সর্ব্বনাশ হতো না, এ পাপে তো আমার আর নিস্তার নাই। এতে যথার্থই আমার দুর্জ্জয় নরকে গমন করতে হবে (প্রকাশ্যে) রঘুনাথ! আমিই লক্ষ্মণের বধের কারণ হলাম। আমি যদি লক্ষ্মণের সহিত এ কালসমরে অগ্রসর না হতাম তা হলে তো লক্ষ্মণকে হারাতাম না।

রাম। মিত্র! তোমার অপরাধ কি? তুমি আমার হিতের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত। কিন্তু আমার অদৃষ্টের লিখন দোষে এ সমস্ত দুর্দ্দৈব। মিত্র! আমার যে অতীতের স্মৃতি লোপ হয়েছে, বর্ত্তমানের সুখ শেষ হয়েছে, ভবিষ্যতের আশা অস্ত হয়েছে। মিত্র! লোকের জীবন যে এত প্রিয় বস্তু; কিন্তু লক্ষ্মণ আমার জীবনাপেক্ষা প্রিয়। লক্ষ্মণ বিহনে আমি তিলার্দ্ধ জীবিত রব না ভাই রে! এই কি তোর অনুযের কর্ম্ম হলো? ভাই লক্ষ্মণ! একবার উঠ, আমি যে লঙ্কায় শত্রুগণে বেষ্টিত; সীতা শত্রু শিবিরে বন্দিনী; এ দেখে তোমার ধরাশয্যা গ্রহণ করা কি কর্ত্তব্য? ভাই। আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে তুমি যে নিরত নও? তবে কেন আমার ক্রন্দনধ্বনি শুনছোনা, ভাই। একবার দেখ, আমি তোমা অভাবে সহায়হীন, পবন পুত্র হনুমান্ বলহীন; যুবরাজ অঙ্গদ অধৈর্য্য।

গীত।

একবার কোলে আয় ডাক্ ভাই দাদা বলে।
জুড়াক তাপিত জীবন আমার,
ও ভাই তোমাধন বিহনে এ শত্রুভবনে,
হেরি যে নয়নে ভুবন অন্ধকার॥
ও ভাই আমার জন্য তুমি, হলে বনগামী,
জন্মভূমি ত্যজি জনমের মত।
মাকে কি বলবোরে,
যখন সুধাবেন আমার লক্ষ্মণ কোথায়,
তখন কি বল্‌বোরে বুঝি আমার
ভরে গেল নয়ন তারা তাঁর।

হনুমান্। প্রভু! চিন্তা করবেন না, কুমার লক্ষ্মণের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে।

(সুষেণের প্রবেশ।)

সুষেন। প্রভু! কুমার লক্ষ্মণের জীবনের জন্য কেন চিন্তিত হন? কুমার সত্বরেই

আরোগ্য লাভ করবেন। আপনি অবিলম্বে আমাদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ সেনানীকে গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রেরণ করুন। তথায় বিশল্যকরণী নামক এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার রস বিন্দুমাত্র ক্ষতস্থানে দিলেই কুমার আরোগ্য লাভ করবেন। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য, সূর্য্যদেব উদয় হলে কুমারের জীবন রক্ষা দুষ্কর হবে!

রাম। সুষেণ! আমার এমন দিন কি হবে? লক্ষ্মণের প্রফুল্ল বদন কি পুনর্ব্বার আমি দেখতে পাব? আমি কি আমার অপহৃত ধন পুনঃপ্রাপ্ত হবো? আবার কি আমার অন্ধ চক্ষে দৃষ্টি সঞ্চার হবে? আবার কি আমার নির্জ্জীব দেহে জীবন প্রাপ্ত হব? বৎস হনুমান্! তুমি এই দুর্ব্বল রামের একমাত্র বল, তোমা ভিন্ন এ বিপদে আর আমায় কে রক্ষা করবে?

হনুমান। প্রভু! চরণাশ্রিত দাস চরণপ্রান্তে উপস্থিত। কি আজ্ঞা প্রতিপালন করতে হবে অনুমতি প্রদান করুন।

রাম! বৎস! সুষেণের কথিত ঔষধ আনয়ন করে আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধনের জীবন দান কর।

হনু। প্রভু! যদি এ দাসের ঐ শ্রীপাদপদ্মে মতি থাকে তবে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঔষধ আনয়নে পারগ হব।

রাম। বৎস! তবে আর বিলম্ব করোনা সত্বরেই গমন কর। মা দুর্গতিহারিণী দুর্গে! দাসের প্রতি প্রসন্ন হও। আমি দেবাদেশ পালন জন্য বিপক্ষ কর্ত্তৃক বিপদস্থ হয়েছি, আমায় রক্ষা কর। মা! বিশ্বজননি,—বিশ্বপালিনি,—বিরূপাক্ষি, তুমি যেমন কৌমার ব্রত অবলম্বন করে দেবকুলকে অকূল দুঃখসাগরে কূল দিয়ে ছিলে, তদ্রূপ শক্তিশেলে পতিত আমার কিশোর লক্ষ্মণের জীবন দান করে আমার এই বিপদার্ণবে কূল দাও। মা! তুমি ত্রৈলোক্য রক্ষা বিধানের জন্য দুর্দ্দান্ত পরাক্রান্ত মহাবল মহিষাসুরকে সংহার করেছ। মা! তুমি জয়া বিজয়া, এবং সমরে বিজয়প্রদা; আমি যেন এই শত্রুসমরে জয় লাভ করি। তুমি সুরেশ্বরী, তুমি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, বুদ্ধি, সন্ততি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি, ক্ষমা, দয়া, তুমি মা দৈব দুর্দ্দৈব-নাশিনী দয়াময়ী; আমার এ দুর্দ্দৈব নাশ কর মা। হে কালি, মহাকালি; হে পশু মাংস-প্রিয়ে! তোমার আরাধনা করলে নরের বন্ধন, শোক, মোহ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, এবং মৃত্যুভয় দূর হয়, অতএব হে ভক্তবৎসল! হে শরণাগতপালিকে! আমি ভ্রাতৃ বিয়োগ যাতনায় নিতান্ত কাতর, আমাকে, পরিত্রাণ কর মা।

(ভগবতীর স্তব)

জয়, ধূর্জ্জটিমোহিনী, দুর্গতিনাশিনী,
দুর্ম্মতিবারিণী, দুঃখহরা।
জয়, সর্ব্ববিধায়িনী, সর্ব্বেশতারিণী,
সর্ব্বত্রবাসিনী, শম্ভুদারা॥
জয়, ত্রিদশবন্দিতা, ত্রিগুণবর্জ্জিতা,
তমোগুণান্বিতা, ত্রিনয়না।
জয়, ত্রিপুরতারিণী, ত্রিদিববন্দিনী,
ত্রিতাপহারিণী, ভবাঙ্গনা॥
জয়, মৃগেন্দ্রবাহনা, ভুজঙ্গভূষণা,
পঙ্কজ-আসনা, শুভঙ্করী।
জয়, ভবেশ-ভৈরবী, ভবাব্ধি বান্ধবী,
ভবানী জাহ্নবী, ভুতেশ্বরী॥
জয়, অসুরঘাতিনী, অমরপালিনী,
অরিষ্টনাশিনী, অম্বালিকা।
জয়, গিরীন্দ্রনন্দিনী, যোগীন্দ্রবন্দিনী,
যোগেন্দ্রমোহিনী, সুসাধিকা॥
জয়, শম্ভুবিলাসিনী, শুম্ভবিনাশিনী,
সুসম্বিধায়িনী, শম্ভুজায়া।
জয়, মহিষমর্দ্দিনী, মহেশমোহিনী,
মহেন্দ্রভামিনী মহামায়া॥
জয়, কমলা কেশব, বিরিঞ্চি বাসব,
ভৈরবী ভৈরব পূজনীয়া॥

জয়, সরল প্রকৃতি, দাক্ষায়নী সতী,
উমে ভগবতী, ভক্তাশ্রয়া॥
জয়, জন্ম জরাচ্যুতা, জটাজুটাবৃতা,
মৃত্যুপতিস্তুতা, মহোৎগতি।
জয়, শশাঙ্কভালিনী, দীননিস্তারিণী,
হেরম্বজননী, হৈমবতী॥

গীত।

হে মা বিপদে শ্রীপদে স্থান জননী।
অভয় দেগো ভবভয়বারিণী,
ওমা অভয়ে এ ভয়ে ভবরাণি॥
কাতরে ডাকি তোমারে, রক্ষ এ রক্ষঃ সমরে,
সাপক্ষ হওমা আমারে,ওগো মোক্ষপদ দায়িনী॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সভাস্থল।

(রাবণ ও সারণের প্রবেশ।)

সারণ। আজ এ শোক-জর্জ্জরিত হৃদয়ে কথঞ্চিত শান্তিলাভ করেছি। পাপাধম লক্ষ্মণকে তো শক্তিশেলে সমরশায়ী করেছি; এই শোকে রামও হতাশ হয়ে প্রাণত্যাগ করবে। তা হলেই আমার স্বর্ণময়ী সাম্রাজ্য শক্রবিহীন হবে; আমার আজ শুষ্কতরু মঞ্জরিত হলো, আজ আমার দাবাদগ্ধ কাননে শান্তিবারি বর্ষণ হলো।

সারণ। প্রভু! অদ্যকার রণে আমাদের সর্ব্বতোভাবে শক্রবিহীন হওয়াই সম্ভব। কিন্তু শুন্‌লাম ধন্বন্তরিপুত্র সুষেনের পরামর্শে হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনয়নে গিয়েছে, অদ্য রাত্রেই তাহারা ঔষধ সংগ্রহ করে লক্ষ্মণের রক্ষা করবে।

সারণ! একি সম্ভব? গন্ধমাদন পর্ব্বত এখান হতে অষ্টাদশ দিবসের পথ, এক রাত্রের মধ্যে গন্ধমাদনে গমনাগমন করা কাহারও সাধ্য নয়।

সারণ। প্রভু! যে বানর নিমেষ মধ্যে শতযোজন সমুদ্র পার হতে পারে সে তো পলক মধ্যে অষ্টাদশ দিবসের পথ গমন কর্‌তে সক্ষম।

রাবণ। সারণ! তবে কি ময়দানব প্রদত্ত শক্তিশেল ব্যর্থ হবে? যে শেল ত্রিলোক দগ্ধ কর্‌তে সক্ষম তাহার কি তুচ্ছ মানবজীবন নাশের ক্ষমতা হবে না?

সারণ। প্রভু! যে ব্যক্তি দুইবার মৃত হয়ে পুনর্জ্জীবিত হলো তাহার পুনরায় জীবিত হওয়ায় আর অসম্ভবই বা কি?

রাবণ। সারণ! এই ভবানী ভৈরবী নির্ম্মিত শক্তিশেল যদি বৃথা হয়, তবে জান্‌লাম আমার আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত। আর আমার কোন্ অস্ত্র আছে যাহার দ্বারায় এ দুর্জ্জয় শক্র নাশে সক্ষম হবো? এমন যোদ্ধা কে আছে? যে এই প্রবল শক্রর গতিরোধ করে।

সারণ। এখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি? কোন উপায়ে যাহাতে হনুমান্ এই রাত্রিমধ্যে ঔষধ না পায়, তাহার উপায় কর্‌তে পারলেই সকল আপদের শান্তি হয়।

রাবণ। সারন! আর কি আমার প্রাণাধিক পুত্র মেঘনাদ আছে, আর কি আমার জীবনসর্ব্বস্ব অতিকায়, তরণী, বীরবাহু প্রভৃতি পুত্রগণ আছে? না—আমার শম্ভুসম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ আছে যে, এই সময় হনুমানকে নিহত করে লক্ষ্মণের ঔষধ প্রাপ্তির পথ রোধ করবে।

সারণ। প্রভু। এক্ষণে সামান্য উপায়ে লক্ষ্মণ বিনষ্ট হবে। আপনি মাতুল কালনেমিকে গন্ধমাদনে প্রেরণ করুন। মাতুল যেন হনুমানের গমনের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হন, এবং ছলনার দ্বারায় হনুমানের ঔষধ প্রাপ্তির বিলম্ব ঘটান। আর এ দিকে রাত্র থাকৃতেই সূর্য্যদেবকে পূর্ব্বাচলে উদয় হতে অনুমতি প্রদান করুন। তাহা হইলেই পাপময় লক্ষ্মণ বিনষ্ট হবে।

রাবণ। সেই পরামর্শই উত্তম; তুমি মাতুলকে সত্বরে এখানে লয়ে এস।

(কালনেমির প্রবেশ)

রাবণ। মামা প্রণাম।

কালনেমি। সুখে থাক বাবা, সুখে থাক; অক্ষয় পরমায়ু হোক, বিদ্যাসাধিব হোক, এই সব ধন দৌলৎ পরম সুখে দস্ত বদস্ত বুঝিয়া লইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।

রাবণ। মামা! আর কি আমার সম্পত্তি ভোগ লালসা আছে? প্রাণাধিক সহোদর কুম্ভকর্ণ নিধন হয়েছে, জীবনাধিক পুত্রগণ বিনষ্ট হয়েছে, আমার সুবর্ণময়ী লঙ্কা শ্মশান হয়েছে। আর কি আমি মঙ্গল প্রত্যাশা করি? কিন্তু মামা, তোমরা আমার সহায় থাকৃতে আম এত বিপদস্থ হলাম।

গীত।

সব আশা ভরসা সুখের প্রত্যাশা জনমের
তরে ডুবিল সাগরে।
স্বর্ণময়ী লঙ্কা ভুবন, হলরে বিজন কানন;
প্রাণধন পুত্রগণ ত্যজিল আমারে॥
জিনিতে তুচ্ছ মানবে, হারালাম সব্ব বৈভব;
শক্তপুত্র বিনাশিল, স্বজন স্বগণ গেল;
আপন বলিতে কেহ নাই সংসারে॥

কাল। বাবাজি! তুমি নাকি ছেলে মানুষ তাই ছেলেমি বুদ্ধি যায় নি। এত দিন যদ আমায় বলতে তা হলে কি তোমার এত ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হ'ত? সেই রাম লক্ষ্মন এরা দুটো মানুষ বৈত নয়? তাদের টাকৃায় ফেলে দিতাম, আর বানর গুলো ত জলপানের সামিল; এখন আমায় কি জন্য ডেকেছ বল বাবা।

রাবণ। মামা! অদ্য আমার যুদ্ধে লক্ষ্মন শক্তিশেলে পতিত হয়েছে। কিন্তু শুনলাম সুষেন বানরের পরামর্শে তাহারা গন্ধমাদন পর্ব্বত হতে অদ্য রাত্রে ঔষধ সংগ্রহে গমন করবে, রাত্রি মধ্যে ঔষধ না পেলে লক্ষ্মণের নিশ্চয় মৃত্যু, আর ঔষধ পেলে আমার নিশ্চয় মৃত্যু।

কালনেমি। এই জন্য চিন্তা? আমি না হয় যাচ্চি তা আর কি? গিয়ে যাতে ঔষধ না পায় তা করা যাবে। গন্ধমাদনে কে গেল তার সন্ধান পেয়েছ কি?

রাবণ। শুনেছি হনুমান যেতে স্বীকার হয়েছে।

কাল। সেই ঘরপোড়া হনুমান্ ব্যাটা! তাইত বাবা কতদিন থেকে আমার শরীরটে কিছু অসুখ অসুখ করছে। তাই বলি বাবা—

রাবণ। সে কি মামা! এই বল্লে এখন যাচ্ছি; আমায় কত সাহস দিলে, এর মধ্যেই অসুখ হলো?

কাল। বাবা অন্য কেউ গেলে যা হয় হত; সেই ঘরপোড়া বেটাকে আমার বড় ভয় বাবা। ব্যাটা ঘরে থাকৃলে আগুন দিয়ে পোড়ায়; বাইরে বেরুলে মাটিতে মুখ ঘসড়ে মারে, সমুদ্র জলে সুকুলে হাঁপিয়ে মরি। বেটা কিনা এমন মধুবনটা একেবারে গুঁড় করে দিয়ে গেছে, এমন সোনার লঙ্কা ব্যাটা আগুন দিয়ে ছাই করে দিয়েছে। লক্ষ্মনকে শক্তিশেলে না মেরে, সেই ঘরপোড়া ব্যাটাকে যদি নিপাত করতে, তাহলে আপদের শান্তি হত। তার নাম করলে যেন গায়ে জ্বর আসে; বেটা যখন সীতার অন্বেষণে এসেছিল তখন থেকে বেটাকে জানি। তাইত বাবা বলছি কি না যে—বাবা? অন্য কেউ গেলে কি হয় না? আমি বুড় হচ্ছি, বুদ্ধি ক্রমে মোটা হয়েছে; কি করতে কি করব, সবদিক পাছে নষ্ট হয় তাই বল্‌চ বাবা—

রাবণ। মামা! তোমার মত বুদ্ধিমান্ আর কে আছে? এত বৃদ্ধ হয়েছ, তবু তুমি সসাগরা ধরাকে রসাতলে দিতে পার তুমি মহাবীর হিরণ্য-কশিপুর পুত্র হয়ে সামান্য বিষয়ে ভয় পাচ্ছ।

কালনেমি। ভয় নয় বাবা! তবে কি, না সেই ব্যাটা একবার ল্যাজের আগুনে আমার

দাড়ি গোঁপ পুড়িয়ে দিয়েছিল; একবার তার হাত এড়ায়ে আবার বাবা—

রাবণ। তুমি যদি একার্য্য সাধন করে আনতে পার, তবে মামা! আমার এই রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, সমস্ত বৈভবের অর্দ্ধেকাংশ তোমাকে দেব, তুমি আমার তুল্য অংশে রাজা হয়ে রাজ্য সুখ সম্ভোগ করবে।

কালনেমি। বলকি বাবা! দেবে তো? তবে কিনা ফিরে এসে; তবে তো রাজ্যভোগ করতে হবে। ব্যাটা কিন্তু যদি ঘুনাক্ষরে জানতে পারে, তবে তো আগে মাথাটা গুঁড়ো করে দেবে; যদি পৈতৃক মাথাটা যায় তবে আর কিসেই বা রাজ মুকুট পরবো? আর কিসেই বা কি হবে। যাই হোক, বাবা যেতে হবে। (সদর্পে) আমি কি ডরাই—সে বেটা বানর বৈতো নয়, তাকে মশা মারা করে এক চপেটা ঘাতে মেরে ফেলবো, আমার কাছে আবার হয়ে সে বেটার দফা আজ গয়া। বেটাকে নিপট্যে মেরে ফেলবো তার পর ফিরে এসে রামা আর লখা দু'টাকে ভোজন করে, তোমার সব ভাবনা ঘুচাব।

রাবণ। তবে আর বিলম্ব কেন? সত্বরে যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয় সে পক্ষে যত্নবান হও।

কালনেমি। দেরি কি? এই চল্লাম; বলি দেবে তো? দেখো যেন বলো না হবে না, যদি পৈতৃক মাতাটা নিয়ে ফিরে আসতে পারি, তবে রাজ্য ভোগ; আর যদি লোকের মুখে ফিরি তবে তুমিও যেমন দেবে আমিও তেমনি পাবো; যাহোক, আমি চল্লেম।

(প্রস্থান)

রাবণ। হায়! কাল নাগিণী সীতার জন্য আমার সর্ব্বনাশ হলো। যদি সর্ব্বনাশী সূর্পণখার পরামর্শ না শুনতাম, তাহলে তো এই অসাময়িক পুত্র-শোক ভ্রাতৃবিয়োগ যাতনা ভোগ করতে হতো না। কি কুক্ষণে সীতাকে দেখেছিলাম! তার রূপই আমার সর্ব্ব বিপদের মূল হলো। তিলোত্তমার রূপে মোহিত হয়ে যেমন ঐরাবতের সর্ব্বনাশ হয়েছিল; আমার ভাগ্যে কি তাই হলো? হায়! যদি আমি বিভীষণের কথা শুনতাম, যদি তাকে বিনা দোষে পদাঘাত না করতাম তাহলে তো এ দুর্দ্দৈব ভোগ করতে হতো না। আমি সজ্ঞানে অগ্নিতে হাত দিয়েছি, তার দহন যাতনা আমি ভিন্ন কে ভোগ করবে? আমি স্বহস্তে কালসর্পকে প্রহার করেছি তার দংশন যাতনা আমি ভিন্ন কে সহ্য করবে? এতদিনে নির্ব্বংশ হলাম। এক্ষণে সংসার অন্ধকারময় বোধ হচ্ছে; জীবনকে ভার বোধ করছি; কেবল একমাত্র পুত্র মহীতলে মহীরাবণ বর্ত্তমান; কিন্তু সে সন্তান থাকা অপেক্ষা নির্ব্বংশই প্রার্থনীয়। যে পুত্র পিতার দুঃসময়ে সাহায্য না করে, যে সন্তান পিতৃ বিপদ উদ্ধারের চেষ্টা না পায়, সে সন্তানে প্রয়োজন কি? আমার জন্য মেঘনাদ প্রভৃতি পুত্রগণ জনমের মতন চলে গেল। কিন্তু পাপী আমার বিপদ কালে একবার চক্ষের দেখাও দেখলে না।

গীত।

যাতনা আর সহেনা জীবনে
কর্ম্মদোষে গ্রহ বশে হারালাম সকল ধনে॥
সূর্পণখার কথা শুনে, সীতারে এনে ভবনে,
আপনি বিনষ্ট হলাম নাশিলাম স্বজন গণে।
শত পুত্র ছিল মম, স্বর্ণ লঙ্কা স্বর্গ সম,
হারালাম সকল সুখ, নষ্ট হলাম ধনে প্রাণে॥
মহীতলে একমাত্র, মহীনামে সে কুপুত্র,
সর্ব্বনাশের সময় আমায় একবার দেখলেনা নয়নে

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

গন্ধমাদন পর্ব্বত।

(সন্ন্যাসীর বেশে কালনেমির প্রবেশ)

কালনেমি। কি ছদ্মবেশই ধরেছি! দেবতারাও আমায় চিনতে পারবেন না! সে বেটা তো বানর, তার সাধ্য কি আমায় চিনতে পারে?

এতদিন পরে আশা পুরলো ; রাজা তো হলামই, তার আর চিন্তা কি ? লঙ্কা ভাগের সময় কিন্তু দড়ি ধরে সমান করে ভাগ নিতে তখন দেরি হবে, এখনি কেন দড়িটে পাক দিয়ে রাখিনে ; বেশ কথা, (ঝুলি হতে চেরা বাহির করিয়া দড়ি পাক দেওন) লঙ্কার দক্ষিণ ভাগটাই নিতে হবে উত্তর দিকেই বিপদ ; বেশী বিপদ আপদ যা কিছু তা রাবণে ছোড়ার ঘাড়ে পড়বে ; আমার আর ক্ষতি কি ? আমি মজা করে রাজতক্তে বসে মানুষের ঝোল, অম্বল, ভাজা তয়ের করয়ে খাব ; আর ছেলে মানুষ গুলোকে একটু নুন আর মরিচের গুড় দিয়ে কাঁচাই ভোজন করবো। নিশ্চিন্ত ! কিন্তু ভাগ নেবার সময় কড়ায় গণ্ডায় সমান করে নিতে হবে ; হাতীশালা, ঘোড়াশালা, বাড়ী, ঘর, চাকর, নকর ধন, দৌলত, সব চুল চেরাকরে নিতে হবে। আট হাজার রাণী আছে, তাইত তারা যে ভাগনে বৌ ; ওরে আমার ভাগনে বৌ রে ; ভাগের ভাগ তার আর ভাগনে বৌ আর টাগনে বৌ। তা যা হোক আর সব না হয় তার থাকবে, কেবল সেই মন্দোদর-হা-হা-হা-(সুরকরিয়া) "আমার মন হয়েছে, মাণিকচাঁদ মা হরি সহ,,—"

(হনুমানের প্রবেশ।)

হনুমান। জয়রাম, জয়রাম, জয়রাম,

কালনেমি। (স্বগত) ঐ যে সেই ঘরপোড়া বেটাই তো দেখছি ; বেটা কিন্তু চিন্তে পারলেই নিশ্চয় মেরে ফেলবে। যা হোক দড়ি গুলো এখন লুকানা যাক্‌।

হনুমান। প্রভু,প্রণাম হই।

কালনেমি। এস বাপু ; এমন সুধামাখা শ্রীরাম নাম করে কে তুমি আমার কর্ণকুহর পবিত্র করলে ?

হনুমান। প্রভু ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস। আমি তাঁর পদাশ্রিত সেবক হনুমান। প্রভুর বিপদে বিপদস্থ হয়ে গন্ধমাদনে এসেছি।

কালনেমি। কিহে বাপু শ্রীরামের বিপদে তুমি বিপদস্থ ! এ যে বড় অসম্ভব কথা ! যাঁর নাম করলে সর্ব্ব বিপদ বিনষ্ট হয়, সেই বিপদ বিনাশন রামের বিপদ ! এ নিতান্ত অসম্ভবকথা।

হনুমান। প্রভু ! অন্য পরিচয় আপনাকে আর কি দেব ? আপনি দেখছি একজন সর্ব্বজ্ঞ তাপস। যোগবলে পৃথিবীর ক্রিয়া সকলি দেখতে পান। দর্পণে যেমন সম্মুখস্থ বস্তু, জলে যেমন তীরস্থ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ যাবতীয় পার্থিব ক্রিয়া আপনার হৃদয়ফলকে প্রতিফলিত। রয়েছে।

কালনেমি। হনুমান ! আমি সকল জানি। ভগবান্ গোলকনাথ ভূভার হরণ কারণে দশরথ ভবনে অংশ চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিমাতা কৈকেয়ির বচনে সৌমিত্রি আর সীতা সঙ্গে বনবাসী হয়েছেন ; দুরাত্মা রাবণ লক্ষ্মীরূপিণী জানকীকে হরণ করেছে।—সকলি আমি জানি ; এবং রাবণের সহিত যুদ্ধ হচ্ছে আমি তাও জানি।

হনুমান। প্রভু ! সেই কাল যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। প্রভুগো ! বলতে বক্ষ বিদীর্ণ হয় সেই কাল সমরে দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক কুমার লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পতিত হয়েছেন। আর আমাদের বল নাই, সাহস নাই, দর্প নাই, কৌশল নাই। সকলি কুমারের সহিত লোপ হবার উদ্যোগ হয়েছে।

কালনেমি। কি বল্যে বাপু ! শক্তিশেল ? কি আশ্চর্য্য ! যাঁর নিকট সর্ব্বশক্তিময়ী আদ্যাশক্তি চিরকাল বাঁধা তিনি কিনা তুচ্ছ রাবণের শক্তিশেলে পতিত হয়েছেন !

হনুমান। শক্তিশেলে পতিত কুমার লক্ষ্মণকে কোলে করে প্রভু অচৈতন্য হয়ে আছেন ; আমি বিশল্যকরণী ঔষধ লইবার জন্য এই গন্ধমাদনে এসেছি। এক্ষণে কৃপাকরে আমায় ঔষধটী দেখিয়ে দিয়ে এই বিপদে পরিত্রাণ করুন।

কালনেমি। তার জন্য চিন্তা কি ? তুমি ঐ পুষ্করিণী থেকে স্নান করে এস, আমি ঔষধ আহরণ করে রাখছি। ঔষধাদি শুদ্ধাচারে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

হনুমান। যে আজ্ঞা প্রভু! আর বিলম্ব করবেন না, আমি সত্বরেই এলাম বলে।

(প্রস্থান)

কালনেমি। (স্বগত) হুঁ আমার কাছে আবার চালাকি; আমি হলাম বুদ্ধির জাহাজ; বলে "বুদ্ধি যস্য বলং তস্য দিক শূন্য বান্ধবা; যস্তরে পুণ্ডরীকাক্ষ্য সবা* ভ্রাতরে সুচি" কেমন মতলব ঘটিয়েছি, ও পুকুরে যে একটা আকামানে হোৎকা কুমীর আছে সে একটা জেয়ান্ত যম; তা জলে পা দিলেই হয়, অমনি কপকরে নেবে; মা বলতেও হবে না বাবা বলেও হবে না। এখন কোথায় বা তোর রাম আর কোথায় বা তোর লক্ষ্মণ। হুঁঃ, হুঁঃ, হুঁঃ, এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি ত আর কারুরি নজরে আসে না, এক নড়িতে সাত সাপ মারলাম, ঘর পোড়া বেটা ত এখনই অক্কা পোল, লকা ছোঁড়া ওষুদ নাপেয়ে সিঙ্গে ফুকবে, রামটা ত ভ্যাবা গঙ্গারাম দেখে শুনেই পটল তুলবে; যা হোক ভাগটা নেবার সময় কিন্তু কড়া গণ্ডা কাক ক্রান্তি কিছু ছাড়া হবে না। (দড়িপাক) ভাবনা কেবল মন্দোদরীর জন্য, প্রথম প্রথম মামাশ্বশুর বলে একটু লজ্জা লজ্জা কর'বে, তার পর দুদিনে গা-স্বঁ্যাসা হয়ে যাবে, তার জন্য চিন্তা কি? আর আমার চেহারাটাও ত মন্দ নয়, যেন ময়ূর কার্ত্তিক ফেলে বেড়াচ্যি। আর সেই রাবুণে ছোঁড়ার কতক গুলো চক্ষু বিজ বিজ করছে, কতক গুলো হাত নড়বড় করছে, তার চেহারার চেয়ে আমার চেহারা লাকগুণে সোণা; ময়না আর ত্যালা পোকায় যত তফাত, বাঁদরে আর মানুষে যত তফাৎ; দেবতা আর ভুতে যত তফাত তার চেহারা আর আমার চেহারায় তত তফাত আমার কাছে আবার চাকাকি; তিন দিনে মন্দোদরীকে বশ কর'ব।

গীত।

মরি হায় কি মজা হলাম রাজা এতদিন পরে।
প্যালরে অন্তরে; যে দুঃখ ছিল অন্তরে॥
রাজতক্তে বস্‌বো কাল; মন্দোদরী বামে এসে;
ঘেসে ঘেসে হেসে হেসে মনের উল্লাসে;
বসবে সে চাঁদবদনী কতই সন্তোষে;
হয়না সুখ কার মনে পেলে এমন নাগরে॥
মামাশ্বশুর বলে ধনী দুদিন করবে কানাকানি;
রসিকতায় ভুলাব তায় আমি তখ'ন,
আমার রূপে গুণে মজে যাবে সে মনোমোহিনী;
মিলন কি রয় বাকি সুধাকরে চকোরে॥

যাই বল আর কও; সে বুড় মাগিকে কিন্তু আমল দেওয়া হবে না, তিনি যে আমার রাজতক্তে তাড়াতাড়ি এসে বসবেন, তা কিন্তু হবে না; মন্দোদরীর কাছে কি সে বেটী? কে এমন ক্ষীর ফেলে ঘোল খাবে? কেনই বা নেয়াপাতি ডাব ফেলে ঝুনো চিবিয়ে পেট খারাপ করবো? তা কিন্তু ছাড়া করা হবে না। (দূরে জয়রাম শ্রীরাম শব্দ) ঐ যা, মরকট ব্যাটা ফিরে আসছে বুঝি, (কম্প) এ সেইই তো, আমায় হাড় গোড় ভাঙ্গা দ করে ফেলবে গো মা! (পুনর্ব্বার জয়রাম শ্রীরাম শব্দ) ঐ তো সেই ঘর পোড়া বেটাই তো, এখন পলাবো কোথারে বাবা! (পলাইবার উদ্যোগ)।

(হনুমানের প্রবেশ।)

হনুমান। ও ঋষিরাজ! অমন কচ্ছেন কেন?

কালনেমি। এস বাবা এস, আমার হনুমানচন্দ্র বাবা এস; এই তোমার জন্য পাকা কলা, আতা, পেয়ারা সব বন থেকে এনে রেখেছি। স্নান করে এসেচ? কিছু খাও; বাবা হনুমানচন্দ, তোমার ঐ চাঁদের মতন মুখখানি দেখলে আমার সব দুঃখ যায়। আমার আর কেউ নাই তোমায় পুষ্যিপুত্র নেবো, তাতে তোমার মত কি বল দেখি বাবা?

হনুমান। আমার মত এই (দাড়ি ধারণ)—

কালনেমি। ওকি বাবা, আমায় আদর করচো

বুঝি; তা দাড়িতে লাগবে, দাড়ি ছেড়ে দাও। আমার ধন, আমার মানিক, আমার জাদু, দাড়ি ছাড়।

হনুমান। পাপাত্মা রাক্ষস! তুই আমার কাছে মায়াজাল বিস্তার করে নিস্তার পাবি। জানিস্‌নে আমা কর্তৃক তোরা সবংশে বিনষ্ট হবি।

কালনেমি। কে রাক্ষস বাবা তোমার দিব্যি আমার সাত পুরুষে কেউ রাক্ষস নয়; তুমি নাকি ছেলে মানুষ, তাই আমায় বলছো রাক্ষস খোক্কস ও কেমন ধারা কথা? কিছু খাও দাও, ওষুধ তুলে রেখেছি, নিয়ে চলে যাও। (হনুমান কর্তৃক ঘাড় ধারণ) ও বাবা চিন্তে পেরেছে বাবা? বড় লাগছে? ঘাড় ছাড় বাবা (হনুমান কর্তৃক টিপুনি, কালনেমির গোঁ গোঁ শব্দ) মারে বাবারে হাড় ভেঙ্গে গেলরে,ঘাড় ছাড় (টিপুনি) (কিল আরম্ভ করণ) ঘাড় ছেড়ে কিল মার বাবা।

হনুমান। এই দেখ দুরাত্মা একেবারে তোর সকল পাপের শাস্তি করি (কালনেমি বধ) দুরহ পাপাত্মা, এই তোর মৃতদেহ একেবারে রাবণের সভামণ্ডপে নিক্ষেপ করলাম। এক্ষণে আর তো বিলম্ব করা বিধি হয় না, নিশাতো প্রভাত প্রায়। কিন্তু আমি তো ঔষধ চিনিনে, অন্য কাহাকেও তো এখানেতে দেখছিনে, যাহাদ্বারা ঔষধটী চিনে লই। হা ভগবান্ তুমি কি কর্‌লে? অবশেষে আমা দ্বারায় এই হলো? আমি কেন দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হয়েছিলাম? ঔষধ বিহনে যদি ভগবান্ লক্ষ্মণের জীবনান্ত হয়, তবে তো আমা কর্তৃক হবে। উঃ! দুরাত্মা রাক্ষসগণের কি ভয়ানক মায়া, অন্য কেহ হলে আজ সে শাপভ্রষ্ট কুম্ভীরিণী গন্ধকালীর নিকট পরিত্রাণ পেতনা, যাই আমার নিকট তার সাপ বিমোচনের কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাই আমারও রক্ষা, নতুবা সকল দিকেই সর্ব্বনাশ হতো। হায়! আর্য্য রামচন্দ্র এতক্ষণ কত রোদন কচ্চেন; আমি ঔষধ লয়ে গেলে তবে লক্ষ্মণ পুনর্জীবিত হবেন। হে পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদন? তুমি প্রসন্ন হয়ে আমায় বিশল্যকরণী ঔষধ প্রদান কর; গীরিবর! তুমি সজীব হয়ে আমার প্রভুর নির্জ্জীব দেহে জীবন দান কর। আমি নিতান্ত কাতর হয়ে তোমার কৃপা ভিক্ষা করচি; আমার প্রতি সদয় হও; কৈ দেব, তুমিও কি সময় বুঝে নিরুত্তর হলে? কিন্তু এ ভেবনা যে, হনমান ঔষধ সংগ্রহ না করে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করবে; আমি যদি মহাবল পবনের ঔরসের জন্ম গ্রহণ করে থাকি, আমি যদি মাতা অঞ্জনার গর্ভসম্ভূত হই, আমি যদি একাধার মাতৃস্তন্য পান করে থাকি, আমার যদি সেই ত্রিলোকাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের নয়নাভিরাম শ্রীপাদপদ্মে মতি থাকে,তবে তোমায় কি, আমি পর্ব্বত কুলতিলক হিমালয়ের মূল উৎপাটনে সক্ষম, তুমি তো সামান্য প্রস্তরখণ্ড মাত্র। সাগর-বন্ধনকালে তোমা অপেক্ষা শতগুণে বৃহৎ পর্ব্বত সকল লোমে লোমে বন্ধন করে এনেছি। এই দেখ বিশল্যকরণী ঔষধ সহিত তোমার মূলোৎপাটন করে লয়ে যাই। (পর্ব্বত উৎপাটনানন্তর গ্রহণ) এই তো পর্ব্বত উৎপাটন করলাম, জয় রাম শ্রীরাম।

গন্ধমাদন। (নেপথ্যে) হনুমান আর আমায় পীড়ন করোনা, তোমার সম্মুখে যে বৃক্ষটী দেখ্‌ছো এইটীই বিশল্যকরণী।

হনুমান। গিরিরাজ তোমার দ্বারায় কৃত কৃতার্থ হলাম। (ঔষধ গ্রহণ) ভগবান্, এই আপনাকে যথা স্থানে রক্ষা করলেম, এখন আমি গমন করি।

(হনুমানের প্রস্থান।)

(সূর্য্যদেবের প্রবেশ।)

সূর্য্য। (স্বগত) পরাধীনতা অপেক্ষা কষ্টকর আর নাই; যার অদৃষ্টে স্বাধীনতা সুখভোগ নাই তার জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল, শত্রুও যেন পরাধীন না হয়; উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্য্যন্ত এই লক্ষ লক্ষ যোজন পথ পরিভ্রমণ করে কোথায় কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করব, না এই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়

পুনরায় উদয়াচলে যেতে হবে। রাবণের আজ্ঞা অবহেলন করে কার সাধ্য; তার কথায় বিপক্ষবাদী হলে আর নিস্তার নাই; কে জেনে শুনে অনলে হস্ত অর্পণ করবে? যা কখন হয়নি রাবণ হতে আজ তাও হলো; ক্রমশ দেখ্‌ছি সৃষ্টি লোপ হবার উপক্রম হোল।

(হনুমান দূরে দাঁড়াইয়া।)

হনুমান। এই যে দেখছি মামাঠাকুর না—তাইতো সূর্য্যমামাইত বটে। যাহোক এতক্ষণে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো (হনুকর্ত্তৃক সূর্য্যের গতিরোধ।)

সূর্য্য। কেহে বাপু, আমার গতিরোধ করলে? সত্বরেই পথ ছাড়, নতুবা এখনি আমার সহস্র বহ্নির প্রখর তেজে দগ্ধ হবে।

হনুমান। মহাশয় আমি রামদাস হনুমান, এই নিজকার্য্যে বড় ক্লান্ত হয়েছি; আপনি আমার পাশ কাটায়ে যান, কিংবা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুণ।

সূর্য্য। আমারও অপেক্ষার অবসর নাই, রাবণের আদেশে এই অর্দ্ধ রাত্রেই উদয়াচলে যেতে হবে।

হনুমান। আপনার নামটা কি?

সূর্য্য। আমার নাম ভানু।

হনুমান। আমার নাম হনু; ভানু আর হনু, বেশ পদে পদে নামটী মিলযুক্ত হয়েছে, আসুন আপনাতে আমাতে মিতালি পাতয়ে নেয়া যাক। আসুন একবার বন্ধুত্বের কোলাকুলিটে করা যাক্ (সূর্য্যদেবকে হনুর কক্ষে ধারণ)।

সূর্য্য। উঃ উঃ থু থু থু বড় বিটকেল গন্ধ; বান্দুরে বগলে চামশে গন্ধে প্রাণ যায়। ছাড় বাপু, ওয়াক্ থু।

হনুমান। শীগ্‌গির নয়, এখন কিছুকাল এই বগলচাপা থাক; আবার নড় কেন, চুপকরে থাকনা; আঃ আবার নড়েরে (বগলে চপেটাঘাত) চুপ করে থাক; আঃ এত যন্ত্রণা ভোগ করে এখন নিশ্চিন্ত হলাম, রাত্রি প্রভাত হবার ভয় আর নাই, যিনি প্রভাত করবেন তিনিতো বগলে থাকলেন, এক্ষণে আর কোন বিপদ উপস্থিত না হয়। জয়রাম শ্রীরাম। বিধাতা এক্ষণে এই করো, আর যেন কোন বিপদে না পড়ি, তোমার পদে এই ভিক্ষা

গীত।

আর যন্ত্রণা সহেনা অন্তরে।
কোথা ভগবান্ কৃপাবান্ হও আমারে
রাখ বিপদে শ্রীপদে হে কাতরে॥
ওহে দীনতারণ, কর দীনে তারণ,
এ দুর্দ্দিনে করি তব পদ স্মরণ,
তুমি অগতির গতি পতিত পাবন,
কর পার এই অপার পারাবারে॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নন্দীগ্রাম।

(ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি।)

ভরত। ভাই শত্রুঘ্ন! কোন্ পাপমতি এমন দুঃসাহসিক কার্য্য করলে? কে এই অধিষ্ঠিত শ্রীরাম-পাদুকা লঙ্ঘন করে অন্তরীক্ষ দিয়ে গমন কর্‌ছে? এ সাহস কার? কারআসন্ন-মৃত্যুকাল উপস্থিত? সে পামর জানেনা যে, শ্রীরামচন্দ্রের পদাশ্রিত দাস ভরত রাজাধিক সম্মানে তাঁর পাদুকা রক্ষা করচে। ভাই সত্বরে দেখ! কে এই প্রচণ্ড বহ্নিতে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করলে? কে এমন অসীম সাহসে সাহসী হলো?

শত্রুঘ্ন। দাদা। একটা ভীষণাকার বানর অন্তরীক্ষ অতিক্রম কর্‌ছে।

ভরত। কি এত বড় স্পর্দ্ধা, এতবড় যোগ্যতা, যে নন্দীগ্রামে ভরতের শাসনবলে বিহঙ্গকুল পর্য্যন্ত ত্রাসিত, যার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধাচরণ প্রভৃতি

নন্দীগ্রাম সীমায় গগনবিহারী হতে বিত্রাসিত হয়, আজ কিনা একটা তুচ্ছ বানর সে নিয়ম লঙ্ঘনে সাহসী হলো! (বাটুল এবং ধনুক গ্রহনানন্তর) দেখি, পামর কার বলে বলবান্ (জয়রাম বলিয়া বাটুল নিক্ষেপ)

হনুমান। প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, হারাম, হা প্রভু রাম, হা লক্ষ্মণ, আমি সকল সংগ্রহ করেও তোমাদের উপকার করতে পারলাম না। আমার এ তুচ্ছ প্রাণ যাক তাতে দুঃখ নাই, কুমার লক্ষ্মণ যে জীবন প্রাপ্ত হলেন না, এ দুঃখ হা! এমন কর্ম্ম কে কর'লে? কে আমার এমন সাধে বিষাদ ঘটালে?

শত্রুঘ্ন। দাদা, সহসা বানরকে আঘাত করা ভাল হয়নি; ওযে কেবল রাম রাম করে রোদন করছে; ও কি আমাদের সর্ব্ব-গুণধাম রামকে জানে? দাদা, কিছুই তো বুঝ'তে পাচ্ছিনে।

ভরত। তাই তো ভাই, চল দেখি। (হনু-মানের প্রতি) বাপু, তুমি কে কি জন্যই বা রামরাম বলে রোদন কর'ছো? আমি তোমায় আঘাত করে দুষ্কর্ম্ম করেছি। এক্ষণে স্বরূপ বল, তুমি কি আমার অগ্রজ শ্রীরাম-চন্দ্রকে জান?

হনুমান। (সরোদনে) মহাশয়! আমি রামচন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনে; আমি তাঁর পদসেবক, আমার নাম হনুমান। হা প্রাণ যায়! শুনেছি তিনি মহারাজ দশ-রথের জ্যেষ্ঠপুত্র, পিতৃ-সত্য পালনে বনবাসী হয়ে ছিলেন। হা প্রাণ যায়, অসহ্য যাতনা।

ভরত। (শত্রুঘ্নের কর ধারণপূর্ব্বক সরোদনে) ভাই! কি দুষ্কর্ম্ম করেছি, ভাই তবে বুঝি দাদা আমার বিপদস্থ হয়ে চর পাঠা-য়েছিলেন; ভাই কিরূতে কি করলাম।

শত্রুঘ্ন। দাদা! ব্যস্ত হবেন না, আমি বানরের কাছে সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হচ্ছি; বৎস হনুমান্! আপাততঃ আমাদের গুণধাম রাম কি অবস্থায় আছেন, বলে আমাদের চরিতার্থ কর (হনুর মুখে জলদান ও ব্যজন)।

হনুমান্। হা প্রাণ যায়! মহাশয়! বনবাস-সময়ে পাপাধম রাবণ তাঁর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী লক্ষ্মী-রূপিণী সীতার রূপে মোহিত হয়ে তাঁকে লঙ্কায় বন্দিনী করে রেখেছে। সীতা উদ্ধারের জন্ত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে, আজ সেই যুদ্ধে রাবণের ভীষণ শক্তিশেলে কুমার লক্ষ্মণ সম-রাঙ্গনে নিপাতিত হয়েছেন। হা, আমি দেখে এসেছি তাঁর এখন প্রাণান্ত হয়নি, আমি তাঁর জন্য ঔষধ সংগ্রহে এসেছিলাম, আপনার আঘাতে সকল আশায় নিরাশ হলাম। ঔষধ বিহনে, হা প্রাণ যায় বড় যাতনা, লক্ষ্মণের জীবনান্ত হবে, সেই শোকে রামের জীবনান্ত, বড় যাতনা, প্রাণ গেল!

ভরত। ভাই রে, শত্রুঘ্নরে, কি সর্ব্বনাশ করেছি ভাই! আমা কর্তৃক এই হলো? আমি যে সংসার অন্ধকার দেখছি ভাই! হা রাম, হা লক্ষ্মণ, হা সীতা! কোথায় বিপদ কালে তোমাদের সাপক্ষতা করবো, না সেই বিপদ কালে বিপক্ষতা কর'লাম। দাদা গো, তুমি কি যাতনা ভোগ কর'ছো, আমি যে তোমার প্রাপ্য রাজ সিংহাসনে তোমার পাদুকা রক্ষা করে এতকাল ছত্রধারিরূপে রয়েছি। মনে করে-ছিলাম, তোমায় আর মাতা জনকনন্দিনীকে সিংহানে উপবিষ্ট দেখে নয়ন সফল করবো, তোমাদিগের পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হয়ে মানব-জনম চরিতার্থ করবো। আমি যে তোমাদের আগমন প্রতীক্ষায় এই চতুর্দ্দশ বর্ষের দিন গণনা কর'ব, তা আজ নিজদোষে সকল সাধে জলাঞ্জলি দিলাম।

গীত।

যাতনা সহেনা আমার এ পাপ-জীবনে।
নিদারুণ এ দাহন সব কেমনে॥
রাম রাজ্য রামে দিয়ে, রহিব তাঁর দাস হয়ে,
বড় আশা ছিল আমার চিরদিন মনে॥
মনে ছিল বড় সাধ, ঘটিল তাহে বিষাদ,
বিধাতা সাধিলে বাদ আমায় এক্ষণে॥

ভরত। ভাই শত্রুঘ্ন! কি করবো, ভাই! কিছুতেই ত উপায় দেখছিনে; আমার জন্য ভাই লক্ষ্মণ প্রাণ হারাল, আমি ভ্রাতৃহন্তা হলেম; আমি না বুঝে আপন মস্তকে কুঠারাঘাত কর্‌লাম, আমা কর্তৃক অবশেষে এই হলো।

হনুমান। মহাশয়! আপনারা রোদন কর্‌ছেন কেন? আপনারা কে? উঃ বড় যাতনা।

ভরত। বৎস! তুমি একগুণ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছ; কিন্তু তোমায় আঘাত করে আমরা শতগুণ যন্ত্রণা ভোগ করছি। বৎস! তোমায় তো বর্ত্তুল আঘাত করি নি, স্বহস্তে স্ববক্ষে বিষাক্ত শেলাঘাত করেছি। বাপু! তুমি যেমন শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ দাস আমরাও তাঁর চির পদাশ্রিত সেবক। বাপু! আমার নাম পাপাত্মা ভরত, এইটী আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন।

হনুমান। প্রভু! আমার হস্ত উত্তোলনের সাধ্য নাই, মানসে প্রণাম করি। প্রভু! আমার অসার প্রাণের জন্য কিছু মমতা নাই, আমার এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়েও যে লক্ষ্মণের অমূল্য জীবন রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না এ দুঃখ মরণেও যাবেনা। মা জনকনন্দিনি মা গো! আজ জানলেম তোমার উদ্ধার হলো না। মা, তুমি যে রাবণের অসহ্য বেত্রাঘাত সহ্য কর্‌ছো; মা, বড় আশা ছিল তোমাকে শ্রীরাম চন্দ্রের বামে বসায়ে যুগলমূর্ত্তি দর্শন করে নয়ন সার্থক করবো, কিন্তু সে আশায় আজ নৈরাশ হলাম। হা প্রাণ যায় বড় যাতনা। দয়াময় শ্রীরামচন্দ্র! জানকীবল্লভ! কোথা রইলে? নাথ, মরণকালে তোমার চরণ দর্শন করতে পেলাম না।

ভরত। আর শুনতে পারিনে কর্ণ বধির হও, নয়ন অন্ধ হও, জীবন বহির্গত হও, মা জনকনন্দিনি! তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল মা? তুমি রাক্ষস-ভবনে বন্দিনী, রঘুবংশীয়দের এ কলঙ্ক রাখ্‌বার আর স্থান হবেনা মা; তোমার পরাক্রান্ত দেবরগণ বর্ত্তমানে, সর্ব্বগুণময় স্বামী বর্ত্তমানে, তুমি রাক্ষসগৃহে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌চো! হা দেবি! হা দুর্ভাগিনি; তুমি মনে করেছ অচিরাৎ তোমার উদ্ধার সাধন হবে, কিন্তু দুর্ভাগা ভরত তোমার কি সর্ব্বনাশ করেছে, দুরাত্মা ভরত তোমার উদ্ধারের আশা চিরকালের জন্য লোপ করেছে। ভাই লক্ষ্মণ! প্রাণাধিক! যে নরাধম ভরতকে তুই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করতিস, ভাইরে, সে তোর ভাই নয়—ভয়াবহ শত্রু; আমি তোর অগ্রজরূপে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত হয়ে ছিলাম। রাবণ কেবল উপলক্ষ মাত্র। দাদা! রঘুকুল-তিলক! যে দিন আমি চিত্রকূট পর্ব্বতে তোমার পদ দর্শনে যাই, যে দিন বিনয়-বচনে তোমার সহিত বনবাসী হতে প্রার্থনা করি, সেই দিন যদি আমায় তোমার বনবাস-সহচর কর্‌তে, তবে ত এ বিড়ম্বনা হতোনা; কেন তুমি এ পাষণ্ডকে, এ মূর্খকে রাজ্যভার দিয়ে কোশলে পাঠালে? আমি কি রাজ্য শাসনের যোগ্য পাত্র? আমার কি রাজবুদ্ধি আছে? যদি থাক্‌তো, তবে স্বহস্তে এমন সর্ব্বনাশ কেন কর্‌বো? দাদা, শৃগাল কি সিংহের ভার গ্রহণ করতে পারে? কাচে কি কৌস্তুভ মণির দীপ্তি ধারণ করে? দীপ-শিখা কি চন্দ্রকিরণ বিস্তারে সক্ষম? দাদা! আমি তোমার নরাধম ভরত, আমা হতে যে প্রত্যাশা করেছিলে, আজ আমা হতে তার বিপরীত ফল ফল্‌লো।

শত্রুঘ্ন। দাদা! এই কি রোদনের সময়? বিপদ কালে ধৈর্য্যাবলম্বন না কর্‌লে বিপদ ভীষণ পরাক্রমে আক্রমণ করে; এক্ষণে স্থির হন; যাহাতে এ বিপদার্ণবে কূল পাই সে চেষ্টা করুন।

ভরত। ভাই! কি উপায়ে এ দুর্দ্দৈব দূর হবে তা ত ভেবেও স্থির কর্‌তে পারছিনে; কে এমন বীর আছে, কে এমন দ্রুতগামী আছে যে, অদ্য রজনীতে লঙ্কাপুরে যেতে সক্ষম। ভাই' যে কর্ম্ম করেছি এর প্রতিকারের উপায়ে পৃথিবীতে তো অন্বেষণ করে পাইনে। ভাই! গলদেশ ছেদন করে আবার

সংলগ্ন করা বৃথা চেষ্টামাত্র। অগ্নি নির্ব্বাণ হলে ফুৎকার দ্বারা তাহার প্রজ্বলিত চেষ্টা বৃথা। আমার স্বহস্ত কৃত সর্ব্বনাশের শান্তি সম্ভাবনা এ জগতে নাই। ভাই! এক্ষণে এক উপায় আছে; সত্বরে আমায় অগ্নিকুণ্ড করে দাও, আমি তাহাতে প্রবেশ করে লক্ষ্মণের বিয়োগ-বার্ত্তা শ্রবণরূপ বিপদে পরিত্রাণ পাই।

গীত।

উপায় আমি কিছুই আর দেখিনে।
ঘটিল তা এতদিনে যা ছিল বিধাতার মনে ॥
ভবিষ্যত না চিন্তা করে, শেলাঘাত করেছি শিরে,
যাতনা কব কাহারে দুঃখানলে মরি প্রাণে ॥
বনবাসে নাহি গিয়ে, একাল ভবনে রয়ে,
পাষাণে বাঁধি হৃদয়ে ডুবিলাম দুঃখ জীবনে ॥

ভারত। রে বিধাতঃ! তোর মনে এই ছিল? তুই আমার আশালতার মূলদেশ ছেদন করলি? তুই আমার ভরসা সোপান ভঙ্গ করলি, এতদিনে সকল আশায় সকল ভরসায় জলাঞ্জলি দিলাম। আমার অপরিনামদর্শিতায় লক্ষ্মণের জীবনান্ত হলো, লক্ষ্মণের বিয়োগে রামচন্দ্রও জীবন ত্যাগ করবেন; রাম বিয়োগ বার্ত্তা শ্রবণে পৌরবর্গ কি কোশলবাসী জনপদ সকলেই প্রাণত্যাগ করবে। হায়! এই সমস্ত দুর্দ্দৈব ঘটনার মূল কারণ আমি হলাম? এ জেনে এখনও আমি জীবিত রয়েছি। হায়! আমার প্রাণ কি লৌহে গঠিত? না—প্রস্তর নির্ম্মিত? না—বজ্রসারময় যে, এই নিদারুণ ব্যাপারেও বাহির্গত হল না? ভাই শত্রুঘ্ন, নিজকর্ম্ম দোষে সকল আশায় জলাঞ্জলি দিলাম। এ পাপ প্রাণ আর তিলার্দ্ধকাল রাখতে ইচ্ছা নাই। স্বহস্তে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

শত্রুঘ্ন। প্রভু! রাম লক্ষ্মণ যদি প্রাণ ত্যাগ করেন, তবে আর আমরা কোন আশায় জীবিত থাকবো? তাঁদের বিয়োগ বার্ত্তা শ্রবণের পূর্ব্বেই আমাদের অসার জীবন ত্যাগ করাই উচিত। সে মর্ম্মান্তিক কথা যেন এ পাপ কর্ণে শুনতে না হয়! মরণে দুঃখ নাই; কিন্তু আমাদের মনের আশা পরিপূর্ণ হল না। এই দুঃখ। হায়! দাদা আমার যে সিংহাসনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হয়েছেন, যাতে তাঁর পাদুকা স্থাপন করে এতকাল যত্নে রক্ষা করলাম, সেই সিংহাসনে রামসীতার যুগল মূর্ত্তি দর্শন করতে পেলাম না, দাসবৎ তাঁদের পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হতে পেলাম না,—এই যাতনা মরণ অপেক্ষা অধিক মর্ম্মান্তিক হল ॥

(বশিষ্ঠের প্রবেশ।)

ভরত। প্রভু! দেখে যান; পাপাধম ভরতের দুষ্ক্রিয়া দেখুন।

বশিষ্ঠ। একি! এ যে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ! এতো কিছুই বুঝতে পারছিনে! এই বা কি? এ যে একটা বানরের মৃত কলেবর! বৎস শত্রুঘ্ন! কি হয়েছে বল!

শত্রুঘ্ন। ভগবন্! আর কি বলবো! আমাদের সকল আশা ভরসা শেষ হয়েছে, সকল প্রত্যাশায় হতাশ হয়েছি, স্বহস্তে সর্ব্বনাশ করেছি। ঐ যে মৃতপ্রায় বানরকে দেখছেন ও আমাদের অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের চর হনুমান। দাদা আমার রাক্ষস ভবনে বিপদস্থ হয়েছেন, দাদা লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে মৃতপ্রায় হয়েছেন, হনুমান তাঁহার ঔষধ সংগ্রহে এসেছিল। আমরা না জেনে তাহাকে বজ্রাঘাত করে সর্ব্বনাশ করেছি।

ভরত। প্রভু! এই করতে কি আমায় বনবাসী হতে দেননি? এই হবে বলে কি আপনার আশ্রয়ে জীবনাধিক যত্নে রাম-পাদুকা রক্ষা করছিলাম? প্রভু! আমি যে রামগত প্রাণ, আমি যে তাঁর পদানত সেবক, আমি যে তাঁর স্নেহময় ভ্রাতা! ভগবন! এই জন্য কি আমি জীবিত ছিলাম? আমি ভ্রাতা হয়ে ভীষণ শত্রুর কার্য্য করলাম। হা ধিক! রঘু-কুলে এমন অকীর্ত্তি তো কখন জন্মেনি! আমি পামর চণ্ডাল, তাই স্বহস্তে এমন সর্ব্বনাশ করলাম।

গীত।

কেম আর রহিল এ জীবন।
আমার কি জন্য হলনা মরণ,॥
আমি ভ্রাতা হয়ে, হলাম ভ্রাতৃঘাতী,
আমার এই ছিলো কপালের লিখন॥
ওরে নিদারুণ বিধি,
এই কিরে হলো তোর বিধি,
হৃদয়ের নিধি আমার হরিলি কেন ;—
আমার জন্মের মত সকল সাধে,
শেষে বিষাদ হলো, সুখ ফুরাইল,
আমি হারালাম সে অমূল্য রতন॥

ভরত। (চরণ ধারণ পূর্ব্বক) প্রভু! বলুন কি উপায়ে বারিধির কূল পাই। আপনি অন্তর্য্যামী, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ; আপনার পদাশ্রিত ভরতের যদি সর্ব্বনাশ হয়, আপনার আশ্রিত রঘুকুল যদি নির্ম্মূল হয়, তবে আর কেহই ভবাদৃশ মহতাশ্রয় গ্রহণ করবে না। আমি দুষ্কর্ম্ম করেছি তার প্রতিফল আমারই ভোগ করা কর্ত্তব্য। আমি কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য জলে হোক্, অনলে হোক্, অস্ত্রাঘাতে হোক্, প্রাণ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার অপরিনামদর্শিতায় এই বিশাল ইক্ষাকুকুলের পতন হয়, এ আপনা সদৃশ ভক্ত বৎসল গুরুদেব কি করে চক্ষে দেখবেন প্রভু।

বশিষ্ঠ। ভরত স্থির হও! বিপদকালে ধৈর্য্য অবলম্বন না করলে বিপদে মুক্ত হয় না। ধৈর্য্যই বিপন্মুক্তির একমাত্র উপায়। (স্বগত) হায়? কি মর্ম্মপীড়া! কোথায় রাম রাজা হবেন, না বনবাসি হলেন ; সে দিন মনে হলে আজও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সে দিনের রাণীদিগের হাহাকার, রাজার আর্ত্তনাদ, পৌরগণের সে দিন আজও অযোধ্যা বিস্মৃত হয় নি। কিন্তু সে দিন তো গত হয়েছে, আজ যে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণে বিপদ উপস্থিত। এ তো সহ্য হয় না? আমি তো সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ; শোক দুঃখ আমার অন্তরে স্থান পায় না কিন্তু এ ব্যাপার আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে আমার অন্তস্থলে প্রবেশ করেছে। যে দিন শাপগ্রস্থ রাজা কল্মাসপাদ রাক্ষস মূর্ত্তিতে আমার শত সন্তান সংহার করে, যে দিন বিশ্বামিত্রের বিষম যন্ত্রণায় আমার সর্ব্বনাশ হয়, সে দিনও আমি এরূপ মর্ম্মাহত হইনি। কুমার লক্ষ্মণ শক্তিশেলে প্রাণত্যাগ করলে প্রাণাধিক ভ্রাতৃশোকে রামচন্দ্র প্রাণত্যাগ করবেন, তা হলে কি ভরত শত্রুঘ্ন, কি পৌরগণ, কি জনপদবর্গ, এ শোকে কেহই জীবিত রবে না, তা হলেই এ বিশাল রঘুবংশ ধ্বংশ হ'বে ; অযোধ্যা নির্জ্জন কাননে পরিণত হবে। হায়! কি দুর্দ্দৈব।

ভরত। ভগবন! যতই কালবিলম্ব হচ্ছে, ততই হতাশ হচ্ছি। দেব! রঘুবংশীয়েরা আপনার চরণ সহায়ে সর্ব্ব বিপদে উদ্ধার হয়েছেন ; এ বিপদে আপনি রক্ষা না ; করলে আর আমাদের রক্ষা কর্ত্তা কে আছে প্রভু?

বশিষ্ঠ। ভরত! জানতেম বিপদকালে বুদ্ধি প্রখর হয়। কিন্তু এ বিষম বিপদে আমার বুদ্ধি বিলোপ হচ্ছে। কিছুই অনুভব করতে পারছিনে, রাম হে! তুমি যে কি বস্তু তা অন্যে কেমন করে জানবে? অন্যে জানে তুমি সামান্য মানব। কিন্তু তুমি যে জীবের জীবন ব্রহ্মসনাতন, তুমি যে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী গোলকবিহারী হরি, তা অন্যে কেমন করে জানবে? প্রভু! তোমার প্রদত্ত জ্ঞানবলে আমি সর্ব্বজ্ঞ ; তুমি যে অবস্থায় রাবণ ভবনে আছ, তুমি যে যন্ত্রণায় দিনযাপন করছো, তা যোগবলে আমার অজানিত কিছুই নাই। কিন্তু দেব! এ তব কি লীলা? রাবণ তুচ্ছ রাক্ষস তার পীড়ন অনায়াসে সহ্য করছো। প্রভু তোমার কটাক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ; তুমি যে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে ; সৃজন, পালন, নাশ সকলি তোমা হতে সমুদ্ভূত। যেমন ব্রহ্মা অগ্নি ভয়ে ভীত, বরুণ তৃষ্ণায় কাতর, সূর্য্যদেবের অন্ধকারে অবস্থান, বাসুকি ভার বহনে কাতর, কৃতান্ত মৃত্যু ভয়াতুর, রাবণ

কর্তৃক তোমার পীড়নও তদ্রূপ। দেব! তোমার বিচিত্র চরিত্র আমি অল্পবুদ্ধি মানব কি করে বুঝবো? আমি জানতাম, মানবগণই পার্থিব মায়ায় মোহিত, আজ জানলাম যে গোলক পতির ও মায়ার কুহকে নিস্তার নাই।

ভরত। ভগবান! রজনী প্রভাত প্রায়, রজনীর শেষে আমাদের সকল সুখের, সকল সম্পদের শেষ হবে। দেব! সত্য সত্যই কি আমায় ভ্রাতৃহত্যার পাপে পতিত হতে হবে? সত্য সত্যই কি আমার পাপে এ বিশাল কোশল রাজ্য উৎপন্ন হবে, সত্য সত্যই কি আপনার বিমল দয়ায় আমি বঞ্চিত হলাম? যদি তাই হয়, তবে বলুন (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) এই অসিতে মস্তক দ্বিধা করে সকল যন্ত্রণায় পরিত্রাণ পাই। পরে রঘুবংশের অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘটবে!

বশিষ্ঠ। (অসিধারণ পূর্ব্বক) বৎস স্থির হও; আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি জানি, পবন-পুত্র হনুমান সাক্ষাৎ রুদ্র অবতার যে জন স্বয়ং মহাকালের অংশ তার কি কালের ভয় আছে? বিশেষতঃ, হনুমান রামচন্দ্রের দাস। যে রাম নামে কাল ভয় দূর হয়, যে রাম নামে ইহকাল পরকাল সকল কালেই জীবগণ নির্ভয় হয়, সেই কালাকালের বিধাতা রামচন্দ্রের সেবকের কি মৃত্যু সম্ভবে? তোমার ভীষণ আঘাতে হনুমান অচৈতন্য হয়েছে! তোমরা অবিরাম উহার কর্ণ মূলে 'জয় রাম জয় রাম' ধ্বনি কর; তাহলে সত্বরেই চৈতন্য লাভ করবে।

গীত।

শ্রীরাম রাঘব নাম অমূল্য অতুল্য ভবে।
অবতীর্ণ হলেন জীবে মোক্ষ দিতে।
সেজে পরমধন পরাৎপর হরি॥
অবিরাম রাম নাম, স্মরণে হয় সিদ্ধকাম,
অমূল্য কৈবল্য ধাম, অনায়াসে লভ্য হবে।
ও নাম স্মরণে চির শান্তি হবে॥
অধমে তরিবার জন্য,
গোলক ধাম করিয়ে শূন্য,
ভূলোকেতে অবতীর্ণ, ভক্তি মুক্তি দিতে সবে,
গোলক পরিহরি হরি তারিতে সবে॥

হনু। হায়! একি আমি কোথায়! আমি যে প্রভু লক্ষ্মণকে অচেতন দেখে এসেছি! আমি যে শ্রীরামচন্দ্রের হাহাকার ধ্বনি শুনে এসেছি! আমি যে রাম কার্য্য সাধনে এসেছিলাম, তার কি করলাম? আমি কি অচৈতন্য হয়েছিলাম। যোগিবর! আপনি কে? বোধ হয়, আপনি মায়াবী রাক্ষস রাবণের চর। তুমি কি আমায় মায়াবলে হতচেতন করেছিলে? কিন্তু জাননা রামসেবক হনুমানের কাছে মায়াবীর মায়া কতক্ষণ থাকে? অদ্য রাত্রেই গন্ধ মাদন পর্ব্বতে কালনেমির ভণ্ডযোগি পনার দণ্ড বিধান করে এসেছি। আবার তুই কোন পাষণ্ড রাক্ষস যোগিমূর্ত্তিতে আমায় প্রবঞ্চনা করতে এলি? জানিসনে কি হনুমান তোদের রাক্ষস বংশ ধ্বংস করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে? আয়, এক মুষ্ট্যাঘাতে তোর সকল আশার শেষ করবো। (হনুমান কর্তৃক বশিষ্ঠকে ধারণ।)

ভরত। (হনুমানকে ধারণ পূর্ব্বক) বৎস! স্থির হও। উনি আমাদের কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব। উনি আমাদের ও রামচন্দ্রের গুরুদেব! এরূপ দুর্ব্বাক্য ওঁকে বলা উচিত নয়।

হনুমান। (সকলকে ত্যাগ পূর্ব্বক) তবে কে আমায় হতচেতন করে রামকার্য্যের বিঘ্ন করলে? কে আমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল? তবে কি আপনি আমায় হতচেতন করে ভ্রাতৃভক্তির পরিচয় দিতে-ছিলেন।

ভরত। বৎস! আমি না জেনে তোমায় বর্ত্তুলাঘাত করেছিলাম।

হনুমান। প্রভু! আপনি যেমন গর্ভে জন্ম-গ্রহন করেছেন, একার্য্য তদুপযুক্তই হয়েছে। আপনি সেই রত্নগর্ভা রমণীরত্ন কৈকেয়ীর সন্তান, তখন আর কি! শুনেছি, আপনার মাতাঠাকুরাণী সর্ব্বগুণধাম শ্রীরামচন্দ্রকে, কুমার লক্ষ্মণকে, লক্ষ্মীরূপিণী বধূ সীতাকে

বনবাসী করেছেন। সেই জন্য তো এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। নতুবা পঞ্চবটি বনে কেনইবা পাপিনী সূর্পণখা আসবে? কেনইবা, আমার জননী জনকনন্দিনী রাক্ষসাধম রাবণ ভবনে অসহ্য প্রহার যাতনা সহ্য করবেন? কেনইবা, কুমার লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে পতিত হবেন? কেনইবা, আমি ঔষধ অনুসন্ধানে এসে আপনার বর্ত্তুলাঘাতে অচৈতন্য হব? দেব! পরিচয়ে জানলাম, আপনি রামানুজ ভরত! আপনার রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যই রাণী কৈকেয়ী এ দুর্দ্দৈব সংঘটন করেছেন তাই কি লোকলজ্জাভয়ে এতকাল শ্রীরাম-পাদুকা রক্ষা করেছিলেন? আজ কি সুযোগ বুঝে স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন? কিন্তু তাঁদের প্রাণান্ত করে আপনার রাজ্যগ্রহণ করতে হবে কেন? যে রাম মাতৃ আজ্ঞায় বনবাসী হয়েছেন; পিতৃ সত্য পালনে পিতৃহীন হয়েছেন; প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণ হীন হতে বসেছেন, তিনি কি তুচ্ছ রাজ্য প্রত্যাশা করেন? তিনি জীবিত থাকলে তাঁর কি রাজ্যের অভাব? সিন্ধুকুলে তাঁর রাজ্য স্থাপন করে দেব! আমরা শতসহস্র বানরগণ তাঁর প্রজা হব। শরণাগত বিভীষণ তাঁর মন্ত্রিত্ব করবে। সুগ্রীব, অঙ্গদ তাঁর নগরপাল, সভাপালের কার্য্য করবে, ধন্বন্তরি-পুত্র সুষেন রাজবৈদ্য হবে। যেখানে রাম সেইখানেই রাম রাজ্য।

ভরত। হায় ভাগ্য! তোতে এত লেখা ছিল? কখন যাহা মনে স্থান দিইনি, তাই শুনতে হলো। রে পাপময় প্রাণ! তুই শ্রীরামহীন পৃথিবীতে কি তিলার্দ্ধকাল থাকতে পারবি? হায়! কি কুক্ষণে রজনী প্রভাত হয়েছিল, কি কুক্ষণে আমি হনুমানকে দেখেছিলাম, কি কুক্ষণে আমি ধনুঃশর ধারণ করেছিলাম? হায়! আমি শত শত শেলাঘাত সহ্য করতে পারি; কিন্তু স্বহস্তকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ স্বয়ং সহ্য না করলে আর কে করবে?

বশিষ্ঠ। হনুমান রে! তুইই যথার্থ প্রভু ভক্ত দাস। প্রভুর আজ্ঞা ভৃত্যের কি করে পালন করতে হয় তা তুইই জানিস। যে চরণ তাপসগণ চিরজীবন তপস্যা করে, এবং নিত্যনৈমিত্তিক্ প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই চতুর্ব্বিধ বিধানের অনুষ্ঠান করে মানুষেও দেখতে পায় না, সেই সুর-সেবিত পদের দাস হয়ে যথার্থই তুই ইহজনম চরিতার্থ করলি। আমি তো পরকাল প্রত্যাশায় নির্জ্জন তপস্যা ত্যাগ করে জনপূর্ণ রঘুবংশে বাস করছি; যদি আমার ভগবৎ ভক্তি থাকে, যদি আমার রাম পদে মতি থাকে তবে পরলোকে শুভ হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ইহ জীবনের সুখ কৈ হলো? যদি তোর মত বানর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতাম তা হলে রামপদ বক্ষে করে ইহজনম চরিতার্থ হতো। কিন্তু ভগবান আমার অদৃষ্টের সে সুখ লেখেন নাই। সেই ত্রিলোক-গুরু রামচন্দ্র আমাকে গুরু বলে সম্বোধন করে, আমার সে সাধে বাদ সেধেছেন। ইহ জীবনে সে সুখ প্রত্যাশা নাই। বৎস হনুমান! আর কেন রামকার্য্যে বিরত থাক? সত্বরে গিয়ে লক্ষ্মণকে জীবিত করে এই বিশাল কোশল রাজ্যের প্রাণ দান কর।

হনুমান। প্রভু! আর কি আমার সে বল আছে যে, এই রজনীতে লঙ্কায় যেতে পারব? আমি বর্ত্তুলাঘাতে চলৎ শক্তি হীন হয়েছি। দেব! আমি যে চেতন প্রাপ্ত হয়েছি তাহা অপেক্ষা আমার মরণ ভাল ছিল। জীবিত হয়েও কুমার লক্ষ্মণকে জীবিত করতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

বশিষ্ঠ। হনুরে! যে জন এই ত্রিভুবনের বল, সেই মহাবল রাম-সেবক হনুমানের কি বলহীনতা সম্ভবে? ভরত! আর বিলম্ব করো না; যেরূপে রাম নামামৃত ঔষধে হনুমানের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ দান করেছ, তদ্রূপ সেই সর্ব্বশক্তি দাতা, জীব-মুক্তিধাতা রাম নামে হনুমানের চলৎ শক্তি প্রদান কর।

ভরত। যে আজ্ঞা প্রভু।

গীত।

যদি হবে পার ভব পারাবার,
ভজরে জানকীকান্ত।
জয় রাম জয় রাম, বল অবিরাম,
(ওরে) ভুলনা ভুলনা ভ্রান্ত॥
কঠোর জঠর যাতনা রবেনা,
বার বার যাতায়াতের ভাবনা,
ভব ভয় যাবে, শরণ লওরে সবে,
অভয় শ্রীপদ প্রান্তে।
যে জন সৃজন, পালন কারণ, অধম তারণ,
অন্তে সুখ মক্ষধাতা।
তারক ব্রহ্মরাম, নাম জপ অবিশ্রান্তে॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

লঙ্কাধাম—রামের শিবির।

(রাম ও বিভীষণের প্রবেশ)

রাম। মিত্র! রজনী তো প্রভাত হতে চল্লেন, হনুমানের দেখা নাই কেন? তবে বুঝি আর আমার লক্ষ্মণকে পেলাম না। যথার্থই ভাই বুঝি আমাদের জনমের মত ত্যাগ করলে। আর কেন বৃথা আশার আশায় থাকি? নিরাশা হবার পূর্ব্বেই সকল জ্বালা নিবৃত্তি করি। মিত্র! তুমিই আমার এ শত্রুপুরে একমাত্র হিতৈষী; স্বজন বল, বন্ধু বল, সহায় বল, সম্পত্তি বল, সকলই তুমি। এক্ষণে আমার এই শেষ উপকার কর; সমুদ্রতীরে চিতা প্রস্তুত করে দাও, আমি প্রাণাধিক ভ্রাতার প্রাণহীন দেহ বক্ষে করে চিতা প্রবেশ করে সকল যন্ত্রণার অবসান করি।

বিভীষণ। প্রভু! শাস্ত্রে বলে বিপদে ধৈর্য্য, বিগ্রহে বীর্য্য, সম্পদে তৎপর, শোকে সহিষ্ণু হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়া যদি অজ্ঞানের মত শোকাভিভূত হন, তবে জ্ঞানহীন জনেরা শোকের ভীষণ পরাক্রম তিলেকের জন্যও সহ্য করতে পারবে না। প্রভু স্থির হন; হনুমান ঔষধ সংগ্রহে গিয়েছে, সে এলেই কুমার চৈতন্য প্রাপ্ত হবেন।

রাম। মিত্র! জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিনটী বিধিলিপি। এ খণ্ডন হবার নয়। যদি দিনমণি পশ্চিম দিকে উদিত হন, যদি পর্ব্বত-শিখরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, যদি মরিচীকাময়ী মরুভূমিতে মন্দার তরু জীবিত থাকে, তথাচ বিধাতার বিধান লোপ হবার নয়। মিত্র হে! আমার অদৃষ্টলিপিতে ভ্রাতৃশোক লেখা ছিল; তা খণ্ডন করে কার সাধ্য? কিন্তু লক্ষ্মণ বিয়োগ যাতনা আমি তিলেকের জন্যও সহ্য করব না। ভাই আমার যে পথে যাবে আমিও সেই পথের পথিক।

(হনুমানের প্রবেশ।)

হনুমান। জয়রাম শ্রীরাম, জয়রাম শ্রীরাম।
(রামপদে প্রণাম)

রাম। হনুমান! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। বৎস! মঙ্গল তো?

হনুমান। প্রভু! পদাশ্রিত দাসের অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়? যে নামে সর্ব্বত্রে মঙ্গল হয়, সেই পদসেবকের অমঙ্গল ত্রিলোকে নাই।

রাম। বৎস! ঔষধ কৈ?

হনুমান। এই গ্রহণ করুন।

রাম। বৎস! তুমিই যথার্থ আমার অনুগত সেবক। তুমি আজ আমার যে কার্য্য করলে, এ মরণ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হব না। কামনা করি তোমার মত দাস যেন জন্মজন্মান্তরে পাই। আমি তোমায় ঋণ ইহ জন্মে পরিশোধ করতে পারবো না; আমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণ আজ তোমা হতেই জীবন পেলেন। তোমার জন্যই আমি আজ লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারব। হনুরে! আর তোমায় কি বলবো? তুমি যেমন আমার অশান্ত জীবনে শান্তি প্রদান করলে, আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হয়ে এইরূপ সুখ শান্তিতে জীবন যাপন কর।

হনু। প্রভো! দাস কেবল উপলক্ষ মাত্র। দেব! যেমন সূর্য্যদেবের দীপ্তিতে সামান্য গ্রহগণ পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হয়, স্পর্শ মণি সংস্পর্শে লৌহও যেমন স্বর্ণ হয়, যেমন সুধা সেবনে অসুরগণও অমরত্ব লাভ করেছিল, তদ্রূপ আপনার ইচ্ছায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হতে পারে। ওকার্য্য আমি কেন, ক্ষুদ্র পতঙ্গ দ্বারায়ও সম্পন্ন হওয়া সম্ভবে। আপনার অনুগ্রহ না থাকিলে এ দাসের সাধ্য কি? আর বিলম্বের প্রয়োজন কি! সত্বরে ঔষধ প্রয়োগ করুন।

রাম। সুষেন! কি উপায়ে ঔষধ প্রয়োগ করবে?

সুষেন। প্রভু! ইহার রস ক্ষতমুখে দিলেই কুমার চৈতন্য লাভ করবেন। আমাকে দিন আমি ঔষধ প্রয়োগ করি।

(ঔষধ প্রয়োগ এবং লক্ষ্মণের চৈতন্য প্রাপ্তি।)

রাম। (লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া) লক্ষ্মণ! প্রাণাধিক! জীবনসর্ব্বস্ব ধন। ভাই আমার! এই কি তোর ব্যবস্থা? তোর মনে কি এই ছিল? এ শত্রুপুরে আমায় কার কাছে রেখে যাচ্ছিলি? তুই ভিন্ন বিপদে রক্ষাকর্ত্তা আর আমার কে আছে ভাই? তুই যে আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি, জীবনের জীবন। তো বিনে আর আমার ত্রিলোকে আছে।

গীত।

জীবন ধন রে লক্ষ্মণ।
আমি তোমা ভিন্ন,
হেরি শূন্য এ তিন ভুবন॥
তুমি সর্ব্বময় এ সংসারের সার ধন,
তোমা বিনে কে আর, বল আছে আমার,
তুই যে নয়ন তারা সংসারের সার॥
তোমা বিহনে, কেমনে ভুবনে,
আমি রবরে করে এ জীবন ধারণ॥

রাম। ভাই! আর না! আর সে দুর্ভাগিনী সীতার উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। চল ভাই, যেমন আমর গ্রহ-দোষে সর্ব্বত্যাগী হয়েছি, সেই মত চিরজীবন বনে বনে বেড়াইগে। আজ দৈববলে তোমায় পেয়েছি, আমি যে প্রকার দুর্ভাগা তাতে তোকে পাবার কোন আশা ছিল না।

লক্ষ্মণ। দেব! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার শারীরিক যাতনা কিছুই স্মরণ নাই। কণ্টক বিদ্ধ হলে যেরূপ যাতনা, রাবণের শেলে আমায় তদপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা দেয় নাই। প্রভু! আপনার শরণাগত দাসের, পদাশ্রিত সেবকের কি মৃত্যু সম্ভব? দেব সিংহের আশ্রিতকে শৃগালে কি করিবে? গরুড় যার সহায়, তুচ্ছ কাক কি তার অনিষ্ট করতে সক্ষম হয়? স্বর্গবাসীরা কি বজ্রাঘাতের ভয় করেন? তদ্রূপ ও পদে যার মতি আছে তাকে সেই দুর্ম্মতি দশানন কি করবে? প্রভো! চিন্তিত হবেন না, আমি সত্বরেই শত্রু নি করবো! অনল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে পৃথিবীকে প্রসন্ন করেন, তদ্রূপ আমি সেই পাপাত্মাকে সবংশে শরানলে দগ্ধ করে এই পৃথিবীকে ভার বিহীনা করবো।

রাম। বাপ হনুমান! তোর বগলের ভিতর কি রেখেছিস।

হনুমান। প্রভু! গন্ধমাদনে যেয়ে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, সূর্য্যদেব নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই রাবণের আদেশানুযায়ী পূর্ব্বাচলে উদয় হ'তে যাচ্ছেন। ভাবলেম যদি সূর্য্যদেব উদিত হন, তা হ'লে কুমার লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবনের আশা বৃথা। আমি কত অনুনয় বিনয় করলাম, পদধারণ করিয়া কত কাঁদিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার ক্রন্দনে, অনুনয় বিনয়ে কোন ফল হইল না, তখন বলপূর্ব্বক উহাকে ধরিয়া কুক্ষিতলে রক্ষা করিলাম। তদবধি ইনি এই অবস্থাতেই অবস্থান ক'রছেন।

রাম। হনুমান! সর্ব্বনাশ! ছেড়ে দে, শীঘ্র ছেড়ে দে। ইনি আমাদের বংশের আদি-পুরুষ। ইহাকে আর যন্ত্রণা দিস না। তাত! অবোধ সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

হনু। (সূর্য্যদেবকে নিষ্কৃতি দিয়া) মামা ঠাকুর! প্রণাম করি। কিছু মনে টেনে কর না। যাও এখন সকাল সকাল কিছু আহার টাহার করগে।

সূর্য্য। আহার! এখন ছ'মাস পর্য্যন্ত হবে কিনা সন্দেহ। বাঁদুরে বগলের চাপে গন্ধে পেটের নাড়ি পর্য্যন্ত উঠে পড়ছে। ওয়াক্ থু থু, ওয়াক্ থু থু। যাহোক্, এখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

যবনিকা পতন।

লক্ষ্মণের-শক্তিশেল-যাত্রা সমাপ্ত

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন যাত্রা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

অমরাবতী।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। সুররাজ! বহুদিবস পর্য্যন্ত গোলোকধাম শূন্য রয়েছে। সর্ব্বজীব-পূজিত গোলোক যেন অন্ধকারময়ী নির্জ্জন প্রদেশ হয়েছে। যে পুরীতে অতুল আনন্দ অনন্ত সুখ সর্ব্বদা বিরাজিত, সেই পুরী যেন আজ নিরানন্দ সাগরে মগ্ন! গোলোকধামের ঈদৃশ শোকাবহ অবস্থা আর তো দেখা যায় না।

ইন্দ্র। ভগবন্! গোলকপুরীর অবস্থা তো মন্দ হওয়ারই সম্ভব। রাজাহীন রাজ্যের শৃঙ্খলা কতকাল থাকে? নাবিকহীন তরণী কি কখন স্থির থাকতে পারে? গোলোকনাথ বিহনে গোলোকপুরীর অবস্থা তো মন্দ হওয়ারই কথা।

ব্রহ্মা। দেবেন্দ্র! কি উপায়ে গোলোকের অন্ধকার দূর করা যায়, তার উপায় উদ্ভাবন কর।

ইন্দ্র। দেব! সূর্য্য বিনে অন্ধকার নাশ হবার নয়। যে অবধি অনন্তদেব সূর্য্যবংশে শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন,—সেই অবধি ত সুররাজ্য অনন্ত অন্ধকারে আবৃত হয়েছে।

ব্রহ্মা। তজ্জন্যই বলছি, কতকাল এই তমোময়ী রাজ্যে বাস করবো? এ যাতনার কি শেষ নাই? এ বিয়োগের কি মিলন নাই? না, এ শোকের শান্তি নাই?

গীত।

উপায় কর সুরেন্দ্র গোলকচন্দ্র আনিবার!
নারায়ণের অদর্শনে দুঃখে ভাসি অনিবার।
গোলক নিবাসী সব, শোকে শব প্রায় সব,
সত্বরে আন বাসব, কেশব কমলেশ্বর।

ব্রহ্মা। বিশেষতঃ, লক্ষ্মী তজ্জন্যই বড় চিন্তিতা আছেন। তিনি সাকেত পরিহার করে গোলোকধামে প্রত্যাগমন করেছেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সতীর তিলেক পতিবিচ্ছেদ যন্ত্রণা যুগান্তর বোধ হয়। গোলকেশ্বরীর শোক-বিহ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে! সত্বরে তাঁদের মিলন চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক।

ইন্দ্র। লক্ষ্মী তো উতলা হবেনই। ভুজঙ্গিনী শিরোমণি-বিহনে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না; স্বর্ণলতা আশ্রয়তরু হীন স্থলে রোপিত হলে তার কি পূর্ব্ব জ্যোতি থাকে? কিন্তু তিনি মর্ত্তলোকে রাজত্ব লয়ে বড় ব্যস্ত, প্রজাগণ ও পৌরবর্গের উপর অপরিসীম স্নেহ জন্মেছে। এই সমস্ত পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করে, শীঘ্র যে আসবেন এমন তো বোধ হয় না।

ব্রহ্মা। সত্য বটে। কিন্তু উপায় চিন্তা না করে নিশ্চিন্ত থাকাতো কদাচ কর্ত্তব্য নয়।

ইন্দ্র। আর তাঁহার জনিত দুঃখ সহ্য হয় না, সত্বরে তাঁহাকে সুরপুরে আনয়ন করে সকল সন্তাপ দূর কর।

(যমের প্রবেশ।)

গীত।

সত্বরে আন নারায়ণে হে শমন।
অসহ্য যাতনায় দহিছে জীবন।
বিরহ জনিত জ্বালা কর নিবারণ,
আনি অমর ভবনে হরি পদ্মপলাশলোচন॥
গোলোক সংসার, ঘোর অন্ধকার,
শশধর বিনা কেবা করিবে তমঃহরণ।

ইন্দ্র। যমরাজ! একার্য্যে তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না; তুমি ভিন্ন আমরা অনন্যোপায়।

যম। আমার মতে মহাকাল ও কালান্তক কাল, এই দুই জন আমার দূত বর্গের মধ্যে কার্য্যদক্ষ ও বুদ্ধিমান; তাহারা দ্বাদশীর দিবস অযোধ্যায় গিয়ে ছলনা দ্বারায় ভাগবানকে কোন গোপন কার্য্যে নিযুক্ত রাখুক। নিশ্চয়ই ঐ দিবস দুর্ব্বাসা মুনি পারণ করতে উপস্থিত হবেন, ঐ সময় ভগবান্‌কে দেখা না পেয়ে কোপনস্বভাব বশতঃ অভিসম্পাত দিবেন। তা হলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইবে।

ব্রহ্মা। যমরাজ! মহাকাল দ্বারায় তাঁহাকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করাইতে হবে যে, আমাদিগের গোপন সময়ে যে কেহ আসিবেন, তিনিই তাঁহার নিকট চিরকালের মত ত্যজ্য হবেন। এই রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে, ভগবান্ লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও দ্বার রক্ষার্থে নিযুক্ত করবেন না, সেই সময় ক্রোধ পরায়ন দুর্ব্বাসা উপস্থিত হলে লক্ষ্মণকে অবশ্যই মুনির আগমন বার্ত্তা শ্রীরামচন্দ্র সন্নিধানে জ্ঞাপন করতে হবে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রামচন্দ্র জীবন-সর্ব্বস্ব লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে কখনই জীবন রাখবেন না। তাহলেই আমাদের গোলোকচন্দ্র গোলোকে উদয় হবেন।

ইন্দ্র। কৃতান্ত! তোমার কার্য্য কৌশলে ত্রিলোক পরাস্ত, বুদ্ধিমত্তায় ত্রিভুবন পরাভব, তোমার চক্রে ভগবান্ চক্রীরও নিস্তার নাই। যমরাজ! অন্ধ চক্ষু প্রাপ্তে যে প্রকার আহ্লাদিত হয়, নিরাশ্রয় সন্তান পিতা মাতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হলে যে প্রকার সন্তোষ লাভ করে, হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তি পূর্ব্ব সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্তে যে প্রকার সুখী হয়, বজ্রাহত জনা চেতনা লাভে যে প্রকার আনন্দিত হয়ে থাকে, সুরবর্গ নারায়নকে পুনঃ প্রাপ্ত হলে সেই প্রকার আহ্লাদিত হয়। তুমি আর বিলম্ব করো না; যত শীঘ্র আমাদের নারায়ণকে পুনঃপ্রাপ্ত হই ততই মঙ্গল।

যম। না, আর বিলম্ব নাই সত্বরেই; মহাকালকে মর্ত্তলোকে প্রেরণ করছি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

যমরাজ-ভবন।

(কালান্তক-কাল ও মহাকালের প্রবেশ।)

মহাকাল। ভাই কালান্তক! তোমায় অত্যন্ত দুর্ব্বল দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে কেন?

কালান্তক-কাল। আর দাদা! খেটে খেটে এমন যে কান্তি পুষ্ট শরীর যেন আধখানি হয়ে গ্যাছে। এমন যে সোনার বর্ণ যেন কালি মেরে দিয়েছে।

মহাকাল। তাইতো কালান্তক! তোমার চেহারা দেখে পথের শত্রু ফিরে চাইতো; তোমার রূপের হিংসায় মদন পুড়ে ছাই হয়েছে; এখন যেন তোমায় চেনা যায় না।

কালা। আর দাদা মহাকাল! আমি যখন আপনাকে আপনি দেখি তখন যেন ডুকরে কান্না পায়। আহা! লোকে বলতো কালান্তক যেন কার্ত্তিক ছাড়া ময়ূর। যখন জামা গায়ে দিয়ে বেড়াতে বেরুতাম তখন সকলে

বলত আহা যেন জেয়ান্ত বাঁধা হুকা বেড়াচ্ছে, কেউ বলতো যেন জলের জালার পা বেরিয়েছে। আমার দেখে পাগল হবার ভয়ে লোকের মেয়ে ছেলে ঘরের বার্ হতো না। এখন যেন সেই মন্নরা ঘুচে ড্যালা পোকা হয়েছি।

মহাকাল। ভয় কি? বেশি খাটনি পড়েছিল তাই খেটে খেটে কাহিল হয়েছো; আবার ও আবলুশের খাম্বা গজাবে। সত্যি ভাই, বড় কষ্টই গিয়েছে! আমরা তো তিন কাল দেখলাম, শুম্ভ-নিশুম্ভ, দুর্গাসুর, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতির বড় বড় যুদ্ধকাণ্ডও দেখেছি কিন্তু এমন পরিশ্রম আমাদের কখন হয়নি! রাম রাবণের যুদ্ধ অদ্বিতীয়।

কালান্তক কাল। তা হবে না দাদা রাক্ষস আর বানর গুলো কি শেষ হয়? এদিক আমদানি করছি ওদিকে যোগাড় হয়ে আছে। যেন ভজবা চাকা লাগিয়ে দিয়েছিল। যাহক, রাবণ বেটা যে গেল দেশের আপদ গেল। রামের কাছে বেটা ভারি নাকাল হয়েছে। এতো আমাদের মহারাজকে পাননি যে, ঘাস ছুলিয়ে নেবেন। দেবতাদের পাননি যে, খানসামাগিরি করাবেন; তারা কে পাননি যে, আধখানা ছিড়ে আনবেন। রামের বৌকে চুরি করে হজম করা সহজ নয়।

মহাকাল। তা হোক; রাবণের তুল্য ক্ষমতাশীল রাজা পৃথিবীতে জন্মেনি।

কালান্তক কাল। জন্মেনি তো বয়ে গেল। আর যেন না জন্মায়। বাবা ছয় লক্ষ ছেলে নয় লক্ষ নাতি বইতে বইতে যেন কাঁধ ফুলে নাদা হয়েছে। মজা করে গেরস্তর বাড়ী থেকে আনবো, খাসা করে কান্না কাটনা শুনবো; দিব্য জ্বর বিকারে মরবে, হেগে মুতে হালকা হবে। খুশ করে যাব আর টুপ করে নিয়ে আসবো, নিশ্চিন্দি! এসব কাল কেঁদো কেঁদো জোয়ান একি বয়া যায়?

মহাকাল। গৃহস্তের বাটীতে কান্না কাটনায় আবার মজা কি? তাতে বরং দুঃখ হয়।

কালান্তক কাল। তুমি ইয়ারকি বোঝনা এই দুঃখ! সে সব কান্নার মানে আছে? বুদ্ধি চাই তবে বুঝতে পারবে; সেতো পাকা কলা নয় যে কপ করে খাবে; সে সব আখের টিপলি, চিবয়ে রস নিতে হবে।

মহা কাল। তার মানে কি ভাই কালান্তক।

কালান্তক কাল। তার মানে এই—ছেলে মোলো বাপ মিন্‌সে হাউ মাউ খাউ করে কেঁদে বললে,—"আমার নীলমণি তুই কোথা গেলি রে বাবা" "আমার আকাশ পিদিম্ তুই কোথা গেলিরে জাদু" "আমার নীলরতন"—মুখস্তো কাঁদলে! মন বলছে আহা বালাযের ভাবনা কম হলো। যিনি ভাগ্নি তিনি থেকে থেকে দেখছেন, ভাই বেটাতো শিঙ্গে হাঁকালে, অমনি চোক দিয়ে জল পগার ছাপিয়ে আউড়ি ভেঙ্গে বেরুলো,—মন যেন ফোটা ফুটী আহ্লাদে আট খানা, অমনি হুকুরে কান্না ধল্লে "ভাই আমার তুই কোথ গেলি ভাই রে" "শ্যাওড়া তলা আঁধার করে কোথা গেলিরে ভাইরে" "এত দিনে হাড় জুড়াল ভাইরে" "বাপের বিষয় আমিই পাব ভাইরে। আর যিনি পরিবার সহজ কথায় যাহাকে ইস্ত্রী, বা পরি যম, কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গ জ্বালানি বলে, সোয়ামী মলে তার কান্নার কেরদানি কিছু বেশী তিনি বাজখাই সুরে মরা ভাতারকে বল্লেন 'মা' "মা তুমি কোথা গো মা মা মা।" "আপদ বালাই চুকে গেলরে মা মা মা" "ভয় ভাবনা ঘুচে গেলরে মা মা মা" এত দিনে গর্ম্মি গেল মা মা মা! আর যিনি সহোদর মার পেটের ভাই—

মহাকাল। (সাহাস্যে) কালান্তক থাম ভাই, ঢের হয়েছে। তুই বেশ মরা কান্নার মানে বুঝেছিস্ আমার কিন্তু সময় বিশেষে কান্না পায় ভাই।

কালান্তক কাল। ইঃ! দাদা যে দয়ার নিমচাঁদ! তোমার চেয়ে আমার দয়া আছে; পরের দুঃখ দেখলে, আমার বরং কান্না আসে।

গীত।

আমি যে ভাই দয়ার সাগর জানে এ সংসারে।
এক দিনেতে ঘুঘু চরাই সুখী দেখি যারে॥
একটী পুত্র পিতা মাতার,
অন্য সম্বল নাহিক আর,
কৃপা করে পাঠাই আগে,
যমের বাড়ী তারে॥
বহু জনার পালনকারী,
এমন লোককে আগে মারি,
অন্ন বিনে শুকিয়ে মারি সকল পরিবারে।
পরের সুখ দেখলে কোথা,
মনে পাই বড়ই ব্যাথা,
পরের দুঃখ দেখলে ভাসি আনন্দ সাগরে।

কালান্তক কাল। দাদা! এইবার তোমার দয়া বুঝবো। তুমি আমাদের দলের সরদার; মাথায় পাগড়ি বেঁধে মুড়লি কর; এইবার দেখা যাবে। যে দিন দেখবো বুড় মা বাপের একটী ছেলে ৮০ জন অক্ষম পরিবারকে অন্ন দিত, সেইটী হঠাৎ মরেছে, অতগুলি লোকের অন্ন-জল মোলো, তারা ধূলোয় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করে কাঁদছে, আর বুড়বুড়ি অজ্ঞান হয়ে মরা ছেলে-টাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে, বৌ-ছুঁড়ি খুঁড়ে রক্তবার করেছে, সেই দিন অমনি কালা-ন্তক চন্দ্রের মাথা কামড়াবে, সেইদিন তোমার ঠেলেঙ্গা কি ঠেলেঙ্গা দয়ামায়া নাক দিয়ে বেরুবে।

মহাকাল। তুই যেমন পাগল আমরা হলাম যম রাজার দূত, আমাদেরই কি পরের দুঃখে কাঁদলে চলে? আমাদের কি মাছ মরলে বেড়ালের কান্না ভাল দেখায়?

কালান্তককাল। তাই তো বটে; এখন দাদার মত কথা হলো। দাদা নয়তো দাদার বাবার মত কথা বল্লে;

মহাকাল। দূর লক্ষ্মীছাড়া। এখন চ মহারাজ কি জন্য ডেকেছেন শুনে আসিগে।

কালান্তক কাল। চলো, আমারও একটা নালিশ আছে; এবার চিত্রগুপ্তকে দেখেঙ্গা।

মহা কাল। কেন কি হয়েছে।

কালান্তক কাল। গুপ্ত মহাশয়ের আমার ওপর বড় রোক্; এবার নাকি গুঁড়ি হাত করতে হইনি, নরকে আমদানি হলে নাকি দু'পয়সা ঘুস ঘাস চলে। এবারতো তা হয়নি তাইতে আমার ওপর জুলুম হচ্চিলো। রাম রাবণের যুদ্ধে যত বাঁদর আর রাক্ষস মলো তাদের সব শিব দূত এসে শিবলোকে নিয়ে গেল। যুদ্ধে মলেতো যমরাজার অধিকার নেই, আমরা কেবল বয়ে মলাম। আর গুপ্ত মহাশয় জমা-খরচ করে মলেন, বলবো কি দাদা এবার বিশ্ব কর্ম্মাকে দিয়ে নির্ব্বংশের বেটা ৯২টে নূতন নরক তৈয়ের করেছে; তাতে কারুর পাও পড়িনি তাইতে আমার ওপর বড় রোক।

মহাকাল। তা তুই কি বল্লি?

কালান্তক কাল। আমি বল্লাম, গুপ্ত মহাশয়! আপনার বড় অন্যায়; আপনি কেন বা এত খতেন, খসড়া, রোকড়, দোফার্দ্দি বাঁধালেন! আর কেনই বা এত গুলো নূতন নরক তৈয়ের করলেন! এখন তো ও খাপ হবে না; ওর খাপ কলিকালে তখন দেখবেন তিন দিনে নরক গুলজার হয়ে যাবে। তখন আর নূতন নরক তৈয়ের করতে জায়গা পাবেন না। তাই শুনে একটু ঠাণ্ডা হলেন; কিন্তু এবার তাঁর কৈফিয়ত তলপে আক্কেল দেলাং হবে। গুঁতোর নাম বাবাজি।

মহাকাল। তা তিনি হচ্ছেন আমাদের মহারাজের দেওয়ান; তাঁতে সবই শোভা পায়। আমরা খাটি, নাম হয় তাঁর; সেনাগণ যুদ্ধ করে নাম হয়, সেনাপতির।

কালান্তক-কাল। এবার কেমন খোস-নাম হয় দেখবো। আমি এ কাজে শীঘ্র রিজাইন্ দেব, একটা নিউ পোষ্টের জোগাড় করেছি।

মহাকাল। কি খিটির মিটির করে বল্লি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

কালান্তক-কাল। তুমি তো আমার মতন পাশ করা ছেলে নও যে, লপ করে

বুঝে ফেলবে? এ সব কলি কালের ভাষা, এ ভাষার রুচি যার পেটে ঢুকবে, তার মেজাজ ত্যাড়া হবে। এ ভাষার সৃষ্টি আমিই কর্‌লাম। বাল্মিকী যেমন ৬০ হাজার বৎসর আগে রামায়ণ তৈয়ের করেছিলেন, আমিও তেমনি কলির আগে তার ভাষা তৈয়ের করে রাখলাম; তখন এর কত আদর দেখবে।

মহাকাল। এ সব কিচির মিচির ভাষা বুঝি তুমি কলিকালের জন্য তৈয়ের করলে? কলিকালের ভাবনা এত কেন?

কালান্তক-কাল। দাদা! কলিতেও তো আমার কাজ। এখন স্বর্গে বশে চালান করছি, তখন পৃথিবীতে গিয়ে চালান ক'রব।

মহাকাল। কি রকম।

কালান্তক-কাল। বুঝতে পার নি দাদা! এই রাম-রাবণের যুদ্ধে যত সব বানর মলো, এরা হবে কলির মানুষ; আর আমরা হব চিকিৎসক। যাকে তখন বলবে ডাক্তার। এখন ভয়ে ভয়ে চালান করছি, তখন নিস্‌-পরোয়ায় চালান করবো।

মহাকাল। তাই ভাল; এখন চল কি জন্য মহারাজ ডেকেছেন শুনে আসি!

কালান্তক-কাল। চলো।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সভাস্থল।

যমরাজ আসীন।

(কালান্তক-কাল ও মহাকালের প্রবেশ।)

মহাকাল ও কালান্তককাল। জয় মহারাজ ধর্ম্মরাজের জয়। (প্রণাম-পূর্ব্বক) প্রভো! আমাদের কি জন্য স্মরণ করেছেন?

যমরাজ। কোন দুরূহ কার্য্য সম্পাদনার্থে আহ্বান করেছি!

মহাকাল। মহারাজ! এমন কি দুরূহ কার্য্য; আপনার আজ্ঞায় আমরা স্বর্গকে রসাতলে দিতে পারি, রসাতলকে স্বর্গে আনতে পারি। পৃথিবীকে অনন্ত সাগরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম।

যমরাজ। এ কার্য্য ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। শুন, ভগবতী লক্ষ্মী ভগবান নারায়ণ বিরহে নিতান্ত কাতরা হয়েছেন; ভগবান মর্ত্তলোকে ভূভার হরণ কারণ রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন; তাঁহাকে গোলকধামে আনয়নের উপায় চিন্তা করতে হবে!

কালান্তক-কাল। দেব! এই জন্য চিন্তা? রাম তো রাম, রামের পিতা দশরথকে পর্য্যন্ত বেঁধে এনেছি, অনুমতি হলে এখনি তাহাকে বেঁধে আনতে পারি।

যমরাজ। রে ভ্রান্ত! রাম কি সামান্য মানুষ যে, তাঁহাকে বেঁধে আনবি? তিনি যে ভব-বন্ধনের মুক্তিদাতা। এমন ভাগ্য কি করেছিস যে, তাঁহাকে বাঁধতে পারবি? ভক্ত ভিন্ন তাঁহাকে বাঁধতে কে পারে? তিনি কেবল ভক্তের প্রেম-রজ্জুতে বাঁধা আছেন। তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান গোলোকনাথ! তোদের সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে বলে আনয়ন করিস। ছলে আনতে হবে।

গীত।

একি ভ্রান্তি ওরে ও দূত বাঁধিতে বাসনা কারে।
সত্য ব্রহ্ম সনাতন মানব ভেবো না তাঁরে॥
এ ভাগ্য তোদের হবে, বান্ধিবি ভব বান্ধবে,
বিবন্ধ হয়ে এড়াবে, ভবসিন্ধু যাবে পারে॥
ভক্তাধীন নারায়ণে, বান্ধিবি তোরা কেমনে,
কেবল তাঁরে ভক্ত জনে,
ভক্তি ডোরে বাঁধতে পারে।

মহাকাল। প্রভো! তবে কি উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ হয়?

যমরাজ। মহাকাল! তুমি বিলক্ষণ কার্য্য-দক্ষ; তোমা দ্বারায় এ কার্য্য সমাধা হবে। তুমি দ্বাদশীর দিবস ভগবানকে ছলনা দ্বারায় কোন

গোপন কার্য্যে নিযুক্ত রাখবে; এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে যে, গোপন সময়ে যে কেহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হবেন, তিনিই তাঁহার ত্যজ্য। প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হলে ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করে দ্বার রক্ষার্থে নিযুক্ত করবেন না। সেই দিবস ক্রোধ স্বভাব দুর্ব্বাসা পারণ করতে উপস্থিত হবেন। ক্রোধপরায়ণ মুনির অভিসম্পাত ভয়ে অবশ্যই লক্ষ্মণকে ভগবানের নিকট মুনির আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করতে যেতে হবে। তা হলেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হলো।

মহাকাল। যে আজ্ঞা প্রভু; তবে আমরা চল্লাম। কিন্তু প্রজ্জ্বলিত বহ্নি মুখে পতঙ্গ বৃত্তি অবলম্বন করতে হবে—সেই ভয়।

যম। কোন চিন্তা নাই; যাঁকে ছলনা করতে ভয় করছো, সেই ভয়হারী হরির অভয় পদ চিন্তা করে যেও; আর কোন ভয় থাকবে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা ভুবন—শ্রীরামের কক্ষ।

রাম অচেতনপ্রায় পতিত।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। মা রাজলক্ষ্মী! আজ তোমার বিরহে এই সুখময়ী অযোধ্যা বিষময় হয়েছে। মাগো, আজ অষ্টম দিবস হইল তুমি অযোধ্যা ভুবন ত্যাগ করেছ; রাজধানী তোমার শোকে নয়ন সলিলে ভাসছে। জননি! শুনেছি পিতামহী ইন্দুমতি বিরহে যেমন এ দেশের পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গমগণ রোদন করেছিল, আজ তোমার অভাবে তদনুরূপ অযোধ্যায় যাবতীয় অচেতন পদার্থসমূহ রোদন করছে। বাৎসল্য-রসময়ী! তুমি যে আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করতে? মা! এখন সেই স্নেহ, সেই মমতা ত্যাগ করে কোথা গিয়েছ। হায়! এমন করুণাময়ী ভ্রাতৃজায়া অভাবে জীবিত আছি! হায় এমন শান্তিদাত্রী সীতা বিহনে থাকতে হলো! আহা, যে সময়ে আমরা পিতৃ আজ্ঞায় বনবাসী হয়েছিলাম, সে সময়ে যখন মধ্যাহ্ণ সূর্য্য কিরণে ক্লান্ত হয়ে, বৃক্ষমূলে উপবেশন করতাম, তখন যে বাৎসল্য ভাবে অঞ্চল দিয়ে আমার ঘর্ম্ম মোচন করে দিতে? আপনি আহার না করে আমার জন্য ফলমূল সঞ্চয় করে রাখতে! মাতঃ! সে স্নেহ কি ইহজন্মে ভুলতে পারবো! সে দয়া কি ভোলবার! আহা মধুরভাসিনি! আমায় এই বলে কুণ্ঠিতা হতেন,—লক্ষ্মণ! তুমি আমাদের জন্য সকল সুখে, সকল সচ্ছন্দতায়, সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়েছো; তুমি কেন এই কষ্টকর বনবাস দুঃখের ভাগী হলে! মা! এখন সেই বনবাস সহচর উপস্থিত: সেই চির-সেবক বর্ত্তমান; একবার দেখা দাও! মা! আমি তোমায় ত্যাগ করতে পারি নাই; কিন্তু তুমি স্নেহ শৃঙ্খল ছিন্ন করে দুর্ভাগাকে ত্যাগ করেছ, এ জীবনে সে স্নেহ, সে মমতা, সে ভালবাসা ভুলতে পারবো না। উঃ! কি অসহ্য যাতনা! বক্ষ যে বিদির্ণ হলো! চিতাশয্যা ভিন্ন এ যাতনার অবসান নাই। যাই দাদার আমার কি দশা ঘটেছে দেখিগে। প্রাণাধিকা সীতা বিরহে তাঁহার যে কি অবস্থা তা তিনই জানেন। বৃশ্চিক দংশন যাতনা দংশিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও অনুভব হবার নয়। যার শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে সেই জানে অগ্নিদাহের কত জ্বালা! (কক্ষ প্রবেশ) একি দাদা যে আমার অচৈতন্য! দাদা যে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য! (প্রকাশ্যে) জানকীবল্লভ! অযোধ্যা-ভূষণ! সূর্য্যবংশপ্রদীপ! একবার উঠুন। চিরসেবক লক্ষ্মণ চরণ প্রান্তে উপস্থিত।

চিরসহচর, পদানত দাস, পদপ্রান্তে দণ্ডায়-মান, একবার মুখ তুলুন; দেখুন সীতা বিরহে লক্ষ্মণের কি দশা হয়েছে!

গীত।

দিওনা যাতনা আর দাসের মনে!
কেন দেব ধরা শয়নে ॥
উঠ রাঘব রাখ আজ তব চরণ আশ্রিত জনে।
ওমুখ মলিন হেরে, আমার যে প্রাণ বিদরে,
কি আছে আর এসংসারে ওপদ বিনে।
বিপদে সম্পদে বনে, সুখে দুখে যে লক্ষ্মণে,
জাগ্রতে স্বপনে যারে রাখ চরণে,
এখন এমন কেন বিরূপ কি কারণে,
যদি দোষ হয়ে থাকে দাসে ক্ষমহে করুণা গুণে ॥

লক্ষ্মণ। আর্য্য! যে লক্ষ্মণের মুখ ম্লান দেখলে আপনি ত্রিভুবন শূন্য দেখতেন, সেই লক্ষ্মণের বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে, একবার দাসের প্রতি মুখ তুলুন! উঃ! আর যে সহ্য হয় না! দাদার বিষন্নবদন দেখেছিলাম বলে দশানন সমরে প্রাণত্যাগ করেছিলাম, এখন সেই দাদা আমার অচৈতন্য অবস্থায় ধূলি শয্যা গ্রহণ করেছেন! আর কি বাঁচতে ইচ্ছা হয়? (প্রকাশ্যে) জানকীবল্লভ! সীতানাথ!

রাম। লক্ষ্মণ! কই আমার জানকী? কই আমার সীতা? কই আমার প্রাণাধিকা? কই আমার প্রণয়িনী? ভাই! সীতা কি আসছেন? এ নিষ্ঠুর, এ চণ্ডালের নিকট কি আসছেন? এই যে তুমি সীতা সীতা বলছিলে? কই, এলেন না তো? এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? তিনি তো আমায় একদণ্ড না দেখে থাকতে পারেন না? তিলেক অদর্শনে যুগান্তর বোধ করতেন? নয়নের অন্তর হব বলে বনচারিণী হয়েছিলেন? তবে এত বিলম্ব কেন? (লক্ষ্মণের কর ধারণ পূর্ব্বক) লক্ষ্মণ! ভাই আমার! মৌন হয়ে রইলে যে? হবেই তো! সীতা যে আমার নাই? সীতা যে এ নরাধম স্বামীকে জনমের মত ত্যাগ করেছেন? সীতা যে এ নির্দ্দয় পতির নিকট চিরকালের মত বিদায় লয়েছেন? সাধ্বী ধরিত্রীসুতা ধরণী-গর্ভে চলে গিয়েছেন? হা সীতা! হা বৈদেহি! হা জীবন সর্ব্বস্বে! কোথায় গিয়েছ!

(পতন ও মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। (মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে করিতে) হায়! আমি যে অনিষ্টের আশঙ্কা কচ্ছিলাম, আমার ভাগ্যে তাই ঘট্‌লো? আমার এক মাত্র সুখের স্থান, একমাত্র তৃপ্তির স্থান, এক-মাত্র আশা ভরসা সাহসের স্থান; যিনি আমার সর্ব্বময়, সর্ব্বত্রে সর্ব্ব বিপদে রক্ষইতা, স্নেহ-ময় ভ্রাতা, সেই রামচন্দ্রকে যে সহস্র কাল সর্পে দংশন কচ্ছে! আমার জীবন সত্বে এ দৃশ্য দেখতে হলো? ধিক্ আমায়! এখনো হৃদয় বিদীর্ণ হলোনা। আমায় শতধিক্!! রে নির্ম্মম জীবন কি সুখে দেহ মন্দিরে বাস কচ্ছো? রে দুশ্চারিণী আশা! এখনও কি তোর পিপাসার নিবৃত্তি হয়নি! প্রভু রঘু-কুল-তিলক! গাত্রোত্থান করুন; দাদা সৌমি-ত্রের জীবন উঠুন!

রাম। ভাই কেন আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে? এই মূর্চ্ছাতে যদি চিরমূর্চ্ছার আবির্ভাব হতো, তবে এ অসহ্য যাতনায় পরিত্রাণ পেতাম। আর যে সহ্য হয় না! হৃদয় যে দগ্ধ হলো! ভাই! যে আগুনে পুড়ছি তাতো নির্ব্বাণ হবে না! যখন চিতানলে এ অনল মিশাবে তখন যদি নির্ব্বাণ হয়। ভাইরে, অনেকে স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগ যন্ত্রনা সহ্য করে বটে—কিন্তু এমন যাতনা কারু হবে না। তাদের কাল ধর্ম্মের অনুসারে কাল সংঘটন হয়; আমার যে ভাই তা নয়? স্বভাবের ধর্ম্মে সীতা আমার প্রাণত্যাগ করেন নাই। সীতা আমার রোগ শোকের অতীত! আমি তাঁহাকে স্বহস্তে বধ ক'রেছি! আমি অসার জন-প্রবাদের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমার আশালতাকে হৃদয় ক্ষেত্র হতে উন্মূলিত করেছি! আমার নবনীত পুত্ত-লিকাকে প্রজ্জ্বলিত বহ্নিমুখে নিক্ষেপ করেছি

আমি জ্ঞান সত্বে আপন পদে আপনি কুঠারাঘাত করেছি! আমি সজ্ঞানে অজ্ঞানের ন্যায় আপন প্রাণকে • বলিদান করেছি! আমার কি মরণ নাই। লক্ষ্মণ আমি কি পাষণ্ড! আমি চক্ষু সত্বে সীতার মরণ দর্শন করলাম! কর্ণ সত্বে সীতার কাতরতা শ্রবণ কল্লাম! বুদ্ধি সত্বে অসার প্রবাদের বশবর্ত্তী হলাম! আমার মরণই মঙ্গল।

গীত

এ অভাগার কপালে দুখ আছে বলে
অকালে জানকী জীবন ত্যজিল।
এই পাষাণ হৃদয়ে ছিলাম কত সয়ে,
এ বিষম শোক অসহ্য হলো।
এ জনমে সুখ না হলো কখন,
কাঁদিতে কাঁদিতে গেল এ জীবন,
এখন গেলে এ পাপ প্রাণ,
পাই যে পরিত্রাণ (আর সহে না ভাই)
কি সুখের আশে আমার জীবন রোলো॥

রাম। ভাই, সীতা বিহনে আমার জীবিত থাকতে হোলো? হা জানকি, কোথা গিয়েছ? প্রিয়তমে! একবার দেখা দাও; একবার তোমার নরাধম স্বামীর দুষ্ক্রিয়ার কর্ম্মফল দেখে যাও।

লক্ষ্মণ। দেব! আর শোক করে কি করবেন? আমাদের অদৃষ্টে সুখ নেই। নতুবা কেন আমাদের আশাতরি অপার সিন্ধু অতি-ক্রম করে কূলে এসে মগ্ন হবে? চিরদিন দুঃখ ভোগ করে সুখের সময় এমন সর্ব্বনাশ হবে কেন? আর্য্য! মিনতি করি, আর রোদন করবেন না!

রাম। ভাইরে! আমার রোদন কি নূতন? বল দেখি জন্মে পর্য্যন্ত আমি কোন দিন সুখী? জীবনে কোন দিন আমার মনে সুখ ঘটেছে? রোদন না করে যে দিন গিয়েছে সে দিনে আমার পক্ষে দিনই নয়। এ জীবনের চিরদিন যে দুঃখানল অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করছিল; এখন সীতা সেই অগ্নি প্রচণ্ড বেগে প্রজ্জ্বলিত করে দিয়ে গিয়েছে! আর সহ্য হচ্ছে না! হৃদয় দগ্ধ হলো! এখন যদি বিদীর্ণ হয়ে নির্গত হয় তবেই রক্ষা পাই! হায়—তা কি হবে? যখন সীতা আমার সরোদনে কৃতাঞ্জলিপুটে বল্লেন,—'নাথ! আমি নিরাপরাধিনী আমায় ক্ষমা কর; দয়াময়! দাসীর প্রতি একটু দয়া প্রকাশ কর' বোলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করলেন, তাতেও যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়নি; যখন সীতা আমার ক্রোড়ে সন্তান দুটী অর্পণ করে, আমার পদদ্বয় বক্ষে করে বল্লেন,—আর্য্যপুত্র! এই মাতৃহীন সন্তান দুটী যেন অযত্নে না মরে; ওদের পৃথিবীতে আপনার বক্ষতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই বলে রোদন করেছিলেন, তা দেখেও যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়নি; যখন সীতা এই মূর্খ স্বামীর নিদারুণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হয়ে মাতৃক্রোড়ে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করলেন; তা দেখেও যখন হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হয়নি, তখন তো আর হবার আশা নাই? যখন এই নির্ম্মম জীবন এত অসহ্য আঘাতেও অটল রইল তখন ইহাকে বল কত ত্যাগ করে সকল যন্ত্রনার অবসান করবো।

লক্ষ্মণ। রঘুকুলতিলক! আপনাকে শান্ত করা আমার সাধ্য নয়। ভেবেছেন কি আপনি প্রাণত্যাগ করলে আমি জীবিত থাকবো? যে দাস ভবনে, বনে, সুখে, দুঃখে, সহচর, যে লক্ষ্মণ আজন্ম ঐ চরণ সেবায় রত, সেকি বিয়োগ সহ্য করবে? কখনই নয়!

রাম। প্রাণাধিক! ও কথা মুখে এনো না। কি সুখে, কোন আশায় আমায় প্রাণ রাখতে বল? আমি যে অকূল শোক সাগরে পড়েছি, তার তো আর পার নেই! যে অসহ্য অনলে দগ্ধ হচ্ছি তার তো নির্ব্বাণ নেই! যে প্রখর শেল বক্ষে প্রবেশ করেছে তার তো ভাই মোচন নাই? এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা কর, এই শোক প্রবাহই যেন আমার বিনাশের কারণ হয়। আমি জানি তোমা দ্বারায় রাজধানী রক্ষা হবে; তোমার তুল্য প্রজা

হিতৈষী, অপক্ষপাতি বীরপুরুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। ভাইরে আমি তো তোমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ মমতা ত্যাগ করে চল্লাম। বিশেষতঃ, মাকে আমার অকূল শোক সাগরে ভাসালাম! লক্ষ্মণ! আমার জনম দুখিনী মাতা যেন আমা বিহনে কাঙ্গালিনীর মত পথে পথে না বেড়ান। আমার তনয় দুটী নিতান্ত শিশু; শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হলো-তাদের যেন জনক জননীর বিয়োগ শোক স্পর্শ না করে। আমার এই সর্ব্বনাশের পর প্রাণাধিক ভরত শত্রুঘ্ন, বধূ শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবী, মাতা কৈকেয়ী নন্দী গ্রামে গমন করেছেন; তাঁহারা অযোধ্যায় এলে বলো, নরাধম রাম নিরাপরাধিনী সীতা ত্যাগ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? হা অদৃষ্ট! তোমার কি এই পরিণাম হলো? রে প্রাণ! তুই কি শ্রীরাম হীন অযোধ্যায় তিষ্ঠিতে পার্ব্বি [illegible]বি? আমি কেমন করে এ বিষময় রা[illegible]জ্য বাস করবো? লোকে বলবে বিমা[illegible] গর্ভ সম্ভূত লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে[illegible] সুখের পথ প্রশস্ত হলো। তাকি শুন[illegible]তে হবে। (প্রকাশ্যে) আর্য্য! বৃক্ষমূল ছেদিত হলে শাখা পল্লব কি শূন্যে অবস্থান করে? তরঙ্গাঘাতে পোত মগ্ন হলে তদ্‌লগ্ন ক্ষুদ্র তরণী কতক্ষণ সাগর বক্ষে ভাসমান থাকে? দেব! নদীর প্রবাহ যে দিকে ধাবিত হয় মিলিত অন্য অন্য শাখা নদীও সেই দিকে যায়। আপনি যদি মৃত্যু সাগরাভিমুখে ধাবিত হন, আমিও সেই দিকে যাব। ভেবেছেন কি পদা-শ্রিত দাস, চির সহচর আপনা বিহনে তিলার্দ্ধ জীবিত রবে? ভেবেছেন কি পামর লক্ষ্মণ আপনার বিয়োগে মুহূর্ত্তকাল অযোধ্যায় থাকবে? এই দেখুন, অপনার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করি, পরে আপনার যা প্রবৃত্তি হয় করবেন। (অসি নিষ্কোসন পূর্ব্বক গলদেশে দিতে উদ্যম।)

রাম। (অসি ধারণ পূর্ব্বক) লক্ষ্মণ! একি তোমার বিবেচনা? হায় তোমর দোষ কি ভাই, আমার যে প্রকার কপাল তাতে তোমার মৃত্যু দর্শনও আশ্চর্য্য নয়।

গীত।

এ কেমন রে আচরণ ভাই তোমার।
কেন হেন ব্যবহার।
তুমি কি জন্য লক্ষ্মণ, ত্যজিবে জীবন,
তোমা ভিন্ন বল কে আছে আমার!
আমর যে ভাই এ অদৃষ্ট ভাল নয়,
ভাগ্য দোষে তোমায়, হারাতে বা হয়,
এই মনে ভয়,—
তুমি ভেবো না তা মনে তোমা ধন বিহনে,
তিলেক রহিব এ সংসারে আর।
তুমি যে ভাই আমার অন্ধের নয়ন,
এ সংসারের সার জীবনের জীবন,
যতনের ধন,—
তোমা ভিন্ন এ ভবনে, থাকিব কেমনে,
তোমা বিনে আমার সকল অন্ধকার।

রাম। বিধাতঃ! তুমি কি শোক দুঃখ ভোগ করবার জন্য আমায় স্বতন্ত্র সৃষ্টি করেছ! রে পাপ নয়ন! এমন প্রিয়তম ভ্রাতার প্রাণ বিয়োগ তোকে দেখতে হবে? লক্ষ্মণ! ভাই আমার! এই রাজ সিংহাসন আমার কাল হয়েছে! একবার এই সিংহাসন প্রত্যাশায়, এই পাপরাজ্য প্রত্যাশায় স্নেহময় পিতার বিয়োগ যন্ত্রণা সহ্য করেছি! ভিখারী বেশে চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্য পর্য্যটন করেছি! পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করতে না করতে কাল রাজ্যের মঙ্গল জন্য প্রবাদের বশবর্ত্তী হয়ে আমার স্নেহময়ী সীতাকে নিরাপরাধে নির্ব্বা-সিত করেছি। আবার যদি হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হলাম, অমনি প্রবাদ আমার সর্ব্ব-নাশ করলে; জনমের মত জানকীকে হারা-লাম? ভাইরে! যে অযোধ্যাকে আমি স্বর্গ বলে জানতাম, সে আমার পক্ষে দুর্জ্জয় নরক! যে রাজসিংহাসনকে আমি দেবতা জ্ঞান করতাম সে আমার পক্ষে বিকট

রাক্ষস! যে রাজনীতিকে আমি পারিজাত মাল্য জ্ঞানে কণ্ঠে ধারণ করেছিলাম, সে আমার পক্ষে বিষধর সর্প হলো! ভাইরে! রাজপুরী আমার শ্মশান বোধ হচ্ছে! পৌরবর্গকে হিংস্র শ্বাপদ বোধ হচ্ছে! সিংহাসন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কুণ্ড বোধ হচ্ছে; আর তিষ্ঠিতে পারিনে! কেন না উত্তরোত্তর ভীষণতম বিপদ সকল আক্রমণ করছে; আবার ভবিষ্যতে ভাগ্যে কি ঘটবে জানিনে; এ সময় যদি প্রাণ যায় এ সময় যদি তোমার মুখ দেখে জীবন ত্যাগ করতে পারি, তবু জানবো মৃত্যুতেও সুখ আছে। ভাইরে! কীট যেমন অল্পে অল্পে বৃক্ষ মূল ছেদন কোরে কালে তাহাকে ধরাশায়ী করে! বায়ু যেমন অল্পে অল্পে আরম্ভ হয়ে প্রবল বাত্যারূপে পরিনত হয়; স্ববনোৎপন্ন অল্পমাত্র অগ্নিতে যেমন দাবানল উৎপন্ন কোরে সমস্ত কাননকে ভস্মাবশেষ কোরে ফেলে; তেমনি শোকানল প্রচ্ছন্ন ভাবে এই পাপ হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল; এখন ভীমমূর্ত্তি ধরে আমায় নাশ করতে উদ্যত হয়েছে। ভাই নিশ্চয় জেনো এতেই আমার লয় হবে!

(কৌশল্যার প্রবেশ।)

কৌশল্যা। বাবা লক্ষ্মণ একি! রাম যে আমার ধুলায় পড়ে? একি! রামের যে চৈতন্য নাই! হায় আমি কোথা যাব! রাম ভিন্ন এ অভাগিনীর যে কেউ নাই লক্ষ্মণ! সন্তানের এমন কষ্ট কি মার প্রাণে সয়; বাবা আমি রাজার নন্দিনি; রাজার গৃহিণী? রাজমাতা হয়ে চিরকাল কেবল রোদন করতে করতে জীবন শেষ করলাম। এই প্রাচীন অবস্থায় আর যে সহ্য হয় না।

লক্ষ্মণ। মা জানকীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল মঙ্গল শেষ হয়েছে! যে দিন আমাদের রাজলক্ষ্মী রাজপুরী ত্যাগ করেছেন, সেই দিন হতেই দাদা অচৈতন্য হয়ে আছেন।

কৌশল্যা। লক্ষ্মণ! আমার কপালে এত ছিল, আমি জীবিত থেকে রামের আমার এই দুর্গতি দেখতে হলো? লক্ষ্মণ সকলের মৃত্যু আছে, এ অভাগিনীর কি মরণ নাই। আমার সর্ব্বস্ব ধনের এই যাতনা স্বচক্ষে দেখছি! রামের এ অবস্থা দেখে কি- আমি পাষাণে বুক বেধে রয়েছি! লক্ষ্মণ রাম বিহনে আমি কি করে সংসারে থাকবো?

গীত।

কি করে প্রাণ ধরে আমি রব ভবনে।
অন্য কে আর আছে আমার শ্রীরাম বিহনে
রাম যে আমার সর্ব্বস্ব ধন,
নয়ন তারা দেহের জীবন,
ভাগ্যে এত ছিল লিখন স্বপ্নে জানিনে।

কৌশল্যা। রাম বাবা! মুখ তুলো। দেখ, তোমার অভাগিনী জননীর কি দশা হয়েছে; কেবল প্রাণ বহির হয়নি। রাজভবনের কেহই এই কয় দিন ভক্ষ বস্তু দূরে থাক, এক বিন্দু জলও মুখে দেয় নাই। বৎস! তোমার তনয় দুটি মা বিনা আর কিছুই জানে না; যজ্ঞস্থলে জননীর মৃত্যু পর্য্যন্ত তারা কেবল মা, মা করে রোদন কচ্ছে। রামরে! তারা যে নিতান্ত শিশু; অনাহারে অতি শোকে কতক্ষণ জীবিত থাকবে।

রাম। হা জীবিতেশ্বরী! কোথা গিয়েছ! আমি কোথায়? আমি যে যজ্ঞস্থলে ছিলাম? এখানে কে আনলে? প্রাণাধিকে! প্রিয়েতমে! চিরতমে! চির সম্বন্ধ ছেদন করে কোথায় গিয়েছ? আর কি তোমায় দেখতে পাব না? আর কি সে মধুর স্বর শুনতে পাব না? জীবন সর্ব্বস্বে! তুমি স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করে আমায় ত্যাগ করলে; কিন্তু আমি তোমার মধুর ছবি চিরকাল বক্ষে ধারণ করবো। আজীবন সেই ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি এই পাষাণ হৃদয়ে অঙ্কিত থাকবে।

কৌশল্যা। মা জানকি! কোথা গিয়েছ? পুণ্যবতি! তোমা বিহনে এই সোনার সংসার ছারখার হবার উদ্যোগ হয়েছে, একবার দেখে

যাও। তোমা বিহনে আমার রামচন্দ্রের কি দশা হয়েছে, একবার দেখে যাও। তোমা বিহনে অযোধ্যাবাসীরা কি অসহ্য শোক সহ্য করছে একবার দেখে যাও!

লক্ষ্মণ। মা! অযোধ্যাবাসীগণের আর নাম করবেন না। যে অযোধ্যার হিত রতে আমরা বনবাসী হয়েছিলাম; যে অযোধ্যার জন্য পিতৃ-বিয়োগ সহ্য করেছি; যে অযোধ্যার জন্য পতি প্রাণ সাধ্বী মা জানকীকে বনবাসে দিয়ে এসেছিলাম; সেই অপরিণামদর্শী, কৃতঘ্ন অযোধ্যাবাসীগণ ন্যায়নিষ্ঠ রাজার অন্তরে প্রবাদ রূপ শেলাঘাত করে এই সর্ব্বনাশ ঘটালে! এ পাপ রাজ্যে আর তিলার্দ্ধ থাকতে বাসনা নাই। দাদা! মা এসেছেন, একবার উঠুন।

কৌশল্যা। বাবা, রাম একবার উঠ! একবার মুখ তোলো! হা ভগবান! এমন সর্ব্বনাশ কেন ঘটালে! (কর ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন)

রাম। মা! আর তোমার পাষণ্ড পুত্রের মুখদর্শন করোনা! আর তুমি আমাকে সন্তান বলে সম্বোধন করো না! মাগো যে পামর এই স্বর্ণময়ী কৌশলের অধীশ্বর হয়ে এই পশুবৃত্তি অবলম্বন করেছে; যে নরাধম, যে নিশাচর এই নির্ম্মল রঘুকুলে এমন দুরপনেয় কলঙ্ক অর্পণ করেছে; সে কি তোমার সন্তানের যোগ্য? না— এই প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশের রাজা হবার সুপাত্র? মাগো! বনই আমার পক্ষে যথার্থ বাসোপোযোগী স্থান! আমা সদৃশ বন্য পশুদিগের চির বনবাসই প্রার্থনীয়।

কৌশল্যা। রাম রে! আর সে কাল বনবাসের কথা মুখে আনিসনে! বানবাসেই ত আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে; ঐ কাল বনবাসের জন্য তোমরা পিতৃহীন হয়েছো, আমরা বিধবা হয়েছি। বাবা! একটু স্থির হও। তুমি যে আমার জীবনের জীবন, সাধনের ধন, তুমি ভিন্ন এ অভাগিনীর জগন্মণ্ডলে কেউ নেই। রাম রে! তুমি যে আমার বিপদ সাগরের ধ্রুব নক্ষত্র! তুমি যে আমার সংসার কাননের কল্পতরু! তোমা ভিন্ন এ হতভাগিনীর কে আছে রাম! তোমার মুখ দেখে আমি যে সকল দুঃখ ভুলে আছি। লক্ষ্মণ! এমন সর্ব্বনাশ আমার কেন হলো? রাম আমার এমন হলো কেন? রামের মুখ ও অবস্থা দেখে আমার ভয় হচ্ছে; যে রূপ দেখে রাক্ষসী মোহিত হয়েছিল, যে সৌম্য মূর্ত্তিতে বনচর পশু, পক্ষী, বানরগণ বশ হয়েছিল, সেই মদন মোহন মূর্ত্তি যেন কালি হয়ে গিয়েছে। সন্তানের এ অবস্থা যে মার প্রাণে সয়না লক্ষ্মণ।

গীত।

কেন রে লক্ষ্মণ হেরি অলক্ষণ,
রাম আমার কেন এমন হ'লো।
শ্যাম কলেবর ধূলায় ধূসর
নিরন্তর মুখে হাহাকার স্বর
ভাসে বাছা নয়ন সলিলে—,
যে রামের রূপে মোহিত ভুবন,
মুগ্ধ হয়েছিলো বনপশুগণ,
সেই ভুবন মোহন কেনরে এমন,
বাছার চন্দ্রানন কেন শুকালো॥

কৌশল্যা। রামরে! মা হওয়া যে কত জ্বালা তা তুমি কেমন করে জানবে? সন্তানের মুখ শুষ্ক দেখলে মার প্রাণ যে বিদীর্ণ হয়। পুত্রের জন্য মার প্রাণ যে কত পোড়ে তা পুত্রবতীরাই জানে। রাম! আর বিলাপ করলে কি ফল হবে? যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তার ত আর উপায় নেই! রোদন করলে কি আমার মা লক্ষ্মী ফিরে আসবেন? বাবা! আর কেন শোক মোহে শরীর ক্ষয় কর?

রাম। মা! আপনি যা বলছেন সকলই সত্য। কিন্তু কি বলে মনকে বুঝাই? আমি যে দিকে তাকাই সেই দিকেই যেন সন্তাপ রূপ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রয়েছে! মাগো! এমন পতিহিতৈষিণী প্রণয়িনী আর কি কারু ভাগ্যে ঘটবে? এমন দুর্ল্লভ কামিনীরত্ন আর কি

কখন পৃথিবীতে জন্মেছে, না—জন্মাবে? অকরুণ বিধাত এমন আনন্দময়ী প্রতিমার ললাটে এত দুঃখ লিখেছিলেন! এমন সরল হৃদয়াকে এমন নিষ্ঠুর হস্তে অর্পণ করেছিলেন! এমন সুন্দরী হরিণীকে এমন রক্ত পিপাসু ব্যাঘ্রের অধীন করেছিলেন! মা, আমি যখন পিতৃসত্য পালনে বনবাসী হয়েছিলাম, তখন যে সীতা আমার সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে আমার অনুগামিনী হয়েছিলেন। বনবাস ক্লেশে তেমন ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি কালি হয়ে গিয়েছিল। দুর্বৃত্ত দশানন কত যন্ত্রণা দিয়েছিল, দৈত্যাঘাতে সীতার মাংসপেশী সকল শিথিল হয়ে গিয়েছিল; তত্রাপি একদিনও আমার নিন্দা করেন নাই। নিরন্তর কেবল আমার উদ্দেশ্যে রোদন করতেন। মা, আমার যে ভূতপূর্ব্ব বিষয় সকল স্মরণ হচ্ছে। হায়! আমি যদি সেই সময় রাজ্য আশা ত্যাগ করে এমন পতি-হিতৈষিনী প্রণয়িনীর সহিত চির বনবাসী হতাম, তা হলে এমন অমূল্য রত্ন হারাতাম না; এমন জীবনাধিক ধনে চির জীবনের তরে বঞ্চিত হতাম না। মাগো! যেমন বীজ হতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তুষার হতে জলের উৎপত্তি হয়, তেমনি এই শোক হতে আমার বিনাশের উৎপত্তি হবে; আর যেমন গলিত শব হতে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়ে বায়ু সহকারে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি আমার এই অযশ দুর্গন্ধ বাক্য সহকারে দিগন্তব্যাপী হবে। এখন আমার মরণই মঙ্গল। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার শ্রীচরণ দেখতে দেখতে আমার প্রাণ দেহ ত্যাগ করে।

কৌশল্যা। লক্ষ্মণ! আমি যে ত্রিভুবন শূন্য দেখছি। বাবা! আমার রামের কাছে সর্ব্বদা থেকো; দেখো যেন এই সর্ব্বনাশীর অদৃষ্টে আবার সর্ব্বনাশ না ঘটে! ভগবান রক্ষা কর, আমার সর্ব্বস্বধনকে রক্ষা কর। আর যেন কোন বিড়ম্বনা ঘটিও না। বাবা লক্ষ্মণ! আমি যাব কোথা, আমার যে ত্রিভুবনে কেউ নেই; রাম যে আমার সকল সুখের নিদান, রাম যে আমার সকল আশা সকল ভরসার স্থল; রাম যে আমার কাঙ্গালিনীর ধন, রাম ভিন্ন এ অভাগিনীর কেউ নাই যে লক্ষ্মণ? আমার যে দৃষ্টি লোপ হলো? অঙ্গ অবশ হলো? প্রাণ জ্বলে গেলো? আর সহ্য হচ্ছে না।

গীত।

প্রাণ যায়, কি উপায়, আমি করি কি এখন।
যাতনায় যায় জীবন॥
ছিলো এই কপালে লিখন,
হলো তাই সর্ব্বনাশ এমন।
অভাগিনীর ভাগ্যে এত দুঃখ ছিল
জানিনে তো রে,—
আমার সকল আশা ফুরায় বুঝি জনমের মতন।
হারাই যদি শ্রীরাম ধনে,
অনলে কিম্বা জীবনে ত্যজিব জীবন,
নয়ন তারা হারাইয়ে,
এ ভবে রব কি লয়ে, (রে)
শ্রীরাম বিনে, এ পাপ প্রাণে
আমার কিবা প্রয়োজন।

লক্ষ্মণ। জননি! আর রোদন করবেন না। দাদা অসহ্য ব্যাথা পেয়েছেন, সীতা শোক তাঁহার শেল সম হয়েছে—এইজন্য এত আকুল হয়েছেন। কাল বিলম্ব ভিন্ন এই দুর্ব্বিসহ শোকের উপশম হবে না। এখন যত উপদেশ দিন, যত প্রবোধ দিবার চেষ্টা করুন, কিছুতেই ফল হবেনা। যেমন বিন্দু বিন্দু বারি সঞ্চিত হয়ে নদী উৎপন্ন হয়, তাহার তীক্ষ্ণ স্রোতে যত কেন প্রস্তর মৃত্তিকাদি ... বক দ্রব্য দেওয়া যাউক না, কিছুতেই তাহার স্রোত রোধ হবে না। কিন্তু কালে সেই নদী আবার সমভূমি রূপে পরিণত হয়; আর তাহার চিহ্ন মাত্রও থাকে না। তাই বলি কালে কিছুই থাক্‌বে না। আপনি পুর মধ্যে গমন করুন। এই শোকের সময় আপনাকে শোকাকুলা দেখলে, দাদার শোকও উদ্বেলিত হবে ভিন্ন নিবৃত্ত হবে না।

কৌশল্যা। লক্ষ্মণ, আমি জানি তুমি রাম গত প্রাণ। বিধাতা আমার পতিহীনা করেছেন,

আবার যেন পুত্রহীনা না হতে হয়। পুণ্যবান মহারাজ যেমন হা 'রাম, হা লক্ষ্মণ, হা জানকী' বলে জীবন ত্যাগ করেছেন, তেমনি এই অভাগিনী যেন, পুত্র বিয়োগে উন্মাদিনী হয়ে 'হা রাম হা রাম' বলে পথে পথে না বেড়ায়।

(কৌশল্যার প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজপথ।

(ছদ্মবেশধারী মহাকালের সন্ন্যাসী বেশে প্রবেশ।)

সন্ন্যাসী। বোম বোম হর হর হর শিব-শম্ভু, শিব-শম্ভু শিব-শম্ভু মহাদেব হর শিব শঙ্কর।

জয় শঙ্কর শম্ভু সুরেশ শিব।
সদা সঙ্কট নাশক সম্ভব ॥
বিভু বিশ্ববিনাশক বিশ্বধাতা।
চিদানন্দময় চিদানন্দদাতা ॥
জয় ভূত প্রমথ-পিশাচপতে।
পরমার্থ পদার্থ যথার্থ মতে ॥
দশ দিক দিগম্বর বাস তব।
ভুবনেশ্বর ভৈরব ভীম ভব ॥
মহাদেব দেবেন্দ্র যোগেন্দ্রবর।
সুপবিত্র চরিত্র ত্রিনেত্র ধর ॥
তারাকান্ত হর তারা কান্তধর।
হর সাধক সাধন শঙ্কাহর ॥
জটাজুট মুকুট বিকট ফণী।
শিরে শোভিত সংযত সুরধুনী ॥
জিনি রজত পর্ব্বত শুভ্র দেহ।
সুখ সখ্য বিধায়ক মোক্ষ গেহ ॥
কিবা শূল বিশাল কৃপাণ করে।
সদা গান ঈশান বিষাণ বরে ॥
গলে শোভিত চিত্রিত অক্ষ মালা।
সদা লম্বিত কক্ষে সুব্যাঘ্র ছালা ॥
চিতা ভস্ম ভূষাঙ্গ ভুজঙ্গধর।
ত্রিলোকার্চ্চিত, ভীম ত্রিশূল কর ॥
কাল দণ্ডকারী কাল দণ্ড ধারী।
কাল দণ্ড প্রচণ্ড বিভণ্ড কারী ॥
রিপু মর্দ্দন দুর্জ্জন দর্পহারী।
ভব ইষ্টদেব ভব ইষ্টকারী ॥
বোধদাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ধব।
কালাসনে প্রপন্নে প্রসন্ন ভব ॥
মনাশান্ত নিতান্ত দুরন্ত ভয়ে।
রাখ হেরম্ব জনক পদাশ্রয়ে ॥

গীত।

শম্ভু শিব সনাতন, অশিব নাশন অনাদিকারণ,
বৃষভবাহন শরণ-তারণ ভবভীত-ভবভয়-ভঞ্জন।
ত্রিলোক-তারক, ত্রিপুর-ঘাতক,
ত্রিশূল-ধারক, ত্রিপুরান্তক
বিশ্ব-পালক, বিষাণ বাদক,
বিনায়ক বিভু ত্রিনয়ন।
শশাঙ্ক-ভালক, সুতান-গায়ক,
শুভবিধায়ক, পিনাক-সায়ক,
রিপু বিনাশক অজর অশোক
হেরম্ব জনক নিরঞ্জন ॥

সন্ন্যাসী। (স্বগতঃ) আহা কি ছদ্মবেশই ধরেছি। আপনাকে আপনি চেনাই কঠিন, অন্যে কেমন করে পারবে? অন্যে দেখবে, আমি একজন নির্ম্মল সরলান্তঃকরণ মহাপুরুষ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুবর্জ্জিত, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। কার সাধ্য আমায় চিনতে পারে! কিন্তু যাঁকে আমি ছলনা করতে এসেছি, সেই অচিন্ত্য ধন চিন্তামণি যে অন্তর্য্যামী; তাঁর কাছে কতক্ষণ আমার কপটতা গোপন থাকবে? উঃ! কি দুঃসাহসিক কার্য্যে আমি ব্রতী হয়েছি? কি অসঙ্গত সাহসে আমি সাহসিক! হা আমি তৃণ হয়ে প্রচণ্ড অনল নির্ব্বাণে উৎসুক হলাম! ভেক হয়ে ভুজঙ্গ পীড়নে সাহস হলো! শৃগাল হয়ে সিংহের নিকট বাঁধ্য

প্রকাশ করিতে যাচ্ছি! কাক হয়ে গরুড়ের পরাক্রম ধরলাম? যার মায়ায় এই ত্রিভুবন মোহিত, তাঁর কাছে আমি মায়াজাল বিস্তার কোরতে যাচ্ছি! ভগবান তুমিই রক্ষা কর্ত্তা; তুমিই ভয়াতুরের অভয়দাতা; তুমিই শরণাগত জনার একমাত্র আশ্রয়। প্রভো! তুমি ভিন্ন বিপদে রক্ষা আর কে করবে? বিপদহারিন্! তোমার চরণতরণীই বিপদার্ণবের একমাত্র সহায়। দেব! তোমার অনিষ্টের জন্য এই ছদ্মবেশ ধরেছি। কিন্তু তুমি যেন আমার অনিষ্ট করো না। আমি তোমায় ছলনা করবো বলে এসেছি; কিন্তু যেন আমি তোমার ছলনার না পড়ি। অন্তে ঐ চরণদানে ছলনা করোনা! রঘুনাথ! আমি তোমায় সামান্য পার্থিব সুখে বঞ্চিত করবো মনে করেছি; কিন্তু তুমি যেন আমায় চিরবাঞ্ছিত ধনে বঞ্চিত করো না।

গীত।

নিবেদন, নারায়ণ, করি তব চরণে।
করুণা কর হে দেব কাতর জনে।
তুমি যে কমলাকান্ত, জেনেও আমি হলাম ভ্রান্ত,
দিও দাসে পদপ্রান্ত প্রাণান্ত দিনে।
ভাগ্যদোষে এই ভাবনা, করিতে তোমায় ছলনা,
ঘটে না যেন বঞ্চনা বাঞ্ছিত ধনে॥

সন্ন্যা। কেন আমি সুরকার্য্য সংসাধনে এলাম! এ কার্য্য কি অন্য দ্বারা হোত না? আজ আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। জয় রাম শ্রীরাম, জয় রাম শ্রীরাম। কেনই বা ভয় করি! যে রামনামে ভবভয় নিবারণ হয়; যে নামে বিপদ সম্পদরূপে পরিণত করে; যে রামনামে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি ঘটে; যে রামনামে, জপ, তপ, মন্ত্র, নিষ্ঠ, সুখ, শান্তি, চিরকাল বিরাজ করে; যে শ্রীরাম নামে ঐহিক, পারমার্থিক, সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে মঙ্গলময়; সেই শ্রীরাম নাম, সেই শ্রীরামরূপ, সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত অভয় পদ এই মানসক্ষেত্রে চিত্রিত করে রেখেছি; তবে আমার কিসের ভয়? জয়রাম শ্রীরাম। এইতো অযোধ্যায় এলাম, আমাদের গোলকেশ্বরি, গোলকধাম উজ্জ্বল করেছেন; কিন্তু অযোধ্যাবাসিগণ যেন সীতা শোকানলে দগ্ধ হচ্ছে; আহা এই সুপ্রশস্ত কোশল রাজ্য যেন অপার শোকসাগরে ভাসছে!

(জনৈক নাগরিকের প্রবেশ)

নাগরিক। প্রণাম প্রভু।

সন্ন্যাসী। নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ, বাপু রাজপুরী এখান হতে কতদূর?

নাগরিক। অতি নিকট; আমার সহিত আসুন; আপনাকে পুর দ্বার পর্য্যন্ত রেখে আসি।

সন্ন্যাসী। চলো বাপু।

নাগরিক। এই রাজ প্রাসাদ। আপনি পুর প্রবেশ করুন; আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যা। এসো বাপু! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন; তোমা দ্বারা মহোপকৃত হলাম।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপ্রসাদ।
শ্রীরাম আসীন।

(সন্ন্যাসীবেশে মহাকালের প্রবেশ।)

রাম। প্রণাম ভগবান। আজ প্রভুর আগমনে জীবন কৃতার্থ হলো; ভবন পবিত্র হলো।

সন্ন্যাসী। (হস্ত উত্তোলন করিয়া) মহারাজের জয় হোক; দীর্ঘজীবী হউন; রাজ্যে শান্তি বিরাজিত থাকুক; ভাণ্ডার অক্ষয় হউক; পরম সুখে নির্ব্বিবাদে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য শাসন করুন; রাজ্যে লক্ষ্মী অচলা থাকুক।

রাম। ভগবান! আমার রাজ্য-লক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী জনমের মত বিসর্জ্জন দিয়েছি, এ জীবনে আর আমার মঙ্গলের আশা নাই। এক্ষণে এই আশীর্ব্বাদ করুন,

আর যেন কোন বিড়ম্বনা না ঘটে। প্রভুর আশ্রম কোথায় ?

সন্ন্যাসী। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে আমার আশ্রম। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহারাজের নিকট আগমন করেছি।

রাম। তবে অনুমতি করে কৃতার্থ করতে আজ্ঞা হউক্।

সন্ন্যাসী। মহারাজ! আমার একটি বিশেষ নিয়ম আছে; যদি প্রতিপালন করবেন বলে প্রতিশ্রুত হন, তবে বলতে পারি।

রাম। (স্বগত।) আবার কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত। যোগীর ভীষণ আকৃতি ও তেজঃপুঞ্জ শরীর দেখে, আমার হৃৎকম্প হচ্চে। ইহায় নিকট সত্য পাশে বদ্ধ হলে নিশ্চয় আমার সর্ব্বনাশ হবে। যেমন বামন দেবের সত্য পালনে বলী রসাতলবাসী হয়েছেন; মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল; আমার সত্যবদ্ধ স্নেহময় পিতা, সত্যের ভীষণ আঘাতে প্রাণত্যাগ করেছেন; আমার ভাগ্যে কি আজ তাই ঘটবে! নিশ্চয় আমার আজ আসন্ন বিপদ উপস্থিত। এতে হয় প্রাণাধিক্ ভরত শত্রুঘ্নের বিয়োগ সহ্য করতে হবে; কিম্বা প্রাণসম পুত্রগণে হারাব; অথবা আমার প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হতে হব। হায়! গৃহদাহের সময় বায়ু যেমন অনলের প্রিয় সহচর; ঝড়বৃষ্টির সময় বজ্রাঘাত যেমন অবশ্যম্ভাবী; সেই প্রকার আমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত এই সন্ন্যাসী হতেই হবে। কিন্তু তাই বলে কি, রাজধর্ম্মের কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিজ্ঞা না করে কাপুরুষতা করবো? এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষত্রিয়কুলে, এমন কীর্ত্তিমান রঘুবংশে কলঙ্ক স্থাপন করব? আমি জানি সামান্য, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সংসার দহন করতে সক্ষম; সর্ষপ প্রমাণ বিষে বলিষ্ঠেরও শরীর নাশ করে; ক্ষুদ্র শম্বাগ্রে ভীষণকায় সিংহেরও বধ সাধন হয়। তাই বলে কি অযোধ্যার অধীশ্বরের ভীত হওয়া উচিত? তুচ্ছ কাচের বিনিময়ে অমূল্য মাণিক্য ক্রয় করা কর্ত্তব্য? সামান্য ভয়ের অনুরোধে অবশ্য পালনীয় রাজধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হওয়া বিধি? কখনই নয়; রঘুবংশীয়েরা ভয় কাহাকে বলে জানে না! ভয়াতুর ক্ষত্রিয় সন্তান, অনন্তকাল নরকগামী হয়; (প্রকাশ্যে।) যোগিবর! যদি অঙ্গীকার পালন করা আমার সাধ্যায়ত্ত হয় প্রস্তুত আছি।

সন্ন্যাসী। মহারাজ! আপনার সহিত আমার কোন গুপ্ত বিষয়ের পরামর্শ আছে। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করুন, যে কেহ আমাদের কথোপকথনের সময় উপস্থিত হবেন, তাঁহাকে আপনাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করতে হবে। পুত্র হলে বাৎসল্যরসে অভিভূত হতে পারবেন না; ভ্রাতা হলে সৌভ্রাত্র সূত্রে ছিন্ন করতে হবে।

রাম। ভগবন! আমি প্রতিশ্রুত হলাম লক্ষ্মণ!

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। প্রভু!

রাম। ভাই! আমি কোন বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য যোগীর সহিত প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছি; তুমি সতর্কতা পূর্ব্বক দ্বার রক্ষা করো।

লক্ষ্মণ। আর্য্য, আমি এই নিষ্কোষিত অসি হস্তে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হলাম। আমার নিকট দিয়া প্রাণিমাত্রের প্রবেশাধিকার থাকবে না।

রাম। ভাই যোগীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পর্য্যন্ত আমার হৃদ্কম্প হচ্ছে; প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে, ত্রিভুবন অন্ধকারময় বোধ হচ্ছে। আজ বুঝি আমার সর্ব্বনাশের দিন উপস্থিত। ভাই, তুমিই আমার একমাত্র সহায়। এক্ষণে এই করো, কেহ যেন জীবন সমর্পণ করতে আমার নিকট উপস্থিত না হয়; আমি

যেন অনায়াসে প্রতিজ্ঞা পালন করতে সক্ষম হই।

গীত।

তুমি রেখো দ্বার অনুক্ষণ রে ভাই লক্ষ্মণ।
না হয় যেন সন্ন্যাসীর সত্য লঙ্ঘন।
আমার হবে আজ যা আছে ভাগ্যে লিখন।
সতত মরি হুতাশে, বদ্ধ হয়ে সত্য পাশে,
হয় যেন ভাই অনায়াসে, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

অযোধ্যা।

(দুর্ব্বশার শিষ্য দ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রথম শিষ্য। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট করিয়া) অশ্বমেধ যজ্ঞটা কি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে? অযোধ্যা যে নির্ব্বাত তড়াগসম নিস্তব্ধ! এ যে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই দেখছি! কি দুর্ভোগ!

দ্বিতীয় শিষ্য। অহঃ বটে বটে। ভ্রাতঃ অযোধ্যার নিস্তব্ধতার প্রচুর কারণ আছে। মহতী যজ্ঞটা নাকি সমাপন হয়ে গিয়েছে; তাহাতে নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে আকণ্ঠা কুঁচকী পর্য্যন্ত চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, কেহ বা সপ্তাহ কাল, কেহ বা এক পক্ষ, কেহ বা মাসেক সময় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছে; সুতরাং নিস্তব্ধতার কারণ প্রচুর।

প্রঃ শিষ্য। তাইত ভ্রাতঃ! আমাদের অদৃষ্টে কি কেবল আতপ তণ্ডুল ও অপুরষ্ট রম্ভা নৃত্য করছে? পথ-কষ্টটা বৃথা নষ্ট হলো।

দ্বিঃ শিষ্য। ভাই হে, মনোকষ্ট দূর কর। আমি স্পষ্ট বলছি, মহারাজ বড় শিষ্ট শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট লোক। বিশেষতঃ, সেই ভ্রাতা চতুষ্টয়ের গুণ ত্রিভুবনে রাষ্ট্র আছে। তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে নানা প্রকার মিষ্টান্নে বিশিষ্ট প্রকার তুষ্ট করবেন।

প্রঃ শিষ্য। না ভাই, ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে ভগবান কষ্ট লিখেছেন, তা নষ্ট করে কার সাধ্য! হে কলির দেবতা! সত্য সত্যই কি তুমি এই দুর্ভাগাদের ভুলিলে? আমরা তোমার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে অযোধ্যাপুরে এসেছি; এখন কি বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষন করে সিক্ত মার্জ্জারের মত সজল নয়নে ফিরে যেতে হবে? "অদৃষ্টে অশুভং যস্য রাজদ্বারে সম্মার্জ্জনী?"

দ্বিঃ শিষ্য। অহঃ হঃ হঃ হঃ! ভাই হে! ভেবেছিলাম এই উদর রূপ সিংহাসনে ফলারেশ্বরকে উপবেশন করায়ে ঘর্ম্মরূপ গঙ্গাজলে শ্রান্তিরূপ পুষ্প চন্দনে এবং উদ্গাররূপ বাদ্য ধ্বনিতে ভক্তি সহকারে তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা ক'রব। তা এ দগ্ধ অদৃষ্টে ঘট্‌লোনা। "উদরমু দুখ মন্দিরং"!

প্রঃ শিষ্য। হে ভগবান ফলার দেবতা! তুমিই ধন্য! ত্রিসংসারে তোমার দ্বিতীয় নাই। ত্রিলোকে কে এমন কে আছে যে তোমার মায়ায় মুগ্ধ না হয়? তোমার সুমধুর নাম শ্রবণ করে কার রসনায় জল না আসে? হে অদ্বৈত! তোমার শ্রীপদে শত কোটী নমস্কার! হে সর্ব্বদুঃখহারক, উদরাময়বর্দ্ধক, ক্ষুধাকুল-নাশক! তুমি আমায় সদয় হও। হে দেব! চতুর্ব্বেদে অষ্টাদশ পুরাণে অনন্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তোমার অসীম মহিমা অপার করুণা বর্ণনা আছে; আমি পাষণ্ড ষণ্ডাবগণ্ড; তোমার সেই ভক্তিভাণ্ড ভূমণ্ডল ব্যাপী এবং দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড অখণ্ড মহিমাকান্ত এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করছে; তা আমা সদৃশ পাষণ্ডের সামান্য তুণ্ডে মুণ্ডে বর্ণনা অসম্ভব। আমাদের যেন বগাণ্ড প্রত্যাশা না ঘটে। হে দেব! তোমার শ্রীচরণে কোটী কোটী নমস্কার। তোমার সরস সুরস রসনারঞ্জন প্রসাদাকাঙ্খায় ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, মহাদেব পঞ্চমুখ, কার্ত্তিকেয় ষড়মুখ এবং

বাসুকি সহস্র মুখ ধারণ করেছেন। আমা সদৃশ ব্যক্তি শতমুখি হলেও তোমার সেই—

রম্ভা পত্রাধিরুঢ়ং নেত্রানন্দপ্রদায়কং।
শুক্র পীত হরিত রক্ত নানাবর্ণ সমন্বিতং॥
বক্র গোল চতুষ্কোণ বহুমূর্ত্তি বিধায়নং।
আমিক্ষ্যা ঘৃত শর্করাং সৌগন্ধ ভুরভুরায়তং॥
সুরস সরস স্বাদু জিহ্বা জল উদ্ভাবনং।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সর্ব্বলোক সুপূজিতং॥
অগ্নিমান্দ্য আমাশয় সর্ব্বরোগ প্রবর্দ্ধকং।
সুন্দরং সর্ব্বত্রং শুভং ত্রিলোক মোহকারকং॥

মূর্ত্তি, যশ, গুণ বর্ণনা হওয়া অসম্ভব; হে দেব! তুমি স্বর্গ হইতে উচ্চ, দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ, পিতা অপেক্ষা পূজনীয়, মাতা অপেক্ষা শ্রদ্ধাস্পদ, গুরু অপেক্ষা ভক্তিযোগ্য। তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলপ্রদ নাম এই ভবসিন্ধু পারের একমাত্র তরণী! তোমার চরণে লক্ষ লক্ষ প্রণাম। হে কলার দেবতা, তুমি ত্রিগুণাত্মক; সত্বঃ রজঃ, তমঃ,— এই তিন গুণ তোমায় মূর্ত্তিমান এবং বর্ত্তমান আছে—এ অনুমান আমি বিলক্ষণ করি। কেননা সৃজনকারি রজঃ গুণ তোমাতে প্রচুর আছে। কারণ তোমার কিম্বা তোমার রূপান্তরের তেজ ভিন্ন মনুষ্যগণের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং তুমি রজঃ গুণ বিশিষ্ট। আর পালনকারী সত্বঃগুণ তোমাতে যথেষ্ট, কেননা তোমার আশয়ে লোক জীবিত থাকে, এবং তোমার প্রসাদাকাঙ্খায় এই রিপু তন্ত্র দেহ যন্ত্র বর্ত্তমান আছে। অপিচ তুমি সত্বঃগুণময়; আর লয়কারী তমঃগুণের তোমাতে কিছুমাত্র অভাব নাই। কারণ, তোমার দয়ার আধিক্য হইলে, কিম্বা লোকে নিজের ক্ষমতা না বুঝে তোমার অধিক পরিমাণে আরাধনা করলে তিন দিনে বস্ত্রের পশ্চাৎ গ্রন্থি মোচন করে দিনান্তে শতাধিক বার শৌচাগার গমন করতে হয়। এবং তোমার প্রিয় সহচর অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ উদরস্ফীত প্রভৃতি অসীম শক্তিসম্পন্ন ব্যাপারের সহিত অসম্ভব জন্মাইয়া অকালে অক্কাপ্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং তুমি তমঃগুণ বিশিষ্ট। অতএব হে ত্রিগুণাধার! এই অকৃতী ব্রাহ্মণ সন্তানদিগের উপর কৃপানেত্রে কটাক্ষপাত কর। দয়াময়, তোমার দয়ায় যেন বঞ্চিত না হই। আশির্ব্বাদ কর। তোমাতে যেন মতি অচলা থাকে।

গীত।

মরি হায় কি কর মন ভজ কলারে।
ইষ্টমত মিষ্ট দ্রব্য দেও উদরে।
বিনে মণ্ডা খাজা গজা, বৃথা কালী কৃষ্ণ ভজা,
সুচর কলার কেমন মজা ভেবে দেখরে।
যে রসে ত্রিলোক মজে, যেজন মজে তাঁরে ভজে,
সুখে সে সদা বিরাজে ভব মাঝারে॥

দ্বিঃ শিষ্য। ভাইহে, তোমার রোরুদ্যমান বদন দর্শন করে আমার হৃদয় যেন পক্ক কণ্টকী ফল সদৃশ ফাটিতেছে। ভাই, একটু স্থির হও; আমি নিশ্চয় বলছি আমাদের পুর প্রবেশ করতেও হবেনা; সিংহদ্বারেই জয়জ কদলীপত্র আনিয়া ফেলিবেন। কারণ, তিনি একজন কলারের পরম বন্ধু কেন না,—

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে।
রাজ দ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সঃবান্ধবঃ।"

তা এই হচ্চে কিনা রাজা রাম চন্দ্রের বিবাহের উৎসবে মহা কলার দিয়েছিলেন। যখন রাবণ বধ করে শত্রু বিগ্রহের শান্তি হলো, তখন লক্ষ্মণ-ভোজন, হনুমানভোজন প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল, এবং দুর্ভিক্ষে শ্মশানে এবং ব্যসনেতে বহু পরিমাণে দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষণে রাজদ্বারে? তা প্রবেশ করতে করতেই কত মিষ্টান্নের পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করতে হবে, কত দধি দুগ্ধের হ্রদ সন্তরণ করে পার হতে হবে—তার সংখ্যা নাই।

প্রঃ শিষ্য। না হে ভ্রাতঃ! বিশ্বাস নাই; ব্রাহ্মণের দগ্ধ অদৃষ্ট বলে বিশ্বাস হয় না; কেননা,—

"নদীনঞ্চ নখিনঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রিয়ু রাজকুলেষু চঃ॥"

তা এর ব্যাখ্যা এই হচ্ছে কিনা—নখীনাঞ্চ রাজকুলেষু বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্যং' অর্থাৎ যে রাজার নখ আছে তাকে বিশ্বাস নাই ; তার পর 'শৃঙ্গিনাং রাজ কুলেষু বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্য' অর্থাৎ যে রাজার শিং আছে তাকে বিশ্বাস কখনই নাই ! আর যে রাজার স্ত্রীসু অর্থাৎ উত্তম স্ত্রী আছে তাকে ও নয়। তাই বলি, রাজাদের বিশ্বাস নাই।

দ্বিঃ শিষ্য। (ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) বটে বটে ; আমরা সার্থক মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকট অধ্যয়ন করি এবং তিনিও যথার্থ আমাদের বিদ্যাদান করছেন। তা ন্যায়শাস্ত্রের কুসুমাঞ্জলি পর্য্যন্ত পড়েও যদি মুখ্যার্থ গৌণার্থ না বোধ হবে তো হবে কিসে ?

(দুর্ব্বাসার প্রবেশ)

দুর্ব্বাসা। এই যে তোমার এসে উপস্থিত হয়েছ ?

প্রঃ শিষ্য। আজ্ঞা হঁ, আমরা অনেক পূর্ব্বেই এসেছি। কিন্তু এসে পর্য্যন্ত, মনটা বড়ই অশান্ত হয়েছে। (উদরে হস্ত ঘর্ষণ)

দুর্ব্বাসা। কি হে ! পথে কি কোন বিপদে পড়েছিলে নাকি ?

প্রঃ শিষ্য। আজ্ঞা না প্রভূ পথে আমরা নির্ব্বিঘ্নে এসেছি এই খানেই মহা বিপদ উপস্থিত !

দুর্ব্বাসা। কিসের বিপদ ?

প্রঃ শিষ্য। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন হয়ে গিয়েছে এবং এই দুর্ভাগাদিগের অদৃষ্টবশতঃ তদন্তর্গত বৃহতী ফলারকাণ্ডটাও সমাপন হয়ে গিয়েছে।

দ্বিঃ শিষ্য। 'মণ্ডা মণ্ডেতি যো ব্রূয়াতে যোজনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্য ময়রা লোক সগচ্ছতি।' এমন যে মণ্ডা তা দুর্ভাগাদের ভাগ্যে নাই।

দুর্ব্বাসা। বৎসগণ, স্থির হও। রাম রাজ্যে কিছুর অপ্রতুল নাই ; তোমাদের জন্য যথেষ্ট আহারীয় আহরিত হবে।

প্রথম শিষ্য। আর প্রভু ! যজ্ঞ সময় যে প্রকার হয়েছিল তাকি হবে ? আহা ! সেই শর্করাসংযুক্ত শুভ্র বর্ণ বর্ত্তুলাকার যাহাকে গৃহবাসীরা মণ্ডা বা গোল্লা বলে, আর সেই গোধূম চূর্ণ পিষ্টক ঘৃত ভৃষ্ট চক্রাকার যাকে শ্রীযুৎ লুচি বলে, আর নারিকেল ফলাদ্য গুহ্যনিসৃত ঘৃত ভৃষ্ট-রশস্পৃষ্ট কুণ্ডলাকার যাকে জেলাপি বলে এবং সেই লৌহ যন্ত্র নিয়ন্ত্রলিত নিটোল সুগোল মুক্তা ফলাকার যাহাকে বঁদে বলে তাকি হবে ? না—এই দগ্ধাননে প্রবেশ করবে ? আমি নিশ্চয় দেখছি আজ আমাদের ভাগ্যে কেবল সেই আতপ তণ্ডুল এবং অপক্ক রম্ভা নৃত্য করছে। বিশেষতঃ, অযোধ্যা যে প্রকার নিস্তব্ধ এতে প্রাণ লইয়াই বা টানাটানি হয়।

গীত।

আহা ফলার বিনে কিফল বেঁচে বিফল সংসারে।
ছিল সাধ অন্তরে, খাব উদর পূরে।
হলোনা তা ভাগ্য দোষে ;
ফিরবো বৃদ্ধ অঙ্গুল চুষে ;
অর্দ্ধ চন্দ্রে গুতো গাঁতায় যাবে পেট ভরে।
প্রাণ থাকলে পাব খেতে দেশ দেশান্তরে।
মনে হয়, বড় ভয়, আশা নাই আর ফলারে ॥

দুর্ব্বাসা। বৎসগণ ! আমি বলছি তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই। তোমাদের জন্য কিছুরই ত্রুটী হবে না। এখন তোমরা স্নানাদি সমাপন করে এসো। আমি অগ্রে রাজপুরে যাই।

শিষ্য। যে আজ্ঞা ভগবান !

(শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান।)

দুর্ব্বাসা। এই তো অযোধ্যায় এলাম। মন তুমিই জান যে জন্য আমার অযোধ্যায় আসা ; তোমার কথা রসনাও জানতে পারে নাই। আমি নরাধম ; যে কার্য্যে অযোধ্যায় এসেছি এতে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততকাল আমার এই দুরপনেয় কলঙ্কের মোচন হবে না আজ আমা কর্ত্তৃক

রঘুকুল অযোধ্যার সহিত সরযুর অতল সলিলে মগ্ন হবে। আজ ইক্ষ্বাকু বংশের এবং সমগ্র কোশল রাজ্যের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। রাম হে! আমায় দিয়ে এ শত্রুতা কেন সাধাও? জগতে কি অন্য নাই? চিরজীবন তোমার নবঘন-শ্যাম রামরূপ অবিরাম ধ্যান করে তোমার সেই কমলা-সেবিত, ব্রহ্মাদি-বাঞ্ছিত, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণ স্মরণ করে তপস্যা করেছি, সেই তপস্যার কি এই ফল? তোমার কি লীলা তা তুমিই জান। ব্রহ্মাদি সুরবর্গ যখন অনন্ত কাল সাধনা করে তোমার অনন্ত কার্য্য কৌশলের অন্ত পান নাই, আমি ভ্রান্ত মানব কেমন করে তোমার অভ্রান্ত মহিমা বুঝবো? কিন্তু তোমার প্রদত্ত জ্ঞানবলে আমি জ্ঞানী হয়েও তোমার অনিষ্ট করতে অগ্রসর হচ্ছি—এই আশ্চর্য্য! ধন্য তোমার মায়া! আমি তো বলি অযোধ্যা মুখো হবো না; কিন্তু তোমার কাছে নিস্তার কৈ? তুমিই যে জীবের জীবাত্মা! তুমিই যে জীবের জীবন সর্ব্বস্ব! তুমিই তোমার অনিষ্টের জন্য আমার অমার মনকে অযোধ্যায় আকর্ষন কর্ছো? আমি তোমার অনিষ্ট করবো।—কিন্তু তোমার অনিষ্টে যেন আমার অনিষ্ট না ঘটে; তোমার বঞ্চনায় যেন আমি বঞ্চিত না হই। চরম কালে যেন ঐ পরম পদে স্থান পাই!

জয় গোলোক ঈশ্বর, শ্রীহরি শ্রীধর,
শ্যাম কলেবর, সনাতন।
জয় নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ,
বিশ্ব নিকেতন, নিস্তারণ॥
জয় ভবান্ধ বান্ধব, শ্রীরাম রাঘব,
ভয়ার্ত্ত-তারক, ভীতি হর।
জয় ভবাব্ধি ভেলক, ভুব্যাদি পালক,
পতিত তারক, পীতাম্বর॥
জয় অনন্ত অব্যয়, অচিন্ত অভয়,
নিত্য নিরাময়, সত্য ভবে।
জয় অনাদি কারণ, অধমতারণ,
সম দরশন, সর্ব্ব জীবে॥
জয় সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান,
সর্ব্ব বিধায়ন, নারায়ণ।
জয় সুখ মোক্ষ ধাতা, সাহ শান্তি দাতা,
পাপ তাপ ত্রাতা, জনার্দ্দন॥
জয় যোগী জনার্চ্চিত, জগ জনাশ্রিত,
সর্ব্ব যোগান্বিত, যোগেশ্বর।
জয় নিত্য নিরুদ্যম, নির্ব্বেদ নির্ম্মম,
হে পুরুষোত্তম, পরাপর॥
জয় মুরলীবাদন, মদন মোহন,
মধু বিঘাতন, মুর হর।
জয় শিখিপুচ্ছাশর, পাদ পূতনির,
সজ্জন সুধীর, সুধিবর॥
জয় খগেন্দ্রবাহন, নগেন্দ্রধারণ,
মুনীন্দ্র তারণ, মহাশয়।
জয় দ্যুলোক দুর্ল্লভ, সল্লোক সল্লভ
ভক্তস্য বল্লভ, ভক্তাশ্রয়॥
জয় তিলকভালক, ত্রিলোকপালক,
ত্রিদশতারক, ত্রিভঙ্গিম।
জয় নীরদবরণ, দ্বিরদগমন,
রাজীবলোচন, সুবঙ্কিম॥
জয় বিকারবিহীন, কামক্রোধহীন,
সিংহ কূর্ম্ম মীন, শ্রীবামন।
জয় সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
হেরম্ব সম্বল, শ্রীচরণ॥

গীত।

কৃপাসিন্ধু দিনবন্ধু হে ভবার্ণব কর্ণধার।
ত্রিলোক আরাধ্য দেব বিশ্ব মূলাধার।
জগজন মন প্রাণ, জগত জন তারণ,
সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বেশ সারাৎসার।
অনন্ত রূপ অনন্ত, অচিন্ত্য কমলাকান্ত,
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে করহে নিস্তার।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

মন্ত্রনা-গৃহ।

প্রহরীরূপে লক্ষ্মণ দ্বারদেশে উপবিষ্ট।

(দুর্ব্বাসার প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। আসতে আজ্ঞা হউক ; ভগবান ! আজ রাজপুরী পবিত্র হলো।

দুর্ব্বাসা। লক্ষ্মণ! আমাকে সত্বরে শ্রীরামচন্দ্র সন্নিধানে লয়ে চল।

লক্ষ্মণ। ভগবান! আপনাকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত দেখছি; এইখানে ক্ষণেক বিশ্রাম করে পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন।

দুর্ব্বাসা। লক্ষ্মণ, ভ্রান্তি বিনাশ অথবা বিশ্রামের জন্য তোমার অনুরোধের আবশ্যক নাই, সত্বরে আমার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন কর।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এত দিনে বুঝি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিতে হোল। কিন্তু জীবনে ত আর মমতা নেই। মা জানকীর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত সুখ গিয়েছে। হায় বিপুল সূর্য্যবংশ নাশের জন্য বিধাতা যে কালরূপী সন্ন্যাসীকে প্রেরণ করেছেন, তাঁহার বাক্যের সফলতা সাধন করতে কি ভয়ঙ্কর সহচর উপস্থিত! এক্ষণে কি করি, কি করে এই বিপদার্ণবের কূল পাই? মুনির যে প্রকার ক্রোধনস্বভাব তাতে এর মতের বিপরীতে উত্তর দিতে কিছুতেই সাহস হয় না। কে জলন্ত হুতাশন স্পর্শ করবে? কে ভুজঙ্গগহ্বরে হস্ত প্রদানে সাহসী হবে? নিদ্রিত সিংহের মস্তকে যেমন ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড পতিত হলে সে ভয়ঙ্কর ক্রোধিত হয়ে উঠে, তেমনি এই গর্ব্বিত মুনি স্বকীয় মতের কিঞ্চিৎ মাত্র অন্যথা দেখলে একেবারে ক্রোধে অন্ধ হবেন। এক্ষণে যদি মিনতি করে নিরস্ত করতে পারি তবেই মঙ্গল ; নতুবা আর আমার রক্ষা নাই। (প্রকাশ্যে) ভগবন্! মহারাজের নিকট একজন উদাসীন এসেছেন, এবং তাঁদের এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে, যে কেহ তাঁহাদের কথাবার্ত্তার সময় উপস্থিত হবেন সেই মহারাজের চিরকালের মত ত্যজ্য হবেন। তাই বলি, অনুগ্রহ করে মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম করুন ; পরে যথা ইচ্ছা গমন করবেন।

দুর্ব্বাসা। কি! পুনঃ পুনঃ অন্যথাচরণ করছো? জান না কি আমার মতের বিপরীত বাদী পৃথিবীতে অল্প আছে? কে কোথা দুর্ব্বাসার আজ্ঞা অবহেলন করে রক্ষা পেয়েছে? কি বলবো? এই সূর্য্যবংশের উপর আমার কিছু মায়া আছে ; এই জন্য এত সহ্য করলাম। এবার আমার আজ্ঞা অন্যথা করলে, নিশ্চয় জানবে এই বিপুল রাজকুলের বিলয় সময় উপস্থিত।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হৃদয়! আর কেন বিচলিত হও? মৃত্যুমুখে পতিত হও। আর চিন্তার প্রয়োজন কি? কেন আর জীবনের আশা করি? মুমূর্ষু ব্যক্তির আর্ত্তনাদে যেমন কৃতান্তের দয়া হয় না, কবলিত পশুর কাতরতায় যেমন সিংহের মমতা হয় না, মস্তকে পতনোন্মুখ বজ্রকে মিনতি করলে যেমন বিফলমনোরথ হতে হয়, তেমনি আমার কাতরতায় কখনই মুনির মনে দয়া হবে না। আর ভীত হয়েই বা কি কর্'ব? জ্বলন্ত হুতাশনের নিকট দণ্ডায়মান আছি ; মুহূর্ত্তমাত্র অন্যথাচরণ করলে সমস্ত অযোধ্যার সহিত ভস্মীভূত হতে হবে! হায়! আজ সকল আশা সকল ভরসা ফুরাল!

গীত।

সকল আশা ভরসা ফুরাল।
মুনি কোপানলে সবংশে ভস্ম হতে হলো।
মরণে দুঃখ নাই আমার,
মায়া নাই পাপ প্রাণে আর,
জীবন আশা গেছে
যেদিন জানকী জীবন ত্যজিল।

আমার তরে রঘুবংশ, মুনি কোপানলে ধ্বংস,
হলো এতদিনে পিতৃগণের ফুরায় জলপিণ্ড স্থল।

লক্ষ্মণ। জীবন আর কেন উতলা হও! দৃঢ়চিত্তে ঋষি প্রদর্শিত পথে গমন কর। এখনও কি জাননা অনুমাত্র বিচলিত হলে এই সূর্য্যবংশের সর্ব্বনাশ ঘটবে? বংশ রক্ষার্থে মৃত্যুমুখে পতিত হতে আর মমতা কেন?

দুর্ব্বাসা। উঃ! এখনও আমার আজ্ঞা পালন হল না! লক্ষ্মণ! তোমার কি ব্রহ্ম-কোপানলের ভয় নাই? জান না কি দুর্ব্বাসার ক্রোধাগ্নিতে ত্রিভুবন ভস্মাবশেষ হতে পারে? জান না সিন্ধুমুনির পিতা অন্ধের শাপে তোমার পিতা দশরথের কি শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছিল? কি এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার আজ্ঞা অবহেলন কর? চণ্ডাল হয়ে চন্দ্র স্পর্শে ইচ্ছা? ভেক হয়ে ভুজঙ্গকে প্রতারণা? শৃগাল হয়ে সিংহের নিকট কপটতা? এখনও জানছ না দুর্ব্বাসার ক্রোধাগ্নিতে সবংশে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হতে হবে?

লক্ষ্মণ। হায় হায়! এতদিনের পর আজ ইক্ষাকুবংশের পতন সময় উপস্থিত। এখনি দেখছি শাপানলে সবংশে দগ্ধ হতে হবে। আমার জন্য বিপুল সংসার ভস্মাবশেষ হবে? আমার দোষে লব কুশ প্রভৃতি প্রাণাধিক পুত্রগণ অকালে মারা যাবে? আমার তরে পিতৃগণের জলপিণ্ড লোপ হবে? উঃ! ব্রাহ্মণের কি ক্রোধন স্বভাব! বহুজনপূর্ণ রঘুকুলকে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করতে প্রস্তুত? কি আশ্চর্য্য! ইঁহার কি দয়া মায়ার লেশমাত্র নাই? শাস্ত্রে বলে, "ক্ষমা রূপং তপস্বীনাং" তপস্বীদিগের ক্ষমাই যে প্রধান ধর্ম্ম তাকি জানেন না? শাপ দিলে যে বহুকষ্টার্জ্জিত পুণ্যক্ষয় হয়, তাও কি জানেন না? জানবেন না কেন? সকলি জানেন! কিন্তু আমার যে আসন্ন সময় উপস্থিত! আমার অদৃষ্টে মৃত্যু অনিবার্য্য; নিবারণ করে কার সাধ্য। এক্ষণে আমার রাক্ষস মারীচের মত হতে হয়েছে। রামের কাছে নিশ্চয় মৃত্যু; রাবণের কাছেও কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। না গেলে মুনি কোপানলে দগ্ধ হতে হয়; গেলেও রক্ষা নাই। কেননা, বর্জ্জন মরণ দুই সমান। হায়, হায়! রঘুকুল আজ নির্ম্মূল হবার উপক্রম হয়েছে। আমি গেলে রামও যাবেন; রাম গেলেই পুরবাসিগণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাবে। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? দুর্ভাগাদিগের অদৃষ্টে কি একটু সুখও লিখতে নাই? দুঃখ দিবার জন্য কি আমাদিগকে স্বতন্ত্র সৃজন করেছেন।

দুর্ব্বাসা। পাপাত্মন্! আমার বাক্য কি ব্যাঙ্গ বোধ করিস? এখনও তোর মৃত্যুকে ভয় হলো না? বংশের প্রতি মমতা হলো না? তুই কোন সাহসে দুর্ব্বাসার আজ্ঞা অবহেলন কচ্ছিস? পামর! পাপাত্মন্! আমার নিকট প্রবঞ্চনা? (ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কমণ্ডলু হতে বারি গ্রহণ করিয়া) এই দেখ, এখনই তোর সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে; আজ রঘুবংশকে অযোধ্যায় সহিত ভস্ম করে নিরস্ত হবো।

লক্ষ্মণ। (পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক) ভগবন রক্ষা করুন! ভগবন রক্ষা করুন! আমার প্রাণ যাক; কিন্তু আমার বংশের প্রতি করুণা করুন। আমি না বুঝিয়া দুষ্কর্ম্ম করেছি, ক্ষমা করুন। আপনি দয়া না করলে আর আমাদের রক্ষার উপায় নাই!

গীত।

করুণা করো হে দেব চরণ আশ্রিত জনে।
আমি না জেনে করেছি অপরাধ,
ক্ষমা কর দাসে স্বীয় করুণা গুণে॥
অধীনের এই নিবেদন,
কর কোপ সংবরণ,
রঘুবংশ ধ্বংস যেন, করোনা ক্রোধ হুতাশনে।
আমার তরে বংশ যাবে,
ত্রিলোকে কলঙ্ক রবে,
দয়া কোরে কুশ লবে রেখ মাতৃহীন সন্তানে॥
সেই জনম দুখী সন্তানে।

লক্ষ্মণ। ভগবন! দন্তে তৃণ করে বলছি, দয়া করে আমায় রক্ষা করুন। কৃপানিদান, তব কৃপা ভিন্ন এই বিপুল বংশ রক্ষার আর উপায় নাই!

দুর্ব্বাসা। তবে আর আমার বিপরীতবাদী হ'ও না, সত্বর আমায় রাজ সন্নিধানে লয়ে চল।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা প্রভু চলুন। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

গুপ্ত-মন্ত্রনা গৃহ।

রাম ও সন্ন্যাসী আসীন।

(লক্ষ্মণ ও দুর্ব্বাসার প্রবেশ।)

রাম। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! লক্ষ্মণ, কেন এখানে এলে? ভাইরে! তুমি সকল জেনে শুনে কেন এমন করলে? কে আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করলে?

লক্ষ্মণ। মহারাজ! আপনার প্রতিজ্ঞার বিষয় মহর্ষিকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ভগবান কর্ণপাত করলেন না। সবংশে মুনি কোপানলে ভস্ম হবার ভয়ে বড় নিরুপায় হয়ে এখানে এসেছি! যা অদৃষ্টে আছে ঘটবে।

রাম। ভগবন! অসময়ে এ দাসকে কেন স্মরণ করলেন? কি অভিলাষে আগমন হয়েছে?

দুর্ব্বাসা। মহারাজ! বহু দিবস পর্য্যন্ত আমি কোন দুর্দ্দৈব খণ্ডন মাননে, গোমতী তীরে বাতাহারে তপস্যা করছিলাম। কিন্তু অধিক দিবস অনাহার বশতঃ নিদারুণ ক্ষুধা নিতান্ত অসহনীয় হয়েছে, আর সহ্য করতে পারি না। সত্বরে আহারের উদ্যোগ করিয়া দিউন।

রাম। (স্বগত) হা ভাগ্য! আজ দেখছি সামান্য আহারীয় দ্রব্যে মহর্ষির ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে না, আজ সূর্য্যবংশের সমস্ত নরনারী আহার করে জঠরানল পরিতৃপ্ত করবেন (প্রকাশ্যে) অমাত্য!

(অমাত্যের প্রবেশ।)

অমাত্য। প্রভু আজ্ঞা করুন।

রাম। তুমি সত্বরে মহর্ষিকে আহার করাও গে। দেখ যেন কোন বিষয়ের ত্রুটি না হয়।

অমাত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

(অমাত্য ও দুর্ব্বাসার প্রস্থান।)

সন্ন্যাসী। (স্বগত) এই সময় অযোধ্যা ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত; ইহার পর আর পলায়নের সুযোগ ঘটবে না! যে প্রকার ব্যাপার ঘটালাম এতে আমার পক্ষেও বিপদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে মেঘমালা সৃজন করেছি এতে পৃথিবী ধ্বংসকারী ঝটিকা উত্থিত হবে! রাজপুরে যে অগ্নি প্রদান করলাম এতে সমস্ত কোশল রাজ্য ভস্মরাশি হবে! কার্য্য তো উদ্ধার করেছি, আর কেন? "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ।" এই সময় পলায়নই বুদ্ধিমানের কার্য্য! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; সত্বরে এই শুভ সংবাদ দানে দেবগণকে সন্তোষ করিগে! (বেগে পলায়ন)

রাম। একি? সকলি যে অন্ধকার! কিছুই তো দেখতে পারছিনে, কেন আমার এমন হলো? কি পাপে এই নিদারুণ মনস্তাপের সূত্রপাত হলো? প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে কি জীবিত থাক্‌বো? জীবনধন লক্ষ্মণের বিয়োগ সহ্য করবো? ধিক্ আমায়! আমি অনেক সহ্য করেছি! বনবাস, পিতৃবিয়োগ সীতার মৃত্যু সহ্য হয়েছে; এবার আর সহ্য হবে না; এতেই আমার লয় হবে! এতেই আমার লীলা শেষ।

লক্ষ্মণ। পৃথিবীর মায়া শেষ হলো; সংসার বাসনা অন্ত হোলো; জীবনাশা ফুরালো! আর কেন? এ মুখ আর কাহা-কেও দেখাব না;—দাদার নিকট কি একবার জনমের মত বিদায় গ্রহণ করবো না?—না

কেন তার সীতাশোকানল দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত করে দিয়ে যাব? না যাওয়াই শ্রেয়! জীবনান্ত সময় জনমের মত একবার মাতৃগণের শ্রীচরণ দর্শন করে যাব না? প্রিয়াকে তো শোক সাগরে ভাসালাম, এ জনমের মত তার সুখের পথে কাঁটা দিলাম? জনমের শোধ একবার প্রিয়াকে দেখে যাব না? মায়া তোমার কি মোহিনী শক্তি! জীবনাশা ত্যাগ করেও আমার আশা ত্যাগ করতে পারলাম না! মরণকালেও তোমার কুহকে পরিত্রাণ নাই।

গীত।

একি হলোরে এত দিনের পরে প্রাণযায় আমার
এযে বজ্রসম বাজে বক্ষে চক্ষে হেরি অন্ধকার।
আমার তরে নাই ভাবনা, রাঘবের জীবন রবেনা
আমার শোকেতে বুঝি সূর্য্য বংশের সুখ সূর্য্য
এত দিনে হয় সংহার।
নিদারুণ মায়া বশে, বঞ্চিত হয়ে জীবন আশে,
আত্মীয় স্বজন গণে, দেখিবার সাধ কেন আর॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা ভবন।

(বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র! আজ অযোধ্যার কি শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত! আজ প্রদেশ অন্ধকার হ'ল! সূর্য্যবংশের সুখসূর্য্য চিরকালের মত অস্ত গেল? কি দুর্দ্দৈব! চতুর্দ্দিকে কেবল অমঙ্গল চিহ্ন সকল দৃষ্ট হচ্ছে। জীবনাবধি আমার এমন চিত্ত বিকৃতি তো কখনই জন্মায় নাই! বোধ হচ্ছে, যেন কৃতান্ত বিকট মুখ ব্যাদান করে অযোধ্যাকে গ্রাস করতে আসছে! পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে সাহস হচ্ছে না; শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হচ্ছে! উঃ! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

সুমন্ত্র। মহর্ষে! অদ্যকার এই কাল রাত্রি! এমন অমঙ্গল দায়িনী যামিনী আর কখন অযোধ্যাকে স্পর্শ করে নাই। যুবরাজ লক্ষ্মণ বিহনে আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে বলতে পারি না। এমন বিভীষিকাময়ী ভয়ঙ্করী বিভাবরী,—এমন গাঢ় অন্ধকার কখন দেখি নাই! এযে নির্ব্বিঘ্নে প্রভাত হবে এমত আশা নাই।

গীত

ফুরাল সকল একি হলোরে বেদন
(একি হলোরে বেদন)
ডুবিল অতল জলে অমূল্য রতন।
যে পথে যুবরাজ যাবে,
আমরা তাঁর সঙ্গী সবে,
কি আশায় জীবন রবে,
আর কি প্রাণে প্রয়োজন।

বশিষ্ঠ। একি অযোধ্যাবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতাগণ যে হাহা স্বরে রোদন ক'রে উঠলো! কি আশ্চর্য্য মহারাজ লক্ষ্মণকে ত্যাগ করেছেন এ কথা কি ইতিমধ্যেই নগরময় রাষ্ট্র হয়ে উঠলো?

সুমন্ত্র। ভগবন! অশুভ সংবাদ প্রচার হতে কতক্ষন বিলম্ব হয়! বিদ্যুতের যে এত প্রখর গতি, পবন যে এত দ্রুতগামী, ইহারাও ইহার নিকট পরাস্ত! সকলের অগ্রে অশুভ সংবাদ দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হয়।

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র! আমি তো চির সন্ন্যাসী, সাংসারিক মায়া কাকে বলে জানি না। পার্থিব সুখে আমি আজন্ম বঞ্চিত। কিন্তু অযোধ্যা যে অনাথ হলো, সেই কারণে জীবন অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। আর যেন সহ্য হচ্ছে না।

সুমন্ত্র। (স্বগত) আহা যে বায়ুবেগে সমুদ্র আন্দোলিত হয়, যে বায়ুতে গিরিশৃঙ্গ বিচলিত হয়, তাতে কি সামান্য বৃক্ষ স্থির থাকতে পারে? ভগবান বশিষ্ঠদেব যে শোকানলে দগ্ধ হচ্ছেন তা কি আমরা সহ্য করতে পারবো? (প্রকাশ্যে) ভগবান! এ

শোক কি রাখবার স্থান আছে! আমি এ পাষাণ হৃদয়ে অনেক সহ্য করেছি। রাম, লক্ষ্মণ, ও মা জানকীকে বনবাস দিয়ে এসেছিলাম সে সহ্য হয়েছিল; পুত্রশোকে মহারাজ দশরথের প্রাণ বিয়োগ সহ্য হয়েছিল; যজ্ঞস্থলে ধরিত্রিসুতার ধরণীপ্রবেশও সহ্য করেছি; আর সহ্য হচ্ছেনা! লক্ষ্মণহীন রাজপুরীতে কথনই তিষ্টিতে পারবোনা; লক্ষ্মণ যে পথের পথিক, আমিও সেই পথের অনুবর্ত্তী।

গীত।

যাতনা মন বেদনা কারে আর কব।
কোন প্রাণে লক্ষ্মণ বিহনে ভবনে রব
অন্ধকার হলো, সুখ সূর্য্য অস্ত গেল,
দারুণ শোক দহন কেমনে সব।
মলেও এ দুঃখ যাবেনা,
এ শোকের শান্তি হবে না,
অপার এ শোক সাগর কিসে পার হব।

সুমন্ত্র। ভগবন! ত্রিসংসারে আমার কেহ নাই। আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, বন্ধু নাই,—কেহই নাই। রাম লক্ষ্মণ আমার সর্ব্বস্ব; আমার অদৃষ্ট মন্দ বলেই এই সমস্ত দুর্দ্দৈব।

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র, শোক করা বৃথা। বিধাতা রঘুবংশের ভাগ্যে এই শোকাবহ পরিণাম রেখেছেন; কার সাধ্য খণ্ডন করে। এক্ষণে চল, মহারাজ কি অবস্থায় আছেন দেখিগে।

সুমন্ত্র। চলুন!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

রামচন্দ্র অচৈতন্য অবস্থায় উপবিষ্ট।

(সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।)

সুমন্ত্র। মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব এসেছেন।

রাম। কে সুমন্ত্র! আমার লক্ষ্মণ কোথায়? লক্ষ্মণ আমার কোথা গিয়েছে? সুমন্ত্র একবার আমার প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে এনে দাও। বোধ হয় এখনও লক্ষ্মণ এ অভাগাকে ত্যাগ করে নাই। একবার দেখ, লক্ষ্মণ আমার কোথায় গেল! সুমন্ত্র! আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত; তথাপি লক্ষ্মণকে ত্যাগ করা দূরে থাকুক, নয়নের অন্তর হতে দেব না। ভগবান্! আজ আমার নয়ন অন্ধ হয়েছে; আজ আমার দক্ষিণ বাহু ছেদিত হয়েছে; আমার আশাতরু উন্মুলিত হয়েছে; সুখতরি মগ্ন হ'য়েছে; শান্তি-সোপান রুদ্ধ হয়েছে; সংসার বাসনা অস্ত হয়েছে। দেব! যে দীপালোকে এই দুঃখ ভারাক্রান্ত রঘুবংশ আলোকিত ছিল, সেই দীপ আজ নির্ব্বাণ উন্মুখ।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! আমি সমস্তই শুনেছি। আমার মন কয়েক দিবস পর্য্যন্ত যে প্রকার অস্থির হয়েছিল, যে প্রকার অনর্থ চিন্তার উদয় হয়েছিলো, এক্ষণে এই সর্ব্বনাশে তার পর্য্যবসান হলো।

রাম। মহর্ষে! আমার আর মঙ্গলের আশা নাই। যত প্রকার বিপদের আশঙ্কা ছিল, যত প্রকার অনিষ্ট মনুষ্যের ঘটতে পারে, তা আমার দুর্ভাগ্যে ঘটেছে। আর আমার শোক নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, আশা নাই, ভরসা নাই—এ

পাষাণ হৃদয়ে কিছুই নাই। এক্ষণে এই সঙ্কল্প করেছি কখনই সত্য লঙ্ঘন করে অকীর্ত্তি ও অধর্ম্মভাজন হব না; সত্যই মনুষ্যদিগের প্রধান ধর্ম্ম! সত্য রক্ষার্থে জীবন ত্যাগ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য! আমি সেই অবশ্য পালনীয় সত্যের অনুরোধে প্রাণাধিক ভ্রাতার বিয়োগ শোক সহ্য করতে পারব না। লক্ষ্মণ আমার যে পথের পথিক, আমিও সেই পথে যাব!

গীত।

যন্ত্রণা আর সহেনা জ্বলে যায় জীবন,
অন্ধকার সংসার হবে বিহনে লক্ষ্মণ।
করেছিলাম পাপ কত,
মনস্তাপ তাই পেলাম এত,
হারালাম জনমের মত, অমূল্য রতন।
অভাগার ভাগ্য দোষে,
বঞ্চিত হলাম সব আশে,
আরও কত আছে শেষে, অদৃষ্টে লিখন।

রাম। ভগবন্! আমার অদৃষ্টে বিধাতা কি এই লিখেছিলেন? যে লক্ষ্মণ আমার জীবনের জীবন, যে লক্ষ্মণ আমার সকল সুখের নিদান, সেই লক্ষ্মণকে আমি অনায়াসে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলাম। আমার অদৃষ্টের কি এই পরিণাম?

বশিষ্ঠ। মহারাজ! অত কাতর হচ্ছেন কি জন্য? লক্ষ্মণকে ত্যাগ করা অতিশয় পরিতাপের বিষয় বটে; কিন্তু আপনি তো স্বার্থোদ্দেশে তাঁহাকে ত্যাগ করছেন না? সত্যের জন্য সকলি কর্ত্তব্য; সত্যই মনুষ্য গণের অমূল্য রত্ন; সত্যই নরগণের চরম সম্বল। সত্যের জন্য জীবন পণও প্রার্থনীয়। সত্য পালনার্থে আপনার স্বর্গীয় পিতা মহারাজ দশরথ, ভবাদৃশ গুণময় সন্তান, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা পুত্রবধূ সীতা এবং প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করেছিলেন।

রাম। ভগবান! পিতা আমাদিগকে ত্যাগ করে স্বীয় জীবনও ত্যাগ করেছিলেন। আমি লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে কি আশায় জীবন ধারণ করবো? ভগবান, আমার জীবন চিরকাল দুঃখে গিয়েছে; চির দিন কেবল রোদন করতেই জীবিত রয়েছি! জন্মে মাতার সপত্নী গঞ্জনা ভাবতে ভাবতে বাল্যকাল অতীত হলো; তৎপরে কোথা রাজা হবো, না—বনবাসী হলাম। অভাগার বনবাসেও সুখ হলোনা; শুনলাম আমার জন্য রোদন করে করে আমার পুত্রবৎসল পিতা মানবলীলা সম্বরণ করেছেন। মরণ কালে পিতার চরণ দর্শন করতে পেলাম না, আমার পুত্র জন্ম বৃথা হলো। আমার স্নেহময়ী জননী আমার শোকে ও অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হয়েছেন; এই ভাবনায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ হতে লাগলো। এদিকে নিরুপায়ে বন ভ্রমন করতে লাগলাম; আমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণ ভিক্ষুক বেশে, আমার প্রাণ প্রিয়া সীতা ভিখারিণীর বেশে আমার সঙ্গে বন পর্য্যটন করতে লাগলেন আমি পাষণ্ড রাক্ষস সেই সীতাকে সহস্তে বধ করেছি! সেই লক্ষ্মণকে নিরাপরাধে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছি! আমার মরণ নাই। এই পামর স্বামীর জন্য সীতা আমার রাক্ষস হস্তে পতিতা হলেন। যে প্রেয়সী আমার দেহের মধ্যে ব্যবধান হবে বলে উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করতেন না, সেই প্রেয়সী কতশত নদ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র ব্যবধানে রইলেন; আমি বনে বনে রোদন করে বন্য পশুর সহায়তায় সাগর বন্ধন করলাম।

বশিষ্ঠ। মহারাজ! পৃথিবীতে যত কীর্ত্তি আছে আপনার কৃত এই সেতুবন্ধন অদ্বিতীয়। যতকাল চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ থাকবে; যতদিন পৃথিবী থাকবে; ততকাল আপনার এই বিশাল কীর্ত্তি অখণ্ডরূপে থাকবে।

রাম। ভগবন! এই সাগর বন্ধনের জন্য নিস্তারণে কত অকৃত-অপরাধে জীবের জীবন সংহার করেছি; পরে রাবণ বধ করলাম। আমি নির্দ্দয় দুর্ম্মতি; আমার প্রাণাধিকা সীতাকে অগ্নি পরীক্ষাও নিলাম; প্রমাণ হলো, সীতা আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানতেন না। কিন্তু

আমি নরাধম মূর্খ; লোক অপবাদের ভয়ে আমার শুদ্ধচিত্তা, নিস্কলঙ্ক, পতিপ্রাণা সহ-ধর্ম্মিণীকে গর্ভাবস্থায় বনবাসে দিলাম। হায়! পতিপ্রাণা সকলি সয়ে ছিলেন!—পরে দুটী পুত্র জন্মেছে শুনে বড় আহ্লাদ হলো। কিন্তু বিধাতা বিমুখ; আমি সুখের আশায় সীতাকে নিয়ে এসে আবার পরীক্ষা চাইলাম। প্রিয়া আর সইতে পারলেন না। বনের কষ্ট সহ্য করেছিলেন; লঙ্কায় চেড়িদিগের অসহ্য বেত্রাঘাত সহ্য করেছিলেন; আমার বিরহ সয়ে ছিলেন, কিন্তু মুর্খ স্বামী কৃত বারম্বার অপমান পতিপ্রাণা সতীর সহ্য হলো না। হাঃ—দেহ ত্যাগ করলেন। বলে গেলেন, সীতা নাম যেন কেহ কাহার কন্যার না রাখে। তা দেখেও হৃদয় অবিদীর্ণ ছিল; কেবল লক্ষ্মণের মুখ দেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেব! আমি জন্ম দুঃখী; যে লক্ষ্মণ আমার সর্ব্বস্ব ধন, তাকে ত্যাগ করে কি করে জীবন ধারণ করবো?

গীত।

একি সর্ব্বনাশ আজ হলোরে আমার
এ সংসার অন্ধকার
কোথা গেল আমার প্রাণের ভাই।
বিহনে লক্ষ্মণ ধনে জীবনে বাসনা নাই।
প্রাণের অধিক প্রিয়তম, নয়নের মণিসম,
জীবন সর্ব্বস্ব মম, কি পাপে আমি হারাই।

রাম। হা নিদারুণ বিধাতঃ! আমি জনম দুঃখী বলে বুঝি এই মর্ম্মভেদী শোক শেল আমার বক্ষে আঘাত করলি? ভগবান আপনি এই রঘুবংশীয় দিগের একমাত্র আশ্রয় স্থান; সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আপনার শ্রীচরণই একমাত্র ভরসা। এক্ষণে বলুন, কি উপায়ে জীবন পরিত্যাগ করে এই দুর্ব্বিসহ শোকানল নির্ব্বাণ করি? জীবিত থেকে এ যন্ত্রণার অবসান নাই; জীবনান্ত ভিন্ন এ জলন্ত হুতাশন নির্ব্বাণ হবে না।

বশিষ্ঠ। মহারাজ লক্ষ্মন তো চল্লেন; কিন্তু এই সঙ্গে আপনি যদি জীবন ত্যাগ করেন, তবে অযোধ্যার বিলয় সময় উপস্থিত। কি পৌরবর্গ, কি অমাত্যগণ, কি প্রজাপুঞ্জ, সকলেই আপনার অনুগমন করবে!

রাম। মহর্ষে! কি সুখে আমায় বাঁচিতে বলেন? আমার অতীতের স্মৃতি নাই, ভবিষ্যতের আশা নাই, বর্ত্তমানে সুখ নাই। যে লক্ষ্মণ আমার সকল সুখের নিদান, যে লক্ষ্মণ আমার সর্ব্বময়, যে লক্ষ্মণ বীর্য্যে হুতাশন, স্থৈর্য্যে পর্ব্বত, বলে পবন, বিক্রমে বাসব, রূপে কন্দর্প, বিদ্যায় গণপতি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, আচারে তাপস, বিনয়ে বন্দী; যে লক্ষ্মণ আমার বিপদে সহায়, সম্পদে বন্ধু, স্নেহে মাতা, বাৎসল্যে পিতা, উপদেশে গুরু, রহস্যে বয়স্য, হিতার্থে আত্মীয়, উৎসবে সখা, সেবায় দাস, আনুগত্যে ভ্রাতা; যে লক্ষ্মণ আমার রাজত্বের সার, পৃথিবীর সার, এ জীবনের সার সেই লক্ষ্মনকে ত্যাগ করে জীবিত থাকতে হবে? ভগবান, একবার আমার প্রাণের ভাইকে এনে দিন, জনমের শোধ একবার বিদায় আলিঙ্গন করে এই সন্তাপ দগ্ধ হৃদয় শীতল করি।

গীত।

আমার এই ছিলো কি অবশেষে অদৃষ্টে লিখন।
অমূল্য রতনে আমি অকূলে দিলাম বিসর্জ্জন।
যে ভাই ত্যজি জন্মভূমি, আমার তরে বনগামী,
তার প্রতিফল দিলাম আমি,
বধিলাম তাহার জীবন।
যে ভাই দশানন সমরে,
ত্যজিল প্রাণ আমার তরে,
স্বহস্তে বধিলাম তারে, হলো না আমার মরণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

(উর্ম্মিলা ও সরলার প্রবেশ)

সরলা। দেবি! আর কেঁদে কি ক'রবেন? আমাদের যে সর্ব্বনাশ হবার তাতো হয়েছে?

কাঁদলে তো রাজমহিষী ফিরে আসবেন না; তবে কেন কেঁদে কেঁদে শরীর ক্ষয় করেন?

উর্ম্মিলা। সরলে! কি বলে মনকে বুঝাব? দিদির কাছে মার যত্ন তুচ্ছ ছিল! মায়ে সন্তানের এত যত্ন করে না; এত ভাল বাসে না, কিন্তু দিদির মত কেউ কি পারবে? তত আদর, তত স্নেহ, তত মমতা, আর কি কারু ভাগ্যে ঘটবে? সরলে! এমন দয়াময়ী দিদী অভাবে কি করে জীবন ধারণ করবো?

সরলা। দেবি! সকলি জানি। আপনাদের তা যত্ন করতেনই, আমাদের যে সন্তানের চেয়ে ভাল বাসতেন। তেমন ভালবাসা মায়ে কখন বাসেনি; তেমন মধু মাখা কথা মায়েও কখন কয়নি। তা এ সুখ পোড়া বিধাতার চক্ষে সইল না।

উর্ম্মিলা। সরলে! যখন আমরা নিতান্ত শিশু, কথা কইতে পারতাম না, মার কোল ভিন্ন আমাদের উপায় ছিল না, তখন আমরা দিদির সঙ্গে এক সঙ্গী! যখন কথা কইতে পারি একটু জ্ঞান হয়েছিল তখনও এক সঙ্গী, দিদির বিবাহ হলো সেই সঙ্গে আমাদেরও হলো। কি পিত্রালয়ে, কি শ্বশুর গৃহে, চিরকাল আমরা দিদির সঙ্গী; কিন্তু এখন আমরা তাঁর চরণে কি অপরাধ করেছিলাম যে চির সঙ্গিনী ভগ্নীগণকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি একাকিনী চলে গেলেন?

সরলা। দেবি! যত কাঁদবেন যত অনুতাপ করবেন ততই মনের ব্যথা বৃদ্ধি হবে, কিন্তু আজ আপনাকে অধিক উতলা দেখছি মুখ শুকিয়ে গিয়েছে শরীর অবসন্ন হয়েছে, দিনকরের প্রখর তাপে নলিনী যেমন মলিনা হয়, আপনিও সেই রূপ হয়েছেন। কিন্তু কি মনস্তাপে এমন হলেন, অধিনীকে বলে চরিতার্থ করুন।

গীত।

কেন বিচলিত মনে।
কি বিষাদে দেবি হয়ে বিষাদিনী,
অধীরা সতত যেন পাগলিনী,
এলায়ে পড়েছে মস্তকের বেণী,
সন্তাপিনী কিসে ধারা নয়নে।
কি অভাবে হোল এত ভাবান্তর,
ভাবিয়ে না পাই কি জন্য কাতর,
মনের বেদনা প্রকাশি বল না,
বরো না বঞ্চনা অধিনী সনে॥

সরলা। দেবি, আমি যে আপনার অনুগত সেবিকা। আপনার মর্ম্মপীড়ায় আমার যে মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হচ্ছে! দেবি! আর আপনার যন্ত্রণা দেখতে পারিনে। কি হয়েছে বলুন!

উর্ম্মিলা। সরলে! আজ শেষ শর্ব্বরীতে যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তাতে আমার যে কি সর্ব্বনাশ ঘটবে ভগবান জানেন।

সরলা। দেবি! কি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন?

উর্ম্মিলা। সরলে! ব'লতে বাক্য আসে না। আজ শেষ শর্ব্বরীতে নিদ্রিত আছি; বোধ হোল, অট্টালিকার উপরিভাগে কামিনার অস্ফুট কাতর কণ্ঠধ্বনি নির্গত হচ্ছে; আমি চমৎকৃত হয়ে সেইখানে গেলাম গিয়ে দেখি,—একটী অসামান্যা সুন্দরী, আলুলায়িত কেশে, মলিন বেশে করুণস্বরে রোদন ক'রছেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি কে? কি জন্য রোদন করছেন?' কিন্তু তিনি আমাকে দেখে আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'রতে লাগলেন। আমি তাঁহার ভক্তিযোগ্য রূপলাবণ্য দেখে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম ক'রলাম, আর পদদ্বয় ধারণ করে বললাম,—মাতঃ! আপনি কে? কি জন্য রোদন ক'রছেন? দাসীকে বলে চরিতার্থ করুন। তিনি অনেক ক্ষণ পরে শোক সংবরণ করে বলিলেন, বৎসে! আমি এই রাজকুললক্ষ্মী! বহুদিবস পর্য্যন্ত তোমাদের আশ্রয়ে পরমসুখে ছিলাম। অদ্য নিশিপ্রভাতে তোমাদিগকে ত্যাগ করে যেতে হবে, এই কারণে কাতরা হয়েছি। এই বল্‌তে ব'লতে তিনি অন্তর্হিতা হইলেন; আর অমনি যেন চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হলো,

ধরণী কাঁপতে লাগলো, পৃথিবীস্থ জীবগণ তার স্বরে চীৎকার করে উঠলো। আমি ভয়ে বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকালাম; দেখি যেন শূন্য দ্বিধা হয়ে শত সূর্য্যের কিরণ প্রকাশিত হলো। আর একখানি হরিত বর্ণের সপ্ত অশ্ব যোজিত একচক্রবিশিষ্ট অপূর্ব্ব রথ আকাশ মণ্ডলে দৃশ্য হলো। তন্মধ্য হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বাহির হইলেন; তাঁহার দুই হস্ত, ত্রিনেত্র, রক্তবস্ত্র পরিধান, রক্তপদ্ম আসন, দক্ষিণ হস্তে পাশ, বামহস্তে শ্বেত শতদল। তিনি এসে আমার প্রাণনাথকে কোলে নিলেন, আর শূন্য পথে যেতে লাগলেন। আমি এই সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি দেখে কাতরস্বরে কেঁদে বললাম—ভগবান! আমার সর্ব্বস্ব ধনকে কোথা লয়ে যান? এতে দিননাথ হাসতে লাগলেন; কিন্তু আমার প্রাণনাথের চক্ষে জল আসিল। তিনি আমার কাতরতায় কেঁদে বললেন,—উর্ম্মিলে! পৃথিবীতে সুখ নাই; পার্থিব সুখের শেষ হয়েছে। যদি অখণ্ড অনন্ত সুখ প্রত্যাশা কর, তবে আমার সঙ্গে এস; আমি আহ্লাদে হস্ত প্রসারণ করলাম, আর অমনি বিভীষিকাময়ী নিদ্রা ভঙ্গ হল। সরলে! এ কাল স্বপ্নে নিশ্চয় আমার সর্ব্বনাশ হবে। এতদিনে বুঝি অযোধ্যার আশা ফুরাল! এতদিনে বুঝি স্বামীধনে বঞ্চিতা হতে হল; এতদিনে বুঝি দুর্ভাগিনীর কপাল ভাঙ্গলো।

গীত।

ভাঙ্গলো কপাল এত কালের পরে।
কব যাতনা কারে।
একাল অশুভ স্বপনে, সদা হয় মনে,
সর্ব্বনাশ আমায় হবে সত্বরে।
সদা নৃত্য করে দক্ষিণ নয়ন,
অন্ধকার যেন অনন্ত ভুবন, করি নিরীক্ষণ,—
সদা কম্পিত শরীর, জীবন অস্থির,
হাহাকার শব্দ যেন সংসারে!
কি সর্ব্বনাশ আবার হবে সংঘটন,
কত আছে পোড়া অদৃষ্টে লিখন,
বিধির বিড়ম্বন, বুঝি জীবনের জীবন, ত্যজিবেন
জীবন জন্মের মতন আমায় অনাথ করে।

উর্ম্মিলা। সরলে! আজ প্রাতে প্রাণনাথের মলিন বদন দেখে পর্য্যন্ত হৃদয় যেন দগ্ধ হচ্ছে। সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলার মনে কি আছে জানিনে।

সরলা। দেবি! আজ যুবরাজকে দেখছিনে কেন? তিনি কি কোথাও গিয়েছেন?

উর্ম্মিলা। না, মহারাজ তাঁকে কি জন্য ডেকেছেন, তাই প্রতিহারী এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে।

সরলা। এই যে যুবরাজ এই দিকে আসছেন। (প্রস্থান)

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। একি প্রিয়ে! কাঁদছিলে নাকি? প্রফুল্ল মুখ শুখিয়ে গিয়েছে; নিশাকর পীড়িত পদ্মিনীর ন্যায় শ্রীভ্রষ্টা হয়েছ। একি প্রিয়তমে?

উর্ম্মিলা। নাথ, আজ নানা চিন্তায় মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। কিছুই ভাল লাগছে না, সর্ব্বদা দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য করছে; যেদিকে তাকাচ্ছি সেই দিকেই অমঙ্গল চিহ্ন দেখছি। প্রকৃতি দেবী যেন শোক আবরণে আবৃতা রয়েছেন। কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা করতে পারছি না!

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে মনে যা লয়, কার্য্যেও তাই ঘটে! তুমি অমঙ্গল চিন্তায় কষ্ট পাচ্ছ; কিন্তু আজ অনিবার্য্য অমঙ্গল সংঘটিত হয়েছে।

উর্ম্মিলা। নাথ! কি হয়েছে শীঘ্র বল। আমি জনমদুঃখিনী, চিরদিন কেবল মনস্তাপে আর অমঙ্গল চিন্তায় কাল কাটালাম; আমার ভাগ্যে আবার কি অমঙ্গল ঘটলো? নাথ! শীঘ্র বলো, তোমার কথায় আমার হৃৎকম্প হচ্ছে!

লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে! বলতে বাক্য আসে না; না বলেই বা কি করি! আজ জনমের মত বিদায় লইতে এসেছি। জনমের শোধ তোমার চন্দ্রাননে দেখতে এসেছি। ক্ষণেক পরে এ জনমের তরে এ পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে।

উর্ম্মিলা। নাথ একি! যা ভাবতে নেই, যা মনে করতে নেই, তা কি মুখে আনতে আছে? দেব! আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি যে, জনম দুখিনীকে যন্ত্রনা দিতে এলে?

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে! তোমায় প্রবঞ্চনা করছিনে; প্রকৃত কথাই বলছি। মনোবেদনা বলবার আর স্থান নাই—আর পাত্র নাই—এই ভেবে বড় কাতর হয়ে বলতে এসেছি।

উর্ম্মিলা। সর্ব্বস্বধন! কেন আমায় বেষ্টিত অনলে দগ্ধ কর! তোমার অমঙ্গল আমার চক্ষে দেখতে হবে? নাথ! কি হয়েছে বল; আর অনল কুণ্ডে তিষ্ঠিতে পারি নে। আমার হৃদয় সহস্র বিষধরে দংশন করছে, আমার রক্ষা কর।

লক্ষ্মণ। প্রাণেশ্বরি! বলবো বলেই এসেছি। শর বিদ্ধ কুরঙ্গিনীর যন্ত্রনা অকাতরে দেখবো বলেই পাষাণ হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছি। প্রিয়ে! আজ প্রাতে একজন উদাসীন মহারাজের নিকট উপস্থিত হন, এবং এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়ে লন যে, আমাদের কোন গোপন পরামর্শ আছে; সে সময় যে কেহ আমাদের নিকট উপস্থিত হবে, তাহাকেই আপনার চিরদিনের মত ত্যাগ করতে হবে। মহারাজ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমাকে দ্বার রক্ষার্থে নিযুক্ত করেছিলেন। আমি সভয়ে প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম; কিন্তু অপার সাগরে কুজ্ঝটিকা আরম্ভ হলে যেমন পারের আশা থাকে না, দুর্গম কানন মাঝারে সন্ধ্যা হলে যেমন উদ্ধারের উপায় থাকে না; রিক্তহস্ত পথিকের সম্মুখে সিংহ উপস্থিত হলে যেমন জীবনাশা ত্যাগ করতে হয়, তেমনি আমার সম্মুখে হঠাৎ ক্রোধপরায়ণ দুর্ব্বাসা ঋষি উপস্থিত হলেন। প্রিয়তমে! সে অবস্থা স্মরণ হলে এখনও হৃদয় কেঁপে উঠে। মুনিবর আমায় এসেই বল্লেন,—লক্ষ্মণ! আমায় মহারাজ সন্নিধানে লয়ে চলো। আমি সকাতরে আদ্যোপান্ত মুনিবরকে বললাম। কিন্তু সামান্য কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা স্রোতস্বতীর প্রখর স্রোত রোধ করতে গেলে যেমন বেগে কাষ্ঠ খণ্ড ভাসিয়া যায়; গণ্ডুষ প্রমাণ জল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কুণ্ড নির্ব্বাণ ক'রতে গেলে যেমন নির্ব্বাণ না হয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়ে উঠে; তেমনি আমার কাতরতায় ক্রোধপরায়ণ মুনির ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। আমি মুনি কোপানলে সবংশে ভস্ম হবার ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মহারাজের নিকট গেলাম।

উর্ম্মিলা। তবে কি মহারাজ তোমায় চিরদিনের মত ত্যাগ করেছেন! নাথ, বর্জ্জন মরণ দুই ত সমান। হায়, আমি কোথা যাব? ভগবান! জনম দুঃখিনীকে, দুঃখ সাগরে কেন ভাসালে? অভাগিনীর সংসার কাননের একমাত্র আশ্রয় তরু কেন আজ কাল কুঠারের মুখে দিলে? আর সহ্য হয় না; হৃদয় বিদীর্ণ হলো, দৃষ্টি লোপ হলো, সংসার শূন্য হলো। (পতন ও মূর্চ্ছা)।

লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে! প্রাণাধিকা! উঠ; মধুরস্বরে মধুমুখে, মধুর সম্ভাষে, বিদায় দাও। জনমের শোধ ঐ মধুর স্বর শুনতে এসেছি, জনমের মত ঐ মধুর ছবি দেখতে এসেছি। চন্দ্রাননে! গা তোলো।

গীত।

আর কত কপালে আছে জানিনে।
একি হলো বিদায় লতে এসে,
জ্ঞান হারাইলেন প্রাণেশ্বরী,
এমন সুখময়ী সুবর্ণ প্রতিমা,
আমি ফেলিলাম শোক হুতাশনে॥
এও দেখিতে হলো নয়নে।
একবার জনমের শোধ প্রাণনাথ বলে,
আমায় ডাক ঐ বিধুবদনে,
চিরশান্তি দাও অশান্ত মনে॥

উর্ম্মিলা। নাথ! কেন আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে? মনে করেছ কি তোমা অভাবে জীবিত থাকবো? নাথ! আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন হলো? মহারাজ! কেন আমার বক্ষে নিদারুণ

শূল হান্‌লেন? কেন এ অভাগিনীর একমাত্র হৃদয়রত্ন অকূল সাগরে বিসর্জ্জন করলেন? তুমি তাঁর চরণে তো অনুমাত্র অপরাধ করনি।

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে! মহারাজ কি আমায় স্বেচ্ছাক্রমে বর্জ্জন করছেন। তিনি যে আমায় জীবন অপেক্ষা স্নেহ করেন; কিন্তু তিনি কি করবেন? সকলই বিধাতার বিধান। আমায় ত্যাগ করতে হবে এই ভাবনায় ভূতলে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। হায়! আমার জন্য হয় তো ভগ্নচিত্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন; আমার অপদার্থ জীবনের জন্য হয়তো তাঁহার অমূল্য জীবন যাবে।

ঊর্ম্মিলা। নাথ, মহারাজ সর্ব্বজ্ঞানী হয়ে, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে এমন প্রতিজ্ঞায় কেন বদ্ধ হলেন? এমন সত্য কেন করলেন?

লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে! সত্যই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা সত্য রক্ষা না করেন, তাঁহার জীবন ধারণ বিড়ম্বনা; তাহার রাজ্য ঐশ্বর্য্য, ধন, সুখ, সম্পত্তি সমস্তই বৃথা। বিশেষতঃ, পরের রসনার প্রতি যাঁহাদের সতত দৃষ্টি রাখতে হয়; সকলের মনরঞ্জন যাহাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম; সাধারণের মঙ্গলাশা যাঁহাদের জীবনব্রত; তাঁদের স্বাধীনতা থাকে কৈ?

ঊর্ম্মিলা। নাথ, মহারাজ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তোমাকে ত্যাগ করেছেন, তা বুঝেছি। তাঁর আদেশ পালন করে সত্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু এ অধিনী অনেক সহ্য করেছে, চিরকাল মর্ম্মপীড়ায় পুড়ছে। এক্ষণে প্রসন্ন মনে সঙ্গে যেতে অনুমতি কর।

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে, তোমার নাকি স্ত্রীবুদ্ধি তাই এ প্রবৃত্তি হয়েছে। তুমি গেলে, মাতৃগণের ও ভ্রাতৃগণের নিদারুণ শোক কে শান্ত করবে? বিশেষতঃ, লব কুশ আমার মাতৃহীন; তারা অবিশ্রান্ত ধূলায় পড়ে মা মা বলে রোদন করছে এক্ষণে তুমিই তাহাদের মাতৃস্থানীয়া; তোমা বিহনে কে তাহাদের ক্ষুধার সময় আহার দেবে? কে তাদের কাতরতায় শান্ত করবে? কে তাদের মুখের দিকে চাবে?

ঊর্ম্মিলা। নাথ! তোমা বিহনে কি করে সংসারে থাকব? নাথ! আর কষ্ট দিওনা। অনেক কষ্ট পেয়েছি, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। যখন পিতৃ সত্য পালনে ভ্রাতার সহিত বনে গিয়েছিলে, তখন যে আশা ছিল? আশায় নির্ভয় করে তোমার বিরহ সহ্য করেছিলাম; এখন চির বিচ্ছেদ কি করে সব? তোমা বিহনে নিশা পীড়িত কমলিনীর ন্যায় কতদিন শ্রীভ্রষ্টা হয়ে থাকব? কমলিনীর আশা আছে সূর্য্যদেব উঠবেন; কিন্তু আমার হৃদয় সরোজের দিনকর যে চিরকালের মত অস্তাচলে চললেন!

গীত।

সব সাধ ফুরাল বিধি বাদ সাধিল,
কি বিষাদ হল, কপালে এই ছিল।
পতি বিনে এভবনে কেমনে রব কোন প্রাণে,
বিজন কানন সমান সকল॥
হারা হয়ে শিরোমণি প্রাণ কভু, রাখে কি ফণী,
নয়নতারা হারা হয়ে প্রাণ রবে কোন সুখাশয়ে,
সব আশা ভরসা অকূলে ভাসিল।

ঊর্ম্মিলা। (স্বগত) হায় এ অভাগিনী, কোথায় যায়? কার কাছে দাঁড়ায়? একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসা যে পতি, পৃথিবীর সার রত্ন, জীবনের সর্ব্বস্ব ধন স্বামী, তিনি যদি বিমুখ হলেন, তিনি যদি চরণে ঠেলেন, তবে আর সংসারে কে আছে? হা প্রাণনাথ! বহুদর্শী হয়ে বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে অবলার মনোকষ্ট বুঝলেন না? (প্রকাশ্যে) নাথ! মিনতি করি, শ্রীচরণাশ্রিতাকে বঞ্চিতা করবেন না।

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে, তুমি বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী; তোমাকে প্রবোধ দিতে হয় এই আশ্চর্য্য! আমি জানি, প্রভঞ্জনের বল যত কেন প্রবল হ'কনা, কমনীয়া মাধবীকে স্থান ভ্রষ্ট করা তার সাধ্য নয়; স্রোতের বেগ যত কেন তীব্র হ'কনা, কমলিনীকে মগ্ন রাখা তার সাধ্য নয়; প্রিয়ে শোকের দারুণ বেগ আপা-

ততঃ সহ্য হবেনা। পরে বুঝবে, তোমার জীবন কত মূল্যবান।

উর্ম্মিলা। দেব, অবলা কুলবালার ক্ষীণ বুদ্ধি বলেই কি এই প্রকারে প্রবোধ দিতে হয়? প্রভঞ্জন যদি বিশাল রসাল তরুকে ধরাসায়ী করলে, তবে তদাশ্রিতা মাধবী কি করে স্বস্থানে থাকবে? নাথ! তুমি আমার সর্ব্বময়; তোমা বিহনে কখনই জীবিত রবনা। তোমার স্থান স্বর্গ ই হোক, নরকই হোক, সুখের হোক, দুঃখের হোক, সুগম হোক, দুর্গম হোক, বিজন হোক, জনপূর্ণ হোক, দাসীও শ্রীচরনের সঙ্গী। নাথ! এ জনমে কখনই তোমার আজ্ঞার বিপরীত বাদী হইনি; কিন্তু আজ তোমার আজ্ঞা অবহেলন করবো। কখনই তোমার শ্রীচরণ ছাড়বোনা; দাসী আজ অবাধ্য হয়েছে, দাসী আজ মুখরা।

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে! তুমি যে জীবিতানন্দদায়িনী সত্যরূপ সুধা প্রসবিনী; তোমার কথা একটীও অযৌক্তিক নয়। কল্পলতিকা সুফলই প্রদান করেন; চন্দ্র হতে সুধাই নিসৃত হয়; তোমার কথা, অশেষ সুখের, অনন্ত মঙ্গলের তা আমি জানি! অকূল শোকার্ণবে কনক পদ্মকে ভাসালাম; অপার মরুভূমিতে স্বর্ণলতা রোপণ করলাম তাও জানি; কিন্তু প্রিয়ে, তোমার জীবনে যদি কতকগুলি অনাথ শিশুর জীবন রক্ষা হয়, কতকগুলি শোক দগ্ধ গুরুজনার জীবন থাকে তাকি তোমার কর্ত্তব্য নয়? ভ্রাতা ভরত শত্রুঘ্ন, বধূ শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবী, মাতা কৈকেয়ী অদ্যাপিও নন্দীগ্রাম হতে ফিরেন নাই; তাঁরা থাকলে অনেক ভরসা থাকতো! এক্ষণে কি তোমা সদৃশ দয়াময়ীর নিদয়া হয়ে এই সন্তাপ জারিত রঘুকুলজনকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য?

উর্ম্মিলা। প্রাণবল্লভ, আমার যখন অন্তরে শান্তি নাই আমি কেমন করে অন্যকে শান্ত করবো? নাথ! বল দেখি, আমি যখন নিদারুণ শোকে হা নাথ! হা নাথ বলে কাঁদবো, তখন আমায় কে শান্ত করবে? মস্তকবিহিনা কি করে অন্যকে প্রবোধ দিবে? নয়নহীনা কি করে অন্যের সুখান্বেষণ করবে? নাথ! তোমার মুখে শুনেছি, তুমিই আমায় পূর্ব্বে বলতে যে, সংসারে স্ত্রীই সুখ দুঃখের এক মাত্র আশ্রয়। স্ত্রী স্বর্গের সোপান, সুখের আলয়, শান্তির আধার; ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীই মূর্ত্তিমতি সুখ। স্ত্রী যদি ইহপরলোকের সুখদাত্রী হয়, তবে কেন সে সুখে বঞ্চিত হয়ে একাকী পরলোক গমন করছো? আর স্ত্রী যদি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, তবে তোমার সত্য রক্ষা হলো কৈ? আমি জীবিত থাকলে অর্দ্ধাঙ্গে তোমার জীবিত থাকতে হলো? নাথ! চরণে ধরি বিনতি করি দাসীকে সঙ্গী কর; দাসীকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে রেখে যেওনা।

গীত।

অনাথিনী করে চলিলে কোথায় (হে)।
কি দোষে অধিনী দাসী দোষী তব পায় (হে)॥
বল বল গুণ নিধি, এ তব কেমন বিধি,
সন্ন্যাসিনী করে মোরে লতেছ বিদায় (হে)॥
নয়নতারা হারাইয়ে, শিরো রত্ন বিসর্জ্জিয়ে,
প্রাণ ধনে বিদায় দিয়ে রব কি আশায় (হে)॥
দিওনা অন্তরে ব্যাথা, লয়ে চল যাবে যথা,
অভাগিনী বলে যেন, হওনা নিদয় (হে)॥

উর্ম্মিলা। প্রাণনাথ, তুমি আমায় যত উপদেশ দাও যত প্রবোধ দেবার চেষ্টা কর, আমার অন্তর কিছুতেই প্রবোধ মানবে না। তোমা অভাবে দাসী কিছুতেই সংসারে রবে না। নাথ, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব ধন, জীবনের জীবন, দেহের মস্তক নয়নের মণি। তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে নাথ? প্রাণাধিক! বল দেখি, আশ্রয় তরু বিনষ্ট হলে, লতা কি থাকে? চন্দন তরু নীরস, মরুভূমিতে রোপিতা হলে কি সে তিষ্টিতে পারে? উষ্ণ প্রস্রবণের অগ্নিময় জীবনে জীবগণ কত ক্ষণ জীবিত থাকে? জল শুষ্ক হলে মীনের কি প্রাণ রয়? যে দেশে সূর্য্য দেবের উদয় নাই তথায় কি কমলিনীর জীবিত

থাকবে? আমাদের এ পাষাণময়ী হৃদয়ে আর শোককীট প্রবেশ করতে পারিবেনা। পর্ব্বতে বজ্র পতন হয়ে কি করবে! ভগ্নি! আমরা তো শোকের পসরা মাথায় করেছি; শোকানলের অসহ্য বেগে হৃদয়াধার ভস্ম হ'য়ে গিয়েছে? আর কি ধারণা শক্তি আছে যে, লক্ষ্মণ বিয়োগ শোকে অভিভূত হব? হা অতি বড় যে শত্রু সেও যেন রাজরাণী, রাজমাতা মা হয়, অতি বড় শত্রুও যেন এত মনস্তাপ না পায়।

সুমিত্রা। দিদি—আমার লক্ষ্মণ কোথা যায় দেখ! আমার সর্ব্বস্বধন জনমের মত কোথা গেল! হাঃ—লক্ষ্মণ কোথা যাবি বাবা —লক্ষ্মণ! বাবা! দিদি আমার লক্ষ্মণ—দিদি আমার লক্ষ্মণ—ফুরালো,—দিদি আমার—

(পতন ও মৃত্যু)

কৌশল্যা। লক্ষ্মণ, বাবা! শীঘ্র এসো। দেখছ কি? সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ হলো, নাই;— সুমিত্রা নাই, প্রাণাধিকা ভগ্নী নাই; সুমিত্রা! ভগ্নী?

লক্ষ্মণ। মা, মা, কোথা গেলে মা! অভাগা সন্তানকে কোথা রেখে গেলে মা! মাগো' কথা কও! মা আমার একবার লক্ষ্মণ বলে ডাক মা! মা তোমার দুর্ভাগা লক্ষ্মণ বিদায় নিতে এসেছে, বিদায় দাও। মা, এক বার জনমের মত কোলে কর মা? মাগো কোথা গেলে!

গীত।

মা তুমি আজ কোথায় গেলে ত্যজিয়ে আমায়।
তুমি ভিন্ন কে আর আমার আছে এ ধরায়॥
জননী স্নেহ ভুলিয়ে, সন্তানে কোথা রাখিয়ে,
জনমের শোধ কি লাগিয়ে লইলে বিদায়।
বিদায় নিতে কি দায় হলো,
মা আমার আজ কোথায় গেল,
সব সাধ ফুরাইল, হায় হায় হায়॥

লক্ষ্মণ। এ বিপদে আমার কে আছে? হায়! আমার কেউ নাই! এ পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে কি কেউ নেই! মা আমার আমার জন্য জীবন ত্যাগ করলেন, কাঙ্গালিনীর মত ধূলি শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আমি রইলাম। এ দেখেও আমার মরণ হলো না! হায়, আমি এই মাতৃবিনাশের কারণ হলাম! মাগো! যত্নার্জ্জিত কল্পতরুতে এমন বিষময় ফল প্রদান করবে তা আপনি কেমন করে জানবেন? সুসন্তান লালন পালন করলে পরিণামে সুখ বর্দ্ধনের আশা থাকে! কিন্তু আপনি না জেনে এই কালসর্পকে অমৃত পানে প্রতিপালন করেছেন। এক্ষণে আমি গুরুতর দংশন করলাম, এর বিষম বিষে আপনি জীবন ত্যাগ করলেন। হায়! আমা কর্তৃক কি এই অপরিশোধনীয় মাতৃঋণের পরিশোধ হলো! (শবদেহ উত্তোলন করিতে করিতে) মা, মাগো! হায় আমার বাহুবলে পর্ব্বত উৎপাটন করেছি! যে বাহুবলে, ভীষণকায় রাক্ষসগণকে নিমেষ মধ্যে সংহার করেছি, সেই বাহু আজ আমার শোকক্লিষ্টা জননীর মৃতদেহ উত্তোলনে পারক হলোনা! কি উপায়ে মাকে আমার সরযূ তীরে লয়ে যাই? হায় এমন বিপদ কারুতো হয় না? মাকে কি আমার সরযূতীরে লয়ে যেতে পারবোনা? আমার কে এমন বন্ধু আছেন? কে এমন সহায় আছে যে, এই বিপদ কালে সহায়তা করে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সরযূতীরে।

(লক্ষ্মণ এবং কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ।)

(সকলে একত্রে) জয়রাম শ্রীরাম।

প্রথম সৈনিক। রাজা আমাদের অনাথ করে কোথা চললেন! আর কার বশ্যতা স্বীকার করবো। কার অধীনতায় সুখী হব!

লক্ষ্মণ। সেনাপতি! বিধাতার লিখন

লক্ষ্মণ। মা, আর কি বলবো মা! মা যে সর্ব্বনাশের আশঙ্কায় কাতরা হয়েছেন, তাই ঘটেছে। আপনাদিগের রামচন্দ্রেরই সর্ব্বনাশ। মা। আজ একজন সন্ন্যাসী এসে মহারাজের সহিত এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়ে লয় যে, তাঁহাদের কথা বর্ত্তার সময় যে কেহ উপস্থিত হবে তাহাকেই পরিত্যাগ করতে হবে। ইহাতে মহারাজ আমাকেই দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমার ভাগ্য দোষে, সেই সময় ক্রোধপরায়ণ দুর্ব্বাসা ঋষি এসে উপস্থিত হলেন। আমি মুনি কোপানলে সবংশে ভস্ম হবার ভয়ে মহারাজের নিকট উপস্থিত হলাম, মহারাজ আমাকে দেখে বজ্রাহত জনার মত অচৈতন্য হলেন, আমি অনুচরবর্গকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করে দিয়ে কায়মনোবাক্যে তাঁর চরণ বন্দন করে, সত্য এবং ধর্ম্ম রক্ষার্থে জনমের চল্লাম। মাগো! জনমের শোধ আপনাদিগেরে শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি, বিদায় প্রার্থনা করি।

সুমিত্রা। হা লক্ষ্মণ, হা পুত্র, হা হৃদয় সর্ব্বস্ব। সত্য সত্যই কি তুই সত্য রক্ষার জন্য জীবন ত্যাগ কর্‌বি! সত্যই কি জনমের মত এ হতভাগিনীকে ত্যাগ কর্‌বি! সত্যই কি তুই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বি,! দিদি! আমার লক্ষ্মণ;—আমার সর্ব্বস্ব ধন,—(কণ্ঠরোধ)।

কৌশল্যা! ভগ্নি কি জন্য কাতরা হচ্ছো! মনে করেছো কি লক্ষ্মণ অভাবে অযোধ্যায় থাকতে হবে? চল গৃহে আগুন দিয়ে লক্ষ্মণ আমার যে পথে যাবে আমরাও সেই পথে যাব; লক্ষ্মণ আমার যেখানে আমরাও সেইখানে। রাম এমন স্বার্থপর, এত নিষ্ঠুর; আমি, মহাপাপিনা তাই এমন পাপময় পুত্রকে গর্ভে ধরেছিলাম; নরাধম, নিষ্কারণে, লক্ষ্মীরূপা জনকনন্দিনীর প্রাণবধ করেছে। এক্ষণে আবার সর্ব্ব গুণাধার ভ্রাতাকে অকারণে বর্জ্জন কর্‌লে। এত দিনে জানলাম, তা হতেই আমাদের সকল সর্ব্বনাশ ঘটেছে। নতুবা, যে ভ্রাতা সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সেই পামরের সহিত বনবাসী হয়েছিল, চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় তার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল; স্বীয় জীবন দিয়ে পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যোদ্ধার করেছিল, তার কি এই ফল? এইটে কি ভ্রাতৃ স্নেহ? এইটে কি সৌভ্রাত্র?

লক্ষ্মণ। মা, আপনি বৃথা তাঁহার দোষারোপ কর্‌ছেন। এমন স্নেহময় ভ্রাতা আর কি কারু হবে! এমন করুণাময় আর কখন পৃথিবীতে জন্মেছে, না—জন্মাবে! মা তিনি কি করবেন? সত্যের অনুরোধে সকলি কর্ত্তব্য; আমার জন্য তাঁর যে কি অবস্থা হবে ভগবান জানেন।

কৌশল্যা। লক্ষ্মণ, রামের জীবনের কি এত মায়া! সে ত রাজা! সে ত ক্ষত্রিয় সন্তান! সে ত সূর্য্যকুলোদ্ভব! যে লক্ষ্মণ জীবন পণে তার উপকারে ব্রতী হয়েছিল! সে তার প্রাণ রক্ষার জন্য স্বীয় জীবন দিয়ে কেন সত্য পালন করলে না!

লক্ষ্মণ। মা, আমার শোকে হয়তো অদ্যই তাঁর জীবনান্ত হবে; আমায় ত্যাগ করে তিনি যে যন্ত্রণায় আছেন তা তিনিই জানেন।

কৌশল্যা। হা ভাগ্য! তোতে এত লেখাও ছিল? রে বিধাতঃ! তুই আর আমাদের কি কর্‌বি? তোর মনে যত ছিল সব হয়েছে, তোর উপদ্রব সহ্য করে আমাদের অন্তরাত্মা পাষাণ হয়ে গিয়েছে! তোর কুটিলতায় আমরা প্রাণসম রাম লক্ষ্মণ ও মা জানকীর বনবাস সহ্য করেছি! তোর নিষ্ঠুরতায়, ইন্দ্রতুল্য পতির বিয়োগ যাতনা সহ্য করেছি, তোর কঠিনতায় জনকনন্দিনীর নিদারুণ মৃত্যু সয়েছি। আবার মনে করেছিস কি লক্ষ্মণের বিয়োগ সহ্য করবো? আর তোর সাধ্য নাই যে, আমাদের যন্ত্রণা দিস। তুই নাকি স্বয়ং দগ্ধ তাই সকলকে দগ্ধ করিস। তোর এত সাধ! কিন্তু তুই জানিস আমরা ক্ষত্রিয়কুলমহিলা? আমরা বীরপত্নী; বীরপ্রসূতী? এ প্রাণ আমাদের নখাগ্রবৎ ত্যজ্য বস্তু; সুমিত্রে! ভগ্নি! কেন কাতরা হও? এ শোক সাগরে বাড়বানলের তেজ কতক্ষণ

থাকা নিশ্চয় সম্ভবে? প্রাণবল্লভ! নিস্তব্ধ হলে যে? তুমি জেন আমি নিতান্তই তোমার সঙ্গ ত্যাগ করবে না, তুমি যেখানে যাবে দাসী তোমার সঙ্গিনী, ছায়া যেমন দেহের অনুগামিনী, তেমনি উর্ম্মিলা তোমার অনুবর্ত্তিনী।

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে! আমি সব জানি। পৃথিবীতে যদি কিছু সুখের থাকে তবে সে স্ত্রী; যদি কিছু আনন্দের থাকে তবে সে স্ত্রী, যদি কিছু ধর্ম্ম থাকে তবে সে স্ত্রী। স্ত্রী সুখের সোপান, আনন্দের আধার, ইহ জীবনে স্ত্রীই সর্ব্বময়ী। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই বিমল সুখে বঞ্চিত হতে হচ্ছে! যদি এমন আশা থাকতো আবার প্রত্যাগত হব, আবার প্রিয় সমাগমে সুখী হব, তবে তোমায় সঙ্গিনী করতাম। আর তো প্রত্যাগমনের আশা নাই, তবে জনমের মত চললাম? জনমের তরে সুখ আশা ফুরাল।

উর্ম্মিলা। প্রাণেশ্বর! তোমা অপেক্ষা এ পাপ প্রাণের কি এত মায়া? মায়াইবা কিসের? যিনি আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন তিনি যদি চল্লেন, তবে আর কার উপর মায়া হবে?

গীত।

আজ আমার এ সংসার অন্ধকার হইল।
কি মায়া আর এ জীবনে জীবন ধন যদি চলিল/
যাঁর জন্য এ প্রাণ রাখা বিহনে সেই প্রাণ সখা,
সতীর গতি প্রাণ পতি, অভাবে ভবে,
কার বাসনা হয় জীবনে সব যদি ফুরাইল।

উর্ম্মিলা। নাথ, আর আমায় মর্ম্মপীড়া দিও না। আমি নিশ্চয় বলছি, যখন আমার এমন সর্ব্বনাশ হয়েছে, তখন তিলার্দ্ধ তোমার নয়নের অন্তর হতে দেব না। যদি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না কর, তবে এখনি ঐ পদ প্রান্তে প্রণান্ত করে সকল যাতনা, সকল সন্তাপ দূর করবো!

লক্ষ্মণ। প্রাণাধিকা, যদি প্রাণকে এত তুচ্ছ বোধ হয়ে থাকে, স্বামী সহগমন যদি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করে থাক, তবে চল; আর বঞ্চনা করব না। সত্বরে মাতৃগণের চরণ বন্দন করে বিদায় গ্রহণ করে আসি।

উর্ম্মি। চল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৌশল্যার কক্ষ।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা উপবিষ্ট।

(লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলার প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। মাগো প্রণাম করি!

কৌশল্যা। এস বাবা। একি বধূমাতার সঙ্গে বিষন্ন বদনে কেন এলে? একি বাবা মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, বদন কমল নয়ন সলিলে ভাসছে। বল বাবা কি হয়েছে? মা বধূমাতা! তুমি বল মা আবার এ সর্ব্বনাশীর ভাগ্যে কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে?

সুমিত্রা। লক্ষ্মণ! কি বলবে বলে এসে একে বারে হত জ্ঞান হলে কেন? বাবা, তোমার মলিন বদন আর বধূমাতার নীরব রোদন দেখে, আমার অন্তরাত্মা দগ্ধ হচ্ছে। বাবা, কি হয়েছে শীঘ্র বল। জীবন ধন রামতো আমাদের ভাল আছে? তার তো কোন অমঙ্গল হয়নি।

গীত।

আমায় বলরে কেন আজ বিরস বদন;
কি কারণ এমন হলি জীবন ধন।
কিজন্য দুঃখ মনে, বিষন্ন কি কারণে,
নিরধার দু'নয়নে, শুখাল চন্দ্রানন॥
ঘটিল কি অলক্ষণ, বলরে আমায় লক্ষ্মণ,
কুশলে আছে তো রাম নীলরতন।

সুমিত্রা। লক্ষ্মণ, নিদারুণ সীতা শোকে, রাম আমার অবিরাম রোদন করছেন, তাঁর শরীর তো ভাল আছে।

খণ্ডন হবার নয়; আমার অদৃষ্ট যে প্রকার সেই প্রকার ঘটলো?

দ্বিতীয় সৈনিক: কি আপনার গ্রহ-বৈগুণ্যে ঘটেছে? এমন নিষ্ঠুর বাক্য! আর আমরা কাকে লইয়া রাজ্যে বাস ক'রব। যে রাজ্যে রাজা নাই, সেই অরাজক রাজ্য পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সুতরাং, আমরা এই রাজাহীন অযোধ্যাপুরী পরিত্যাগ ক'রে কুমার যে পথে যাবেন আমরাও সেই পথে যাব। আর কি আশায় রাজ্যে বাস ক'রব? ইচ্ছা হয়, এখনই এই অযোধ্যা সমূলে উৎপাটন ক'রে সরযূনীরে নিক্ষেপ করি।

৩য় সৈনিক। যুবরাজ! কেন আমা-দিগকে ত্যাগ করে চিরজনমের মত বিদায় গ্রহণ করেন। আমরা কার মুখ চেয়ে এই রাম-লক্ষ্মণ হীন অযোধ্যায় থাকবো! কে আমা-দিগকে সন্তান বাৎসল্যে লালন পালন ক'রবে? অকারণে কেন এই নিদারুণ শেলাঘাত ক'রলেন? আর আমরা ভবনে ফিরিব না; এই পুণ্যসলিলা সরযূ জলে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে সকল দুঃখ, সকল জ্বালার অবসান করি।

লক্ষ্মণ। বৎসগণ! তোমরা বৃথা কেন আমার জন্য রোদন কর? তোমরা সকলে সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন কর। অদৃষ্ট-লিপি খণ্ডন করে কার সাধ্য! আমার অদৃষ্ট দোষে এই ঘটনা ঘটেছে। তোমরা ভবনে প্রত্যাগমন করতঃ ভক্তবৎসল ভগবানের সেবা শুশ্রূষা কর। দেখ, তিনি যেন আমার জন্য আর রোদন না করেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা সান্ত্বনা ক'রবে এবং সর্ব্বদা নিকটে থাকবে। হায়! আমা বিহনে তাঁর যে কি দশা হইবে অন্তর্যামী যিনি তিনিই জানেন।

সকলে। কুমার! আর কি সুখে আমরা গৃহে যাব? কার মুখ চেয়ে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলব। কে আমাদিগকে শোকে সান্ত্বনা ক'রবে? এক্ষণে আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়। আর আমরা অন্ধকারময় রাজ্যে ফিরিব না।

লক্ষ্মণ। বৎসগণ! বৃথা কেন অনুতাপ কর। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা ঘটিবেই। যাও পুর প্রত্যাগম পূর্ব্বক পৌরজনকে সান্ত্বনা করগে।

সকল। প্রভু! প্রণাম হই।

(সকলের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। আজ পূর্ব্বস্মৃতি একে একে সকলই মানস পটে অঙ্কিত হচ্ছে। আহা! সেই সুখময়ী স্মৃতির মধুর আলিঙ্গন কি মধুর! যতই ভাবিতেছি, মন যেন ততই আনন্দিত ও উৎসাহিত হ'চ্ছে। আজ আবার সেই শৈশব লীলায় তাড়কাসুর বধ, হরধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি একে একে সকলই মনে পড়িতেছে। মনে পড়ে, এইরূপে একদিন বনগমন কালে মা জানকীর সহিত এমনই ভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগামী হয়েছিলাম। সেই সরযূতীর, সেই বন ভ্রমণ সকলই আজ অনন্ত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ বোধ হইতেছে। মনে পড়ে, এইরূপে এইবেশে একদিন শ্বাপদ সঙ্কুল বনমাঝে ধনুর্ব্বাণ হস্তে প্রহরী নিযুক্ত ছিলাম। বৃক্ষে পত্রের পত্ পত্ শব্দ, মর্ম্মর শব্দ, বাতাসের স্বন্ স্বন্ শব্দ, নিশাচর বন্যপশু ও পক্ষীগণের শান্তিময়ী রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদী বিকট চিৎকার শব্দে যখন একান্ত ভীত হইতাম, একমাত্র মা জানকীর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে সকল ভয়, সকল আশঙ্কা দূর হ'ত। আজ আমার সেই আনন্দময়ী মাতা সকল জ্বালা ভুলিয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। মনে পড়ে, একদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে রাঘবের সহিত 'হা সীতা' হা সীতা, করে সমস্ত বন প্রদেশে কেঁদে কেঁদে ঘুরিতে হয়েছিল। জীবনের সেই এক ভয়াবহ দিন। মনে পড়ে, বনভ্রমণ কালে যখন আতপতাপে ক্লিষ্ট হয়ে কুটীরে প্রত্যাগমন করেছি, আমার স্নেহময়ী লক্ষ্মীরূপিণী মা কতই দুঃখিতা, কতই কাতরা হয়ে স্নেহ করিয়াছেন, কত কাঁদিয়াছেন। আমার সেই স্নেহময়ী মা আজ কোথায়? মনে পড়ে, যে দিন দুর্জ্জয় দশাননের শক্তি-

শলে চেতনাহীন হ'য়ে ধূলি শয্যায় শায়িত ছিলাম সেই কি ভয়ানক দুর্দ্দিন! ভকত-বৎসল রাম 'হা লক্ষ্মণ, হা লক্ষ্মণ' বলে কতই রোদন করেছিলেন! আর যেদিন দুরাত্মা মেঘনাদ মায়া সীতা বধ করে সকলকে শোকা-ভিভূত করেছিল, সেই কি এক বিষম দুর্দ্দিন। বনবাসে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগেও মন এক মুহূর্ত্তের জন্য ও বিচলিত হয় নি। পাতালে মহীরাবণের গৃহে কতই কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও তিলেকের নিমিত্ত কষ্ট বোধ করি নাই। আজ কেন মন এত অপ্রফুল্ল, এত বিষন্ন, এত ভগ্নোৎসাহ হচ্ছে! আজ জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে কেন এত অসুখী হচ্ছি? অথবা মৃত্যু ভয়ই ইহার কারণ। কিংবা জীবন দুঃখময় বলিয়া শেষ মুহূর্ত্তও দুঃখে অতিবাহিত হবে। জীব-নের আশা আজ ক্রমে লোপ হ'ল। রাজ-চক্রবর্ত্তী দশরথের তনয় হইয়াও চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতে হইল। আমার সকলই ছিল, কিন্তু কপাল দোষে সকলই হারাইয়াছি। ইন্দ্র তুল্য পিতা; স্নেহময়ী, করুণাময়ী মাতা, ভ্রাতৃ-জায়া, দেবতুল্য ভ্রাতা—সকলই আমার ছিল; কিন্তু এক্ষণে আমার কিছুই নাই। যার অপার করুণায় চিরকাল পালিত; যার স্নেহ অনন্ত, দয়া অসীম; যিনি বিপদে সম্পদের সহায়; যিনি নিজ জীবনাপেক্ষা স্নেহ করিতেন; সেই অপার করুণা পারাবার ভক্তাধীন ভগবান যখন আমাকে চির জীবনের মত বর্জ্জন করিয়াছেন তখন আর কি আশায়, কোন সুখ ভোগ লাল-সায় জীবন ধারণ করিব; যাহাকে দেখিলে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিলে অশেষ পাপে মুক্ত হওয়া যায়; যিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজারঞ্জন করিতে কুণ্ঠিত নন; সেই সত্যের আধার, করুণার উৎস যখন আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন, তখন আর কি লয়ে সংসারে থাক'ব? মা! সংসারতপ্ত জীবগণের পতিমুক্তি-দায়িনি। এই অধম সন্তানকে ক্রোড়ে স্থান দিও মা! আমি আজ মাতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত; অযোধ্যাবাসী সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। মা পতিতোদ্ধারিণি! অনন্যোপায় অশরণজনের গতিবিধায়িনি! তুমি যেন বিমুখ হ'য়ো না।

(ঝম্প প্রদান।)

(রামের প্রবেশ।)

রাম। ভাই! দাঁড়াও; আমিও তোমার অনুগামী হব। আর কি সুখে জীবন ধারণ ক'রব। জীবনের শেষ একমাত্র আশা প্রদীপ প্রাণের লক্ষ্মণও সরযূ সলিলে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'য়েছে। আমার হৃদয় এক্ষণে অন্ধকার। আর আশা কি? মাতর্গঙ্গে! পতিতকে স্থান দান কর।

(ঝম্প প্রদান।)

যবনিকা পতন।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন যাত্রা সমাপ্ত।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজেশ্বর রাজার সিংহাসন-সমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণীকুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয়বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ নর-নারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপানদেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকা এবং কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত। বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রাম ও নগরে কুইনাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

ইংরেজ-রমণীর পত্র।

নয় মাসের জ্বররোগ হইতে অব্যাহিত লাভ।

পঞ্জাবের লাহোরনিবাসিনী ইংরেজমহিলা শ্রীমতী হারিস রজার্স ইংরাজিতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ,—"বিজয়া বটিকা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। নয় মাস কাল জ্বরে ভুগিতেছিলাম, কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,—এই অতি অল্প মূল্যের বটিকা দ্বারা আমি ডাক্তারি চিকিৎসার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

বিজয়া বটিকা রাজা কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

ঢাকার সেই ভূতপূর্ব্ব বান্ধব সম্পাদক,—বঙ্গসাহিত্যের সেই সর্ব্বপ্রধান-সংস্কারক, রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন,—দেখুন না কেন?

"আপনার বিজয়া বটিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমার উপদেশক্রমে অনেকেই ব্যবহার করিয়াছে এবং ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছে। ঢাকা-ভাওয়ালের রাজা বিজয়া বটিকার নিতান্ত পক্ষপাতী। রাজা বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া নিজে বিশিষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন এবং পোষ্যপরিজনের মধ্যে অনেককে উহা সেবন করাইয়া উপকারিতা-দর্শনে প্রীত হইয়াছেন। এবার শারদীয় পর্ব্বাবকাশের একটুকু পূর্ব্বে রাজার সহিত আমার বিজয়া বটিকার কথা লইয়া আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি শত মুখে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

---

৭৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্কা সালসা।

এই মহাশক্তিরূপা বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়া দেহ এবং মনকে শক্তি-সম্পন্ন কর।

ইহা ঠিক সালসা নহে, তবে সালসার নাম না দিলে, ইহার গুণাবলীর বিষয় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না, সেই জন্য সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজিভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, এই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নাম তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে বাধ্য হইলাম, নচেৎ উপায় নাই। বলুন দেখি, সোমরস নাম দিলে সাধারণে কি বুঝিবেন?

হাতীমার্কা সালসার মূল্যাদি।

অগ্রিম কিছু মূল্যাদি না পাঠাইলে, আমরা হাতীমার্কা সালসা ডাকে ভ্যালুপেবেলে বা রেল-পার্শেলে পাঠাই না।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং আধপোয়া শিশি	॥৵০	॥০	৵০
২নং একপোয়া শিশি	১৶০	৸০	৶০
৩নং দেড়পোয়া শিশি	১॥৵০	৶০	৶০

ভ্যালুপেবেলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। তিন বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেল-পার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্র লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২টার হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা,—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯॥০ সাড়ে উনিশ টাকা, বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৭৲ সাত টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲, ২৲, ৩৲ বা ৪৲ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেল-পার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন্ রেল-ষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন। ইহা ব্যতীত আপন নাম, ধাম পোষ্টাফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২ নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸০ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ পাঁচ টাকা। রেল-পার্শেলে ঔষধ লইলেই সুবিধা। প্যাকিং চার্জ্জ আট আনা।

১ নং এক ডজন সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা, ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৪৲ চারি টাকা। রেল-পার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। রেল-প্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ দিন সেবনীয়; ২ নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়। ৩ নং (দেড়পোয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী।

সালসার প্রশংসা পত্র।

১ম পত্র।

গত ছয় মাস হইতে আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি চুলকানি, গাত্রে চাকাচাকা দাগ প্রভৃতি পারদঘটিত নানারূপ চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হন। তাহার উপর বাতে একেবারে পঙ্গু হইয়াছিলেন। উত্থান-শক্তি রহিত হইয়াছিল। বাতের কনকনানি, চুলকনি প্রভৃতি অসহ্য যন্ত্রণায় সর্ব্বদা পড়িয়া ছটফট করিতেন। ডাক্তারি, কবিরাজি চিকিৎসায় কোনরূপ বিশেষ ফল পান নাই। অবশেষে তিনি আপনার সালসা সেবন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ ২ নং দুই শিশি সালসা সেবন করাতেই তিনি উঠিয়া শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে সক্ষম হন। তার পর ২ নং দুই শিশি সালসা সেবন করাতে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। গাত্রের চুলকানিগুলিও অনেক শুকাইল। ক্রমে দুই মাস কাল আপনার সালসা ও তেল বিধিপূর্ব্বক ব্যবহার করাতে তিনি নীরোগ হইয়াছেন। দেহে চাকচিক্য হইয়াছে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগীশ।

১১ নং রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীট্, বড়বাজার, কলিকাতা।

২য় পত্র।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত দে-গঙ্গার সবরেজিষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্রখানি পাইয়াছি, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ;—

"মহাশয়গণ! আহ্লাদসহকারে আপনাদিগের সালসার উপকারিতা প্রকাশ করিতেছি। ইহা ব্যবহার করিয়া আমার প্রভূত উপকার হইয়াছে! ইহা দ্বারা বেশ দাস্ত পরিষ্কার হয়, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয় শক্তি প্রবল হয়। রক্ত নির্দ্দোষ হয়।

কেবল তিনটি শিশি মাত্র সালসা ব্যবহার করিয়া, আমি পূর্ণমাত্রায় স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? পাঁচ সপ্তাহ মাত্র সালসা ব্যবহার করিবার পর, বারাসত রেলষ্টেশনে ওজন হইয়া দেখি যে, আমার শরীরের ভার পাঁচ সের ছয় ছটাক বাড়িয়াছে। এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছি। আপনাদিগের এ ঔষধ প্রকৃতই মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। এই মহোপকারী সালসা আবিষ্কারের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। শ্রীমহম্মদ খালীল, সবরেজিষ্টার!

৩য় পত্র।

মধ্যভারত গোয়ালিয়র রাজ্যের লস্কর হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন্ শ্রীযুক্ত বিহারিলাল ঘোষ মহাশয় আমাদের হাতীমার্কা সালসা সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—

"মহাশয়! বাজারে যত প্রকার সালসা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা আমি স্বয়ং উত্তমরূপে ব্যবহার করিয়া জানিয়াছি। আমার ধারণা, পাকস্থলী সবল করিতে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অগ্নিমান্দ্য ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু আপনার সালসা ব্যবহার করা অবধি অনেক পরিমাণে ভাল আছি। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনার সালসা আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী।